বাল্মীকি রামায়ণ

বাল্মীকি রামায়ণ

আদিকাণ্ড

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৈদ্যুতিন সংস্করণ

শিশির শুভ্র

জানুয়ারি ২০২২

আদিকাণ্ড সূচিপত্র

১ম সর্গ

আদি কবি বাল্মীকির নারদের প্রতি প্রশ্ন, ঐ প্রশ্নের উত্তরে নারদ কর্ত্তৃক সংক্ষেপে রামচরিত্র-বর্ণন, এবং রামায়ণ-শ্রবণ-ফল-কথন

মহর্ষি বাল্মীকি তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,-দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি গুণবান, বিদ্বান, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন ব্যক্তিই বা রোষ ও অসূয়ার বশবর্তী নহেন? রণস্থলে জাতক্রোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোধন! এইরূপ গণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্বক পুলকিত মনে কহিলেন,-তাপস! তুমি যে-সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে তৎসমুদয় সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক, এইরূপ গুণবান, মনুষ্য এই পথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত,

বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জত্রুদ্বয় গূঢ়, হনু বিলক্ষণ স্থূল, নেত্র আকর্ণবিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রমাণানুরূপ ও বিরল। সেই সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর মহাবীর রাম অতিশয় বুদ্ধিমান ও সদ্বক্তা। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতিপরায়ণ; তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র; তিনি যশস্বী, জ্ঞানবান, সমাধিসম্পন্ন, ও জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয়স্বজন সকলকেই রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রজাপতিসদৃশ ও শত্রুনাশক। তিনি অনুরক্ত ভক্তকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী, ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, মহাবীর্য্য, ধৈর্য্যশীল ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তিযুক্ত। সকল লোকেই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি অতি বিচক্ষণ, সদাশয় ও তেজস্বী। নদীসকল যেমন মহাসাগরকে সেবা করে, সেইরূপ সাধুগণ সততই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্রু-মিত্রের প্রতি সমদর্শী ও অতিশয় প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় কীর্তিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজা দশরথের সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণ-শ্রেষ্ঠ পুত্র। মহীপাল দশরথ এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন প্রজাগণের হিতার্থী রামচন্দ্রকে প্রজাগণেরই প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

আর্য্যা কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সামগ্রীসম্ভার আহূত দেখিয়া দশরথের পূর্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক —এই দুইটি বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ সম্পূর্ণ সত্যসন্ধ ছিলেন, এই কারণে সত্যরূপ ধর্ম্ম-পাশে বন্ধ থাকাতে প্রিয় পুত্র রামকে বনবাস দেন। মহাবীর রামও কৈকেয়ীর হিতসাধন এবং পিতার সত্য প্রতিপালন—এই উভয় কার্য্যানুরোধে পিতার আজ্ঞাক্রমে বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সুমিত্রার আনন্দজনক বিনীতস্বভাব লক্ষ্মণ রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে দেখিয়া সৌভ্রাত্র প্রদর্শন পূর্বক স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন জনক-কুলোৎপন্না বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী রমণীকুলমণি ভর্তা রামের হিতসাধিকা ও প্রাণাধিক প্রিয়-দয়িতা সীতাও রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, সেইরূপ প্রিয়তমের অনুসরণে প্রবৃত্তা হইলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও রামের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র নিষাদগণের অধিপতি গূহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শৃঙ্গবের পুরে জাহ্নবীতীরে সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা ও লক্ষণের সহিত বনান্তরে প্রবেশ পূর্বক অগাধসলিলা নদীসকল পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূটপর্বতে উপনীত হইয়া এক সুরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিহার করত তথায় পরম সুখে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হন নাই। পরে তিনি রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনপ্রস্থান করিলেন এবং বিনীতবেশে সত্যপরাক্রম মহাতপা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,- আর্য্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য অধিকার করা বিহিত নহে, আপনি এই ধর্ম্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব, এক্ষণে প্রত্যাগমন পূর্বক, রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এইরূপ প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন যশস্বী উদারস্বভাব রাম পিতৃনির্দ্দেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই।

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্য পালনার্থ ভরতকে পাদুকাযুগল ন্যাসস্বরূপ দান করিয়া নির্বন্ধাতিশয়সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত প্রার্থনাসিদ্ধি-বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দন পূর্বক নন্দিগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় রামের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামও পুরবাসীদিগের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপলাশলোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসের বধ সাধন পূর্বক মহর্ষি শরভঙ্গ, সূতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতা ইধ্মবাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্ত্যের

আদেশে ঐন্দ্রধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন।

যৎকালে রামচন্দ্র সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থদিগের সহিত অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অসুর ও রাক্ষসদিগের বিনাশ বাসনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের সন্নিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অসূর সংহারে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর তিনি একদা জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তত্রত্য রাক্ষসগণ শূর্পণখার উত্তেজনায় সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণকে অনুচরগণের সহিত রণশায়ী করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে তাঁহার হতে ঐ স্থানের চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতিবধবার্তা শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে সাহায্য প্রদানার্থ প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইরূপ অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বার বার নিবারণ পূর্বক কহিয়াছিল, রাবণ! মহাবীর রামের সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু রাবণ মৃত্যু-প্রেরিত হইয়া মারীচের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে মারীচের মায়ায় মোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুর বধসাধন পূর্বক জানকীকে হরণ করিয়া আনিল। অনন্তর রামচন্দ্র

সীতা অপহৃত ও পক্ষীন্দ্র জটায়ুকে নিহত দেখিয়া সোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া দুঃখিত মনে বনে বনে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কবন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ চিতানলে ভস্মীভূত করিলে সে দিব্য গন্ধর্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণকালে রামকে সম্বোধনপবক কহিল, রাম! তুমি এক্ষণে শীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে শবরী-সন্নিধানে গমন করেন এবং শবরী কর্ত্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের নিকট সমুপস্থিত হন।

অনন্তর হনুমানের বাক্যানুসারে সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত-বিশেষত সীতার দূরবস্থার বিষয় অবিকল সকলই কহিলেন। কপিবর সুগ্রীব রামের মুখে দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নিসন্নিধানে পুলকিত মনে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালীর সহিত তাঁহার কি কারণে বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীর বন্ধুদের অনুরোধে বিষণ্ন মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া বালিবধোদ্দেশে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হন। অনন্তর সুগ্রীব রামের নিকট মহাবীর বালীর বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি বালীর তুল্যবল হইবেন কি না এই ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বালীর বলবত্তায় রামের সম্যক বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত দৈত্য দুন্দুভির পর্বতাকার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবাহু মহাবল

রাম দুন্দুভির অস্থি দর্শনে ঈসৎ হাস্য করিয়া পাদাঙ্গূষ্ঠ দ্বারা শতযোজন অন্তরে তৎসমুদয় নিক্ষেপ করিলেন এবং একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিলেন। তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক বিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কপিবর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালী সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রাম সুগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালীর প্রাণ সংহার করিলেন এবং বালীর রাজ্য সুগ্রীবকে দিলেন।

তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে আহবান পূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হনুমান পক্ষীন্দ্র সম্পাতির বাক্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত পুরী লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক অশোকবনে ধ্যানে নিমগ্ন সীতাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন ও অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্বক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণদ্বার চূর্ণ করিলেন।

তৎপরে মারুতি পাঁচজন সেনাপতি, সাতজন মন্ত্রিকুমার ও রাবণতনয় মহাবীর অক্ষকে বিনাশ করিয়া মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হন এবং তিনি সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার বরে অবিলম্বে ব্রহ্মা-কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত

হইবেন জানিয়া যে-সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে সংযত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, রাবণকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। অনন্তর কেবল অশোবন ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট সমপস্থিত হন।

অপরিচ্ছিন্ন বলবৃদ্ধিসম্পন্ন হনুমান মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক কহিলেন, প্রভো! আমি যথার্থতই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম। রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সাগরতীরে গমন পূর্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শরনিকরদ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিলেন। সমুদ্র রাম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের বাক্যানুসারে নলের সাহায্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং সেই সেতুদ্বারা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষস-গৃহে অধিবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদভয়ে ভীত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম অগ্নির বাক্যানুসারে সীতাকে নিষ্পাপা বোধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোক, সাত লোক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে তিনি

রাক্ষসপ্রধান বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষেক পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইয়া আনন্দিত হন।

অনন্ত রাম অমরগণের নিকট বরলাভ পূর্ব্বক বানরদিগকে সমরশয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া সুহৃদগণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন; পরে সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদগণের সহিত পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন। এক্ষণে তিনি তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত মস্তকের জটাভার অবতরণ পূর্ব্বক সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন। তাঁহার এই রাজ্যকালে প্রজারা হৃষ্টপুষ্ট, আধিব্যাধি-বিবর্জিত, দুর্ভিক্ষভয়শূন্য ও ধার্ম্মিক হইবে। পিতা কদাচই পত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে না। নারীগণ সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। তাঁহার রাজ্যমধ্যে অগ্নি-ভয়, বায়ু-ভয় ও তস্কর-ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহই জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। নগর ও রাষ্ট্রসকল ধনধান্যসম্পন্ন হইবে। সকলেই সত্যযুগের ন্যায় নিরন্তর সুখে কালহরণ করিবে। সেই রঘুকুলতিলক রাম বহু ব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে অযুত কোটি ধেনু ও প্রচুর ধন দান পূর্ব্বক অনেকানেক রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ

করিয়া রাখিবেন। এইরূপে তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্কর, পবিত্র, পাপনাশক, পূণ্যজনক, বেদোপমিত রামচরিত পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র, পৌত্র ও অনুচরগণের সহিত দেহান্তে দেবলোকে গিয়া সুখী হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাকপটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক বাণিজ্যে বহু, অর্থ ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন।

২য় সর্গ

বাল্মীকিকৃত নারদপূজা, ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে ক্রৌঞ্চবধ-দর্শনে বাল্মীকির মুখ হইতে ছন্দোময় বাক্যের আবির্ভাব, আদিকবির ভরদ্বাজাদি শিষ্যসহ আশমে প্রত্যাগমন, ব্রহ্মার আগমন এবং রামচরিত-বর্ণনে উপদেশ দান

ধর্ম্ম-পরায়ণ সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্ত্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাল্মীকি মুহূর্তকাল আশ্রমে অবস্থিত করিয়া ভাগীরথীর অদূরে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর অবতরণ প্রদেশ কর্দ্দম-শূন্য দেখিয়া পাশ্ববর্ত্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দ্দম-শূন্য এবং সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় ইহার জল কেমন স্বচ্ছ। এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করিব। গুরুশুশ্রূষানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বাল্মীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক তীরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কামন-সমীপে এক ক্রৌঞ্চমিখুন মধুর সুরে গান করত সুস্থ শরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রোঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিত-লিপ্ত-কলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া এবং সেই তাম্র-শীর্ষ কামোম্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চির-বিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি সম্ভোগ প্রবৃত্ত বিহঙ্গকে নিষাদ কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠ স্বরে তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্ম-জনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চ মিথুন হইতে কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস; অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিবি না। বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বার বার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্

জ্ঞানবান্ মহর্ষি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক অবধারণ পূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই বাক্য চরণদ্বয় অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং মহর্ষিও তাঁহার প্রতি যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকি বিধানানুসারে তমসায় স্নান করিয়া ঐ শ্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিনীতস্বভাব তদীয় শিষ্য ভরদ্বাজও পৃষ্ঠে জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি, শিষ্য সমভিব্যাহায়ে স্বীয়, আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথা উত্থাপন করত এক একবার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পাদ্য অন্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাপতির অনুমতি

অনুসারে উপবিষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চ-বধ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! বৈরাচরণপর পামর ব্যাধ অকারণ সেই কলকণ্ঠ বিহঙ্গকে বিনাশ করিয়া কি কুকার্য্যই অনুষ্ঠান করিয়াছে। অনন্তর ক্রোঞ্চীর দুঃখ বারংবার তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল এবং উহার নিমিত্ত একান্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে সেই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্য্যামী ভুতভাবন ভগবান ব্রহ্মা সহাস্যমুখে মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন। তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে; এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাপস! আমার সংকল্প প্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রাম-চরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্মশীল গম্ভীর-স্বভাব বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাও আমায় স্ফূর্তি পাইবে। তোমার এই কাব্যে কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। অতএব তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবদ্ধ কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদী সকল অবস্থান করিবে, তত দিন ত্বৎকৃত এই রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে এবং তত দিন তোমার কীর্তি-শরীর ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে।

ভগবান ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি এই ব্যাপারে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করত প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন; গুরুদেব, তুল্যাক্ষর চরণ-চতুষ্টয়-সম্পন্ন যে পদাবলী গান করিয়াছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চরিত হওয়াতে তাহা শ্লোক বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহাত্মা এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূপ সংকল্পও করিয়াছেন।

উদারদর্শন অতুল কীর্তিসম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও পদযুক্ত তুলার মনোহর বহুসংখ্য শ্লোক বা দশরথ-তনয় রামের যশঙ্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। পাঠক! এক্ষণে সেই সমাস সন্ধি ও প্রকৃতি প্রত্যয় যোগ সম্পন্ন দোষ-বিরহিত মধুর ও প্রসাদ গুণপেত বাক্যে সঙ্কলিত, ঋষি-প্রণীত রামচরিত ও রাবণ-বধ শ্রবণ কর।”

৩য় সর্গ

বাল্মীকি রামায়ণবিনদ্ধ বিষয়ের সংক্ষেপ কথন

মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গ-সাধক হিতজনক সমগ্র রাম-চরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং পূর্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও বিধানানুসারে আচমন পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষণ ও সীতা এবং ভার্য্যা প্রজা ও অমাত্যাদি সহিত রাজা দশরথ, ইহাঁদিগের হাস্য পরিহাস, কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ

এই সমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। সত্য সন্ধ রাম, লক্ষণ ও সীতার সহিত বনে বনে পর্য্যটন করত যেরূপ দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য কার্য্য করতল আমলকের ন্যায় তিনি দেখিতে পাইলেন। তখন মহামতি মহর্ষি যোগবলে এই সমস্ত অবগত হইয়া নারদ কর্ত্তৃক পূর্বকীর্তিত, ধর্ম্ম ও কামপ্রতিপাদক, সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের আধার, শ্রবণ মনোহর রাম-চরিত রচনা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের জন্ম, তাঁহার বল, লোকানুরাগিতা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যতা, ও সত্যশীলতা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পরের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে জানকীর বিবাহ, ধনুর্ভঙ্গ, ভার্গবের সহিত রামের বিবাদ ও রামের গুণ সমুদায়, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্টভাব রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক বিলাপ ও পরলোক-প্রাপ্তি, প্রজাবর্গের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদাধিপ সংবাদ, সারথি মন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, গঙ্গা সন্তরণ, রামের ভরদ্বাজ দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশানুসারে রামের চিত্রকুট পর্বতে গমন ও তথায় পর্ণকুটীর নির্মাণ, ভরতের আগমন ও ভরতকৃত রামের প্রসাদন, রামের পিতৃতর্পণ, পাদুকা-অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্য গমন, বিরাধ বধ, শর ভঙ্গ দর্শন, সুতীক্ষ্ণ সমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্র অবস্থান ও সীতার দেহে অনসূয়ার অঙ্গরাগ প্রদান, রামের অগত্য দর্শন, ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখা সংবাদ ও তার বিরূপকরণ, খর ও ত্রিশির নামক রাক্ষসদ্বয়ের বধ,

রাবণের সীতাহরণোদ্যোগ, মারীচ-বধ, সীতাহরণ, রামচন্দ্রের বিলাপ, জটায়ুর মৃত্যু, নামের কবন্ধদর্শন, পাম্প দর্শন, শবরী দর্শন, ফলমূল ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ, হনুমদ্দর্শন, ঋষ্যমূকে গমন, সুগ্রীব-সমাগম, সুগ্রীবের বিশ্বাসোৎপাদন ও তাঁহার সহিত সখ্যভাব, বালি-সুগ্রীব-বিগ্রহ, বালিবিনাশ, সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি, তারা-বিলাপ, রামসুগ্রীব-সংকেত, বর্ষানিশায় আবাসগ্রহণ, রামের ক্রোধ, কপিবলসংগ্রহ, দূতপ্রেরণ, পৃথ্বীসংস্থান কথন, রামের অঙ্গুরীয় দান, জাম্বুবানের গহ্বর দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতি দর্শন, পর্বতারোহণ, সাগর লঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাক দর্শন, রাক্ষসীতর্জ্জন, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকা নিধন, লঙ্কা-দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কাপুরী প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্তব্যাবধারণ, পানভূমি গমন, অন্তঃপুরদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎকার, পুষ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বনে গমন, সীতা দর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতার বাক্য, রাক্ষসী তর্জন, ত্রিজটার স্বপ্ন দর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসী বিদ্রাবণ, কিঙ্কর সংহার, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হনুমানের গর্জন, পুনরায় সাগর লঙ্ঘন, মধুহরণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাস দান, মণি প্রদান, সমুদ্র-সমাগম, সেতু বন্ধন, সমুদ্রোত্তরণ, রজনীতে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণ সংসর্গ, বধোপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণ-নিধন, মেঘমাদ-বধ, রাবণ বিনাশ, রামের সীতা প্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক দর্শন, অযোধ্যায় আগমন, ভরদ্বাজ সমাগম, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভারতের সহিত সমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, রাষ্ট্রানুরাগ ও সীতা পরিত্যাগ, মহর্ষি বাল্মীকি এই সমস্ত

এবং রামের অপ্রচারিত অন্যান্য সমুদায় বিষয় স্বপ্রণীত কাব্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

৪র্থ সর্গ

রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পর পুত্রদ্বয়ের মুখে স্বচরিত্র-শ্রবণ কথা

রঘুকুল-তিলক রাম রাজ্য লাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র পদ ও অর্থ সংযুক্ত রামচরিত সংক্রান্ত এক মহা কাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্য মধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচ শত সর্গ ও ছয় কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড প্রস্তুত আছে। এই উত্তর কাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভ প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মুনিবেশধারী আশ্রমবাসী যশস্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্ম্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বর সম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থ বোধে সমর্থ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাবণবধ নামক সীতা-চরিত-সংক্রান্ত স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা গন্ধর্বের ন্যায় পরম সুন্দর ও মধুর কণ্ঠস্বর-সম্পন্ন ছিলেন। উহাঁরা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থান ও মূর্চ্ছনা তত্ত্ব সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগকে দেখিলে বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত।

অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রুতিসুখকর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণ-সম্মত ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর সংযুক্ত, তাললয়ানুকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য করুণ-রৌদ্র-বীর-প্রভৃতি রসবহুল মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধু সমাজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষানুরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সেই সর্ব সুলক্ষণ-সম্পন্ন মহাভাগ মহাত্মা কুশী ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশুদ্ধ-স্বভাব ঋষিগণের সমক্ষে এই মহাকাব্য গান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-বৎসল ঋষিগণ তাঁহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! গীতের কি মাধুরী, শ্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে। বহুকাল হইল, রামের এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাচ অধুনা যেন তৎসমুদায় প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছে!

অনন্তর কুশ ও লব ভাবে উন্মত্ত হইয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত আদ্র করত মধুর উচ্চ ও ষড়্‌জাদি সুরে গান করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের মুখ হইতে প্রশংসাধ্বনি উচ্চরিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সহসা উত্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক কলশ প্রদান করিলেন। কেহ প্রসন্ন হইয়া বল্কল দিলেন। কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মুঞ্জানির্ম্মিত তন্তু, কেহ আসন ও কেহ বা কৌপীন দান

করিলেন। কোন এক মুনি, সন্তুষ্ট হইয়া এক খানি কুঠার দিলেন। কেহ বা কাষায় বস্ত্র, কেহ চীর বস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ কাষ্ঠাহরণ রজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠ-ভার এবং কেহ কেহ উদুম্বর, নির্ম্মিত পীঠ প্রদান করিলেন। কোন মহর্ষি "স্বস্তি" কেহ বা "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হস্তোত্তলন পূর্ব্বক প্রীত মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

সত্যবাদী ঋষিগণ কুশ ও লবকে এই রূপ আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা অতি চমৎকার হইয়াছে এবং প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে ইহা কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হইবে। হে সঙ্গীত-সুনিপুণ কুশলব! তোমরা এই আয়ুর পুষ্টিকর ও এৰণমনোহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ।

এইরূপে কুশ ও লব সংগীত দ্বারা সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা রামচন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া ভবনে আনয়ন পূর্বক তাঁহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। পরে তিনি কাঞ্চন-নির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিবর্গ তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রামচন্দ্র সেই বিনীত রূপ-সম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেব-প্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদ সংযুক্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া

সেই গায়কদ্বয়কে গান আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আহ্লাদিত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ উচ্চস্বরে রাগ রাগিণী সহকারে বীণার ন্যায় মধুর রবে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন। শ্রুতি-সুখকরগীতি, সমিতিমধ্যে সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। তখন রাজা রামচন্দ্র পুনরায় ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন; ভ্রাতৃগণ! এই তাপস কুশ ও লব মুনিবেশধারী হইলেও স্বদেহে রাজচিহ্ন সমুদায় বহন করিতেছেন। ইহাঁরা গায়ক এবং এই উপাখ্যানও অতি মধুর ও আমারই যশস্কর অতএব তোমরা এক্ষণে অবহিত মনে ইহা শ্রবণ কর। রাম ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কুশ ও লবকে গাইতে কহিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা লাভ করিয়া সংস্কৃতাশ্রিত গীত গাইতে লাগিলেন এবং রামও রাজসভায় সমাসীন হইয়া আপনার চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনায় গীত শ্রবণে একান্ত আসক্ত হইলেন।

৫ম সর্গ

মনুনির্ম্মিত কোশল-জনপদান্ত অযোধ্যাপুরীর বর্ণন

প্রজাপতি মনু অবধি জয়শীল যে সমস্ত নৃপতি এই সসাগরা বসুমতীকে অনন্যসাধারণ রূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, যে সগরের গমনকালে ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিতেন এবং যিনি সাগর খনন করেন, আমরা শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সেই

মহীপালগণের বংশ এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্তিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই ত্রিবর্গ-সাধন উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অসূয়া-শূন্য হইয়া শ্রবণ করুন।

স্রোতস্বতী সরসূর তীরে প্রচুর ধনধান্য-সম্পন্ন আনন্দ কোলাহলপূর্ণ অতিসমৃদ্ধ কোসল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকসিত-কুসুম-সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর! চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণ সকল রহিয়াছে। কোন স্থানে নানাপ্রকার মন্ত্র ও অস্ত্র সঞ্চিত আছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজ-পট সকল বায়ু ভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ-নির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ন নির্ম্মিত প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে।

কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার সুবর্ণ-খচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্য তণ্ডুল ও নানা প্রকার রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষু-রসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া কর প্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয় স্বজন-বিহীন ও লুকায়িত হয় এবং যাহার বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যক্তি-সকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ ব্যাঘ্র, ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন এই প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান্ বেদ বেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল-প্রভা সম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ সর্বালঙ্কার শোতিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ সর্গ

দশরথের রাজত্বকালীন সকল লোকের ও রাজা দশরথের বর্ণন

সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদ বেদাঙ্গ-পারগ পরম-ধার্ম্মিক দূরদর্শী তেজস্বী যজ্ঞশীল ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষিকল্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশালী মনুর ন্যায় প্রজা পালন করিতেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন স্বাধীন রাজা। চতুরঙ্গবল-প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গ সকল ইহাঁর সংগ্রহ ছিল। পুর ও জনপদবাসী প্রজারা ইহাঁর প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ইহাঁর শত্রু সকল বিনষ্ট ও মিত্রদল পুষ্ট হইত। ধন ধান্যাদি সংগ্রহ নিবন্ধন ইনি সুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়া প্রথিত ছিলেন। দিশাধিপতি যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সত্য-প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্মার্থকাম অনুসরণ পূর্বক অযোধ্যা পালন করিতেন।

তাঁহার রাজ্য-কালে ঐ নগরীর লোক সকল ধর্ম্ম-পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ হৃষ্ট স্বধন-সন্তুষ্ট অলুব্ধ-স্বভাব ও সত্যবাদী ছিল। সকলেই প্রচুর-পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো অশ্ব ও ধন ধান্য-সঞ্চয় নাই এমন গৃহস্থই প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে যাহা অভিলাষ করিত তাহাই তাহার সিদ্ধ হইত। কোন পুরুষই কামোন্মত্ত দুরাচার ও ক্রূর ছিল না। তথায় মূর্খ ও নাস্তিকও দৃষ্টিগোচর হইত না। নর নারী সকল ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় স্বভাব-সন্তুষ্ট এবং মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্ন-চিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্ম্মানুগত ভোগসুখ চরিতার্থ করিতে

কেহই কাতর ছিল না। সকলেই পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিত এবং পরিচ্ছন্ন থাকিত। সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলেই অঙ্গদ নিষ্ক ও করাভরণ ধারণ করিত। কাহারই মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। সকলে সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল। কেহই ক্ষদ্রাশয় তস্কর কদাচার ও জাতি সঙ্কর সমুৎপন্ন ছিল না। দ্বিজগণ জিতেন্দ্রিয় দানাধ্যয়ন সম্পন্ন ও অনিষিদ্ধপ্রতিগ্রহী ছিলেন। কেহই অসূয়া-পরবশ ও অশক্ত ছিল না। সকলেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান করিত। কেহ দীন ক্ষিপ্তচিত্ত ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত ছিল না। নর নারী সকল সর্বাঙ্গসুন্দর ও অপূর্ব লোভা-সম্পন্ন ছিল। সকলে রাজার প্রতি অসা ধারণ, অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় দেব-ভক্তি-যুক্ত অতিথি-সৎকার-পর কৃতজ্ঞ বদান্য ও বীর ছিলেন। অকাল-মৃত্যু কাহাকেই সহ্য করিতে হইত না। সকলেই পুত্র পৌত্র ও কলত্রে নিরন্তর পরিবৃত থাকিত। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।

গিরিদরী যেমন কেশরী দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী অকুটিল-স্বভাব অসহিষ্ণু, ধনুর্বেদ-বিশারদ ও বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। কম্বোজ বাহ্লীক ও পারস্য-দেশীয় এবং সিন্ধু প্রদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্ব সকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতে জাত দিগ্‌গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই ত্রিবিধ-জাতি সঙ্করজ* ভদ্র মন্দ্র, মন্দ্র মৃগ ও মৃগ মন্দ্র এই

দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি সঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উত্তুঙ্গ মাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না। শত্রু-নাশন রাজা দশরথ চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেইরূপ সেই যথার্থ-নামা সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গল-সম্পন্ন বিচিত্র গৃহপরি শোভিত বহুল লোক সঙ্কুল ও মঙ্গলালয় অযোধ্যা শাসন করিতেন।

**যে হস্তীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংক্ষিপ্ত তাহা ভদ্র, যাহার দেহ স্থূল লোল ও সংক্ষিপ্ত তাহা মন্দ্র এবং যাহার আকার কৃশ ও কশ ও দীর্ঘ প্রায় তাহা মৃগ জাতীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।*

৭ম সর্গ

দশরথের মন্ত্রিবর্গের নীতিজ্ঞতার কথা

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আট জন, মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁরা যশস্বী বিশুদ্ধস্বভাব ও গুণবান; অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্যাকার্য্য পরিজ্ঞান বিষয়ে ইহাঁর। বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপতির হিত সাধনে নিরন্তর যত্ন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুইজন দশরথের সর্বপ্রধান ঋত্বিক ছিলেন। তদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য্য

পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজমন্ত্রিগণ তেজস্বী বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন লজ্জাশীল নীতিনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ অপ্রতিহত-পরাক্রম কীর্ত্তিমান সাবধান স্মিতপূর্ব্বাভিতাষী যশস্বী ক্ষমাবান ও নৃপতির নির্দ্দেশানুবর্ত্তী ছিলেন। হয় কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থলোভ বা ক্রোধনিবন্ধন কদাচই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয়েরা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, দূতমুখে তৎসমুদয়ই অবগত হইতেন। ইহাঁরা সকলেই ব্যবহার-কুশল। মহারাজ অগ্রে ইহাঁদিগের বন্ধুত্বের সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কৃতাপরাধ পুত্রকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না। কোশ ও সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে ইহাঁদিগের সবিশেষ যত্ন ছিল। ইহাঁরা নিরপরাধ শত্রুরও হিংসা করিতেন না। ইহাঁরা সকলেই বিপক্ষ-নিবারণ-ক্ষম নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। অধিকারস্থ সাধু লোকেরা ইহাঁদিগের প্রযত্নে নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের কদাচই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না এবং অপরাধের বলাবল বিচার পূর্ব্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করিয়া রাজকোশ পূরণ করিতেন। এই সমস্ত একমতাবলম্বী মহাত্মাদিগের বিচারকালে রাজ্যমধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী অসৎ স্বভাবাপন্ন ও পরদার-পরায়ণ ছিল না। সর্ব্বত্রই শান্তি-সুখ বিস্তীর্ণ ছিল। এই সকল মন্ত্রী পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন এবং নৃপতি হিত সাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন করিয়া রাখিতেন। রাজা ইহাঁদিগকে প্রকৃত গুণবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিদেশেও যে সমস্ত ঘটনা হইত, ইহাঁরা আপনাদিগের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তৎসমুদায় অবগত

হইতেন। সকল দেশে ও সকল কালে লোকে ইহাঁদিগের গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইত। ইহাঁরা সন্ধি-বিগ্রহ-বিষয়ে পারদর্শী ও সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁরা মন্ত্ররক্ষায় সুনিপুণ সূক্ষ্ম-বিচার-পটু নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাত বদান্য নিষ্পাপ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ এই সমস্ত অমাত্যগণের সহিত নিরন্তর পরিবৃত হইয়া দূত-সাহায্যে স্বদেশ ও পরদেশ-বৃত্তান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্মও প্রজা পালন পূর্বক দেবলোকে দেবপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অধর্ম্ম তাহাঁকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি কখন অধিক-বল বা তুল্যবল শত্রু লাভ করেন নাই। তাঁহার মিত্রপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অধীন নৃপতিগণ তাঁহার নিকট সতত সন্নত হইয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতাপে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। এইরূপে সেই মহীপাল দশরথ হিতানুষ্ঠান-নিবিষ্ট অনুরক্ত সূক্ষ্মদর্শী কার্য্যকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইয়া ছিলেন।

৮ম সর্গ

অপুত্রক দশরথের অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রাদি মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ, অন্তঃপুরে পত্নীদিগের নিকট যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়-জ্ঞাপন

ঈদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ সন্তান কামনায় নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথা বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন

নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেই ধীমান্, স্থিরচিত্ত আমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে নিশ্চয় হইয়া মন্ত্রিপ্রধান মন্ত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদ বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া ধর্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই; এক্ষণে বাসনা যে আমি সন্তানকামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে আপনারা তাহা অবধারণ করুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্লমনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্র লাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু-পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে নানাপ্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে শান্তি কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য্যকুশল; অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধি পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যধাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! ঋত্বিকের যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সন্নিহিত মন্ত্রিবর্গকে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তানকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, অতএব তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহীপালের এই মধুর

বাক্যে সেই কমনীয়-কান্তি নৃপকান্তাগণের মুখশশী বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

৯ম সর্গ

দশরথ ও সুমন্ত্রের কথোপকথন

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছেন দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র নির্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণের অভিমত। এক্ষণে আমি পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপনারই পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত সেই পুরাবৃত্ত কীর্তন করি, শ্রবণ করুন। পূর্বে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ-সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, হে তপোধনগণ! মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্নে নিরন্তর বন মধ্যে পরিবর্দ্ধিত ও বনচারী হইয়া কাল যাপন করিবেন। তিনি নিয়ত পিতার অনুবৃত্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেই জানিবেন না। লোকমধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং ব্রাহ্মণেরাও সর্বদা কহিয়া থাকেন যে, মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য [যিনি ব্রহ্মচারীয় উপযুক্ত দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করেন, তিনি মুখ্য ব্রহ্মচারী] ও গৌণ [যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দার গ্রহণ পূর্বক শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীসম্ভোগ করেন, তিনি গৌণ-ব্রহ্মচারী] এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। বিপ্রগণ! নিয়ত অগ্নি পরিচর্য্যা ও পিতৃ শুশ্রূষায় বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। এই অবসরে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত সুবিখ্যাত এক রাজা জন্মিবেন। এই রাজার দোষে অঙ্গদেশে সর্ব ভূতভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। মহীপাল লোমপাদ এইরূপ দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি

দুঃখিত হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন পূর্ব্বক কহিবেন, বিপ্রগণ! আপনারা লোকাচার ও শ্রৌতিকার্য্য অবগত আছেন, অতএব এই অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নিয়মের আদেশ করুন। ঐ সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিবেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যে কোন উপায়ে হউক রাজ্য মধ্যে আনয়ন করুন। তাঁহাকে আনিয়া ও সমুচিত সৎকার করিয়া তাঁহার সহিত বিধানানুসারে আপনার তনয়া শান্তারে বিবাহ দিন।

রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে সেই তেজস্বী মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন, এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিবেন। অনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির করি অমত্যগণ ও পুরোহিতকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন। তখন অমাত্য ও পুরোহিত ইহারা রাজার এই আদেশে দুঃখিত হইয়া লজ্জাবনত-মুখে অনুনয় বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিবেন, মহারাজ! আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক কহিবেন, অঙ্গরাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করিব। এক্ষণে ইহার যেরূপ উপায় স্থির করিলাম, ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত হইবে না।

মহারাজ! এইরূপে রাজা লোমোপাদ বেশ্যা-সাহায্যে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসিলে

সুররাজ ইন্দ্র মুষলধারে বারি বৃষ্টি করেন। রাজা লোমপাদও সেই ঋষিতনয়ের সহিত তনয়া শান্তার বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনার সেই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার সন্তান-কামনা পূর্ণ করিবেন। মহারাজ! সনৎকুমার যা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট তা কীর্তন করিলাম।

১০ম সর্গ

সনৎকুমার-কথিত ঋষ্যশৃঙ্গ-কথা-বর্ণন। দশরথ-প্রশ্নে সুমন্ত্র কর্ত্তৃক তৎকথা কথন

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! অঙ্গরাজ যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও কীর্তন কর। মন্ত্রী সুমন্ত্র অযোধ্যাধিপতি দশরথ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ যে রূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আদ্যোপান্ত কীর্তন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুন। অঙ্গরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়নের আদেশ করিলে কুলপুরোহিত ও অমাত্যগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা কখনই বিফল হইবে না। তপস্বী স্বাধ্যায়-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়ত বনে বাস করিয়া থাকেন। তিনি স্ত্রী-বিহার-সুখ কিছুই জানেন না। অতএব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোম্মাদী ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ দ্বারা তাঁকে প্রলোভিত করিয়া নগর মধ্যে আনয়ন করিব; আপনি

অবিলম্বে তাহার আয়োজন করুন। রূপবতী বারযুবতীরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া তথায় গমন করুক। উহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে লোভে ফেলিয়া এখানে আনয়ন করিবে।

রাজা লোমোদ এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই ইহা সংসাধন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পুরহিত এই কার্য্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া মন্ত্রিগণকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও অনতিবিলম্বে সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারনারীগণ সচিবগণের নির্দ্দেশে বনপ্রবেশ করিল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের আশ্রমের অনতিদূরে, সেই সুধীর ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিল। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃবাৎসল্যে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্বক কখন কোথায়ও যাইতেন না। জন্মাবধি নগর ও জনপদের স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই দেখেন নাই এবং তত্রত্য কোন প্রকার জন্তুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অনন্তর একদা ঋষ্যশৃঙ্গ যে স্থানে বারাঙ্গনাগণ অবস্থান করিতেছিল, যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সুবেশা বিলাসিনীরা সহসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহারা তৎকালে মধুর স্বরে গান করিতেহি। গান করিতে করিতে সেই ঋষিকুমারের সামনে আগমন পূর্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে? কি করেন এবং এই জনশূন্য দূরতর অরণ্যে একাকী কি কারণেই বা সঞ্চরণ করিতেছেন? বলুন, এই

সমস্ত জানিতে আমাদিগের একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্টপূর্বা সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আপনার পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, আমি মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরস পুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ; তপঃসাধন করাই আমার কার্য্য, ইহা এই ভূলোকে প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, ঐ অদূরে আমাদিগের আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আমি তথায় বিধি পূর্বক তোমাদিগের অতিথি সৎকার করিব।

অনন্তর সেই সমস্ত বারমহিলা ঋষিপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তপোবন দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও ফল-মূলাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তখন বেশ্যারা সেই ঋষিকুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে শীঘ্র তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার মানসে তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনিও আমাদিগের এই সমস্ত সুস্বাদু ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ করুন; আপনার মঙ্গল হবে। এই বলিয়া সেই সকল ললনা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকিত মনে সুস্বাদু মোদক ও অন্যান্য নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য উপযোগ করিয়া মনে করিলেন, যাঁহারা নিয়ত অরণ্যবাসে কাল হরণ করিয়া থাকেন, বুঝি এরূপ ফল তাহাদের কখনই উদরস্থ হয় নাই।

অনন্তর সেই সমস্ত বারনারী মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া কোন এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্ভাষণ পূর্বক আশ্রম হইতে প্রতিগমন

করিল। তাহারা গমন করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া তাহাদিগের বিরহ-দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সেই কামিনীগণসংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব দিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রমণীগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদামন পূর্বক কহিল, সৌম্য! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চলুন, তথায় নানাপ্রকার প্রচুর ফলমুল আছে, তোজন ব্যাপার বিশেষরূপে, নির্বাহ হইতে পারিবে। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গনাদিগের এইরূপ হৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সাম্মত হইলেন। তাহারাও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

অনন্তর এইরূপে সেই ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে দেবরাজ জীবলোককে পুলকিত করত সহস্রধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা লোমোপদ বৃষ্টির সহিত তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রত্যুদগমন পূর্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সমুচিত সৎকার করিয়া ললনাদিগের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হন, এই ভয়ে বার বার তাহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই মহর্ষিকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্তমনে শান্তাকে সমর্পণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজা বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সর্ব-কাম-সম্পন্ন হইয়া সহধর্ম্মিণী শান্তার সহিত অঙ্গ দেশে বাস করিতে লাগিলেন।

১১শ সর্গ

সনৎকুমার -কথিত কথার বিস্তৃত বর্ণন

মহারাজ! দেব-প্রধান ধীমান্ সনৎকুমার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট পুনরায় সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে পরম ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইহার সহিত অঙ্গরাজের আত্মজ লোমপাদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে যশস্বী মহীপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মা আমি নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিআছি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ আমার বংশ রক্ষার্থ সেই যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উহাকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহার অবশ্য কর্তব্য অবধারণ পূর্বক পুত্রকলত্র-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার হতে সমর্পণ করিবেন। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহৃষ্ট মনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধার্থ পুত্রার্থ ও স্বর্গলাভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে তাঁহার এই পুত্রেষ্টি পূর্ণ হইবে এবং তাঁহার ঔরসে ত্রিলোক-বিধ্যাত অতুল-বল-সম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ সমক্ষে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বলবাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাদরে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন ।

রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুমন্ত্র যাহা কহিল, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন ও উহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাত্যেরাও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন উপবন, নদ নদী সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীপ্ত পাকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। তখন লোমপাদ রাজা দশরথকে সমুপস্থিত দেখিয়া বন্ধুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজার আগমলে উঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তার যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট তাহার পরিচয় দিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সাত আট দিবস লোমপাদের সহিত একত্র বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহৎকার্য্যানুষ্ঠানের উপক্রম করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শান্তাকে ভর্তা ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়স্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, বৎস! তুমি সহধর্ম্মিনীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর। ঋষ্যশৃঙ্গ অবিচারিতমনে শ্বশুরের এই অনুবোধ-বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর তিনি লোমপাদেরর আদেশে ভার্যার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দশরথও সুহৃৎকে সম্ভাষণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিণক্রমণকালে উভয় মিত্র একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলি বন্ধন ও স্নেহ ভরে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ করলেন। পরে দশরথ বয়স্য লোমপাদের আবাস হইতে নির্গত হইয়াই, দ্রুতগামী দূতগণদ্বারা অযোধ্যাবাসিদিগকে অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, পরিষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিরা রাজার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলম্বে সশস্ত নগর সুসজ্জিত করিল। অনন্তর মহীপাল; ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র যেমন বামনকে দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রের সহকারী নরেন্দ্র, ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মান পূর্বক নগরমধ্যে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া নগরবাসিরা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিলেন এবং তাঁহার আগমন নিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা সেই বিশাললোচন শান্তকে ভর্তার সহিত সমাগতা দেখিয়া প্রীতিভরে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শান্তা, মহীপাল দশরথ ও ঐ সমস্ত মহিলাকর্তৃক সবিশেষ সমাদৃতা হইয়া ভর্তার সহিত পরম সুখে তথায় কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।

১২শ সর্গ

পুত্র-প্রাপ্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞকরণে রাজা দশরথের অনুমিত

অনন্তর বহু দিন অতীত ও মনোহর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সন্তান-কামনায় দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পাদ বন্ধন পূর্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় যাবতীয় সামগ্রী অহরণ, অশ্বমোচন ও স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞ ভূমি নির্মাণ করুন। তখন রজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের নির্দ্দেশানুসারে সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র ত্বরিতপদে গিরা তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া ধর্মার্থ-সঙ্গত ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই। এক্ষণে বাসনা যে সন্তান-কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। এই ঋষি কুমারের প্রভাবে আমার সেই মনোথ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে।

বশিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া না কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল আহরণ, অশ্ব মোচম ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞ-ভূমি নির্মাণ করুন।

আপনার যখন সন্তানার্থ এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন চারিটি অমিতবল পুত্র অবশ্যই লাভ করিবেন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে হর্ষোৎফুল্লমনে অমাত্যগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে শীঘ্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটুপুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান ঋষিকর্ত্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করাইয়া দেও। দেখ, রাজা মাত্রেরই এই যজ্ঞ সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু, ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে, কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞ তন্ত্রবিৎ ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা ভদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে শান্তি কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য্য-কুশল, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধি পূর্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বল উহার অদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অন্তর ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক রাজা দশরথের বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে দশরথ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

১৩শ সর্গ

রাজার অনুমতিক্রমে রাজন্যবর্গের নিমন্ত্রণ। অশ্বশালাদি নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ

বৎসরান্তে পুনরায় বসন্ত কল উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্য রাজা দশরথ সন্তানার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধান অনুসারে আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাযাতে যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমার স্নিগ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু। আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবতীয় ভার বহন করতে হইবে। বশিষ্ঠদেব দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব। অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ম্ম-প্রবীণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্ম্মিক স্থবির, স্থপতি, কর্মান্তিক, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্তক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধভাব পুরুষদিগকে আহ্বান কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বসোপযগী আবাস নির্মাণ পূর্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দেও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্ন-পান-সমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশী যোদ্ধাদিগের গৃহ, শয়ন-গৃহ ও অশ্বশালা সকল নির্মাণ

কর। এই সমস্ত বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহ সকল প্রস্তুত কর। দেখ এই যজ্ঞে তোমরা সকলকেই সমাদর পূর্বক অন্ন প্রদান করিবে। যাহাতে লোকে 'আদর পাইলাম' বলিয়া বোধ করিতে পরে, সকলকেই এই রূপে আদর করবে। কামক্রোধ বশত কাহাকেও অবমাননা করিও না। যে সমস্ত পুরুষ ও শিল্পী যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যগ্র থাকবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে সংকার করিবে। কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে চরিতার্থ হয়, তাহাদিগের কার্য্য, সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রীত মনে আমার এই নির্দ্দেশ পালনে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুরুষ তাহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য সুচারু রূপে নির্বাহ করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র ক্রুটি নাই। এক্ষণে আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাও অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়েও কোন অঙ্গহানি হইবে না।

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধার্ম্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্য শূদ্রকে তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। সকল দেশের মনুষ্যকে আদর পূর্বক আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিথিলাধিপতি জনককে স্বয়ং গিয়া বহুমান পূর্বক আন। তিনি আমাদিগের চিরন্তন সুহৃৎ এই কারণে

আমি সর্বাগ্রেই তাঁহার আনয়নের প্রসঙ্গ করিতেছি। তৎপরে সচ্চরিত্র প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর। রাজার শ্বশুর পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য মহষ্বাস অঙ্গ-দেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোশলরাজ, এবং মহাবীর সর্বশাস্ত্র-বিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইহাঁদিগকে তুমি সবিশেষ সম্মান পূর্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পূর্বদেশীয়, সিন্ধু ও সৌবীর-দেশীয়, সৌরাষ্ট্র-দেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণকে দশরথের নির্দ্দেশানুসারে গিয়া নিমন্ত্রণ কর। এই পৃথিবীতে আত্মীয় যে সকল নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে বন্ধু বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে তুমি রাজার আদেশানুসারে ইহাদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভূপালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিশ্বস্ত দূতসকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নির্দ্দেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে চলিলেন। কর্মান্তিক ভৃত্যগণ আসিয়া যজ্ঞার্থ যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা মহর্ষিকে নিবেদন করিল। তখন মহর্ষি তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পূর্বক কাহাকে কোন দ্রব্য প্রদান করিও না। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকৃত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিয়া থাকে।

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন।

তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার আদেশানুসারে উপস্থিত হইয়াছেন; আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি; ভৃত্যেরাও বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। এই যজ্ঞভূমি, সঙ্কলিত সকল প্রকার অভিলষিত দ্রব্যে সমস্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কল্পনাই ইহার রচনা করিয়াছে; অতএব আপনি আসিয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধর্ম্মিণীগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

১৪শ সর্গ

দশরথের অশ্বমেধ-যজ্ঞ বর্ণন, ঋষ্যশৃঙ্গ নিকটে চারিটি পুত্রলাভ হইবে বলিয়া বরপ্রাপ্তি

অনন্তর সংবৎসর কাল পূর্ণ ও পূর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব ক্রিয়াক্রমকাল

অনুসরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে প্রবর্গ্র নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম-বিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টি-বিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া হৃষ্ট মনে যথাবিধি প্রাতঃ-সবনাদি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমত দেবরাজের আহুতি প্রদত্ত হইল তৎপরে রাজাও নির্ম্মল অন্তঃকরণে অভিযুত হইলেন। অনন্তর মধ্যন্দিন সবন, তৎপরে তৃতীয় সবন কার্য্য যথাক্রমে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত বেদ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধুর সাম গান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যথোপযুক্ত অংশ প্রত্যেককে প্রদান করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে অন্যথাহুত ও অজ্ঞানত কোন কার্য্য পরিত্যক্ত হইল না, সকল বিষয়ই মন্ত্রপূত ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ঐ দিবসে কোন ব্রাহ্মণেরই স্বকার্য্যে শ্রান্তি বোধ হইল না। উহাদের প্রত্যেককে অন্যূন এক শত অনুচর নিরন্তর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র তপস্বী ও সন্ন্যাসী সকল ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্ত্রী ও বালকেরা অনবরত আহার করিতে লাগিল; কিন্তু, কিছুতেই কাহারও তৃপ্তিলাভ হইল না; প্রত্যুত ভোজ্যদ্রব্যের পারিপাট্যবশত সকলেরই ভোজনস্পৃহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ‘অন্ন আনয়ন কর, প্রদান কর, বস্ত্র দেও’ সকলেরই মুখে এই কথা শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নিযুক্ত পুরুষেরা যাহার যেরূপ প্রার্থনা, অকুণ্ঠিত মনে তাহা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত

হইল। যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী নানা দিক্‌দেশ হইতে মহাত্মা দশরথের যজ্ঞ দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা অন্নপানে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিসুখ লাভ করিলাম, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত বাক্য রাজার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পরিবেষ্টা পুরুষেরা বিবিধ অলঙ্কার ধারণ পূর্বক ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনে ব্যগ্র হইল এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল। সুবক্তা সুধীর ব্রাহ্মণেরা সবন সমাপন ও সবনান্তর আরম্ভের অন্তরালকালে পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্বক শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত কার্য্যকুশল বিপ্রের শাস্ত্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া প্রতি দিন বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন, রাজা দশরথের এই অশ্বমেধ যজ্ঞে এমন কোন ব্রাহ্মণই ব্রতী হন নাই। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে সকলেই ব্রতপরায়ণ ও বহুদর্শী ছিলেন। সদস্যেরাও শাস্ত্রবিচারে পটুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

এই যজ্ঞে বিল্ব নির্ম্মিত ছয়, খদির নির্ম্মিত ছয়, পলাশ নির্ম্মিত ছয় শ্লেষ্মাতক নির্ম্মিত এক ও দেবদারু নির্ম্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটি যূপ ছিল। শিল্পশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্র বিশারদ পুরুষেরা এই সমস্ত যূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। যূপোৎক্ষেপণ কাল উপস্থিত হইলে যজ্ঞের শোভা

সম্পাদনার্থ এক বিংশতি অরত্নি-পরিমিত একবিংশতি যূপ তাবৎ সংখ্যক বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও সুবর্ণজালে ভূষিত হইল। পরে সেই অষ্টকোণ বিশিষ্ট সুদৃঢ়-নির্ম্মিত মসৃণ যূপ সকল বিধিবৎ বিন্যস্ত ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া দেবলোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষিগণের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। এই যজ্ঞোপলক্ষে যথাপ্রমাণ ইষ্টক সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিল্পকর্ম্মকুশল যান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা সেই ইষ্টক দ্বারা অগ্নি কুণ্ড গ্রথিত করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইষ্টক বিন্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সেই আধার মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষী সকল সংগৃহীত ছিল, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। ঐ সমস্ত যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু ও রাজা দশরথের উৎকৃষ্ট এক অশ্ব বন্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া হৃষ্ট মনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম্ম-কামনায় স্থির চিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃতি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে* অশ্বের সহিত যোজনা করিয়া দিলেন। শ্রৌতিকার্য্যনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক, সেই পক্ষ-সম্পন্ন অশ্বের বশা লইয়া শাস্ত্রানুসারে হোম করিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ানুসারে আপনার পাপ প্রক্ষালণ নিমিত্ত সেই বশাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষোড়শ সংখ্যক ঋত্বিক অর্থের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। অন্যরূপ যজ্ঞে হবনীয়

দ্রব্য বটশাখায় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতস দণ্ড দ্বারা হৰি নিক্ষেপ করাই বিধি। ঋত্বিকেরা বেতস দণ্ডে হবি গ্রহণ পূর্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান। ইহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিনের প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবসে উক্থ ও তৃতীয় দিবসে অতিমাত্র অনুষ্ঠিত হইলে তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিমাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্য্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধকালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

**ক্ষত্রিয় রাজারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতিয়েরই কন্যা পরিগ্রহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী মহিষী, বৈশ্যা বাবাতা ও শূদ্রা পরিবৃত্তি শব্দে কথিত হইয়া থাকে।*

অনন্ত বংশধর রাজা দশরথ পূর্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ, কর্ত্তৃক সৃষ্ট অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ এই রূপে সমাপন পূর্বক হোতাকে পূর্বদিক অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক ও উদ্গতাকে উত্তর দিক দিক্ষিণা দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে এই রূপে ভূমিদান করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঋত্বিক্গণ সেই বিগতপাপ মহীপাল দশরথের এইরূপ দানশক্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি একাকীই এই সম্পূর্ণ পৃথিবী রক্ষা করুন। আমরা প্রতিনিয়ত বেদাধ্যয়নে আসক্ত। আমরা কোন ক্রমেই এই কার্যে পারগ নহি। বিশেষ, ভূমিতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? আপনি ভূমির মূল্যস্বরূপ মণি, রত্ন, সুবর্ণ, ধেনু বা উপস্থিতমত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। রাজা দশরথ

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রজত দান করিলেন। অনন্তর ঋত্বিকগণ সমবেত হইয়া সেই ধন বিভাগ করিবার নিমিত্ত ধীমান্ বশিষ্ঠ ও মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সমস্তই দিলেন। বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ ন্যায়ানুসারে সমস্ত বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

অনন্তর দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল। তৎকালে অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে আপনার হস্তাভরণ অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে প্রীত হইলে বিপ্রবৎসল দশরথ হর্ষোৎফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদার প্রকৃতি প্রণতিপর নৃপতিকে নানাপ্রকার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন পূর্বক প্রীত হইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, সুব্রত! যাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, আপনি এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাজ! আপনার বংশধর পুত্রচতুষ্টয় অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের এই মধুর আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

১৫শে সর্গ

ঋষ্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক দশরথের পুত্রেষ্টি যাগ, ব্রহ্মার নিকট দেবগণের রাবন-বধ প্রার্থনা, ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণুর রাম রূপে জন্মানো ও রাবণ বধের প্রতিজ্ঞা

অনন্তর রাজা দশরথ পুনরায় কহিলেন, অপোধন! যাহাতে আমার বংশ লোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন। তখন বেদবিৎ মেধাবী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিয়া কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া সর্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে কোন রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাকে শাসন করিতে পারি নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই বরের অপেক্ষায় তৎকৃত সকল অত্যাচারই সহ্য করিয়া আছি। ঐ দুর্ম্মতি ত্রিলোক পরিতাপিত করিতেছে এবং অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। সে

বরলাভে মোহিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার বাসনা এবং মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও অসুরগণকে তাড়না করিতেছে। সূর্য্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করেন না। তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোর দর্শন রাক্ষসের ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।

ভগবান্ কমলযোনি সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবগণ! আমি সেই দুরাত্মার বাধোপায় স্থির করিয়াছি। সে বর গ্রহণ কালে আমার নিকট 'দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু হইবে না' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল; আমি তাহাতেই সম্মত হই। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নামও উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে; তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না। সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্ম্মলদ্যুতি ত্রিজগৎপতি শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক অমরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একান্ত-মনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক স্তব করিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত সাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য্য-ভার প্রদান করিব। রাজা

দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ বদান্য ও মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী। ইহাঁর হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি সদৃশ তিন মহিষী আছেন। তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর এবং মনুষ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহুবল-দৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর। সেই পামর বীর্য্যমদে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল নন্দন কাননে বিহার করিতেছিল, সেই কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় মূর্খ তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমরা তাহার বিনাশ বাসনায় মুনিগণের সহিত তোমার আশ্রয় লইয়াছি। এই কারণেই সিদ্ধ গন্ধর্ব ও যক্ষেরা আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে দেব! তুমি আমাদিগের সকলেরই পরম গতি। তুমি সেই সুরশত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার নির্ম্মিত নরলোকে অবতীর্ণ হও।

ত্রিলোক-পূজিত দেব-প্রধান বিষ্ণু এইরূপে সংস্তুত হইয়া শরণাগত সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা এক্ষণে ভীত হইও না; মঙ্গল হইবে। আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ, দেবর্ষিগণের ভয়কারণ, ক্রূরমতি রাবণকে সকলের হিতের নিমিত্ত পুত্র পৌত্র অমাত্য জাতি ও বন্ধু বান্ধবের সহিত সময়ে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন পূর্ব্বক নরলোকে বাস করিব। মহাত্মা বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ কহিয়া পৃথিবীতে আপনার জন্মস্থানের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পদ্মপলাশ-লোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অঙ্গীকার করিলেন। তখন দেবর্ষি গন্ধর্ব রুদ্র ও

অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া দিব্য স্তুতিবাদে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি সেই বরলাভ-গর্বিত উগ্রতেজা ইন্দ্রশত্রু ত্রিলোক-পীড়ক, সাধু ও তাপসগণের কণ্টক অতিভীষণ রাবণকে সমূলে উন্মূলিত কর। তুমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সুররাজ-রক্ষিত পবিত্র দেবলোকে পুনরায় আগমন করিও।

১৬শ সর্গ

বিষ্ণু ও দেবগণের রাবণ বিষয়ক সংবাদ, দশরথ-যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রাজাপত্য নরের আবির্ভাব ও পায়স দান ও পত্নিগণের মধ্যে বিভাগ

অনন্তর নারায়ণ রাবণবধের উপায় স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ! আমি যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ঋষিকুল-কণ্টক দশকণ্ঠকে বিনাশ করিব, তাহার কি স্থির করিয়াছ? তখন সুরগণ সেই অবিনাশী পুরুষকে কহিলেন, বিষ্ণু! তোমাকে এক্ষণে মনুষ্যাকার স্বীকার করিয়া সেই দুর্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে হইবে। পূর্ব্বে সে দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সর্বাগ্রজাত সর্বস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনুষ্য ভিন্ন সকল জীব হইতেই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্যই করে নাই। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোক উৎসন্ন ও স্ত্রীলোকদিগকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। হে শত্রুনাশন! ব্রহ্মা ঐরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনুষ্যহস্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য এবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিবার বাসনা করিলেন।

অপুত্র দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সুর সমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় আরক্তলোচন রক্তাম্বরধারী দিবাকরের ন্যায় আকার মহাবীর্য্য মহাবল এক মহাপুরুষ তপ্ত কাঞ্চন-নির্ম্মিত রজতময় আচ্ছাদন মুক্ত দিব্যপায়সম্পূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্বক উত্থিত হইলেন। ঐ পুরুষের কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের ন্যায় লোমশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে বিরাজিত, কেশ অতি সুচিক্কণ, সর্বাঙ্গ দিব্যাভরণে বিভূষিত ও শুভ-লক্ষণ-যুক্ত। তিনি শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এবং প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন। এই দিব্য পুরুষ গর্বিত শার্দূলের ন্যায় মন্থর গমনে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্য-প্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত প্রশস্ত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবান্ন-পূর্ণ দেবদত্ত হিরন্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের অর্থলাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই

সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই অপূর্বাকার প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদন পূর্বক পরম কুতূহলে তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকর্ম সাধন পূর্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অন্দর্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশধরের কর-নিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায়, সেই রূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল সুশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃত তুল্য সেই পায়সের অর্ধাংশ প্রদান করিলেন। তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এই রূপে রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ-প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা পায়সান্ন প্রাপ্ত হইয়া নৃপতির ঈদৃশ অপক্ষপাতে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভ ধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া সুর সিদ্ধ ও ঋষিগণ-পূজিত ইন্দ্রের ন্যায় সুস্থচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

১৭শ সর্গ

ব্রহ্মা ও দেবগণ সংবাদ

বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায় সকল সৃষ্টি কর। ঐ সমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, বায়ুবেগগামী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, বিষ্ণুর অনুরূপ বিক্রম সম্পন্ন, অন্যের অবধ্য সন্ধিবিগ্রহাদি উপায়, দিব্য দেহযুক্ত, সর্বাস্ত্রগুণবিং ও অমৃতাশীর ন্যায় মৃত্যুরহিত হইবে। তোমরা এক্ষণে গন্ধর্বী, যক্ষী, মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের শরীরে তুল্য বল বানর সকল সৃষ্টি কর। পূর্ব যুগে আমি ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ জাম্ববান জৃম্ভা পরিত্যাগ করিবার কালে আমার আস্য দেশ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল।

দেবগণ ভগবান স্বয়ম্ভূর এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বানররূপী পুত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, কিম্পুরুষ, তার্ক্ষ্য, যক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছাবিহারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ বালিকে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান সূর্য্য সুগ্রীবকে, সুরগুরু বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান তারককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা নলকে, এবং অনল আত্মসদৃশ প্রভা সম্পন্ন নীলকে সৃষ্টি করিলেন। এই নীল বল, বীর্য্য, ভেজ ও যশঃ প্রভাবে হুতাশনকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরে প্রখ্যাত রূপ সম্পন্ন

অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, মহাবল পর্জন্য শরভকে এবং বায়ু বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য-দেহ, বিনতানন্দন পরুড়ে ন্যায় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, বলবান হনুমানকে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে অমিতবল, করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্তদেহ, কামরূপী যে সকল কপি দশাননের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলঙ্গূল সকল সহসা সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, যাঁহার যে প্রকার বেশ ও পরাক্রম তৎসমুদায়ের সহিতই প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গূল মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষাও অধিক-বিক্রম বীর সকল প্রস্তুত হইল। এই রূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই হৃষ্ট মনে ঋক্ষী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানর সকল সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বানর দর্পে শার্দূল-তুল্য, বলে সিংহ-সদৃশ। ইহারা সকলেই পর্বত ও শিলা নিক্ষেপ পূর্বক যুদ্ধ করিয়া থাকে। সকলেই সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ নখ ও দশন প্রহারে সুপটু। এই বানরেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গম সকল নিপাতিত, পর্বত বিচালিত, বেগ প্রভাবে মহাসাগর ক্ষুভিত, পদাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ ও স্থির পাদপ সকল চূর্ণ করিতে পারে। ইহারা আকাশে প্রবেশ, বনচারী মত্ত কুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং সমুদ্র সন্তরণ করিতে পারে। এইরূপ কামরূপী অসখ্য যূথপতি কপি উৎপন্ন হইল। এই সমস্ত যূথপতির মধ্যে আবার প্রধান যূথপতি সকল জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মহাবীর যূথপতি-শ্রেষ্ঠ সকলও সৃষ্ট হইল।

এই সকল বানরের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান্ পর্বতের শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য পর্বত ও কাননে বাস করিতে লাগিল। কতকগুলি সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব, ইন্দ্রপুত্র বালি এবং কতকগুলি নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য যূথপতিদিগকে আশ্রয় করিল। মহাবল মহাবাহু বালি স্বভুজবীর্য্যে ভল্লুক গোলাঙ্গূল ও বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত মেঘ ও অচল-শৃঙ্গ তুল্য নানা স্থানস্থিত নানা লক্ষণ-লক্ষিত ভীষণাকার মহাবীর বানগণে এই পর্বত-বন-সাগর-সমাকীর্ণ পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল।

১৮শ সর্গ

যজ্ঞের সম্বৎসরের পর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের জন্ম ও অযোধ্যায় উৎসব

মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে অমরগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ পূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহীপালও মহিষীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা-নিয়ম নির্বাহ করিয়া বল বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত পুর প্রবেশের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ যথোচিত পূজিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদন পূর্বক হৃষ্ট মনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সৈন্যগণ উজ্জলবেশে মনের উল্লাসে গমন করত অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া পুর প্রবেশ করিলেন। তিনি পুর প্রবেশ করিলে, ঋষ্যশৃঙ্গ আর্যা শান্তার সহিত সবিশেষ সৎকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা দশরথও অনুচরবর্গের সহিত কিয়দ্দূর তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে তিনি অভ্যাগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পুত্রোৎপত্তির অপেক্ষায় পরম সুখে পুর মধ্যে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে, চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বনু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী কৌশল্যা বিষ্ণুর অক্ষাংশভূত সর্বলোক-নমস্কৃত দিব্যলক্ষণাক্রান্ত মহাভাগ মহাবাহুরক্তোষ্ঠ আরক্ত-লোচন দশরথের আনন্দ-বর্দ্ধন দুন্দুভির ন্যায় গভীরস্বর জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন। তখন দেবমাতা অদিতি যেমন দেব-প্রধান বজ্রধর পুরন্দরকে পাইয়া শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌশল্যা সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যার পর নাই সুশোভিত হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশভূত গুণগ্রাম-সমলঙ্কৃত সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সুমিত্রার গর্ভ হইতে বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত মহাবীর সর্বস্ত্রবিৎ লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্ম্মল-বুদ্ধি ভরত পুষ্যা নক্ষত্র ও মীনলগ্নে এবং লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে, অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এই রূপে মহাত্মা রাজা দশরথের অসাধারণ-গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন এবং পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় কান্তি যুক্ত চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। গন্ধর্বেরা মধুর সঙ্গীত ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথ সকল নটনর্তক-পূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থলে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ তাহাদিগের সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত নানা প্রকার রত্ন প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে সেই সমস্ত প্রশস্ত পথ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা দশরথ সূত মাগধ ও বন্দিদিগকে পারিতোষিক দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোধন ও প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বসিষ্ঠ হৃষ্টমনে রাজকুমারদিগের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম লক্ষণ আর একটির নাম শত্রুঘ্ন হইল। এই রূপে দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসীদিগকে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। সেই রাজকুমারগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা পিতার প্রীতিকর ও স্বয়ম্ভূর ন্যায় সকলের প্রেমাস্পদ হইলেন। সেই রাজকুমারেরা সকলেই বেদবিৎ মহাবীর সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে তেজস্বী সত্যপরাক্রম

রামই নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বে আরোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদে সুপটু ছিলেন এবং পিতৃ-শুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ শৈশবাবধি আপনার শরীর অপেক্ষাও প্রতিনিয়ত সকল প্রকারে লোকাভিরাম রামের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পুরুষোত্তম, রাম ব্যতিরেকে নিদ্রিত হইতেন না। জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতিরেকে কদাচই আহার করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়া নির্গত হইতেন, তৎকালে তিনি শাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয় দ্বারা যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন রাজকুমারেরা জ্ঞানী গুণসম্পন্ন লজ্জাশীল কীর্ত্তিমান ও দূরদর্শী হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাব পুত্র সকল লাভ করিয়া দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে আসিয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র। তোমরা অবিলম্বে মহারাজকে গিয়া আমার আগমন-সংবাদ দেও। তখন দ্বাররক্ষকেরা এই বাক্য শ্রবণে ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজভবনাভিমুখে

ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে ভূপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। নৃপতি এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্বরে পুরোহিতগণের সহিত একাগ্র মনে হৃষ্টান্তঃকরণে বৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্রের ন্যায় সেই কঠোরব্রত তেজঃ-প্রদীপ্ত তাপ সের প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বামিত্র নৃপতি-প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার কোশ নগর জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল জিঞ্জাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সামন্ত নৃপতিগণ আপনার নিকট সন্নত এবং অরাতিগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও মানুষ কার্য্যত সম্যক সম্পাদিত হইতেছে?

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মুনিগণের সন্নিহিত হইয়া পরম্পরাগত শিষ্টাচার অনুসারে তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পরম সমাদরে সংকৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে উদার-প্রকৃতি দশরথ হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে বহুমান পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনার আগমন সুধারস লাভের ন্যায়, জনশূন্য প্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যায়, অপুত্রের অনুরূপ ভার্য্যায় গর্ভে পুত্রোৎপত্তির ন্যায়, প্রণষ্ট পদার্থের পুনঃ-প্রাপ্তির ন্যায় এবং উৎসব কালীন হর্ষের ন্যায় আমার প্রীতিকর হইতেছে। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার অভিলাষ কি? আদেশ করুন, আমি সন্তোষের সহিত কি প্রকারে তাহা সাধন করিব। আপনি সেবার যোগ্যপাত্র। আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃ অদ্য আপনি আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য জন্ম সফল,

জীবনেরও সম্যক ফল লাভ হইল। আজি আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছিল; কারণ অদ্য ভবাদৃশ মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি অগ্রে অতি কঠোর তপস্যায় রাজর্ষিত্ব, তৎপরে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব আপনি বহু প্রকারে আমার আরাধ্য হইতেছেন। আপনার এই পরম পাবন আগমন আমার অতিশয় বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। হে প্রভো! আপনার দর্শনমাত্র আমার দেহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে যদার্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন আমি। আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। এ বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র সংকোচ করিবার আবশ্যক নাই; আমি অবশ্যই আপনার নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইল, ইহা আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদয়, সন্দেহ নাই।

প্রখ্যাতগুণ যশস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা দশরথের এই এই শ্রবণ-মধুর হৃদয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

১৯তম সর্গ

বিশ্বামিত্র ও দশরথের সংবাদ, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক যজ্ঞবিঘ্নকারীর বর্ণন ও রাম লক্ষ্মণকে আশ্রমে লইবার প্রার্থনা

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরাথের এইরূপ বিস্ময়কর বাক্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মহৎ কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্বয়ং তপোধন বশিষ্ঠ আপনার মন্ত্রী। সুতরাং এইরূপ

বাক্য প্রয়োগ আপনার উপযুক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এইরূপ কহিতে পারেন না। এক্ষণে আমি যে কার্য্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনাকে তৎসাধনে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী মহাবল দুই রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিঘ্ন আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রুধিরধারা বর্ষণ করিয়াছে। উহাদিগকে আমার সঙ্কল্পের এইরূপ ব্যাঘাত ও যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। হা! এই কার্য্যে আমার যথোচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিঘ্ন দেখিয়া অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইতেছি। এই যজ্ঞ সাধনকালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দুই রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষথারী মহাবীর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্য তেজঃ-প্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকর নিশাচরগণকে সংহার করতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম ত্রিলোকে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ইহাঁর সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ইহার নিমিত্ত ভীত, হইবেন না। মারীচ ও সুবাহু ইহাঁর সহিত রণস্থলে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবে না। উহারা বলদর্পে মৃত্যুপাশের বশীভুত হইয়াছে। রাম বিনা ঐ দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে আর কাহারই সাধ্য নাই। আমি কহিতেছি, তাহারা কোন অংশেই রামের বলবীর্য্যে পর্য্যাপ্ত

নাহে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ঐ দুই নিশাচর রাম-শরে সমরে শয়ন করিবে। আমি এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য তাপস আমরা সকলেই সত্য-পরাক্রম রামকে বিলক্ষণ জানি। এক্ষণে বশিষ্ঠ-প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি এ বিষয়ে সম্মত হন এবং ইহলোকে যদি আপনার ধর্ম্মলাভ ও অক্ষয় যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাজীবলোচন রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আমি রামচন্দ্রকে স্বকার্য্য সাধনার্থ প্রার্থনা করিতেছি। বাল্যকাল অতীত হইয়াছে বলিয়া রামেরও পিতা মাতার প্রতি আর তাদৃশ আসক্তি নাই। অতএব এক্ষণে ইহাঁকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করুন। যাহাতে আমার এই যজ্ঞকাল অতীত না হয়, আপনি তাহাই করুন। মহারাজ! শোকাকুল হইবেন না। আপনার মঙ্গল হইবে। মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিত্র এই রূপ ধর্মার্থ শত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে কম্পিতকলেবরে বিমোহিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ পূর্বক গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন।

২০তম সর্গ

বালক রামকে লইয়া না যাইবার অনুনয় এবং বিশ্বামিত্রের ক্রোধ

মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য এবণ করিয়া মুহূর্তকাল যেন হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। তৎপরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,

তপোধন! এক্ষণে পদ্ম পলাশলোচন রামের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ-বৎসর; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা ইহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিয়া আমিই নিশাচরগণের সহিত সংগ্রাম করিব। আর এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত বীর আমার ভৃত্য। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহারাও সম্যক সমর্থ হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং শাসন ধারণ পূর্ব্বক আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি গমন করিলে আপনার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম নিতান্ত বালক অকৃতবিদ্য অস্ত্রশিক্ষায় ও যুদ্ধে আজিও ইহাঁর পটুতা জন্মে নাই এবং ইনি বিপক্ষের বলাবল বিচারেও সমর্থ নহেন। বিশেষ রাক্ষসেরা কুটযোধী, সুতরাং রামকে কোনমতেই তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য বোধ হইতেছে না। হে তপোধন! নাম ব্যতীত মুহুর্ত্তকাল প্রাণ ধারণ করাও আমার দুষ্কর হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। যদি আপনার রামের‍র জন্য এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। হে কুশিকনন্দন! যষ্টি সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতিক্লেশে রামকে পাইয়াছি। পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রধান রামেরই প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। হে তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পুত্র? তাহাদিগের

আকার কি প্রকার এবং পরাক্রমই বা কিরূপ? আর কেই বা ঐ সকল রাক্ষসকে রক্ষা করিয়া থাকে? এবং রাম বা আমার সেনা অথবা আমি আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট-যোদ্ধাদিগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব? উহারা বীর্য্যমদে উন্মত্ত ও দুষ্ট-স্বভাব, আমি কি উপায়েই বা উহাদিগের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি এই সকল নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, রাবণ নামে পুলস্ত্য বংশ-প্রসূত মহাবল মহাবীর্য্য এক রাক্ষস আছে। সেই রাবণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ত্রিলোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। সে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। শুনিলাম সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না, মারী ও সুবাহু নামে দুই দুর্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে আমাদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।

তখন রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ পারি না। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য। এক্ষণে আমার পুত্র রামের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনিই আমার পরম দেবতা ও গুরু। হে কৌশিক! সেই রাক্ষসাধিনাথ রাবণের শক্তি অতি অদ্ভুত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব পতগ ও পন্নগেরাও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে অতিবানদিগেরও বল ক্ষয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার বা তাহার

সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাচই সাহস হয়না। আর আপনি সসৈন্যই হউন বা আমার তনয়গণের সঙ্গে লউন, উহার সহিত সংগ্রামে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবেন না। দেবতার ন্যায় প্রিয়দর্শন নাম একে ত বালক, দ্বিতীয়ত সে আজিও যুদ্ধের কিছুই জানে না, সুতরাং আমি তাহাকে কোন্ সাহসে আপনার হতে সমর্পণ করি। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু কালান্তক যমের ন্যায় অতিশয় করালদর্শন, তাহারাই আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিবে; সুতরাং আমি রামকে কোনমতেই আপনার হতে দিতে পারি না। বরং বলেন ত আমি সবান্ধবে স্বয়ং গিয়া ঐ দুই মহাবল পরাক্রম রাক্ষসের অন্যতরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসি। অন্যথা, আমরা সকলেই অনুনয় পর্বক আপনাকে কহিতেছি, আপনি রামের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে এইরূপে হতাশ করিলে তিনি হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

২১তম সর্গ

বিশ্বামিত্র-দশরথ সংবাদ, দশরথের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশ

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এইরূপ স্নেহগদগদ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতেছ। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়দিগের অনুরূপ হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ধ্বংস হইবে। এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও কুলক্ষয় তোমার অভিমত হয় ত বল, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই আর তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া সুহৃদগণের সহিত সুখে কাল হরণ কর।

এইরূপে কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে সমগ্র ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। দেবগণেরও অন্তরে ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন সুধীর বশিষ্ঠ ত্রিলোক একান্ত আকুল দেখিয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় ঈক্ষ্বাকু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আপন সদৃশ লোকের কর্তব্য নহে। দেখুন, আপনাকে ধর্মশীল বলিয়া লোকে সর্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। অধর্ম্মভার বহন করা আপনার উচিত হইতেছে না। যদি আপনি অঙ্গীকার করিয়া পালন না করেন, নিশ্চয়ই আপনার ইষ্টপূর্ত বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন আর নাই করুন, হুতাশন যেমন অমৃতের

বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। রাম মুর্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বলবার, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রজ্ঞ। এই চরাচর জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানিতেও পারিবে।

দেবতা ঋষি রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর ও উরগেরাও তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। পূর্ব্বে যখন এই কুশিক নন্দন রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে ভগবান শূলপাণি ইহাকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভায় গর্ভসম্ভূত। পূর্বে জয়া বর লাভ করিয়া অসুর সৈন্য সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভাও সংহার নামে উৎকৃষ্ট পঞ্চাশত অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ সকল অস্ত্রের আকার নানা প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ মহাবীর্য্য দীপ্তিশীল ও বিজয় প্রদ এবং উহাদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সমগ্র জ্ঞাত আছেন। ইনি অপূর্ব অস্ত্র বিদ্যা বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইহাঁর কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! এই ধর্ম্মপরায়ণ মহাযশা মহর্ষির প্রভাব এইরূপই জানিবেন। অতএব আপনি ইহাঁর সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করিবেন না স্বয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ

করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থই আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

বশিষ্ঠদেব এই রূপ কহিলে মহীপাল দশরথ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রেরণ করিতে তার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা হইলনা।

২২তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রসহ গমন ও রামের কলা ও অতিকলা নারী বিদ্যালাভ

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন। জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা, রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলসূচক মন্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হইলে দশরথ রামচন্দ্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধূলি-সম্পর্ক-শন সুখস্পর্শ সমীরণ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া মৃদুমন্দ ভাবে বহিতে লাগিল। নভো মণ্ডলে দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। অযোধ্যার চারি দিকে শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষণ গমন করিতে লাগিলেন। এই দুই সুকুমার কলেবর রাজকুমারের শরাসন তূণীর অঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গা অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। ইহাঁরা যখন ত্রিশীর্ষ

উরগের ন্যায় বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেন, তৎকালে বোধ হইল যেন, অশ্বিনীতনয় যুগল পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্তিকেয় ও বিশাখ অচিন্ত্যস্বভাব দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের গমনকালে দশ দিকে অনির্বচনীয় এক শোভার আবির্ভাব হইল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী আযোধ্যা হইতে অর্দ্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতিপাত করা আর কর্তব্য নহে। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। ঐ মন্ত্র প্রভাবে বহু পর্য্যটনেও শ্রান্তি, জ্বর ও রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। নিদ্রিত বা কার্যান্তর প্রসঙ্গে অসাবধান থাকিলেও উহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব করিতে পারিবে না। বৎস! এই মন্ত্র জপ করিলে এই পৃথিবীতে—কেবল এই পৃথিবীতে নহে, ত্রিলোক মধ্যেও তোমার তুল্য বলবান্ দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য কি দাক্ষিণ্য কি তত্ত্বজ্ঞান কি সুক্ষার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহারই বলে তোমার ন্যায় আর কেহই বাদীর প্রতি প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রয়োগে সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রসূতি। এই বিদ্যাবলে সর্ব বিষয়ে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিতে পারিবে । ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কদাচই ক্লেশ প্রদানে সক্ত হইবে না এবং ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে তোমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ হইবে। এই অতুল-প্রভাব-সম্পন্ন দুইটী বিদ্যা পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা। আমি

তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাসনা করিয়াছি। তুমিই বিদ্যা দানের যোগ্য পাত্র। তোমার শরীরে বিস্তর গুণ আছে যথার্থ, তথা তুমি যদি নিয়ম পূর্বক এই দুইটা বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে ইহা দ্বারা সমধিক ফল দর্শিতে পারিবে।

অনন্তর ভীমবিক্রম রাম হাস্যমুখে আচমন পূর্বক পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটা বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যোচিত কার্য্য সকল সংসাধম করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযূর তটে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অপনাদিগের একান্ত অযোগ্য তৃণশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বিশ্ব মিত্রের মধুর আলাপে তাঁহাদিগকে তন্নিবন্ধন কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। বিভাবরীও প্রভাত হইল।

২৩তম সর্গ

বিশ্বামিত্রের রাম ও লক্ষ্মণের সহিত কথোপকথন, কামাশ্রমে গমন ও ঋষিদিগের অতিথি সৎকার

রজনী প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! প্রাতঃসন্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গাত্রোত্থান কর। এক্ষণে শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন ও ধ্যানাদি করিতে হইবে।

রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আহ্বানে লক্ষ্মণের সহিত পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্নান অর্ঘ্য দান ও সাবিত্রী জপ সমাপন পূর্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, এক স্থলে ত্রিপথবাহিনী জাহ্নবী সরযূর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই গঙ্গাসরযূর শুভ সঙ্গমে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকন পূর্বক যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! এই পবিত্র আশ্রমটি কাহার এবং কেই বা এই স্থানে বাস করিতেছেন? আপনি বলুন, ইহা শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতুহল হইতেছে।

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম! এইটি যাঁহার আশ্রম ছিল, আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যাঁহাকে কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, পূর্বে সেই অনঙ্গ দেব মূর্ত্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারই এই আশ্রম। একদা কৈলাস নাথ শিব সমাধিভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাস-স্থানে, গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ নির্বোধ কন্দর্প তাহা চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। এই অপরাধে মহাত্মা রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্র কন্দর্পের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। তদবধি কন্দর্প অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। রাম! এই স্থানে কাম অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

এই নিমিত্ত এই প্রদেশের নাম অঙ্গ দেশ হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রম ধর্মপরায়ণ মুনি পূর্ব-পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহারই শিষ্য। ইহাঁরা নিষ্পাপ। বৎস! অদ্য আমরা এই গঙ্গাসরযূর-সঙ্গমে রজনী যাপন করিয়া কল্য পার হইয়া যাইব। আইস, এক্ষণে আমরা পান জপ ও হোম সমাপন পূর্বক পবিত্র হইয়া এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি। এই স্থানে বাস করা আমাদিগের শ্রেয় হইতেছে। এই খানে থাকিলে আমরা পরম সুখে নিশা যাপন করিতে পারি।

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তপোবনবাসী তাপসেরা তপোবললব্ধ দিব্য জ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া কার্যাদি দ্বারা সর্বাগ্রে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিথি-সৎকার করিয়া পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উহাঁদের নিকট প্রতিপূজা লাভ করিয়া নানা কথা প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। তখন সকলে অনন্যমনে যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। তৎপরে শয়ন কাল উপস্থিত হইলে আশ্রমস্থ ঋষিরা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রও সেই সকল ব্রতপরায়ণ ঋষিদিগের সহিত পরম সুখে সেই সর্ব কামপ্রদ আশ্রমপদে বাস করিয়া অতি মনোহর কথায় প্রিয় দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

২৪তম সর্গ

গঙ্গা পার হওয়া এবং বিশ্বামিত্র-কৃত সরযূবর্ণন, তাড়কা-বৃত্তান্ত কথন ও তাড়কাবধের সূচনা

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে অনুবর্তী করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে আশ্রমবাসী ঋষিরা একখানি উৎকৃষ্ট তরণী আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই রাজকুমারদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করুন। আর বিলম্ব করিবেন না। এক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যাউন।

বিশ্বামিত্র ঋষিগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তরণীযোগে সেই সাগরগামিনী গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। নৌকা যখন নদীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন উহার তরঙ্গ-সঙ্গ পরিবর্দ্ধিত একটি তুমুল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ক্রমশঃ তাঁহারা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত এই শব্দের কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! এই যে তরণী সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গ-রাশি নিপীড়িত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই কি এই তুমুল শব্দ? ধর্মাত্মা মহর্ষি রামের এইরূপ কৌতুহল-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মন দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট সরোবর সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহার মানস সৃষ্টি বলিয়া উহার নাম মানস সবোবর হইয়াছে। যে নদী

অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে এই মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়াতেই উহার নাম সরযূরই হইয়াছে। রাম! সরযূরই এই কল্লোল শব্দ। এই স্থলে সরযূ গঙ্গার সহিত সমাগত হইতেছে। দেখ, নৌকার আগমন-বেগে গঙ্গা ও সরযূর জল ভিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তুমি মনঃ সমাধান পূর্বক ঐ দুই নদীকে প্রণাম কর।

অনন্তর ধার্ম্মিক রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিয়া উহাদের দক্ষিণ তীর দিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জনসঞ্চারশূন্য অতি ভীষণ এক অরণ্য রামের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! এই বন কি দুর্গম! ইহা নিরন্তর ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ, ভীষণ-শ্বাপদ-কুলে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। এই কাননের মধ্যে নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও হস্তী সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ, বিল্ল, তিন্দুক পাটল ও বদরী প্রভৃতি তরুরাজি চারি দিকে বিরাজিত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই ভীষণ বনটি কাহার?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই ভয়ঙ্কর অরণ্য যে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। বহু দিবস হইল এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দেবনির্ম্মিত অতিসমৃদ্ধ দুইটি জনপদ ছিল। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রবধ-কালে ক্ষুধিত মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বসু প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ গঙ্গাজল-পূর্ণ কলশ দ্বারা তাঁহাকে

স্নান করাইলে উহার কলেবর হইতে মল প্রক্ষালিত হয়। অনন্তর তাঁহারা এই ভূভাগে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও কারূষ (ক্ষুধা) দান করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। তদবধি ইন্দ্রও নির্ম্মল এবং ক্ষুধাশূন্য হইয়া পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ হন। তৎপরে তিনি এই ভূভাগের উপর যৎপরোনাতি তুষ্টি লাভ করিয়া কহিলেন, যে যখন এই প্রদেশ আমায় শরীরের মল ধারণ করিল তখন ইহা মলদ ও করূষ নামে অতিপ্রবৃদ্ধ দুইটি জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। দেবগণ, ইন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিতে দেখিয়া তাহাকে বারংবার সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও করূষ ধনধান্য-সম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নী কামরূপিণী দুষ্টচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সুন্দের ভার্য্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহু যুগল বর্তুলাকার মস্তক সুপ্রশস্ত অস্যদেশ বিশাল ও শরীর সুদীর্ঘ। এই বিকট-দর্শন রাক্ষস সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তাড়কা অর্ধযোজনেরও কিছু অধিক দূরে পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি স্বীয় ভুজবলে ঐ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও। আমার নির্দ্দেশে এই অরণ্যপ্রদেশ পুনরায় তোমাকে নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। তাড়কা বাস করিতেছে বলিয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস করিয়া আসিতে পারে না। ঐ ঘোরদর্শন নিশাচরী এই বন উৎসন্ন করিতেছে। অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না। উহাকে নিবারণ করিতে পারে,

এমনও আর কেহ নাই। বৎস! যে কারণে এই অরণ্য এই রূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে এই আমি তাহা কীর্তন করিলাম।

২৫তম সর্গ

তাড়কার উৎপত্তি বর্ণন, তাড়কার বিবাহ, মরীচের উৎপত্তি

পুরুষোত্তম রাম অমিত প্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, যক্ষদিগের শৌর্য্য বীর্য্য অতি যৎসামান্য, সুতরাং সেই অবলা কি রূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে?

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে পুলকিত করত কহিলেন, বৎস! তাড়কা যে কারণে এইরূপ বল লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পূর্বে সুকেতু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে এক সময়ে সন্তান-কামনায় সদাচার অবলম্বন পূর্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কন্যা দিয়া উহার দেহে সহস্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন। কিন্তু ব্রহ্মা তৎকালে লোক-পীড়া পরিহারার্থ সুকেতুর পুত্র-প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই।

অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও রূপবতী হইলে সুকেতু তাহাকে জম্ভ-নন্দন সুন্দের হস্তে সমর্পণ করে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! এই মারীচ শাপ প্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। এক্ষণে যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসত্ব লাভ হয়, তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্য্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তর্জন গর্জন পূর্বক

ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য সুকেতুসুতাকে এই রূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক। তিনি মারীচকে এইরূপ কহিয়া রোষকষায়িতলোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকৃতবেশে বিকটাস্যে মনুষ্য-ভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিস, অতএব অবিলম্বে এই যক্ষারূপ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ রাক্ষসীরূপ ধারণ কর। বৎস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। তুমি গো-ব্রাহ্মণে হিতের নিমিত্ত এই দুর্বৃত্তাকে বিনাশ কর। ত্রিলোক মধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। হে পুরুষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। দেখ, চাতুর্বর্ণের হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রের ইহা কর্তব্যই হইতেছে। যিনি লোক-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নিয়ে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি অনৃশংস কি পাপকর কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্য্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। অতএব তুমি অধর্ম্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ঐ রাক্ষসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বকালে বরোচন-সুতা মন্থরা পৃথিবী বিনাশের সংকল্প করিয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র তাহাকে সংহার করেন। মহর্ষি শুক্রের জননী, পতিপরায়ণ ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বৎস! এই

সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য অনেকানেক রাজপুত্র অধর্ম্মশীলা নারীকে বধ করিয়াছেন। অতএব তুমিও স্ত্রী-হত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নির্দ্দেশে ঐ নিশাচরীকে সংহার কর।

২৬তম সর্গ

রাম কর্ত্তৃক তাড়কা ও তাড়কাবনে রাত্রিযাপন

রঘুকুল-তিলক রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আসিবার কালে পিতা, বসিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন-সন্নিধানে আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস! কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবে; সুতরাং পিতার নির্দ্দেশ ও পিতার বাক্য-গৌরব এই উভয় কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা, আমি তাহাই পালন করিব; কদাচই অবহেলা করিব না। এক্ষণে আমি গো ব্রাহ্মণের হিত এবং দেশের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।

এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণ পূর্বক ভীষণরবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জীব জন্তু সকল চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। নিশাচরী তাড়কা একান্ত আকুল হইয়া শরাসননিস্বন লক্ষ্য করত ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম সেই বিকটানন বিকৃতদর্শনা দীর্ঘাঙ্গী নিশাচরীকে নিরীক্ষণ পূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ যক্ষিণীর আকার কি ভয়ঙ্কর!

উহারে দেখিলে কি ভীরু কি সাহসী সকলেরই হৃদয় কম্পিত হয়। দেখ, আমি এখন ঐ মায়াবিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া উহাকে দূর হইতেই নিবৃত্ত করি। বল ত, উহার পরপরাভব শক্তি ও অপ্রতিহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্তু বৎস! স্ত্রীজাতি বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না।

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তাড়কা ক্রোধে অধীর হইয়া বাহু উত্তোলন ও তর্জন গর্জন পূর্বক তাঁরই অভিমুখে বেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে ভৎসনা করিয়া ‘বিজয়ী হও’ বলিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ।ক্ষণমাত্রেই তাড়কা নভোমণ্ডলে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঐ দুই বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়া বিস্তার পূর্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি শরনিকরে ঐ রাক্ষসীর শিলা বর্ষণ নিবারণ পূর্বক তাহার বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও যৎপরোনস্তি পরিশ্রান্ত হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং উদ্দণ্ডে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর কামরূপিণী তাড়কা বিবিধ রূপ ধারণ পূর্বক প্রচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষসী-মায়ায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করত অনবরত শিলাবর্ষণ ও প্রচণ্ড ভাবে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, রাম! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা করিও না। এই যজ্ঞনাশিনী

পাপীয়সী ক্রমশই আপনার মায়াবল পরিবদ্ধিত করিবে। নিশাচরেরা সন্ধ্যা কালে যার পর নাই দুর্নিবার হইয়া থাকে। অতএব সায়ং কাল উপস্থিত হইতে না হইতেই তুমি ইহাকে বিনাশ কর।

তাড়কা এতক্ষণ অন্তর্ধান করিয়াছিল; রাম কণ্ঠস্বরানুসারে প্রত্যভিজ্ঞান লাভ পূর্বক তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এইরূপ নিরূপণ করিয়া অবিলম্বে শরনিকরে রোধ করিলেন। তখন রাক্ষসী রাম-শরে নিরুদ্ধ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যা পূর্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রেরর ন্যায় মহা বেগে আগমন করিতে দেখিয়া শর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সেও তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গগনমার্গে আরোহণ পূর্বক এই ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামের শরে সমরে শয়ন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এই রাক্ষসী-বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমাকে রামের প্রতি একটি স্নেহের কার্য্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপোবল সম্পন্ন তনয়দিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সমুচিত সৎকার করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রীত হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণ পূর্বক কহিলেন, প্রিয় দর্শন! আইস, আজি আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সেই অরণ্য-মধ্যে রজনী অতিবাহন করিতে লাগিলেন। ঐ দিবসাবধি সেই অরণ্য নিষ্কণ্টক হইয়া চৈত্ররথ-কাননের ন্যায় একান্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। এইরূপে দশরথ-তনয় রাম সুকেতুসুতা তাড়কাকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ পূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

২৭তম সর্গ

তাড়কা-বধে সন্তুষ্ট বিশ্বামিত্রের নিকট রামের নানা অস্ত্রপ্রাপ্তি

অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্যমুখে মধুরস্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে তোমাকে প্রীতি নিবন্ধন কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্রের শক্তি অতি অদ্ভুত। অন্যের কথা দূরে থাক, গন্ধর্ব ও উরগ জাতির সহিত সুরাসুরগণ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তুমি ঐ সকল অস্ত্র-প্রভাবে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে অক্লেশেই পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব আমি এক্ষণে তোমাকে দিব্য দণ্ডচক, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণু চক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈব শূল, ব্রহ্মশির অস্ত্র, ইষীকাস্ত্র, ব্রাহ্ম অস্ত্র, মৌদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ্ত দুই

গদা, ধর্ম্ম-পাশ, কাল-পাশ, বারুণ-পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুই অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়ব্যাস্ত্র, হরশির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুসল, কাপাল ও কিঙ্কিণী এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত প্রদান করিব। তৎপরে তুমি বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দন নামক অসিরত্ন, মোহন নামক গান্ধর্ব অস্ত্র, প্রস্বাপনাস্ত্র, প্রশমনাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাদনাস্ত্র, মানব নামক গান্ধার্বাস্ত্র ও মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট গ্রহণ কর। অনন্তর তামসা, মহাবল সোমনাস্ত্র, দুর্ধর্ষ সম্বর্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শক্রুতেজোপকর্ষণ তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরস্ত্র, তাষ্ট্র অস্ত্র, ও শীতশর এই সমস্ত কামরূপী মহাবল অস্ত্র শস্ত্র তুমি শীঘ্রই আমা হইতে গ্রহণ কর।

যে সমস্ত অস্ত্র সুরগণেরও সুলভ নহে, বিপ্রবর বিশ্বা মিত্র সেই সকল মন্ত্রাত্মক অস্ত্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিবার মানসে পূর্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন দিব্যাস্ত্রজাল রামের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাজলি পুটে কহিল, রাঘব! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তদনুসারে সকল কার্য্যই সাধন করিব।

রামচন্দ্র দিব্যাস্ত্রসমূহ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রসন্ন মনে তাহাদিগকে করস্পর্শ পূর্বক অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন হে দিব্যাস্ত্রগণ! অতঃপর তোমরা স্মৃতিমাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে। রামচন্দ্র

অস্ত্রগণকে এই বলিয়া প্রতিমানসে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্বক গমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

২৮তম সর্গ

রামের অস্ত্রসংহার বিষয়ক প্রশ্ন ও বিশ্বামিত্রের উপদেশ

এই রূপে রামচন্দ্র পবিত্র হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক প্রফুল্ল মুখে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! আমি আপনার প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও দুরতিক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে এই সকল অস্ত্রের উপসংহার করিতে হয়, তাহা জানিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। রাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধৈর্য্যশীল শুদ্ধস্বভাব মহাতপা বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! তুমি দানের উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সংহার মন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পস্থান ও বরুণ, এই সমস্ত কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অস্ত্র গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাম যথাজ্ঞা বলিয়া হৃষ্ট চিত্তে ঋষি-প্রদত্ত অস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। ঐ

সকল অস্ত্র দিব্য-দেহ-যুক্ত প্রভাজাল-জড়িত ও সুখপ্রদ। উহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ কেহ ধূমের ন্যায় ধুম্রবর্ণ এবং কেহ কেহবা চন্দ্র ও সুর্য্যের ন্যায় জ্যোর্তির্যুক্ত। এই সকল দিব্যাস্ত্র রামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে কহিল, হে পুরুষপ্রধান! আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব? রাম উহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! তোমরা এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমার স্মৃতিপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাহায্য করিও। তখন দিব্যাস্ত্রগণ তাহাই হইবে বলিয়া রামের আদেশ শিরোধার্য্য করত তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষি পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এই রূপে রাম প্রয়োগ ও সংহারের সহিত অস্ত্র শস্ত্র সকল সম্যক অবগত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গমন করিতে করিতে মধুর বাক্যে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! ঐ পর্বতের অদুরে নিবিড় মেঘের ন্যায় পাদপদল অবিরলভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান অতি রমণীয়। উহার ইতস্ততঃ মৃগসকল সঞ্চরণ ও বিহঙ্গেরা মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। আমরা একটি লোমহর্ষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া আইলাম। কিন্তু এই প্রদেশ সুখ-সঞ্চারের উপযোগী দেখিয়া ইহা যেন একটি আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে বলুন, ইহা কাহার আশ্রম? হে ব্রক্ষন্! যে স্থলে পাপাত্মা ব্রাহ্মণঘাতক দুরাচার নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দূরে আছে?

২৯তম সর্গ

সিদ্ধাশ্রমের ইতিবৃত্ত, বামনাবতার বর্ণন, রামের সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ ও যজ্ঞারম্ভ

অমিতপ্রভাব রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বমিত্র তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, ইহা মহাত্মা বামনের পূর্বাশ্রম। এই স্থানে বামন দেব সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। পূর্বে সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু তপোনুষ্ঠানার্থ বহু সহস্র বৎসর এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিলোকবিখ্যাত বিরোচন-তনয় মহারাজ বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্ববীর্য্য-প্রভাবে পরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন করতেন। এক সময়ে ঐ মহাবল মহাসমারোহে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সুরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া এই তপোবনে বিষ্ণুর সন্নিধানে আগমন পূর্বক কহিয়া ছিলেন, বিষ্ণু! বিরোচন-নন্দন বলি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ করিয়াছে। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তোমাকে একটি সুরকার্য্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে দিগ্দিগন্ত হইতে যাচকেরা ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেছে। দানবরাজ বলিও যাহার যেরূপ প্রার্থনা পরম সমাদরে তাহাই দিতেছে। এই সুযোগে তুমি মায়াযোগ অবলম্বন পূর্বক খর্বকায় হইয়া দেবগণের শুভ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বৎস! যখন সুরগণ নারায়ণকে বামনরূপে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন, তৎকালে পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ভেজঃ প্রদীপ্ত ভগবান্ কাশ্যপ দেবী অদিতির সহিত দিব্য সহস্র বৎসর একটি ব্রত পালন করিতেছিলেন।

তিনি ব্রত সমাপন পূর্বক বরদানোন্মুখ মধুসূদনকে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি তপোময় তপোরশি তপোমূর্তি ও জ্ঞান স্বরূপ। আমি অপোবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। হে প্রভো! আমি তোমার শরীরের মধ্যে এই সমুদায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি অনাদি ও অনন্ত। আমি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্তুতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বর দানের উপযুক্ত, এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন! আমি, অদিতি ও দেবগণ আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি অদিতির গর্ভে আমার পুত্র রূপে প্রাদুর্ভূত হও। হে দনুজদলন! এক্ষণে সুরপতি ইন্দ্রের অনুজ হইয়া শোকাকুল সুরগণকে সাহায্য দান কর। তোমার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি যে মানসে এই স্থানে বাস করিতেছ তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর সুরকার্য্য সাধনের নিমিত্ত এস্থান হইতে উত্থিত হও।

অনন্তর নারায়ণ, দেবী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্বক দানবরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলির নিকট উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন এবং লোক হিতার্থে পদত্রয়ে এই ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। রাম! এইরূপে বামন আপনার বলে বলিকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনরায় ত্রৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

বৎস! বামনদেব পূর্বে এই শ্রমনাশন আশ্রমে বাস করিতেন। এক্ষণে আমি তাঁহারই প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া আছি। যজ্ঞবিঘ্নকর নিশাচরগণ এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমারে, সেই দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। বৎস! আজি আমরা সেই সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে আমার ন্যায় তোমরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রীত মনে রাম ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত নীহার-নির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। সিদ্ধাশ্রমবাসী তাপসেরা বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে অর্চ্চনা করিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণেরও অতিথি সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষণকাল মধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুশিকনন্দনকে কহিলেন, তপোধন! আপনি আজিই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার মঙ্গল হইবে। আপনার সংকল্প সিদ্ধ হইয়া এই আশ্রমের নাম সার্থক হউক। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, অবিলম্বেই তৎসমুদায় সফল হউক।

জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ দিবস যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রজনী উপস্থিত। স্কন্দ ও বিশাখ সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উভয়ে

পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাবন্দন অর্ঘ্যদান ও জপ সমাপন করিয়া হুত-হুতাশন এবং সুখাসীন মহর্ষি কৌশিককে অভিবাদন করিলেন।

৩০তম সর্গ

রাম লক্ষ্মণ কৃর্তক বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা, সুবাহু বধ ও মানবাস্ত্রে মরীচকে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ

অনন্তর দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ অবসরোচিত-বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে সময়ে মারীচ ও সুবাহুকে আপনার যজ্ঞ রক্ষার্থ নিবারণ করিতে হইবে, আপনি আমাদিগকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। দেখিবেন, সেই কাল যেন অতীত না হয়। সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণ রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যত দর্শন করিয়া প্রতিমনে তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি কৌশিক দীক্ষিত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া অন্যান্য তাপসের মধুর বাক্যে কহিলেন, হে রাজকুমারযুগল! এক্ষণে মহর্ষিদীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়াই থাকিবেন। অতএব তোমরা অদ্যাবধি এই এক রাত্রি তপোবন রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এইরূপ নির্দ্দেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শাসন ও বর্ম্ম ধারণ পূর্বক দিবানিশি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রা বেগ পরিহার পূর্বক যাহাতে যজ্ঞে কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ পঞ্চম দিবস অতীত ও ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইল। তখন রাম সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজ্জীভূত থাক।

এ দিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মা, পুরোহিত এবং ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচারণ পূর্বক ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ কার্য্য সাধন করিতেছিলেন। কুশ কাস স্রুক সমিধ কুসুম ও পানপাত্র ঐ বেদির চতুর্দ্দিকে অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ইত্যবসরে সহসা ঐ বেদি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গগনমণ্ডলে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। জলদজাল বর্ষাকালে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ গর্জন বজ্রাঘাত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপ ভাবে রাক্ষসেরা নানা প্রকার মায়া বিস্তার করত মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। মারীচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অনুচর নিশাচর সকল উগ্রমূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক উপস্থিত হইয়া যজ্ঞবেদির উপর অনবরত রুধির-ধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রক্ত বৃষ্টি হইতে দেখিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ আমি এক্ষণে এই অল্পপ্রাণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। বরং মানবস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় এই সমস্ত দুবৃত্ত মাংসাশীদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষভরে শবাসনে তেজঃ-প্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই মানবস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন দূরে মহাসাগরে নিপতিত হইল। তখন রাম মারীচকে অস্ত্র বল-পীড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণায়মান দেখিয়া এবং তাহাকে এককালে যুদ্ধে নিরস্ত

স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, লক্ষ্মণ! আমার এই মনু-প্রযুক্ত মানবাস্ত্র মারীচকে বিনাশ করিল না, কেমন কিন্তু উহাকে বিচেতন করিয়া দূরে লইয়া গেল। অতঃপর আমি এই সমস্ত পাপাচারী যজ্ঞের অপকারী নির্ঘৃণ শোণিতপায়ীদিগকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে কার্ম্মুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে হস্ত লাঘব প্রদর্শন করিয়া সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু রাম-শরাসন-নির্ম্মুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। মহাবীর রাম সুবাহুকে বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় রামের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং ঐ প্রদেশকে একান্ত নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য যথার্থতই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রমও যথার্থতই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

৩১তম সর্গ

ঋষিগণসহ বিশ্বামিত্রের জনকালয়ে যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন, অদ্ভুত ধনু দর্শন, শোনাতীর দেশ বিষয়ক প্রশ্ন

এইরূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস-বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়া পুলকিত মনে সেই তপোবনে নিশাযাপন করিলেন। শর্ব্বরী প্রভাত হইলে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাসনের ন্যায় তেজস্বী কৌশিককে অভিবাদন করিয়া উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে?

রাম ও লক্ষ্মণ বিনীত ভাবে এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্ম্মপ্রধান এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় গমন করিলে জনকের এক অদ্ভুত শরাসন দর্শন করিতে পাইবে। পূর্ব কালে দেবতারা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ-সভায় উহা প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সুরাসুর রাক্ষস ও গন্ধর্বেরও ঐ কঠোর ও ভয়ঙ্কর কার্ম্মুকে গুণ আরোপণ করিতে পারেন না। অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ও রাজকুমার উহার শক্তি জানিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনরূপেই উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন নাই। জনকরাজ ঐ উৎকৃষ্ট মুষ্টি-বন্ধন-স্থান-যুক্ত ধনু রত্ন দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ফল-স্বরূপ

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন। এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় উহাকে স্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মা জনকের সেই ধনু ও অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসগণের সহিত মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতাদিগণকে আমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া উত্তরদিকে ভাগী রথী তীরে হিমাচলে চললাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তিনি বনদেবতাদিগকে এইরূপ কহিয়া সিদ্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণ পূর্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্যক শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য আরোপিত করিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ আশ্রমের মৃগ পক্ষী সক কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।

ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সায়ংতন স্নান সমাপন ও অগ্নি হোত্র সমাধান পূর্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাহারা সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া মহর্ষি কৌশিকের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম কৌতুহল-পরবশ হইয়া

কুশিকনন্দনকে কহিলেন, ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান? বলুন, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

৩২তম সর্গ

রাজর্ষি কুশের বংলাবলী-বর্ণন কুশনাভের কণ্যাগণের সহিত বায়ুর সংবাদ, বায়ু কর্ত্তৃক কন্যাগণের কুব্জতা প্রাপ্তি

কৌশিক কহিলেন, বৎস! পূর্বে কৃশ নামে ব্রতপরায়ণ ধর্ম্মশীল এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ভাবান স্বয়ম্ভূর পূত্র। উঁহার ভার্য্যার নাম বৈদর্ভী। সজ্জন-প্রতিপূজক মহাতপা কুশ এই সৎফুল-প্রসূতা কী হইতে রূপগুণে আপনার মহাবলপরাক্রান্ত চারিটি পুত্র লাভ করেন। ইঁহাদের নাম কুশান, কুশনাভ, অমুর্তরজা ও বসু। ইহাঁরা সকলেই উৎসাহ সম্পন্ন ও দীপ্তিশীল ছিলেন। একটা কুশ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করিবার আশয়ে এই সমস্ত ধার্ম্মিক সত্যবাদী পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে প্রজা পালন করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। অনন্তর কুশের আদেশে উহাঁরা নগর সকল সন্নিবেশিত করিলেন। মহাবীর কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী এবং ধর্মাত্মা কুশনাভ হইতে মদোয় মহীপাল অমূর্তরজা হইতে ধর্মারণ্য ও বসু হইতে গিরিব্রজজ সংস্থাপিত হইল। বৎস! এই গিরিব্রজ নামক স্থান পাঁচটি শৈল ও এই শোণা নদী মহাত্মা বসুরই অধিকৃত। এই সুরমা নদীর আর একটি নাম মাগধী। এই নদী মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া এই পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় কেমন শোভা

পাইতেছে। ইহার পার্শ্বদ্বয়ে শস্য-পরিপূর্ণ সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র সকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

ঘৃতাচী রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী ছিলেন। এই ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা উৎপন্ন হয়। কাল সহকারে এই সকল কন্যা রূপ-যৌবন-সম্পন্ন হইয়া উঠে। একদা তাহারা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বর্ষাগমে সৌদামিনীর ন্যায় উদ্যানে আগমন পূর্বক নৃত্য গীতবাদ্যে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এই অবসরে সমীরণ মেঘান্তরিত তারকার ন্যায় তাহাদিগকে নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, কামিনীগণ! আমি তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা আমার পত্নী হও এবং এই মানুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। দেখ, মনুষ্যের যৌবন অচিরস্থায়ী, অতএব আমার সম্পর্কে তোমরা চিরযৌবন পাইয়া অমরী হও! কন্যাগণ বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্বক হাস্য করিয়া উঠিল; কহিল প্রভঞ্জন! তুমি লোকের স্তরের ভাব সকলই অবগত হইতেছ এবং আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক জ্ঞাত আছি, সুতরাং তুমি এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেন আমাদিগকে অবমাননা করিলে? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা। আমরা মনে করিলে তোমার বায়ুত্ব নষ্ট করিতে পারি। কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম।

নির্বোধ! আমরা যে সত্যনিষ্ঠ পিতার অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন পূর্বক স্বয়ম্বরা হইব, সে দিন যেন কদাচই না আইসে। পিতা

আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেব। পিতা আমাদিগকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন তিনিই আমাদিগের ভর্তা হইবেন।

অনন্তরর ভগবান প্রভঞ্জন অঙ্গনাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদের শরীরে প্রবেশ পূর্বক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ভগ্ন কবিয়া তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। এখন সেই সমস্ত রাজকন্যা এইরূপ বিরূপ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সম্ভ্রমে পিতার ভবনে গমন করিল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অবিরল-বাষ্প কুললোচনে রোদন করিতে লাগিল। মহারাজ কুশনাভ প্রণাধিকা তনয়াদিগকে একান্ত দীনা ও কুব্জভাবাপন্ন! দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে কহিলেন, এ কি! বল কে তোমাদের প্রতি এইপ্রকার বল প্রকাশ করিল? কেই বা তোমাদিগের এইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন করিয়া দিল? আহা! তোমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মুখ দিয়া কথা নিঃসৃত হইতেছে না। কুশনাভ কন্যাগণকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ইহার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নির্ম্মিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইলেন।

৩৩তম সর্গ

ব্রহ্মদত্তের সহিত কুশনাভের কন্যাগণের বিবাহ ও কুব্জতা হতে মুক্তি

অনন্তর কামিনীগণ ধীমান্ কুশনাভের পাদবন্দন পূর্বক কহিল, পিতঃ সর্ব্বব্যাপী বায়ু অসৎ পথ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে অপমানিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। সে আপনার দুরভিসন্ধি

প্রকাশ করিলে আমরা কহিয়াছিলাম, বায়ু! আমাদিগের পিতা জীবিত আছেন। আমরা স্বাধীন নহি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এক্ষণে তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর, ও তিনি আমাদিগকে তোমায় সম্প্রদান করিবেন। আমরা এই প্রকার কহিলে সেই দুরাচার পামর এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এইরূপ বিরূপ করিয়া দিল।

কুশনাখ কন্যাদিগের দুরবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! তোমরা বায়ুর প্রতি যথোচিত ক্ষমা প্রদর্শন এবং একমত হইয়া আমার কুল-গৌরব অক্ষা করিয়াছ। স্ত্রী বা পুরুষ হউক, ক্ষমা উভয়েই ভূষণ। দেখ, সুরগণ সর্বাংশে কমনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা যে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সমীরণে অনুরাগিণী হও নাই, ইহাতেই তোমাদিগের অসাধারণ ক্ষমার পরিচয় হইয়াছে। তোমাদিগের যেরূপ ক্ষমা, আমার বংশ-পরম্পরায় সকলেই সেই প্রকার শিক্ষা করুক। ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম্ম। ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সুরগণের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহারাজ কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুর-প্রবেশে অনুমতি করিলেন এবং উচিত দেশ ও উচিত কালে রূপ-গুণে অনুরূপ পাত্রে তাহাদিগাকে সম্প্রদান করা কর্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে চূলী নামক কোন এক ব্রহ্মচারী শুভাচারপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেছিলেন। চূলীর যোগসাধনকালে সোমদা নাম্নী ঊর্ম্মিলা-গর্ভসম্ভূতা এক গন্ধর্ব কন্যা তাঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রণতি-পরতন্ত্র

হইয়া নিরন্তর পরিচর্য্যা করিতেন। কিংৎকাল অতীত হইলে ঋষি সেই ধর্ম্মশীলা সোমদার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সোমদে! আমি তোমার পরিচর্য্যায় যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ প্রিয় কার্য্য সাধন করিব বল। তোমার মঙ্গল হউক। তখন সোমদা মহর্ষির পরিতোষ দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া মধুর স্বরে কহিল, তপোধন! আপনি মহাতপা ব্রহ্মশ্রী০সম্পন্ন ও ব্রহ্মস্বরূপ। আমার বাসনা যে আমি আপনার প্রসাদে ব্রহ্মযোগ-যুক্ত ধার্ম্মিক এক পুত্র লাভ করি। অদ্যাপি কাহাকেও আমি পাতিত্বে বরণ করি নাই এবং করবও না। অতএব যাহাতে আমার এই সংকল্প সিদ্ধ হয়, ভদ্বিষয়ে আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আমি আপনার কিঙ্করী; আপনি ব্রাহ্ম বিধান অবলম্বন পূর্বক আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মর্ষি চূলী সোমদার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া উহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রহ্মনিষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিলেন। যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে এক পুৰী প্রস্তুত করেন। বৎস! মহারাজ কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকেই আপনার এক শত কন্যা প্রদানের সংকল্প করিলেন।

অনন্তর তিনি ব্রহ্মদকে আহ্বান করিয়া প্রীতমনে তাঁহার সহিত কন্যাগণকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিলেন। সুররাজ মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে ঐ শত ভগিনীর পাণি-স্পর্শ করিবামাত্র উহাদের কুব্জভাব বিদূরিত হইয়া গেল এবং উহারা পূর্ববৎ অপূর্ব শ্রীলাভ করিল। নৃপতি কুশনাভ

তনয়াদিগকে সহসা এইরূপ বায়ুর আক্রমণ হইতে নির্ম্মুক্ত দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সস্ত্রীক মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে উপাধ্যায়গণের সহিত সাদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের জননী সোমদা পুত্রের বিবাহ-সংস্কার নির্বাহ হইল দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইলেন এবং রাজা কুশনাভকে ভূয়সী প্রশংসা ও বারংবার বধূগণের অঙ্গ স্পর্শ পূর্বক অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

৩৪তম সর্গ

বিশ্বামিত্রের নিজবংশ বর্ণন

বৎস! ব্রহ্মদ দারগ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিলে মহারাজ কুশনাভ পুত্র লাভের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিলেন। উদারপ্রকৃতি রাজা কুশ যাগ আরব্ধ হইলে কুশনাভকে কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে গাধি নামে ধার্ম্মিক এক পুত্র লাভ করিবে। তুমি গাধিকে পাইয়া ইহলোকে চিরকীর্তি বিস্তার করিতে পারিবে। রাজা কুশ কুশনাভকে এইরূপ কহিয়া আকাশ-পথে প্রবেশ পূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনশুর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। রাম! এই গাধিই আমার পিতা। আমি কুশের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এই নিষিক্ত আমার নাম কৌশিক হইয়াছে। সত্যবতী নামে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। মহর্ষি ঋচীক তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। তিনি ভর্তার সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমার

সেই ভগিনী স্রোতস্বতীরূপে পরিনত হইয়া লোকের হিতসাধন বাসনায় হিমাচল হইতে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌশিকী। ঐ দিব্য নদী অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র। বৎস! আমি এক্ষণে কৌশিকীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বে পরম সুখে নিরন্তর কাল যাপন করিয়া থাকি। আমার ভগিনী সরিদ্বরা সত্যবতী অতি পুণ্যশীল ও পতিপরায়ণ। ধর্ম্ম ও সত্যে তাঁহার যথোচিত অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বৎস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি কীর্তন করিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই দেশের বিষয়ও সবিশেষ কহিলাম। এক্ষণে কথা-প্রসঙ্গে অর্ধরাত্রি অতীত হইয়াছে। নিদ্রিত হও। নতুবা পথ পর্য্যটনে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। বৎস! ঐ দেখ, বৃক্ষ সকল নিস্পন্দ ও মৃগ পক্ষিগণ নীরব রহিয়াছে। চারিদিক রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্রমশঃ অর্দ্ধ প্রহর অবসান হইয়া আসিল। নভোমণ্ডল নেত্রের ন্যায় নক্ষত্র সমূহে পরিপূর্ণ এবং উহাদিগের নির্ম্মল প্রভায় সমাকীর্ণ হইয়াছে। এ দিকে চন্দ্র স্বীয় আলোকে লোকের মন পুলকিত করত অন্ধকার ভেদ করিয়া উদয় হইতেছেন। মাংসাশী ক্রূরস্বভাব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি রজনীর প্রাণিসকল ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিলেন, রাজর্ষি কুশিকের বংশ অতি মহৎ এবং তাঁহার বংশীয় মহাত্মারা বিশেষতঃ

আপনি অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ। আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও পিতৃকুলকে যার পর নাই উজ্জ্বল করিতেছেন। কুশিক তনয় বিশ্বামিত্র হৃষ্টমনা মুনিগণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অস্তশিখরারূঢ় ভাস্করের ন্যায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণও বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করত মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

৩৫তম সর্গ

রামের প্রশ্নে বিশ্বামিত্র-কথিত গঙ্গোৎপত্তি বর্ণন

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত শোণা নদীর তীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতকালে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! নিশা অবসান হইয়াছে। পূর্ব সন্ধ্যার বেলা উপস্থিত। এক্ষণে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। রামচন্দ্র মহর্ষির আদেশে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই ত স্বচ্ছসলিল পুলিন-শোভিত অগাধ শোণ নদ। এখন আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ যে পথে গিয়া থাকেন, চল আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব।

ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদুর অতিক্রম করিলেন। মধ্যাহ্ন কালও উপস্থিত হইল। নিকটে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতে ছিলেন। তাঁরা সেই হংস-সারস-

মুখরিত মুনিজন-সেবিত পুণ্য-সলিল গঙ্গা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীর আশ্রয় করিয়া স্নান বিধানানুসারে পিতৃদেবগণের তর্পণ ও অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে অমৃতবৎ হবি ভোজন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পরিবেষ্টন পূর্বক প্রফুল্লমনে গঙ্গাকুলে উপবিষ্ট হইলেন।

সকলে উপবেশন করিলে রাম সহর্ষে মহর্ষি কৌশিককে জিজ্ঞাসিলেন, অপোধন। এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ত্রৈলোক্য আক্রমণ পূর্বক কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া নিপতিত হইতেছেন? বলুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ভগবান কৌশিক রামের এইরূপ কথা শুনিয়া জাহ্নবীর উৎপত্তি ও ত্রৈলোক্যব্যাপ্তি কিরূপে হইল, কহিতে লাগিলেন, রাম! ধাতুর আকর গিরিবর হিমালয়ের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী আছেন। এই সুমেরুদুহিতা মেনা হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্নবী কনিষ্ঠার নাম উমা। বৎস! পৃথিবীতে জাহ্নবী ও উমার রূপের উপমা নাই। এক সময়ে সুরগণ স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথ-বিহারিণী লোকপাবনী গঙ্গাকে ধর্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্বক তপঃসাধন করিয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্বজন-বন্দনীয়া নন্দিনীকে অপ্রতিমরূপ বিরূপাক্ষর হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম! যেরূপে জলবাহিনী পাপবিনাশিনী গঙ্গা প্রথমে আকাশ ও তৎপরে

দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্তন করিলাম।

৩৬তম সর্গ

শিব-পার্বতীর সম্ভোগ-বর্ণন, দেবগণ প্রার্থনায় সম্ভোগ-বিরতি, পার্বতী কর্ত্তৃক পৃথিবী ও দেবগণের প্রতি অভিসম্পাত, দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে সেনাপতি-প্রার্থনা

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট এই রূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ধর্ম্মফলপ্রদ অতি উৎকৃষ্ট কথাই কহিলেন। দেবী জাহ্নবীর বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব এক্ষণে ইহাঁর দিব্য ও মনুষ্যলোক-সংক্রান্ত সমস্ত কথা সবিস্তারে কীর্তন করুন। হে তপোধন! এই লোক-পাবনী গঙ্গা কি কারণে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন? কি নিমিত্ত ত্রিলোক মধ্যে ত্রিপথগা নামে প্রখ্যাত হইলেন এবং ইহার কার্য্যই বা কি?

বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিহিত হইয়া মুনিগণ-সন্নিধানে ভাগী রথী-সংক্রান্ত বিষয়সকল আনুপূর্বিক কীর্তন করিতে লাগিলেন। বৎস! পূর্বে মহাতপা ভগবান্ নীলকণ্ঠ দার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলে দিব্য শতবর্ষ অতীত হইল, তথা তাঁহার পুত্র জন্মিল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এই শিবপার্বতী-সহযোগে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে তাঁহার বীর্য্য কে সহ্য করিতে

পারিবে। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবের নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! আপনি লোকের শুভ সাধনে তৎপর আছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোক সকল আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি যোগ অবলম্বন করিয়া দেবী পার্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠান এবং এই ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত ঐ তেজ আপনার তেজোময় শরীরেই ধারণ করুন। লোক সকলকে উচ্ছিন্ন করা আপনার কর্তব্য নহে।

মহাদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন; কহিলেন, সুরগণ! আমি ও উমা আমরা উভয়েই স্বশরীরে তেজ ধারণ করিব। এক্ষণে ত্রিলোকের সমস্ত লোকের সহিত দেবগণ শান্তি লাভ করুন। কিন্তু বল দেখি, দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশত আমার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, উমা ব্যতিরেকে তাহা আর কে ধারণ করিবে? সুরগণ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিবেন।

মহাবল মহাদেব দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তেজ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা এই গিরিকানন-পরিপূর্ণ। পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবগণ হুতাশনকে কহিলেন, হুতাশন! তুমি বায়ুর সহিত এই রুদ্র-তেজে প্রবেশ কর। হুতাশন সুরগণের আদেশে রুদ্র-তেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেত পর্বত ও অত্যুজ্জ্বল দিব্য শরবনরূপে পরিণত

হইল। বৎস! এই শরবনে অগ্নি হইতে মহাতেজাঃ কার্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর দেবতারা ঋষিগণের সহিত প্রীত হইয়া শিব-পার্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শৈলরাজ-দুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমি পুত্রকামনায় স্বামিসহবাসে প্রবৃত্ত ছিলাম। তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্ন আচরণ করিয়াছ। অতএব আজি অবধি তোমরাও স্বদারে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীরা আমার শাপে নিঃসন্তান হইবে। তিনি দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, অবনি! অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহু ভোগ্যা হইবি। রে দুঃশীলে! আমার যে পুত্র হয়, তাহা তোর ইচ্ছা নহে। অতএব তুই যখন আমার কোপে পড়িলি, তখন তোকে পুত্রপ্রীতি আর অনুভব করিতে হইবে না।

অনন্তর ভগবান ব্যোমকেশ দেবী পার্বতীর অভিশাপে দেবগণকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎ-প্রভব নামক শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম! অতঃপর আমি ভাগীরথীর প্রভাব কীর্তন করিব, তুমি লক্ষ্মণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।

৩৭তম সর্গ

কার্তিকেয়োৎপত্তি-বর্ণন

পশুপতি পার্বতীর সহিত তাপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া সেনাপতি লাভে অভিলাষে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিবার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন সেই শত্রুবিনাশন মহাবীর আজিও জন্ম গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার পিতা শঙ্কর উমা দেবীর সহিত হিমালয়-শিখরে তপস্যা করিতেছেন। সুতরাং অতঃপর যাহা কর্তব্য, লোকের হিত সাধনের নিমিত্ত আপনিই তাহা বিধান করুন। আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্তনা করত কহিলেন, সুরগণ গিরিরাজ-তনয়া উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং এক্ষণে এই হুতাশন হইতে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে একটি পুত্র জন্মিবে। সে পুত্রই তোমাদিগের সেনাপতি হইবে। জ্যেষ্ঠ গঙ্গা তাহার কনিষ্ঠা উমারই পুত্র বলিয়া মানিবেন এবং উমার চক্ষেও সে কখন অনাদরের হইবে না। দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এইরূপ আশ্বাসকর বাক শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ঋতু-রাগ-রঞ্জিত কৈলাসে গমন করিয়া পুত্রার্থ অগ্নিকে নিয়োগ করিবার বাসনায় কহিলেন, অনল! তুমি মন্দাকিনীতে পশুপত তেজ

নিক্ষেপ কর। এইটি দেবকার্য্য; ইহা সাধন করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। তখন অগ্নি সুরগণের এইরূপ প্রার্থনায় অঙ্গীকার পূর্বক গঙ্গার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর। ইহা দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর হইবে।

সুরতরঙ্গিণী অমরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য নারীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অগ্নি তাঁহার সৌন্দর্যাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাশুপত তেজ দ্বারা গঙ্গার নাড়ী-প্রবাহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগ্নিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হুতাশন! এই পাশুপাত তেজ তোমার তেজের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি কোনরূপেই উহা ধারণ করিতে পরিলাম না। আমার অন্তর্দাহ ও চেতনা বিলুপ্ত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে এই হিমালয়ের পার্শ্বে তেজ পরিত্যাগ কর। সরিদ্বরা গঙ্গা অগ্নির নির্দ্দেশানুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলেন। তেজ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইল বলিয়া উহা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দুরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, উহার তীক্ষ্ণতায় তাম্র ও লৌহ জন্মিল এবং গর্ভ-মল সীসক রূপে পরিণত হইল। এইরূপে নানা প্রকার ধাতু সকল জন্মিল। পর্বতের বন বিভাগ ঐ তেজ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে।

গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে পাশুপত তেজ পরিত্যাগ করিবামাত্র একটি কুমার উৎপন্ন হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ কুমারকে স্তনপান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকা নক্ষত্রগণকে অনুরোধ করিলেন। কৃত্তিকাগণ এইটি আমাদিগেরই পুত্র হইবে, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা তাহাদিগকে কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই পুত্র কার্তিকেয় নামে ত্রিলোকে প্রথিত হইবেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ স্বদীপ্তিপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান গঙ্গাগর্ভনিঃসৃত কার্তিকেয়কে স্নান করাইলেন। কার্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্ন (নিঃসৃত) হইলেন, এই কারণে তাঁহার নাম স্কন্দ হইল।

অনন্তর কৃত্তিকা নক্ষত্রগণের স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। কার্তিকেয় ছয় আনন বিস্তার করিয়া ঐ ছয় নক্ষত্রের স্তন পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কৃত্তিকাগণের স্তন পান করিয়া স্বয়ং একান্ত সুকুমার হইলেও এক দিনে স্বীয় ভুজবলে দানবসৈন্যগণকে পরাজয় করেন। অমরগণ অগ্নির সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকেই আপনাদিগের সেনাপতির পদে অভিষেক করিয়াছিলেন। রাম! এই আমি তোমাকে গঙ্গার বৃত্তান্ত ও কার্তিকেয়ের উৎপত্তি সবিস্তারে কহিলাম। এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কার্তিকেয়ের ভক্ত হয়, সে দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।

৩৮তম সর্গ

সগর রাজার উপাখ্যান

মহর্ষি কৌশিক জাহ্নবী-সংক্রান্ত মধুর বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া পুনরায় রামকে কহিলেন, বৎস! পূর্বকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী। এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম সুমতি ছিল। সত্যবাদিনী কেশিনী বিদর্ভ রাজের দুহিতা ছিলেন এবং সুমতি মহর্ষি কশ্যপ হইতে উৎপন্ন হন। পতগরাজ গরুড় ইহারই সহোদর। মহীপাল সগর সন্তান লাভার্থ এই উভয় পত্নীর সহিত হিমাচলের এক প্রত্যন্ত পর্বতে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান করেন। বৎস! সেই স্থানে মহর্ষি ভৃগু নিরন্তর অবস্থান করিতেন। মহারাজ সগর অতিকঠোর তপস্যায় তাঁহাকেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত শত বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা সত্যপরায়ণ তপোধন ভৃগু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বর প্রভাবে তোমার পুত্র ও কীর্ত্তি লাভ হইবে। তোমার এই দুই সহধর্ম্মিণীর মধ্যে এক জন একটি মাত্র বংশধর পুত্র আর এক জন সহস্রটি প্রসব করিবেন।

রাজমহিষীরা মহর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা যেন অলীক না হয়। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা সহস্রটি উৎপন্ন হইবে? বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিতে অতিশয়

ইচ্ছা হইতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ভৃগু ঐ দুই সপত্নীর এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ ইচ্ছা, বল; বংশধর এক পুত্রেরই হউক, অথবা মহাবল পরাক্রান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন কীর্তিমান বহু পুত্রেরই হউক, এই দুই বরের মধ্যে কাহার কোনটি প্রার্থনীয় হইতেছে? তখন কেশিনী নৃপতির সাক্ষাতে বংশধর এক পুত্র এবং সুপর্ণ ভগিনী সুমতি যষ্টি সহস্র পুত্রের বর লইলেন। বৎস! রাজা সগর এই রূপে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক দুই মহিষীর সহিত স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জকে এবং সুমতি তুম্বলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ গর্ভপিণ্ড ভেদ করিবামাত্র উহা হইতে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ উহাদিগকে ধৃতপূর্ণ কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরিবর্ধিত করিতে লাগিল। বহু কাল অতিক্রান্ত হইলে ঐ ষষ্টি সহস্র পুত্র রূপবান্ ও যুব হইয়া উঠিল। উহারা যখন অতিশয় শিশু ছিল, তখন সর্বজ্যেষ্ঠ অসমঞ্জ উহাদিগকে প্রতিদিন সরযূর জলে ফেলিয়া দিত এবং উহাদিগকে। স্রোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। এই রূপে অসমঞ্জ পাপাচারী পৌরজনের অহিতকারী ও সাধুদ্রোহী হইয়া উঠিলে, সগর তাহাকে নগর হইতে নির্বাসিত করেন। অংশুমান্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। এই অংশুমান্ অতি বলবান্ প্রিয়বাদী ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে মহীপাল সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়, এবং তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপাধ্যায়গণের সহিত তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হন।

৩৯তম সর্গ

সগরের যজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞের অশ্ব অপহৃত হইলে সগরাদেশে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রর অশ্বান্বেষণ, প্রজাক্ষোভ, দেবগণের পিতামহসমীপে নিবেদন

রঘুপ্রবীর রাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমার পুর্ব-পুরুষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, আপনি ইহা সবিস্তারে কীর্তন করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্নে একান্ত কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত সবিস্তারে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে যে ভূমিখণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদেশ যজ্ঞ কার্যেই সম্যক প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যজ্ঞের আয়োজন হইলে মহারথ অংশুমান্ সগরের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করেন। সুরগণের অধিপতি, ইন্দ্র এই যজ্ঞে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্ব দিবসে ঐ অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। অশ্ব অপহ্রিয়মাণ হইলে উপাধ্যায়গণ সগরকে কহিলেন, মহারাজ! পর্ব

দিবসে যজ্ঞীয় অশ্ব মহাবেগে অপহৃত হইতেছে। অতএব আপনি অপহারককে সংহার করিয়া শীঘ্র অশ্ব আনয়ন করুন, নতুবা অপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না।

সগর উপাধ্যায়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে যষ্টিসহস্র পুত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্রগণ! যদিও আমি মন্ত্রপূত হবির্ভাগ কল্পনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথা রাক্ষসের মায়াবলে ইহার কোন বিঘ্ন ঘটিলে আমার সাদ্গতি লাভ সুকঠিন হইবে। অতএব অশ্বকে কে লইয়া গেল, তোমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান কর। এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সকল স্থানে অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। ক্রমশঃ এক এক যোজন তন্ব তন্ব করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর। ইহাতেও যদি অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না সেই অশ্বাপহারক ও অশ্বের সন্দর্শন পাও, তাবৎ এই পৃথিবী খনন কর। আমি দীক্ষিত হইয়া পৌত্র অংশুমানও উপাধ্যায়গণের সহিত অশ্বের দর্শন লাভ প্রতীক্ষায় এই স্থানেই অবস্থান করিব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

অনন্ত সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত রাজকুমার পিতার নির্দ্দেশে পরম প্রীত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্থানেই যজ্ঞীয় অশ্বের সন্দর্শন পাইল না। পরে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ ভূমি বজ্রের ন্যায় সারবৎ ভুজ দ্বারা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বসুমতী অশনি-সদৃশ শূল ও অতি কঠিন হল দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। উরগ, রাক্ষস ও অসুরগণের করুণ স্বরে

চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র পাতালতল অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ওই যেন অবলীলাক্রমে যষ্টি সহস্র যোজন খনন করিল। তাহারা এই বহুল-শৈল-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে এইরূপে খনন করত চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব অসুর ও উরগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বিষণ্ন বদনে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে সগর তনয়েরা সমগ্র ধরাতল খনন করিতেছে। ঐ দুর্বৃত্তেরা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু সংখ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব ও জলচর জীবজন্তু বিনাশ করিয়াছে। এই ব্যক্তি আমাদিগের যজ্ঞের অপকারী 'এই আমাদের অশ্বাপহারী' এই বলিয়া ডাহা নির্দোষেরও প্রাণদণ্ড করিতেছে।

৪০তম সর্গ

পিতামহ কর্ত্তৃক দেবগণের সমাশ্বাস দান, সগর-পুত্রগণের অশ্বান্বেষণোপলক্ষে পৃথিবী খনন, কপিল সমীপে অশ্বদর্শন, কপিলকে অবমাননা এবং কপিল-কোপে তাহাদের নিধন

ভগবান্ চতুর্ম্মুখ সুরগণকে সগরসন্তানগণের সর্বসংহারক বলবীর্ষে নিতান্ত ভীত ও একান্ত বিমোহিত দেখিয়া কহিলেন, এই বসুমতী বাসুদেবের মহিষী, বাসুদেবই ইহার একমাত্র অধিনায়ক। এক্ষণে তিনি কপিলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। সগর সন্তানের সেই কপিলেরই কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। সুরগণ! এই পৃথিবী

বিদারণ ও অদূরদর্শী সগরসন্তানগণের নিধন, ইহা অবশ্যম্ভাবী; তন্নিমিত্ত তোমরা কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। তখন সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্য দেবতা পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মনে স্ব স্ব স্থানে প্রতি গমন করিলেন।

এ দিকে ভূমিভেদকালে সগরসন্তানগণের বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সমগ্র পৃথিবী বিদারণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি বলবান জীবজন্তুগণকে বিনাশ করিলাম, কিন্তু কোথায়ও আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব ও অশ্বাপহাককে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আর আমরা কি করিব? আপনি তাহা নির্ণয় করুন। মহারাজ সগর পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পুনরায় ধরাতল খনন কর। এই বার তোমাদিগকে সেই অশ্বাপহারকের সন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন করিতেই হইবে।

অনন্তর সগরতনয়ে পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া পুনরায় ধরাতলে ধাবমান হইল এবং উহা খনন করিতে করিতে একস্থলে বিরূপাক্ষ নামক একটি পর্বতাকার বৃহৎ দিকহস্তী দেখিতে পাইল। এই মহাহস্তী মস্তকে শৈলকাননপূর্ণা অবনীর একদেশ ধারণ করিয়া আছে। যখন এই নাগ ধরা-ভার-বহন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পর্বকালে শিরশ্চালন করে, তখনই ভূমি কল্প হইয়া থাকে। সগরতনয়েরা ইহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া রসাতল ভেদ করত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পূর্বদিক ভেদ করিয়া

দক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় মহাপদ্ম নামে পর্বতাকার একটি হস্তী পৃথিবীর কিয়দংশ ধারণ করিয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপদ্মকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক পশ্চিম দিক ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকেও সুমনা নামে অচল-সদৃশ আর একটি হস্তী অবস্থান করিতেছে। উহারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায়ও ভদ্র নামক একটি হস্তী তুষায়ের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহে ভূ-ভার বহন করিতেছে। সগরসন্তানগণ এই মহাহস্তীকে দর্শন স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা চতুর্দ্দিক ভেদ করিয়া পরিশেষে উত্তর পশ্চিম দিকে গমন পূর্বক ক্রোধভরে ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবেগ মহাবল বীরেরা উত্তর পশ্চিম দিক খনন করিতে করিতে কপিলরূপধারী সনাতন হরিকে নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, তাঁহারই অদুরে সেই যন্দ্রীয় অশ্বটি সঞ্চরণ করিতেছে। তখন তাহারা কপিলকেই যজ্ঞদ্রোহী স্থির করিয়া রোষ কষায়িত লোচনে খনিত্র লাঙ্গল শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল, কহিল, রে নির্বোধ! তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস? এক্ষণে দেখ আমরা সকলে সগর-সন্তান, এই অশ্বের অন্বেষণ প্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়াছি।

মহর্ষি কপিল তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র উহারা ভস্মীভুত হইয়া গেল।

৪১তম সর্গ

সগরদেশে তৎপৌত্র অংশুমানের অশ্বান্বেষণে গমন, গরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ, অশ্ব লইয়া অংশুমানের আগমন, সগরের যজ্ঞসমাপ্তি, সগরের স্বর্গগমন

এদিকে মহীপাল সগর তনয়গণের কালবিলম্ব দেখিয়া পৌত্র অংশুমানকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর কৃতবিদ্য ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে তোমার পিতৃব্যগণ ও অশ্বাপহারকের উদ্দেশ লইয়া আইস। ভূগর্ভে যে সকল মহাবল জীবজন্তু আছে, তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত অসি ও শাসন গ্রহণ কর। তুমি পূজ্যদিগকে অভিবাদন ও বিদ্রোহীদিগের বিনাশ সাধন পূর্বক কার্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন করিও। বৎস! এখন যাহাতে আমার এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

অংশুমান মহাত্মা সগরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসি ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক ত্বরিতপদে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে ভূমির অভ্যন্তরে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত একটি সুপ্রশস্ত পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি সেই পথ অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে দেখিলেন উহার এক স্থলে একটি দিক্‌গজ বিরাজমান আছে এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগের তাহার পূজা করিতেছে। অসমঞ্জ-তনয় অংশুমান্ ঐ দিকনাগকে প্রদক্ষিণ ও কুশল প্রশ্ন পূর্বক আপনার

পিতৃব্যগণ এবং অশ্বাপহারকের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিঙ্‌নাগ কহিল, রাজকুমার! তুমি কৃতকার্য্য হইয়া অর্থের সহিত শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। অংশুমান্ তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া যথাক্রমে অন্যান্য দিঙ্‌নাগদিগকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্য প্রয়োগ-সমর্থ ঐ সকল দিঙনাগেরাও পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর অংশুমান্ দিক্‌গজগণের এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যে স্থানে তাহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বিনাশে যার পর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাহার অদূরে যজ্ঞীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিতেছিল, তিনি শোক পরিত্যাগ করিবার কালে তাহাকেও দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্ পিতৃব্যগণের সলিল-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তথায় জলাশয় পাইলেন না। এই অবসরে তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল বায়ুবেগগামী বিহগরাজ গরুড়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। মহাবল বিনতাতনয় অংশুমানকে পিতৃশোকে একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, হে পুরুষপ্রধান! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। তোমার পিতৃব্যগণের নিধনে লোকের একটি হিত সাধন হইবে। এই সকল মহাবল বীরেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভুত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাদিগকে লৌকিক সলিল দান করা তোমার কর্তব্য নহে। গঙ্গা নামে গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ

এক কন্যা আছেন। তুমি তাঁহারই স্রোতে ইহাদিগের সলিল-ক্রিয়া সম্পাদন কর। লোকপাবনী সুরধুনী এই ভস্মাবশেষ-কলেবর সগরতনয়গণকে স্বীয় প্রবাহে আপ্লাবিত করিবেন। তিনি এই ভস্মরাশি আপ্লাবিত করিলে, ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানের সুরলোকে গমন করিবে। অতএব তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

বীর্য্যবান্ অংশুমান্ বিহগরাজ গরুড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্বক শীঘ্র স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন এবং যজ্ঞদীক্ষিত মহীপাল সগরের সন্নিহিত হইয়া পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও বিনতাতনয় যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবিকল কহিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের মুখে এই শোকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বিধানানুসারে যজ্ঞশেষ সমাপন করিয়া পুরপ্রবেশ পূর্বক কি রূপে ভূলোকে জাহ্নবীর আগমন হইবে, সততই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহার উপায় ধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

৪২তম সর্গ

অংশুমানের রাজ্যলাভ, তৎপুত্র দিলীপকে রাজ্য প্রদান ও হিমালয়ে গমন ও পরে তাঁহার স্বর্গগমন। ভগীরথের ভূতলে গঙ্গানয়নের নিমিত্ত তপস্যা ও ব্রহ্মার নিকট বরলাভ

মহারাজ সগর কলেবর পরিত্যাগ করিলে প্রজারা ধর্মশীল অংশুমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অংশুমানের দিলীপ নামে এক পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রমণীয় হিমাচলশিখরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপানুষ্ঠান পূর্বক তনুত্যাগ করেন। তাঁহার পর মহারাজ দিলীপও পূর্ব-পুরুষগণের অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। কি রূপে জাহ্নবী ভূলোকে অবতীর্ণ হইবেন, কিরূপে ষষ্টি সহস্র সগর সন্তানের উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ও কি রূপেই বা তাঁহাদিগের সদ্গতি লাভ হইবে, তিনি নিরন্তর এই চিন্তাতেই একান্ত আকুল হইয়া উঠেন। এই ধর্ম্মশীল দিলীপের ভগীরথ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! মহাতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পিতৃগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এই দুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং পুত্রের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক স্বীয় কর্ম্মবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি ভগীরথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি প্রজা পালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কখন মাসান্তে আহার করিতেন এবং কখন পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী ও কখন বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায় তাঁহার সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি ভগীরথ সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যে তপঃ-সাধন করিয়াছি, যদি কিছু তাহার ফল থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমা হইতে পিতামহগণের সলিল লাভ হয়। ঐ সমস্ত মহাত্মার ভস্মরাশি গঙ্গাজলে সিক্ত হইলে উহারা নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। হে দেব! এই আমার প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে আমার যেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হয়। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার এই বংশ যেন অবসন্ন না হয়।

ব্রহ্মা রাজা ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারথ! তোমার এই মনোথ অতি মহৎ; আমার বর প্রভাবে ইহা অবশ্যই সফল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে বসুমতী এই হৈমবতী

গঙ্গার পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ইহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত হরকে নিয়োগ করা হয় ব্যতিরেকে গঙ্গা ধারণ করিতে আর কাহাকেই দেখি না। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া গঙ্গাকে সম্ভাষণ পূর্বক দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন।

৪৩তম সর্গ

ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট শঙ্করের মস্তকে গঙ্গাধারণ, গঙ্গাবতরণ, জহ্নুমুনির গঙ্গাপান ও ভাগীরথ-প্রার্থনায় পুনঃপ্রদান, গঙ্গাজল-স্পর্শে সগর-সন্তানগণের উদ্ধার

দেব-দেব চতুর্ম্মুখ দেবলোকে গমন করিলে ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সংবৎসরকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে পশুপতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার প্রিয়-সাধনোদ্দেশে গঙ্গার অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ করিব। ভগবান ভূতনাথ এইরূপ কহিলে সর্বজন-পূজনীয়া জাহ্নবী বিস্তীর্ণ আকার পরিগ্রহ করিয়া গগনমার্গ হইতে দুঃসহ-বেগে শোভন শিব-শিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন। পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্নবীর অন্তরে এইরূপ গর্বের সঞ্চার হইয়াছে জানিয়া ক্রোধভরে তাহাকে আপনার জটাজুটমধ্যে তিরোহিত করিলেন। তখন পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সেই জটা জাল-জড়িত হিমগিরি-সদৃশ অতি পবিত্র

হরশিরে নিপতিত হইয়া তথা হইতে সবিশেষ চেষ্টা করিলেও মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত জটামণ্ডল পর্য্যটন করিয়া উহার উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিয়া বহুকাল তন্মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগীরথ দেবী জাহ্নবীকে শঙ্করের জটাজুট মধ্যে তিরোহিত দেখিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর তাঁহার সেই তপস্যায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে জটাটবী হইতে অবিলম্বে বিন্দুসরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গা বিমুক্ত হইবামাত্র সপ্তাধারে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে; সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে ভিন স্রোত পূর্ব দিকে এবং অবশিষ্ট একটি মহারাজ ভগীরথের রথের পচাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ পূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে গঙ্গা গগনতল হইতে হরজটায় তৎপরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার প্রভূতি জলচর জন্তুসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘোরতম শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত জন্তুর মধ্যে কতকগুলি প্রবাহ-যোগে ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং কতকগুলি হইতেছে, বসুমতীর ইহাতে অপূর্ব এক শোভার আবির্ভাব হইতেছে। দেবর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ জাহ্নবীকে দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবগণ নগরাকার বিমান ও করিতুরগে আরোহণ পর্বক সসম্ভ্রমে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই দেখিবার নির্ম্মিত ব্যগ্র হইয়া

তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই জলদজাল শূন্য স্বচ্ছ গগনতল আগমনশীল সুরগণ ও তাঁহাদের আভরণ প্রভায় কোটি-সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চপল শিশুমার, সর্প ও মৎস্য সমূহ বিদ্যুতের ন্যায় উহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং পাণ্ডুবর্ণ ফেণরাজি, খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে উহা হংস-সঙ্কুল শারদীয় মেঘে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইল। গমন-কালে গঙ্গার প্রবাহ কোথায় দ্রুতবেগে চলিল। কোন স্থলেল কুটিল গতিতে, কোন স্থলে সঙ্কুচিত, কোথায় স্ফীত ও কোথায় বা মৃদুভাবে বহিতে লাগিল। কোন স্থলে বা তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাত আরম্ভ হইল। কখন প্রবাহ-বেগ ঊর্দ্ধে উত্থিত কখন নিম্নে নিপতিত হইয়া গেল। এই রূপে সেই পাপাপহারক নির্ম্মল জাহ্নবীজল শোভা পাইতে লাগিল। ধরাতলবাসী ঋষি ও গন্ধর্বেরা। গঙ্গা শিবের উত্তমাঙ্গ হইতে নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া পবিত্রাবোধে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহারা স্পর্শ-প্রভাবে উন্নত লোক হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহারা ঐ গঙ্গা-সলিলে অন্যান্য অবগাহন করিয়া শাপমুক্ত হইল এবং মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় আকাশ-পথে প্রবেশ পূর্বক স্বর্গলোকে গমন করিল। লোক সকল গঙ্গাজল অবলোকন মাত্র পুলকিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাতে স্নানাদি সমাধান পূর্বক নিষ্পাপ হইয়া অপেক্ষাকৃত সানন্দ লাভ করিতে লাগিল।

রাজর্ষি ভগীরথ দিব রথে আরোহণ পূর্বক সর্বাগ্রে এবং গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা ঋষি দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর অপ্সর ও উরগেরা জলচর জীব জন্তুগণের সহিত উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত

হইলেন। সর্বপাপ-প্রণাশিনী সুরতরঙ্গিণী ভগীরথ যে দিকে সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এক স্থলে অদ্ভূতকর্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞ করিতেছিলেন; গঙ্গা গমনকালে তার সেই যজ্ঞ-ক্ষেত্র স্বীয় প্রবাহে প্লাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে জহ্নু জাহ্নবীর গর্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া রোষভরে তাঁহার জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ এর পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং মহাত্মা জহ্নুর স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, তপোধন! সরিদ্বরা গঙ্গা আপনারই দুহিতা হইলেন। অতঃপর আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করুন। মহাতেজা জহ্নু দেবগণের এইরূপ শ্রতিমনোহর বাক্য শ্রবণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণ-বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন।

বৎস! জহ্নুর দুহিতা বলিয়া তদবধি গঙ্গার একটি নাম জাহ্নবী হইয়াছে। অনন্তর জাহ্নবী জহ্নুর কর্ণ-বিবর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মহাসাগরে নিপতিত হইয়া সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ভগীরথ যে স্থানে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত ও বিচেতন হইয়া নিপতিত আছেন, তথায় সবিশেষ যত্ন সহকারে গঙ্গাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী জহ্নবী স্বীয় সলিলে সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেম, ষষ্টি সহস্য সগর-সন্তানেরও পাপধ্বংস হওয়াতে সুরলোক লাভ হইল।

৪৪তম সর্গ

ভগীরথের গঙ্গাজলে পিতৃতর্পন, ব্রহ্মার নিকট বরলাভ ও রাজ্যপালন

এই অবসরে সর্বলোকপ্রভু ভগবান স্বয়ম্ভূ রাজর্ষি ভগীরথকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি সগরের যষ্টি সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে। এক্ষণে যাবৎ, এই মহাসাগরে জল থাকিবে, তাবৎ উহাঁরা দেবতার ন্যায় দ্যুলোকে অবস্থান করবেন। অতঃপর গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইবেন এবং তোমারই নামানুসারে ভাগীরথী এই নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোক মধ্যে প্রথিত থাকিবেন। ইনি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবর্তিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহার আর একটি নাম ত্রিপথগা হইবে । মহারাজ! তুমি এক্ষণে পিতামহগণের উদকক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ কর। তোমার পূর্বপুরুষ যশস্বী ধর্মশীল রাজা সগর আপনায় এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পর অপ্রতিমতেজা মহাত্মা অংশুমান কৃতকার্য্য হন নাই। তৎপরে মহর্ষি-তুল্য তেজস্বী মত্তুল্য তপস্বী ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ তোমার পিতা মহাভাগ দিলীপও বিফলপ্রয়াস হইয়া লোকান্তরিত হন। কিন্তু তুমিই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে সর্বত্র তোমার এই যশ ঘোষিত হইবে । তুমি জাহ্নবীকে ভূলোকে অবতীর্ণ করিলে, এই কারণে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। ভগীরথ! এই গঙ্গাজলে অশুভ কালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই; অতএব তুমি ইহাতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হও এবং পবিত্র ফল লাভ

কর। আমি এক্ষণে স্বলোকে প্রস্থান করি। তুমিও পিতৃ লোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রাজর্ষি ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথও যথাক্রমে ন্যায়ানুসারে পিতৃগণের তর্পণাদি করিয়া পবিত্র ভাবে নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে লাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল, ভগীরথের, বিরহ-জনিত শোক তাহাদিগের চিত্ত হইতে অপনীত হইয়া গেল এবং "রাজ্যের গুরুভার কে বহন করিবে" এই ভাবনাও সম্পূর্ণ দূর হইল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট জাহ্নবী-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ও অন্যান্য বর্ণকে এই আয়ুস্কর যশঙ্কর স্বর্গপ্রদ ও বংশবর্দ্ধক জাহ্নবী-সংবাদ শ্রবণ করান, পিতৃগণ ও দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন; আর যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল মনোরথ সফল হয় এবং পাপ তাপ বিদুরিত, আয়ু পরিবর্দ্ধিত ও কীর্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! দেখ, আমাদিগের কথাপ্রসঙ্গে সন্ধ্যা কাল প্রায় অতিক্রান্ত হইল।

৪৫তম সর্গ

বিশ্বামিত্র প্রভৃতির গঙ্গা পার হইয়া বিশালা নগরীতে গমন, বিশালার রাজবংশবর্ণন-প্রস্তাবে সমুদ্র মন্থন-বর্ণন

রঘুকুল-তিলক রাম পূর্ব রাত্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে জাহ্নবী-সংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাতে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন! গঙ্গার অবতরণ ও তাহার দ্বারা সাগর-গর্ভ পরিপূরণ আপনি এই অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় কথা কীর্তন করিয়াছেন। আপনার এই কথা চিন্তা করিতে করিতেই পলকের ন্যায় রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রাতে কৃতাহ্নিক হইলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! নিশা অবসান হইয়াছে। অতঃপর আপনার নিকট অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে আমরা ঐ পবিত্রসলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা পার হই। ঐ দেখুন, আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন জানিয়া মহর্ষিগণ ত্বরিতপদে আগমন করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনযুক্ত একখানি নৌকাও উপস্থিত হইয়াছে। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রৰণ করিয়া নাবিক-সাহায্য সকলকে লইয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং গঙ্গায় উত্তরতীরে উর্ত্তীর্ণ হইয়া অভ্যাগত তপোধনদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

জাহ্নবী-তটে উত্থিত হইবামাত্র বিশাল নগরী সকলের নেত্রগোচর হইল। তখন বিশ্বামিত্র সেই সুরলোকের ন্যায় সুষম বিশাল নগরীর অভিমুখে রামের

সহিত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ধীমান্ রাম করপুটে উহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই বিশাল নগরীতে কোন্ রাজবংশ বাস করিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, বলুন; আপনার মঙ্গল হউক।

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশালা-সংক্রান্ত পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, রাম! আমি সুরপতি ইন্দ্রের মুখে এই বিশালার কথা শুনিয়াছি। এই স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বে সত্যযুগে ধর্ম্ম-পরাক্রান্ত অসুরগণের এবং মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, যে আমরা কি উপায়ে অজর, অমর ও নীরোগ হইব। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত-রস প্রাপ্ত হইব, তদ্বারাই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। দেবাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহরা মন্দর গিরিকে মন্থন দণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে-রজ্জু করিয়া ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইল বাসুকি অনবরত গরল উদ্গার ও দশন দ্বারা শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শিলা অনলসঙ্কাশ বিষরূপে প্রাদুর্ভুত হইল এবং উহার তেজে সুরাসুর মানুষের সহিত সমুদায় বিশ দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ শরণার্থী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন পূর্বক, “রুদ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর” বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার

রুদ্রদেবের স্তুতি গান করিতেছেন, এই অবসরে শঙ্খচক্র গদাধর হরি তথায় সমুপস্থিত হইয়া হাস্যমুখে ভগবান শূলপাণিকে কহিলেন, হে দেব! তুমি দেবগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব তুমি এই স্থানেই অবস্থান করিয়া বিষ গ্রহণ কর। হরি ত্রিপুরারিকে এইরূপ কহিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর শঙ্কর বিষ্ণু এইরূপ বাক্য শ্রবণও দেবগণের কাতরতা দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং অমৃতের ন্যায় অক্লেশে হলাহল গ্রহণ পূর্বক দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অমৃত কুণ্ডে গমন করিলেন। দেবতারাও পূর্ববৎ সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দর গিরি সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে অমরগণ গন্ধর্বদিগের সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে কহিলেন, হে দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র গতি; অতএব এক্ষণে মন্দর পর্বতকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবান হৃষীকেশ সুরগণ ও গন্ধর্বদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ-রূপ ধারণ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে পর্বতবর মন্দরকে গ্রহণ পূর্বক সাগর গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তি অতি অদ্ভুত; তিনি সমুদ্র-গর্ভে শয়ন করিয়াও সুরগণের মধ্যবর্তী হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে পর্বত-শিখর আক্রমণ পূর্বক সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন।

সহস্র বৎসর অতীত হইল। আয়ুর্বেদময় ধন্বন্তরি দণ্ডকম, গুলু হস্তে সমুদ্র-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপ্সরা সকল উত্থিত হইল। মন্থন নিবন্ধন (অপ) ক্ষীর রূপ নীরের সারভুত রস হইতে উত্থিত হইল বলিয়া তদবধি উহাদিগের নাম অপ্সরা রহিল। উহাদিগের সংখ্যা ষাট কোটি। এতদ্ভিন্ন উহাদের পরিচারিকা যে কত তাহা কিছুই স্থির হইল না। বৎস! অপ্সরা সকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না; সুতরাং তদবধি উহারা সাধারণ-স্ত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইল।

অনন্তর সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বারুণী-উত্থিত হইলেন। বারুণী উত্থিত হইয়াই গৃহীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুরেরা উহাকে গ্রহণ করিল না। সুতরাং তিনি সুরগণেরই আশ্রয় লইলেন। এই অপ্রতিগ্রহ নিবন্ধন দৈত্যেরা তদবধি অসুর এবং প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবগণ সুর এই উপাধি লাভ করিলেন। বৎস! দেবতারা সেই অনিন্দনীয়া বরুণ-নন্দিনী বারুণীকে পাইয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অনন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি ও উৎকৃষ্ট অমৃত উত্থিত হইল। এই অমৃতেরই নিমিত্ত সমুদ্র কুলে একটি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবতারা দানবদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তর অসুর নিপাত হইতে লাগিল। তখন তাহারা আপনাদের পক্ষ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। পুনরায়

ত্রৈলোক্যমোহন লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ পূর্বক অমৃত হরণ করিলেন। তৎকালে যে সকল অসুর প্রতিকুল হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিল, তিনি তাহাদিগকে চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর বিনষ্ট হইল। সুররাজ ইন্দ্র ইহাদিগকে সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল মনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোক সকল শাসন করিতে লাগিলেন।

৪৬তম সর্গ

দেবাসুর-যুদ্ধে হতপুত্রা দিতির কশ্যপাপদেশে তপস্যা ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার পরিচর্য্যা এবং দিতির গর্ভে প্রবেশ ও গর্ভচ্ছেদন এবং দিতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

অনন্তর দৈত্যজননী দিতি পূৰ-বিনাশ-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মরীচিতনয় কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, সুরপতিকে নষ্ট করিতে পারে, এইরূপ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ! আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন। মহাতেজা মহর্ষি কশ্যপ দুঃখিতা দয়িতা দিতির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। অতঃপর যে পর্য্যন্ত না পুত্র জন্মে, তাবৎ পবিত্র হইয়া থাক। এই ভাবে সহস্র বৎসর অতীত হইলে তুমি আমার প্রভাবে সুরপতি-সংহার-সমর্থ এক পুত্র অবশ্যই প্রসব করিবে। এই

বলিয়া কশ্যপ পাপশান্তির উদ্দেশে দিতির কলেবর করতলে মার্জনা ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া শুভ আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন।

কশ্যপ প্রস্থান করিলে দিতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুশপ্লব নামক এক তপোবনে গমন পূর্বক অতিকঠোর তপ আরম্ভ করিলেন। তিনি তপস্যায় মনঃসমাধান করিলে দেবরাজ নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কখন অগ্নি কুশ কাষ্ঠ কখন বা ফলমূল জল, উহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা, অবিচারিত মনে তাহাই আহরণ এবং তিনি পরিশ্রান্ত হইলে শ্রমাপনোদন ও গাত্র সংবাহন করিতেন। এইরূপে নয়শত নবতি বৎসর পূর্ণ হইলে দেবী দিতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আর দশ বৎসর অতীত হইলে সহস্র বৎসর তপঃকাল পূর্ণ হয়। এই সময়ের অবশেষ অবসান হইলে তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। দেখ, আমি যে পুত্র তোমার বিনাশ সাধনা প্রার্থনা করিয়াছলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্বিবাদ করিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রাতৃকৃত ত্রিলোকের বিজয় মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে। বৎস! আমার প্রার্থনায় তোমার পিতা সহস্র বৎসর পরে পুত্র জন্মিবে আমাকে এইরূপই বর দেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। দৈত্যজননী দেবরাজ পুর দরকে এইরূপ কহিয়া শয্যার যেস্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয় তথায় চরণ প্রসারণ পূর্বক নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইন্দ্র শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে তাঁহাকে অশুচি বোধ করিয়া হাস্য করিলেন। মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষেরও উদ্রেক

হইল। পরে তিনি এই সুযোগে তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্ব বজ দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রোদন-শব্দে দিতিরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

অনস্তর ইন্দ্র ঐ বালককে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভদ্র! 'মারুদ' রোদন করিও না রোদন করিও না। কিন্তু ঐ গর্ভস্থ বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দ্র কুলিশ-প্রহারে তাহারে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দিতি কহিলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভস্থ বালককে তুমি বিনাশ করিও না, এখনই নির্গত হও।

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার বাক্য-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত বজ্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি? আপনি শয্যার যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণ পূর্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আমি আপনার এইরূপ ব্যতিক্রম পাইয়া ভাবী শত্রুকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

৪৭তম সর্গ

মারুতোৎপত্তি বর্ণন ও দিতির তপস্যাস্থানে বিশালার রাজবংশ-বর্ণন, সুমতির প্রশংসা ও তৎকর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের অভ্যর্থনা ও পূজা।

দৈত্যজননী দিতি গর্ভ সপ্তধা খণ্ড খণ্ড হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দুর্ধর্ষ ইন্দ্রকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমারই অশুচিত্ব অপরাধে তুমি এই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ; ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যাহা হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। অতঃপর তোমার এই কার্য্য যাহাতে আমাদের উভয়েরই প্রীতিকর হয়, তাহাই আমার একান্ত স্পৃহনীয়। বৎস! তৎকৃত এই খণ্ডসপ্তক সপ্ত বায়ু-স্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রের মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামক সাত লোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দ্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে। তুমি ইহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া 'মারুদ' বলিয়াছিলে, এই কারণে ইহাদের নাম মারুত হইবে।

সুররাজ, দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে। আপনার দেবরূপী আত্মজেরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে রক্ষকরূপে অবস্থান করিবেন।

বৎস রাম! আমরা শুনিয়াছি, দিতি ও ইন্দ্র সেই তপোবনে এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে

ত্রিদশাধিপতি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাপসী দিতির এইরূপ পরিচর্য্যা করেন, ইহা সেই স্থান। বৎস! অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষাকুর বিশাল নামে ধর্ম্মশীল এক পুত্র জন্মে। সেই বিশালই এই স্থানে বিশাল নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র। তাঁহার পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব। ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্মে। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহাপ্রতাপ সহদেব। সহদেবের কুশাশ্ব নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই কুশাশ্ব অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ইহারই পুত্র সোমদত্ত। এক্ষণে এই সেমদত্তের পুত্র নিতান্ত দুর্জয় প্রিয়দর্শন সুমতি এই পুরীতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা ইক্ষাকুর প্রসাদে এই বিশাল নগরীর নৃপতিগণ অতি বলবান ধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। বৎস! আমরা এই স্থানে অদ্যকায় রাত্রি পরম সুখে অতিবাহিত করিব। কল্য তুমি রাজা জনকের আলয়ে উপস্থিত হইতে পারিবে।

এদিকে বিশালা দেশের অধিপতি সুমতি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদ পাইয়া উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন এবং তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আমার অধিকার মধ্যে আপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি একান্ত অনুগৃহীত হইলাম। আজি আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হইয়াছি।

৪৮তম সর্গ

সুমতির নিকট রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান, রাম প্রভৃতির সহিত বিশ্বামিত্রের গৌতমাশ্রমে গমন এবং ইন্দ্র ও অহল্যার প্রতি গৌতমের শাপ বৃত্তান্ত কথন

মহীপতি সুমতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরীসদৃশ গতি এবং শার্দূল ও বৃষভ তুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইহারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি এই দুই পদ্মপলাশ-লোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশকে যার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইহরা কিরূপেও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? হে অপোধন! আপনি ইহা সবিশেষে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিশালাধিপতি সুমতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণন করিলেন। শুনিয়া সুমতি

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলে এবং অতিথি-রূপে অভ্যাগত সম্মানের সম্যক উপযুক্ত উভয় রাজকুমারকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সুমতি-কৃত সপর্য্যা গ্রহণ ও বিশালায় নিশা যাপন করিয়া পরদিন মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ জনক-নগরী মিথিলা দর্শন করিয়া উহার ভুয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন সুরম্য নির্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! মুনিজন-সংশ্রবশূন্য আশ্রম-সদৃশ এইটি কোন স্থান? পূর্বে ইহা কাহারই বা তপোবন ছিল; বলুন শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! এইটি যাঁহার আশ্রম, যে কারণে ইহাঁর এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। এই দেব-পূজিত দিব্যাশ্রম-সদৃশ আশ্রমপদ পুর্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন ।একদা মহর্ষি কোন কার্য্য প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন, এই অবসরে শচীপতি ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যার সকাশে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি! অতিপ্রার্থী ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না। এই কারণে আমি এখনই তোমার সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি। দুর্ম্মতি অহল্যা সুরপতি ইন্দ্রই মুনিবেশে আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্ভোগ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর তিনি সন্তুষ্টমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীয় চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর। তখন সুররাজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির ভয়ে ত্বরিতপদে পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেব-দানবগণের দুরতিক্রমনীয় অপোবল সম্পন্ন মহর্ষি গৌতমকে তীর্থ-সলিলে অভিষেক ক্রিয়া সমাপন পূর্বক সমিধ ও কুশহস্তে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

তখন সদাচাপরায়ণ মহর্ষি গৌতম দুবৃত্ত দেবরাজকে মুনি বেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, রেমিবোধ! তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমারই ভার্য্যাসম্ভোগরূপ অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্; অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভুতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে । মহর্ষি সরোষে এই কথা বলিবামাত্র বৃত্রনিসূদন ইন্দ্রের বৃষণ তৎক্ষণাৎ স্খলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে দুঃশীলে! তোরও এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন পূর্বক বায়ুমাত্র ভক্ষণে কালযাপন করিতে হইবে। আত্মকৃত কার্য্যের নিমিত্ত তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। এই রূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবে। এক সময়ে দশরথ তনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন। তুই লোভ ও স্নেহের বশবর্তিনী না হইয়া

তাহার আতিথ্য করিবি, তাঁহার আতিথ্য করিলে নিশ্চয়ই তোর এই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে পুনর্বার পূর্বরূপ প্রাপ্তি ও আমার সহিত সম্মিলন হইতে পারিবে।।

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরম রমণীয় হিমাচল শিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

৪৯তম সর্গ

অহল্যার শাপমোচন, গৌতমের নিজাশ্রমে আগমন

অনন্তর দিশাধিপতি ইন্দ্র বৃষণবিহীন হইয়া চকিতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব ও চারণদিগকে কহি লেন, দেখ আমি মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন ও তপ স্যার বিঃ সম্পাদন পূর্বক দেবকার্য্য সাধন করিয়াছি। নতুবা তিনি স্বীয় তপোবলে সমুদায় দেবস্থান অধিকার করিয়া লইতেন। ঐ মহর্ষি যদি আশকে অভিশাপ না দিতেন, তাহা হইলে উহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারি। কিন্তু আমি তাঁহার কোপে পড়িয়া বৃষণহীন হইয়াছি এবং তাপসী অহল্যাও স্বদোষের ফল ভোগ করিতেছেন। মুরগণ ! দেব কার্য্য সাধন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ; অতএব যাহাতে আমি পুনরায় বৃষণ লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া তোমাদের কর্তব্য হইতেছে।

দেবতারা সুরপতি ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক মরুণের সহিত পিতৃদেব-সমাজে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ভগবান হব্যবাহন কহিলেন, হে পিতৃদেবগণ! ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়াছেন। দেখিতেছি, তোমাদিগের এই মেষের বৃষণ আছে। অতএব তোমরা এই মেষবৃষণ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রকে প্রদান কর। এই মেষ ষণ্ডভাবাপন্ন হইয়াও তোমাদিগের প্রতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না।

পিতৃদেবগণ অগ্নির এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক মেষবৃষণ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহাদিগেরও ষণ্ড মেষ ভক্ষণের একটি নিয়ম হইল। বৎস! ইন্দ্র মহাত্মা গৌতমেরই তপঃপ্রভাবে মেষবৃষণ সম্পন্ন হইয়া ছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই পুণ্যকর্মা মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রেয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তধায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তপঃপ্রভাবে মহাভাগ অহল্যার প্রভা অধিকতর পরিবর্ধিত হইয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সন্নিহিত হইলে দেব দানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে বিধাতা সবিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ অহল্যার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য তিনি মায়াময়ীর ন্যায় বিস্ময়কারিণী, ধূমব্যাপ্ত প্রদীপ্ত অগ্নি

শিখার ন্যায় এবং তুষার পরিবৃত মেঘান্তরিত পৌর্ণমাসী শশি ও সূর্য্যের প্রভার ন্যায় একান্ত মনোহারিণী হইয়াছেন। অহল্যা মহর্ষির অভিশাপে রামের দর্শন-কাল অবধি ত্রিলোকেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট মনে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্য্য প্রদান পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল এই ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা তপোবল-বিশুদ্ধা ভর্ত্তৃপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্ত মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমকৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

৫০তম সর্গ

বিশ্বামিত্র আগমণ বৃত্তান্তে জনকের আগমন ও রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তরপূর্বাস্য হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! মহাত্মা জনকের যজ্ঞ সমৃদ্ধি অতি পরিপাটী হইয়াছে। দেখিতেছি, এই উপলক্ষে বেদাধ্যয়নশীল বহসংখ্য ব্রাহ্মণ দিগদিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ঋষি নিবাস সকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাদিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি এইরূপ একটি স্থান নির্ণয় করুন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে জনশূন্য জলসম্পন্ন নিবাসস্থান নির্বাচন করিয়া লইলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিক্গণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘহস্তে ত্বরিতপদে তাঁহার প্রত্যুদমন পূর্বক বিনীতভাবে পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনক-প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অনুক্রমে তাঁহার, যজ্ঞের এবং উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগকে কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তৎপরে তিনি পুলকিতমনে শতানন্দপ্রভৃতি মুনিগণের সহিত সম্মিলিত হইলে, রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন! আপনি এই সমস্ত সহচর ঋষিগণের সহিত আসন গ্রহণ করুন। বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত

শতানন্দ, ঋত্বিক এবং মন্ত্রিগণের সহিত স্বয়ং রাজা জনক ইহাঁরা সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে জনক বিশ্বামিত্রের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য দেব-প্রসাদে আমার এই যজ্ঞ সফল হইল। আজি আপনকার দর্শনেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক ফল লাভ করিলাম। স্বয়ং ভগবান্ যখন ঋষিবর্গের সহিত যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন, তখন আমিও যার পর নাই ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার অবসান হইলেই আপনি যজ্ঞভাগ-লাভার্থী অমরগণের দর্শন পাইবেন।

মহারাজ জনক প্রফুল্লমুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় করপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দূল ও বৃষভ তুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইহাঁরা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি, এই দুই পদ্মপলাশ-লোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভুলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশকে যার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষধারী বীরযুগল কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে

আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতুহল হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনককে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই যে দুই কুমারকে দেখিতেছেন, ইহার রাজা দশরথের আত্মজ। মহর্ষি, রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসবিনাশ, অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, বিশালা-দর্শন, অহল্যার শাপোদ্ধার, গৌতম-সমাগম ও হরকার্ম্মুক নিরীক্ষণার্থ আগমন, রাজা জনককে আনুপূর্বিক এই সকল সংবাদ নিবেদন করিলেন।

৫১তম সর্গ

শতানন্দের নিকটে অহল্যোদ্ধার-কথন, শতানন্দ কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের চরিত্র-বর্ণন

অনন্তর তপঃপ্রভাবপ্রদীপ্ত মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজস্বী শতানন্দ ধীমান বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপমোচন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপনোস্তি আনন্দিত এবং অসুলভ রাম-সন্দর্শন লাভে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে পরম সুখে আসনে নিষণ্ণ দেখিয়া বিশ্বমিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি ও রাজকুমার রামকে আমার জননী যশস্বিনী অহল্যাকে দেখাইয়া দিয়াছেন? সেই তাপসী কি এই সর্ব্বজনবন্দনীয় রামচন্দ্রকে বন্য ফল পুষ্পাদি দ্বারা সমুচিত সৎকার করিয়াছিলেন? দেবরাজ তাঁহার প্রতি যে অনুচিত আচরণ করেন, আপনি সেই বৃত্তান্ত ইহাঁকে ও কহিয়াছেন? মহর্ষে! জননী রামের প্রসাদাৎ শাপমুক্ত হইয়া আমার পিতার সহিত কি সমাগত হইয়াছেন? তেজস্বী রাম আমার পিতৃপ্রদত্ত পূজা স্বীকার করিয়া ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? ইনি আশ্রমে গিয়া পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই প্রশান্তমনা মহর্ষিকে কি অভিবাদন করিয়া ছিলেন?

বচন বিশারদ মহর্ষি বিশ্বামিত্র গৌতম-তনয় শতানন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! যাহা কর্ত্তব্য, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। যমদগ্নির রেণুকার ন্যায় তোমার জননী অহল্যা তপস্বী গৌতমের সহিত সমাগত হইয়াছেন। শতানন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন,

পুরুষোত্তম! তুমি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই অমিতপ্রভাব মহর্ষির সহিত তোমার আগমন আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে। যাঁহার অতিসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য অতি আশ্চর্য্য, যিনি তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব অধিকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক আমাদিগের উভয়েরই হিতকারী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। রাম! এই কঠোরতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, সুতরাং এই ভুলোকমধ্যে একমাত্র তুমিই ধন্য। এক্ষণে এই মহাত্মা কৌশিকের যেরূপ তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কুশ নামে কোন এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান প্রজাপতির পুত্র। তাঁহার আত্মজের নাম কুশনাভ। কুশনাভ মহাবল-পরাক্রান্ত ও অতিধার্ম্মিক ছিলেন। কুশনাভের পুত্র গাধি। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই গাধিরই আত্মজ। এই কৃতবিদ্য ধর্ম্মশীল মহর্ষি পূর্ব্বে বহুকাল শত্রু দমন ও প্রজাগণের হিতসাধন পূর্ব্বক রাজ্য পালন করেন। একদা ইনি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে অবনি পরিভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ বহুসঙ্খ্য নগর রাষ্ট্র নদী পর্বত ও আশ্রম পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের তপোবনে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ মৃগ এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব কিন্নর ও চারণগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হরিণ সকল প্রশান্তভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ফলপুষ্পেপশোভিত লতা জালজড়িত তরুরাজি উহার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। দেব দানব ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন

করিতেছেন। তপঃসিদ্ধ হুতাশনসঙ্কাশ স্বয়ম্ভূসদৃশ ঋষিগণ এবং নির্দোষ জিতেন্দ্রিয় জপহোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানসেরা ইহাতে সততই বিদ্যমান আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ সলিলমাত্র পান কেহ বায়ুমাত্র কেহ শীর্ণ পর্ণ এবং কেহ কেহ বা ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় বশিষ্ঠের সেই আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন।

৫২তম সর্গ

বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের আতিথ্য, বশিষ্ঠের কামধেনু শবলার প্রতি অন্নসৃষ্টির আদেশ

অনন্তর মহাবল বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আনন্দিতচিত্তে বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান বশিষ্ঠও তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক তাঁহার উপবেশনার্থ আসন আনয়নের আদেশ দিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে বিধানানুসারে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি-প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে তপস্যা অগ্নিহোত্র শিষ্য ও আশ্রম পদপসমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবও তাহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! কেমন তোমার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ত? তুমি ধর্মানুসারে প্রজা রঞ্জন পূর্বক নৃপতির সমুচিত বৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে ত প্রতিপালন করিতেছ? তুমি

ত ভৃত্যবর্গকে বেতনাদি দান করিয়া ভরণ করিয়া থাক? তাহারা ত তোমার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ নহে? হে শক্রনিসুদন! তুমি ত বিপক্ষ হইতে জয়ী অধিকার করিতে পারিয়াছ? তোমার চতুরঙ্গ সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও পুত্র পৌত্রগণের ত মঙ্গল? বিশ্বামিত্র এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীত বশিষ্ঠকে আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন। পরে তাঁহারা কথা প্রসঙ্গে বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন।

অনন্তর ভগবান বশিষ্ঠ সহাস্যমুখে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহাবল! আমি এই চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত তোমার আতিথ্য সৎকার করিব, তুমি এই বিষয়ে সম্মত হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্বপ্রযত্নে পূজনীয় হইতেছ। অতএব তুমি মৎকৃত আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হও। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন! আতিথ্যের প্রস্তাবনাতেই আমার আতিথ্য করা হইল। আপনি আমার পূজনীয়। আপনার দর্শন এবং এই আশ্রমের ফলমূল পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা আমি যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনাকে নমস্কার। আমি চলিলাম। অতঃপর আমাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ধীমান বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে ধর্ম্মিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বারংবার তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া কহিলেন, ভগবন! ভাল আপনার যেরূপ ইচ্ছ, তাহাই হইবে।

অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়া পাপহন্ত্রী বিচিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, শবলে! তুমি একবার শীঘ্র আইস। আসিয়া আমার একটি কথা শুনিয়া যাও। দেখ, আজি আমি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা এই চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহৃত মহারাজ বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করিব। অতএব তুমি রাজার যোগ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। কামদে! অদ্য মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা চাহেন, তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ প্রচুর পরিমাণে তাঁহাকে তাহাই দেও। শীঘ্র সরস ভক্ষ্য পেয় লেহ্য চোষ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি কর।

৫৩তম সর্গ

বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্রের শবলা নাম্নী কামধেনু-প্রার্থনা ও বশিষ্ঠের শবলা পরিত্যাগে অস্বীকার

কামদা শবলা মহর্ষি বসিষ্ঠের এইরূপ আদেশ পাইয়া যাহার যে দ্রব্যে অভিরুচি তাহাকে অবিলম্বে তাহাই প্রদান করিতে লাগিল। ইক্ষু, মধু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী মদ্য, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, পর্বতাকার উষ্ণ অনুরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু-খাণ্ডবপূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজন-পাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। তখন সেই হৃষ্টপুষ্ট জন-ভূমিষ্ঠ নৃপসৈন্য, মহর্ষিকৃত আতিথ্য সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ বিশ্বামিত্রও প্রধান অন্তঃপুরচর ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও দাসবর্গের সহিত সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বসিষ্ঠকে কহিলেন, ব্রহ্ম! ভবাদৃশ ব্যক্তি মাদৃশ লোকের কিরূপে সৎকার করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমি আপনকার এই অতিথিসপর্য্যায় অপরির্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আমার একটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ ধেনু দিতেছি; আপনি হার বিনিময়ে আমায় এই শবলা দান করুন। আপনার এই ধেমুটি রত্ন বিশেষ। রত্নে রাজারই স্বামিত্ব আছে। অতএব, এক্ষণে আপনি আমায় এই শবলা দান করুন। ন্যায়ানুসারে ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্তিয়াছে।

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি লক্ষ কি শতকোটি ধেনু দেও, অথবা প্রচুর রজতভারই প্রদান কর, আমি কোন মতেই শবলা পরিত্যাগ করিতে পারি না। শবলা পরিত্যাগের পাত্রী নহে। মহাত্মার কীর্তির ন্যায় এই ধেনু নিয়তকাল আমার সঙ্গে রহিয়াছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্র বলি ও হোম ইহার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। স্বাহাকার ও বষট্‌কার-সাধ্য যাগ যজ্ঞ এবং বিবিধ বিদ্যা ইহারই আয়ত্ত। মহারাজ! আমি সত্যই কহিতেছি শবলা আমার সর্বস্ব। ইহারে দেখিলেও আমি সুখী হই। এক্ষণে এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে এই ধেনু প্রদান করিতে পারি না।

বচনবিশারদ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনর্বার নির্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, তপোবন! আমি আপনাকে স্বর্ণশৃঙ্খল ও গ্রীবাবন্ধনযুক্ত কুশ ভূষিত উৎকৃষ্টবর্ণ চতুর্দশ সহস্র মাতঙ্গ, বাহ্লীকাদি দেশজাত সংকুলোৎপন্ন বেগবান্ এক সহস্র দশটি তুরঙ্গ, শ্বেতাশ্ব চতুষ্টর পরিশোভিত কিঙ্কিণী-জাল-মণ্ডিত আটশত হেমময় রথ, তরুণ ও নানাবর্ণ কোটি ধেনু এবং যাবৎ সংখ্য মণি কাঞ্চন প্রার্থনা করেন, সমুদায়ই দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনু প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কোন মতেই শবলা দান করিতে পারি না। শবলা আমার ধন ও রত্ন এবং শবলাই আমার জীবনসর্বস্ব। ইহা হইতে প্রভূত দক্ষিণা

দান সহকারে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সকল সাধিত হয় এবং ইহা হইতে আমার অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! অধিক আর কি, আমি কোন মতেই তোমাকে শবলা দান করিতে পারিব না।

৫৪তম সর্গ

বিশ্বামিত্রের বল পূর্বক কামধেনু-গ্রহণ, বশিষ্ঠের নিকট শবলার দৈন্য, বশিষ্ঠের আদেশে শবলার সৈন্যসৃষ্টি, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সৈন্যোৎসারণ

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনা পূরণে একান্ত অসম্মত দেখিয়া বল পূর্বক ধেনু লইয়া চলিলেন। তখন ধেনু আশ্রম হইতে নীত হইয়া গলদশ্রুলোচনে শোকাকুলিত ও দুঃখিতমনে চিন্তা করিল, মহর্ষি কি যথার্থতই আমারে পরিত্যাগ করিলেন। রাজ-পরিচারকেরা কেন আমাকে আকুল করিয়া লইয়া যায়। আমি সেই মহাত্মার এমন কি করিয়া ছিলাম যে তিনি আমাকে একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়াও নিরপরাধে ত্যাগ করিতেছেন।

শবলা বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও এইরূপ চিন্তা করত সেই বহুসংখ্য রাজভৃত্যদিগের হস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া তেজস্বী মহর্ষির নিকট বায়ুবেগে গমন করিল এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সজলনয়নে করুণবচনে কহিল, ভগবন্! রাজভৃত্যে কেন আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যায়? এখন কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দুঃখিনী ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না এবং তুমিও আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। এই মহাবল মহীপাল বল পূর্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল ইহার তুল্য নহে। দেখ ইহাঁর এই হত্যশ্বরথসঙ্কুল

ধ্বজপটসমাকীর্ণ পরিপূর্ণ সেনা রহিয়াছে। ইনি আমা অপেক্ষা বলশালী। ইনি রাজা, বলবান রাজা, ক্ষত্রিয় ও পৃথিবীর অধীশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার আশ্রমের অতিথি হইয়াছেন। অতিথিকে বধ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ঋষিধেনু শবলা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীত বাক্যে কহিল, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলসম্পন্ন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক বলিয়াই প্রথিত আছে। ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অপরিচ্ছেদ্য এবং আপনার তেজ একান্ত দুরাসদ। বিশ্বামিত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা কখনই বলবান্ হইবেন না। মহর্ষে! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকেই নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার দর্প, বল ও যত্ন সমুদায়ই চূর্ণ করিব।

মহাযশাঃ বশিষ্ঠ শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! তবে তুমি বিশ্বামিত্রের সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বেই সৈন্য সৃষ্টি কর। শবলা বশিষ্ঠের আদেশ পাইয়া সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে হুম্বা রব পরিত্যাগ করিবামাত্র বহুসংখ্য পাহ্লব নামক ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইল। উহারা উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তাঁহার সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও ক্রোধ ভরে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক পাহ্লবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শবলা তাহাদিগকে বিশ্বামিত্রের শস্ত্রে একান্ত নিপীড়িত দেখিয়া, পুনর্ব্বার ভীষণমূর্ত্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাবীর্য্য, তীক্ষ্ণ

অসি ও পট্টিশধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বর সম্বৃত। এই উভয় জাতীয় সৈন্যে রণ ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহারা রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যবন কম্বোজ ও বর্বরেরা তাঁহার অস্ত্রে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল।

৫৫তম সর্গ

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের যুদ্ধ, বিশ্বামিত্রের পরাজয়, বিশ্বামিত্রের তপস্যা, শিবের নিকট ধনুর্বেদ লাভ ও তৎকর্ত্তৃক বশিষ্ঠাশ্রমের উচ্ছেদ

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে একান্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলারে কহিলেন, শবলে! তুমি যোগবলে পুনর্ব্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলা হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখর মূর্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহার আপীদেশ হইতে বর্বর, যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকুপ হইতে কিরাত ও হরীত সৈন্য জন্মিল। এই সমস্ত ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের পদাতি হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদায় সৈন্য নিপাত করিল।

তদ্দর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্বক ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি বসিষ্ঠের অভিমুখে ধামান হইল। বসিষ্ঠদেব তাহাদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি

হার পরিত্যাগ করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের আত্মজেরা অশ্ব রথ ও পদাতির সহিত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তখন বিশ্বামিত্র আত্মজগণকে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া লজ্জিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরঙ্গ-বেগ-পরিশূন্য মহাসাগর, রাহুগ্রস্ত দিবাকর এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগের ন্যায় তিনি একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তনয়ের সসৈন্যে সমরাঙ্গনে শয়ন করাতে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবসান হওয়াতে যার পর নাই উৎসাহশূন্য ও নির্বিণ্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি গত্যন্তরবিরহে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে রাজ্যপালনের আদেশ দিয়া অরণ্য প্রস্থান করিলেন এবং কিন্নরসেবিত ও উরগপরিবৃত হিমাচলের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ভগবা ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবাদিদেব মহাদেব তাহার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি কারণে তপঃসাধন করিতেছ? বল; তোমার কি বলিবার আছে। আমি বর প্রদান করিবার বাসনায় আসিয়াছি। কিরূপ বরেই বা তোমায় অভিলাষ, প্রকাশ কর। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত নরহস্য ধনুর্বেদ আমারে প্রদান করুন। দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষিলোকে যে সমস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদায়ই আমাতে স্ফূর্তি লাভ করুক।

হে দেব! এই আমার প্রার্থনীয়। আপনার প্রসাদে যেন ইহা সফল হয়। তখন ত্রিনয়ন তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া স্বভাবতই গর্বিত ছিলেন, এক্ষণে দেবপ্রভাবে অস্ত্রলাভ করিয়া দর্পে পরিপূর্ণ হইলেন। তিনি পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বল বীর্য্যে পরিবর্ধিত হইয়া মনে করিলেন, এইবারে মহর্ষি বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্বার বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রতেজে তপোবন দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিগণ ভীতমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমস্থ শিষ্য ও মৃগপক্ষী সকল আকুলিত মনে চারিদিকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই আশ্রমপদ শূন্য প্রায় হইয়া মুহূর্তকাল কান্তারসদৃশ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠদেব উচ্চৈঃস্বরে বারংবার কহিতে লাগিলেন, তোমরা কেহ ভীত হইও না। দিবাকর যেমন নীহারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি এই দুষ্টকে অবিলম্বেই বিনষ্ট করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষকষায়িত লোচনে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, রে নরাধম! তুই অতি দুরাচার ও মুখ। তুই যখন বহুকালের এই আশ্রমকে উচ্ছেদ করলি, তখন তোরে আর বড় জীবিত থাকিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি প্রলয় কালের বিধুম পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ দণ্ড উদ্যত করিলেন।

৫৬তম সর্গ

আশ্রমের উচ্ছেদে বশিষ্ঠের ক্রোধ ও ব্রহ্মদণ্ড-বলে বিশ্বামিত্র-বধের উদ্যম, মুণিগণ কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের স্তব ও তাঁহার ক্ষমা এবং বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান

মহাবল বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিয়া ক্রোধ ভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! এই ত আমি দণ্ডায়মান, রহিয়াছি। তোর কতদূর বল এখনই তাহা প্রদর্শন কর। তপোবলে অস্ত্রলাভ করিয়া তোর মনে যে গর্বের আবির্ভাব হইয়াছে, আমি এই দণ্ডেই তাহা দূর করিব রে কুলপাংসন! বিপুল ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষত্রিয় বলের তুলনাই হয় না।এখন তুই আমার সেই অলৌকিক বল অবলোকন কর। এই বলিয়া তিনি যেমন জল দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাণ করে সেইরূপ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন গাধিনন্দন অধিকতর কুপিত হইয়া বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, দুর্জয়, বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, রুদ্রপ্রিয় পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি, দণ্ড, পৈশাচ, ও কোঞ্চাস্ত্র এবং ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন, হয়শির, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, বৈদ্যাধর অস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণ প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিতে

লাগিলেন। দদ্দর্শনে সকলেই যৎপরোনাস্তি বিষ্মিত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্র নিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাল নিরাস করিয়া দিলেন। অনন্তর কৌশিক তাঁহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দেবর্ষিগণ গন্ধর্বগণ ও উরগগণ, ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে দেখিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সমস্ত লোক নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্ম তেজোযুক্ত ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও নিবারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার মূর্তি ত্রিলোকের লোমহর্ষণ ও অতিভীষণ হইয়া উঠিল। ধুমাকুলিত জ্বালাকরাল পাবকের ন্যায় তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ সেই উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডও প্রলয় কালীন বিধূম বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

অনন্তর মুনিগণ এই ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্বক বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে স্বীয় মহিমায় ব্রহ্মাস্ত্র তেজ সংবরণ করুন। উহা শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করিলে আপনার বল ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতিসংহার করাই শ্রেয় হইতেছে। আপনি এই মহাবল বিশ্বামিত্রকে যার পর নাই নিগ্রহ করিলেন। অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিগণের প্রার্থনায় শত্রুবিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর বিশ্বমিত্র ব্রাহ্মবলে পরাভূত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রাহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। দেখ, বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদায় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন।

যাহা হউক, অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া ক্ষত্রিয়ভাব পরিহার পূর্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপস্যায় মনঃসমাধান করিব।

৫৭তম সর্গ

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্যলাভের জন্য দক্ষিণদিকে গমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাজর্ষিত্ব লাভ। ত্রিশঙ্কু রাজার স্বশরীরে গমনের ইচ্ছা

মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পরাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নির্বেদও উপস্থিত হইল। তখন তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় ফল-মূলমাত্রে প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিয়া অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার হবিষ্পন্দ মধুষ্পন্দ দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে সত্যধর্ম্মপরায়ণ চারি পুত্র উৎপন্ন হইল।

অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক সকল অধিকার করিয়াছ। আমরা তোমাকে রাজর্ষি শব্দেই নির্দ্দেশ করিলাম। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ, বিশ্বামিত্রকে এই বলিয়া সম্ভাষণ পূর্বক সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তখন মহাতপা বিশ্বমিত্র লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দুঃখাবেগে দীনভাবে কহিলেন, হায়! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষি বৈ আর কিছুই

কহিলেন না। এক্ষণে বোধ হয় এইরূপ তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভবপর নহে। বিশ্বমিত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন।

এই অবসরে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশ বর্দ্ধন মহীপাল ত্রিশঙ্কু মনে করিলেন আমি যজ্ঞ সাধন করিয়া স্বশরীরে সর্গে গমন করিব। তিনি এইরূপ কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠদেশকে আহ্বান পূর্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার এই মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইবার নহে। বশিষ্ঠ এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে ত্রিশঙ্কু, দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের শতসংখ্য পুত্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত দীর্ঘতপা মনষী ঋষিতনয়েরা তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তখন তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া আনুপূর্বিক সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপস্বিগণ! আপনারা শরণাগত বৎসল, এক্ষণে আমি বহুসংখ্য লোকের শরণ্য হইলেও আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছি। সংকল্প করিয়া বশিষ্ঠদেবকে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা অনুজ্ঞা করুন। আমি আপনাদিগের নিকট নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ হউন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সশরীরে সুরলোকে গমন করিতে

পারিব। গুরুদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ভিন্ন আর কাহারই বা আশ্রয় লই। আপনারা আমার গুরুপুত্র। দেখুন, ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি। ভগবান্ বশিষ্ঠের পর কেবল আপনারাই আমার একমাত্র আরাধ্য হইলেন।

৫৮তম সর্গ

বশিষ্ঠ-পুত্রগণের অভিশাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি, বিশ্বামিত্রের সমীপে গমন ও বৃত্তান্ত কথন

অনন্তর ঋষিকুমারের। ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাকুলিত মনে কহিলেন, নির্বোধ! সত্যবাদী পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি। তাঁহারা গুরুবাক্য কোন ক্রমেই অবহেলা করিতে পারেন না। যখন অসাধ্য বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ পিতা অস্বীকার করিয়াছেন তখন আমরা কোন্ সাহসে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব। নরনাথ! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে পুনরায় স্বনগরে প্রতিগমন কর। আমাদের পিতা ত্রৈলোক্যসিদ্ধির নিমিত্তও যাগ করিতে পারেন, সুতরাং যাহা তাঁহার অসাধ্য তাহা সাধন করিতে গিয়া, আমরা কোন মতেই উহার অবমাননা করিতে পারি না।

মহারাজ ত্রিশঙ্কু, ঋষিতনয়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপাকুলিত বচনে কহিলেন, দেখ, প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান

করিয়াছেন; আবার তোমরাও করিলে। ভালই, আমি না হয় গত্যন্তর চেষ্টা করি। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক। তখন ঋষিতনয়ের ত্রিশঙ্কুর এই অসৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে নরাধম! তুই চণ্ডাল হ। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া উহার মুখাবলোকন পর্য্যন্ত পরিহার করিবার মানসে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে ত্রিশঙ্কু, চাণ্ডালত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ এবং কেশ অতিশয় খর্ব হইয়া গেল। শ্মশানের মাল্য, চিতাভস্মের অঙ্গলেপ, লৌহনির্ম্মিত ভূষণ এবং নীলীরাগরঞ্জিত বসন তাঁহাকে অতি বিকটদর্শন করিয়া তুলিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজা সকল তাহার এইরূপ চণ্ডালরূপ দেখিয়া অবিলম্বে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিল।

অনন্তর সেই সুধীর দিবানিশি দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্মশীল কৌশিক সেই ভীমবেশ ভগ্নমনোরথ চাণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কুকে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন; কহিলেন, রাজকুমার! কেমন, তুমি ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিলে? তোমার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, তুমি কাহারও অভিশাপে চাণ্ডাল হইয়াছ।

বচনবিশারদ মহীপাল ত্রিশঙ্কু, বাগ্মী বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে সৌম্য! আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব এই আশ্বাসে গুরুদেব বশিষ্ঠের সকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ও তাঁহার

তনয়েরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার মনেভিলাষ সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত তাঁহারা আমার জাতি বেশ ও রূপের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। আমি পূর্ণ এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইলাম। ভগবন্! আমি কখন মিথ্যা কহি নাই এবং এক্ষণে ক্ষাত্র ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, কষ্টের দশায় পড়িলেও কোন কালে অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিব না। আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং সদ্‌গুণ ও সদাচারে গুরুজনদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মসাধন ও যজ্ঞ আহরণে যত্নবান হইয়া গুরুদেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম। অতঃপর আমার বোধ হইতেছে যে, অদৃষ্টই প্রবল, পৌরুষ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহাই লোকের পরমগতি। ভগবন্! আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। কেবল আমার অদৃষ্টের দোষেই ঐহিক কার্য্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার মঙ্গল হউক।

৫৯তম সর্গ

ত্রিশঙ্কুর প্রার্থনা, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠান, বশিষ্ঠ-পুত্রগণ ও মহোদরের প্রতি অভিশাপ প্রদান

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং মধুরবচনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি যে

পরম ধার্ম্মিক তাহা আমার অবিদিত নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতেছি, তুমি আর ভীত হইও না। তোমার যজ্ঞে সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আমি সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণকে আহ্বান করিব, তাহা হইলে তুমি পরম সুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে। যদিও বশিষ্ঠের অভিশাপে তোমার রূপের এইরূপ বৈপরীত ঘটিয়াছে, তথাচ তুমি ইহা লইয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শরণাগত-বৎসল কৌশিকের আশ্রয় লইয়াছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বর্গ ত তোমার হস্তগতই হইয়াছে।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিয়া প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্য্যশীল পুত্রদিগকে যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন দেখ, তোমরা আমার নির্দ্দেশানুসারে শিষ্য ও বশিষ্ঠের পুত্রদিগের সহিত সমুদায় ঋষি এবং বহু দর্শী ঋত্বিকগণের সহিত সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান কর। যদি কেহ আহূত হইয়া কোন রূপ অনাদরের কথা বলে, তোমরা আসিয়া তাহা অবিকল আমার নিকট কহিও।

কৌশিকের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। সকল দেশ হইতে ব্রহ্মবাদীরা আগমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার শিষ্যরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! সকল দেশের ব্রাহ্মণেরা আপনার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেবল মহোদয় নামা এক ঋষি এবং বশিষ্ঠের শত পুত্র আসিবেন না। তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া কোপাকুলিত বাক্যে যে রূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ

করুন। তাঁহারা কহিলেন, যাহার যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞ-সভায় দেবর্ষিগণ কিরূপে হবি ভোজন করিবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকারে চাণ্ডাল-প্রদত্ত ভোজ্য উপযোগ করিয়া বিশ্বামিত্রের সাহায্যে স্বর্ণ লাভ করিতে পারিবেন! ভগবন্! মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠ-তনয়েরা রোষারুণ লোচনে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর কথাই কহিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র শিষ্যগণ-মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ভরে কহিলেন, দেখ, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি; কোন প্রকার দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ইহা সবিশেষ জানিয়াও যে দুরাত্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মসাং হইয়া যাইবে। অদ্য তাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত। তাহারা সাত শত জন্ম শববস্ত্র আহরণ এবং মুষ্টিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘণ হৃদয়ে কুকুর মাংসে উদর পূরণ পূর্বক বিকৃতাকারে ও বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করুক। নির্বোধ মহোদয় আমারে অকারণ দোষ দিতেছে, অতএব সে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া নির্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে এবং তাহাকে আমার রোষে নানাদোষে দূষিত হইয়া অতি দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। মহাতপা মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণ মধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

৬০তম সর্গ

বিশ্বামত্রি কর্ত্তৃক স্বতপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ, দেবগণ কর্ত্তৃক ভূতলে নিক্ষেপ, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক ত্রিশঙ্কুকে অন্তরীক্ষে স্থাপন ও গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি

তেজস্বী বিশ্ববিত্র স্বীয় তপোবলে মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠের আত্মজদিগকে নিহত স্থির করিয়া ঋষিগণ মধ্যে কহিলেন, এই ইক্ষ্বাকু কুলোৎপন্ন মহারাজ ত্রিশঙ্কু, ধর্ম্মপরায়ণ ও অভিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতএব তোমরা আমার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ইহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

ধার্ম্মিক মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরস্পর সমবেত হইয়া ধর্মানুসারে কহিলেন, এই কোপন স্বভাব কুশিকবংশীয় মুনি যাহা কহিলেন তাহা অবশ্যই সাধন করিতে হইবে। নচেৎ এই অনলসঙ্কাশ ঋষি রোষ ভরে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবেন। এক্ষণে ইহারই প্রভাবে যাহাতে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়, আইস, আমরা সকলে সেইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করি।

মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা, করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকেরা সাম্প্রদায়িক বিধি ও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্ব্বিক

সমস্ত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইল। মহাতপা বিশ্বামিত্র ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণকে আবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আগমন করিলেন না। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্রুক উত্তোলন পূর্বক ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, নরনাথ! অদ্য তুমি আমার স্বোপার্জিত তপস্যার বল প্রত্যক্ষ কর। এই আমি স্বপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করি। সশরীরে স্বর্গলাভ যদিও অসুলভ, অথচ আমার যা কিছু তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, তাহারই বলে তুমি তথায় গমন কর । বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গে গমন করিলে, সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ত্রিশঙ্কু! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে, তাহার প্রভাবে সুরলোকে বাস করিতে পাইবে? এখন পুনরায় ভূলোকে গমন কর। মুঢ়? বশিষ্ঠদেব তোমারে অভিশাপ দিয়াছেন। অতএব তুমি এই দণ্ডেই অধোমুণ্ডে নিপতিত হও। তখন ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রকে কাতরস্বরে ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর’ এই বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে সুরলোক হইতে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, ‘তিষ্ঠ’। এই বলিয়া ঋষিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণ দিকে অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নক্ষত্র সৃষ্টি কয়িয়া ক্রোধভরে কহিলেন, অদ্য আমি হয় অন্য ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব, না হয় মৎকৃত লোকে ত্রিশঙ্কুই

ইন্দ্র হইবে। বিশ্বামিত্র এইরূপ ক্ষভিসন্ধি করিয়া দেবতা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ঋষিগণের সহিত দেবাসুরগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আগমন পূর্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন, তপোধন। এই রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন, সুতরাং সশরীরে স্বর্গলাভ করা ইহার উচিত হইতেছে না। মহর্ষি কৌশিকগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি এই নৃপতি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইহা আমার প্রার্থনীয় নহে। এক্ষণে হয়, ত্রিশঙ্কু সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করুক, না হয় আমি যেসমস্ত নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি, যাবৎ পৃথিব্যাদি নোক, তাবৎকাল তৎসমুদায়ই থাকুক। আমি তোমাদিগকে অনুনয় পূর্বক কহিতেছি, তোমরা ইহার অন্যতর পক্ষে আমাকে অনুজ্ঞা কর।

দেবগণ কহিলেন, তপোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে অন্তরীকে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে তোমার সৃষ্ট এই সমস্ত মক্ষত্র বিরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে এই অমরতুল্য মহারাজ ত্রিশঙ্কু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে একান্ত সমুদ্ভাসিত হইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিবেন এবং স্বর্গ অধিকার করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপে এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ এই কৃতকার্য্য কীর্তিমান ত্রিশঙ্কুর অনুসরণ করিবে। ধর্ম্মশীল বিশ্বামিত্র দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঋষিগণ সমক্ষে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই

সম্মত হইলাম। অনন্তর যজ্ঞ সমাপন হইল। দেবতা এবং ঋষিগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

৬১তম সর্গ

বিশ্বামিত্রের পুষ্করতীর্থে গমন, অম্বরীষের যজ্ঞ, ঋচীক-তনয়ের উপাখ্যান

তাঁহারা প্রস্থান করিলে তেজস্বী বিশ্বামিত্র তপোবনবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, ত্রিশঙ্কু, এই দক্ষিণ দিক আশ্রয় করাতে আমাদিগের তপস্যার মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। এক্ষণে চল, আমরা না হয় অন্য দিকে গিয়া তপোনুষ্ঠান করি। তাপসগণ! শুনিয়াছি পশ্চিম দিকে অতি বিস্তীর্ণ তপোবন সকল রহিয়াছে। তথায় পুর নামক একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের তীরস্থ তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা করিতে পারিব। উহা সর্ব প্রকারেই আমাদিগের প্রীতিকর হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ফল-মূলমাত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করত অন্যের অসুকর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযধ্যাধিপতি অম্বরীষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা যে পশু আনয়ন করিয়াছিলাম, আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধন তাহা অপহৃত হইয়াছে। যে রাজার রক্ষাকার্যে বিশেষ অভিনিবেশ

নাই, দোষ সকল তাঁহাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতেই হয় সেই অপহৃত পশুটি সন্ধান করিয়া আনুন, না হয়, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। মহারাজ! এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে।

তখন অম্বরীষ পুরোহিতের উপদেশে সহস্র ধেনু নিয় স্বরূপ দিয়া পশুসংগ্রহে অভিলাষ করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিত্র আশ্রম সকল পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক এক পর্বত শৃঙ্গে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মহর্ষি ঋচীক পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন অম্বরীষ সেই তপঃপ্রভাব-প্রদীপ্ত মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন! আমার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে আপনি যদি লক্ষ্য ধেনুর বিনিময়ে পশুর প্রতি নিধিস্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আমি সমুদায় দেশই পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি যজ্ঞীয় পশু পাইলাম না। অতএব আপনি মুল্য লইয়া আপনা পুত্র আমাকে প্রদান করুন।

অম্বরীষের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তেজস্বী ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি কোন মতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারি না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কহিলেন, মহারাজ! ভগবান ভার্গব আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিলেন না, কিন্তু কনিষ্ঠ আমার একান্ত প্রিয়তর সুতরাং আমিও তাকে দিতে পারি

না। রাজন্! জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায়ই পিতার স্নেহের পাত্র হয়, কনিষ্ঠ কেবল মাতারই আদরের হইয়া থাকে। এই কারণে কনিষ্ঠকে রক্ষা করিতে আমার এত আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধ্যম শুনঃশেপ স্বয়ংই অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মা কনিষ্ঠকে অবিক্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, মধ্যমই বিক্রেয়; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল।

শুনঃশেপ এইরূপ কহিলে, মহারাজ অম্বরীষ লক্ষ ধেনু হিরণ্য ও অসংখ্য রত্ন দিয়া শুনঃশেপকে গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সহর্ষে তাঁহার সহিত রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

৬২তম সর্গ

বিশ্বামিত্র সমীপে শুনঃশেফের প্রাণভিক্ষা, বিশ্বামিত্রোপদেশে শুনঃশেফের প্রাণরক্ষা, অম্বরীষের যজ্ঞসমাপ্তি

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। মহারাজ অম্বরীষ ঋচীকতনয় শুনঃশেপকে লইয়া বিশ্রামার্থে পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছেন, এই অবসরে শুনঃশেপ দেখিলেন, তাঁহার মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তদর্শনে তিনি পিপাসা ও পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া বিষণ্নবদনে দীননয়নে তাঁহার উৎসঙ্গে গিয়া নিপতিত হইলেন, কহিলেন, তপোধন! এখানে আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জাতি ও বন্ধু বান্ধব কেহই

নাই; এক্ষণে আপনি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়াই আমাকে রক্ষা করুন। যে আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে এই রাজা কৃতকার্য্য হন এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি, আপনি এইরূপ বিধান করুন। আমি অনাথ, প্রসন্নমনে আপনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে অধিক আর কি কহিব, পিতার ন্যায় আমারে এই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করুন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ, পিতা যে উদ্দেশে পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত। এই মুনিবালক শরণার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশীল। এক্ষণে এই মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন কর। এই প্রকার হইলে এই ঋষি কুমার রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন করিতে পার।

পিতা বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার তনয়ের সাহঙ্কারবাক্যে পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, পিতঃ! আপনি নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। জীবের প্রতি দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ কার্য্য, ইহাও ঠিক তদ্রূপপ হইতেছে।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পামনগণ! তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অকাতরে এই নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি। শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধৰ্ম্ম তোদের ত্রিসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে বশিষ্ঠতনয়গণের ন্যায় নীচ জাতি প্রাপ্ত হইয়া কুকুর মাংসে উদর পূরণ পূর্ব্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দীন শুনঃশেপকে কহিলেন, শুনঃশেপ! তুমি এক্ষণে কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাঞ্চীদাম, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া বৈষ্ণব যুপে বদ্ধ ও অগ্নির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হও এবং আমি তোমাকে দুইটি গাথা দিতেছি, ঐ সময় তুমি তাহাও গান করিও। এই উপায় অবলম্বন করিলে অম্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে।

অনন্তর ঋষিকুমার শুনঃশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বামিত্রের নিকট গাথা গ্রহণ করিলেন এবং অম্বরীষকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, গিয়া দীক্ষা আহরণ ও যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও। তখন অম্বরীষ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রফুল্লমনে অবিলম্বে যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন এবং সদস্যগণের অনুমতিক্রমে শুনঃশেপকে কুশনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত এবং রক্তাম্বর, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে সুশোভিত করিয়া পশুরূপে যুপে বন্ধন করিয়া দিলেন।

শুনঃশেপ যুপে বন্ধ হইয়া সর্বাগ্রে অগ্নির স্তুতিবাদপুর্বক ইন্দ্র ও যুপ-দেবতা বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শুনঃশেপকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে অম্বরীষেরও তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট ফল লাভ হইল।

৬৩তম সর্গ

পুষ্করে তপস্যাকালনি বিশ্বামিত্রের ঋষিত্ব লাভ, মেনকা বিহারে তপোহ্রাস এবং মহর্ষিত্বলাভ পুনরায় কঠোর তপস্যা

মহাতপা বিশ্বামিত্র এইরূপে ঋষিকুমার শুনঃশেপের প্রাণ রক্ষা করিয়া পুষ্কর তীরে পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তিনি ব্রতান্তে কৃতস্নান হইলে একদা ভগবান স্বয়ম্ভু তপস্যার ফল প্রদানবাসনায় দেবগণের সহিত আগমন পূর্বক তাঁহাকে প্রীতবচনে কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বকৃত কর্ম্ম প্রভাবে অদ্যাবধি ঋষিত্ব লাভ করিলে। তোমার মঙ্গল হউক। কমলযোনি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রও পূর্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অনন্তর কোন সময়ে মেনকা নাম্নী এক অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতেছিল। মহর্ষি সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন মেনকাকে মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি,

আমার প্রতি কৃপা কর তোমার মঙ্গল হইবে। তখন মেনকা মহর্ষির অনুরোধে সেই আশ্রমপদে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

অপ্সরা সহবাসে ক্রমশঃ দশ বৎসর অতীত এবং - বিশ্বামিত্রেরও ঘোরতর তপোবিঘ্ন সমুপস্থিত হইল। শোক ও চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে একান্ত কলুষিত করিয়া তুলিল। মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সামর্ষচিত্তে বিবেচনা করিলেন, আমার এই তপোবিঘ্ন সম্পাদন দেবগণেরই কার্য্য সন্দেহ নাই। আমি এতদিন কামমোহে হতজ্ঞান হইয়াছিলাম, দশ বৎসর যেন এক অহোরাত্রির ন্যায় চলিয়া গেল, অবলম্বিত ব্রতেরও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিল। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময় তাহার অনুতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

মেনকা মহর্ষির এইরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং তাহারে বিদায় দিয়া অবিলম্বে উত্তর পর্বতে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কাম-প্রবৃত্তি দমন করিবার মানসে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক কৌশিকী তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। সেই ঘোরতর তপস্যা দর্শনে দেবগণের মনে যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মহর্ষিত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; আপনি না হয় এক্ষণে ইহাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর তপস্যায় অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতএব বৎস! তোমাকে অতঃপর মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

তপোধন বিশ্বামিত্র ভগবান স্বয়ম্ভূর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেব! আপনি আমারে সদাচার-লভ্য ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন না, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে আমি এখনও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য্য হই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! কারণ সত্ত্বেও যদি তোমার চিত্তবিকার উৎপন্ন না হয়, তবেই তোমারে জিতেন্দ্রিয় বলা সম্ভব, হইবে। অতএব তুমি এই বিষয়ে যত্নবান্ হও। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেব লোকে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে বিশ্বামিত্র আলম্বনশূন্য ও উর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণে প্রাণ ধারণ পূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে বর্ষাগমে অনাবৃত দেশে এবং শীতের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইলে আহোরাত্র সলিলের অভ্যন্তরে কালযাপন করিতেন। এইরূপ কঠোরতায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

৬৪তম সর্গ

বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত ইন্দ্রকর্ত্তৃক রম্ভা প্রেরণ এবং বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভার শিলাত্বপ্রাপ্তি

অনন্তর সুরপতি পুরন্দর এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সুরগণের সহিত যার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং আপনার হিতসাধন ও কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদন এই উভয় কার্যানুরোধে রম্ভাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রম্ভে! এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কামমোহে মোহিত করিয়া তোমায় ছলিতে হইবে। তুমিই সুরগণের এই গুরুতর কার্য্য ভারটি গ্রহণ কর। রম্ভা ইন্দ্রের এই কথায় কিছু লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ত্রিদশনাথ! এই ঋষি অতি উগ্রস্বভাব। ইহাঁরে ছলিতে গেলে ইনি কুপিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিবেন। এই কার্যে আমার কিছুতেই সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রম্ভা ভয়কম্পিত হৃদয়ে করপুটে এইরূপ নিবেদন করিলে দেবরাজ তাহারে কহিলেন, রম্ভে! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে; দেখ, আমি এই পাদপ দল-সমলঙ্কৃত বসন্তকালে মধুর-কণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ পূর্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব; তুমি ললিতবেশে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া এই মহর্ষির চিত্ত বিকার উৎপাদন কর।

অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিল এবং বিশুদ্ধস্বর সংযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রও

কোকিল হইয়া কলকণ্ঠে কুহূরব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের মধুর স্বর ও কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কৌশিক নিতান্ত পুলকিত হইলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এক রমণীয়াকৃতি রমণী, অমনি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, বুঝিলেন, ইন্দ্রই এই চাতুরী বিস্তার করিতেছেন। তখন তিনি ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া রম্ভাকে কহিলেন, রে পাপীয়সি! আমি এক্ষণে কাম ক্রোধের উপর জয়লাভের অভিলাষী হইয়াছি, কিন্তু তুই আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টায় আছিস; এই অপরাধে আমি তোকে অভিশাপ দিতেছি, তুই দশ সহস্র বৎসর শিলাময়ী হইয়া থাক্। কোন সময়ে এক তপঃপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া তরে আমার এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধ সংবরণ করতে না পারিয়া রম্ভাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান পূর্বক অতিশয় অনুতপ্ত হইলেম।

রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র এবং অনঙ্গও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান কৌশিক কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে অশান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কদাচই আর এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিব না এবং এইরূপে আর কাহাকেও অভিশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল কুম্ভক করিব এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্বক দেহ শোষণে প্রবৃত্ত হইব। যে পর্য্যন্ত না তাপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারি, তাবৎ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অনাহারে থাকি। এইরূপ তপস্যায় কদাচই আমার শরীর ক্ষয় হইবে না।

৬৫তম সর্গ

বিশ্বামিত্রের পূর্বদিকে দুশ্চর তপস্যা ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ, বশিষ্ঠের সহিত মৈত্রীস্থাপন, শতানন্দ কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের প্রভাবর্ণন সমাপ্তে জনকের স্বগৃহে গমন

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিঃশ্বাস রোধ পূর্বক অনাহারে কালাতিপাত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া উত্তর দিক পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্বদিকে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সহস্র বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন পূর্বক স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। বহুবিধ বিঘ্ন তাঁহার চিত্তকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল, তথা অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল না। প্রত্যুত তিনি ক্রোধকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তপঃসাধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর ব্রতকাল পরিপূর্ণ হইলে তিনি অন্ন ভোজন করিবার বাসনা করিলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। এই অবসরে সুরপতি ইন্দ্র দ্বিজাতিবেশে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়া সেই সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। কৌশিকও স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদায় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পূর্ববৎ মৌনব্রত ধারণ পূর্বক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে পুনরায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই অগ্নি প্রভাবে ত্রৈলোক্য প্রদীপ্ত হইয়াই যেন একান্ত আকুল হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবর্ষি গন্ধর্ব পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে বিমোহিত দুঃখিত ও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা বিবিধ উপায়ে মহর্ষি কৌশিকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে তাঁহার শরীরে আর কোনরূপ পাপের সঞ্চার দেখিতে পাই না। তাঁহার তপোবল ক্রমশই পরিবর্ধিত হইতেছে। অতঃপর যদি আপনি তাঁহার প্রার্থনাসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তপোরূপ তেজে বিশ্ব দগ্ধ করিবেন। ঐ দেখুন, এখন চারিদিক একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন পদার্থেরই অভিজ্ঞান লাভ হইতেছে না। সাগর সকল তরঙ্গ-সংকুল পর্বত বিদীর্ণ ও ভূমিকম্প হইতেছে। বায়ু নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। প্রভাকরের আর প্রভা নাই। লোক সকল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং মোহগ্রস্তের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি, কিছুই বুঝিতে পারি না। সেই অনলসঙ্কাশ তেজস্বী মহর্ষি যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় যাবৎ বিশ্ব বিনাশের সঙ্কল্প না করিতেছেন তাবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করা বিধেয় হইতেছে। আমরা অধিক আর কি কহিব, যদি ঐ মহর্ষির সুররাজ্য অধিক রেরও স্পৃহা হইয়া থাকে, আপনি না হয় তাহাও দিন ।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মা কৌশিকের সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমরা তোমার এই কঠোর তপস্যায় যৎপরোনাস্তি পরিতোষ পাইলাম। তুমি ইহারই প্রভাবে অতঃপর ব্রাহ্মণ হইলে। তোমার

বিঘ্ন দূর হউক এবং অতিদীর্ঘ কাল জীবিত থাক। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় অভিলাষ গমন কর।

তপোধন বিশ্বামিত্র দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে যদি আমি দীর্ঘ আয়ুর সহিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তবে ওঁকার বষট্কার ও বেদসমুদায় আমাকে বরণ করুন এবং যিনি বেদবিৎ ও ধনুর্ব্বেদদিগের অগ্রগণ্য, সেই ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠও আমার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন করুন। যদি আপনারা আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, যান, নচেৎ আমি পুনরায় তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর সুরগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে তিনি বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক অনুমোদন ও তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তখন দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কুশিকতনয়! তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই ব্রহ্মর্ষি হইলে। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপাদক সকলই তোমার সম্ভবপর হইতেছে। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব অধিকার পূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

রাম! এই মহাত্মা এইরূপ উপায়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইনি মুনিগণের প্রধান, মূর্তিমান তপস্যা ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তপোবল একমাত্র ইহাঁকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বিপ্রবর শতানন্দ এই প্রকারে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক রামলক্ষ্মণ-সমক্ষে গৌতমতনয় শতানন্দের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি নিতান্ত ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎকর্ষ লাভ হইল। মহর্ষি শতানন্দ যে সবিস্তারে আপনার তপঃ সাধনের বিষয় কীর্তন করিলেন, আমি তাহা মহাত্মা রামের সহিত শ্রবণ করিলাম এবং সদস্যেরাও আপনার গুণানুবাদ স্বকর্ণে শুনিলেন। আপনার তপ অপ্রমেয়, শক্তি অপরিমিত এবং গুণও অসাধারণ। আপনার সংক্রান্ত এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সম্যক তৃপ্তি লাভ হইল না; এক্ষণে সূর্য্যমণ্ডল দিগন্তে লম্বিত হইতেছে। দৈব ক্রিয়াকাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আপনি সুখে থাকুন এবং আমাকে সায়াহ্নক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। এই বলিয়া মিখিলাধিপতি জনক উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে প্রীতমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহর্ষি কৌশিকও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং সৎকৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

৬৬তম সর্গ

জনক কর্ত্তৃক হরধনু বৃত্তান্ত কথন

অনন্তর সুনির্ম্মল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের সৎকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে। বচনবিশারদ ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, এই দুই ত্রিলোক বিশ্রুত ক্ষত্রিয়কুমার তাহা দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। আপনি ইহাদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে ইহাঁরা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

মিথিলাধিপতি জনক কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যে কারণে এই কার্ম্মক আমার আলয়ে সংগৃহীত আছে, আপনি অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ দানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে এক্ষণে আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদিগের শিরচ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান রুদ্র ক্রোধ

সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া আমার পূর্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর একদা আমি হল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিত হয়। ক্ষেত্র শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিত হইল বলিয়া আমি উহার নাম সীতা রাখিলাম। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার আলয়েই পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ম্মুকে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বীর্য্যশুল্কা বলিয়া উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

অনন্তর নৃপতিগণ হরকার্ম্মুকের সার জ্ঞাত হইবার বাসনায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে এই শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন কিছুই করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে কিরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ করুন।

ভূপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয় হল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া, বল পূর্বক কন্যা গ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গিণী সেনা দিলেন। ভূপালগণের সহিত পুনর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। বিস্তর নিহত হইতে লাগিল। তখন সেই নির্বীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাচার পামরেরা অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

হে তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে, সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম লক্ষ্মণকেও প্রদর্শন করিব। যদি দাশরথি রাম উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইহাঁকেই জানকী দান করিব, সন্দেহ নাই।

৬৭তম সর্গ

রাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ, বিশ্বামিত্রের অনুরোধক্রমে দশরথকে আনিবার জন্য জনক কর্ত্তৃক অযোধ্যায় দূত প্রেরণ

মহর্ষি কৌশিক জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তবে এখন আপনি রামকে সেই হরকার্ম্মুক প্রদর্শন করুন। তখন জনক

মহর্ষির আদেশে সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা গিয়া সেই গন্ধলিপ্ত মাল্যসমলঙ্কৃত দিব্য শঙ্কর-শরাসন আনয়ন কর। মহাবল সচিবের জনকের আজ্ঞা মাত্র পুরপ্রবেশ করিয়া কার্ম্মুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ-নির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল, অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণ পূর্ব্বক আনিতে লাগিল।

অনন্তর সচিবেরা অমর প্রভাব রাজা জনকের সন্নিধানে হরধনু আনয়ন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন, তবে এই সর্বনৃপতিপূজিত শরাসন প্রদর্শন করুন। তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু প্রদর্শনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন! আমার পূর্বপুরুষগণ এই কার্ম্মুক অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ইহাকে পূজা করেন। এই শাসনের বিষয় আমি অধিক আর কি বলিব, মনুষ্যের ত কথাই নাই, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ উত্তোলন আস্ফালন এবং ইহাতে জ্যা আরোপণ ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি এই ধনু আনাইলাম, আপনি উহা কুমারযুগলকে প্রদর্শন করুন।

তখন কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদঘাটন ও ধনু অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি

ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে শরাসনের মধ্যভাগ গ্রহণ এবং বহু সংখ্য লোকের সমক্ষে তাহাতে গুণ আরোপণ পূর্বক আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ঐ সময় বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোরতর শব্দ হইল। পর্বত , বিদীর্ণ হইবার কালে ভূভাগ যেমন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর সকলেই হতচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সকলে আশ্বস্ত হইল। জানকী-পরিণয়ে রাজা জনকের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও অপনীত হইয়া গেল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি দাশরথি রামের বল বীর্য্যের সম্যক পরিচয় পাইলাম। এই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার। আমি মনেও এইরূপ করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভবপর হইবে। এখন আমার দুহিতা সীতা রামের সহিত পরিণীতা হইয়া জনকের কুলে কীর্তি স্থাপন করিবে। এত দিনে আমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হইল। আমি প্রাণসমা জানকীকে রামের হস্তে সমর্পণ করিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাইবেন; বিনয় বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গপণে রামের সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করিবেন। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্বিঘ্নে আছেন, ইহাঁরা প্রীতমনে এই সংবাদও দিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতদিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

৬৮তম সর্গ

জনক দূতের দশরথের সমীপে রাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ কথন, রামের বিবাহ বিষয়ে জনকের অভিপ্রায় নিবেদন

দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালেরা পরিচয় পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মহারাজের নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর ঐ সমস্ত দূতেরা অমরপ্রভাব বৃদ্ধ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! মন্ত্রী ও ঋত্বিকের সহিত রাজা জনক কর্ম্মচারী উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভগবান কৌশিকের অনুমোদিত কার্য্য সংসাধনা কহিয়াছেন, "যিনি ধনুর্ভঙ্গ পণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই সীতা সম্প্রদান করিব, পূর্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। অনেকানেক হীনবল ভূপাল এই ধনু ভঙ্গ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইয়া

রোষ-কষায়িতমনে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রাম যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত আগমন পূর্বক সভামধ্যে প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড করিয়া পণে সীতাকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাঁকে কন্যা দান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ করিব; আপনি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত অবিলম্বে মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে একবার চক্ষে দেখুন এবং আমারেও এই কন্যাভার হইতে উদ্ধার করুন। আপনি মিথিলা রাজ্যে আগমন করিলে পুত্রদ্বয়েরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন।" নরনাথ! রাজা জনক মহর্ষি কৌশিকের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এ রূপই কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্বক যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম, লক্ষ্মণের সমভিব্যহারে মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে থাকিয়া বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার বলবীর্য্যের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে কন্যা দানের সংকল্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই।

মন্ত্রিগণ ঋষিবর্গের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন কোশলাধিপতি পরম প্রীত হইয়া উহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব।

রজনী উপস্থিত হইল। জনকের সর্ব্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ রাজা দশরথের আবাসে পরম সমাদরে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

৬৯তম সর্গ

রাজা দশরথের মিথিলায় গমন

অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! অদ্য ধনধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধন রত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা নির্গত হউক। ভগবান বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূত সকল শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অশ্বযোজনা কর।

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ঋষিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল; সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন সংবাদে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করত কহিলেন, নরনাথ! আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই কুমার যুগলের বিবাহজনিত প্রীতি অনুভব করুন। সুরগণ-

পরিবৃত সুর, রাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও আমার সৌভাগ্য-গর্বের আবির্ভাব হইতেছে। এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে কন্যাদানের বিঘ্ন সকল অপসারিত হইয়া গেল এবং আমারই ভাগ্যগুণে মহা বীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহ-ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহর্ষিগণ-সমক্ষে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! পরম্পরায় এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ না করা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক সত্যবাদী অযোধ্যাধিপতির এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্গত যশস্কর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ রাম ও লক্ষ্মণেরর মুখারবিন্দ অবলোকনে পুলকিত এবং বিদেহাধিপতি জনক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ রাজা জনকও শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষ সম্পাদন পূর্বক রাজকুমারীদ্বয়ের পরিণয়োচিত লৌকিক কার্য্য সমুদায় সমাপন করিয়া বিশ্রামশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

৭০তম সর্গ

রাজা জনক ভ্রাতা কুশধ্বজকের আনয়ন, বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সূর্য্যবংশ বর্ণন

রজনী প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, ব্রহ্মন! যাহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলক সমুদায় সংগৃহীত রহিয়াছে এবং যে স্থান দিয়া ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাংক্যাশ্য নাম্নী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্ম্মশীল তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। এক্ষণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। কুশধ্বজ আমার যজ্ঞরক্ষক রূপে নিযুক্ত আছেন। তিনি এস্থানে আসিয়া আমারই সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করিবেন।

মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকট এইরূপ কহিলে কার্য্য-কুশল দূতেরা তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনিও অবিলম্বে তাহাদিগকে সাঙ্কাশ্য নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। তখন দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুর ন্যায় মহারাজ কুশধ্বজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট রাজা জনক যেরূপ কহিয়াছিলেন অবিকল তাহাই কহিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর পরিণয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আজ্ঞাক্রমে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন

এবং তাঁহাকে ও মহর্ষি শতানন্দকে অভিবাদন পূর্বক রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জমক ও কুশধ্বজ সুদামন নামক মন্ত্রীকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি এক্ষণে দুর্ধর্ষ রাজা দশরথের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। রাজ মন্ত্রী সুদামন রঘুকুলপ্রদীপ রাজা দশরথের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! রাজা জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনারে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছেন। মহারাজ দশরথ মন্ত্রিপতির এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া ঋষিগণ এবং অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যথায় রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিলেন; কহিলেন, মহারাজ! ভগবান বশিষ্ঠ আমাদিগের কুলদেবতা। আমার সকল কার্য্যে, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আমার কুলপর্য্যায় কীর্তন করিবেন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ভগবান বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! প্রত্যক্ষাদির অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই

ইক্ষ্বাকু আযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জমে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাপ্রভাব তেজস্বী অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি যশস্বী ছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র- ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ । তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভারতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই অসিতের বিপক্ষে হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুগণ উত্থিত হইয়া ছিল। দুর্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং পরাভূত ও রাজ্যচুত হইয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে এক জন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় পর্বতে ভৃগুনন্দন ভগবান চ্যবন বাস করিতেন। কমলোচনা অসিতমহিষী মহাভাগা কালিন্দী পুত্র-কামনায় দেবপ্রভাব ভার্গবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি ভার্গব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পরম সুন্দর তেজস্বী পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জম্ম গ্রহণ করিবে। কমললোচনে! তুমি শোকাকুল হইও না।

পতিদেবতা কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে নমস্কার করিলেন। বিধবা হইলেও তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায়

যে বিষ প্রযোগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়। এই কারণে উহার নাম সগর হইল। এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। তৎপরে ইহারই নাম কল্মষপাদ হইয়া ছিল। ইহার পুত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র আগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথে আত্মজ। বিদেহনাথ! আদি পুরুষ অবধি বংশ-পরম্পরা-পরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরম ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণেরই নিমিত্ত আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করা যাইতেছে; আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপ গুণসম্পন্ন কন্যা সম্প্রদান করুন।

৭১তম সর্গ

জনক কর্ত্তৃক নিমিবংশ বর্ণন এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সীতা ও উর্ম্মিলার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুতি

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদান কালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদ্বংশীয়দিগের অবশ্য

কর্তব্য, সুতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে অদ্বিতীয়বীর ধর্ম্ম-পরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্ম্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। ইহাঁরই নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনকশব্দে আহূত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু, উদা বসুর পুত্র নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত, রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর, মহাবীরের পুত্র সুধীর সুধৃতি। সুধৃতি হইতে ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মকর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কীর্তিরখ। কীর্তিরখ হইতে দেবমীঢ় উৎপন্ন হন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্তিরাত, কীর্তিরাতের পুত্র মহারোমণ, মহারোমধের পুত্র স্বর্ণরোমণ, স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রস্বরোমণ। এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মার দুই পুত্র, তম্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই, হস্তে সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষণভার অর্পণ করিয়া বন প্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেছিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধন্বা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন।

তিনি আসিয়া দূতমুখে এই কথা কহিয়া দিলেন, যে আমাকে হর-কার্ম্মুক ও কমললোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই কারণে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমিই তাঁহাকে সময়ে পরাঙ্মুখ ও সংহার করি। তপোধন! সুধন্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইহাঁর জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি প্রতিমনে দুই কন্যাই দান করিব। সুরকন্যার ন্যায় সুরূপা বীর্য্যশুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। ত্রিসত্য করিতেছি, আমি প্রীতমনে অবশ্যই এই কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মঘা নক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্তব্য হইতেছে।

৭২তম সর্গ

কুশধ্বজার কন্যাদ্বয়কে ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্প্রদান করিবার প্রস্তাব ও জনকের স্বীকৃতি

বিদেহাধিপতি জনক এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুসারে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ

এই উভয় কুলের কথা আর বলিব কি, অন্য বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই যৌন সম্বন্ধ সম্যক উপযুক্তই হইল এবং ইহাঁদের যে প্রকার রূপ, ইহা তাহারও অনুরূপ হইল। মহারাজ! এক্ষণে আমার আর একটি বক্তব্য অবশেষ রহিয়াছে, আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মশীল কুশধ্বজের অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন দুই কন্যা আছে; আমরা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী রূপে ঐ দুইটিকেও প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন, মহীপাল দশরথের পুত্রেরা সকলেই প্রিয়দর্শন যুবা ও লোকপালসদৃশ এবং দেবতার ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন। অতএব এক্ষণে আপনি ঐ উভয় ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহসম্বন্ধ অবধারণ করিয়া ইক্ষ্বাকু কুলকে বন্ধন করুন। এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র শংসয় করিবেন না।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কৌশিকের মুখে বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই অনুরূপ কুলসম্বন্ধে অনুজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি, তাহাই হইবে। কুশধ্বজের দুই দুহিতা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় দিবসে উত্তর ফাল্গুণীনক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রে ভগ দেবতা আছেন, সুতরাং উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস হইতেছে। এক্ষণে চারি মহাবল রাজপুত্র একদিনেই চারিটি রাজকন্যার পানি গ্রহণ করুন।

সুশীল জনক এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে কহিলেন, আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদিগের শিষ্য। আপনারা আমাদিগের তিন জনেরই রাজসিংহাসন অধিকার করুন। যেমন মিথিলা নগরী মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ বিনিয়োগের যোগ্য রাজধানী অযোধ্যাও আমার তদ্রূপ। অতএব আপনার প্রভুত্ব বিস্তারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না; যেরূপ উচিত বোধ করেন, তাহাই হইবে।

রাজা জনক এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ হৃষ্ট ও পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, মিথিলানাথ! আপনারা উভয় ভাই অসীমগুণসম্পন্ন। জনক বংশের ঋষিতুল্য রাজগণ আপনাদিগের সৌজন্যে সর্বত্র পূজিত হইতেছেন। আপনি সুখী, হউন। আমি এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করি। গিয়া আমাকে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমুদায় বিধিবৎ বিধান করিতে হইবে।

অনন্তর যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাষণ পূর্বক ভগবান বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ম সমাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার সম্পাদন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহু সংখ্য ধেনু প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণের উদ্দেশে চারি লক্ষ সুবর্ণ-শৃঙ্গ-সম্পন্ন দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ভূরি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেন এবং সেই গোদান-সংস্কার-

সংস্কৃত তনয়গণে পরিবৃত হইয়া লোকপালপরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

৭৩তম সর্গ

রাম-লক্ষণ ভরত ও শক্রুঘ্নের বিবাহ

মহারাজ দশরথ যে দিবসে এই গোগদান-সংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিবস কেকয়রাজের আত্মজ, ভরতের মাতুল মহাবীর যুধাজিৎ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া অনাময় প্রশ্ন পূর্বক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! কেকয়নাথ স্নেহের সহিত আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি যাঁহাদের শুভানুধ্যান করিয়া থাক, এক্ষণে তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল। মহারাজ! পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই কারণে আমিও আপনার রাজধানী আযোধ্যায় গিয়াছিলাম। অযোধ্যায় গিয়া শুনিলাম, আপনার তনয়েরা বিবাহার্থ আপনারই সহিত মিথিলায় আসিয়াছেন। আমি তথায় এই কথা শুনিয়া ভাগিনেয় ভরতকে দেখিবার আশয়ে সত্বর এই স্থানে আগমন করিলাম। রাজা দশরথ মাননীয় প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে অভ্যাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন।

অনন্তম দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনীও উপস্থিত হইল। অযোধ্যার অধিনাথ তনগণের সহিত পরম সুখে নিশা যাপন পূর্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান

করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান করত মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচার সকল পরিসমাপ্ত হইলে শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্তে সর্বাভরণভূষিত ভাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিলেন। সকলে তথায় উপনীত হইলে ভগবান্ বশিষ্ঠ একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদেহাধিনাথ জনককে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজাধিরাজ দশরথ মঙ্গলসুত্রধারী পুত্রগণের সহিত প্রবেশদ্বারে সম্প্রদাতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গৃহীত একত্র হইলে সকল কর্মই হইতে পারে। অতএব আপনি বৈবাহিক লৌকিক কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।

দাতা ধর্ম্মজ্ঞ জনক মহাত্মা বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন। দ্বারে এমন কোন্ দ্বারপাল আছে? সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? এই রাজ্যে আমার ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ অধিকার; সুতরাং নিজ গৃহ প্রবেশের আর বিচার কি? দেখুন, আমার কন্যাগণের সমুদায় মঙ্গলাচরণ সমাপন হইয়াছে। তাঁহারা প্রদীপ্ত পাবকশিখায় ন্যায় বেদিমূলে মিলিত আছেন। আমিও এই বেদিতে বসিয়া এখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই বৈবাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুখে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ঋষিগণ ও তনয়দিগকে লইয়া সভা প্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে

জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপিন ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহ কর্ম্ম সম্পাদন করুন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া গৌতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্মাণ করিলেন। উহার চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্র কুম্ভ, শরাব, ধূপপূর্ণ ধুপপাত্র, লাজপত্র, শঙ্খাধার, অর্ঘ্যভাজন, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুব, শ্রুক উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে তথায় বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্বাভরণবিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই সীতা আমার দুহিতা; ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি পানি দ্বারা ইহাঁর পাণি গ্রহণ কর; মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগ! পতিব্রতা হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগত থাকুন। রাজর্ষি জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও উদক প্রক্ষেপ পূর্বক রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক আমি উর্ম্মিলাকে সম্প্রদান করি,

তুমি অবিলম্বে ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রু! তুমিও শ্রুতকীর্তিকে গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই সুশীল ও চরিতব্রত। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর কুমার চতুষ্টয় বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভিধ্বনি সঙ্গীত ও বাদিত্র বাহিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল।

গন্ধর্বের মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল । যখন এইরূপে চারিদিক তুর্য্যরবে পরিপূরিত হইল, তখন দশরথের তনয়গণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও বরবধুসঙ্গমে নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া উহাঁদিগের অনুগামী হইলেন।

৭৪তম সর্গ

বিবাহান্তে বিশ্বামিত্রের প্রস্থান, পুত্র ও পুত্রবধুগণ সহ দশরথের অযোধ্যায় প্রস্থান

পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণ পূর্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার

আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধন স্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার শত সংখ্য সখী এবং দাসী ও দাসও সমভিব্যাহারে দিলেন। মহারাজ জনক কন্যাগণকে এইরূপ বহুবিধ ধন দান করিয়া রাজা দশরথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও ঋষিবর্গকে অগ্রবর্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে তনয়গণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পক্ষিগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, তপোধন! ঐ ভীম দর্শন শকুনিগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে এবং মৃগ সকলও দক্ষিণ দিক দিয়া যাইতেছে। এক্ষণে বলুন, অকস্মাৎ এ আবার কি উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত ও মন স্তব্ধপায় হইতেছে।

তখন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই যে নিমিত্ত উপস্থিত, ইহার পরিণাম যেরূপ শ্রবণ করুন। অন্তরীক্ষে পক্ষিগণের যে ঘোরতর শ্রুতি গোচর হইতেছে, ইহাই বিপদের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিতেছে, কিন্তু মৃগগণ উহার শান্তি সূচনা করিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে একটি প্রচণ্ড যাত্যা উত্থিত হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহীরুহ সকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল। কোনদিক আর কাহারই দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুবশে ভস্মরাশি উড্ডীন হইয়া সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিল। উহারা অচেতন হইয়া পড়িল। কেবল বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং সপুত্র রাজা দশরথ তৎকালে নিতান্ত অভিভূত হইলেন না।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলনিধনকারী জটামলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধদেশে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শাসন ধারণ পূর্বক ত্রিপুরানুরসংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজা দশরথ সেই কৈলাশ শিখরীর ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ, সতেজঃপ্রদীপ্ত, পামরগণের দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীরকে, নিরীক্ষণ করিলেন। জপহোমপরায়ণ বশিষ্ঠাদি বিগণ তাঁহাকে সন্দর্শন পূর্বক বিরলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই জমদগ্নিতনয় রাম পিতৃবধে জাতক্রোধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল কি নির্মূল করিবেন? ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পুর্বে ইহার ক্রোধানল ত নির্বাণ হইয়াছিল, এক্ষণে কি পুনর্বার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? ঋষিগণ এইরূপ কহিয়া অর্ঘ গ্রহণ ও মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্বক সেই ভীমদর্শন ভৃগুনন্দনকে পূজা করিলেন। প্রবল প্রতাপ রামও ঋষিপ্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

৭৫তম সর্গ

দশরথের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া শৈব ও বৈষ্ণব-ধনুর বৃত্তান্ত বর্ণন ও বৈষ্ণব ধনুতে শরযোজনার্থ জামদগ্ন্য কর্ত্তৃক রামকে আহ্বান

রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্য ও ধনুর্ভঙ্গ সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈব ধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড করিয়াছ ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্বপুরুষগণের এই ভীষণ শাসনে শর যোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্য্যে বীর্য্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত প্রবলরূপে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

মহারাজ দশরথ জমদগ্নিতনয় রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্নবদনে দীননয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবান্! আপনি মহাতপা ব্রাহ্মণ; এক্ষণে ক্ষত্রিয় বিনাশ-রোষে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং আমার এই বালকগণকে অভয় প্রদান করুন। আপনি স্বাধ্যায় ব্রতশীল মহাত্মা ভার্গবদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ত্রিদশরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্বক শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম সাধনে মনঃ সমাধান ও ভগবান কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাস করিতেছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি আমারই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন? দেখুন, রামের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিলে আমরা কি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব?

রাজা দশরথ এইরূপ কহিলে জমদগ্নিনন্দন তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাম! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দুই খানি কার্ম্মুক প্রযত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্ব্বলোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাঙ্গিয়াছ, উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্রম্বককে সুরগণ ত্রিপুরাসুর সংহার বাসনায় প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমারই হস্তে বিদ্যমান। দেবতারা এই দুর্জ্জয় শরাসন বিষ্ণুকে দান করেন। এই পরপুরবিজয়ি বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ।

এক সময়ে সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান কমলাসনকে নীলকণ্ঠ ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সত্যসঙ্কল্প বিরিঞ্চি সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উভয়ের বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে শিব ও বিষ্ণু পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুংকার পরিত্যাগ করিলেন। সেই হুংকার শব্দে ভীষণ শৈব শরাসন শিথিল হইয়া গেল। রুদ্র দেবও স্তম্ভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও ঋষিগণ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব ধনু শিথিল হইল দেখিয়া তাঁহাকেই অধিকবল বোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ রুদ্রও অনুরুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহ নগরে রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে শরের সহিত ঐ শাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার ভুজদণ্ডে যে এই কোদণ্ড দেখিতেছ, ইহা বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাতেজা ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। অনন্তর কোন সময়ে তপোবল-সম্পন্ন

মহাত্মা জমদগ্নি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে অর্জুন অধর্ম বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহার বধ সাধন করিয়াছিলেন। রাম! আমি পিতার এই দারুণ বিসদৃশ বিনাশ বার্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বর্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়াছি। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণ দান করি। আমি কাশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাস পূর্বক তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে হরকার্ম্মুক ভাঙ্গিয়াছ । আমি এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মর্য্যাদা পালন পূর্বক আমার এই পৈতৃক শাসন গ্রহণ ও ইহাতে শর সংযোজন কর। যদি তুমি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

৭৬তম সর্গ

রাম কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-ধনুতে শরযোজনা ও ভার্গবরামের তপোবললব্ধ লোকনাশ

দাশরথি রাম জামদগ্ন্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃ সন্নিধি নিবন্ধন মৃদুমন্দ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহাবীর! আপনি পিতার বৈরশুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। নির্যাতন-স্পৃহা বীরের অবশ্যই শ্লাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনার সমুচিতই হইয়াছে অঙ্গীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে যে আপনি বীর্য্য হীন

অশক্তের ন্যায় অবমাননা করিতেছেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় হইতে পারে না। অতএব অদ্য আপনি আমার তেজ ও পরাক্রম উভয়ই প্রত্যক্ষ করুন।

এই বলিয়া রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ধনুতে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জামদগ্ন্য! তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই প্রাণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই দিব্য শর সামর্থ্যে বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে পারে। ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নাই। এক্ষণে বল, ইহাদ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোকসমুদায়, কি এ এই আকাশগতি কোনটি নষ্ট করিব?

ঐ সময় ব্রহ্মাদিদেবগণ ঋষিবর্গ ও গন্ধর্ব অপ্সর সিদ্ধ চারণ কিন্নর যক্ষ, রক্ষ ও উরগগণ এই অদ্ভূত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। জামদগ্ন্যও নির্বীর্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদুবচনে সম্বোধন পূর্বক কিহলেন, রাম! আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। তিনি প্রতিরূপ প্রতিষেধ করিলে আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম।

তদবধি পৃথিবীতে আর রাত্রি বাস করি না। অতএব, তুমি এক্ষণে আমার গতি নাশ করিও না। আমি গতিবলে মানসবৎ বেগে মেহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করিব। আর আমি যে তপ অনুষ্ঠান দ্বারা লোকসকল সঞ্চয় করিয়াছি, তুমি এই দণ্ডে এই শরদণ্ডে তৎসমুদয় সংহার কর। হে বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেহিআমি বুঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি অবিনাশী মধুরিপু! এক্ষণে তেমার মঙ্গল হউক। তোমায় প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই এবং তোমার কার্য্য অলৌকিক। এই সকল দেবতারা সমগত হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, তুমি যে আমাকে পরাভব করিলে, ইহাতে আমার লজ্জা কি। এক্ষণে তুমি এই অসম শর শরাসন হইতে মোচন কর। আমিও মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করি।

মহাপ্রতাপ জামদগ্ন্য এইরূপ কহিলে শ্রীমন্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্যের তপোবল-সঞ্চিত লোক সকল বিনষ্ট ও সমস্ত দিক্ তিমির-নির্ম্মুক্ত হইল। তদ্দর্শনে সুরগণ ও ঋষিবর্গ রামের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জামদগ্ন্যও পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ পূর্বক মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিলেন।

৭৭তম সর্গ

ভার্গব রামের গমনের পর বৈষ্ণবধনু বরুণকে প্রদান, বধুগণের অযোধ্যায় প্রবেশ ও সীতা-রামের বিহার

জামদগ্ন্য প্রস্থান করিলে দশরথি রাম রোষ পরিহার পূর্ব্বক নীরাধিপতি বরুণকে ঐ বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিলেন। তিনি বরুণকে ধনু প্রদান করিয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক পিতা দশরথকে ভীত দর্শনে কহিলেন, পিতঃ! এক্ষণে জামদগ্ন্য প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্য আপনার প্রত্নে রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করুক।

রাজা দশরথ জামদগ্ন্যের প্রস্থান-বার্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্তসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রামকে বার বার অলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যেন তাঁহার ও আপনার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল।

অনন্তর তিনি সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমণীয় অযোধ্যা কুসুমের সুষমায় সুশোভিত এবং উহার রাজমার্গসকল সলিলসেকে সুসিক্ত ও ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। নিরন্তর তূর্য্যরব উহার চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। পুরবাসিরা মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান; সর্ব্বত্রেই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল। তখন মহারাজ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পৌরবর্গ ও পুরবাসি কর্ত্তৃক প্রত্যুদ্‌গত হইয়া হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক ভোগ বিলাসে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত নানা প্রকার আমোদ

প্রমোদ করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ সহকারে হোযমপূত কৌশেয়বসন সুশোভিত বধুগণের প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উহাঁদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং উহাদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রবেশোপযোগি আচারপরস্পর পরিসমাপ্ত হইলে বধুগণ নির্জনে পুলকিতমনে ভর্ত্তৃগণের সহিত ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও সধন সজন কৃতদার ও কৃতস্ত্র হইয়া পিতৃশ্রুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে মহারাজ দশরথ কৈকেয়ী তনয় ভারতকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমার মাতুল কেকয়রাজকুমার মহাবীর যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার গতিপ্রায়ে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি উহাঁর সমভিব্যাহারে গমন কর। তখন রাজকুমার ভরত পিতার আদেশে শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহের আবাসে গমন করিতে অভিলাষ হইলেন এবং পিতা, মাতৃগণ ও প্রিয়কারী রামকে সম্ভাষণ পূর্বক শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাত্রা করিলেন। মহাবীর যুদ্ধজিৎও তাঁহাদিগকে লইয়া আনন্দিত মনে স্বনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন ভরত ও শত্রুঘ্নকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না।

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে রাম ও মহাবল লক্ষ্মণ দেবসদৃশ পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া পৌরকার্য্যসমুদায়

পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রযত্নে পুরবাসিদিগের প্রিয় ও হিতকর বিষয় সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মাতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দশরথ রামের এইরূপ চরিত্রে অতিমাত্র, প্রীতি লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ বণিক ও দেশবাসী অন্যান্য সকলেই উহার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দশরথের তনয়গণ মধ্যে সত্যপরাক্রম রামই অতি যশস্বী ও ভূতগণ মধ্যে স্বয়ম্ভূর ন্যায় গুণবান ছিলেন। সেই মনস্বী দ্বাদশ বৎসরকাল সীতার সহিত নানা প্রকার সুখভোগ করিলেন। তিনি জানকীগতপ্রাণ ছিলেন, জানকীও একক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিতেন না। তাঁহার পিতা জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই তাঁহাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এই কারণে এবং তাঁহার রমণীয় রূপ ও কমনীয় গুণে রাম তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জানকীর অভিপ্রায়, স্পষ্টই জানিতেন এবং সুরকন্যার ন্যায়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষ রূপ জ্ঞাত ছিলেন।

তখন সুরেশ্বর বিষ্ণু যেমন কমলাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন সেইরূপ সেই প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে পাইয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সুশোভিত হইলেন।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি রামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৈদ্যুতিন সংস্করণ

শিশির শুভ্র

জানুয়ারি ২০২২

www.debalay.com

অযোধ্যাকাণ্ড সূচিপত্র

১ম সর্গ

রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সংকল্প, কেকয়রাজ ব্যতিত অন্যান্য রাজগণের সাথে দশরথের আলোচনা

রাজকুমার ভরত যৎকালে মাতুলালয়ে গমন করেন, তখন প্রেমাস্পদ শত্রুঘ্নকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যান। ঐ উভয় ভ্রাতা তথায় মাতুল যুধাজিতের প্রযত্নে অপত্যনির্বিশেষে আদৃত ও প্রতিপালিত হইয়াও বৃদ্ধ পিতাকে এক ক্ষণের নিমিত্ত ভুলেন নাই। রাজা দশরথও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটি পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু যদিও তাঁহার তনয়েরা তাঁহার অতিমাত্র স্নেহের পাত্র ছিলেন, তথা তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির সহিত দেখিতেন। রাম ভুতগণের মধ্যে স্বয়ম্ভূর ন্যায় অনন্য সাধারণ গুণ ধারণ করিতেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; সুরগণের অনুরোধে বাহুবলগর্বিত রাক্ষসরাজ রাবণের বধসাধন করিবার নৈমিত্ত মর্তলোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ দেবমাতা অদিতি যেমন বজ্রধর পুরন্দর দ্বারা শোভিত হন, সেইরূপ দেবী কৌশল্যাও এই অমিততেজা আত্মজ রামকে পাইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

এই মহাবীর রাম অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন। ভূতলে তাঁহার তুলনা নাই। তিনি পিতার ন্যায় গুণবান্ এবং প্রশান্ত স্বভাব। তিনি মৃদুবচনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ তাহার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি ঐরূপ কথা কখনই ওষ্ঠের বাহির করেন না। অন্যকৃত

একটিমাত্র উপকারেও তাঁহার পরিতোষ জন্মে এবং অপকার অনন্ত হইলে স্বীয় উদারগুণে সমগ্র বিস্তৃত হন। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অবকাশকালেও সুশীল বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সাধুগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়ংবদ। কেহ অভ্যাগত হইলে তিনি সর্বাগ্রে তাহার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অতি বলবান, কিন্তু আপনার বীর্য্যমদে কখনই উন্মত্ত হন না। তিনি সত্যবাদী বিদ্বান ও বৃদ্ধবর্গের মর্য্যাদাপালক। তিনি প্রজারঞ্জন, প্রজাও তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তাঁহার বুদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুরূপ, এই কারণে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে বহুমান করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গ লাভ হয় এইই তাঁহার স্থির বিশ্বাস। অমঙ্গল প্রসঙ্গে ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁহার অভিরুচি নাই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় সুলক্ষণসম্পন্ন। তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষপরীক্ষায় সুদক্ষ। জগতে তিনিই একমাত্র সাধু। সেই রাজকুমার প্রকৃতিবর্গের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়তর। তিনি বেদ বেদাঙ্গে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিয়াছেন। সমন্ত্র ও অমন্ত্রক অস্ত্র শস্ত্রে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি তেজস্বী ও সরল। সঙ্কট স্থলেও তিনি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য্য। তিনি ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ স্মৃতিমান ও

প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি লৌকিকার্থ-কুশল বিনীত গম্ভীর গূঢ়মন্ত্র ও সহায়সম্পন্ন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয় না। অর্থ যে নামানুসারে উপার্জ্জন ও সৎ পাত্রে দান করিতে হয় তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অতি অসাধারণ। তিনি অসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। তিনি আলস্য শূন্য সাবধান এবং স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কর্তব্যভার বহনে তাঁহার আলস্য নাই। যে সমস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি তৎসমুদায় আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি অর্থবিভাগে পটু। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষা দান এই উভয় কর্মেই তিনি সুদক্ষ। বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন শত্রু সংহার ও ব্যূহরচনা এই সমস্ত কর্মে তিনি সুপারগ। তিনি ধনুর্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভব করিতে পারেন না। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। তিনি কালের অনায়ত্ত ও ত্রিলোকপুজিত; তিনি ক্ষমা গুণে পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। রাম পিতার প্রীতিকর প্রকৃতি বর্গের কমণীয় এইরূপ গুণগ্রামে করজালমণ্ডিত প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন

দেবী বসুমতী এই সচ্চরিত্র অধৃষ্যপরাক্রম লোকনাথ সদৃশ রামকে অধিনাথ রূপে প্রার্থনা করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ রাম এইপ্রকারে গুণবান হইয়াছেন দেখিয়া ভাবিলেন, আমার জীবদ্দশায় বৎস রাজা হইবেন তদ্দর্শনে না জানি আমার কিরূপ আনন্দই হইবে। কবে আমি প্রিয়পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। রাম সততই লোকের অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সকল জীবেই তাঁহার দয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনি জলবর্ষী জলদের ন্যায় আমা অপেক্ষা সকলেরই প্রিয়। যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য্য। অধিক কি, তিনি আমা অপেক্ষা সর্বাংশেই গুণবান। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে এই পৃথিবী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখিয়া স্বর্গ লাভ করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ ও অন্যান্য রূপ অন্যনৃপতিদুর্লভ অপরিচ্ছিন্ন সর্বোৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আমার দেহে জরার সঞ্চার হইয়াছে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিকুলতা বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা প্রকার উৎপাতও হইতেছে এই কারণে এই যৌবরাজ্য-প্রদান-প্রস্তাব আমার শোকাপহরণ পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন লোকাভিরাম রামের ও প্রকৃতি বর্গের সবিশেষ প্রীতিকর হইবে।

তখন সেই রাজাধিরাজ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থ এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শ নার্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকদিগেকে আনয়ন করাইলেন এবং মর্য্যাদা অনুসারে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানা প্রকার আভরণ প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিনাথ জনককে এই সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। তিনি মনে করিলেন ইহাঁরা অতঃপর এই প্রিয় সমাচায় অবশ্যই পাইবেন।

অনন্তর বিজয়ী রাজা দশরথ সভবনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে লোকপ্রিয় পার্থিবগণ আগমন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত অধীন রাজা উপস্থিত হইয়া দশরথ প্রদর্শিত আসনে তাহারই অভিমুখে উপবেশন করিলেন। ইহাঁরা রাজভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই অযোধ্যায় বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা অতি বিনীত। রাজা দশরথও ইহাঁদিগকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা ও জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরথের সম্মুখে উপবেশন করিলে তিনি অমরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

২য় সর্গ

প্রজাবর্গের রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার প্রস্তাব, রামগুণ-বর্ণন

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিসদৃশ গম্ভীর মধুর ও অদ্ভুত স্বরে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পরিষদ বর্গকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের অভিনিবেশ আকর্ষণ পূর্বক হিতকর ও প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন, পরিষদগণ! আমার পূর্ব পুরুষেরা এই বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন ইহা তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে আমি সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতি প্রতিপালিত সুখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি। দেখ আমি পূর্বতন নিয়ম অবলম্বন পূর্বক আত্মসুখ নিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত শক্তনুসারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেত ছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে বহু সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে এককালে বিশ্রাম দেই। আমি লোকের যে গুরুতর ধর্মভার বহন করিতেছি, নিরঙ্কুশ মনুষ্য ইহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না এবং ইহা বীর পুরুষেরই উপযুক্ত। আমি এক্ষণে সেই গুরুভারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই সমস্ত সন্নিহিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম লাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্য্যে

সুররাজ পুরন্দরেরেরই অনুরূপ। এক্ষণে সেই পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্মিক প্রধান রামকে প্রীত মনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব। তিনি তোমাদিগেরই যোগ্য, ত্রৈলোক্যও তাঁহাকে পাইয়া নাথবান হইবে। অতএব আমি অদ্যই বসুমতীর এই হিতানুষ্ঠান করিব এবং রামের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সুখী হইব। এক্ষণে বল, আমার এই সাধু অভিপ্রায় তোমাদিগের অনুকুল হইবে কি না? অথবা যদি প্রতিনিবন্ধন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকি, তবে এতদপেক্ষা হিতকর যাহা হইতে পারে, তোমরা তাহারও প্রসঙ্গ কর। কারণ মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্বাপর পক্ষ সঙ্ঘর্ষে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

জলভারপূর্ণ জলধরকে দেখিয়া ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ ভূপালগণ মহারাজ দশরথের বাক্য সন্তোষ সহকারে স্বীকার করিলেন। তখন রাজসভায় অগ্রে সামন্তগণের আনন্দ কোলাহলের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল; তৎপরে সাধারণের এতৎ বিষয়ক আন্দোলনে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ পুরবাসীও জানপদবর্গের সহিত ধর্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রায় অবগত হইয়া একমতে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ভূপালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার বয়ঃক্রম বন্ধু সহস্র বৎসর হইল। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এই কারণে রামকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আপনার শ্রেয়। মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে

ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতেছেন, আমরা এইটি দেখিতেই ইচ্ছা করি।

তখন অবনিপাল তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজগণ! আমার প্রস্তাব মাত্র তোমরা যে রামের যৌবরাজ্যে সম্মত হইতেছ, ইহাতেই মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বল, তোমাদিগের অভিপ্রায় কি। আমি যখন জীবিত থাকিয়া ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেছি, তখন তোমরা কি কারণে মহাবল রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কর?

অনন্তর ভূপালগণ এবং পৌর ও জনপদবর্গ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আত্মজ রামের বহু প্রকার সদ্‌গুণ আছে। এক্ষণে আপনার সমক্ষে তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই অমোঘবীর্য্য দেবরাজ-সদৃশ রাম আপনার অসামান্য গুণে স্বীয় পূর্বপুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভূলোকে তিনিই একমাত্র সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের মুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ সচ্চরিত্র ও অসূয়াশূন্য? কেহ দুঃখিত হইলে তিনিই সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি ক্ষমাশীল প্রিয়বাদী কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমল স্বভাব স্থিরচিত্ত ও সুদৃশ্য। তিনি জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া থাকেন। এই গুণে ইহলোকে তাঁহার অতুল কীর্তি

যশ ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সুরাসুর মনুষ্যে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই তিনি অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যা তাঁহার সম্যক আয়ত্ত হইয়াছে এবং তিনি অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদ অবগত আছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি শ্রেয়ের বাসভূমি ও সাধু। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। ধর্ম্মনিপুণ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার শিক্ষক। ঐ মহাবীর গ্রাম বা নগররক্ষার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয় অধিকার না করিয়া লক্ষণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না।

তিনি যখন রণস্থল হইতে হস্তী বা রথে আরোহণ পূর্বক প্রত্যাগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যায় পুরবাসিবর্গের সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিয়া থাকেন। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই পুত্র কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অগ্নি সংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন। "কেমন শিষ্যেরা আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতেছে? ভৃত্যেরা একান্তমনে আপনাদিগের সেবা করিতেছে?" তিনি প্রায়ই আমাদিগকে এইরূপ কহিয়া থাকেন। প্রজাদের দুঃখ দেখিলে তিনি যার পর নাই দুঃখিত হন এবং উহাদের উৎসবেই পিতার ন্যায় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার বদনারবিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার সমুদায় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিবাদে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার ভ্রূদ্বয়

অতি সুদৃশ্য এবং লোচনযুগল বিস্তীর্ণ ও তাম্রবর্ণ, বোধ হয় যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন শৌর্য্য বীর্য্য এবং রণক্ষেত্রে লঘু সঞ্চরণ এই সমস্ত গুণে সাধারণে যার পর নাই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি প্রজাপালক। বিষয়স্পৃহা তাঁহার চিত্ত বিকৃত করিতে পারে না। এই সামান্য পৃথিবীর কথা দুরে থাকুক ত্রৈলোক্যের ভারও তিনি অনায়াসে বহন করিতে পারেন। আবার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি নিয়মানুসারে বধার্হকে বধদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা নির্দোষ তাঁহাদের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া আপনার প্রসাদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাম প্রজাগণের স্পৃহণীয় সাধারণের প্রীতিকর অতি উদার গুণযোগে ভাস্করের ন্যায় সর্বত্র বিকাশ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! প্রজারা আপনার এই গুণবান্ পুত্রকে প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আমাদেরই ভাগ্যে প্রজাপালনরূপ শ্রেয়স্কর কার্য্যে চতুর হইয়াছেন। বলিতে কি, মরীচিতনয় কশ্যপের ন্যায় আপনি ভাগ্যক্রমেই এইরূপ গুণের পুত্রকে পাইয়াছেন । সুরাসুর মনুষ্য গন্ধর্ব ও উরগগণ এবং পুরবাসী ও জানপদবাসী সকলেই রামের বল আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই কি সায়ংকাল কি প্রাতঃকাল সকল কালেই রামের অভ্যুদয় কামনায় তদ্গামনে দেবগণকে নমস্কার করেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে সকলের এই মনোরথ সিদ্ধ হউক। নরনাথ! আমরা ইন্দীবরশ্যাম

রামকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত দেখিব। এক্ষণে আপনি সেই দেবদেবসদৃশ প্রিয়কারী পুত্রকে প্রফুল্ল মনে রাজ্যে অভিষেক করুন।

৩য় সর্গ

অভিষেক দ্রব্য সংগ্রহ, দশরথ কর্তৃক রামকে উপদেশ

অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর ও জানপদবর্গের সহিত ভূপালগণের বিনীত ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সর্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা করিতেছ; কি আনন্দ! কি আশ্চর্য্যই বা আমার প্রভাব!

দশরথ সকলকে এই রূপে সমাদর করিয়া সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কানন সকল নানাবিধ কুসুমে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই সময়েই আপনারা রামকে যৌব রাজ্য প্রদানের সমুদায় আয়োজন করুন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিবামাত্র সভামধ্যে একটি তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ সেই কোলাহল উপশমিত জলে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্! রামের রাজ্যাভিষেকার্থ যেরূপ উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তৎসমুদায় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি প্রদান করুন। ঐ সময় মন্ত্রিগণ রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান ছিলেন। বশিষ্ট তাঁহাদিগকেই সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মন্ত্রিগণ! সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদায়, পূজাদ্রব্য, সবৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক পাত্রে

মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণ শৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদায়ই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্র গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখ। মাল্য চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজ প্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ দধিও ক্ষীর মিশ্রিত সুদৃশ্য সুসংস্কৃত অসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভূত দক্ষিণ প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদর পূর্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্য্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রস্তুত কর। সর্বত্র পতাকা উড্ডীন করিয়া দেও। রাজপথে জলসেঁক কর। গায়িকা গণিকা সকল সুসজ্জিত হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন এবং চৈত্য সমুদয়ে অল্প অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর। বীর পুরুষেরা বেশভূষা করিয়া সুদীর্ঘ অসি চর্ম্ম ও বর্ম ধারণ পূর্বক উৎসবময় অঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করুক। বিপ্রবর বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজকার্য্যে অধিকৃত ব্যক্তিবর্গের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া পৌরহিত্য কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য রাজা দশরথের গোচরে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদায় প্রস্তুত হইলে তাঁহারা প্রীতি সহকারে মহীপালকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন; সুমন্ত্র! তুমি ধার্মিক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র “যথাজ্ঞা মহারাজ!” বলিয়া তাঁহার নির্দেশে রথী রামকে রথে আরোপণ পূর্বক আনয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দিকের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ আর্য্য আরণ্য ও পার্বত্য লোক সকল সভামধ্যে উপবেশন পূর্বক রাজা দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। দশরথ সুরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান পূর্বক প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, গন্ধর্বরাজসদৃশ সুবিখ্যাত বীর দীর্ঘবাহু মহাবল মত্তমাতঙ্গগামী চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরানন অতীব প্রিয়দর্শন রাম রূপ ও উদার গুণযোগে সকলের নয়ন ও মন অপহরণ পূর্বক নিদাঘতপ্ত প্রজাদিগকে জলদের ন্যায় সকলকে পুলকিত করত আগমন করিতেছেন। তৎকালে দশরথ নির্নিমেষলোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তি মুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুমন্ত রাজকুমার রামকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন এবং রাম দশরথের সমীপে গমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে দাশরথি সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখ পূর্বক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন মহীপাল দশরথ প্রিয়পুত্র রামকে আপনার পার্শ্বদেশে প্রণত দেখিয়া তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্বক তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহারই নিমিত্ত উপস্থাপিত মণিমণ্ডিত সুবর্ণখচিত রমণীয় সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল উদয়কালে স্বীয় প্রভাজালে যেমন সুমেরুকে উদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ রাম উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট আসনকে যার পর নাই সুশোভিত করিলেন। যেমন গ্রহ-নক্ষত্রসঙ্কুল শারদীয় অম্বর শশাঙ্কবিশ্বে অলঙ্কৃত হয়, তদ্রূপ সেই বশিষ্ঠাদিবিপ্রবর্গবিরাজিত রাজসভা সমধিক শোভাধারণ করিল। লোকে বেশবিন্যাস করিয়া আদর্শতলসংক্রান্ত আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, সেইরূপ মহারাজ দশরথ সেই প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর কশ্যপ যেমন সুরেন্দ্রকে তদ্রূপ তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সর্বপ্রধান সর্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই সর্বগুণে গুণবান, এই জন্য আমি তোমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি নিজগুণে এই প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব এক্ষণে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইলে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর। রাম! তুমি স্বভাবতই গুণবান। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্তী হইয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করি। দেখ, তুমি যদিও বিনীত, অথচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান হও। কাম ক্রোধ নিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। আয়ুধাগার ধনাগার ও ধানাগার পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুরাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও।

যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্য পালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ অমৃত লাভে অমরগণের ন্যায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কার্য্য পর্য্যালোচনে যত্নবান হও।

তখন গ্রামের প্রিয়কারী সুহৃদেরা মহারাজের আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র দ্রুতপদে রাজমহিষী কৌশল্যার নিকট গমন পূর্বক তাহাকে এই প্রিয় সমাচার নিবেদন করিলেন। কৌশল্যা, এই সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত প্রিয় প্রচারককে প্রচুর সুবর্ণ, রত্নভার ও ধেনু প্রদানে আদেশ দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

এদিকে, রাম পিতা দশরথের পাদবন্দন পূর্বক রথে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসিও অভিলষিত বস্তু লাভের ন্যায় ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক গৃহে গমন করিলেন। গৃহে গিয়া রামের অভিষেক-বিঘ্ন শান্তির আশয়ে দেবার্চনা করিতে লাগিলেন।

৪র্থ সর্গ

দশরথের আদেশে রাম ও সীতার উপবাস ও ব্রতচর্য্যা

পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা দশরথ মন্ত্রিগণকে পুনর্বার কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যা সংক্রম হইবে; ঐ দিনেই রাজীবলোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করা যাইবে। তিনি মন্ত্রিগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রামকে পুনরায় এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজা দশরথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্রুতপদে রামের নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। রাম সুমন্ত্রের আগমন শ্রবণ করিবা মাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি কি কারণে পুনরায় আগমন করিলে সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল। তখন সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে পুনর্বার দেখিবার বাসনা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা করুন।

অনন্তর রাম মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে অবিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজও তাঁহাকে প্রীতিজনক কোন কথা কহিবার উদ্দেশে নিজ গৃহ প্রবেশে অনুজ্ঞা দিলেন। রাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে পিতাকে দর্শন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া আসন গ্রহণে অনুমতি প্রদান পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয় সুখ উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি যাচককে

প্রার্থনাধিক অর্থ দান ও অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অনুদান ও প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণেরও অর্চনা করিয়াছি। আজ যাহার তুলনা এই ভূলোকে নাই সেই তুমিই আমার আত্মজ। বৎস! এইরূপে দেবতা ঋষি বিপ্র ও আত্মঋণ হইতে আমার সম্পূর্ণই মুক্তি লাভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করা ব্যতিরেকে কর্তব্যের আর কিছুই অবশেষ নাই। অতএব আমি তোমাকে যাহা আদেশ করিতেছি, তুমি তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ প্রদান কর।

বৎস! অঙ্গ প্রজাবর্গ পালনভার তোমারই হস্তে দেখিবার বাসনা করিতেছেন, এই কারণে আমি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। বিশেষতঃ আজি আমি নিদ্রাযোগে অশুভ স্বপ্ন সমুদায় দেখিতেছি; যেন দিবসে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্য্য মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, ইহাতে তাহার মৃত্যুও সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষত মনুষ্যের মতি স্বভাবতই চপল। অতএব বৎস! আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অঙ্গ পুনর্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যেতিবেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যাভোগ আগামী দিবসে অবশ্যই ঘটিবে। এক্ষণে আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি অদ্যকার রাত্রি বধু সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া

থাক। বৎস! শুভ কার্য্যে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এই কারণে অদ্য তোমার সুহৃদেরা সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে কালযাপন করিতেছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। যথার্থতই তোমার ভ্রাতা ভরত ভ্রাতৃবৎসল ও অতি সজ্জন। ঈর্ষা তাঁহার মনকে কদাচই কলুষিত করিবে না এবং তিনি তোমার একান্ত অনুগত। কিন্তু আমার এই একটি স্থির বিশ্বাস আছে যে, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত অবশ্যই বিকৃত হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু, তাঁহাদিগের মনও রাগ দ্বেষাদি দ্বারা আকুল হইয়া উঠে। অতএব বংস! এক্ষণে তুমি যাও, কল্যই তোমাকে রাজ্যভার লইতে হইবে।

অনন্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি তথায় জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে জননীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এ দিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেহগৃহে গমন পূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে প্রণয়াম দ্বারা পুরাণ-পুরুষকে ধ্যান করিতে ছিলেন এবং সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। ইত্যবসরে রাম তথায় গিয়া দেখিলেন, জননী পট্টবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দেবভবনে দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

তখন রাম তাঁহার নিকট গমন ও অভিবাদন পূর্বক তাঁহাকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন, জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালন কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন।

তাঁহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে। এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন; উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পিতাও আমাকে এইরূপ কহিয়া দিয়াছেন। অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে সকল মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি আজিই তাহার আয়োজন করুন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরদিনের কামনা সফল হইবে শুনিয়া গদগদ বাক্যে কহিলেন, রাম! চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হউক। তুমি শ্রীলাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগকে আনন্দিত কর। বাছা! আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলাম। তুমি আমার আপনার গুণে মহারাজকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। আহ্লাদের কথা কি, বলিব আমি যে কমললোচন হরির প্রসন্ন প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাস করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল। দেখ, রাজশ্রী তোমাকেই আশ্রয় করিবেন।

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অতঃপর আমার সহিত তোমাকেও এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার অপর অন্তরাত্মা, সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত। অতএব তুমি অভিলষিত ভোগ্য পদার্থ সমুদায়

উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

৫ম সর্গ

বশিষ্ঠ কর্তৃক রাম ও সীতাকে উপবাস-ব্রতাচরণের উপদেশ দান

এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেক-বিষয়ে রামকে ঐরূপ আদেশ করিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি রামের বিঘ্ন শান্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করাইয়া আনুন।

বেদবিদগণের অগ্রগণ্য মহর্ষি রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিপ্রের অনুরূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাজকুমার রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্ব মহাবেগে ধাবমান হইল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ অভ্রখণ্ডের ন্যায় শোভমান ভবন সন্নিধানে উপনীত হইয়া সবাহনে তিনটি প্রবেশদ্বার পার হইলেন। রামও সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহাকে অবতারিত করিলেন।

অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহারে প্রতি হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত

সাম্রাজ্য-ভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া থাক। কল্য প্রাতে মহারাজ রাজা যযাতিকে নহুষের ন্যায় প্রীতি সহকারে তোমাকে রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন। এই বলিয়া বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বৈদেহীর সহিত রামকে উপবাসের সংকল্প করাইলেন এবং রামের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামও কিয়ৎক্ষণ প্রিয়বাদী সুহৃদগণের সহবাসে কালযাপন পূর্বক তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাসগৃহে নরনারী সকলেই আমোদ প্রমোদ কিরতেছিল। তৎকালে বিকসিত-সরোজ-বিরাজিত মদমত্ত বিহঙ্গগণশেভিত সরোবরের ন্যায় উহার অপূর্ব এক শোভা হইল।

এদিকে বশিষ্ঠদেব রাজকুমার রামের রাজপ্রাসাদসদৃশ আবাস হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজমার্গ লোকারণ্য হইয়াছে। সকলে পরম কুতুহলে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। লোকের সঙ্ঘর্ষ ও হর্ষে মহাসাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে। ঐ দিবস সকল পথই পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত এবং নগরীর চতুর্দিক তোরণমালায় অলঙ্কৃত এবং সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত হইয়াছে। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমোদে উন্মত্ত আছে এবং রামাভিষেক দর্শনের অভিলাষে সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতেছে। ফলত তৎকালে সকলেই প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধির নিদান প্রীতিবর্দ্ধন এই মহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ রাজমার্গে এইরূপ লোকের কোলাহল অবলোকন পূর্ব্বক সেই জনসংবাধ বিভাগ করিয়াই যেন মৃদু-গমনে রাজকুলে প্রবেশ করিলেন এবং হিমগিরি সদৃশ রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির ন্যায় নরেন্দ্র দশরথের সহিত সমাগত হইলেন। তখন অবনিপাল মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিলে সভাস্থ সমস্ত লোকই মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা বিনীত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আমার অভিপ্রেত কার্য্য কি আপনি সমাধা করিয়া আইলেন? মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশানুরূপ সমুদায়ই সাধন করা হইয়াছে।

তখন রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সভাস্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গিরিদরী মধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শশাঙ্ক যেমন তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলকে একান্ত উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজা দশরথও সেই সুসজ্জিত নারীজনপরিপূর্ণ অমরাবতীপ্রতিম অন্তঃপুরকে যার পর নাই সমুদ্ভাবিত করিলেন।

৬ষ্ঠ সর্গ

রামাভিষেক দর্শনাভিলাষে জনপদবাসিগণের আগম

কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ বিদায় গ্রহণ করিলে রাম কৃতস্নান হইয়া বিশাললোচনা জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান্ দেবতাকে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র গ্রহণ পূর্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হবির শেষাংশ ভক্ষণ পূর্বক নারায়ণ ধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রেত প্রার্থনা করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের, মধ্যেই সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রহরমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালী ক্রমে গৃহসজ্জায় অনুমতি প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে সূত মাগধ ও বন্দিগণ শর্বরী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া মধুর স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা সমাপন পূর্বক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র পট বস্ত্র পরিধান পূর্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তূর্য্যধ্বনি এবং বিপ্রগণের মধুর ও গম্ভীর পুণ্যাহ ঘষে রাজধানী অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরবাসী সকলেই রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল।

অনন্তর পেরিবর্গ পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। শুভ্র অভ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন গিরিশিখর-সদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষসমূহে ধ্বজ ও পতাকা সুশোভিত হইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপগন্ধে সুবাসিত ও কুসুমদামে অলঙ্কৃত হইল। অভিষেক সমাপনান্তে যদি রাম রাত্রিকালে নগর পরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশঙ্কায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক প্রদান বাসনায় বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিল। সকলে নট নর্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। লোকের গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গনে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ হইল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াকালে পরস্পর অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল। কতকগুলি লোক সভা ও প্রাঙ্গনে সঙ্গত হইয়া মহারাজ দশরথের প্রশংসা করিয়া কহিল এই ইক্ষ্বাকু-কুল-প্রদীপ রাজা অতি মহাত্মা; দেখ, ইনি আপনার স্থবিরাবস্থা সমুপস্থিত দেখিয়া রামের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেছেন। রাম লোকপরীক্ষায় সুচতুর, তিনি যে চিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক হইবেন, ইহাতেই আমরা যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম। রাম অতি বিনীত বিদ্বান ধর্ম্মশীল ও ভ্রাতৃবৎসল। তিনি ভাতৃনির্বিশেষে আমাদিকেও স্নেহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের ধার্মিক রাজা চিরজীবী হউন; আমরা তাঁহারই প্রসাদে রামের রাজ্যাভিষেক স্বচক্ষে দর্শন করিব।

ঐ সময়ে জনপদবাসিরা দিগদিগন্ত হইতে রামের অভিষেক বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক দর্শন করিবার মানসে অযোধ্যায় আসিয়াছিল, তাহারা পৌরগণের মুখে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিল। ক্রমশঃ বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পর্বকালে প্রবলবেগ সাগরের ঘোর শব্দের ন্যায় চতুর্দিকে প্রবেশশীল লোকের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন সেই অমরাবতীসদৃশ অযোধ্যা অভিষেক দর্শনার্থী অভ্যাগত লোক সমূহের কলরবে একান্ত আকুল হইয়া জলজন্তু বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

৭ম সর্গ

মন্থরা কৃর্তক কৈকেয়ীকে রামাভিষেক জ্ঞান ও কৈকেয়ীর আনন্দ প্রকাশ

রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। তিনি ঐ অনাথাকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আপনার নিকটে রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। কিঙ্করী মন্থরা প্রাতঃকালে চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া দেখিল, অযোধ্যার রাজপথ সকল চন্দনসলিলে সিক্ত এবং উহার সর্বত্র উৎপলদল বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইতস্তত উৎকৃষ্ট ধজদণ্ড ও পতাকা শোভা পাইতেছে। রাজধানীর স্থল বিশেষে নিম্নোন্নত পথ এবং স্থল বিশেষে স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সকলে অভ্যঙ্গ স্নান করিয়াছে। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া কোলাহল করিতেছেন। দেবালয়ের দ্বার সকল সুধায় ধবলিত হইয়াছে। চারিদিকে বাদধ্বনি হইতেছে। সকলে আমোদে উন্মত্ত। বেদধ্বনি নগরভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। হস্তী অশ্ব গো বৃষ পর্য্যন্ত আনন্দনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যায় এইরূপ উৎসবের আয়োজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। অনন্তর সে অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্বক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধাত্রি! রামজননী কৌশল্যা ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও অদ্য কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলের এই আত্যন্তিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহীপালই বা এমন কি কার্য্য করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষ্যভরে বিদীর্ণ হইয়াই যেন কহিল, মন্থরে! আজ মহারাজ পুষ্যা নক্ষত্রে শান্ত প্রকৃতি সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, কি বৃথা শয়ন করিয়া আছ, তোমার সর্বনাশ উপস্থিত; তুমি কি বুঝিতেছ না যে, দুঃখভার প্রবলবেগে তোমাকে পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজের অপ্রিয়, তবে কেন নিরর্থক সৌভাগ্য-গর্বে স্ফীত হও। গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

মন্থরা ক্রোধভরে এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী বিষণ্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মন্থরে! আমার কি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে? আজি কি কারণে তোমাকে বিষণ্ন ও দুঃখিত দেখিতেছি?

বচনচতুরা মন্থরা যথার্থই কৈকেয়ীর হিতার্থিনী ছিল, সে তাঁহার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বা আকারে অপেক্ষাকৃত বিষাদের লক্ষণ প্রদর্শন এবং তাঁহার অন্তরে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন পূর্বক পূর্ববৎ ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি! তোমার সর্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ, রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি আপাতত এই বিপদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া আমার মনে ভয় দুঃখ শোক যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি, কেবল তোমার হিতার্থই এক্ষণে আমি এই স্থানে আইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী এবং তোমারই সুখে সুখী হই। তুমি রাজার কন্যা এবং রাজার মহিষী হইয়া রাজধর্মের কঠোরতা কেন বুঝিতে পার না? তোমার ভর্তার কেবল মুখেই ধর্ম্ম, বস্তুত তিনি অতিশয় শঠ, তাঁহার বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় যার পর নাই ক্রূর। এইরূপ লোককে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া জান এই কারণেই বঞ্চিত হইতেছ। আজ রাজা তোমাকে কতকগুলি বৃথা প্রিয় কথায় ভুলাইয়া কৌশল্যার মনেবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঐ দুষ্ট ভরতকে মাতুলগৃহে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে পৈতৃক রাজ্য নির্বিঘ্নে রামকে দিবেন। দেখ, তুমি নিতান্ত নির্বোধ; তুমি আপনার হিতাভিলাষে পতিব্যপদেশে ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রূর শত্রুকে মাতৃস্নেহে

পোষণ ও অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। কিন্তু সর্প কি বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে যেরূপ ঘটিয়া থাকে রাজা দশরথ হইতে তোমার ও তোমার পুত্রের সেইরূপই ঘটিল। তিনি পাপাত্মা, তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য সমুদয়ই নিরর্থক। তিনি রামের রাজ্যদান প্রসঙ্গে তোমাকেই সপরিবারে বিনাশ করিতেছেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত, যাহা আপনার হিতকর, অবিলম্বেই তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হও এবং এই বিপদ হইতে আপনাকে আমাকে ও ভরতকে রক্ষা কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী কিঙ্করী মন্থরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শরতের শোশাঙ্কলেখার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের অভিষেকরূপ শুভ সংবাদে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দিলেন। তিনি মন্থরাকে অলঙ্কার প্রদান করিয়া প্রফুল্ল মনে কহিলেন, মন্থরে! তুমি আমাকে কি আহ্লাদের কথাই শুনাইলে; ইহার অনুরূপ এমন আমার কি আছে, যাহা দিয়া তোমায় পরিতোষ করিতে পারি। আমার চক্ষে রাম ও ভরত উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই; অতএব মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা প্রিয়সমাচার আর আমার কিছুই নাই, আজি তুমিই আমাকে তাহা শুনাইলে। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

৮ম সর্গ

কৈকেয়ীর আনন্দে মন্থরার ক্রোধ, ভরতের অনিষ্ঠাশঙ্কা কথন, রামাভিষেকে ব্যাঘ্যাত করিবার জন্য মন্থরা কর্তৃক কৈকয়ীবে প্রোৎসাহন

তখন মন্থরা দুঃখ ক্রোধে একান্ত অধীরা হইয়া পারিতোষিক অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিল, কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে অস্থানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ। তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি দুঃখের পারাবারে পতিত হইয়াছ। আমি এক্ষণে অতি দুঃখে মনে মনে এই বলিয়া হাসিতেছি যে, তুমি বিপদে পড়িয়াও যে বিষয়ে শোক করিতে হয়, তাহাতেই আমোদ করিতেছ। কালস্বরূপ পরম শত্রু সপত্নীপুত্রের বৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমতী নারী আমোদ করিয়া থাকে? কিন্তু তোমার যে এই দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, ইহার নিমিত্ত আমি শোকাকুল হইতেছি। দেখ, রাজ্য ভ্রাতৃসাধারণের ভোগ্য, এই নিমিত্ত ভরত হইতে রামের ভয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, ভীত ব্যক্তিই ভয়ের কারণ হয়। বীর লক্ষ্মণ সকল প্রকারে রামের আশ্রিত, সুতরাং তিনি রামের কোন মতেই ভয়ের কারণ হইতে পারেন না। যেমন লক্ষ্মণ রামের আশ্রিত শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত, সুতরাং শত্রুঘ্ন হইতেও রামের স্বতন্ত্র কোন রূপ ভয়প্রসঙ্গ নাই। জন্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্য আক্রম সম্ভব, কিন্তু কনিষ্ঠত্ব নিবন্ধন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের এই চেষ্টা সুদূরপরাহত হইয়া যাইতেছে। রাম আলস্যশূন্য শাস্ত্র এবং সন্ধি বিগ্রহাদি

কার্য্যের বিশেষজ্ঞ। সে যে ভবিষ্যতে ভরতের সর্বনাশ করিবে, আমি এই চিন্তাতেই কম্পিত হইতেছি। দেবী কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী, কারণ আজ শুভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাহার হইল, শত্রু সব দূর হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন, আর তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুবৃত্তি করিবে। এইরূপে তোমাকে আমাদিগের সহিত কৌশল্যার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাস হইয়া থাকিবে। জানকী সহচরীদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিবে, আর ভারতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া তোমার বধুর মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।

কৈকেয়ী মান্থরাকে রামের প্রতি এইরূপ অপ্রীতিভাব বিস্তার করিতে দেখিয়া রামের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, মন্থরে! বৎস রাম ধর্মিক গুণবান সুশিক্ষিত কৃতজ্ঞ সত্যবাদী ও পবিত্র। তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণই তাঁহাকে অর্শিতে পারে। ঐ দীর্ঘজীবী, ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতর ন্যায় প্রতিপালন করিবেন; অতএব তুমি কেন তাঁহার অভিষেক-সংবাদ পাইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছ? ভরত রামের শতবৎসর পরে নিশ্চয়ই পৈতৃক রাজ্য পাইবেন তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময় অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি, সেইরূপ বা তদপেক্ষা অনেক গুণে রামের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, এই কারণে রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন। এক্ষণে

রাজ্য যদিও রামের হয়, অথচ উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মনির্বিশেষে ভ্রাতৃগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

মন্থরা কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, তাঁহাকে কহিল, কৈকেয়! যাহা শুভ, তাহাই তুমি কুদৃষ্টিতে দেখিতেছ। দুঃখ শোক ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে; কিন্তু তুমি নির্বুদ্ধিতা বশত আপনার দুরবস্থা বুঝিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছে, আবার রামের পুত্রও রাজ্যে অধিকার পাইবে; সুতরাং ভরত এক কালেই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দেখ, রাজার সকল পুত্রের কিছু রাজ্য পান না; প্রাপ্ত হইলে একটি মহান অনর্থ উপস্থিত হয়। এই কারণে নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনের ভারার্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি, তোমার তনয় ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও মুখ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। দেবি! আমি তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছি কিন্তু তুমি আমাকে বুঝিতেছ না; প্রত্যুত সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে পারিতোষিক দিতেও ইচ্ছা করিতেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানিও রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে দেশান্তর বা লোকান্তর প্রেরণ করিবে। ভরত বালক, কিছুই জানেন না, কেবল তুমিই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় তিনি এ স্থানে থাকিলে মহারাজ তাঁহার প্রতি অবশ্যই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তৃণলতা গুল্ম একস্থানে থাকে বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এ সময় না হয় কেবল

ভরতই যান, তাঁহার সঙ্গে আবার শত্রুঘ্নও গিয়াছেন। তিনি থাকিলে অবশ্যই বিপদের একটা প্রতিকার হইত। এইরূপ শ্রত হওয়া যায় যে বনজীবিরা একটি বৃক্ষকে ছেদন করিবার বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু কণ্টকবন বেষ্টন করিয়াছিল বলিয়া উহা রক্ষা পায়। রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে, অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় তাহাদের সৌভ্রাত্র ত্রিলোকে প্রথিতই আছে। এই কারণে রাম লক্ষণের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে না। কিন্তু সে যে ভারতের প্রাণহন্তারক হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ভরত মাতুল-বাসভূমি রাজগৃহ হইতে বন প্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। বস্তুত ইহাতে তোমার ও তোমার পরিজনদিগেরও মঙ্গল হইবে। আর যদি ভরত ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই যে শুভ লাভ হইবে, ইহার আর বক্তব্য কি আছে। হা! তোমার বালক লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্রু; রামের উন্নতি তাঁহার অবনতি, সুতরাং তিনি রামের বশে থাকিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন। দেবি! তুমি অরণ্যে মৃগেন্দ্রানুসুত করীন্দ্রের ন্যায় ভরতকে এই পরাভব হইতে রক্ষা কর। রামের জননী কৌশল্যা তোমার সপত্নী, তুমি ভর্তৃসৌভাগ্যে গর্বিত হইয়া তাঁহাকে অবহেলা করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি কেনই না বৈরনির্য্যাতন করিবেন। কৈকেয়ি! অধিক আর কি কহিব, যখন রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর অধিরাজ হইবে, তখন তুমি পুত্রের সহিত নিশ্চয়ই পরাভব সহ্য করিবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে

ভরতের রাজ্য লাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহা অবধারণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘনিঃশাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! আজিই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজিই ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, তুমিই তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।

৯ম সর্গ

মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেকীয়র মত পরিবর্তন, মন্থরা কর্তৃক কার্য্যসিদ্ধির মন্ত্রণা কথন

তখন অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিবার আশয়ে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পুত্র ভরতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কহিতেছি শুন এবং উহা সঙ্গত হয় কি না স্বয়ংই তাহার বিচার করিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি আর তোমার কিছু স্মরণ হয় না, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমায় কহিয়াছিলে, তাহা কি কেবল আমার মুখে শুনিবার আশয়ে গোপন করিতেছ? যদি সেইরূপই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরচিত শয়নতল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া কহিলেন, মন্থরে! বল, এমন কি

উপায় আছে, যাহাতে রাজ্য রামের না হইয়া কেবল ভরতেরই হইবে। মন্থরা কহিল, দেবি! দক্ষিণ দিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর আছে। তথায় তিমিধ্বজ নামা মায়াবী এক অসুর বাস করিত। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই দেবাসুর সংগ্রামে মহারাজ দশরথ তোমাকে লইয়া রাজর্ষিগণের সহিত দেব রাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান। ঐ যুদ্ধে সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্র শস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিত আর রাক্ষসেরা তাহাদিগকে বল পূর্বক লইয়া গিয়া বিনাশ করিত। রাজা দশরথ তৎকালে অসুরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারিত করিয়া রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিবার বাসনা করেন, কিন্তু তুমি কহিয়া ছিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বর গ্রহণ করিব। তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে। ফলত তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে বল পূর্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর এবং তাঁহার নিকট উহার চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত রামকে বনবাস দিলে তোমার পুত্র ভরত এতাবৎকালের মধ্যে প্রজাগণকে

অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন। অতএব তুমি অন্য মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্বক ক্রোধাগারে গিয়া ক্রোধ ভরে ধরা-শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। সাবধান, মহারাজ আসিলে তুমি তাঁহার পানে চাহিও না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিও না; কেবল শোকে আকুল হইয়া রোদন করিবে। তোমাকে মহারাজ যে বড়ই ভালবাসেন, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার নিমিত্ত তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট করিতে তাঁহার কিছুতেই সাহস হইবে না এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও পারিবেন না। তিনি তোমার প্রীতির উদ্দেশে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি যে তোমার কথা উল্লঙ্ঘন করিবেন মনেও এই রূপ করিও না। এক্ষণে তুমি নিজের সৌভাগ্য-বল বুঝিয়া দেখ। আমি তোমাকে আরও সতর্ক করিয়া দিতেছি, মহারাজ তোমার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত মণি মুক্তা সুবর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে চাহিবেন । কিন্তু দেখিও তোমার মন যেন তাহাতে লোলুপ না হয়। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি যে তোমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে এবং যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিবে। যখন মহারাজ স্বয়ং তোমাকে ধরাসন হইতে তুলিয়া বর দানে ব্যর্থতা প্রদর্শন করিবেন, তখন তুমি অগ্রে তাঁহাকে বচনবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নিকট আপনার অভিমত বিষয় প্রার্থনা করিবে। দেবি! রামকে নির্বাসিত করিতে পারিলে তোমার পুত্র ভরতের সকল অভিলাষই সিদ্ধ হইবে। রাম নির্বাসিত হইলে তাহার উপর প্রজাগণের

অনুরাগ আর থাকিবে না এবং ভরতও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। যে সময়ে রাম বন হইতে আসিবে, তত দিনে ভরত সকলের প্রীতিভাজন হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত প্রকৃতিবর্গের অন্তর্বাহ্যে লব্ধাস্পদ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নির্ভয়ে মহারাজকে রামের অভিষেক-সংকল্প হইতে নিবৃত্ত কর; তাঁহাকে অভিষেক সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার ইহাই প্রকৃত অবসর।

এইরূপে মন্থরা কৈকেয়ীর অন্তরে এই অসঙ্গত বিষয়কে সঙ্গতরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কৈকেয়ী পুলকিতমনে তাহার বাক্য প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি বালবৎসা বড়বার ন্যায় মন্থরার প্রবর্তনায় অসৎ পথে প্রবর্তিত হইয়া বিস্ময়াবেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! তুমি অতি সৎ কথাই কহিতেছ। আমি তোমার প্রজ্ঞার অবমাননা করিতেছি না। পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে বুদ্ধিনিশ্চয় বিষয়ে তুমি তাহাদের সকলেরই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়তই আমার হিতৈষণা করিয়া এবং নিয়তই আমার শুভ সাধনে নিযুক্ত আছ। ফলত আমি মহারাজের এই দুশ্চেষ্টার বিষয় অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মন্থর ! এই পৃথিবীতে ত্বদ্ব্যতিরিক্ত অনেকানেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি ন্যুব্জভাবাপন্ন হইয়াও বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ। তোমার বক্ষঃ উভয় পার্শ্বে অবনত এবং মধ্য হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছে; বক্ষের অধঃস্থলে শোভন নাভি যুক্ত উদর উহার এতাদৃশ উন্নতি দর্শন করিয়া যেন লজ্জায় কৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমার স্তনযুগল অতি কঠিন, জন অতি বিস্তীর্ণ

ও কাঞ্চীদাম শোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ঘন্টা সকল শব্দায়মান হইতেছে। তোমার বদন মণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। মন্থরে? মরি তোমার কি শোভাই হইয়াছে! তোমার চরণ ও উরুযুগল কেমন আয়ত! তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাও, তখন রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিয়া থাক। অসুররাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া আছে, তৎসমুদায় ও অন্যান্য তোমার এই হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তোমার বক্ষঃস্থলে এই যে রথঘোণের ন্যায় উন্নতাকার মাংসপিণ্ড আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়ার সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে তোমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। সুন্দরি! রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংস পিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পারাইব এবং তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কার ধারণ করিয়া দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। তোমার এই বদন কমল চন্দ্রমাকেও স্পর্ধা করিতে থাকিবে, ইহার উপমাই মিলিবে না। তুমি শত্রু বর্গে গর্ব প্রকাশ করিয়া সর্বোৎকর্ষ লাভ করিবে। তুমি যেমন নিরন্তর আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা তোমারও করিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া মন্থরাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মন্থরা তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, ভদ্রে! জল নির্গত হইলে আলিবন্ধন করা বিধেয়

নহে। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া যাতে আপনার কল্যাণ হয়, তাহারই চেষ্টা দেখ এবং সত্বরে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে রোষ প্রদর্শন কর।

অনন্তর কৈকেয়ী মন্থর বাক্যে সবিশেষ উৎসাহ পাইয়া সৌভাগ্য-গর্বে তাহারই সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার এবং অন্যান্য অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণবর্ণা ভূমিতে উপবেশন পূর্বক কহিলেন, মন্থরে! এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভরতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ন ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজ, রামকে রাজ্যে অতিষেক করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

তখন কিঙ্করী মন্থরা ভরতের হিতকর রামের অহিতকর ক্রূর বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! যদি রাম রাজ্য লাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পুত্রের সহিত অনুতাপ করিতে হইবে। অতএব রাজ্য যাহাতে ভরতের হয়, তুমি তাহারই চেষ্টা কর।

কৈকেয়ী মহুয়ার বাক্যবাণে বারংবার আহত হইয়া বিস্ময়াবেশে হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! আমায় এই স্থানে দেহত্যাগ করিতে শুনিয়া হয় তুমি মহারাজের গোচর করিবে, না হয় রামের বহুদিনের নিমিত্ত বনবাস ও ভারত পূর্ণাভিলাষ হইবে। যদি রাম অরণ্যে না যায়, তাহা হইলে আমার শয্যা মাল চন্দন অঞ্জন পান ভোজন, অধিক কি জীবনেও প্রয়োজন নাই। দেৰী কৈকেয়ী এইরূপ কঠোর কথা ওষ্ঠের বাহির

করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিলেন। ক্রোধান্ধকার তাহার মুখশ্রীকে আক্রমণ করিল, দেহে আভরণ নাই, সুতরাং তৎকালে তারাশূন্য তামসী নিশায় আকাশের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

১০ম সর্গ

দশরথের অন্তঃপুরে আগমণ, ক্রোধাগারে গমন ও কৈকেীয়র দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা ও সান্ত্বনা প্রদান

অনন্তর কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় দীনভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কিয়ৎক্ষণ আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া মন্থরার নিকট মৃদুবচনে সমুদায়ই কহিলেন। তখন তাঁহার হিতকরী সুহৃৎ তাঁহার অধ্যবসায়ের বিষয় সম্যক অবগত হইয়া স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়াই যেন আনন্দিত হইল। রাজমহিষী কৈকেয়ী রোষারুণলোচনে ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্তত নিক্ষিপ্ত ছিল, তৎকালে উহা নক্ষত্রমালাসঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বেণি বন্ধন পূর্বক মলিন বসনে বলহীনা কিন্নরীর ন্যায় পতিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে

রামের অভিষেক হইবে, কৈকেয়ী ইহা জানিতে পারেন নাই, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত ধবল-জলদ-পরি -শোভিত রাহুযুক্ত অম্বর মধ্যে শশধরের ন্যায় তাঁহার কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল উহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। শুক ময়ূর ক্রৌঞ্চ ও হংস কলরব করিতেছে। বাদ্য বাদিত হইতেছে। লতাগৃহ ও চিত্রিতগৃহ সকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল শ্রেণিবদ্ধ হইয়া আছে। গজদন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীর্ঘিকা সকল অতি সুন্দর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অন্ন পানে ও মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে তিনি অনঙ্গের বশবর্তী হইয়াছিলেন। পূর্বে কৈকেয়ী ঐ সময় কোনস্থলেই থাকিতেন না এবং মহারাজও পূর্বে কখনই এইরূপ শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। ঐ অসাধু দর্শিনী যে পুত্র ভরতের রাজশ্রী অভিলাষ করিতেছেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কখন কৈকেয়ীকে দেখিতে না পাইলে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, শূন্যহৃদয়ে সেইরূপে এক প্রতীহারীকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। প্রতীহারী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল মহারাজ! রাজ্ঞী অতিশয় রোষ পরবশ হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

তখন রাজা দশরথ প্রতীহারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার চিত্ত নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখ তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরণী ভার্য্যা পাপীয়সী কৈকেয়ীকে ছিন্নলতার ন্যায় সুরলোক পরিভ্র সুরনারীর ন্যায় পরিচিত্ত-মোহন-প্রযুক্ত মায়ার ন্যায় বাগুরাবদ্ধ হরিণীর ন্যায় এবং নিষাদের বিষাক্ত বাণবিদ্ধ করেণুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার কলেবরে কর পরামর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই কামী ঐ কমললোচনা দুঃখিতা কামিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না। বল কে তোমার অবমাননা কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধুলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনাই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার প্রাণসত্তে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার ন্যায় নিপতিত রহিয়াছ? আমার অধিকারে বহুসংখ্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য আছেন। আমি উঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, বল ঐ সমস্ত বৈদ্যেরাই তাহার প্রতীকার করিবে। প্রিয়ে! তোমার প্রেমে মন উন্মত্ত হইয়া আছে। এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ? আর আপনার শরীরে

নিরর্থক ক্লেশ প্রদান করিও না। দেখ আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ। এক্ষণে বল, কোন্ নিরপরাধীকে বধ এবং কোন অপরাধীকেই বা মুক্ত করিতে হইবে? কোন্ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং কোন্ সম্পন্নকেই বা অসম্পন্ন করিতে হইবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই প্রতি রোধ করিতে সাহসী নহি। যদি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি করিব। এক্ষণে বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? আমি যে তোমার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তুমি ইহা অবশ্যই জান; সুতরাং আমা হইতে তোমার মনোরথ সফল হইবে কি না, এইরূপ আশঙ্কা কখনই করিও না। আমি নিজের সুকৃতি দ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিব। এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সুর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে, তাবৎ আমার অধিকার। দ্রাবিড় সিন্ধু সৌবীর সৌরাষ্ট্র দক্ষিণপথ অঙ্গ বঙ্গ মগধ মৎস্য কাশী ও কোসলা এই সমুদায়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশু প্রভৃতি যা কিছু পদার্থ আছে সমুদায়ই আমার। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এইরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবার আর আবশ্যক নাই। গাত্রোত্থান কর। তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল, যেমন দিবাকর স্বীয় করজালে নীহারকে বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আমিও তোমার আশঙ্কা সমূলে উন্মূলিত করিব।

১১শ সর্গ

কৈকেয়ী কর্তৃক রামের চতুর্দশবর্ষ বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা

অনন্তর কৈকেয়ী কামার্ত মহারাজ দশরথের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে সম্যক আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদানা নিদারুণ ভাবে কহিলেন, নাথ! কেহ আমাকে অবমাননা ও কেহই আমাকে তিরস্কার করেন নাই। আমি মনে মনে একটি সংকল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথ সিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ধরাসন হইতে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, সৌভাগ্য-মদ-গর্বিতে! তুমি কি জান না, যে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা জগতে আর কেহই আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমি সেই সকলের অজেয় সকলের শ্রেষ্ঠ আমার জীবনের অবলম্বন রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? যিনি এক ক্ষণের নিমিত্ত নয়নের অন্তরাল হইলে প্রাণ অস্থির হয়, কৈকেয়ি! আমি সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষা যাহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি, কৈকেয়ি! সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমার বাক্যের ন্যায়

মনও যে তোমার কার্য্য সাধনে উন্মুখ রহিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া অকপটে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর। তুমি আমার অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় প্রার্থনাভঙ্গে অণুমাত্র আশঙ্কা করিও না। আমি স্বীয় সুকৃতি দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কুচিত মনে তাহাই করিব।

রাজা দশরথ এইরূপে বচনবদ্ধ হইলে দেবী কৈকেয়ী আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হইলেন এবং হৃষ্টমনে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিয়া কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বর প্রদানে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি দশ দিক আকাশ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা গৃহদেবতা গন্ধর্ব রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণিসমুদায়ও তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন।এক জন শুদ্ধস্বভাব সত্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী ধার্মিক আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, দেবতারা তাহা শ্রবণ করুন। কৈকেয়ী স্বকার্য্যে স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ রাজা দশরথকে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে দেবাসুর সংগ্রামের বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ সময় অসুরেশ্বর শম্বর তোমার প্রাণ নাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু তোমাকে অত্যন্তই বল হীন করিয়া ফেলে। তৎকালে আমি জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া সবিশেষ যত্নসহকারে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এই কারণে তুমি আমায় বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু আমি কিছুই লই নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত,

আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্ম্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া যদি আমায় বর দান না কর, তাহা হইলে আমি আজিই এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী কামোমত্ত রাজা দশরথকে স্বসৌন্দর্য্যে বশীভূত করিয়াছিলেন। দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃগ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত পাশে বন্ধ হয়, সেইরূপ তিনি সত্য পালন করিব, বলিয়া আপনার মৃত্যু পাশে বন্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর সুধীর রাম চীর চর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বিবেশে কাল যাপন করুন। মহারাজ! আজিই ভরত নির্ব্বিঘ্নে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজিই রাম অরণ্যে প্রস্থান করিবেন এই আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট এইই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুল শীল রক্ষা কর, তপস্বীরা কহিয়া থাকেন, যে সত্য বাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

১২শ সর্গ

রামের বনবাস-প্রার্থনায় দশরথের বিলাপ ও কৈকেয়ীকে ভৎসনা

তখন দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্ষণকাল পরিতাপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তবিকই কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। পুনরায় সংজ্ঞা লাভ হইল। কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ বাক্য তাহার মনে পড়িল। তিনি যার পর নাই সন্তপ্ত এবং ব্যাঘ্রী দর্শনে মৃগের ন্যায় ব্যথিত ও দীন ভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন। তৎপরে মন্ত্রবলে যন্ত্রমণ্ডল-নিরুদ্ধ মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় সামচিত্তে 'হা ধিক' এই বলিয়া শোক ভরে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বহুক্ষণের পর চেতনা পাইয়া দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন তোষাবিষ্ট মনে কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশারিণি! কুলনাশিনি! পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছেন এবং আমিই বা এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি। রাম জননীর ন্যায় তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি কারণে তাঁহার সর্বনাশের উপক্রম করিতেছ। হা! আমি আত্মনাশার্থ না জানিয়াই তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীয় ন্যায় তোমায় গৃহে আনিয়াছিলাম। যখন সমুদায় লোক রামের গুণে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আমি কোন্ অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। আমি,

কৌশল্যা সুমিত্রা ও রাজ সকলকেই ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জীবনধন পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই পারি না। হা! তাঁহাকে দেখিলে আমার মন প্রসন্ন হয়, কিন্তু তিনি চক্ষের অন্তরাল হইলে আর আমার জ্ঞান থাকে না। সু-বিরহে লোক সকল থাকিতে পারে, সলিল ব্যতিরেকেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। অতএব তুমি এখনই এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নিদারুণ বিষয় মনে আর আনিও না।

পাপয়সি! আমি ভরতকে ভাল বাসি কিনা তুমি কখন কখন ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, কর, তাহাতে রামের প্রতি হে সঙ্কোচ হইবে না, কিন্তু শ্রীমান্ রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সকলের অপেক্ষা রামই ধার্মিক, পূর্বে তুমি যে এইরূপ কহিতে; বোধ হয় ইহা আমার মনোরঞ্জনার্থই হইবে। নতুবা তুমি রামের রাজ্যাভিষেক সংবাদে শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও এইরূপ সন্তপ্ত করিতে না। অথবা বোধ হয় তোমাতে ভূতাবেশ হইয়াছে, তুমি ভুবেশে বিবশ হইয়াই এইরূপ কহিতেছ, সেইরূপ না হইলে কখনই তোমার মনের এই প্রকার ভাবান্তর হইত না।

দেবি! তুমি পূর্বে আমার কোনরূপ অন্যায় আচরণ কি অপকার কিছুই কর নাই, এই নিমিত্ত বিশেষ কারণ ভিন্ন তোমার চিত্তের যে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। ইক্ষাকুবংশে জ্যেষ্ঠাতিক্রমরূপ দুর্নীতি এই সর্বপ্রথম উপস্থিত হইতেছে, এই বিষয়ে তোমার বিকৃত বুদ্ধিই কারণ। তুমি অনেক বার আমাকে কহিয়াছ যে, আমি

রামকে ভরতের সহিত অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকি, এক্ষণে সেই ধর্ম্মশীল যশস্বী রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস কিরূপে অভিলাষ করিতেছ। তিনি অত্যন্ত সুকুমার, নিদারুণ অরণ্য কিরূপে তাহার যোগ্য হইতে পারে। লোকভিরাম রাম সর্বদাই তোমার সেবা করিয়া করিয়া থাকেন, বল দেখি, তুমি কি বলিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইবে। রাম তোমার পুত্র ভরত হইতে অধিকগুণে তোমার শুশ্রূষা করেন, রাম অপেক্ষা ভরতের বিশেষ কিছুই তোমাতে লক্ষিত হয় না। তোমার সেবা সম্মান ও নির্দ্দেশ পালন রাম বিনা অধিকতররূপে আর কে করিবে। বহুসংখ্য স্ত্রী ও বহুসংখ্য ভৃত্যের মধ্যে এক জনও তাঁহার অযশ খ্যাপন করিতে পারে না। তিনি নির্ম্মল মনে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রিয়কার্য্যে দেশবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তিনি সত্যব্যবহারে সকল লোককে, দানে ব্রাহ্মণগণকে, সেবায় গুরুজনদিগকে এবং শাসনে শত্রুগণকে আয়ত্ত করিয়াছেন। সত্য, তপ, মিত্রতা, বিশুদ্ধাচার, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সমস্ত গুণ রামে বিদ্যমান আছে। দেবি! সেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী অমরপ্রভাব রামের এইরূপ বনবাসদুঃখ কিরূপে প্রার্থনা করিতেছ। যিনি প্রিয়বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ স্মরণ হইলেও কষ্ট বোধ হয়, এক্ষণে তোমার অনুরোধে তাঁহাকে কি প্রকারে এই নিদারুণ কথা কহিব। যিনি অহিংস্রক, ক্ষমার আধার, ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, হা! সেই রাম বিনা আমার আর কি গতি আছে। কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমার চরম কাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায়

দীনভাবে তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে দয়া কর। এই সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সমুদায়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি করজোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরপরাধকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় অধর্ম, সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্চ্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্নিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও স্বভাবা কৈকেয়ী কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! বর দান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় পরিতাপই করিতে হইল, তবে তুমি পৃথিবীতে আপনার ধার্মিকতা কি প্রকারে প্রচার করিবে। যখন রাজর্ষিগণ তোমার সহিত সমবেত হইয়া আমার এই বর দানের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগের প্রশ্নে কিরূপ প্রত্যুত্তর দিবে? আমি যাহার প্রসঙ্গে জীবন পাইয়াছি, যে আমাকে নানা প্রকারে পরিচর্য্যা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তা পূর্ণ করিতে পারি নাই, এই কথাই কি বলিবে? মহারাজ! তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়া পুনর্বার অন্য প্রকার কহিতেছ, তোমার এই দোষে বংশের সকল রাজারই অযশ হইবে। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়াই শ্যেন ও কপোতকে আপনার মাংস প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা অলর্ক কোন অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষু দিয়া উৎকৃষ্ট

গতি লাভ করেন, স্রোতস্বতীপতি সমুদ্র অদ্যাপি বেলা ভূমি লঙ্ঘন করেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দর্শন কর, কিছুতেই আপনার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিও না। নরনাথ! দেখিতেছি, তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, তুমি ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত নিরন্তর বিহারের বাসনা করিতেছ। সুতরাং আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্মই হউক এবং তুমি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, তাহা হইলে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজিই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমায় এক দিনের নিমিত্তও কৌশল্যার সম্মান দেখিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়। আমি প্রাণাধিক ভরতকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতিরেকে কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কহিয়া ভূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন । তিনি মহীপালের বিলাপে কর্ণপাতও করিলেন না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এই দুঃখশোকজনক বজ্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মন অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল কৈকেয়ীর সহিত বাক্যালাপ করিলেন না এবং মনে মনে তাহার এই আশয় ও আপনার শপথের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হা রাম! এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ

সময় তাঁহাকে বিকৃত চিত্ত উন্মত্তের ন্যায় বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি দীনমনে করুণবচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৈকেয়! বল তোমাকে কে এই অসৎ বিষয় সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল? ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমায় এইরূপ কহিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? তোমার স্বভাব যে এইরূপ দূষিত, পূর্ব্বে আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই, এখন ৰস্তুতই বিপরীতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বল, তুমি আমার নিকট কেন এই নিদারুণ বর প্রার্থনা করিতেছ, কি কারণেই বা রাম হইতে তোমার এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি প্রজাবর্গের, ভরতের ও আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি ক্ষান্ত হও। বৃথা কথা লইয়া আর আন্দোলন করিও না।

নৃশংসে! আমি ও রাম আমরা উভয়ে কি অপরাধ করিয়াছি? তোমায় দুঃখ দিবার নিমিত্তই বা কি মন্ত্রণা করিতেছি? দেখ, তোমার এই সংকল্প সিদ্ধ হইবার নহে; আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি, তিনি যে রামকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন, কিছুতেই ইহা সম্ভব হয় না। হা! যখন রামকে কহিব, বৎস! আমি তোমায় বনবাস দিলাম, আমার এই কথা শুনিয়া রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি তৎকালে কিরূপে তাহা চক্ষে দেখিব। আমি এই মাত্র মিত্রগণের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের কথা স্থির করিয়া আইলাম, এখন পরাভূত সেনার ন্যায় কিরূপে তাহার প্রত্যাহার দর্শন করিব। আমি

অনুরোধে এইরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিলে মহীপালগণ দিক দিগন্ত হইতে আগমন করিয়া নিশ্চয়ই কহিবেন যে, এই ইক্ষ্বাকুতনয় রাজা অতিশয় বালক, ইনি কেন এতকাল রাজ্য পালন করিলেন? যখন শাস্ত্রজ্ঞ গুণবান্ বৃদ্ধবর্গ আসিয়া আমাকে রামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কিরূপে কহিব যে, কৈকেয়ীর যন্ত্রণায় তাঁহাকে বনবাস দিয়াছি। যদি এই সত্য কথাও ব্যক্ত করি, তথা ইহা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইবে না।

হা! রামের এই দশা ঘটিলে কৌশল্যা আমায় কি বলবেন? আমিই বা এই প্রকার অপকার করিয়া তাঁহাকে কি কহিব! তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায় রহস্যকথায় সখীর ন্যায় ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায় হিতোপদেশদানে ভগিনীর ন্যায় এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমার অনুবৃতি করেন। সেই প্রিয়বাদিনী রমণী নিরন্তর আমার শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত তাহাকে সম্মান করি নাই। আমি এতদিন যে তোমার ছন্দানুবর্তন করিতাম, অপথ্যব্যঞ্জনসম্পন্ন অন্ন যেমন আতুর ব্যক্তিকে পীড়া দিয়া থাকে, সেইরূপ আমাকেও পীড়া দিতেছে। দেবী সুমিত্রা রামের রাজ্যশ ও বনবাস দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইবেন। তিনি আর আমায় বিশ্বাস করিবেন না।

হা! বধূ জানকীকে আমার মরণ ও রামের নির্বাসন এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে। তিনি হিমাচলে কিন্নরবিরহিত কিন্নরীর ন্যায় শোকে শোকে জীবন ত্যাগ করিবেন। যখন আমি জানকীকে অশ্রুজল মোচন ও রামকে অরণ্যে গমন করিতে দেখি, তখন আর আমায় বড় অধিক দিন

প্রাণ ধারণ করিতে হইবে না, সুতরাং তুমি বিধবা হইয়া ভরতের সহিত রাজ্য পালন করিবে। লোকে দৃষ্টিপ্রিয়া মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ করে, সেইরূপ আমি বাহ্য ব্যাপারে এতকাল তোমাকে সতী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে ব্যবহারে অসতী বলিয়া জানিলাম। তুমি বৃথা কথায় আমার তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ, ব্যাধ যেমন, সঙ্গীতস্বরে মৃগকে মোহিত করিয়া বধ করে, তোমার এই কার্য্য তদ্রূপই হইল। আমি পুত্রের বিনিময়ে স্ত্রীসুখ ক্রয় করিলাম, অতঃপর ভদ্র লোকে সুরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন।

হা কি কষ্ট! বরদান অঙ্গীকার করিয়া আমায় এইরূপ কথা সহ্য করিতে এবং জন্মান্তরীণ অশুভ ফলের ন্যায় দুর্নিবার দুঃখও অনুভব করিতে হইল! কৈকেয়ি! আমি অতি নরাধম, কণ্ঠলগ্ন উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় তোমাকে মোহ বশতই বহুকাল পালন করিয়াছি। তোমাকে লইয়া কতই আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, এত দিন তাহা জানিতে পারি নাই, বালক যেমন নির্জ্জনে কালসর্পকে স্বহস্তে স্পর্শ করে, ভাগ্যে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। আমি অতি দুরাত্মা, আমি এমন মহাত্মা পুত্রকে পিতৃহীন করিলাম! লোকে এই বিষয়ের নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, রাজা দশরথ অতি কামুক ও মূর্খ, তিনি স্ত্রীর অনুরোধে পুত্রকে বনবাস দিলেন। হা! বৎস রাম বাল্যাবধি বেদ ব্রহ্মচর্য্য ও আচার্য্য এই তিনের অনুবৃত্তি করিয়া কৃশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও আবার কি বনবাস

ক্লেশ সহ্য করিবেন? তিনি আমার কথায় দ্বিরুক্তি করেন না, বন গমনে আদেশ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহা আমার পক্ষে উত্তমই হয়, কিন্তু কদাচই করিবেন না। রাম বনে গমন করিলে এই দুঃসহচরিত্র সকলের ধিক্কৃত পামরকে মৃত্যু নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন। কৈকেয়! আমি লোকান্তরিত ও রাম নির্বাসিত হইলে আর যাঁহারা আমার প্রিয় জন থাকিবেন, জানি না তুমি তাঁহাদিগের কিরূপ দুর্দশা করিবে। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা আমাদিগের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার দেহান্তেই লোকান্তর দর্শন করিবেন। পাপীয়সি! তুমি এখন কৌশল্যা সুমিত্রা রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ও আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হও। এই ইক্ষ্বাকু কুল কোনরূপেই আকুল হইবার নহে, কিন্তু কালসহকারে তাহাই ঘটিল; ইহার সহিত রাম ও আমার সম্পর্ক শূন্য হইয়া গেল, এক্ষণে তুমি এই বংশ স্বয়ংই পালন কর। রামের নির্বাসন যদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সে যেন আমার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই অনুষ্ঠান না করে।

কৈকেয়ি! তুমি যখন দুর্দৈববশত আমার আলয়ে বাস করিতেছ, তখন আমাকে অকীর্ত্তি পরাভব এবং পাপীর ন্যায় সকলের অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইবে। হা! বৎস রাম হস্তী অশ্ব রথে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে মহারণ্যে কিরূপে পাদচারে সঞ্চরণ করিবেন। যাঁহার ভোজন বেলা উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্বাগ্রে ব্যর্থ হইয়া প্রসন্নমনে পান ভোজন প্রস্তুত করে, তিনি এক্ষণে বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল

ভক্ষণ করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবেন। রাম জন্মাবধি দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; তিনি সকল সময়েই মহামুল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, এক্ষণে কষায় বস্ত্র কিরূপে ধারণ করিবেন। রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন, জানি না তুমি কোন্ নিষ্ঠুর হইতে এই নিদারুণ উপদেশ পাইয়াছ। স্ত্রীলোক অতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে ধিক্। না, আমি স্ত্রী জাতিকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, কেবল ভরত-জননী কৈকেয়ীকেই এইরূপ কহিলাম।

নৃশংশে! বিধাতা কি আমায় যন্ত্রণা দিবার নিমিত্তই তোমার মন এইরূপে নির্মাণ করিয়াছেন। তুমি আমায় ও হিতকারী রমের কি অপরাধ দেখিতেছ? রামের দুঃখ দেখিলেই সমুদায় জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে; পিতা পুত্রকে এবং প্রণয়িণী ভার্য্যা পতিকে পরিত্যাগ করিবেন। হা! আমি যখন সেই দেবকুমারের ন্যায় সুরূপ রামকে বেশে আমার নিকট আসিতে শুনি, তখন যেন চাক্ষুষ দর্শনের আনন্দ পাই এবং তাঁহাকে দেখিলে এই বৃদ্ধ দশায়ও যুবার ন্যায় সজীবতা লাভ করিয়া থাকি। সূর্য্য বিরহে লোকের অবস্থান সম্ভব, মেঘ ব্যতিরেকেও সকলে তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, রামকে বনে প্রস্থান করিতে দেখিলে কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। কৈকেয়ি! তুমি অহিতকারী শত্রু হইয়া আমার বিনাশ কামনা করিতেছ। আমি আপনার মৃত্যুর ন্যায় তোমাকে নিজগৃহে স্থান প্রদান করিয়া তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় এতদিন ক্রোড়ে রাখিয়াছিলাম, সেই কারণেই এক কালে উৎসন্ন হইতেছি। এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ ও আমার সংশ্রব শূন্য হইয়া

ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্য শাসন করুন এবং তুমিও পতিপুত্র বিনাশ করিয়া আমার শক্তবর্গের আনন্দ বন্ধন কর। তুমি অতি নিষ্ঠুর, আমার এই চরম দশাতেও পুত্র বিচ্ছেদ যাতনা প্রদান করিতেছ। আজি যখন তুমি পতি পত্নী-ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই দারুণ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করিলে, তখন তোমার দন্ত সহস্রধা চূর্ণ হইয়া কেন ভূতলে নিপতিত হইল না। রাম তোমার প্রতি কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিষ্ঠুর কথা ওষ্ঠে আনিতে জানেন না, সুতরাং কি প্রকারে তাহার বনবাস প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষণে তুমি ক্লেশই পাও, ভূগর্ভেই লীন হও, অগ্নি প্রবেশ বা বিষ পানই কর, তোমার এই অনিষ্টকর কঠিন অনুরোধ কখনই রক্ষা করিব না। তুমি খুরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ, বৃথা প্রিয় কথায় লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার কার্য্য, তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ মন সমুদায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ; প্রার্থনা করি, তুমি এখনই কালগ্রাসে পতিত হও।

হা! সুখের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবনেই সংশয় উপস্থিত; আত্মজ ব্যতীত আত্মজ্ঞদিগের সুখ সম্ভবই নহে। দেবি! তুমি আমার অহিচরণ করিও না, আমি তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও।

কৈকেয়ী চরণ প্রসারণ পূর্বক উপবেশন করিয়াছিলেন; দশরথ যেমন তাহা স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন, তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন।

১৩শ সর্গ

দশরথের অনুশোচনা ও কৈকেয়ীকে নিন্দা

ভোগাবসানে দেবলোক-পরিভ্রষ্ট রাজা যযাতির ন্যায় দশরথ হতচেতন হইয়া ধরাশনে শয়ন করিয়া আছেন, তদৃষ্টে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন পূর্বক নির্ভয়ে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, এক্ষণে বল কি কারণে আমায় বর দান করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ।

মহীপাল দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, কৈকেয়! তুমি অতি নীচাশয়, এক্ষণে রাম বনে গমন এবং আমি লোকলীলা সম্বরণ করিলে তুমি পূর্ণ-কাম হইয়া সুখী হও। হা! আমি দেহান্তে স্বর্গে আরোহণ করিলে সুরগণ যখন আমাকে রামের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব; তাঁহারা রামের বনবাসের কথা শুনিয়া অবশ্যই ভৎসনা করিবেন তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব? আমি কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ রামকে নির্বাসিত করিয়াছি, যদি এই কথা কহি, কেহই বিশ্বাস করিবেন না। দেখ আমি নিঃসন্তান ছিলাম, অতিযত্নে রামকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে বল কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। রাম মহাবীর কৃতবিদ্য ক্ষমাশীল ও শান্ত-প্রকৃতি, আমি সেই পদ্মপলাশলোচনকে কিরূপে বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দীবরাশ্যাম রামকে কোন প্রাণে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিব। তিনি কখনই দুঃখের মুখ অবলোকন

করেন নাই, জন্মাবধিই ভোগসুখে কাল হরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার দুর্দশা দর্শন করিব। অতঃপর তাঁহাকে কোন ক্লেশ না দিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সুখী হই। কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে আমার প্রিয়তম রামের অপকার চেষ্টা করিতেছ। যদি সত্যই রামকে বনবাস দিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রৈণ অপবাদ আমার চিরসঞ্চিত যশ নিশ্চয় বিলুপ্ত করিবে।

রাজা দশরথ এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সেই শশাঙ্ক-লাঞ্ছিত শর্বরী দুঃখার্ত রাজাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, তাঁহার শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, অয়ি নক্ষত্রমালিনি রজনি! প্রভাত হইও না, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, কৃপা কর। অথবা শীঘ্রই প্রভাত হও, প্রাতে রামের বনগমন ও আমার মৃত্যু হইলে, যাহার নিমিত্ত আমায় এত দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে, সেই নির্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীকে আর দেখিতে হইবে না!

দশরথ শর্বরীকে এই রূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে কহিলেন দেবি! দেখ, আমি ধন প্রাণ সমুদায়ই তোমায় অর্পণ করিয়াছি। আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতি দীন, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও। প্রিয়ে! আমি যে রাজা, রাজা বলিয়াও কি তোমার দয়া হইবে না। আমি অতি দুঃখেই কার্য্যকার্য্য বিবেকশূন্য হইয়া তোমার প্রতি কটুক্তি করিয়াছি। সরলে! প্রসন্ন

হও; ভাল, আমার রাম তোমারই প্রদত্ত রাজ্যসম্পদ লাভ করুন; ইহাতে জগতে তোমারই যশ হইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বশিষ্ঠাদি গুরুজনেরও প্রীতিকর হইবে।

বলিতে বলিতে রাজা দশরথের নেত্রযুগল অশ্রু-পূর্ণ ও তাম্র বর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেও কৈকেয়ী কর্ণপাত করিলেন না। প্রত্যুত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকুল বাক্যে বারংবার রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন, ব্যথিতহৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রজনীও অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বৈতালিকেরা স্তুতিগান দ্বারা তাঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি দুঃখাবেগে, উহা অসহ্য বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন ।

১৪শ সর্গ

সুমন্ত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ ও দশরথ কর্তৃক সুমন্ত্রের প্রতি রামকে আনিবার আদেশ

অনন্তর কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পুত্রবিয়োগশোকে ভূতলে মুমুর্ষূর ন্যায় বিকৃত ভাবে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ ! তুমি কি নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া পাপীর ন্যায় বিষণ্নভাবে শয়ান রহিয়াছ? নিজের মর্য্যাদা পালন করা তোমার কর্তব্য। ধার্মিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমিও সেই সত্য পালনের উদ্দেশেই বর দান বিষয়ে তোমায়

উৎসাহিত করিতেছি। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বন্ধ হইয়া শ্যেন পক্ষীকে আপনার দেহ অর্পণ পূর্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন। তেজস্বী রাজা অলক প্রার্থিত হইয়া কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসঙ্কুচিত মনে আপনার নেত্র উৎপাটন পূর্বক দান করিয়াছিলেন। মহাসাগর সাধ্য সত্ত্বে কেবল সত্যানুরোধে পর্বকালেও তীরভূমি অতিক্রম করেন না। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবেই পরম পদ লাভ হয়। অতএব তোমার যদি ধর্মে কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুবৃত্তি কর। তুমি যে বরদান অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা যেন নিষ্ফল না হয়। আমি তোমার ধর্মের ফলসিদ্ধি উদ্দেশ করিয়াই কহিতেছি, বার বার কহিতেছি, তুমি রামকে নির্বাসিত কর। যদি তুমি ইহা না কর, আমি এই উপেক্ষা-দোষে তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কহিলে রাজা দশরথ বামনের বলে বলীর ন্যায় কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি যুগচক্রের মধ্যবর্তী ধুর কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কথঞ্চিৎ মনের আবেগ সংবরণ করিয়া অস্পষ্ট দর্শনে যেন কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই কহিতে লাগিলেন, পাপীয়সি! আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রসংস্কার পূর্বক তোর পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলাম, এক্ষণে তোকে ও আমার ঔরসজাত পুত্র তোর ভরতকেও পরিত্যাগ করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে। গুরুজনেরা সূর্য্যোদয় হইলেই রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই ত্বরা দিবেন। তৎকালে আমি কিছুতেই

তোর কথা শুনিব না। তোকে অবমাননা করিব ও রামকে রাজ্য দিব। যদি তুই গুরুলোকদিগকে অবহেলা করিয়া আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে না দিস, তবে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি মরিলে রামই অভিষেকের সমস্ত উপকরণ লইয়া আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবেন। এই বিষয়ে ভারত ও তোর কিছুতেই অধিকার থাকিবে না। অধিক আর কি কহিব, আমি রামের যে মুখ একবার প্রফুল্ল দেখিয়াছি, আজ কোনমতেই তাহা মলিন ও ম্লান দেখিতে পারিব না।

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কিপ্রকার কথা কহিতেছ? শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার শত্রু দূর না করিয়া এখান হইতে এক পদও যাইতে পারিবে না।

তখন অশ্ব যেমন কশাহত হইয়া আরোহীর বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ বলিয়া হতজ্ঞান হইয়াছি; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর, আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে দেখিয়া লইব।

এদিকে দিবাকর উদিত এবং শুভ নক্ষত্র ও মুহুর্ত উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অভিষেকের সামগ্রী সংভার গ্রহণ পূর্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার পথ সকল

সলিলসিক্ত ও পরিস্কৃত হইয়াছে। আপণ সকল পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। চতুর্দিকে পতাকা উড্ডীন হইতেছে। চন্দন অগুরু ও ধূপের গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে। সর্বত্রই মহোৎসব, সকলেই আহ্লাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে উৎসুক। বশিষ্ঠ সেই পুরন্দর-পুর-প্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতেছে। পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাসকল সমবেত হইয়াছে এবং যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনসম্মর্দ্দ ভেদ করিয়া প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রিয়দর্শন সারথি সুমন্ত্র নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর এবং তাঁহাকে গিয়া বল, সাগরজলে এবং গঙ্গাসলিলে সুবর্ণময় কলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ঔদুম্বর পাঠ, সর্ব প্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সর্বাঙ্গসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত মাতঙ্গ, অশ্ব-চতুষ্টয়-যুক্ত রথ, খড়্গ, উৎকৃষ্ট ধনু, মনুষ্যবাহ্য যান, শ্বেত ছত্র, শ্বেত চামর, সুবর্ণের ভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়সম্পন্ন মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ, হুতাশন, সকল প্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, ধেনু ও নানা প্রকার পবিত্র মৃগ পক্ষী আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোক এবং ভৃত্যবর্গের সহিত বণিকেরা আসিয়াছেন। ইহাঁরা ও অন্যান্য অনেকেই নানা দেশের নৃপতিগণের সহিত

রামের অভিষেক দর্শনার্থ প্রীতমনে অবস্থান করিতেছেন। অতএব যাহাতে এই পুষ্যা নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়, তুমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে মহারাজ দশরথকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বল।

তখন মহাবল সুমন্ত্র মহর্ষির আদেশে মহীপাল দশরথের বাসগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরের সর্বত্রই তাঁহার অবারিতদ্বার ছিল; সুতরাং তৎকালে দ্বারপালগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহীপাল দশরথের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সুমন্ত্র অগ্রে তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি পূর্ববৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। সূর্য্যোদয়কালে সমুদ্র যেমন উষারাগ-রঞ্জিত সলিলে সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এক্ষণে আপনি প্রীতমনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। পূর্বে দেবসারথি মাতলি প্রত্যুষ সময়েই ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, দেবরাজ তাঁহার স্তুতিবাদে উৎসাহিত হইয়া দানবগণকে পরাজয় করেন; সেইরূপ আমিও আপনাকে স্তব করিতেছি। যেমন সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা, সকলের প্রভু স্বয়ম্ভুকে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোধিত করিতেছি। যেমন চন্দ্রসূর্য্য উদয়াস্তকালে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও অদ্য আপনাকে বোধিত করিতেছি। মহারাজ! এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন। অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক মহোৎসব; আপনি বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ ধারণ পূর্বক উজ্জ্বল কলেবরে

সুমেরু পর্বত হইতে দিবাকরের ন্যায় গাত্রোত্থান করুন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের লোক সকল এবং বণিকেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছেন। বশিষ্ঠদেব বিপ্রবর্গের সহিত দ্বারে উপস্থিত। এক্ষণে আপনি অবিলম্বে রামের, রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করুন। মহারাজ! যে রাজ্যে রাজা নাই, তাহা রক্ষকবিরহিত পশুর ন্যায় নায়কশূন্য সেনার ন্যায় এবং বৃষবিযুক্ত ধেনুর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়া থাকে।

মন্ত্রী সুমন্ত্র এইরূপ শান্ত ও সুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশরথ পুনর্বার শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দমনে আরক্তলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তোমার এই স্তুতিবাদ আমায় অধিকতর মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

সহসা রাজা দশরথের মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে ঘন বিষাদে আবৃত ও বাক্যপ্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেক-হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিতমনে রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ভিন্ন এক্ষণে আমি কি রূপে গমন করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ, বাক্য শ্রবণ, করিয়া কহিলেন, সূতনন্দন! আমি প্রিয়দর্শন রামকে দেখিবার বাসনা করিয়াছি, তুমি সত্বর তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রামের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বোধ করিয়া হৃষ্টমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে কৈকেয়ী পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি রাজকুমারকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে বারংবার এই রূপ কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, বুঝি দেবী রাজকুমারের অভিষেক-মহোৎসব দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াই ত্বরা দিতেছেন। এক্ষণে মহারাজও বোধ হয় জাগরণ-ক্লেশে বহির্দেশে আর আসিবেন না। সুমন্ত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রান্তর্বর্তী হ্রদের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন।

১৫শ সর্গ

সুমন্ত্র কর্তৃক রামকে দশরথের বার্তা জ্ঞাপন

বদপারগ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রী সৈনাধ্যক্ষ বণিক ও রাজ পুরোহিত বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে দ্বারে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহারা পুষ্যা নক্ষত্র এবং রামের জন্মকাল কর্কট লগ্ন লাভ করিয়া অভিষেকের সমুদায় উপকরণ আনয়ন করিয়াছেন। অলঙ্কৃত পীঠ, ব্যাঘ চর্মের আস্তরণযুক্ত রথ, গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য নদী হ্রদ কুপ সরোবর ও সমুদ্রের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, পরম সুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, বট পল্লব-শোভিত কমলদল-সমলত বারিপূর্ণ সুবর্ণ ও

রজত নির্ম্মিত কুম্ভ, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল রত্নদণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, বাদ্য, বন্দী এবং সূর্য্যবংশীয়দিগের অভিষেকার্থ যে সমস্ত বস্তু আহৃত হইয়া থাকে, রাজার আদেশে সমুদায়ই তাঁহারা আনয়ন করিয়াছেন। তৎকালে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ মহীপালের সন্দর্শন না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে রাজা দশরথকে কে আমাদিগের আগমন সংবাদ নিবেদন করিবে। দিবাকর গগনে উদিত হইয়াছেন। রামের অভিষেক সামগ্রীও প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজসারথি সুমন্ত্র তথায় আগমন করিলেন, কহিলেন, আমি রাজার নিয়োগে রাজকুমার রামকে আনয়ন করিতে চলিয়াছি। কিন্তু আপনারা মহারাজ ও রাম উভয়েরই পূজমীয়, সুতরাং আপনাদিগের হইয়া আমিই মুখশয়ন প্রশ্ন পূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তিনি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না।

বৃদ্ধ সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বেচ্ছানুসারে রাজা দশরথের শয়ন গৃহে গমন পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্র সূর্য্য শিব বৈশ্রবণ বরুণ হুতাশন ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয় প্রদান করুন। এক্ষণে রজনী অতিক্রান্ত এবং শুভ দিনও সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ সেনাপতি

ও বণিকেরা দ্বারদেশে আপনার দর্শনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন।

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! রামকে এই স্থানে আনিবার নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি; তুমি শীঘ্র যাও, গিয়া রামকে আনয়ন কর।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে পথিমধ্যে সকলের মুখে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথা শুনিতে পাইলেন। ক্রমশঃ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, রাজকুমার রামের প্রাসাদ কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার দ্বারদেশে অতি বিশাল দুই কপাট লম্বমান, চতুর্দিকে শত শত বেদি প্রস্তুত, এবং শিখরে বহুসংখ্য কাঞ্চনময়ী প্রতিমা রহিয়াছে। উহার তোরণ সমুদায় প্রবাল নির্মিত ও মণি মুক্তা খচিত এবং বর্ণ শারদীয় জলদের ন্যায় শুভ্র। ঐ প্রাসাদের সর্বত্রই সুবর্ণের কুসুমমালা মধ্যমণিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া লম্বিত রহিয়াছে, স্বর্ণাদি ধাতুনির্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও শিল্পিগণের সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে খচিত আছে এবং ইতস্ততঃ সারস ও ময়ূরগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। ঐ প্রাসাদ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, চন্দ্রসূর্য্যে ন্যায় উজ্জ্বল ও অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য। উহাতে

দৃষ্টিপাত মাত্রই মনও চক্ষু প্রলোভিত হয়, প্রবেশ মাত্রেই অগুরু ও চন্দনের গন্ধ উন্মত্ত করিয়া তুলে।

সুমন্ত্র সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, ঐ প্রাসাদের দ্বারে জনপদবাসী প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্ধ্বমুখে রামাভিষেক দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্রমশঃ তিনি রথ লইয়া সেই জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত ও পুরবাসীগণের মন পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কন্টকিত কলেবরে তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন এবং রামের বশবর্তী বহুসংখ্য ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া অপ্রতিহতগমনে রত্নাকর মধ্যে মকরের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই হৃষ্টমনে রামের রাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল, তদ্দর্শনে সুমন্ত্র যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তিনি গমনকালে কোন স্থলে দেখিলেন রামের প্রিয় অমাত্যেরা অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থলে অশ্ব ও রথ সুসজ্জিত আছে। কোন স্থলে বা রামের গমনাগমনের নিমিত্ত শত্রুঞ্জয় নামে এক মহাকায় মত্ত মাতঙ্গ জলদ-জাল-জড়িত পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। সুমন্ত্র ক্রমশঃ এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিলেন।

১৬শ সর্গ

সুমন্ত্রের সহিত স্বর্ণরথে লক্ষ্মণানুটর রামের পিতৃভবনে গমন

অনন্তর রাজমন্ত্রী রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় লোকের কিছুমাত্র কোলাহল নাই; কেবল কুণ্ডলধারী যুবকেরা প্রাস ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে প্রহরীর কার্য্য সমাধান করিতেছে এবং কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রী কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া বেত্রহস্তে দ্বারে উপবিষ্ট আছে। এই সমস্ত দ্বাররক্ষক সুমন্ত্রকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থাথান করিল। তখন সুমন্ত্র বিনীতহৃদয়ে তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা গিয়া শীঘ্র রাজকুমারকে আমার আগমন সংবাদ দেও। দ্বারপালগণ তাঁহার আদেশ পাইয়া যে স্থানে রাম জনকীর সহিত উপবেশন করিয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল যুবরাজ! সুমন্ত্র আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। রাম পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী সুমন্ত্র আসিয়াছেন শুনিয়া পিতারই হিতাভিলাষে তাঁহাকে গৃহ প্রবেশে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুমন্ত্র গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাম উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক উত্তরচ্ছদমণ্ডিত সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কলেবর বরাহধিরাকার সুগন্ধি রক্ত চন্দনে রঞ্জিত। দেবী জানকী চামহস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন; বোধ হইতেছে যেন চিত্রার সহিত ভগবান শশাঙ্ক মিলিত হইয়াছেন। তখন বিনীত সুমন্ত্র মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজঃ প্রদীপ্ত রামের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে বিহারাসনে আসীন ও প্রসন্ন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যুবরাজ! রাজা

দশরথ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন অতএব অনতিবিলম্বে তথায় গমন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে।

রাম হৃষ্টমনে সুমন্ত্রের বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত পিতা দেবী কৈকেয়ীর সহিত সমাগত হইয়া আমারই অভিষেকের পরামর্শ করিতেছেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণলোচনা কৈকেয়ী নিরন্তর মহারাজের শুভ কামনা করিয়া থাকেন। রাজা আমায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি প্রফুল্লমনে আমারই নিমিত্ত তাহাকে ত্বরা দিতেছেন। ভাগ্যগুণেই তাঁহারা এই মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়াছেন। মন্ত্রী আমারই হিলভিলাষ পরতন্ত্র। অন্তঃপুরে সভা যেরূপ দূতও তাহার অনুরূপ আসিয়াছেন। পিতা নিশ্চয়ই আজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব তুমি সহচরীদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে অবস্থান কর, আমি গিয়া শীঘ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসি।

রাম পরম সমাদরে এইরূপ কহিলে জনকদুহিতা সীতা মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিলেন, কহিলেন নাথ! যেমন ব্রহ্মা সুররাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ মহারাজ্য প্রদান করুন। তুমি দীক্ষিত ও ব্রত পরায়ণ হইয়া মৃগ চর্ম্ম ও কুরঙ্গ শৃঙ্গ ধারণ করিবে, আমি এক্ষণে তাহাই দর্শন করিব। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পূর্বদিক যম দক্ষিণ দিক বরুণ পশ্চিম দিক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন।

জানকী এইরূপে অভিষেক মঙ্গলাচার পরিসমাপ্ত করিলে রাম তাঁহার সম্মতি লইয়া সুমন্ত্রের সহিত গিরি-দরী-বিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দ্বারদেশে বিনীত লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তৎপরে দেখিলেন মধ্যপ্রকোষ্ঠে তাঁহারই সুহৃদেরা একত্র সমবেত হইয়া আছেন। অনন্তর তিনি অর্থীদিগকে সবিশেষ সমাদর করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মসম্বৃত রজতনির্মিত মণিকাঞ্চনমণ্ডিত রথে আরোহণ করিলেন। করি শাবকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বযান বায়ুবেগে ধাবমান হইল। মেঘের ন্যায় রথের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। পথে একদৃষ্টে সকলেই উহার প্রতি চাহিয়া রহিল। রাম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া বহির্গত হইলেন। বোধ হইল যেন চন্দ্র জলদপটল ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ বিচিত্র চামরহস্তে রথপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বহু সংখ্য পর্বকার হস্তী ও অন্ধ ব্লামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনচর্চিতকলেবর বীর পুরুষেরা অসি চর্ম্ম ও বর্ম ধারণ পূর্বক অর্থে অগ্রে ধাবমান হইল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। নানা প্রকার বাধ্বনি ও বন্দির্গের স্তুতিবাদ গগণ ভেদ করিয়া উথিত হইল। সর্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ পূর্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ হর্মে ও কেহ কেহ নিয়ে অবস্থান পূর্বক রামের তুষ্টি সম্পাদনার্থ কহিতে লাগিল, আজ রাজমহিষী কৌশল্যা রামকে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণে নির্গত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত

হইতেছেন। রামের হৃদয়হারিণী সীতা সকল সীমন্তিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অতি কঠোর তপঃসাধন করিয়াছিলেন, নতুবা চন্দ্রের প্রণয়িনী মোহিণীর ন্যায় কদাচই ইহার সহচারিণী হইতেন না। রাজকুমার রাম চতুর্দিকে এইরূপ শ্রুতিসুখকর মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

একস্থলে বহুসংখ্য লোক একত্র হইয়া পরস্পর কহিতেছিল, এই রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজ লাভার্থ পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হইবে। ইনি যে এক কালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন প্রজাবর্গের ইহাই পরম লাভ; ইহার রাজ্যকালে কাহাকেই কখন কোন রূপ অশুভ দর্শন করিতে হইবে না।

রাম সকলের মুখে স্বসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ এবং সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ গ্রহণ পূর্বক পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

১৭শ সর্গ

রাজপথে সমাগত জনসমূহের মুখে প্রশংসা-শ্রবণ ও দশরথ সমীপে গমন

তিনি ক্রমশঃ রাজপথে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, পৌরদিগের অঙ্গনে দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ নিপতিত আছে। করী করিণী অশ্ব ও রথ রাজপথ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্বত্রই লোকারণ্য ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানাস্থানে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছে। কোথাও বা মুক্তাস্তবক ও স্ফটিক মণি রহিয়াছে। কোন স্থলে চন্দন ও উৎকৃষ্ট অগুরুর গন্ধ চতুর্দিক আমোদিত এবং পট্টবস্ত্রের বিচিত্র রচনা সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। ঐ রাজপথের পরিসর অতিবিস্তীর্ণ। উহার ইতস্ততঃ পুষ্প সকল বিকীর্ণ হইয়াছে। চতুর্দিকে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত। রাজকুমার রাম সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন এবং বহুলোকের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন! ঐ সময় তাঁহার বন্ধুবর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

তাঁহারা রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ! অদ্য তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্ব পুরুষগণের প্রবর্তিত প্রণালী অবলম্বন পূর্বক আমাদিগকে প্রতিপালন কর। তোমার পিতা ও পিতামহগণ আমাদিগকে যেরূপ সুখে রাখিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষাও অধিকতর মুখে বাস করিতে পারি। যদি আজ আমরা তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃগৃহ হইতে নির্গত দেখিতে পাই, তাহা হইলে ঐহিক ও

পারত্রিক কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর আর কিছুই নাই। রাম সুহৃদ্গণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অবিকৃতমনে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি রাজমার্গে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেও কেহ তাঁহা হইতে মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিল না। ফলতঃ যে রামকে দর্শন না করে এবং রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন সে ব্যক্তি সকলের নিন্দিত, সে আপনাকেও হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ রাম চাতুর্বর্ণের মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলকেই কৃপা করেন বলিয়া সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল।

অনন্তর তিনি চতুষ্পথ দেবালয় চৈত্য ও আয়তন সকল বাম পার্শ্বে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ জলদজালসদৃশ কৈলাসশিখরাকার ধবলবর্ণ বিমানের ন্যায় বিবিধ শৃঙ্গে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি উজ্জ্বলবেশে সেই অমরাবতীপ্রতিম সর্বোত্তম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কামুকধারী পুরুষ-রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন। তৎপরে পাদচারে আর দুইটি অতিক্রম করিয়া অনুচরগণকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান পূর্বক অন্তঃপুরে চলিলেন। তৎকালে সকলে রাজকুমারকে পিতৃসন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল এবং মহাসমুদ্র যেমন চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তাঁহার বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

১৮শ সর্গ

শোকাকুল পিতাকে দেখিয়া রামের কারণ জিজ্ঞাসা, কৈকেয়ী কর্তৃক দশরথের সত্যপাশে বদ্ধ হওয়ার কথা ও রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক কথন

রাজা দশরথ শুষ্ক মুখে ও দীন ভাবে দেবী কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ প্রসন্নমনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, রাম!--নাম গ্রহণমাত্র তাঁহার নেযুগল অপূর্ণ হইয়া, উঠিল, তিনি আর তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, রাজকুমার পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায়, নৃপতির এই অদৃষ্টপূর্ব অতিভীষণ রূপ নিরীক্ষণ পূর্বক মনে মনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন। মহীপাল দশরথ শোকসন্তাপে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া ব্যথিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত আকুল হইয়াছিল। ঋষি অমৃতভাষী হইলে যেরূপ নিষ্প্রভ হন, তিনি তৎকালে সেইরূপই হইয়াছিলেন।

পিতৃবৎসল সুচতুর রাম তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত শোক অকস্মাৎ কিপ্রকারে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ কেন আমায় লইয়া হর্ষ প্রকাশ

করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট কইয়া থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ দুঃখিত হইতেছেন। রাম এই চিন্তা করিয়া শোকাকুলিত মনে বিষণ্নবদনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, অম্ব! আমি ভ্রম প্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? বলুন, পিতা কেন আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন? এক্ষণে আমারই দোষ পরিহারের নিমিত্ত আপনি ইহাকে প্রসন্ন করুন। পিতা আমায় সর্বদা যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকেন, আজি কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? কি কারণেই বা এইরূপ বিষণ্নমনে রহিয়াছেন? শরীর ধারণে সকল সময় সুখ সুলভ হয় না; ইহাঁই শারীরিক বা মানসিক কি কোন অশান্তি উপস্থিত হইযাছে? প্রিয়দর্শন কুমার ভরত এবং মহামতি শত্রুঘ্নের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই । আমার মাতৃগণ ত কুশলে আছেন? আমি মহারাজের অবাধ্য হইয়া রোষ ও অসন্তোষ উৎপাদন পূর্বক মুহূর্তকালও বাঁচিতে চাহি না। মনুষ্য যাঁহার প্রসাদে এই পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছে, কোন ব্যক্তি সেই প্রত্যক্ষদেবতা পিতার প্রতিকুলতাচরণ করিবে। মাতঃ! আপনি অভিমানে বা ক্রোধে পিতাকে কি কিছু কঠোর কথা কহিয়াছেন? তাহাতেই কি ইহার মন এইরূপ বিরূপ রহিয়াছে? যাহাই হউক ইহার নিগঢ় কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমার মন অস্থির হইয়াছে। বলুন মহারাজের এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব চিত্তবিকার কি নিমিত্ত উপস্থিত হইল?

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বার্থ সাধনার্থ গর্বিতভাবে কহিলেন, রাম! রাজা ক্রোধাবিষ্ট হন নাই, ইহার বিপদও কিছুই

দেখিতেছি না। ইনি মনে মনে কোন সংকল্প করিয়াছেন, তোমার ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইহার অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তোমায় কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহার বাক্যস্ফূর্তি হইবেক না। কিন্তু মহারাজ যে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাহা তোমার অনিষ্টকর হইলেও তোমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে। ইনি অগ্রে আমাকে সম্মান ও বর দান করিয়া পশ্চাৎ নিতান্ত নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। জল নির্গত হইয়াছে, আলিবন্ধনে যত্ন নিরর্থক। কিন্তু, রাম! মহারাজ ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মহাত্মাদিগের সত্যই ধর্ম, বোধ হয় তুমি ইহা অবশ্যই জান। এক্ষণে সাবধান রাজা যেন তোমার অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। এক্ষণে ইনি যাহা কহিবেন, তুমি তাহার ভাল মন্দ কিছুই বিচার করিবে না, অমনিই শিরোধার্য্য করিয়া লইবে, যদি এইরূপ হয় তবে আমি সমুদায় বৃত্তান্তই তোমায় কহিতে পারি। অথবা মহারাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিবেন না, ইহাঁর নির্দেশে আমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম, যদি তাহাতে সম্মত হও তাহা হইলে আমি সমুদায়ই ব্যক্ত করিব।

রাম কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিতমনে নৃপতি সন্নিধানে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না। আমি মহারাজের নির্দেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষ পান করিতে পারি। ইনি পিতা, পরম গুরু, বিশেষতঃ রাজা; ইহাঁর নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি। অতএব ইনি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন বলুন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি

অবশ্যই তাহা রক্ষা হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাম কখনই দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।

তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী ঋজুস্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর বচনে কহিলেন, রাম! পূর্বে দেবাসুর সংগ্রামে মহারাজ বিপক্ষশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, তৎকালে কেবল আমিই ইহার প্রাণ রক্ষা করি। আমার এই পরিচর্য্যায় রাজা সবিশেষ প্রীত হইয়া আমাকে দুইটি বর দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ উভয় বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে তোমার দণ্ডকারণ্য বাস প্রার্থনা করিয়াছি। রাম! যদি তুমি পিতার ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য রাখিতে চাও আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। তোমার পিতা আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহার নির্দেশের বশীভূত হওয়া তোমার কর্তব্য। অদ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভ সংবরণ পূর্বক মস্তকে জটাভার বহন ও বল্ক ধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনচারী হও। মহারাজ তোমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন করিয়াছেন, তারা ভরতই অভিষিক্ত হইবেন। তিনি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল রত্নবহুল বসুন্ধরাকে শাসন করিবেন। মহারাজ আমায় এইরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়া এক্ষণে শোকে শুষ্কমুখ হইয়া গিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অতএব রাম! তুমি মহারাজের এই বাক্য রক্ষা করিয়া ইহাঁকে উদ্ধার কর।

মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছু মাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না। তৎকালে কেবল দশরথই ভাবী পুত্রবিয়োগদুঃখে যার পর নাই যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

১৯তম সর্গ

রামকে বনে পাঠাইবার জন্য কৈকেয়ীর ত্বরা, দশরথের মূর্চ্ছা, অশ্রুপূর্ণ নয়নে দশরথের অন্তঃপুর হতে প্রস্থান ও কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন

অনন্তর রাম কৈকেয়ীর এই করাল কাল বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিষণ্নমনে কহিলেন, অম্ব! আপনি যেরূপ অনুমতি করিলেন, তাহাই হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জটা বল্কল ধারণ পূর্বক এ স্থান হইতে বন প্রস্থান করিব। কিন্তু এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, মহীপাল পূর্ববৎ কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না? দেবি! আপনার সমক্ষেই কহিতেছি, এই প্রশ্নে রুষ্ট হইবেন না, প্রসন্ন হউন, আমি এইটি জানিতে পারিলেই জটা বল্কল ধারণ পূর্বক বন প্রস্থান করিব। হিতকারী, গুরু, পিতা, কার্য্যজ্ঞ রাজা নিয়োগ করিলে এমন কি আছে, যাহা প্রিয়জ্ঞানে অশঙ্কিতমনে সাধন করিতে না পারি। কিন্তু মনের এই দুঃখে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে যে, মহরাজ স্বয়ং কেন ভরতের অভিষেকের কথা উল্লেখ করিলেন না। দেবি! রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কি, আপনার অনুমতি পাইলে ভ্রাতা ভরতকে নিজেই রাজ্য ধন প্রাণ ও প্রফুল্লমনে সীতা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন ও আপনার

হিত সাধন করিব। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন, আপনি ইহাকে সান্ত্বনা করুন। ইনি কি নিমিত্ত অধোদৃষ্টি করিয়া মন্দ মন্দ অশ্রুপাত করিতেছেন? দূতেরা আজিই ইহাঁর আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিতে যাক! আমি এখনই পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিচারিত মনে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় না করিয়া কহিলেন, দূতেরা না হয় দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলকুল হইতে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবে; কিন্তু রাম! তোমায় এক্ষণে বনগমনে একান্ত উৎসুক দেখিতেছি, আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় হয় না, তুমি এখনই এ স্থান হইতে যাও। দেখ, মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। লজ্জা ভিন্ন ইহার এইরূপ মৌন থাকিবার অন্য কোন কারণই নাই। অতএব তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়া ইহাঁর এই দীনদশা অপনীত কর। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনবাসোদ্দেশে নির্গত হইতেছ, তদবধি তোমার পিতা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।

রাজা দশরথ স্বকর্ণে কৈকেয়ীর এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রৰণ করিয়া হা ধিক্ কি কষ্ট! এই বলিয়া এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক শোকভরে সেই হেমমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন রাম শশব্যস্তে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্বক স্বয়ং কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন

এবং কৈকেয়ীর কঠোর বাক্যে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। আপনি আমাকে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ী বলিয়া জানিবেন। প্রাণান্ত করিয়াও যদি পূজনীয় পিতার হিত সাধন আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা করাই হইয়াছে, মনে করিবেন। পিতৃষা ও পিতৃ-আজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে মহৎ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আপনার নির্দ্দেশেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। দেবি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও যখন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে, আমার কোন গুণই আপনার গোচর নাই। আমি আজিই জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক জানকীকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্য পালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিবেন। দেবি! পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।

দশরথ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বকশোকে বাক্য স্ফূর্তি করিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুধীর রাম তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনিও ক্রোধে একান্ত আকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম অভিষেকশালা প্রদক্ষিণ পূর্বক তাঁহাতে দৃকপাত না করিয়াই মৃদুমন্দ সঞ্চারে চলিলেন। তিনি সর্বজনকমনীয় ও প্রিয়দর্শন ছিলেন, সুতরাং

চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলত ঐ সময় তাঁহার চিত্তবিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।

অনন্তর রাম মনে মনে দুঃখাবেগ সংবরণ এবং দুঃখের বাহ্য লক্ষণ সংহরণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ছত্র চামর আত্মীয় স্বজন ও পৌর জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মধুর বাক্যে তত্রত্য সকলকেই সবিশেষ সমাদর করিয়া তাহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তুল্যগুণাবলম্বী বিপুলপরাক্রম ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখ গোপন পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেকমহোৎসব প্রসঙ্গে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্না পূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না। পাছে আমার বিচ্ছেদে জনক জননী জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার অন্তরে কেবল এই আশঙ্কাই উপস্থিত হইতে লাগিল।

২০তম সর্গ

রামের বনবাস বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌশল্যার বিলাপ

ক্রমশঃ পুরীমধ্যে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস-বার্তা প্রচারিত হইল। তখন রাজমহিষীরা প্রাণাধিক রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় গ্রহণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া আর্তস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, হা! যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যতিরেকেও আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। যিনি জননীনির্বিশেষে জন্মাবধি আমাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, যাঁহাকে কেহ কঠোর কথায় কিছু কহিলে কদাচ ক্রোধ করেন না, যিনি অন্যের ক্রোধজনক বাক্য মুখেও আনেন না, প্রত্যুত কেহ ক্রোধাবিষ্ট হইলে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। দশরথের প্রিয়মহিথীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবিরলগলিত নেত্রজলে তাদের বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল এবং সকলেই বারংবার রাজার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দশরথ অন্তঃপুর মধ্যে এই ঘোরতর আর্তরব শ্রবণ পূর্বক পুত্রশোকে দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আসনে অধোমুখে লীন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম মাতৃগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করত জননীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। উহার দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অন্যান্য অনেকেই উপবিষ্ট ছিল। তাঁহারা রামকে দেখিবামাত্র সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ করিল। তৎপরে রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম পূর্বক দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজার

বহুমানপাত্র বহুসংখ্য বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্য হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক রামকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক সংবর্দ্ধনা করিয়া হৃষ্টমনে অগ্রে গৃহ প্রবেশ পূর্বক কৌশল্যাকে তাঁহার আগমন বার্তা প্রদান করিল।

কৌশল্যা সংযম পূর্বক রজনী যাপন করিয়া প্রাতে পুত্রের হিতার্থ স্বয়ং বিষ্ণু পূজা করিয়াছেন। তৎপরে শুক্ল বর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমাপন পূর্বক পুলকিতমনে ঋত্বিক্‌গণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে দধি ঘৃত অক্ষত মোদক হবনীয় দ্রব্য লাজ শ্বেতমাল্য পায়স কৃশর সমিধ ও পূর্ণকুম্ভ রহিয়াছে। কৌশল্যা ব্রতপালন-ক্লেশে কৃশাঙ্গী হইয়া দৈবকার্য্য সাধনে ব্যতিব্যস্ত আছেন। ঐ সময় তিনি দেবতর্পণ করিতেছিলেন। এই অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন আনন্দবর্দ্ধন রাম উপস্থিত হইলে তিনি দৈবকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বালবৎসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকটস্থ হইলেন।

অনন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্রবাৎ সল্যে প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ুঃ কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্য প্রতিজ্ঞ, তিনি আজ নিশ্চয়ই তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন। এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থ

আসন প্রদান পূর্বক ভোজনে অনুরোধ করিলেন। তখন বিনীতভাব রাম উপবিষ্ট না হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিবার উদ্দেশে মাতৃগৌরব রক্ষার্থ অবনতমুখে অঞ্জলি প্রসারণ পূর্বক কহিলেন, জননি! আপনার জানকীর ও লক্ষণের কোন দুঃখজনক ঘটনা উপস্থিত, বোধ হয় আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। আর আসনে আমার প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমাকে ঋষিগণের বিষ্টরাসন ব্যবহার এবং তাঁহাদিগেরই ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ পূর্বক কন্দ-মূলফলে শরীর ধারণ করিয়া বনে বনে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ আজ আমায় তপস্বিবেশে অরণ্যে নির্বাসিত করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতেছেন। অতএব আমি চতুর্দশ বৎসর বল্কল ধারণ ও বানপ্রস্থের ন্যায় আচরণ করিব।

কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুঠারচ্ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। যিনি কখনই দুঃখ সহ্য করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলীর ন্যায় ধরাসনে শয়ান ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তচিত্তে উত্থাপিত করিলেন এবং বড়বা যেমন ভার বহন পূর্বক শ্রমাপনোদনার্থ ভূপৃষ্ঠে লুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্বাঙ্গ মুছাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লক্ষণের সমক্ষে রামকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! কেবল ক্লেশের নিমিত্ত যদি না তোমায় উদরে ধরিতাম, তাহা হইলে লোকে নয় আমাকে বন্ধ্যা বলিত,

কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমায় সহ্য করিতে হইত না। ‘আমি নিঃসন্তান’ বন্ধ্যার কেবল এই একটি মাত্রই দুঃখ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাম! স্বামী অনুরক্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে সুখসৌভাগ্য লাভ হয়, ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; একটি পুত্র হইলে সব দুঃখই দূর হইবে, এই আশ্বাসেই এত কাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী, অতঃপর আমায় কনিষ্ঠাদিগের হৃদয়বিদারক অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হইবে। বৎস! সপত্নীগণের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কষ্টকর আর কি আছে। আমার যেমন দুঃখ শোকের সীমা নাই এরূপ আর কাহারই দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি থাকিতেই যখন সপত্নীরা আমার এইরূপ দুর্দশা করিল, তখন তুমি নির্বাসিত হইলে যে কি হইবে বলিতে পারি না; হা! পতি প্রতিকুল বলিয়া কৈকেয়ীর কিঙ্করী সকল কতই অবমাননা করিয়াছে। আমি উহাদের সমান বা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি। যাহারা আমার অনুগত হয়, আমার সেবা শুশ্রূষা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আসিতে দেখিলে ভয়ে আর আমায় সম্ভাষণ করে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রোধভরে রহিয়াছে, তোমাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া বল কিরূপে ঐ কর্কশভাষিণীর মুখ দর্শন করি। উপনয়নের পর তোমার বয়স সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, এতদিন কেবল দুঃখাবসানের আশাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল; এখন আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, চির দিনের নিমিত্ত তোমার এই অক্ষয় বনবাস দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না এবং সপত্নীদিগের অত্যাচারও আর আমায় সহিবে না। তোমার এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর

আনন সন্দর্শন না করিয়া বল কিরূপে দীনভাবে কালাতিপাত করিব। হা! অতঃপর সকলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে কৌশল্যার জীবন কেবল ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছে। আমি অতি মন্দভাগিনী, কত কষ্ট কত উপবাস করিয়া তোমায় বাড়াইলাম, দুরদৃষ্টক্রমে সমুদায় পণ্ড হইয়া গেল। বর্ষাসলিলে নদীকুলের ন্যায় আমার হৃদয় যখন এই দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না, তখন বোধ হইতেছে ইহা নিতান্তই কঠিন। এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই—যমালয়েও স্থান নাই। মৃগরাজ সিংহ যেমন সহসা সজলনয়না কুরঙ্গীকে লইয়া যায়, কৃতান্ত আজ কেন আমায় সেইরূপ লইলেন না। এখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার এই হৃদয় লৌহময়! তোমার মুখে এই দুঃখের কথা যেমন শুনিলাম, দণ্ডবৎ অমনিই ভূতলে পড়িলাম, কিন্তু ইহা বিদীর্ণ হইল না, এই দুঃখভারশ্রান্ত দেহও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। যদি হইত, তবে তোমা বিনা আজিই তাহা দেখিতে পাইতাম। বাছা! তোমারে বনবাস দিয়া আমার এই জীবনে প্রয়োজন কি? ধেনু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, সেইরূপ স্নেহের প্রেরণায় আজ অরণ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। হা! আমি পুত্রের নিমিত্ত এত যে তপ জপ করিয়াছি, উষরক্ষেত্র-নিপতিত বীজের ন্যায় সমুদায়ই নিষ্কল হইয়া গেল!

দেবী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার বিয়োগে সপত্নীকৃত দুঃখপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া পাশসংযত পুত্র-দর্শনে কিন্নরীর ন্যায় শোকাবেগে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

২১তম সর্গ

লক্ষ্মণের ক্রোধ, রামের বনগমন সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ, রামকে নিবৃত্ত করিবার জন্য লক্ষ্মণ ও কৌশল্যার অনুনয়

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! এই রঘুপ্রবীর রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বন প্রস্থান করিবেন, ইহা সুসঙ্গত হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত কামার্ত ও স্ত্রৈণ, সুতরাং স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় তিনি কি না বলিবেন। আর্য্য রাম নির্বাসিত হইবেন এমন কি অপরাধ করিয়াছেন। পরোক্ষেও ইহার দোষ কীর্তনে সাহস করিতে পারে, অপরাধী শত্রুর মধ্যেও আমি অদ্যাবধি এমন কাহাকেই দেখি না। ইনি দেবপ্রভাব সরল-স্বভাব ও নির্লোভ। শত্রুর প্রতিও ইহার অসাধারণ স্নেহ। এক্ষণে ধর্মের মুখাপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি অকারণে এইরূপ গুণবান পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে। মহারাজ পুনরায় বালকের ন্যায় নিতান্ত অবিবেচক হইয়াছেন, কোন্ পুত্রই বা পূর্ব-নৃপতি-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। আর্য্য! আপনার এই নির্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণ পূর্বক আপনার পার্শ্ব রক্ষা করিব, তখন কাহার সাধ্য যে, অভিষেকের বিঘ্ন সম্পাদন করিবে। যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয়ই কহিতেছি, সুতীক্ষ্ণ শরে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মনুষ্য করিব। যে ব্যক্তি

ভরতের পক্ষ, যে তাহার হিতাভিলাষ করিয়া থাকে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব; আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে মৃদুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। আর্য্য! অধিক আর কি কহিব, পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতা করেন, তবে তাহাকেও সংহার করিতে হইবে। গুরু যদি কার্য্যা-কার্য্যবিচার-শূন্য ও গর্বিত হন, তাঁহাকে শাসন করা ধর্ম্মসঙ্গত। দেখুন জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য, সুতরাং মহারাজ কোন্ বলে এবং কোন যুক্তিতেই বা কৈকেয়ীকে তাহা দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া অদ্য কেহই ভরতকে রাজ্য প্রদান করিতে পারিবে না।

দেবি! আমি যথার্থতই হৃদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাকি। এক্ষণে সত্য, শরাশন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম হুতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমি ইহার অগ্রেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিবাকর যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ আমি স্ববীর্য্য প্রভাবে আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে আপনি ও আর্য্য রাম আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। আমি কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত বৃদ্ধ হইয়াও বালস্বভাবাপন্ন পিতাকে এখনই বিনাশ করিব।

দেবী কৌশল্যা মহাবীর লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত মনে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ যাহা কহিলেন, তুমি তাহা শ্রবণ করিলে? এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে ইহারই

মতানুবর্ত্তী হও। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর অধর্ম্মজনক বাক্যে শোকবিহ্বলা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা হইয়া থাকে, গৃহে অবস্থান করিয়াই আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার ধর্ম্ম সঞ্চয় হইতে পারিবে। দেখ, মহর্ষি কাশ্যপ নিয়তকাল গৃহে থাকিয়াই মাতৃ সেবা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যবলেই স্বর্গলাভ করেন। গুরুত্ব নিবন্ধন মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার পূজনীয়, এই কারণে আমি তোমায় বনগমন করিতে দিব না। বৎস! তোমাকে বিদায় দিয়া আমার জীবন ও সুখেই বা প্রয়োজন কি, তোমায় লইয়া তৃণ ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করাও আমার শ্রেয়। তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়াও যদি পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তাহা হইলে আমি অনশনে দেহপাত করিব। আমি আত্মঘাতিনী হইলে সমুদ্র যেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই অধর্ম্মে নরকস্থ হইবে।

রাম জননীকে দীন ভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না; আপনার চরণে ধরি, বন গমনে আমায় অনুজ্ঞা করুন। দেখুন, বনবাসী মহর্ষি কণ্ডু অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃ-আজ্ঞায় ধেনু নষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমাদিগেরই বংশে মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। জমদগ্নিনন্দন মহাবীর রামও পিতৃনিয়োগ লাভ করিয়া অরণ্যে কুঠার দ্বারা জননীর শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন। দেবি! এই সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মা এবং অন্যান্য অনেকেই

পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন; অতএব যাহাতে পিতার মঙ্গল হয়, আমি তাহাই করিব। দেখুন কেবল আমিই যে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতেছি, তা নহে, যে সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মার নামোল্লেখ করিলাম, ইহাঁরা অগ্রেই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে যাহার অনুষ্ঠান না হইয়াছে, আমি এইরূপ ধর্মে আপনাকে প্রবর্তিত করিতেছি না, পূর্বতন মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত ও অনুসৃত পথই আমার স্পৃহনীয়। জননি! পিতৃ-আজ্ঞা পালন মনুষ্যের একটি কর্তব্য কর্ম্ম, এই জন্যই আমি এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছি। আপনি কিছুতে ইহা অধর্ম বিবেচনা করিবেন না। দেখুন পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে কোন কালে কাহারই ধর্ম্মহানি হয় না।

মহাবীর রাম জননী কৌশল্যাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, আমি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং তোমার বলবীর্য্য ও দুর্বিষহ তেজও সম্যক জানিয়াছি। এক্ষণে জননী আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমার বনগমন বার্তায় যার পর নাই কাতর হইতেছেন। দেখ, লোকে ধর্ম্মকেই উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং ধর্মেই সত্য প্রতি ঠিত আছে। পিতা আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, তাহ ধর্ম্মসংক্রান্ত। যে ব্যক্তি ধার্মিক, পিতা মাতা বা ব্রাহ্ম ণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্তব্য। সুতরাং আমি যখন পিতার নির্দেশ ও দেবী কৈকেয়ীর আদেশ পাইয়াছি, তখন বনগমনে কোন মতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই কারণে কহিতেছি তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুরূপ বুদ্ধি

এখনই পরিত্যাগ কর। যে ধৰ্ম্ম অতি কঠোর, তাহা আশ্রয় করিও না। এক্ষণে আমারই মতানুবর্ত্তী হও।

রাম ভ্রাতৃস্নেহে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি বনে যাই, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই শ্রেয়ের বিচরণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন ভূমি হইতে স্বর্গে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিব। দেখুন আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা আমরা এই কএক জন, পিতা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব, ইহাই যথার্থ ধৰ্ম্ম। এক্ষণে দুঃখ শোক পরিত্যাগ করুন এবং অভিষেক ব্যাপারে ক্ষান্ত হইয়া আমারই এই ধৰ্ম্মবুদ্ধির অনু সারিণী হউন।

রাম অবিকৃত মনে বিনীত বচনে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলে দেবী কৌশল্যা মূৰ্চ্ছিতের ন্যায় যেন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে অতি যত্নে ও স্নেহে লালন পালন করিয়া থাকি, সুতরাং মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু। বল, তুমি কি বলিয়া এক্ষণে এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে যাইবে। রাম! তোরে বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাঁচিবার ফল কি, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপূজা ও তত্ত্বজ্ঞানেই বা

আর কি হইবে? যদি সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তোরে মুহূর্তেকের নিমিত্তও দেখিতে পাই, তাহাও ভাল।

তখন অন্ধকার প্রবিষ্ট হস্তী যেমন উল্কা-দণ্ড-স্পৃষ্ট হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার এই প্রকার করুণ বাক্যে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে মাতা শোকে বিচেতনপ্রায়, ভাতা লক্ষ্মণ ও দুঃখে একান্ত আর্ত ও সন্তপ্ত, তদ্দর্শনে রাম আপনার ধর্মবুদ্ধিরই অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার উপর তোমার যে ঐকান্তিক ভক্তি আছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি এবং তোমার পরাক্রম যে অসাধারণ, তাহাও জানি; কিন্তু আমি তোমাকে ভূয়োভুয়ঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আর দুঃখিত করিও না। এই জীবলোকে পূর্বকৃত ধর্মের ফলোৎপত্তিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং যে কার্য্যে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হৃদয়হারিণী একান্ত বশ্যা পুত্রবতী ভার্য্যার ন্যায় অবশ্যই স্পৃহীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধর্মাদি কিছুরই সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, তাহার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে। যাহাতে ধর্ম সংগ্রহ হয়, তাহাই করিবে। যে ব্যক্তি উপেক্ষা দোষে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া স্বার্থপর হয়, সে লোকের দ্বেষভাজন হইয়া থাকে। আর ধর্ম্মবিরহিত কামও কোন প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দেখ আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা ধনুর্বেদ প্রভৃতিতে আমাদিগকে সম্যক উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কাম ক্রোধ অথবা হর্ষ বশতই হউক, যেরূপ আজ্ঞা দিবেন, ধর্ম্মবোধে কে তাহার অনুষ্ঠান না

করিবে? এই কারণে পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না। মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে। বিশেষতঃ দেবীর তিনি ভর্তা, তিনিই গতি ও তিনিই ধর্ম্ম। অধিক আর কি কহিব তিনি জীবিত আছেন, বিশেষত পুত্র পরিত্যাগ করিয়াও ধর্ম্ম রক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেবীও অন্য অনাথ স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। অতএব ইনি বনগমন বিষয়ে আমায় আদেশ করুন, আমি ব্রতকাল পূর্ণ করিয়া যাহাতে প্রত্যাগমন করিতে পারি, আমায় এইরূপ আশীর্বাদ করুন।

দেবি! আমি রাজ্য লোভে মহাফলজনক যশে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবন কাহারই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং অধর্ম্মানুসারে অদ্য এই তুচ্ছ পৃথিবীকে হস্তগত করিতে আমার কিছুতেই স্পৃহা হইবে না।

মনুজপ্রধান রাম অক্ষুব্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান করিবার নিমিত্ত বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন।

২২তম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি রামের উপদেশ

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস আলোচনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দশা তাঁহার কোন মতেই সহ্য

হইল না; নেত্রযুগল ক্রোধে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয়মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃতমনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে ক্রোধ শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সহিত তাহা বিদূরিত কর এবং এই বনগমনরূপ অবিনশ্বর যশের সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। আমার অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি যেরূপ যত্ন স্বীকার করিয়াছিলে, অভিষেক নিবৃত্তির নিমিত্তও সেইরূপ যত্ন কর। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া যাহাঁর সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার অন্তরে যে অনিষ্ট-আশঙ্কা-মূলক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, আমি মুহূর্তকালের নিমিত্তও তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতই হউক পিতামাতার নিকট যে সামান্য মাত্র অপরাধ করিয়াছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পরলোক-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। অভিষেকের অভিলাষে ক্ষান্ত না হইলে পিতা আপনার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দুঃখ আমাকেও মর্ম্মবেদনা দিবে; এই কারণে আমি রাজ্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল ধারণ পূর্বক অরণ্যে

প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুযায়ী কার্য্যসাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছেন; সুতরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে কোন মতেই পারি না, এখনই বনোদ্দেশে প্রস্থান করিব। লক্ষ্মণ! প্রাপ্তরাজ্যের পুনঃ প্রত্যাহরণ ও আমার নির্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার নিদান, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমি ত জানই যে আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সৎস্বভাব ও গুণবতী হইয়া ভর্তৃসমক্ষে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব; জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবতারাও এই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দৈব প্রভাবেই কৈকেয়ীর ভাব-বৈপরীত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দিতা করিতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন ও মুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জ্ঞেয়-কারণ এমন যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎসমুদায়ের মূলই

দৈব। দেখ উগ্রতপা তাপসেরা দৈববশতই কঠোর নিয়ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরব্ধ কার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অসংকল্পিত বিষয় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদিও অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রবোধিত করিতে পারিবে তোমার আর কিছুমাত্র পরিতাপ উপস্থিত হইবে না। তুমি এই উপদেশ বলে দুঃখ সংবরণ করিয়া আমার মতানুবর্ত্তী হও এবং অভিষেকের আয়োজনে শীঘ্র সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেক সাধনার্থ যে সকল জলপূর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত দ্বারা আমার তাপস-ব্রতের স্নানক্রিয়া সমাহিত হইবে। অথবা অভিষেকসংক্রান্ত এই সমুদায় দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করিবার আর আবশ্যকতা নাই, আমি স্বহস্তেই কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইব। ভাই! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমি, ত তাহা জ্ঞাত হইলে; সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষাশঙ্কা করা আর তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

২৩তম সর্গ

লক্ষ্মণের দৈবনিন্দা ও পুরুষকার সমর্থন

রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপটে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতিভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শূণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকারে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মদোষ পরিহার এবং দৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্য্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বন গমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ভবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ অতি পাপাত্মা, রাজমহিষী কৈকেয়ী অতি পাপীয়সী, ইহাদিগের পাপস্বভাবে আপনার কেন বিশ্বাস জন্মিতেছে না? ধর্মাত্মন্! আপনি কি বিদিত নহেন যে, এই জীবলোকে অনেকেই কেবল ধর্মের ভান করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে? দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়ী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিত্র পুত্রকে শঠতা পূর্বক পরিত্যাগ করিতেছেন। শঠতা দ্বারা আপনাকে

বঞ্চিত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহার রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া কদাচই তাহার বিঘ্নাচরণ করিতেন না। আর যদি বর প্রসঙ্গ সত্য হইত, অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল? যাহাই হউক জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক নিতান্ত গর্হিত, মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্ম্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার স্মৃণিত অধর্ম্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদাচ্ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্ম্ম বুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আপনি অকারণে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, ইহাতে ইতর সাধারণ সকলেই আপনার অযশ ঘোষণা করিবে। মহারাজ ও কৈকেয়ী কেবল নামমাত্র পিতা মাতা, বস্তুত তাঁহারা পরম শত্রু, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট হয়, প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন; আপনি ব্যতিরেকে মনে মনেও তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে কেহই সম্মত নহে। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার

প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে তাঁহাদিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভারতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবে না। আর্য্য! আপনি সহস্র বৎসর অন্তে বন প্রবেশ করিলে, আপনার পুত্রেরাই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। পুত্র অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার হস্তে সমস্ত

রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক পুর্ব রাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বন প্রস্থান করাই শ্রেয়।

মহারাজ চপলতা দোষে প্রতিকুল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই আশঙ্কায় রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীর ভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হই। আর্য্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গো কি কাষ্ঠ বন্ধন এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না। এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শূণ্ড অশ্বের ঊরুদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার খড়্গো চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষে আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের নায় বিদ্যুদ্দাম শোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। আমি যখন গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসন ধারণ করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইব তখন,

পুরুষের মধ্যে এমন কে আছে যে, বীর দর্পে জয়ী হইতে পারিবে। আমি বহু সংখ্য শরে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যের মর্ম্মদেশ অনবরত বিদ্ধ করিব। অদ্য মহারাজের প্রভুত্ব নাশ এবং আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন এই উভয় কারণে আমার অস্ত্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদগণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ পূর্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব সর্বাবয়বে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

২৪তম সর্গ

কৌশল্যার প্রতি রামের অনুরোধ

অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্মিক রামকে পিতৃআজ্ঞা পালনে একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! যিনি আমার গর্ভে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাকে কখনই

দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় নাই, সেই প্রিয়ংবদ রাম কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিবেন। যাঁহার ভৃত্যে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তিনি অরণ্যে কিরূপে ফল-মূল আহার করিবেন। রাজার প্রিয় পুত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার না অন্তরে ভয় উপস্থিত হইবে। যখন হৃদয়রঞ্জন রামের বনবাস ঘটনা হইল, তখন সকলের নিয়ন্তা দৈবই যে সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা নিঃশংসয়েই বোধ হইতেছে। বৎস! গ্রীষ্মকালে হুতাশন যেমন তৃণ লতা সকল দগ্ধ করিয়া থাকে, ভদ্রূপ এই শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইবে, তোমার অদর্শন রূপ বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে; দুঃখ উহার কাষ্ঠ, চক্ষের জল আহুতি এবং চিন্তা-জনিত বাষ্প ধূমস্বরূপ হইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় যাইবে, বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হই।

পুরুষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম, আবার আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। স্ত্রীলোকের স্বামিপরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই, সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। জগতের পতি পিতা যত দিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম্ম।

শুভদর্শনা কৌশল্যা রামের এই কথা শুনিয়া প্রতিমনে কহিলেন, বৎস! স্বামীর শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্তব্য সন্দেহ নাই। জননী স্বামিসেবায় অনুমোদন করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ রাম পুনর্বার কহিলেন, মাতঃ! মহারাজ আপনার ভর্তা এবং আমার পরম গুরু পিতা, বিশেষতঃ তিনি সকলের অধী স্র ও প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই কর্তব্য। নিশ্চয়ই কহিতেছি আমি এই চতুর্দশবৎসর কাল অরণ্য পর্য্যটন পূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া প্রীতমনে আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব।

তখন পুত্রবৎসল কৌশল্যা দুঃখিতমনে বাষ্পপূর্ণ লোচনে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপত্নীদিগের মধ্যে কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিব না। যদি পিতার নিমিত্ত বনবাসই স্থির করিয়া থাক, তবে আমাকেও বন্য মৃগীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া যাও; এই বলিয়া কৌশল্যা করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে রাম স্বয়ং কাতর না হইয়া কহিলেন, জননি! স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, তত দিন ভর্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু; সুতরাং মহারাজ আপনার ও আমার উপর যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তিনি সত্ত্বে নির্ম্মস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদিগের কর্তব্য নহে। ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি সর্বতোভাবেই আপনার মনোরঞ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাবধান, আমি নিদ্ধান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে যেন ক্লান্তি অনুভব না করেন। আমার বিয়োগ-দুঃখ তাঁহার পক্ষে অতি দারুণ হইয়া উঠিবে, দেখিবেন, যেন অতঃপর তাঁহার প্রাণান্তকর

কিছুই উপস্থিত না হয়। মাতঃ ! কায়মনে সেই বৃদ্ধ রাজার হিত সাধন করা আপনার বিধেয়। যে নারী ব্রতোপবাস শীল হইয়া ভর্তৃসেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়; ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার ভর্তৃসেবা করাই শ্রেয়। দেবি! বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপই ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আপনি স্বামিসেবায় মনোনিবেশ করিয়া আহার সংযম পূর্বক আমারই শুভোদ্দেশে অগ্নিকার্য্যে দেবগণের অর্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রবর্গের পূজা করিবেন। এই ভাবে কিছু দিন আমার আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষেপণ করুন। যদি মহারাজ জীবিত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

দেবী কৌশল্যা রামের এইরূপ প্রবোধ জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে সজলনয়নে কহিলেন, রাম! তুমি বন গমনে নিশ্চয় হইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত করা আর আমার সাধ্য নহে। বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী বিয়োগ-কাল অতিক্রম করা নিতান্তই সুকঠিন। যাহাই হউক তুমি এক্ষণে একাগ্র মনে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইবে। তুমি এই চতুর্দশ বৎসর ব্রত পালন পূর্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইব। বৎস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণ্যবাসে প্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে প্রস্থান কর, নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া হৃদয়হরী সান্ত্বনায় আমাকে আনন্দিত করিও। বাছা! ভাগ্যে কি সেই দিন উপস্থিত হইবে, যে দিনে দেখিব তুমি জটাবল

ধারণ পূর্বক বন হইতে আগমন করিলে? এই বলিয়া কৌশল্যা সামনে রামকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

২৫তম সর্গ

রামের প্রতি কৌশল্যার আশির্বাদ, সীতার নিকট বিদায় লইবার জন্য রামের গমন

অনন্তর কৌশল্যা শোক সংবরণ পূর্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিয়ম সহকারে যে ধর্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃ সেবা মাতৃসেবা ও সত্য পালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমিধ কুশ পবিত্র বেদি আয়তন স্থণ্ডিল পর্বত বৃক্ষ হ্রদ পতঙ্গ পন্নগ ও সিংহ সকল তোমায় রক্ষা করুন।

সাধ্য বিশ্বদেব মরুত ইন্দ্রাদি লোকপাল বসন্তাদি ছয় ঋতু মাস সংবৎসর দিন রাত্রি মুহূর্ত কলা এবং বিরাট বিধাতা পূষা ভগ অর্য্যমা শ্রুতি স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্কন্দ সোম বৃহস্পতি সপ্তর্ষি নারদ ও

অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক সমুদায় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনিবেশে অটবীমধ্যে পর্য্যটন করিবে, তখন কুলপর্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ সমুদায় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন। দেবতা ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরন্তর সুখে রাখিবেন। কর্ম্ম পরায়ণ অতিভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার অন্তরে ভয়সঞ্চার না হয়। বানর বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কীট সকল বনমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করে। হস্তী ব্যাঘ্র বিষালদশন ভল্লুক শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন মহিষ এবং অন্যান্য মনুষ্য-মাংস-ভোজী ভয়ঙ্কর জন্তু সকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দুর হউক। তুমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল-মূল প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। অন্তরীক্ষচর ও পার্থিব প্রাণি সমুদায় এবং যে সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিকূল্য তাঁহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। শুক্র সোম সূর্য্য কুবের যম অগ্নি বায়ু ধূম এবং ঋষিমুখো চরিত মন্ত্র সকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্ব লোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভূ, এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন।

বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিপ্রগণের

সাহায্যে বহিস্থাপন পূর্বক রামের শুভোদ্দেশে হোম করাইবার সংকল্প করিলেন এবং এই কার্য্যের উপযোগ ধৃত শ্বেত মাল্য সমিধ ও সর্ষপ আহরণ করিয়া দিলেন। তখন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত দুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বন বাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

অনন্তর যশস্বিনী রামজননী উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিয়া রামকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! বৃত্রাসুর-বিনাশকালে সর্বদেব-পূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে শুভ লাভ হইয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্বে বিনতা অমৃত প্রার্থী বিহগরাজ গরুড়ের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভ অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুলবল বামন যখন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল আক্রমণ করেন, তৎকালে তাঁহার যে শুভ উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। এক্ষণে মহাসাগর দ্বীপ ত্রিলোক বেদ ও দিক্ সমুদায় তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্বাঙ্গে গন্ধ লেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পরীক্ষিত ওষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন।

তৎপরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনমন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাগদান কণ্ঠে, মনের সহিত নহে,

বাঙ্মাত্রে দুঃখিত হইয়াও যেন হৃষ্টার ন্যায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। তুমি নীরোগে অভীষ্ট সাধন পূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সুখে তাহাই দর্শন করিব। তুমি আমার নির্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধু জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে। আমি রুদ্রাদি দেবগণ ভূতগণ ও উরগগণকে অর্চনা করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বহুদিনের নিমিত্ত বনবাসী হইতেছ, ইহাঁরা তোমার শুভসাধন করুন। এই বলিয়া কৌশল্যা স্বস্ত্যয়ন সমাপন পূর্বক জলধারাকুললোচনে রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

২৬তম সর্গ

সীতাসমীপে বনবাসবার্তা জ্ঞাপন ও সীতার প্রতি উপদেশ

অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহ প্রভায় জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত এবং গুণগ্রামে তত্রত্য সকলের হৃদয়, চমকিত করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহার যে যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হইয়া আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্বক প্রীত মনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে

একান্ত চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উত্থিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, নাথ! এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ? শতশলাকা-রচিত শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত, নাই! শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যে কি নিমিত্ত ইহা বীজন করিতেছে না! সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গল গীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমায় স্তুতিবাদ করিল না! বেপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণনির্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল! যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল। কেনই বা সেইরূপ মধুর হাস্য আর দেখিতে পাই না!

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা পূর্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আজ তিনি আমায় রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল আয়োজন করিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্রান্ত পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বর প্রভাবে আমার চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য বাস আদেশ হইয়াছে। যৌবরাজ্য ভরতেরই হইল। প্রিয়ে! আমি এক্ষণে বিজনবনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আইলাম।

সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না; যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ কখনই সহ্য করিতে পারে না। তুমি যদি সর্বাংশে অনুকূল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিবে। মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্তব্য। জানকি! আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এখন বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতিদুঃখিনী, বিশেষ তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত,

তুমি কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবা ভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপে স্নেহ ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সেজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত পুত্রকে অহিতকারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে এক জন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি! আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।

২৭তম সর্গ

সীতাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য রামের নিকট সীতার প্রার্থনা ও অনুগমন বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন

প্রিয়বাদিনী জানকী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, না! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে, আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে, ইহা এক জন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত

অযোগ্য একান্তই অপযশের, বলিতে কি এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে।

নাথ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহার আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য সুসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাক, স্ত্রীলোক, আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদ শিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকের যেমন পানাবশেষ সলিল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের মুখও আমার স্পৃহণীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত প্রসঙ্গে আমি যাহা করি, আমায় কোন কথাই কহিও না।

জীবিতনাথ! আমার একান্তই অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্র সকল বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধ চারি দিক আমোদিত করিতেছে, সেই

নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমল-দল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক তথায় গিয়া অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পল্বল সকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে ।আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোন মতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্ন পানের নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এ রূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারি না।

নাথ! আমি একান্তই ত্বৎসংক্রান্তমনা ও অনন্যপরায়ণ হইয়া আছি। যদি আমায় ত্যাগ করিয়া যাও, এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখিব না। এখন আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে তোমার কিছুই ভার বোধ হইবে না।

২৮তম সর্গ

রামকর্তৃক সীতার নিকট বনবাসের ক্লেশ বর্ণন

অনন্তর ধর্ম্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের দুঃখ সফল আলোচনা করিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষী হইলেন না এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে বিরক্ত করিবার আশয়ে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আছে; এক্ষণে আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হই। যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে আমি সেই বিবেচনা করিয়াই কহিতেছি, তুমি বমগমনের বাসনা এককালেই পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরি-কন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝরজলের পতনশব্দে মিশ্রিত হইয় কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দান্ত হিংস্র জন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদী সকল নক্রকুম্ভীর সংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুট-রব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধা শান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভার বহন, বক্ষল ধারণ এবং প্রতিদিন দেবতা

পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধি পূর্বক অর্চনা করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টক বৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী-গর্ভস্থ উরগের গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। তধায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে এই কারনেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না, জানকি! আমি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদের আশঙ্কা অধিক।

২৯তম সর্গ

বনগমনের নিমিত্ত সীতার পুনঃ প্রার্থনা, রামের সান্ত্বনা প্রদান

অনন্তর সীতা রামের নিবরণ না শুনিয়া দুখিতমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন নাথ! তোমার স্নেহ যখন আমায় অগ্রসর করিয়া দিতেছে তখন

এই মাত্র বনবাসের যে সকল দোষের উল্লেখ করিলে ঐগুলি আমার পক্ষে গুণেরই হইবে। দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে; বন মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী শরভ [অষ্টপদ মৃগ] চমর গবয় প্রভৃতি যে সকল বন্যজন্তু আছে তাহারা তোমাকে দেখে নাই, দেখিলেই পলায়ন করিবে। আমি এক্ষণে গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব; তোমার বিরহ সহ্য হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করব। নাথ! তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করতে পারিবেন না। মুমি অরণ্যে যে সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য; কিন্তু স্ত্রীলোক স্বামি-বিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না, উপদেশ কালে তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত গমন করা সর্বতোভাবে আমার শ্রেয় হইতেছে। আরও পূর্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা যাহা, করিয়াছেন, তা অবশ্য ফলিবে; সময়ও উপস্থিত; এক্ষণে আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। তুমি বনগমনে অনুমোদন কর, ব্রাহ্মণগণের বাক্যও যথার্থ হউক। নখ! যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশপরম্পরা সহিতে হয়, কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই। শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক? তোমার সহিত বনবাসে আমার অত্যন্তই অভিলাষ, অমি পূর্বে এমন অনেক দিন

অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় তোমার পরিচর্য্যা করা আমার একান্তই প্রীতিকর হইতেছে। নাথ! স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, সুতরাং প্রীতিভাবে তোমার অনুগমন করিলে আমি নিষ্পাপ হইব। ইহলোকের কথা কি, লোকান্তরেও তোমার সমাগম আমার মুখের কারণ হইয়া উঠিবে। যে স্ত্রী দানধর্ম্মানুসারে যাহার হস্তে জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে, আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি কি কারণে সুশীল পতিতা স্বীয় দয়িতাকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিতেছ না। আমি তোমার সুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী হই; আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্তই অনুরক্ত, দীনভাবে কহিতেছি আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিষপান, অগ্নি বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

জানকী বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহুপ্রকার কহিলেও রাম কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতা প্রিয়তমকে একান্ত অসন্মত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। নয়নজলে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তৎকালে রামও তাহাকে বনবাস রূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

৩০তম সর্গ

সীতার রামনিন্দা, স্বামিবিনা বিষপানে মৃত্যুর সঙ্কল্প, রামের সীতানুগমনে অঙ্গীকার

অনন্তর উৎকণ্ঠিতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাস পূর্বক কহিলেন, নাথ! আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে, রামের যেরূপ তেজ প্রখর সূর্য্যের সে প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃধা-প্রলাপ হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষণ্ন হইয়াছ, কিসেরই বা এ আশঙ্কা যে অনন্যপরায়ণ পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেন-তনয় সত্যবানের সহধর্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্তিনী জানিবে। আমি কুল-কলঙ্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করি। তুমি আমাকে অনন্যপূর্ব জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, বহুদিন হইল, আমি তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে কি অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে?

নাথ! সতত যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইলে তুমিই সেই ভরতের বশবর্তী হইয়া থাক, আমাকে তদ্বিষয়ে কিছুতে সম্মত করিতে পারিবে না। ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তোমর সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই

হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, বিহার-শয্যার ন্যায় পথ মধ্যে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ কাশ শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কণ্টক বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তূল ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্য্যঙ্কের চিত্র কম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফল-মূল পত্র অল্প বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তাই মধুর বিবেচনা করি। বসন্তাদি ঋতুর ফল পুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব। পিতা মাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইৰ না, গৃহের কথাও মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না। এই কারণেই কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিতেছি না, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষ পান করিব, কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্ত্তিনী হইয়া এই স্থানে থাকিব না। নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার সুকঠিন হইবে। চতুর্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও তোমার শোক সংবরণ করিতে পারি না।

জনকনন্দিনী বিষাক্ত বাণ-বিদ্ধ করিণীর ন্যায়, রামের প্রতিষেধ বাক্যে একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তপ্তমনে করুণবচনে এইরূপ বিলাপ

ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার নেত্র হইতে বহুকাল-সঞ্চিত অশ্রু উদ্গত হইল; কমলদল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ঐ সময় স্ফটিক ধবল জলধারা দরদরিত হারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকনলে সেই বিশাললোচনার পুর্ণ-চন্দ্র-সুন্দর বদনমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখ শোকে বিচেতন-প্রায় দেখিয়া কালিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ন্যায় আমার কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক প্রস্তুত হইয়াছ, সুতরাং আত্মজ্ঞ যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। পূর্বে সদাচার পরায়ণ রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া এই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিব; তুমি সূর্য্যানুসারিণী সুবলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিতেছেন, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। জানকি! পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম; আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্রত্যক্ষ, ধ্যান ধারণাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে হয়,

কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্থর নহে, এই কারণে পিতৃআজ্ঞায় ও দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করা উচিত বোধ করি না। পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই; এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে যত্নবান্ হইয়াছি। দেখ, পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ ধন ধান্য বিদ্যা পুত্র ও সুখ সুলভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত মহাত্মা মাতা পিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্বলোক গোলোক ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব, ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম্ম। জানকি! তোমার দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণ শয্যা যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা

কিছু আছে, বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদায়ই ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও।

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া অবিলম্বে হৃষ্টমনে সমস্ত দান করিতে লাগিলেন।

৩১তম সর্গ

রামের অনুগমন করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণের প্রার্থনা, লক্ষ্মণের বনগমনে রামের সম্মতি, সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাইবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ

মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রেই তথায় আগমন করিয়া ছিলেন, তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রামের বিরহদুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, আর্য্য! মৃগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাই বার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ধারণ পূর্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। যে স্থান পতঙ্গ ও মৃগযুখের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই রমণীয় প্রদেশে আপনি আমার সহিত বিচরণ করিবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না।

তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন না,

কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন? বলুন, এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর নাম সুধীর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্ম পরায়ণ শান্তস্বভাব ও সৎপথাবলম্বী। আমি তোমায় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তুমি আমার বশ্য ও সখা। আজ তুমিও যদি আমার সহিত বনে যাও, তবে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে প্রতিপালন করিবে? যিনি কামনা পূর্ণ করিবেন, সেই মহীপাল কামের বশবর্ত্তী হইয়া কৈকেয়ী সংক্রান্ত অনুরাগে আসক্ত হইয়াছেন। কৈকেয়ী রাজ্য হস্তগত করিলে দুঃখিত সপত্নীদিগের যন্ত্রণার আর পরিশেষ রাখিবেন না; ভরতও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণ করিবেন না। এই কারণেই কহিতেছি তুমি নিজে বা রাজার অনুগ্রহে যেরূপেই পার, এই স্থানে থাকিয়া উহাদিগকে ভরণ পোষণ কর। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমার প্রতি তোমার যথার্থতই ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। বৎস! গুরু লোকের সেবা করিলে সবিশেষ ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর। যদি আমরা সকলেই তাঁকে ত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি কোন রূপে সুখী হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, বীর! ভরত আপনারই প্রতাপে ভীত ও তৎপর হইয়া আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রতিপালন করিবে, যদি সে রাজ্য হস্তগত করিয়া কুপথগামী হয়, দুরভিসন্ধি

ক্রমে ও গর্বপ্রভাবে যদি ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত্ন না করে, তাহা হইলে সেই দুরাশয় ক্রূরকে নিঃশংসয়েই সংহার করিব; ত্রিলোকের সমস্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইলেও আমি সকলকেই বিনাশ করিব। আর দেখুন, যিনি উপজীব্যদিগকে বহুসংখ্য গ্রাম প্রদান করিয়াছেন, সেই দেবী কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহস্র লোকের ভরণ পোষণ করিতে পারেন। সুতরাং তিনি নিজের ও আমার মা সুমিত্রার উদরান্তের নিমিত্ত যে লালায়িত হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হয় না। অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার অনুসরণে অনুমতি প্রদান করুন, এই কার্যে বিধর্ম্ম কিছুই নাই। প্রত্যুত ইহাতে আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব। আর্য্য! আমি খনিত্র পেটক ও সগুণ শরাসন গ্রহণ পূর্বক আপনার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে যাই। প্রতিদিন তাপসগণের আহারোপযোগি বন্য ফল-মূল আনিয়া দিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্মই আমি সাধন করিব।

রাম লক্ষণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণ দর্শন দিব্য শাসন দুর্ভেদ্য বর্ম তূণ অক্ষয় শর এবং সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল কনকখচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই প্রস্থ প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুক-স্বরূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমি আচার্য্যের গৃহে আচার্য্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদায় রাখিয়া আসিয়াছি এক্ষণে তুমি ঐগুলি লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসে দৃঢ়সংকল্প হইয়া স্বজনবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে গুরুগৃহে গমন এবং অতি মাল্যসমলঙ্কৃত অস্ত্রগ্রহণ পূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম যৎপোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রদিগকে বিতরণ করিব। সুদৃঢ় গুরুভক্তি পরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন।

তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান করিতে হইবে। তুমি বশিষ্ঠতনয় আর্য্য সুযজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত অর্চনা করিয়া অরণ্য যাত্রা করিব।

৩২তম সর্গ

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার ধন বিতরণ ও ত্রিঞ্জট নামক ব্রাহ্মণের কথা

তখন সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ রামের এই হিতজনক আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সুযজ্ঞের আনায়নে গমন করিলেন এবং অগ্নিহোত্র গৃহে তাঁহাকে অধ্যাসীন দেখিয়া অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, সখে! আর্য্য রাম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, অতএব তুমি একবার শীঘ্র তাঁহার আলয়ে আইস।

অনন্তর বেদবিৎ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের রমণীয় সম্পদ-পূর্ণ নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। সেই

হুতহুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থান পূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ুর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া সীতার অভিপ্রায় ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্য্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও; আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমায় এই রশনা দিতেছেন, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ুর দিতেছেন; এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণের সহিত নানারত্নখচিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। আমি মাতুলের নিকট শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে নিষ্ক সহস্র দক্ষিণার সহিত তাহাও তোমাকে অর্পণ করিলাম।

ঋষিতনয় সুযজ্ঞ ধনরত্ন সমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে তদ্রূপ রাম প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান এবং অর্চণা সহকারে গোসহস্র, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর। যিনি দেবী কৌশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ করিতে আইসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অধ্যাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্বক কেশেয় বস্ত্র, যান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি, তিনি অত্যন্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র রত্ন পশু ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠ-শাখধ্যায়ী দণ্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারা বেদানুশীলনে সততই ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট

প্রয়াস আছে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্তই অলস। তুমি সেই সমস্ত সাধুসম্মত মহাত্মাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র সহস্র বলীবর্দ চণক মুদ্গ এবং দধি দুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু প্রদান কর। আমার জননীর নিকটেও ঐরূপ অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিকঙ্ক দেও। এবং যাহাতে মার মনস্তুষ্টি জন্মে, সেই পরিমাণে উহাদিগকে দক্ষিণ দান কর।

তখন লক্ষ্মণ রামের নির্দেশানুসারে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় বিপ্রগণকে ধন দান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা তাঁহাদের বনগমনের এইরূপ উদ্‌যোগ দেখিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতেছিল। রাম তাহাদিগকে জীবিকার উপযোগী অর্থ প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, যত দিন না আমি প্রত্যাগমন করি তাবৎ তোমরা আমার ও লক্ষণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমান্বয়ে বাস করিবে। রাম অনুচরদিগকে এইরূপ অনুমতি দিয়া ধনাধ্যক্ষকে ধন আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা মাত্র পরিচারকেরা ধন আনিয়া তথার স্তুপাকার করিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত দীন দুঃখী আবাল বৃদ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ প্রদেশে ভিজট নামে গর্গ-গোত্র-সম্ভূত পিঙ্গলকলেবর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বারা বনমধ্যে ভূমি খনন করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ত্রিজটের পত্নী তরুণী, দারিদ্র দুঃখে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলেন। রাম ধন দান করিতেছেন এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকে গিয়া কহিলেন, দেখ,

তুমি এক্ষণে ফাল কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আজ রাজকুমার রাম বনে যাইবেন, এই উদ্দেশে তিনি দীন দুঃখীদিগকে ধন দান করিতেছেন। তুমি যদি এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তোমার অবশ্যই কিঞ্চিৎ লাভ হইবে।

অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার ন্যায় তেজপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিজট এক ছিন্ন শাটী দ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্বক ভার্য্যার সহিত রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনিবার্য্য গমনে রাজভবনে প্রবেশ পূর্বক রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! আমি নির্ধন, অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হইয়াছে, ভূমি খনন করিয়াই আমাকে দিনপাত করিতে হয়, অতএব তুমি আমার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর। তখন রাম বিপ্রকে পরিহাস পূর্বক কহিলেন, দেখ, আমার অসংখ্য ধেনু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে এক সহস্রও বিতরণ করা হয় নাই। এক্ষণে তুমি যতদূর এই দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদুর যে পরিমাণে ধেনু থাকিবে, সমুদায়ই তোমার । তখন ব্রাহ্মণ সত্বর কটিতটে শাটী বেষ্টন পূর্বক দণ্ডকাষ্ঠ ঘুর্ণিত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে সরযূর পরপারবর্তী বৃষভবহুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল।

তদ্দর্শনে ধর্ম্মপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্য্যন্ত যত ধেনু ছিল সমুদায়ই ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণ পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম, এই বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ক্রোধ করিও না। দূরে দনিক্ষেপশক্তি তোমার আছে কি না, ইহা

জানি বার নিমিত্ত আমি তোমায় ঐরূপ কার্য্য প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার আর যদি কোন অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর। সত্যই কহিতেছি তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। আমার যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, সমুদায়ই বিপ্রবর্গের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। ধর্ম্মানুসারে সঞ্চিত এই সমস্ত অর্থ তোমাদিগকে দান করিলে অবশ্যই সার্থক হইবে ।

তখন ত্রিজট হৃষ্ট মনে বহুসংখ্য ধেনু প্রতিগ্রহ করিয়া যশ, বল, প্রীতি ও সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত রামকে আশীর্বাদ পূর্বক ভার্য্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে প্রবলপৌরুষ রাম বান্ধবগণের নির্বাচনে প্রবর্তিত হইয়া ধর্ম্মবলোপার্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ ভৃত্য সুহৃৎ এবং ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র সকলকেই আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন।

৩৩তম সর্গ

লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে হইয়া রামের দশরথগৃহে গমন ও সুমন্ত্র দ্বারা আগমন সংবাদ প্রেরণ

এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমুদায় ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সীতা স্বহস্তে যে সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। রাজপথ লোকাকীর্ণ, তথায় গমনাগমন করা নিতান্তই সুকঠিন, এই কারণে তৎকালে সকলে প্রাসাদ হর্ম্ম ও বিমানশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক দীননয়নে রামকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহার গমন কালে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্মণ ও জানকী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রাম ঐশ্বর্য্য সুখ ও ভোগ বিলাসের সম্পূর্ণ আস্বাদন পাইয়াছেন, তথাচ ধর্ম্ম গৌরব নিবন্ধন পিতার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। যাঁহাকে পূর্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোক সকল অবলোকন করিতেছে। অরণ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ বর্ষার জলধারা ও দুরন্ত শীত শীঘ্রই ইহার এই রক্তচন্দনরঞ্জিত অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। আজ রাজা দশরথ নিশ্চয়ই পিশাচ-গ্রস্থ হইয়াছেন, নতুবা তিনি কখনই রামকে বনবাস দিতেন না, বলিতে কি, এইরূপ প্রিয় পুত্রকে নির্বাসিত করা তাঁহার একান্তই অন্যায়

হইল। যাঁহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া আছে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, যে পুত্র নির্গুণ, তাহার প্রতিও লোকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। অহিংসা দয়া শাস্ত্র জ্ঞান সুশীলতা এবং বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, রাজকুমার রামের এই ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে, প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন আকুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইহাঁর বিরহে যার পর নাই আকুল হইবে। এই ধর্মশীল মহাত্মা সকল মনুষ্যেরই মূল; অন্যান্য সকলে ইহাঁর শাখা পল্লব পুষ্প ও ফল, সুতরাং মূলের উচ্ছেদ হইলে ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ যেমন বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহার বিপদে সকলকেই বিপদস্থ হইতে হইবে। অতএব আইস, আমরা গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্র সকল পরিত্যাগ পূর্বক দুঃখে দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া ইহাঁরই অনুসরণ করি।

ইনি যে পথে যাইবেন, আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় ভার্য্যা ও সুহৃদগণের সহিত তাহাই আশ্রয় করি। অতঃপর গৃহদেবতারা আমাদিগের এই বাস্তুভূমিতে আর অবস্থিতি করিবেন না। যাগ যজ্ঞ হোম যপ মন্ত্র ও বলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যে সকল ধন ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত এবং ধেনু ও ধান্য অপহৃত হইবে। গৃহের সর্বস্থল ধূলিধূষর এবং প্রাঙ্গন নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। মৃৎপাত্র সকল চূর্ণ এবং ভিত্তি সকল বিপ্লব কালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে । মূষিকের গর্ত হইতে নির্গত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। রন্ধনের ধুম উদ্গত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। আমরা আবাস ভূমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম, কৈকেয়ী আসিয়া স্বচ্ছন্দে

অধিকার করুন। অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাইবেন, তাহা নগর হউক, এবং আমাদের পরিত্যক্ত নগরও অরণ্য হউক। ভুজঙ্গেরা আমাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া বিবর, মৃগপক্ষিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং মাতঙ্গ ও সিংহ সকল বন পরিত্যাগ করুক। আমরা যাহা অতিক্রম করিয়া যাইব উহাদিগকে সেই প্রদেশ অধিকার এবং যে স্থানে তৃণ মাংস ফল মূল সুলভ দেখিব উহাদিগকে তাহা পরিহার করিতে হইবে। আমরা রামের সহিত বনে গিয়া পরম সুখে বাস করিব, এক্ষণে কৈকেয়ী পুত্র ও মিত্রবর্গের সহিত নির্ব্বিঘ্নে এই দেশ শাসন করুন।

রাম তৎকালে অনেকের মুখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মৃদুমন্দ-গমনে কৈলাশগিরিশৃঙ্গসদৃশ পিতৃভবনে যাইতে লাগিলেন। দ্বারে বিনীত বীর পুরুষেরা প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া, অদূরে দেখিতে পাইলেন, সুমন্ত্র ঘন-বিষাদে আবৃত হইয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বয়ং বিমর্ষ না হইয়া, ফুল্লারবিন্দ বদনে গমন করিতে লাগিলেন।

৩৪তম সর্গ

রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার, রামের বনগমনে অনুমিত প্রার্থনা, দশরথ ও স্ত্রীবর্গের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি

অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন ঘনশ্যাম রাম সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান

কর। তখন সুমন্ত্র অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি রাহুগ্রস্থ দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, সলিলশূন্য তড়াগের ন্যায় সন্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন। সারথি সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভয়সম্বিগ্ন মনে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! করজালমণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবিগণকে ধন দান ও সুহৃদ্বর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শীঘ্রই বনে যাইবেন, আপনার আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন।

তখন সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবাদী দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! এই আলয়ে আমার যতগুলি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রামকে দর্শন করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহীপাল আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আপনারা শীঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন করুন। তখন তিন শত পঞ্চাশত রাজপত্নী সুমন্ত্রের মুখে রাজা দশরথের এইরূপ আদেশ পাইয়া, রামজননী কৌশল্যাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি অতঃপর রামকে এই স্থানে আনয়ন

কর । সুমন্ত্রও তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া, তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

তখন দশরথ, দূর হইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন করিতে দেখিয়া, দুঃখিত মনে শীঘ্র আসন পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিহিত না হইতেই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্ত্রীলোক 'হা রাম' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অনবরত করাঘাত করিতে লাগিলেন; ভূষণের শব্দ হইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাষ্পকুললোচনে বিচেতন রাজাকে গ্রহণ পূর্বক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, নরনাথ! আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব; আপনি আমাদিগের সকলেরই অধীশ্বর, আমি আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আপনি সৌম্য দৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রকৃত হেতু প্রদর্শন পূর্বক নিবারণ করিয়াছি, কিন্তু ইহাঁরা বারণ না শুনিয়া আমার অনুসরণে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়া ছিলেন আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপে আমাদের সকলকেই বন গমনে আদেশ করুন।

রাজা দশরথ রামের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যার পর নাই মুগ্ধ

হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। ধার্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর আয়ু লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন। রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, আমি চতুর্দশ বৎসর অরণ্য পর্য্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পূরণ পূর্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব।

ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে রাজা দশরথকে সঙ্কেত করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ জলধারাকুল লোচনে কাতর বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদয় কামনায় নির্ভাবনায় গমন কর; তোমার সুখ ও শান্তি লাভ হউক। চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই, পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তোমার মতবৈপরীত্য সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া, আজিকার এই রজনী এই স্থানে অবস্থান কর। আমি আজ তোমাকে নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত পানাহার করিব। তুমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে তৃপ্তি লাভ করিয়া, কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। বলিতে কি, তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তর সুখের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা স্বীকার করিতেছ। কিন্তু বৎস! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার বনবাসে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায়

অতিশয় ক্রূর ও গূঢ়, সেই তোমার অভিষেক-বাসনা হইতে আমায় বিরত করিয়াছে। আমি ঐ কুলধনাশিনীর অনুরোধে যে বঞ্চনাজালে পতিত হইয়াছি, তুমি তাহারই ফল ভোগ করিতে চলিলে। বৎস! পুত্রগণের মধ্যে তুমি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ যত্ন করিবে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে।

রাম শোকার্ত রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দীন ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরূপ রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কল্য তাহা আমাকে কে প্রদান করিবে? সুতরাং এক্ষণে সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রমণই আমার প্রার্থনীয় হইতেছে। আমি এই ধনধান্যপূর্ণ লোকসঙ্কুল রাজ্যবহুল বসুমতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। অতঃপর আপনি, সুরাসুরসংগ্রাম কালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আজ্ঞাপালার্থ চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিয়া, তাপসগণের সহিত কালযাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাজ্য দান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখাভিলাষে রাজ্যলাতে লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহা সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না; সুগভীর সমুদ্র কখনই নিজের সীমা অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি; আমি আপনার

সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি যে, কথার অন্যথা করিবেন ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য এক্ষণে আমি এই পুরমধ্যে ক্ষণকালও থাকিতে সমর্থ হইতেছি না। দেবী কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করাতে আমি কহিয়াছিলাম 'চলিলাম।'। এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক। বিপরীত আচরণ কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সংবরণ করুন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্তভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কুজন করিতেছে, আমরা সেই কানন মধ্যে পরম সুখে পর্য্যটন করিব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা; দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি। পিতঃ! চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব, তবে কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন। দেখুন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন, ইহাঁদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্তব্য কিন্তু নিজেই যদি অধীর হন তবে এই উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগর পূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা করি না; আপনকার শিষ্টানুমোদিত আদেশই আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যাবাদিতা দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য

অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা মৈথিলীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে আমার নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন, আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ এবং সরিৎ সরোবরও শৈল দর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি নির্বিঘ্নে থাকুন।

তখন রাজা দশরথ যার পর নাই দুঃখিত হইয়া রামকে আলিঙ্গন পূর্বক মূর্চ্ছিত হইলেন; তাঁহার সর্বাঙ্গ নিষ্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীরা রোদন করিতে লাগিলেন; পরিচারিকা সকল হাহাকার করিতে লাগিল; সুমন্ত্রও নেত্রজলে প্লাবিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

৩৫তম সর্গ

সুমন্ত্র কর্তৃক কৈকেয়ী ও তন্মাতার নিন্দা

ক্ষণকাল পরে সুমন্ত্রের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। করে অনবরত কর পরামর্ষণ এবং দর্শনে দশন ধর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখশ্রীও বিবর্ণ হইল। তিনি মহারাজের মানসিক ভাব সম্যক পরীক্ষা করিয়া সন্তপ্তমনে বাক্য বাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত ও মর্ম্ম স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, রাজ্ঞি! চরাচর জগতের অধিপতি দশরথ তোমার স্বামী, তুমি যখন ইহাকেও ত্যাগ করিতে পারিলে, তখন জগতে তোমার অকার্য্য আর কিছুই নাই। বুঝিলাম

তুমি পতি ঘাতিনী ও কুলনাশিনী। রাজা দশরথ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর, তুমি স্বীয় কর্ম্মদোষে ইহাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছ। ইনি তোমায় স্বামী, তুমি ইহার অবমাননা করিও না; ভর্তার ইচ্ছানুসারে কার্য্য সাধন স্ত্রীলোকের কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, রাজার লোকান্তর হইলে রাজকুমারদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে রাজাধিকার হয়, এই আচারটি অনাদিকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মহারাজের জীবদ্দশাতেই তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার পুত্র ভরত রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করুন, আমরা রামেরই অনুসরণ করিব। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার রাজ্যে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। রামের যে পথ সকলেরই সেই পথ। এক্ষণে বল দেখি, আত্মীয় স্বজন ও বিপ্রগণ তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে কেবল রাজ্য লইয়া কি সুখোদয় হইবে? আশ্চর্য্য! তোমার এইরূপ ব্যবহারে মেদিনী কেন সদ্যই বিদীর্ণ হইল না, ব্রাহ্মর্ষিগণ ভয়ঙ্কর অগ্নিকল্প ধিক্কারে তোমাকে কেন ভস্মসাৎ করিলেন না। মহরাজ যে তোমার অনুবৃত্তি করিতেছেন, জানি না তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে। কুঠারাঘাতে আম্র বৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিম্বের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে? মূলে জলসেক করিলে নিম্ব কি কখন মধুর হয়? দেবি! তোমার জননীর যেমন আভিজাত্য, তোমারও তদ্রূপ। লোকে কহিয়া থাকে যে, নিম্ব বৃক্ষ হইতে কখনই মধু নিঃসৃত হয় না, এ কথা অলীক

নহে। আমি বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তোমার প্রসূতির পাপে আসক্তি ছিল। এক্ষণে যে কারণে আমি এইরূপ কহিতেছি তাহাও শ্রবণ কর।

পূর্বে কোন এক মহাতপা মহর্ষি তোমার পিতা কেকয়রাজকে বর দান করিয়াছিলেন। ঋষিপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা কেকয় নাথ শয়ন করিয়া আছেন ইত্যবসরে একটী স্বর্ণকান্তি জজৃম্ভ পক্ষী ডাকিতেছিল। তোমার পিতা তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তোমার জননী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে কহিলেন, দেখ, তুমি কি কারণে হাসিতেছ? যদি না প্রকাশ কর, এখনই আত্মহত্যা করিব। কেকয়াধিনাথ কহিলেন, দেবি! আমি যদি এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করি তাহা হইলে সদ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে সন্দেহ নাই। তোমার জননী পুনর্বার কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচ আর মর, অবশ্যই কহিতে হইবে; কারণ অবগত হইলে অতঃপর আর কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পাইবে না।

তখন কেকয়রাজ রাজমহিষীর নিবন্ধতিশয় দর্শন করিয়া যাঁহার বর প্রভাবে এই শক্তি অধিকার করিয়াছেন, সেই মহর্ষির নিকট গমন ও আনুপূর্বিক সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! তোমার পত্নী আত্মহত্যা করুন আর যাই করুন তুমি কিছুতেই এই রহস্য প্রকাশ করিও না।

তপোধন প্রসন্নমনে এইরূপ কহিলে তোমার পিতা তদ্দণ্ডে তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! তুমিও মহারাজকে মোহে অভিভূত করিয়া অসং পথে প্রবর্তিত করিতেছ। প্রবাদ আছে যে, পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোক মাতার স্বভাবানুযায়ী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, এক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল। বারণ করি, তুমি তোমার জননীর ন্যায় ব্যবহার করিও না, মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, তাহাতেই সম্মত হও। তুমি ইহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য, সর্বলোকপালক স্বামীকে বিধর্মে প্রবর্তিত করা উচিত হইতেছে না।

এই কমললোচন শ্রীমান মহারাজ লীলা-প্রসঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা হইবার নহে। রাম সর্বজ্যেষ্ঠ মহাবল কার্য্যকুশল স্বধর্ম্মরক্ষক ও জীবলোকের প্রতিপালক, অতএব ইহাঁকেই রাজ্যে নিয়োগ কর। যদি রাম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যান, তাহা হইলে জগতে তোমার অপযশ ঘটিবে। এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা করুন, তুমিও নিশ্চিন্ত হও। রাম ব্যতীত এখানকার আর কেহই তোমার অনুকুল হইতে পারিবেন না। ইনি যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে মহারাজ পূর্বতন নৃপতিগণের দৃষ্টান্তে বন প্রস্থান করিবেন।

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সভা মধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ ও শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার মুখরাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

৩৬তম সর্গ

সিদ্ধার্থ কর্তৃক অসমঞ্জোপাখ্যান বর্ণন

রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বাষ্পকুল নোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অরণ্যে রামের মুখসেবা চতুরঙ্গ বল শীঘ্র সুসজ্জিত কর। সৈন্যের সঙ্গে বচনচতুরা গণিকারা গমন করুক, ধনবান বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া যাক। যাহারা রামের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে এবং যে সকল মল্লেরা বীর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত ইহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহাদিগকে, অর্থ দিয়া প্রেরণ কর। সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ও শকট সকল সমভিব্যাহারে দেও, অরণ্যমর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ এবং নগরের সমুদায় লোকই গমন করুক। ইহারা কাননে গিয়া মৃগবধ বন্যমধু পান ও নদ নদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইয়া যাইবে। ধনকোশ ধান্যকোশ যা কিছু আমার অধিকারে আছে, পরিচারকেরা এই সমুদায় লইয়া প্রস্থান করুক। কুমার পবিত্র স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রচুর দক্ষিণ দান করিয়া ঋষিগণের সহিত পরম সুখে বাস করিবেন। অতএব সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য ইহাঁরই সমভিব্যাহারে দেও, তৎপরে ভরত আসিয়া অযোধ্যা শাসন করিবেন।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিবামাত্র কৈকেয়ীর যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তিনি অত্যন্তই বিষণ্ন হইয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! যদি

সমুদায় বিলাস সামগ্রী বহিভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভরত পীতসার সুরার ন্যায় শূন্যরাজ্য লইয়া কি করিবে।

কৈকেয়ী নির্লজ্জা হইয়া এইরূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে রাজা দশরথ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অনার্য্যে! তুমি ভার বহনে আমায় নিযুক্ত করিয়াছ, আমিও বহিতেছি, তবে কেন আর ব্যথিত কর। তুমি এক্ষণে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে, রামের বনবাস প্রার্থনা কালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ কর নাই। তখন কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত কহিলেন, দেখ তোমারই বংশে সগর রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে রাজ্য ভোগে বঞ্চিত করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করেন, এক্ষণে রামকে সেইরূপেই বহিষ্কৃত কর।

দশরথ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন, দুঃশীলে! তোরে ধিক্। সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হইলেন; কিন্তু কৈকেয়ী ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কি কহিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ঐ স্থানে মহারাজের প্রিয়পাত্র সিদ্ধার্থ নামে সর্বপ্রধান একজন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীর এইরূপ অসম্বন্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! অসমঞ্জ অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। ঐ দুর্ম্মতি পথে যে সকল বালকেরা ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্বক আমোদ করিত। তদ্দর্শনে প্রজারা যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, একদা রাজাকে গিয়া কহিল মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে চাহেন? না আমরা রাজ্যে বাস করিয়া থাকিব, এইরূপ অভিলাষ করেন? অবনিপাল কহিলেন, প্রকৃতিগণ! বল, আজ কি কারণে তোমরা এইরূপ ভীত হইয়াছ? প্রজারা

কহিল, মহারাজ! আমাদের যে সকল শিশু পথে ক্রীড়া করে আপনার অসমঞ্জ মূর্খতা বশত তাহাদিগকে সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্বক আমোদ করিয়া থাকে। তখন নৃপতি প্রকৃতিগণের শুভোদ্দেশে অনুচরদিগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাগণের অহিতকারী অসমঞ্জকে নির্বাসন-বেশ পরিধান করাইয়া যাবজ্জীবন ভার্য্যার সহিত বনবাস দিয়া আইস। পাপচারী অসমঞ্জও তৎক্ষণাৎ ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং চতুর্দিকে গিরিদুর্গ দর্শন ও পর্য্যটন করিতে লাগিল। কৈকেয়! অসমঞ্জ এইরূপ দুর্বিনীত ছিল বলিয়া ধর্মশীল সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের এমন কি অপরাধ আছে যে, তুমি ইহার এইরূপ দুর্দশা করিবে। আমরা ত রামের কোন দোষই দেখিতেছি না। রাম চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। এক্ষণে তুমি যদি ইহার কোন প্রকার দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক প্রকাশ কর, পশ্চাৎ ইহাঁকে বনবাস দিবে। যিনি শিষ্ট ও সাধু, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে ধর্ম্মবিরোধনিবন্ধন সুররাজ ইন্দ্রেরও মহিমা খর্ব হইয়া যায়। দেবি! এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রামের রাজশ্রী বিনষ্ট করিও না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত লোকাপবাদ ঘটিবে।

মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে শোকাকুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে! দেখিতেছি, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কথা তোমার প্রীতিকর হইল না। আমার ও তোমার যাহাতে হিত হইবে সে দিকেই তুমি যাইবে না। এইরূপ নীচ পথ আশ্রয় করিয়া নীচ কার্য্যের অনুষ্ঠানই তোমার উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি সুখ সম্পদ সমুদায়

পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সহিত বহু দিনের নিমিত্ত রাজ্য উপভোগ কর।

৩৭তম সর্গ

কৈকেয়ী কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে চির প্রদান ও জানকীর কাপসী বেশ ধারণ, বশিষ্ট কর্তৃক কৈকেয়ীকে ভৎসনা

অনন্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি ভোগসুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফল-মূল মাত্র ভক্ষণ পূর্বক প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিতে চলিলাম তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আর আমার কি হইবে? হস্তী দান করিয়া বন্ধন-রজ্জুর মমতা করা নিরর্থক। এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার অরণ্যগমনের নিমিত্ত চীরবস্ত্র, খনি ও পেটক আনয়ন করিয়া দিন্।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ত আন য়ন করিলেন এবং নির্লজ্জ হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে কহিলেন, রাম! আমি এই চীর আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পরিধেয় অক্ষম বসন পরিত্যাগ পূর্বক মুনিবস্ত্র গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়বসনা জানকী চীর গ্রহণ করিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুল লোচনে গন্ধর্বরাজপ্রতিম ভর্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী ঋষিরা কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া তিনি

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক খণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দদর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌশেয় বস্ত্রের উপর চীর বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঙ্গে রামকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কহিলেন বৎস! জানকী তোমার ন্যায় বনবাসে নিযুক্ত হন নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যত দিন না আসিবে, তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ; তুমি স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অনুরোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও।

রাজকুমার রাম পুরনারীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও, বিরত হইলেন না। তদ্দর্শনে কুলগুরু বশিষ্ঠ বাষ্পকুললোচনে জানকীকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, দুষ্টে! তুমি মহারাজকে বঞ্চনা করিয়াছ। বঞ্চনা করিয়া যত দূর বাসনা ছিল, এক্ষণে তাহাও অতিক্রম করিতেছ। দুঃশীলে! দেবী জানকীর কখনই বনে গমন করা হইবে না। ইনিই রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ভার্য্যা গৃহীদিগের অর্ধাঙ্গ। সুতরাং সীতা নামের অর্ধাঙ্গ বলিয়া রাজ্য পালন করিবেন। যদি ইনি রামের সহচারিণী হন, তাহা হইলে আমরা নগরের অন্যান্য সকলেরই সহিত যথায় রাম সেই স্থানেই যাইব। অন্তঃপুর-রক্ষকেরাও গমন করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন চীরধারী হইয়া জ্যেষ্ঠ রামের অনুসরণ করিবেন। জীবনযাত্রার

উপযোগী অর্থ দাস-দাসী কিছুই এই স্থলে থাকিবে না। অতঃপর এই রাজ্য নির্জ্জন, শূন্য এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তুমি প্রজাগণের অহিতকারিণী হইয়া একাকিনী ইহা শাসন কর। যথায় রাম রাজা নহেন তাহা রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না, এবং ইনি যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ অনুরুদ্ধ হইয়া দিতেছেন তখন ভরত এই রাজ্য কখন শাসন করিবেন না, এবং তিনি যদি দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তোমার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবেন। ভরত নিজের বংশাচার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন, তুমি যদি ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হও তথা তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না। সুতরাং তুমি এক্ষণে পুত্রের রাজ্য কামনা করিয়া পুত্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে। রামের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন লোকই নাই। তুমি আজই দেখিতে পাইবে, বনের পশু পক্ষীরাও রামের অনুসরণ করিতেছে, এবং বৃক্ষ সকল ইহার প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি জানকীর চীর অপনীত করিয়া ইহাঁকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর। মুনিবস্ত্র কোনরূপেই ইহার যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু যিনি প্রতিনিয়ত বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা সুবেশে রাম সহবাসে কাল যাপন করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? এক্ষণে এই রাজকুমারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া গমন

করুন। দেবি! বর গ্রহণ কালে তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্তু সীতাকে প্রার্থনা কর নাই।

জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তদ্বিষয়ে কিছুতেই বিরত হইলেন না।

৩৮তম সর্গ

সীতার চীরধারণে পুরবাসিগণ কৃর্তক দশরথের প্রতি ধিক্কার প্রদান, দশরথের বিলাপ ও কৈকেয়ীকে ভৎসনা, কৌশল্যার রক্ষণ নিমিত্ত পিতার প্রতি রামের প্রার্থনা

জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীর ধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! জানকী সুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ সুখেই কাল হরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্য নহেন, এ কথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই, ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া বিন্যাস প্রসঙ্গে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইহা পরিত্যাগ করুন, রামের ন্যায় ইহাকেও চীরবাস পরিগ্রহ করিতে হইবে, আমি কিছু, পূর্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক্ষণে ইনি সকল প্রকার রত্নভার লইয়া বনে গমন করুন। আমি মুমূর্ষূ হইয়াই শপথ পূর্বক রামের

বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে জানকীর তাপসী-বেশ অভিলাষ করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুষ্পোদ্গমন হইলে বেণু যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রূপ তোমার এই প্রবৃত্তিই আমার বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে, রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়ন মৃদুস্বভাব জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দুঃখাবহ পাতকের অনুষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে এই স্থানে আগমন করিলে তুমি ইহাকে জটাচীরধারী হইয়া বন গমনের আদেশ করিয়াছিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার অত্যন্ত দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাস পরিধান করাইবার বাসনা করিয়াছ। বলিতে কি, এইরূপ ব্যবহারে তোমায় অচিরাং নরকস্থ হইতে হইবে।

রাম রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মুখে কহিলেন, পিতঃ! এই উদারশীল জননী কৌশল্যা আমাকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, অতঃপর আমার বিয়োগ-শোকে অত্যন্তই কষ্ট পাইবেন, এই কারণে কহিতেছি, আপনি ইহাকে সম্মানে রাখিবেন। আমি যে চক্ষের অন্তরালে থাকি ইহার সে ইচ্ছা নাই; এক্ষণে দেখিবেন যেন আমার শোকে ইহাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে না হয়।

৩৯তম সর্গ

দশরথের আদেশে সীতার জন্য বস্ত্র ও আভরণ দান, সীতার প্রতি কৌশল্যার উপদেশ, রামের মাতৃবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

মহারাজ দশরথ রামের এই কথা শ্রবণ এবং তাঁহার মুনিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। দুর্নিবার দুঃখ তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তৎকালে তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না; দেখিলেও আর কথা কহিতে পারিলেন না, একান্তই বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি রামের চিন্তায় যার পর নাই আকুল হইয়া কহিলেন, হা! পূর্বে আমি নিশ্চয়ই অনেক ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছি, এবং অনেক জীবের প্রাণ হিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি ঘটিল। অনলের ন্যায় তেজস্বী রাম আমার সম্মুখে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তপস্বি-বেশ ধারণ করিলেন, আমি স্বচক্ষেই তাহা দেখিলাম। বোধ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না, নতুবা কৈকেয়ী যে আমায় এত যন্ত্রণা দিতেছে, সম্ভবত ইহাতেই তাহা হইত। যে বঞ্চনা দ্বারা আপনার স্বার্থ সাধন করিতেছে সেই এক কৈকেয়ীই এই সকল লোককে ক্লেশ প্রদান করিল!

রাজা দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম!—নাম গ্রহণ করিবামাত্র বাস্পভরে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তৎপরে মুহূর্ত মধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজলনয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বাহনোপযোগ

রথ অশ্বসমূহে যোজিত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া আইস। একজন সাধু মহাবীরকে পিতা মাতা নির্বাসিত করিতেছেন ইহাই গুণবান্‌দিগের গুণের যথেষ্ট পরিচয়, সন্দেহ নাই।

অনন্তর সুমন্ত্র ত্বরিত পদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও অশ্বে যোজিত করিয়া আনিলেন। রথ আনীত হইলে দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন দেখ, তুমি বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন কর।

রাজার আদেশ মাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষ গৃহে গমন ও বসন ভূষণ গ্রহণ পূর্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনিসম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকরের প্রভা যেমন নভো-মণ্ডলকে রঞ্জিত করে সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ গৃহ সেইরূপ সুশোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদর ভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ ভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাকে নানা দোষে দূষিত অধিক কি পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল স্ত্রীলোক অত্যন্তই

অস্থিরচিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভুত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্য্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না, ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয় সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্তৃহীন হয়, কদাচই সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন কিন্তু জগতে স্বামি ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর করিবে? আর্য্যে! আমি মাতার নিকট সামান্য ও বিশেষ ধর্মোপদেশ পাইয়াছি, আমি কি কারণে স্বামির অবমাননা করিব। পতিই আমার পরম দেবতা।

দেবী কৌশল্যা জানকীর এইরূপ হৃদয়হারি বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ

রাম সেই সর্বজনপূজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণ সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাতঃ! তুমি দুঃখ শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চতুর্দশ বৎসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত হইবে; তৎপরেই দেখিবে, আমি, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।

রাম অসন্দিগ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকার্ত মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, মাতৃগণ! একত্র অধিবাস নিবন্ধন ভ্রান্তি ক্রমেও যদি কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন।

শোকাতুরা রাজপত্নীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্ম্মানুকুল কথা শ্রবণ পূর্বক আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্বে যে গৃহে মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যায় ধ্বনিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

৪০তম সর্গ

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বিদায়গ্রহণ, লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার উপদেশ, অনুগমনে অসমর্থ দশরথের পথিমধ্যে অবস্থান

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলি পুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার

নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে কৌশল্যা তৎপরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, অথচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশের যোগ্য; দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য্য এই বংশেরই সমুচিত। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন কাননকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর ।

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দশ বৎসর বনবাস কালের আরম্ভ করিতে হইতেছে।

তখন সীতা পুলকিত মনে সর্বাগ্রে সেই সূর্য্যে ন্যায় উজ্জ্বল কনকখচিত রথে আরোহণ করিলেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন সেইগুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম, চর্ম্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র থমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন।

মন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কষাঘাত করিবামাত্র রথ ঘর্ঘর রবে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত গর্জ্জন করিতে লাগিল। সর্বত্রই ভয়ঙ্কর কোলাহল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপ তপ্ত

পথিকের ন্যায় নামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া, অপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্বক মৃদু বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখমণ্ডল বহু দিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয়, রামজননী কৌশল্যার হৃদয় লৌহময়, নতুবা এমন কার্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জ্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্ম্মপরায়ণ জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সুপ্রভা যেমন সুমেরুকে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্য্যা করিবে। তুমি যে ইহার অনুগমন করিতেছ, এই বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উন্নতি এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রামকে দেখিবার আশয়ে দীন ভাবে ভার্য্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বদ্ধ হইলে, করিণীরা যেমন আর্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই

রোদনের মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিষাদে অবসন্ন হইয়া রহিলেন। অচিন্ত্যগুণ রামও সুমন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এক দিকে রাম ত্বরা দিতে লাগিলেন, অন্য দিকে পৌর জন রথ-বেগ সংবরণ করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিল, সুমন্ত্র কোন দিক রাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

লোকের চক্ষের জলে পথের ধূলিজাল নির্ম্মূল হইয়া গেল। পুরমধ্যে সর্ব্বত্রই হাহাকার, সকলেই বিচেতন। মৎস্যের আস্ফালনে পঙ্কজদল চঞ্চল হইলে যেমন তাহা হইতে নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের নেত্র হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। রাজা দশরথ নগরবাসিদিগের মনের ভাব দুঃখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাৎভাগে যে সকল লোক ছিল মহারাজকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। তাঁহাকে ভার্য্যাগণের সহিত মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কতকগুলি লোক হা রাম! অনেকে হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক করিতে লাগিল ।

অনন্তর রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক জননী বিষণ্ন ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পদব্রজে আগমন করিতেছেন। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন মাতাকে দেখিতে পারে না, সেইরূপ তিনি সত্যপাশে সংযত হওয়াতে, তৎকালে তাঁহাদিগকে আর সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতা মাতার দুঃখের সেই বিষণ্ন মূর্তি তাঁহার একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা

যানে গমনাগমন করেন, আজ তাঁহারা পথে পদব্রজে, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করেন, আজ তাঁহাদের দুর্বিষহ দুঃখ; তদ্দর্শনে রাম অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, বারংবার সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এ দিকে বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী কৌশল্যা সেইরূপে ধাবমান হইলেন। তিনি কখন রামের কখন সীতার ও কখন বা লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র, রাজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রুত গমন করিতে কহিতেছেন দেখিয়া, যুদ্ধার্থীউভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি প্রত্যাগমন করিলে, মহারাজ যদি তোমায় তিরস্কার করেন, লোকের কোলাহলে আদেশ শুনিতে পাও নাই বলিলেই চলিবে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলে আমায় বিষম ক্লেশ পাইতে হইবে। সুমন্ত্র সম্মত হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে সকল লোক আসিতে ছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে কহিয়া, অধিকতর বেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজপরিবার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যে দিকে রাম সেই দিকেই তাঁহাদের মন প্রভাবিত হইল।

অনন্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহারাজ! যাহার পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহু দূর তাহার সমভিব্যাহারে গমন করা নিষিদ্ধ। সস্ত্রীক দশরথ অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের অনুগমনে ক্ষান্ত

হইলেন এবং তথায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ন মুখে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

৪১তম সর্গ

রামের বনবাসে পুরবাসিগণের খেদ ও অযোধ্যার দুরবস্থা বর্ণন

রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে, অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের হাহাকার করিতে লাগিলেন, কহিলেন, হা! যিনি অনাথ, দুর্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যিনি অপ্রীতিকর কথা কহেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করেন, এবং লোকের দুঃখে দুঃখিত হন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি জননীনির্বিশেষে আমাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আমাদের সকলের রক্ষক তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজার নিয়োগে এখন কোথায় চলিলেন। হা! রাজা কি হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, যিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যব্রতপরায়ণ ও ধার্মিক তাঁহাকেও বনবাস দিলেন। এই বলিয়া রাজমহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত মনে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ ঘোরতর আর্তস্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে যারপর নাই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন। তৎকালে রাম-বিরহে আর কাহারই অগ্নি পরিচর্য্যায় প্রবৃত্তি রহিল না। দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তিরোহিত হইলেন, সমীরণ উষ্ণভাবে বহিতে লাগিল, চন্দ্র প্রখর মূর্তি ধারণ করিলেন, হস্তী সকল মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎস রক্ষায় বিরত হইল। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহ সকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্র

সকল নিস্তেজ শনৈশ্চর প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিষ্প্রভ হইয়া বিপথে সধূমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। জলদজাল প্রবল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসারিত হইয়া নগর কম্পিত করিয়া তুলিল। সমস্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, নগরবাসীরা সহসা দীন ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, আহার ও বিহারে আর কাহারই অভিরুচি রহিল না; শোকে সকলেই কাতর, বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ও দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা রাজপথে ছিল অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কাহারই অন্তরে হর্ষের লেশমাত্র রহিল না। সমস্ত জগত যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতা মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্বামী ভার্য্যার অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ তাঁহারা দুঃখভারে আক্রান্ত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। তখন সুররাজ পুরন্দরের বজ্রাস্ত্রে এই সশৈলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ রাম বিরহে অযোধ্যা কম্পিত হইল এবং হস্তী অশ্ব ও যোদ্ধা সকল ভয় ও শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

৪২তম সর্গ

দশরথের অবস্থা বর্ণন, দশরথকে লইয়া কৌশল্যার গৃহে গমন

রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধুলি দৃষ্ট হইল দশরথ ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইলেন,

তদবধি তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। রামও চক্ষের অন্তরাল হইলেন, তিনিও বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন ও তাঁহার দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্বক তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং কৈকেয়ী তাঁহার বামপার্শ্বে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নীতি নিপুণ বিনয়ী ধার্মিক দশরথ বামপার্শ্বে কৈকেয়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, পাপীয়সি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না, আমি তোরে আমার পত্নী কি দাসীভাবেও দেখিতেছি না। যাহারা তোর আশ্রয়ে আছে তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি। তুই অত্যন্তই অর্থলুব্ধ, ধর্ম কিরূপ তাহা জানিস্ না, এক্ষণে আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি তোর পাণিগ্রহণ পূর্বক তোকে যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার ফল কিছুই চাহি না। যদি ভরত এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে সে আমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের উদ্দেশে যাহা দান করিবে লোকান্তরে তাহা যেন আমার ত্রিসীমায় না যায়।

শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা সেই ধূলি-ধূষর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্বক গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা ও জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দহে দগ্ধ হইতে হয়, রামচিন্তায় রাজা দশরথের সেইরূপই হইতে লাগিল। তিনি গমনকালে এক একবার ফিরিয়া রথের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অবসন্ন হন। তাঁহার কান্তি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় অত্যন্তই মলিন হইয়া গেল। তিনি

ভাবিলেন, এতক্ষণে রাম নগরান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, হা! যে সকল অশ্ব, আমার রামকে বহিতেছে, পথে তাহাদের পদ চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু সেই মহাত্মা আর দৃষ্ট হইতেছেন না। যিনি চন্দনরাগে রঞ্জিত হইয়া উপধানে অঙ্গ বিন্যাস পূর্বক মুখে শয়ন করিলে স্ত্রীলোকেরা চামর বীজন করিত, আজ তিনি কোন এক স্থানে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া পাষাণ বা কাষ্ঠে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন এবং গিরিপ্রস্থ হইতে মাতঙ্গের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক উত্থিত হইবেন। সেই লোকনাথ অনাথের ন্যায় তরুতল পরিহার পূর্বক গমন করিবেন, বনচারী পুরুষেরা ইহা নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। রাজা জনকের প্রিয়তনয়া সীতা সততই সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, আজ তিনি পথে কণ্টকক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া বনপ্রবেশ করিবেন। জানকী অরণ্যের কিছুই জানেন না, আজ হিংস্র জন্তুগণের লোমহর্ষণ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইবেন। কৈকেয়ি! এক্ষণে তোর, কামনা পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য শাসন কর, আমি রাম-বিরহে কোনমতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

রাজা দশরথ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে মৃতদ্দেশে কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় সেই দুঃখপূর্ণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহ সকল সর্বতোভাবে শূন্য হইয়া আছে, পণ্যস্থাপন-বেদি সমুদায় সংবৃত রহিয়াছে, লোকেরা ক্লান্ত দুর্বল ও দুঃখার্ত, রাজপথে জন-সঞ্চার নিতান্তই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দশরথ নগরীর এইরূপ দুরবস্থা

অবললকন পূর্বক রাম-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঘ মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং বিহঙ্গরাজ, যাহার গর্ভ হইতে ভুজঙ্গ অপহরণ করিয়াছে সেই অগাধ গম্ভীর হ্রদের ন্যায় উহা হইল। তখন দশরথ গদগদ লক্ষিত বাক্যে ক্ষীণ স্বরে দ্বার প্রদর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার বাসভবনে লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্র থাকিয়া নিবৃতি লাভ করিতে পারিব না।

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তন্মধ্যে বিনীতের ন্যায় অবনতমুখে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মন একান্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তিনি ঐ গৃহ শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় শূন্য দেখিলেন এবং বাহুযুগল উত্তোলন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, হা রাম! তুমি কি তোমার জনক জননীকে ত্যাগ করিয়া গেলে? যাহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং তোমাকে আলিঙ্গন ও তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে তাহারাই মুখী।

অনন্তর তিনি, আপনার কালরাত্রির ন্যায় রজনী উপস্থিত হইলে দ্বিপ্রহরের সময় কৌশল্যাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পাণিতল দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে শয়নতলে রামচিন্তায় আকুল দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে

উপবেশন করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

৪৩তম সর্গ

কৌশল্যার বিলাপ

অনন্তর তিনি শোকাকুলিত মনে কহিলেন, মহারাজ! কুটিলমতি কৈকেয়ী বৎস রামের প্রতি বিষ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মোকমুক্তা উরগীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সে রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছে, অতঃপর আবাসমধ্যস্থ দুষ্ট সর্পের ন্যায় আমাকে অধিকতর ভয় প্রদর্শন করিবে। যদি রাম গৃহে থাকিয়া নগরে ভিক্ষা করিত, যদি তাহাকে কৈকেয়ীর দাস করিয়া দিতাম, তাহাও বরং আমার শ্রেয় ছিল। পর্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে, কৈকেয়ী সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে রামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই গজরাজগতি মহাবীর এতক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে, এখন বল দেখি, তাদের কি দুর্দশা ঘটিবে? তাহাদিগের সঙ্গে কিছু নাই, সকলেরই তরুণ বয়স, ভোগের সময়েই তুমি আবার বনবাস দিলে, জানি না, এখন তাহারা ফল-মূল আহার করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবে। ভাগ্যে কি এখনই সেই দিন উপস্থিত হইবে যে, বৎস রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া যাইব। কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ

আসিয়াছেন শুনিয়া, অযোধ্যর অধিবাসিরা পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে পুলকিত হইবে এবং সমস্ত নগর মাল্যে অলঙ্কৃত ও পতাকায় পরিশোভিত করিবে। কবে বহুসংখ্য লোক উহাদিগকে পুর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজপথে উহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। কবে দেখিব, আমার দুইটি বৎস কর্ণে কুণ্ডল এবং করে ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফল পুষ্প প্রদান পূর্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে। কবে সেই পরিণতমতি ধর্ম্মপরায়ণ রাম, জানকীকে সঙ্গে লইয়া বর্ষার জলধারার ন্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া উপস্থিত হইবে। মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্বে শিশুগণ দুগ্ধ পানে লালস হইলে এই জঘন্যা তাহাদের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছিল, সেই পাপেই বালবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্র বৎসলাকে কৈকেয়ী বল পূর্বক বিবৎসা করিল। দেখ, আমার একটি বৈ আর পুত্র নাই, জ্ঞান ও গুণ সমুদায়ই তাহার জন্মিয়াছে, তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া এখন কিরূপে জীবন ধারণ করিব। হা! রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, সেইরূপ পুত্র-শোকানল আজ আমাকে যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছে।

৪৪তম সর্গ

কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার সান্ত্বনা প্রদান

অনন্তর ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! তোমার রাম সদ্গুণসম্পন্ন, কুত্রাপি তাঁহার বিপদসম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিরার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম, সত্যবাদী পিতার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিলেন। যাহার ফল লোকান্তরে হইবে, সেই সজ্জনাচরিত ধর্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাহার নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জানকী অরণ্যবাস-দুঃখ সম্যক জানিতে পারিলেও ধর্ম্মপরায়ণ রামের অনুগমন করি আছেন। দেবি! যে সর্বলোক পালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহাই কি তাঁহার যথেষ্ট হইতেছে না? সূর্য্য তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। সর্বকাল-শুভ মুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত ও অনতিউষ্ণভাবে তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া, পিতার ন্যায় সন্তাপহর করজাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন। যিনি রণস্থলে অসুররাজ সম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মা হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ

করিয়াছেন, সেই মহাবীর স্বভুজবীর্য্যে নির্ভয় হইয়া, অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। শত্রু ঐ সকল যাঁহার শরাঘাতে দেহপাত করে, সকলকে শাসন করা তাঁহার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেবি! রামের কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ভাব! কি সৌন্দর্য্য! কি শোর্য্য! ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু সম্পদের সম্পদ, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেব তার দেবতা, এবং ভূত সমুদায়ের মহাভূত; তিনি বনে বা নগরে থাকুন, তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে। তিনি পৃথিবী জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাহাকে অত্যন্তই স্নেহ করিয়া থাকে। উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুরাগ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ অসি শর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যাঁহার অগ্রে অগ্র যাইতেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে, সেই উদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবেন। এক্ষণে আর দুঃখ শোক প্রকাশ করিও না; রামের অশুভ সম্ভাবনা কোনরূপই নাই। আর্য্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্তনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেই সাধু নাই। তিনি অবিলম্বেই লক্ষণের সহিত

আসিয়া, তোমায় প্রণাম করিবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু মোচন করিবে।

অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধ বাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। কৌশল্যারও দুঃখ শোক শরদের জলশূন্য নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

৪৫তম সর্গ

অযোধ্যাবাসিগণের রামের অনুগমণ, অপরাহ্নে তমসাতীরে গমন ও অবস্থান

অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোচিত স্নেহ করিত, রাজা দশরথ সুহৃৎ-ধর্ম্মানুসারে দূরগমন নিষিদ্ধ বলিয়া নিবৃত্ত হইলেও উহারা ক্ষান্ত হইল না; রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, উহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ গুণবান পৌর্ণমাসী শশীর ন্যায় নগরবাসীদিগের একান্তই প্রিয় ছিলেন। উহারা যদিও সকাতরে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল, অথচ বিরত হইলেন না; তিনি পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রথ হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক করিবে। সেই কৈকয়ীর হৃদয়নন্দন অতিশয় সুশীল, তিনি তোমাদিগের প্রিয়কর ও হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ

হইয়াছেন। তাঁহার বল বীর্য্য প্রচুর হইলেও স্বভাব সুকোমল। তিনি তোমাদিগের সকল ভয়ই নিবারণ করিতে পারিবেন। রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, আমি অপেক্ষা ভরতের তাহা যথেষ্টই আছে। তিনি এক্ষণে যুবরাজ এবং তোমাদের অনুরূপ প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন তোমাদের সর্বতভাবেই কর্ত্তব্য। আমি বন প্রস্থান করিলে যাহাতে তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত না হয়, আমার হিতোদ্দেশে তোমরা সেই রূপই করিবে।

রাম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রজারা 'রামই রাজা হন' অপূর্ণ লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাঙ্ক্ষাই করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহাদিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বার্ধক্য নিবন্ধন শিরঃকম্পন পূর্বক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহারা একান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও গমনে অসক্ত হইয়া দূর হইতে কহিতে লাগিলেন, হে বেগবান্ উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বগণ! নিবৃত্ত হও, যাইও না, যাহাতে রামের হিত হয়, তোমরা তাহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শুন। রামের অন্তঃকরণ নির্ম্মল, ইনি বীর ও দৃঢ়ব্রত পরায়ণ, তোমরা ইহাকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস, কদাচই পুরের বাহির হইও না।

রাম বৃন্ধ ব্রাহ্মণগণের এই রূপ কাতর বাক্য শ্রবণ ও তাঁহদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মৃদুপদে অরণ্যের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই সজ্জনবৎসল অত্যন্তই দয়াপরবশ ছিলেন, তিনি বিপ্রগণকে পদব্রজে

আসিতে দেখিয়া রথবেগ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্বিজগণ প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সসম্ভ্রমে সন্তপ্ত মনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নি সমুদায় বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। দেখ, আমাদের শারদীয় অভ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ ছত্র সকল তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। তুমি ছত্র পাও নাই, রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে, আমরা ইহা দ্বারা তোমায় ছায়া দান করিব । আমাদের যে বুদ্ধি বেদমন্ত্রানুসারিণী, আজ তোমার নিমিত্ত তাহা বনবাসে নিয়োগ করিলাম। যাহা আমাদিগের পরম ধন, সেই বেদ সততই হৃদয়ে রহিয়াছে এবং আমাদের সহধর্ম্মিণীরাও পতিব্রত্য ধর্ম্মে রক্ষিত হইয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। যখন আমরা তোমার অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছি, তখন অরণ্য গমনে আমাদের সংশয় হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু দেখ, তুমি যদি আমাদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মনিরপেক্ষ হও, তাহা হইলে বল দেখি, ধর্ম্মপথে অবস্থান আর কিরূপ? আমরা এই হংসবৎশুক্লকেশশোভিত মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনে যাইও না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তুমি নিবৃত্ত না হইলে, উহার সমাপ্তি হইবে না। জগতের সকল প্রকার জীব তোমায় স্নেহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রার্থনা করিতেছে, তুমি

প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল ভূগর্ভে বদ্ধমূল বলিয়া, একান্ত হতবেগ হইয়া রহিয়াছে, উহারা তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া প্রবল বায়ুবেগশব্দে যেন তোমাকে নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ, বৃক্ষের পক্ষিগণও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত ও নিষ্পন্দ হইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।

ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাম অদূরে দেখিলেন, তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, যেন তাঁহাকে বন গমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। উহারা বিমুক্ত হইবা মাত্র ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তৎপরে সুমন্ত্র উহাদিগকে স্নান করাইয়া আহরার্থ তৃণ প্রদান করিলেন।

৪৬তম সর্গ

নিদ্রাবস্থায় পুরবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া রামের তমসা পার হইয়া গমন

অনন্তর রাম সুরম্য তমসাতটে উপবেশন করিয়া জানকীকে নিরীক্ষণ পূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত। এক্ষণে তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, এই শূন্য কাননে মৃগপক্ষিগণ স্ব স্ব নিলয়ে আসিয়া কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, উহা আমাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পিতার রাজধানী অযোধ্যার

স্ত্রীপুরুষেরা আজ অবধি আমাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে। পিতা, তুমি, আমি, শত্রুঘ্ন ও ভরত আমাদের সকলেরই গুণে উহারা বশীভূত হইয়া আছে। এক্ষণে জনক জননীর নিমিত্ত আমার অত্যন্তই কষ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই অন্ধ হইবেন। ধর্মশীল ভরত ধর্ম্ম সম্মত বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন। তাঁহার সেই অমায়িক ভাব স্মরণ করিলে উহাদের নিমিত্ত আর কষ্ট হয় না। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভালই করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্যের সাহায্য লইতে হইত। বৎস! আজ আমরা এই নদী তীরে আশ্রয় লইলাম; এই স্থানে বন্য ফল-মূল যথেষ্টই রহিয়াছে, কিন্তু সংকল্প করিয়াছি, আজিকার এই রাত্রি কেবল জল পান করিয়া থাকিব।

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। অনন্তর দিবাকর অস্ত শিখরে আরোহণ করিলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে প্রচুর তৃণ আহার করাইলেন এবং সন্ধ্যা বন্দনাবসানে নিশা উপস্থিত দেখিয়া লক্ষ্মণের সাহায্যে রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামও ঐ পর্ণশয্যায় ভার্য্যার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত দেখিয়া সুমন্ত্রের নিকট তাঁহার বিস্তর প্রসংশা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাত্রিও প্রভাত হইল এবং সূর্য্যদেব গগনে উদিত হইলেন ।

অনন্তর রাম সেই গোষ্ঠবহুল তমসার উপকূলে প্রকৃতিগণের সহিত রজনী যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্বক তাহাদিগকে ঘোর

নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রজারা গৃহধর্মে নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল আমাদিগেরই মুখাপেক্ষা করিতেছে। দেখ, ইহারা এখনও বৃক্ষমূলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। আমাদিগকে বনবাসের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহাদের অত্যন্তই যত্ন; বরং ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু স্বসংকল্প হইতে কিছুতেই বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে নিদ্রিত আছে, ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইবে, আইস, আমরা এই অবকাশে শীঘ্র রথারোহণ পূর্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই রাজকুমারদিগের কর্তব্য, কিন্তু আত্মকৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।

লক্ষ্মণ ধর্মস্বরূপ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহা অতি উত্তম, আর বিলম্বে কাজ নাই, রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর, আমি এখনই অরণ্যে যাত্রা করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র শীঘ্র অশ্ব যোজনা করিয়া রামের নিকট আগমন পূর্বক কৃতঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! রথ আনিয়াছি, তুমি এক্ষণে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ কর।

রাম সপরিচ্ছদে শর শরাশন লইয়া রথারোহণ পূর্বক সেই আবর্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। তিনি তমসা পার হইয়া ভীত লোকের ও অভয়প্রদ নিরাপদ রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে প্রকৃতিবর্গের চিত্তবিভ্রম উৎপাদনের নিমিত্ত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি

একাকীই রথ লইয়া, উত্তরাভিমুখে গমন পূর্বক শীঘ্র ফিরিয়া আইস। অমি বনে চলিলাম, সাবধান, যেন প্রজারা কোনরূপে এইটি না জানিতে পারে। রাম এই বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

রামের আদেশ মাত্র সুমন্ত্র উত্তরাভিমুখে গমন ও পুনরায় আগমন করিলেন এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণ পুনরায় রথে আরোহণ করিলে, তিনি গমনমঙ্গলার্থ উহা একবার উত্তরাস্যে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

৪৭তম সর্গ

নিদ্রাভঙ্গে রামকে না দেখিয়া পুরবাসিগণের খেদ ও বহু প্রযত্নেও রথচিহ্ন স্থির করিতে না পারায় অযোধ্যায় প্রতিগমন

এদিকে শর্বরী প্রভাত হইলে, পুরবাসিগণ রামের অদর্শনে শোকে আক্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সজল নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার রথধূলিও আর দেখিতে পাইল না । অনন্তর সকলে বিষাদে ম্লান হইয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিল, নিদ্রাকে ধিক, আমরা এই নিদ্রারই প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া আজ সেই বিশাল-বক্ষ বৃহৎ-বাহুকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি এই সমস্ত অনুরক্ত লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাপসবেশে প্রবাসে গমন করিলেন! পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে পালন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সর্বদাই আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, এক্ষণে সেই রঘুপ্রবীর কি বলিয়া সকলকে ফেলিয়া অরণ্যে

গেলেন! আজ আমরা মহাপ্রস্থান [মরণ নিশ্চয় করিয়া উত্তর দিকে গমন] বা এই স্থানেই তনুত্যাগ করিব। এই তমসা তীরে সুপ্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে, ইহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলপ্রবেশ করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে যখন রামের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কোন্ প্রাণে কহিব, যে আমরা সেই প্রিয়ংবদকে বনবাস দিয়া আইলাম। অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতারা আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্তই ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা তাঁহার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিরূপে নগরে যাইব। প্রকৃতিগণ তৎকালে দুঃখিত মনে হস্তোত্তোলন পূর্বক হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা রথের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষণ্ণ মনে সকলে কহিতে লাগিল, হ! এ কি! কি করিব! দৈবই আমাদের প্রতিকূল হইয়াছেন! এই বলিতে বলিতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং ক্লান্ত মনে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। অযোধ্যায় রাম বিরহে সকলেই আকুল, তদ্দর্শনে উহাদের মনও যার পর নাই বিকল হইয়া উঠল এবং উহারা শোকাবেগে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিল। পতগরাজ যাহার গর্ভ হইতে সর্প বাহির করিয়া লইয়াছেন, সেই নদীর ন্যায়, শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় ও বারিশূন্য সাগরের ন্যায় ঐ পুরী নিতান্তই হতশ্রী হইয়াছিল। পৌরেরা প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমাত্র

নাই। তৎকালে সকলে দুঃখে ক্ষিপ্ত প্রায় হওয়াতে, প্রত্যক্ষেও আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না এবং অতিকষ্টে গৃহ প্রবেশ করিলেও স্বগৃহ ও পরগৃহ নির্বাচন করিয়া লইতে পারিল না।

৪৮তম সর্গ

পৌরস্ত্রীগণের কৈকেয়ীকে নিন্দা ও বিলাপ

পৌরজন পুনর্বার নগরে আগমন করিল। সকলেই দুঃখে বিষণ্ন ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই বিমনায়মান ও মৃত প্রায়। উহারা স্বস্ব গৃহে প্রবেশপূর্বক পুত্রকলত্রে পরিবৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতে লাগিল। আমোদ আহ্লাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বণিকেরা আর আপণ প্রসারিত করিল না, করিলেও পণ্যদ্রব্য যেন সকলের বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। গৃহস্থের রন্ধনকার্য্যে বিরত হইলেন। অপহৃত অর্থ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও আর কেহ হৃষ্ট হইল না এবং জননী প্রথমজাত পুত্রকে পাইয়াও নিরানন্দে রহিল।

অনন্তর পৌরস্ত্রীরা ভর্তৃগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া, দুঃখিত মনে গলদশ্রু লোচনে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, যাহারা রামকে আর দর্শন করিতে না পাইল, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ও সুখে প্রয়োজন কি? জগতে এক লক্ষ্মণই সাধু এবং জানকীই সাধ্বী, তাঁহারা সেবাপর হইয়া রামের অনুসরণ করিলেন। রাম যে পথ দিয়া যাইবেন, তথায় যে সকল নদী ও সরোবর থাকিবে তাহারাই ধন্য, কারণ রাম উহাদের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিবেন। তাঁহার প্রসাদে, সুরম্য বৃক্ষ পূর্ণ কানন এবং সশৃঙ্গ পর্বত

সুশোভিত হইবে এবং উহারা প্রিয় অতিথির ন্যায় তাঁহাকে পাইয়া সেবা করিবে। তিনি দেখিবেন, বৃক্ষে বিচিত্র পুষ্প সকল বিকসিতও মঞ্জরী উত্থিত হইয়াছে এবং ভৃঙ্গের মধুগন্ধে তাহাতে গিয়া উপবেশন করিতেছে। তরুদল পল্লবশয্যা দিয়া রামকে আরামে রাখিবে। পর্বত সকল, কৃপা করিয়া অকালের উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প এবং প্রস্রবণ, স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদান করিবে। যেখানে রাম তথায়, ভয় ও পরাভব কিছুই নাই। এক্ষণে চল, সেই মহাবীর বহু দূর যাইতে না যাইতে, আমরা তাঁহার অনুগমন করি। তাদৃশ মহাত্মার চরণচ্ছায় আমাদিগের সুখজনক হইবে। তিনিই সকলের গতি ও আশ্রয়। অরণ্যে আমরা জানকীর সেবা করিব ও তোমরা রামের পরিচর্য্যা করিবে। রাম হইতে তোমাদিগের এবং জানকী হইতে আমাদিগের অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা হইবে। দেখ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, হর্ষ আর নাই, মনও উদাস হইয়াছে, বল দেখি, এখন এই গৃহে থাকিয়া আর কে সন্তুষ্ট হইবে? যদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না থাকে, যদি ইহা নিতান্ত অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে ধনপুত্রের কথা দূরে থাক, জীবনেই বা ফল কি? যে, ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত পতি পুত্র পরিত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে পরিত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণসত্ত্বে তাঁহার পোষ্য হইয়া এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা, রাজার এমন গুণের পুত্রকে নির্বাসিত করিতে পারিল, তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকিবে? এই রাজ্য অরাজক হইল; অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, যাগ যজ্ঞ

ও বিলুপ্ত হইবে; বলিতে কি, কৈকেয়ী হইতে এই সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, মহারাজ আর বাঁচিবেন না, তিনি দেহত্যাগ করিলে সবই ছারখার হইবে। অতএব আইস, আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষ পান করি, অথবা রামের অনুগমন কিম্বা যথায় কৈকেয়ীর নাম গন্ধও নাই, সেই স্থানে প্রস্থান করি। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অকারণ নির্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমরা ঘাতক সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভারতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম। জলদশ্যাম রাম, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, তাঁহার জত্রুদ্বয় গঢ় এবং বাহু আজানুলম্বিত; সেই পদ্মপলাশ-লোচন অত্যন্ত মধুর স্বভাব, সত্যবাদী ও সাধু। দেখা হইলে তিনি অগ্রেই আলাপ করিয়া থাকেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাহার বিক্রম, এক্ষণে অরণ্য তাঁহার পাদ স্পর্শে অলঙ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

পৌরস্ত্রীরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর মরক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দিবাকর যেন উহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত হইল। তৎকালে নগর মধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালাপের সম্পর্ক রহিল না, অন্ধকার যেন চারিদিক অবগুণ্ঠিত করিল। নৃত্য গীত বাদ্য বিলুপ্ত হইল। সকলেই বিষণ্ন, নিরাশ্রয়, আপণ সকল অবরুদ্ধ, অযোধ্যা শুষ্ক সমুদ্রের ন্যায় তারাশূন্য আকাশের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাম, পৌরনারীগণের

গর্ভের সন্তান অপেক্ষাও অধিক ছিলেন। উহারা তাঁহার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, সেই ভাবে আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

৪৯তম সর্গ

রামের কোশলদেশে গমন, দেবশ্রুতি, গোমতী ও স্যান্দিকা নদি পার হইয়া নিষাদ রাজ্যে গমন

এদিকে রাম পিতৃআজ্ঞা পালন উদ্দেশে সেই রাত্রিশেষে বহুদূর অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক দেশান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং যাহার প্রান্তে হলকর্ষিত ক্ষেত্র সকল শোভা পাইতেছে, এইরূপ গ্রাম ও কুসুমিত কানন অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রথ মহাবেগে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ সমস্ত রমণীয় দৃশ্য দর্শন প্রসঙ্গে তিনি উহা অনুভব করিতে পারিলেন না।

গমন পথে গ্রাম্যলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, কামপরায়ণ রাজা দশরথকে ধিক্! তাঁহার পুত্রস্নেহ কিছুমাত্র নাই, যিনি প্রকৃতিগণের প্রতি কখন কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করেন না, তিনি তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিলেন! পাপীয়সী কৈকেয়ী নিতান্ত ক্রূরস্বভাব, তিনি অতি নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজার এমন গুণবান, দয়াশীল, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকেও বনবাস দিলেন!

রাম ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কোশল দেশের অন্ত সীমায় উপনীত হইলেন। এবং পবিত্র সলিলা স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত হইতেছে। উহার কচ্ছদেশে গো সকল সঞ্চরণ করিতেছিল, রাম উহা পার হইয়া হংস ময়ূর মুখরিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। পূর্ব্বে

রাজা মনু, ঈক্ষ্বাকুকে যে জনপদপরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাম স্যন্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বারংবার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহি লেন, সুমন্ত্র! আমি আবার কবে পিতা মাতার সহিত সমাগত হইয়া সরযূর কুসুমকাননে মৃগয়া করিব। মৃগয়া আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্তু ইহা রাজর্ষিগণের সম্মত বলিয়া, নিষিদ্ধও বলিতে পারি না। রাম মধুর বাক্যে সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানা প্রকার কথোপকথন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

৫০তম সর্গ

রামের শৃঙ্গবেরপুরে গমন ও নিষাদ রাজ গুহের আতিথ্য বর্ণন

অনন্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে রঘুকুল-প্রতিপালিতে! আমি তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি ঋণমুক্ত, বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া, পুনরায় তোমায় দর্শন করিব। রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণ পূর্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমায় যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, অতঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, আমরাও স্বকার্য্য সাধনে গমন করি।

তখন জনপদবাসিরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগল, নেত্রের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়ংকালীন সুর্য্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তর বদান্য লোকের বসতি আছে, চৈত্য ও যূপ সকল শোভা পাইতেছে এবং নিরন্তর বেদধ্বনি হইতেছে, যথায় সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট, যে স্থান আম্রকাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়-শোভিত এবং ধনধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যান শোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। জাহ্নবীর জল মণির ন্যায় নির্ম্মল শীতল ও পবিত্র। উহাতে কিছুমাত্র শৈবাল নাই। মহর্ষিরা ঐ জলে স্নান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তটে দেবগণের উদ্যান ও ক্রীড়া-পর্বত। এই গঙ্গা দেবলোকে সুরভরঙ্গিণী মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায় দেবসেব্য সুবর্ণ পদ্ম বিকসিত হইতেছে এবং দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও অপ্সরাগণ পুলকিত মনে বিহার করিতেছেন। জাহ্নবী কোন স্থলে শিলাঘাত নিবন্ধন যেন ভীষণ অট্টহাস্য করিতেছেন; কোথাও যেন ভাসিতেছে, কোন স্থলে প্রবাহ বেণীর আকারে চলিয়াছে, কোথাও বা আবর্ত হইতেছে। এক স্থলে স্থির ও গম্ভীর, আর এক স্থলে অত্যন্তই বেগ। কোথাও প্রবাহ শব্দ অতি সুমধুর, কোথাও বা একান্তই কঠোর। স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ

বালুকাময়স্থান, স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের কলরব। কোন স্থলে তীরের তরুশ্রেণি যেন মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও বা পদ্ম কুমদ ও কলার সকল মুকুলিত ও বিকসিত হইয়া আছে, এবং পুষ্পপরাগ প্রবাহবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। এই পবিত্র নদী রাজা ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। ইহাতে শিশুমার নক্র কুম্ভীর ও উরগগণ বাস করিতেছে। উহার তীর, তরুলতা গুল্মে একান্ত গহন হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে দিগ্‌গজ বন্যগজ ও সুরমাতঙ্গ সকল অনবরত গর্জ্জন করিতেছে। রাম ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! ঐ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসুমমুশোভিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র উভয়েই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অনন্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়া দিলেন এবং রামকে ইঙ্গুদী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন। রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন, শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, সখে!

তুমি আমার এই রাজধানী, অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই বলিয়া নিষাদাধিপতি গুহ শীঘ্র নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি ত সুখে আসিয়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার, তুমি আমাদিগের ভর্ত্তা, আমরা তোমার ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য, উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বের ঘাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে, দূর হইতে পাদচারে আগমন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতেই আমরা সৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্তুল বাহু যুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুহ! ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধু বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? তুমি প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে যে সকল আহার দ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীর চর্ম্ম ধারণ ও ফল-মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অশ্ব, পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবা মাত্র অধিকৃত পুরুষদিগকে অশ্বের আহার পান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণ পূর্বক সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

৫১তম সর্গ

লক্ষ্মণ ও গুহের কথোপকথন

লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, গুহ, সন্তুপ্ত মনে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না; এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পূর্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহার প্রসাদে ধর্ম্ম অর্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্বক পত্নী সহ প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। আমি নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারি।

তখন লক্ষ্মণ গুহের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি কাছে, তুমি যখন রক্ষা-ভাব গ্রহণ করিতেছ, তখন

আমাদিগের কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি? কি বলিয়াই বা মুখ ভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহাঁকে বনবাস দিয়া, তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয়, এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্তরবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসব কৌশল্যা যে, পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে, পিতার ভাগ্যে কি ঘটবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্বনাশ হইল! সর্বনাশ হইল!' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীন হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাহারা তৎকালে

উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল রহিয়াছে যে স্থানে হর্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর আছে ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সুখে বিচরণ করিবে। হা! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব?

লক্ষ্মণ জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নিষাদরাজ, লক্ষ্মণের এই সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া, বন্ধুত্ব নিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

৫২তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের জটাবন্ধন, গুহের নিকট রামের বিদায় গ্রহণ, সুমন্ত্রকে অনুগামী হইতে নিবৃত্ত করিয়া গঙ্গাপারে গমন

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! রাত্রি অতীত ও সূর্য্যোদয় কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল

কুহূরব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে। আইস, আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই।

লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ ও সুমন্ত্রকে নৌকা আনয়নের সঙ্কেত করিয়া, তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন গুহ সচিবগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুক্ত নাবিক-সহিত একখানি সুদৃঢ় তরণী শীঘ্র এই তীর্থে আনয়ন কর। নিষাদগণ গুহের আজ্ঞামাত্র প্রস্থান করিল এবং এক রমণীয় নৌকা আনয়ন পূর্বক তাঁহাকে সংবাদ দিল।

অনন্তর নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, সখে! তরণী আনীত হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর; বল, অতঃপর আমায় আর কি করিতে হইবে? রাম কহিলেন, গুহ! তোমার প্রযত্নে আমি পূর্ণকাম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলাইয়া দেও। এই বলিয়া রাম বর্ম ধারণ এবং তূণীর খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবতরণ পথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সম্মুখে গিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে আমি কি করিব, আদেশ কর।

তখন রাম দক্ষিণ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল; অত:পর আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব। সুমন্ত্র রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের

ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত তুমি যে, বনবাসী হইতেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই অভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয়, জগতে ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন, মৃদুতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, কিন্তু বলিতে কি, এই কার্য্যে তুমি ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সর্বোৎকর্ষতা লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিলে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম। হা! অতঃপর এই হত ভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইতে হইবে। সারথি সুমন্ত্র রামকে দূর দেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ পূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বাস্প বিসর্জ্জন পূর্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলে, রাম বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! ঈক্ষ্বাকু-বংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দুঃখে তিনি একান্তই আক্রান্ত হইয়ান এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া, অত্যন্তই বিষণ্ন হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ, এই কারণেই আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছি। সেই মহীপাল দেবী কৈকেয়ীর শুভোদ্দেশে তোমায় যা কিছু আদেশ করিবেন, তুমি নিশঙ্কচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। দেখ, কাম-ক্রোধ-কৃত যে কোন কার্য্যই হউক, তাহাতে অন্যে প্রতিকুলাচরণ করিবে না, এই কারণেই মহীপালগণ রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে পিতা, যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন এবং আমার শোকে একান্ত আকুল হইয়া না

উঠেন, তুমি তাহাই করিও। তুমি তাহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া, আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে, নগর হইতে নির্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইল, তন্নিমিত্ত আমি দুঃখিত নহি, লক্ষ্মণ ও কিছুমাত্র কাতর নহেন। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার জনক জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অবিকল ইহাই কহিবে। তৎপরে কৌশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া সর্বাঙ্গীন মঙ্গল জ্ঞাত করিবে। মহারাজকেও বলিবে, তিনি যেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিঙ্গন করিয়া, আমাদিগের বিয়োগ দুঃখে আর অভিভূত হইবেন না। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে যে, তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সুমন্ত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তৎসত্ত্বেও আমি প্রগল্‌ভ হইয়া, স্নেহ প্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবে। দেখ, তোমার বিরহে নগরের তাবৎ লোক যেন পুত্র-শোকে আকুল হইয়া আছে এখন বল দেখি, তোমায় রাখিয়া তথায় কিরূপে প্রবেশ করিব। তুমি যখন নগর হইতে

নির্গত হও, তৎকালে পুরবাসিরা তোমায় এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহাতে তোমায় দেখিতে না পাইলে, উহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যে রথের রথী রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারথিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন করিলে স্বপক্ষ সৈন্যেরা যেমন কাতর হয়, পৌরগণ এই রথ দেখিয়া তদ্রূপই হইবে। তুমি যদিও বহুদুরে আসিয়াছ, কিন্তু কল্পনা-বলে উহারা যেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন করিতেছে, আজ তুমি না যাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণশংসয় ঘটিবে। রাম! নিষ্ক্রমণকালে তোমার শোকে উহারা যেরূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময় সকলে তোমার বিরহ দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যে রূপ চীৎকার করে এক্ষণে কেবল আমায় দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক করিবে। হা! আমি দেবী কৌশল্যাকে গিয়া কি কহিব, আমি তোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি প্রানান্তে এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পারিব না। তোমায় বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্তু অত্যন্তই অপ্রিয়, ইহা আমি কোন সাহসে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব! রাম! আমার নিয়োগস্থ্ এই সমস্ত অশ্ব তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শূন্য রথ লইয়া কি রূপে যাইবে? যদি কাননে তুমি ইহাদিগকে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। যাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অযোধ্যায় যাইতে পারি না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে

অনুমতি প্রদান কর। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ এই রথের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি থাকিলে রথী হইয়া তৎসমুদায় নিবারণ করিতে পারি। তোমার জন্য রথচর্য্যা-কৃত সুখ লাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাস-সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও, অরণ্যে তোমার সন্নিহিত থাকি, ইহাই আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি তথায় প্রাণপণে তোমার সেবা করিব, অযোধ্যা কি সুরলোকের নামও করি না। এক্ষণে, অধিক আর কি, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া কোন মতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাস-কাল অতিক্রান্ত হইলে, আমার অভিলাষ এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাই। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দশ বৎসর যেন পলকে অতিবাহিত হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শতগুণ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। ভৃত্যবৎসল! প্রভু-পুত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি; আমি তোমার একজন ভক্ত, তুমিও আমায় ভৃত্যোচিত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

রাম সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্তৃবৎসল! আমাতে যে তোমার অনুরাগ আছে, আমি তাহা জানি, এক্ষণে যে কারণে তোমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃশংসয় হইবেন, কিন্তু তুমি

প্রতিনিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অযথা আশঙ্কা করিবেন। আমার মুখ্য অভিপ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভারতের রাজ্য পরম সুখে ভোগ করেন। অতএব তুমি আমার ও মহারাজের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি তোমায় যাহা যাহা কহিয়া দিলাম, গিয়া সেই গুলি সকলকে অৰিকল কহিও।

এই বলিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, গুহকে কহিলেন, গুহ! অতঃপর এই সজন বনে থাকা আর আমার কর্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদুপযুক্ত বেশ আবশ্যক। অতএব আমি, পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বন পূর্বক সীতা ও লক্ষ্মণের মতানুসারে তাপসের ন্যায় গমন করিব। এক্ষণে তুমি আমার জটা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বটনির্য্যাস আনাইয়া দেও।

অনন্তর বটনির্য্যাস আনীত হইল। ঐ চীরধারী বীরযুগল বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনার্থ দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রস্থান কাল সন্নিহিত হইলে রাম, পরম সহায় গুহকে কহিলেন, সখে! রাজ্য অতি দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোশ দুর্গ ও জনপদে সততই সাবধান হইয়া থাকিবে। তিনি গুহকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে অনতিবিলম্বে ভাগীরথী তীরে গমন করিলেন এবং তথায় নৌকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থান কর। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতা উঠাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তৎপরে রামও আরোহণ করিলেন, এবং আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিসাধারণ মন্ত্র

জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত, জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাম, সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণী-প্রক্ষেপ-বেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল। জানকী গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গঙ্গে! এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নির্বিঘ্নে এই নির্দেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাথে তোমায় পূজা করিব। তুমি সমুদ্রের ভার্য্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি। রাম ভালয় ভালয় পৌঁছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান করিব, সহস্র কলশ সুরা ও পলান্ন দিব। তোমার তীরে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চনা করিব।

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। তখন সকলে তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সজন বা বিজনই হউক সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জন মানুষের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও

উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না এবং গর্ত ও নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন এবং বনবাসের যে কি দুঃখ আজই তাহা জানিতে পারিবেন।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বাগ্রে চলিলেন। রামও সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুমন্ত্র এতক্ষণ রামকে নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবামাত্র ব্যথিত মনে অশ্রু বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম সুসমৃদ্ধ সস্যবহুল বৎস দেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

৫৩তম সর্গ

রামচন্দ্রের বিলাপ ও লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ, লক্ষ্মণের সান্ত্বনা-প্রদান

অনন্তর রাম সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! জনপদের বাহিরে সবে এই প্রথম নিশা দর্শন করিলাম, আজ আর সুমন্ত্র নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্য শূন্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে; সীতার অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত। আইস, আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ পত্র আনিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া কষ্টে সৃষ্টে শয়ন করি।

এই বলিয়া রাম ভূমিতে শয়ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! আজ মহারাজ অতি দুঃখে নিদ্রা যাইতেছেন, কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বোধ হয়, ভরত উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে মহারাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রাজাকে আর প্রাণে বাঁচিতে দিবেন না। হা! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তিনি অনাথ, জানি না, অতঃপর রামের অনুরোধে তিনি কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া কি করিবেন। রাজার মতিভ্রম এবং এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এইরূপ স্ত্রীর প্রবর্তনায় মূর্খও কি, আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? ভার্য্যার সহিত ভরতই সুখী, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশল

রাজ্য উপভোগ করিবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমি ও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং তিনি একাকীই রাজা হইবেন। যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কামের অনুসরণ করেন, তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত, আমাকে নির্বাসিত ও পিতার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্তই কৈকেয়ী আসিয়াছেন। এখন কি তিনি, সৌভাগ্য-মনে মোহিত হইয়া কেবল আমায় দুঃখিত করিবার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন? তোমার জননী আমাদের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিবেন, অতএব তুমি কল্য প্রাতে এস্থান হইতে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। আমি একাকী জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। কৌশল্যা নিতান্ত নিরাশ্রয়। কিন্তু কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, তিনি বিদ্বেষ বশত অন্যায় আচরণ করিতে পারেন; বলিতে কি, আমাদের জননীর প্রাণ-বিনাশ করিবার নিমিত্ত বিষ প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেবী কৌশল্যা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আজ তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। তিনি আমায় এতদিন লালন পালন করিলেন, বহু দুঃখে বাড়াইলেন, কিন্তু সুখী করিবার সময়েই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম! লক্ষ্মণ! আমায় ধিক্, আমি জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা দিলাম, অতঃপর আর কোন সীমন্তিনী যেন আমার ন্যায় কুপুত্রকে গর্ভে না ধারণ করেন। বোধ হয়, আমা অপেক্ষা সারিকা, মাতার সমধিক স্নেহের পাত্র হইবে, তিনি উহার মুখে শত্রুনির্য্যাতন করিবার কথাও শুনিতে পান, কিন্তু আমি তাঁহার পুত্র হইয়া কি উপকার করিলাম।

তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ্যা, এক্ষণে আমার বিয়োগে শোকে নিমগ্ন ও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। মনে করিলে আমি রোষভরে একাকী, শর-নিকরে অযোধ্যা কি, সমগ্র পৃথিবী ও নিষ্কন্টক করিতে পারি, কিন্তু নিরর্থক বল প্রদর্শন শ্রেয় নহে। ভাই! আমি কেবল পরলোক ভয় ও অধর্মভয়েই রাজ্য গ্রহণ করিলাম না। মহাবীর রাম নির্জ্জনে করুণমনে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ জ্বালাশূন্য হুতাশনের ন্যায় হতবেগ সাগরের ন্যায় রামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আজ আপনি নিষ্কান্ত হওয়াতে, অযোধ্যা নিশ্চয়ই শশাঙ্কহীন শর্বরীর ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর এইরূপে দুঃখিত হইবেন না, আপনি দুঃখিত হইলে আমরাও বিষণ্ন হই। জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত হইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার নিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করতে পারিব না। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বর্গই বা কি, কিছুই অভিলাষ করি না।

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া তাঁহাকে বনবাস ব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন এবং অদূরে বটবৃক্ষ মূলে পর্ণশয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া, সীতার সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য জনসঞ্চার শূন্য, তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত সিংহ যেমন

নির্ভয়ে থাকে, তাঁহারা সেইরূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

৫৪তম সর্গ

ভরদ্বাজাশ্রমে গমন ও আতিথ্য স্বীকার, ভরদ্বাজের সহিত রামের কথোপকথন

অনন্তর রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহারা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথায় যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া, বন প্রবেশ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিবিধ ভূবিভাগ, অদৃষ্টপূর্ব রমণীয় দেশ এবং নানা প্রকার কুসুমিত বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দিবা, অবসান হইয়া আসিলে রাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে, বোধ হয়, ঐ স্থানে কোন ঋষি বাস করিয়া আছেন। আমরা নিশ্চয়ই এক্ষণে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম, এস্থান হইতে দুই নদীর প্রবাহ-সঙ্ঘর্ষ-শব্দ কেমন সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। অদূরেই আশ্রম পদ, বনজীবিরা আশ্রম-বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া লইয়াছে তাহাও দেখা যাইতেছে?

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ মৃগপক্ষিগণের ভয়োৎপাদন পূর্বক কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপাঃ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, অগ্নিহোত্র

অনুষ্ঠান পূর্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা মহারাজ দশরথের আত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের কন্যা কল্যাণী সীতা আমারই ভার্য্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন। অনুজ লক্ষ্মণও ব্রত ধারণ পূর্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমরা পিতার নির্দ্দেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফল-মূল ভক্ষণ পূর্বক ধর্ম্ম সাধন করিব।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপূবক অর্য্য বৃষ নানাপ্রকার বন্য ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন পূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দেখিলাম, তোমাকে যে অকারণ নির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক এই গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ক্ষেত্র, নির্জ্জন পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরম সুখে এই স্থানে অবস্থান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জানপদ লোক সকল বাস করিয়া থাকে, বোধ হয়, তাহারা, আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে জানিলে, সততই গমনাগমন করিবে, এই কারণে

এই স্থান আমার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্বত আছে। ঐ পর্বতে বিস্তর গোলাঙ্গূল, ভল্লুক ও বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং মোহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। তথায় বহুসংখ্য বৃদ্ধ মহর্ষি শত বৎসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জ্জন ও সুখকর হইবে। অথবা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই সহিত কালাতিপাত কর।

এই বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া সকল প্রকার উপচারে সৎকার করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্তই পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরম সুখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাম তেজঃপুঞ্জকলেবর ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশা যাপন করিলাম, এক্ষণে আপনি চিত্রকূট গমনে আমাদিগকে অনুমতি করুন। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! চিত্রকূটবাস সর্বাংশেই তোমার যোগ্য। ঐ পর্বতে ফল, মূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিন্নর ও উরগ নিরন্তর বাস করিতেছে। কোকিলের কুহুরব, ময়ূরের কেকাধ্বনি সততই শুনা যাইতেছে। টিট্টিভকুল কুলায়ে বসিয়া কুজন

করিতেছে। মত্ত মৃগ ও হস্তিযূথ দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। রাম! ঐ স্থানে তুমি সীতার সহিত নদী প্রস্রবণ ও গিরিগুহায় পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইবে, এক্ষণে সেই শুভ জনক সুখকর প্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর।

৫৫তম সর্গ

ভরদ্বাজাদিষ্ট পথে চিত্রকূটে গমন, পথিমধ্যে যমুনাতীরে রাত্রিযাপন

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন পূর্বক চিত্রকূটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপে মহর্ষি তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি এই সঙ্গমতীর্থে গিয়া, পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বন পূর্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে অত্যুচ্চ এক বট বৃক্ষ আছে। উহার দলগুলি হরিদ্বর্ণ, চারিদিক বিবিধ পাদপে পরিবেষ্টিত; মূলে সিদ্ধ পুরুষেরা বাস করিয়া আছেন। গমনকালে সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম কর, আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া, সল্লকী ও বদরীযুক্ত এবং যমুনা তীরজ অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রকূটে গিয়াছি, ঐ পথ দিয়াই তথায় গমনাগমন

করা যায়। উহা অতি সুদৃশ্য ও বালুকাময়, এবং উহার কুত্রাপি দাবানল নাই।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপে চিত্রকূটের পথ নির্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার নির্দিষ্ট পথ অনুসারেই চলিলাম। এক্ষণে আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রতিগমন করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মুনি যে এইরূপ অনুকম্পা করিলেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত যমুনাভিমুখে চলিলেন এবং ঐ বেগবতী নদীর সন্নিহিত হইয়া উহা কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উশীর দ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্মাণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ জম্বূ, ও বেতসের শাখাচ্ছেদন পূর্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন রাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লজ্জিত প্রিয়দয়িতাকে অগ্রে ভেলায় তুলিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসন ভূষণ খনিত্র এবং ছাগচর্ম্মসংবৃত পেটক রাখিয়া লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং উত্থিত হইলেন এবং সেই ভেলা অবলম্বন করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে সহস্র

গো ও শত কলশ সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এই রূপ প্রার্থনা করত তরঙ্গবহুলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরে সকলে সেই ভেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনা-তটের বনস্থল অতিক্রম করিয়া শ্যাম বটের সন্নিহিত হইলেন। জানকী তাহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তরুবর! আমার পতি ব্রত-কাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া তিনি বট বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন কর, আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব। দেখ, গমনকালে জানকী যে ফল এবং যে পুষ্প চাহিবেন, যে বস্তুতে ইহাঁর স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পুষ্পগুচ্ছ সুশোভিত লতা, যাহা কিছু দেখেন, অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহা আনিয়া দেন। তৎকালে তিনি সেই নির্ম্মল জলবাহিনী হংসসারসনাদিনী যমুনাকে দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে ক্রোশ মাত্র গমন পূর্ব্বক বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবহুল বিপিনে মুখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন।

৫৬তম সর্গ

চিত্রকূটে বাল্মীকির আশ্রমে গমন, চিত্রকূট পর্বতের শোভা বর্ণন, পর্ণশালা নির্ম্মাণ ও তথায় বাস

রজনী প্রভাত হইলে রাম, লক্ষ্মণকে জাগরিত অথচ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দেখিয়া মৃদুবচনে প্রবোধিত করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ শুন, বনের পক্ষী সকল মনোহর স্বরে কলরব করিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা গমন করি। তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব দিনের পর্য্যটন-শ্রম পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যমুনার জলে স্নান করিয়া ঋষি-নিষেবিত পথে চিত্রকূটাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। গমনকালে রাম কমললোচনা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, বসন্তে পুষ্পবিকাশ নিবন্ধন কিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন উহার চতুর্দিক দাবানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক, বিল্ব ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোগ করি বার কেহ নাই। প্রতি বৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লম্বমান রহিয়াছে। দাত্যূহ চীৎকার করিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং বনস্থল বৃক্ষের স্বয়ংপতিত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ঐ অদূরে চিত্রকূট পর্বত। উহার শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ, উহাতে হস্তী সকল দলবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিয়েছে এবং বিহঙ্গের কোলাহল করিয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকূটের সমতল রমণীয় কাননে পরম সুখে বিহার করিব।

অনন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্বতে ফল মূল প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু। বোধ হয়, এখানে জীবিকার নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। এই স্থানে বহুসংখ্য ঋষি বাস করিয়া আছেন। ইহা বাস করিবার যোগ্য স্থান, আইস, আমরা এই চিত্রকূটেই আশ্রয় লইব। এই বলিয়া তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে আত্ম নিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকিও তাহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে দৃঢ় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকূটে বাস করিতে আমার অত্যন্তই অভিলাষ হইয়াছে। লক্ষ্মণ রামের আদেশ মাত্র অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুর্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি সুদৃশ্য হইয়াছে, দেখিয়া রাম, পরিচারণপর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা বহুদিন জীবন ধারণের বাসনা করেন, তাহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক। অতএব তুমি অবিলম্বে মৃগবধ করিয়া আন। শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি পালন করা সর্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মৃগবধ করিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া এই মৃগের মাংস পাক কর; আমি স্বয়ংই বাস্তুশান্তি করিব। দেখ, অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব এবং এই মুহূর্তও সৌম্য, অতএব তুমি এই কার্য্যে যত্নবান হও। তখন লক্ষ্মণ প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে পবিত্র মৃগ মাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিতশূন্য ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, রামকে কহিলেন আর্য্য! আমি এই সর্বাঙ্গপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগ অগ্নিতে পাক করিয়া আনিলাম, আপনি এক্ষণে গৃহযাগ আরম্ভ করুন।

অনন্তর দৈবকার্য্যনিপুণ গুণবান রাম স্নান করিয়া যাগ সমাপক মন্ত্র দ্বারা বাস্তুশান্তি করিলেন এবং দেবগণের পূজা সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি গৃহ প্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষ-প্রশমন নানা প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে দৈবকার্য্য সকল সম্পন্ন হইলে, রাম প্রীতমনে বিধি পূর্বক নদীতে স্নান করিয়া তথায় আশ্রমের অনুরূপ চৈত্য আয়তন ও বেদি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন এবং দেবতারা যেমন সুধর্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত যোগ্য স্থানে প্রস্তুত বায়ুসঞ্চার বিরহিত মনোহর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমণীয় চিত্রকূট, এবং উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত মৃগপক্ষিশোভিত মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি যে অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, তৎকালে সেই দুঃখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

৫৭তম সর্গ

সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, দশরথ সমীপে রাম বৃত্তান্ত নিবেদন, পুরবাসিগণের বিলাপ

এদিকে রাম দুঃখিত মনে বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপ কথন করিয়া, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলে, নিষাদ রাজ গুহ স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। সুমন্ত্রও প্রয়াগে রামের, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, তথায় আতিথ্য গ্রহণ এবং চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান, গুহ-প্রেরিত লোকমুখে এই সকল সম্যক জ্ঞাত হইলেন এবং গুহের অনুজ্ঞাক্রমে রথে অশ্ব যোজনা করিয়া দীনমনে শীঘ্র অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গ্রাম নগর সরিৎ সরোবর এবং কুসুমিত কানন সকল তাঁহার নেত্র-গোচর হইতে লাগিল। পরে শৃঙ্গবের পুর হইতে যে দিবস নিষ্ক্রান্ত হন, তাহার দ্বিতীয় দিনে সায়াহ্ন কালে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা জনশূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ ও নিরানন্দ। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র শোকে আক্রান্ত ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এই নগরী রামের শোকানলে হস্তী অশ্ব রাজা প্রজা সকলেরই সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে নগরদ্বারে উপনীত হইয়া, শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ সুমন্ত্র আগমন করিতেছেন দেখিয়া “এক্ষণে রাম কোথায়?” কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করত রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, গঙ্গাতীরে ধর্ম্মপরায়ণ

মহাত্মা রাম, আমায় অনুজ্ঞা করিলে, আমি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম; ইহার অধিক তাঁহার বিষয় আর কিছুই জানি না।

তখন পুরবাসিরা রাম গঙ্গাপার হইয়া গিয়াছেন জানিয়া, বাষ্পপূর্ণ লোচনে হা হতোস্মি বলিয়া, দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে উহার স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হা! আমরা এই রথে আর রামকে দেখিতে পাইলাম না। দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও উৎসবে তাঁহার দর্শনলাভ নিতান্তই দুর্লভ হইল। তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, আমাদিগের উপযুক্ত কি, ইষ্ট কি, কিরূপেই বা আমরা সুখী হইব, তিনি সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন। ঐ সময় স্ত্রীলোকেরাও গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল, সুমন্ত্র বিপণীপথে গমনকালে তাহাও শুনিতে পাইলেন এবং বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজপ্রাসাদাভি মুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহাজনপূর্ণ সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তৎকালে প্রাসাদ হইতে পুরনারীগণ সুমন্ত্রকে দেখিয়া রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অতি বিশাল, ধবল, জলধারাকুল লোচনে অস্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। রাজমহিষীরা হর্ম্ম হইতে অবতরণ পূর্বক শোকাকুল মনে মৃদুবচনে কহিলেন, হা! সুমন্ত্র রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে আইলেন, জানি না, এখন কাতরা কৌশল্যাকে কি

বলিয়া প্রবোধ দিবেন। রাম রাজ্যাভিষেকে উপেক্ষা করিয়া নির্গত হইলে যখন কৌশল্যা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দুঃখের, এবং মৃত্যুও সহজে হয় না।

সুমন্ত্র মহিষীগণের এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্বক শোকে প্রদীপ্ত হইয়া অষ্টম কক্ষায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় রাজা দশরথ পুত্রশোকে ম্লান হইয়া পাণ্ডুরাগশোভিত গৃহে দীনমনে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যেরূপ কহিয়া দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা কহিতে লাগিলেন। দশরথ নিস্তব্ধভাবে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে রাজমহিষীরা দুঃসহ দুঃখে আহত হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা ও সুমিত্রা অবিলম্বে ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! সেই দুষ্কর কার্য্যসম্পাদক রামের বার্তাহারক বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ইহার সহিত আলাপ করিতেছ না? রামকে বনবাস দিয়া তোমার কি আজ লজ্জা হইয়াছে? এক্ষণে উত্থিত হও। তুমি এইরূপ কাতর হইলে তোমার পরিজনেরা আর বাঁচিবে না। তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। এক্ষণে অশঙ্কিত মনে ইহার সহিত বাক্যালাপ কর।

শোকাকুলা কৌশল্যা বাষ্পগদগদবাক্যে মহারাজ দশরথকে এইরূপ কহিয়াই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর আর মহিষীরা তাঁহাকে

পতিত ও পতিকে অত্যন্তই বিষণ্ন দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যর আবালবৃদ্ধবনিতারা নৃপতির অন্তঃপুরে আর্তরব উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল; পুনরায় অযোধ্যয় তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

৫৮তম সর্গ

দশরথের প্রশ্ন ও সুমন্ত্রের উত্তর দান

অনন্তর বীজনাদি দ্বারা দশরথের সংজ্ঞা লাভ হইলে তিনি, রামের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃদ্ধ রাজা দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অচিরধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কখন রামের নিমিত্ত পরিতাপ এবং কখন বা চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র ধূলিধূষরিত কলেবরে সজলনয়নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কাতর মনে কহিলেন, সূত! ধর্ম্মপরায়ণ রাম তরুমূল আশ্রয় করিয়া কোন্ স্থানে আছেন? তিনি অত্যন্ত সুখী, এক্ষণে কি আহার করিবেন? দুঃখ তাঁহার যোগ্য নহে, কিরূপে তাহা সহ্য করিতেছেন? উত্তম শয্যায় শয়ন করা তাঁহার অভ্যাস, এখন অনাথের ন্যায় কেমন করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন? গমনকালে যাঁহার সহিত হস্তী পদাতি ও রথ যাইত, তিনি বনে কিরূপে কালাতিপাত করিবেন? অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল বাস করিতেছে, কাল ভুজঙ্গ নিরন্তর রহিয়াছে, তিনি লক্ষ্মণের সহিত কিরূপে তথায় থাকিবেন? হা! বল দেখি, তাঁহারা সুকুমারী জানকীকে লইয়া

রথ হইতে কি রূপে পদব্রজে গমন করিলেন? সূত! তুমি তাঁহাদিগকে অরণ্য প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তুমিই ধন্য। আমার নাম কি কহিয়াছেন? লক্ষ্মণ কি কহিলেন? সীতাই বা বনে গিয়া কি কথা বলিয়া দিলেন? তুমি রামের শয়ন অশন ও উপবেশন সকলই বল। আমি এই সকল শুনিয়াই প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! রাম কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কহিয়াছেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার কথানুসারে সেই বিখ্যাত মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিবে। অন্তঃপুরের সকল স্ত্রীলোককে আমার নমস্কার ও মঙ্গল সমাচার নির্ব্বিশেষে জানাইবে। জননী কৌশল্যাকে আমার অভিবাদন ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল নিবেদন করিয়া, আমি ধর্ম্মপথে যে অটল আছি, এই কথা কহিবে, আরও বলিবে, দেবি! তুমি ধর্ম্মশীলা হইয়া যথা কালে অগ্ন্যাগারে অগ্নি পরিচর্য্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। আমার মাতৃগণের সহিত ব্যবহারকালে মানাভিমান কিছুই মনে আনিও না এবং আর্য্যা কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বিবেচনা করিও না। নৃপতিরা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন, অতএব তুমি রাজধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কুমার ভরতকে রাজার ন্যায় সমাদর করিও। সুমন্ত্র! তুমি জননীকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে আমার মঙ্গল জানাইবে এবং আমার বাক্যানুসারে বলিবে, তিনি যেন মাতৃগণের মধ্যে সকলের সহিত ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করেন

এবং যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেশ্বর করিয়া রাখেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা অকর্তব্য, অতএব তাঁহারই আজ্ঞা প্রচার করিয়া তাঁহাকে যেন সন্তুষ্ট করেন। মহারাজ! রাম সকলকে এইরূপ কহিয়া দিয়া গলদ লোচনে আমায় বলিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার মাতাকে স্বীয় জননীর ন্যায় দেখিও। সেই পদ্মপলাশলোচন এই কথা কহিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, সারথি! মহারাজ এই রাজকুমারকে কোন্ অপরাধে নির্বাসিত করিলেন? কৈকেয়ীর লঘু আদেশে এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান তাঁহার যোগ্য বা অযোগ্যই হউক কিন্তু ইহাতে আমরা অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছি। আর্য্য রামের নির্বাসন কৈকেয়ীর লোভ নিবন্ধন, বা বস্তুতই বরদান বশত ঘটিয়া থাকুক, মহারাজ যে অকার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে আর বক্তব্য কি, কিন্তু রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। মহারাজ কেবল বুদ্ধি লাঘব হেতু কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ না করিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না, রামই আমার ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু ও পিতা। যিনি সকল লোকের হিতসাধনে নিবিষ্ট এবং সকল লোকেরই প্রিয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে সকলকে অনুরক্ত করিবেন। যিনি

প্রজাগণের স্পৃহনীয় সেই ধার্মিককে নির্বাসন ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্বক তিনি কিরূপেই বা রাজা হইবেন।

মহারাজ! ঐ সময় জানকী ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভূতাবিষ্টচিত্তার ন্যায় অবান্তর কার্য্য সকল বিশ্বত ও বিস্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না, তৎকালে ভাগ্যে এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন, আমাকে কিছুই কহিলেন না, কেবল শুষ্কমুখে স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং আপনার এই রথ ও আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

৫৯তম সর্গ

রামচন্দ্রের অবশিষ্ঠ সংবাদ কথন, অযোধ্যার দুরবস্থা বর্ণন, দশরথের প্রলাপ

অনন্তর আমি রাম ও লক্ষ্মণের বিয়োগ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। মহারাজ! যদি রাম আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবের পুরে নিষাদপতি গুহের সহিত বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আসিবার সময় আমার অশ্বগণ রামের বন গমনে দুঃখিত হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, পূর্ববৎ আর রথ বহন করিতে পারিল না। দেখিলাম, আপনার অধিকারে

বৃক্ষ সকল পুষ্প অঙ্কুর ও মুকুলের সহিত দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী পলল ও সরোবরের জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তপ্ত, কমলদল সঙ্কুচিত এবং বন ও উপবনের পল্লব সকল শুষ্ক হইয়াছে। মৎস্য ও জলচর পক্ষিরা সলিলে লীন রহিয়াছে, প্রাণি সকল নিস্পন্দ, হিংস্র জন্তুগণ ও সঞ্চরণ করিতেছে না, বন রামের শোকে যেন নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলজ পুষ্পের গন্ধ পূর্ব্ববৎ আর নাই এবং ফলও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। পুষ্পবাটিকা সকল শূন্য, তথায় বিহঙ্গের কোলাহল করিতেছে না এবং উপবনের রমণীয়তাও বিদূরিত হইয়াছে। মহারাজ! অমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করি, তৎকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না এবং রামকে দেখিতে না পাইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দূর হইতে রথে রামকে না দেখিয়া, অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন প্রবৃত্ত হইল। প্রাসাদ হইতে সমস্ত পৌরস্ত্রী পুরমধ্যে রথ উপস্থিত দেখিয়া, রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিল এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া, অতিবিশাল ধবল জলধারাকুল লোচনে স্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল। ঐ সময় দেখিলাম, সকল লোকই কাতর, সুতরাং কে মিত্র, কে শত্রু, কেইবা উদাসীন, ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। রাজন্! বলিব কি, অযোধ্যার অধিবাসিরা বিষণ্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে; কাহারই মনে হর্ষের লেষ মাত্র নাই, হস্তী অশ্ব পর্য্যন্ত দীনভাবে কাল যাপন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, যেন, নগরী পুত্রহীন কৌশল্যারই ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীন মনে বাস্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! আমি যখন পাপকুলোৎপনা কৈকেয়ীর কথায় রামের নির্বাসন অঙ্গীকার করি, তখন মন্ত্রণানিপুণ বৃদ্ধগণের সহিত এই বিষয়ের কিছুই বিচার করি নাই। আমি অমাত্য ও সুহৃৎগণের পরামর্শ না লইয়া স্ত্রীর অনুরোধে মোহের বশীভূত হইয়াই সহসা এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছা বশত এই কুল উৎসন্ন হইবে, এই জন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে। সুমন্ত্র! আমি যদি কখন তোমার কিছুমাত্র প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তবে এক্ষণ তুমি আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল; তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হইয়াছে। অথবা এখনও আমি আজ্ঞা দান করিতেছি, তুমি রামকে প্রত্যায়ন কর, তাঁহার বিয়োগে মুহূর্তকালও আর দেহ ধারণ করিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে, এতদিনে তিনি বহুদূর গিয়া থাকিবেন, অতএব অবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। হা! এক্ষণে সেই কুন্দকুড্মালদন্ত মহাবীর কোথায় আছেন? যদি ভাগ্যে জীবিত থাকি, তবে জানকীর সহিত তাঁহাকে দেখিতে পাব। আমার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, এ সময়েও যদি তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তবে বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি কষ্ট আছে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! আমি অনাথের ন্যায় দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না।

অনন্তর দশরথ পুত্রবিয়োগ দুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া শোকাকুল মনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি রাম বিনা যে দুঃখ সাগরে নিপতিত হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। রামের শোক এই সাগরের বেগ, নিশ্বাস উহার তরঙ্গবহুল আবর্ত, বহুবিক্ষেপ মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোল শব্দ, বিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানল, কুব্জার বাক্য নক্র কুম্ভীর, প্রার্থিত বর তীরভূমি এবং রামের নির্বাসনই বিস্তার। এই সাগর বাষ্পরূপ নদীজলে সততই আবিল হইতেছে এবং উহা আমার নেত্রনীরেই উৎপন্ন। দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার অত্যন্তই অভিলাষ হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বলিয়া রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় নিপতিত হইলেন। কৌশল্যাও তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এবং তাঁহার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

৬০তম সর্গ

কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত অরণ্যাগত রাম ও সীতার অবস্থা বর্ণন

অনন্তর তিনি ভূতাবিষ্টার ন্যায় বার বার কম্পিত কইতে লাগিলেন এবং ধরাতলে নিপতিত ও মৃতকল্প হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! যথায় রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। আজ

আমি তাঁহাদের বিয়োগ-যাতনায় আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন, আমাকেও শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাও; যদি আমি তাঁহাদের অনুসরণ না করি, আমার প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না।

তখন সুমন্ত্র, কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদগদ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! আপনি এক্ষণে শোক মোহ ও দুঃখবেগ পরিত্যাগ করুন। রাম অসন্তপ্ত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া, পরলোকের শুভসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত আছেন। জানকী রামসংক্রান্তমনা হইয়া নির্জ্জন অরণ্যেও গৃহবাসের অনুরূপ প্রীতি লাভ করিতেছেন। বনে আছেন বলিয়া কিছুমাত্র কাতর নন। বোধ হয়, তিনি যেন প্রবাসে থাকিবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন। দেবি! বলিব কি, জানকী পূর্বে এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন বিহার করিতেন, গহন কাননেও সেই রূপ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা, বালিকার ন্যায় অক্লেশে রামসহবাসে রহিয়াছেন। রামেই যাহার হৃদয় মন আসক্ত এবং রামেই যাহার জীবন আয়ত্ত রহিয়াছে, এই রামহীন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে অরণ্যবৎ হইত। তিনি নদী গ্রাম নগর ও বিবিধ বৃক্ষ দর্শন করিয়া, রামকে বা লক্ষ্মণকেই হউক, জিজ্ঞাসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসমুদায় সম্যক জ্ঞাত হইতেছেন। তিনি এক্ষণে যেন অযোধ্যার ক্রোশান্তরে বিহার ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছেন। দেবি! জানকীর বিষয় এই পর্য্যন্তই জানি, আর তিনি যে, কৈকেয়ী সংক্রান্ত কথা আমায় কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আমার আর স্মরণ হইতেছে না।

প্রমাদ বশত কৈকেয়ীর কথা উপস্থিত হইবামাত্র, সুমন্ত্র, তাহার আর উল্লেখ না করিয়া, কৌশল্যার যাহাতে তুষ্টি লাভ হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলেন, দেবি! পর্য্যটনশ্রম, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপেও সীতার চন্দ্রাংশুসদৃশী কান্তি মলিন হইতেছে না। তাঁহার সেই পূর্ণ শশধর ও শতদল তুল্য আনন ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলক্তক রাগশূন্য, কিন্তু স্বভাবতঃ অলক্তকেরই ন্যায় রক্তবর্ণ, সুতরাং আজিও কমলকলিকাসদৃশ প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এখনও অনুরাগনিবন্ধন ভূষণ ধারণ করেন এবং নুপুর দ্বারা হংসের লীলা অপহেলা করিয়াই যেন, সবিলাষে গমন করিয়া থাকেন। তিনি অরণ্যে রামের বাহু আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং সিংহ ব্যাঘ্র বা হস্তী যাহাই কেন দেখুন না, তাহার অন্তরে কিছুই ভয় হয় না। দেবি! এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে এবং আপনি ও মহারাজ, আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না। রামের এই চরিত্র অনন্তকাল জীবলোকে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া, পুলকিত মনে মহর্ষিগণের পথ আশ্রয় করিয়াছেন এবং বন্য ফলমূলে তৃপ্তি লাভ করিয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন।

পুত্রশোকার্তা দেবী কৌশল্যা সুমন্ত্রের প্রকৃত কথায় নিবারিতা হইয়াও বিরত হইলেন না। তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

৬১তম সর্গ

পতিব্রতা কৌশল্যাও শোকাভিভূতা হইয়া দশরথকে তিরস্কার

অনন্তর কৌশল্যা অবিরলগলিত জলধারাকুললোচনে কাতর মনে রাজা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোকের সর্বত্র তোমার যশ ঘোষিত হইয়া থাকে। তুমি প্রিয়বাদী ও বদান্য, এক্ষণে বল দেখি, তুমি, সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তাঁহার মুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিআছেন, এখন কি প্রকারে দুঃখ ভোগ করিবেন? জানকী অতি সুকুমারী ও তরুণী, এখন কিপ্রকারে শীতোত্তাপ সহিয়া থাকিবেন? তিনি ব্যঞ্জন সহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া এখন কিরূপে নীবার ধান্যের অন্ন আহার করিতেছেন? তিনি গীত বাদ্য শ্রবণ করিয়া, এখন কিরূপে অশোভন সিংহের গর্জ্জন শুনিবেন? ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় আনন্দ-প্রদ মহাবীর রাম অর্গল সদৃশ ভুজদণ্ড উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করেন? তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মবর্ণ, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিশ্বাসবায়ু পদ্মের ন্যায় সুগন্ধি এবং কেশপ্রান্ত অতি সুন্দর, হা! আবার কবে আমি সেই মুখখানি দেখিতে পাইব। রামকে না দেখিয়া যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বজ্রের ন্যায় কঠিন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে, যদি রাম পুনরায় আগমন করেন, তখন ভরত যে রাজ্য ও ধন সম্পদ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেহ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে আহার করা, পরে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন

করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ দেবতুল্য বিদ্বান্ ও গুণবান্, তৎকালে তাঁহার। সুধাসদৃশ সুস্বাদু অন্ন ও স্পর্শ করেন না। শৃঙ্গচ্ছেদ যেমন বৃষদিগের অসত্য হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসানে ভোজন ইহাঁদিগের পক্ষে ও সেইরূপ। মহারাজ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য ভোগ করিল, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহা কিরূপে গ্রহণ করিবে? দেখ, ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ করিলে, ব্যাঘ্র তাহা কদাচই ভক্ষণ করে না; যে ব্যক্তি সর্বাংশে সর্বাপেক্ষা উত্তম, পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি কদাচই হইতে পারে না। মৃত পুরোডাশ কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ এই সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ; সুতরাং রাম, হৃতসার সুরা সদৃশ পীতসোম যজ্ঞের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিবেন? প্রবল শার্দূল যেমন পুচ্ছ মর্দন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি, এতাদৃশ অসম্মান কখনই সহিবেন না। সুরাসুর সহিত সমুদায় লোক রণস্থলে তাঁহার পরাক্রমে ভীত হন। লোকে অধর্মে প্রবৃত্ত হইলে, যে ধর্মশীল তাহাদিগকে ধর্মে সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং কি প্রকারে অধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহাবল মহাবাহু যুগান্তকালের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা সমুদায় প্রাণিকে সংহার এবং মহাসাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন। মৎস্য যেমন আপনার সন্ততিকে নষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি তাকে স্বয়ংই বিনাশ করিয়াছ। সনাতন ঋষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা যদি তোমার সত্য বোধ হইত, তাহা হইলে তুমি রামকে কখনই নির্বাসিত করিতে না। দেখ, স্ত্রীলোকের তিনটি

গতি; তন্মধ্যে প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় জাতি, এতদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। কিন্তু তুমি আর আমার আপনার নও, রামকে নির্বাসিত করিয়াছ, এক্ষণে বনে গমন করাও আমার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না, সুতরাং তোমা হইতেই আমার প্রাণান্ত হইল। তুমি রাজ্য নাশ ও পৌরগণের সর্বনাশ করিলে, মন্ত্রিরা এক কালে গেলেন এবং আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম; এক্ষণে কেবল তোমার পত্নী ও পুত্রই সুখী হইবেন।

দশরথ কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক, হা রাম! বলিয়া, দুঃখিত ও বিমোহিত হইলেন। প্রবল শোক তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল এবং পূর্বকৃত দুষ্কৃত বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন।

৬২তম সর্গ

দশরথের তিরস্কার শ্রবণে মোজ, পরে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দান

শোকাতুরা কৌশল্যা রোষাবেশে এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজা দশরথ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মোহ প্রভাবে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, আপনার এই দুঃখের কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বে অবলোকনপূর্বক, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। পূর্বে অজ্ঞান প্রযুক্ত শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমার বধরূপ যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। পুত্রশোক ও মুনিকুমারবধজনিত দুঃখ তাঁহাকে যার পর নাই পরিতপ্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি অধোমুখে

কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কম্পিতকলেবরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি শত্রুকেও স্নেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, প্রসন্ন হও। যে সকল স্ত্রী লোকের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্তব্য। তুমি অতি ধর্মশীলা, সৎ ও অসৎই বা কি, তাহাও জান, অত এব বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।

কৌশল্যা দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণালী যেমন বর্ষার জলধারা বহন করে সেইরূপ নেত্র হইতে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে দশরথের সেই পদ্মকলিকাকার অঞ্জলি স্বহস্তে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্বক, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, ভীতমনে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে; অতঃপর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্যা নহি। ইহলোক ও পরলোকের শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি; আমি কেবল পুত্রশোকে কাতর হইয়াই তোমায় ঐরূপ অপ্রিয় কথা কহিলাম। দেখ, শোক হইতে ধৈর্য্য শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, শোকের সদৃশ শত্রু আর নাই। বিপক্ষের প্রহার অনায়াসে সহ্য করা যায়, কিন্তু যদি শোক অল্পমাত্রও উপস্থিত হয়, তাহা সহিয়া থাকা সহজ নহে।

আজ পাঁচ দিন হইল, রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে নিতান্ত নিরানন্দ আছি বলিয়া, এই পাঁচ দিন যেন আমার পাঁচ বৎসর বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় হৃদয় মধ্যে শোক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৌশল্যা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসকে দিবাকর অস্ত শিখরে আরোহণ করিলেন, রজনী উপস্থিত হইল। শোকাকুল রাজা দশরথও কৌশল্যার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

৬৩তম সর্গ

তরুণ বয়সে দশরথ কর্তৃক মুনিকুমারবধ-বৃত্তান্ত

অনন্তর তিনি মুহুর্ভ মধ্যে জাগরিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের নির্বাসননিবন্ধন, রাহু যেমন সূর্য্যকে আবরণ করে, তদ্রূপ শোকান্ধকার সেই ইন্দ্রসদৃশ রাজার মনকে আবৃত করিল। পুত্রনির্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধ যামে মুনিপুত্রবধরূপ আপনার দুষ্কর্ম্ম তাঁহার স্মরণ হইল। সেই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি শোকাকুলা কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! মনুষ্য, শুভ বা অশুভ যে রূপ কার্য্য করুন, তাহার অনুরূপ ফল তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রারম্ভে কর্ম্মফলের গৌরব লাঘব, দোষ গুণ বিচার না করে, সে বালক। যে আম্র কানন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক করে, সে পুষ্পশোভা দর্শনে ফললুব্ধ হয় বলিয়া ফুলকালে হতাশ হইয়া থাকে। আমি অতি নির্বোধ,

আমিও আম্রবন ছেদন করিয়া, পলাশ বৃক্ষে জলসেক করিয়াছিলাম; এক্ষণে পুত্র লইয়া সুখী হইবার সময়ে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপ করিতেছি। দেবি! যে কারণে আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যখন কৌমারাবস্থায় ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করি, তৎকালে শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিতাম, এই জন্য লোকে আমায় শব্দবেধী বলিত। ঐ সময়েই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান করি। আমার যে এই দুঃখ, ইহা স্বকৃত কর্ম্মনিবন্ধনই ঘটিয়াছে। বালক অজ্ঞানতা বশত বিষপান করিলে বিষ প্রভাব কি বিনষ্ট হয়? আমার ভাগ্যে সেই রূপই হইয়াছে। যেমন কেহ না জানিয়া পলাশ পুষ্পে মোহিত হয়, আমি তদ্রূপ না জানিয়াই শব্দানুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণ পূর্ব্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল; স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখা সকল বৃষ্টির পতন বেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল; বিহঙ্গের বর্ষাজলে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্ত-ময়ূর-শোভিত পর্বত নিরন্তর-নিপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। জলস্রোত স্বভাবত নির্ম্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্মমিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত

হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময় কালে মৃগয়াবিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমি রাত্রিযোগে নিপানে জলপানার্থ আগত মহিষ, হস্তী বা যে কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম ।

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর তূণীর হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র এক জন বনবাসীর হাহাকার সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে মর্ম্মে আহত ও সলিলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, আমি এক জন তাপস, কি কারণে আমার উপর শস্ত্র নিপতিত হইল? আমি রাত্রিকালে নির্জ্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, এ সময় কে আমায় শর প্রহার করিল? কাহার কি অপকার করিয়াছি? আমি বনমধ্যে বন্য ফল-মূলে জীবন ধারণ করিয়া থাকি, যাহাতে অন্যের ক্লেশ জন্মে, এমন কার্য্য কখন, করি না, সুতরাং আমার প্রতি শস্ত্র প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইল? আমি মস্তকে জটাভার বহন করিতেছি, বল্কল ও চর্ম্মই আমার পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল? আমি কি ক্ষতি করিয়াছিলাম? যেমন গুরুদার গমন সাধারণের বিদ্বিষ্ট, এই নিষ্ফল কার্য্যও তদ্রূপ হইয়াছে। প্রাণ নাশ হইল বলিয়া আমি অনুতাপ করি না, আমার বিনাশে আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার যে দুর্দশা হইবে, তন্নিমিত্তই দুঃখিত

হইতেছি। আমি তাঁহাদিগকে চিরকাল ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমার অভাবে তাঁহারি কিরূপে দিনপাত করিবেন? হা! এক শরে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম। এমন লুব্ধস্বভাব বালক কে আছে যে, আমাদিগকে বধ করিল?

দেবি! সেই নিশাকালে মুনিকুমারের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার হস্ত হইতে শর কার্মুক ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। আমি অত্যন্তই ভীত ও শোকাবেগে বিমোহিত হইলাম এবং একান্ত বিমনস্ক ও নিবীর্য্য হইয়া তথায় গমন পূর্বক দেখিলাম, সরযূতীরে একজন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। তাঁহার জটা সকল বিক্ষিপ্ত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধূলি ও শোণিতে লিপ্ত এবং জলপূর্ণ কলশ ভূমিতে পতিত হইয়াছে।

তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্বক সতেজে দগ্ধ করিয়াই যেন, কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি বনবাসী পিতা মাতার নিমিত্ত জল লইতে সরযূতে আসিয়াছি, তুমি কেন আমায় প্রহার করিলে? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম? তুমি একশরে আমায় বিদ্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতা মাতারও প্রাণ নাশ করিলে। উহারা দুর্বল অন্ধ ও পিপাসার্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া যাইব, বহুক্ষণ এইরূপ প্রত্যাশয় আছেন; এক্ষণে তৃষ্ণা সংবরণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। আমি যে ভূতলে পতিত ও শয়ান রহিয়াছি, পিতা তাহা জানিলেন না, জানিলেই বা কি করিবেন, তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং অন্ধত্ব নিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণই অক্ষম।

একটি বৃক্ষ বায়ুবেগে ভিদ্যমান হইলে আর একটি বৃক্ষ তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে স্বয়ংই আমার পিতার নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত কর। কিন্তু সাবধান, অগ্নি পরিবর্ধিত হইয়া যেমন সমগ্র বন দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি যেন তোমাকে দগ্ধ না করেন। তুমি এই সূক্ষ্ম পথ দিয়া যাও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিও, কিন্তু দেখিও, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেন তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন না। মহারাজ! নদীবেগ যেমন অন্তঃস্ফীত বালুকা-বহুল তীরভূমিকে আহত করে, সেইরূপ তোমার এই সুতীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মদেশে যন্ত্রণা দিতেছে, অতএব তুমি এক্ষণে আমার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লেও।

দেবি! ঋষিকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বলিলে ভাবিলাম, যদি শল্য থাকে, অধিকতর বেদনা দিবে; যদি উত্তোলন করি, এখনই প্রাণ বিয়োগ হইবে; এই ভাবিয়া আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল ও দুঃখিত হইলাম।

অনন্তর মুনিকুমার ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় উদ্বর্তিত হইয়া গেল, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্পন্দ হইল। তিনি আমাকে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ দেখিয়া অতি কষ্টে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৈর্য্যের সহিত চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন এবং শোক সংবরণ পূর্বক কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মহত্যা করিলাম বলিয়া তোমার মনে যে সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর। আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আমার

জন্ম হইয়াছে। মুনিকুমার কথঞ্চিৎ এই কথা কহিলে আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অধিকতর যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। আমিও যার পর নাই বিষণ্ন হইলাম।

৬৪তম সর্গ

অন্ধমুনি-দম্পতির নিকট দশরথের গমন, অন্ধ-দম্পতির চিতারোহণ, বিলাপান্তে দশরথের জীবন ত্যাগ

দেবি! অজ্ঞানত এই পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মনে অত্যন্তই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। এখন ইহার সদুপায় কি, তৎকালে আমি একাকী কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই বারিপূর্ণ কলস লইয়া নির্দিষ্ট পথ অনুসারে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তথায় দুর্বল বৃদ্ধ অন্ধ তাপসদম্পতী ছিন্নপক্ষ বিহগমিথুনের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে উত্থান করাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, এমন আর কেহ নাই। ঐ সময় তাঁহার পুত্রের কথা আন্দোলন করিতেছিলেন, নিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্রই শান্তি ছিল না। আমি যদিও আশা ছেদন করিয়াছি, তথাচ পুত্র জল আনয়ন করিবে, অনাথের ন্যায় এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আছেন। দেবি! আমি একেত ভীত ও শোকাক্রান্ত হইয়াছিলাম, আশ্রম প্রবেশ করিবামাত্র আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রভ্রমে কহিলেন, বৎস! তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া, তোমার মাতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ত্বরিত পদে আশ্রমে আইস। আমরা যদিও কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্নিমিত্ত তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই অগতিদিগের গতি, এই অন্ধদিগের চক্ষু। আমাদের জীবন তোমাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। বৎস! তুমি কেন আমার কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছ না?

মুনি ব্যঞ্জনাক্ষরবিরহিত গদগদ ও অস্ফুট স্বরে এইরূপ কহিলে, আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্নসহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া কহিলাম, তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ, আমি আপনার পুত্র নহি। সাধুলোকে যে বিষয়ে ঘৃণা করেন, আমি এইরূপ একটি কার্য্য করিয়া এক্ষণে অত্যন্তই দুঃখিত ও পরিতাপিত হইয়াছি। ভগবন্! অদ্য নিপানে জলপান করিবার নিমিত্ত হস্তী বা যে কোন জন্তুই অসুক, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায়, শরাসন হতে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে নদীর জল মধ্যে কুম্ভপূরণ রব আমার শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণে হস্তী আসিয়াছে মনে করিয়া, আমি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরে নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, একজন তাপসের বক্ষে শর বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন আমি সন্নিহিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম।

শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি, পিতামাতা বৃদ্ধ বলিয়া, শোকাকুল মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবন্! আমি না জানিয়াই আপনকার পুত্র বিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে যা হইবার হইয়াছে, অতঃপর যাহা কর্তব্য হয়, আপনি আমাকে আদেশ করুন।

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ করাইবা মাত্র তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু করিলেন না, কহিলেন মহারাজ! যদি তুমি এই অকার্য্যের বিষয় স্বয়ং আসিয়া না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সদ্যই সহস্রধা স্খলিত হইয়া পড়িত। ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, অনাথ অন্ধ বানপ্রস্থকে হত্যা, জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। আমার পুত্র তপঃপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী, তাদৃশ লোকের প্রতি জ্ঞান পূর্বক শস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তোমার মস্তক, সপ্তধা বিশীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানত এই কার্য্য করিয়াছ বলিয়া জীবিত রহিয়াছ, যদি জানিয়া করিতে, তাহা হইলে কেবল তুমি নও, স্ববংশেই ধ্বংস হইয়া যাইতে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যিনি শোণিত-লিপ্ত দেহে স্খলিতবল্কলে ভূতলে মৃত পতিত রহিয়াছেন, আমরা সেই পুত্রের শেষ দেখা দেখিয়া লইব ।

অনন্তর আমি একাকী তাঁহাদিগকে সরযূতীরে লইয়া গিয়া সেই মৃত দেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা তদুপরি পতিত হইলেন। পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আজ কেন তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না? কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না? কি নিমিত্ত

ওই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ করিলে? বাছা! আমি যদি অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্মশীলা জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি কারণে আলিঙ্গন ও কোমল বাক্যে সম্ভাষণ করিলে না? আমি অতঃপর রাত্রিশেষে আর কাহার হৃদয়হারী মধুর শাস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণ করিব? আমাকে পুত্রশোকভয়ে নিতান্ত কাতর দেখিয়া, আর কে সন্ধ্যা বনাবসানে হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্বক আমায় স্নান করাইবে। আমি একান্ত অকর্ম্মণ্য দরিদ্র ও সহায়হীন, এক্ষণে কন্দ মূল ফল আহরণ পূর্বক আর কে আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? বৎস! আমি তোমার এই অন্ধ ও বৃদ্ধ মাতাকে কিরূপে ভরণ পোষণ করিব? নিবারণ করি, তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সহিত তথায় গমন করিবে। আমরা শোকার্ত অনাথ ও দীন হইলাম, তোমা বিহীনে আমাদিগকেও অচিরাৎ মৃত্যুর পথ আশ্রয় করিতে হইবে। বৎস! আমি যমালয়ে গিয়া, যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে ভরণ পোষণ করুন; তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের এই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্তব্য হইতেছে।

হা! তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এই পাপাচারী ক্ষত্রিয় তোমায় বিনাশ করিয়াছে, অতএব তুমি আমার সত্যের বলে অবিলম্বে বীরলোক লাভ কর। বীর পুরুষের সমরপরাঙ্মুখ না হইয়া সম্মুখযুদ্ধে দেহ ত্যাগ করিলে যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ,

জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার এই সমস্ত মহাত্মাদিগের যে গতি তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নী ব্রত, গোসহস্র প্রদান, গুরুসেবা এবং প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ এই সকল কার্য্যে যে গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। আহিতাগ্নির যে গতি, সকল প্রাণির যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। যে আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করে, অশুভ গতি তাহার কদাচই হয় না, কিন্তু বৎস! যে তোমাকে বিনাশ করিল, ঐ প্রকার গতি তাহারই হইবে। এই বলিয়া মুনি, পত্নীর সহিত জল লইয়া, পুত্রের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিকুমার স্বকর্ম প্রভাবে দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া সুররাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, আমি আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া দিব্য স্থান অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও আর বিলম্ব না করিয়া, আমার নিকট আগমন করুন। এই বলিয়া মুনিকুমার সুপ্রশস্ত দিব্য বিমানযোগে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর তাপস, ভার্য্যা সমভিব্যাহারে, পুত্রের উদকক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক আমায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি আজই আমাকে বিনাশ কর; আমার সবে মাত্র এক পুত্র ছিল, তুমিই তাহার প্রাণ সংহার করিলে, সুতরাং মৃত্যুতে আমার আর কোন যন্ত্রণা হইবে না। তুমি না জানিয়া আমার সেই বালকটিকে নষ্ট করিয়াছ, এই কারণে আমি নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিতেছি যে, সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ

পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞানত এই কার্য্য করিয়াছ, সুতরাং এইক্ষণে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপ তোমায় স্পর্শিতেছে না বটে, কিন্তু অচিরাৎই পুত্র বিয়োগদুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

মুনি আমায় এইরূপ অভিশাপ দিয়া, ভার্য্যার সহিত বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত, চিতায় আরোহণ ও স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! বালকত্ব নিবন্ধন শব্দানুসারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিয়া, আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, চিন্তা সহকারে তাই আমার স্মরণ হইয়াছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, তদ্রূপ সেই দুষ্কর্মের ফল ফলিত হইল। উদারাশয় ঋষি যে প্রকার কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল।

এই বলিয়া দশরথ, ভীতমনে গলদস্রু লোচনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে; আমি আর তোমায় চক্ষে দেখিতে পাই না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর; দেখ, মৃত্যু হইলে কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব হইবে না। হা! এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ করেন এবং যদি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি, তাই আমার উচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুবৃত্ত হইলেও, এই জীবলোকে বিচক্ষণ হইয়া, কোন্ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে ? আর কোন্ পুত্রই বা

নির্বাসনের আদেশ পাইয়া, পিতার প্রতি অনুয়া প্রদর্শন না করে। দেবি! আমি আর তোমাকে দেখিতে পাই না, আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে ; এক্ষণে এই সকল যমদূত আমায় ত্বরা দিতেছে। হায়! প্রাণান্ত হইলে সত্যনিষ্ঠ রামকে যে আর দেখিতে পাইব না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কিছুই নাই। রৌদ্র যেমন বারিবিন্দু শুষ্ক করিয়া ফেলে, তদ্রূপ রামের অদর্শনশোক আমার প্রাণ শুষ্ক করিতেছে। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে যাঁহারা রামের কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা। রামের লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত, যুগল বিস্তৃত, দশন সুন্দর ও নাসিকা অতি মনোহর; যাঁহারা ধন্য ও কৃতপুণ্য, তাঁহারাই সেই শারদীয় শশাঙ্কতুল্য, প্রফুল্ল কমলসদৃশ মুখ অবলোকন করিবেন। যাঁহারা উচ্চ স্থানস্থ শুক্র গ্রহের ন্যায় রামকে আসিতে দেখিবেন তাহারাই ভাগ্যবান। কৌশল্যে! মোহ বশত আমার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয়সংযোগে শব্দ স্পর্শ রস কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈল শূন্য হইলে ভস্মীভূত দীপবর্তি যেমন অবশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবৈলক্ষণ্যে ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যাইতেছে। প্রবাহবেগ যেমন নদীতীরকে নিপাতিত করে, সেইরূপ আত্মকৃত শোকই আমায় বিনাশ করিল। হা রাম! হা দুঃখবিনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমি আমার নাথ, এখন কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে! আর যে দেখিতে পাই না। হা সুমিত্রে! হা নৃশংসে কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ী! তুই আমার পরম শত্রু। রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ পরিতাপ করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, প্রাণত্যাগ করিলেন।

৬৫তম সর্গ

দশরথের মৃত্যু-অবধারণ, স্ত্রীগণের বিলাপ

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্দ্রীনাদনির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্বপ্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালি শব্দে বৃক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্র স্থান ও তীর্থের নাম কীর্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধচার সেবা নিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানবিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণ কলশে হরিচন্দন-সুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্য কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীর মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক, এবং পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদায়ই সুলক্ষ্মণ সুন্দর ও উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল, পরিশেষে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া মনে মনে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

অনন্তর যে সকল মহিষীরা রাজা দশরথের শয্যা সন্নিধানে ছিলেন, তাঁহারা মৃদু ও বিনয় বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু

তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিয়া হৃদয় হস্ত ও মূল নাড়িতে স্পন্দনাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজার জীবনে অত্যন্তই শঙ্কিত হইয়া প্রবাহের প্রতিস্রোতগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্বরাত্রিতে রাজা যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যয় জন্মিল।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিদ্রিত ছিলেন, রাত্রিজাগরণ নিবন্ধন তখনও প্রবোধিত হন নাই। রামজননী তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সংকোচন পূর্বক রাজার পার্শ্বে শয়ান আছেন এবং সুমিত্রা তাঁহারই সন্নিহিত রহিয়াছেন। সুমিত্রার মুখকমল নেত্রজলে মলিন হইয়াছে এবং শোভাও পূর্ববৎ আর নাই। অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে নিদ্রিত এবং রাজা দশরথকে নিদ্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অরণ্যে যূথপতিবিরহিত করেণুর ন্যায় আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রার চেতনা লাভ হইল। তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, হ নাথ! এই বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও ধূলিধূষরিত হইয়া আকাশচ্যুত তারার ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। অন্তঃপুরের সকলে দেখিলেন, যেন তিনি নিহত করিণীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়াছেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি মহিষীগণ ভর্তৃশোকে রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইহাঁদের রোদন শব্দ কৌশল্যাদির রোদনশব্দে মিলিত ও বর্ধিত হইয়া পুনরায় গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। রাজভবনের

সকলেই ভীত, সকলেই তটস্থ এবং সকলেই পূর্ববৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। সর্বত্রই তুমুল রোদন ধ্বনি, আত্মীয় স্বজন সন্তাপে অত্যন্ত কাতর, কাহারই মনে আনন্দ নাই, এবং দৃশ্য অতিশয় মলিন বোধ হইতে লাগিল। মহিষীরা রাজা দশরথের মৃতদেহ পরিবেষ্টন এবং তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণ পূর্বক করুণ মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

৬৬তম সর্গ

বশিষ্ঠের আগমন ও দশরথের মৃত শরীর তৈলদ্রোণীতে রক্ষা

অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা লোকান্তরিত রাজা দশরথকে প্রশান্ত কুশনের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং তাঁহার মস্তক অঙ্কে গ্রহণ পূর্বক অপূর্ণ লোচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, নৃশংসে! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, মহারাজকে বিসর্জ্জন দিয়া তাদ্গতমনে নির্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ কর। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার স্বামীও দেহ ত্যাগ করিলেন, অতঃপর অরণ্যে সঙ্গহীনার ন্যায় আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা কৈকেয়ী ব্যতিরেকে আর কোন নারী বাঁচিবার বাসনা করিবে? তুমি যে রঘুকুল উৎসন্ন করিলে, ইহার মূলই কুব্জা; লুব্ধ ব্যক্তি লোভ বশত অপরের বিষপান করিয়া, আত্মহত্যা-দোষ বুঝিতে পারে না, তোমার পক্ষে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। মহারাজ অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন, এ কথা রাজর্ষি জনক শুনিলে আমারই ন্যায় পরিতাপ

করিবেন। আমি যে অনাথা বিধবা হইয়াছি, আজ তিনি তাহা জানিতেছেন না। হা! কমললোচন রাম জীবদ্দশাতেই অদৃশ্য হইলেন। বনমধ্যে মৃগ পক্ষিগণ নিশাকালে ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে, তাহা শুনিয়া, সীতা অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে! আশ্রয় করিবেন। রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন, সন্তানের মধ্যে তাঁহার ঐ একটিমাত্র কন্যা, তিনি তাহার চিন্তায় শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই শরীরপাত করিবেন। যাহাই হউক, আমি পতিব্রত, আজ আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন পূর্বক অনলে প্রবেশ করিব।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিঙ্গন পূর্বক দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া, অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে সেই দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপন পূর্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে পুত্রব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না।

অমাত্যগণ, তৈল-দ্রোণি মধ্যে রাজাকে শয়ন করলেন দেখিয়া, মহিষীর তাঁহার মৃত্যু অবধারণ পূর্বক, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকাকুল হইয়া, বাহু উত্তোলন পূর্বক দীনমনে গলদলোচনে কহিলেন, মহারাজ। আমরা সত্য প্রতিজ্ঞ প্রিয়বাদী রামকে হারাইয়াছি, আবার তুমি কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে? আমরা বিধবা হইলাম। অতঃপর রামশূন্য হইয়া দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকট কিরূপে বাস করিব? রাম তোমার এবং আমাদের সকলেরই প্রভু, তিনি রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন।

তাঁহাকে ও তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া, আমরা কিপ্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহ্য করিয়া থাকিব। যে নারী রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া, জানকীর সহিত রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিল, সে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে? মহিষীরা শোকাবিষ্ট হইয়া অপূর্ণ লোচনে নিরানন্দ মনে এই বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে নগরী অরাজক হইয়া নক্ষত্রশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায়, ভর্তৃহীনা নারীর ন্যায়, নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। সকলেই রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কুলস্ত্রীর হাহাকার করিতে লাগিল, নরনারী দলবদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, চত্বর ও গৃহ সমুদায় শূন্য, কাহারই মনে আনন্দের লেশমাত্র রহিল না। ইত্যবসরে দিনকর করনিকর সংকোচ করিয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন এবং রজনীও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া উপস্থিত হইল।

৬৭তম সর্গ

অরাজকতার দোষ কীর্তন, সচিবগণের সভাধিবেশন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব

অনন্তর দুঃখের সেই সুদীর্ঘ রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, মৌদগল্য, বামদেব, কশ্যপ, গৌতম এবং মহাযশা যাযালি এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, রাজসভায় আগমন করিলেন। আগমন করিয়া অমাত্যগণের সহিত রাজকার্য্যসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু

তাঁহারা কোন বিষয়ের কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরিশেষে প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া বলিলেন, তপোধন! রাজা দশরথ পুত্রশোকে লোকান্তরিত হইলে, যে রাত্রি শত বৎসরের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা অতীত হইয়াছে। মহারাজ মর্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার সহগামী হইয়াছেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নও রাজগৃহে মাতামহের আলয়ে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এই অবস্থায় ঈক্ষ্বাকু বংশের এক ব্যক্তিকে রাজা করা কর্তব্য হইতেছে; আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, তথায় মেঘ বিদ্যুৎলা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জ্জন সহকারে বর্ষণ করে না, বীজ রোপণ হয় না, পুত্র পিতার ও ভার্য্যা ভর্তার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্টত হইয়াই থাকে, এতড্ভিন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক, তাহার আর সম্ভাবনা কি? দেখুন. অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহনির্ম্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না। যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন, ধনবান যাজ্ঞিক ঋত্বিকদিগকে অর্থদান করেন না; উৎসব বিলুপ্ত, ও নট-নর্তৃক নিশ্চিন্ত হয় এবং দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন। কুমারী সকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক

কৃষকেরা কপাট উদঘাটন পূর্ব্বক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বনবিহারে নির্গত হয় না। অরাজক রাজ্যে দুরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না; অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুস্কর হইয়া উঠে; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়; বিশালদশন ষষ্টি বৎসরের মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধন পূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা বহির্গত হইতে সাহসী হয় না; শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বিরত হন এবং ধর্ম্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মাল্য মোদক প্রস্তুত করিতে শংসয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরু রাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত কালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না; যাহারা একাকী পর্য্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না। অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রূপ। এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের

হিতসাধন ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ। তিনি সত্য ও ধর্মের প্রবর্তক, কুলীনদিগের কুলপালক; তিনি পিতা ও মাতা, তাহা হইতে সকলের শুভ সম্পাদন হইয়া থাকে। সদাচার সম্পন্ন রাজা, যম কুবের ইন্দ্র ও বরুণকেও অতিক্রম করেন। এই জীবলোকে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে গাঢ়তর অন্ধকারে যেমন কিছুরই অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ কোন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব হইত না। যেমন ধূম ও ধ্বজদণ্ড অগ্নি ও রথের প্রকাশক, সেইরূপ মহারাজ দশরথও আমাদিগের প্রতি রাজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ভগবন্! তিনি জীবিত থাকিতেই আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই, এক্ষণে নৃপতিবিরহে আমাদিগের কার্য্য উচ্ছিন্ন প্রায় এবং রাজ্য অরণ্যপ্রায় পর্য্যালোচনা করিয়া, আপনি কুমার ভরত বা অন্য যাহাকেই হউক অভিষিক্ত করুন।

৬৮তম সর্গ

ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে এবং মিত্র ও অমাত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারাজ দশরথ যাহাকে রাজ্য দান করিয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম কুতূহলে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে আমরা অধিক আর কি বিবেচনা করিব, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক শীঘ্র তাঁহাদিগেই আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠ এইরূপ কহিবামাত্র সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। তাঁহারা সম্মত হইলে, তিনি সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোক নন্দন এই কয়েকজন দূতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, এখন যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা শোক পরিত্যাগ করিয়া কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। গিয়া আমার বাক্যানুসারে ভরতকে এই কথা কহিও, রাজকুমার! পুরোহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে, তুমি বিলম্ব না করিয়া এস্থান হইতে নির্গত হও; কালতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন একটা কার্য্য উপস্থিত। কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় গিয়া রামের নির্ব্বাসন ও রাজার মৃত্যু, এই দুই অশুভ সংবাদ তাঁহাকে কদাচই শুনাইও না।

অনন্তর দূতেরা কেকয়দেশে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক বেগবান অশ্বে স্ব স্ব অবাসে গমন করিল এবং প্রস্থানের উপযোগি কার্য্যাবশেষ সমাধান করিয়া বশিষ্ঠের অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজালের মধ্য দিয়া চলিল। তথায় প্রফুল্লকমল সুশোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসলিলা নদী দেখিতে দেখিতে কার্য্যগৌরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে শ্রোতস্বতী শরদার সন্নিহিত হইল। ঐ

নদীতে নানাবিধ বিহঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে এবং উহার জল অতি নির্ম্মল। দূতেরা শরদণ্ডা অতিক্রম পূর্বক উহার পশ্চিম তীরে সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলি নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুদিগের পৈতৃক নদী ইক্ষুমতী পার হইল এবং ঐ নদীতীরে অঞ্জলি জলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন পূর্বক, বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া, সুদামন্ পর্বতে গমন করিল। তথায় ভগবান বিষ্ণুর যে এক পদচিহ্ন ছিল, উহারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া, বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী দীর্ঘিকা তড়াগ পল্বল ও সরোবর এবং সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ও নানাপ্রকার মৃগ দেখিতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যটননিবন্ধন উহাদের বাহন সকল একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; রাত্রিও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বশিষ্ঠের প্রতি সম্পাদন প্রজাগণের রক্ষা সাধন এবং রাজকার্য্যে ভরতের হস্তাবলম্বন এই কয়েকটি অনুরোধে নিরাপদে কিয়দ্দূর যাইয়া, গিরিব্রজ [গিরিব্রজ রাজগৃহেরই নামান্তর মাত্র] নগরে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

৬৯তম সর্গ

ভরতের বৈমনস্য দর্শনে বয়স্যগণের প্রশ্ন, ভরতের দুঃস্বপ্ন বর্ণন ও বিষাদ

যে রাত্রিতে দূতের নগর প্রবেশ করিল, সেই রাত্রি শেষে ভরত একটি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। দেখিয়া তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন

তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরে সন্তাপ উপস্থিত জানিয়া, তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত, সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নর্তকীদিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা হাস্যরস প্রধান নাটকপাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভরত ঐ সকল বয়সের গোষ্ঠীসমুচিত ক্রীড়াকৌতুক বা হাস্যপরিহাস কিছুতেই হৃষ্ট হইলেন না।

অনন্তর তাঁহার এক প্রিয়সখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! সুহৃদেরা তোমার মনের ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তুমি কি কারণে উদাসীন হইয়া আছ? ভরত কহিলেন, সখে! যে কারণে অদ্য মনের এইরূপ আকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর। আমি আজ রাত্রি শেষে স্বপ্নাবেশে পিতাকে দেখিয়াছি। তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, তিনি এক পর্বতের শিখর হইতে মুক্তকেশে গোময়পূর্ণ হ্রদমধ্যে নিপতিত হইতেছেন। দেখিলাম, তিনি সেই গোময়হ্রদে ভাসিতেছেন এবং যেন হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন। অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অধঃশিরাঃ হইয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন পূর্বক তৈলাক্ত দেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, যেন সমগ্র সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে নিপতিত, সমুদায় বিশ গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং প্রজ্বলিত অগ্নি অকস্মাৎ নির্বাণ হইয়া গিয়াছে; মেদিনী বিদীর্ণ, সধূম পর্বত সকল ধ্বংস এবং বৃক্ষ সমুদায় নীরস হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজের বাহন ছিল, তাহারও দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত আছে। আবার দেখিলাম,

পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণ লৌহময় পীঠের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণকলেবর পিঙ্গলদেহ প্রমদা সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া, রক্তমাল্য ধারণ পূর্বক গর্দভ-যোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে যাইতেছেন। রক্তসনা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছে এবং বিকৃতদন। রাক্ষসী তাঁকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ভীষণ রাত্রিশেষে এই দুঃস্বপ্ন দেখি য়াছি। এক্ষণে রাম, রাজা, আমি বা লক্ষ্মণ, যে কেহ হউন, এক জনকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখ দেখিতে হইবে। স্বপ্নে, যে মনুষ্যকে গর্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎই তাহার চিতার ধূমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। বয়স্য! এক্ষণে কেবল এই কারণে দুঃখিত হইয়া, তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মনও অসুস্থ হইয়াছে। আমি আপাতত ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, অথচ পদে পদে বিলক্ষণ ভয়সম্ভাবনা করিতেছি। আমার স্বর বিকৃত, কান্তিও মলিন হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। সখে! এই অচিন্তিতপূর্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অন্তর হইতে কিছুতেই শঙ্কা অপনীত হইতেছে না।

৭০তম সর্গ

দূত-সন্দর্শন, দূতগণের বাক্য, ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন

রাজকুমার ভরত বয়স্যগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছেন, এই অবসরে দূতেরা পরিশ্রান্তবাহনে সুদৃঢ়অর্গলসম্পন্ন সুরম্য রাজগৃহে প্রবেশ পূর্বক, কেকয়রাজ ও যুধাজিতের সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাদিগের কৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া, ভরতের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিল, রাজকুমার! কুলপুরহিত বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রিগণ আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে, ‘কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য্য উপস্থিত, তোমাকে তাহা সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে আমরা বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, আপনি এই সকল লইয়া মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান করুন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোটি আপনার মাতুলের।

ভরত, বশিষ্ঠপ্রেরিত বস্ত্রাভরণ গ্রহণ এবং দূতদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান পূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, দূতগণ! মহারাজ ত কুশলে আছেন? আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণের ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণা দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আমার প্রাজাভিমানিনী ক্রোধনস্বভাব আত্মম্ভরী মাতাই বা কিরূপ? তিনি কি তোমাদিগকে কোন কথা কহিয়া দিয়াছেন?

তখন দূতেরা বিনীতভাবে কহিল, রাজকুমার! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে দেবী কমলা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বেই রথ যোজনা করিতে

অনুমতি করুন। ভরত কহিলেন, দূতগণ! তোমরা যে আমাকে গমনের দ্বারা দিতেছ, আমি অগ্রে এই বিষয় মহারাজের গোচর করি।

অনন্তর তিনি মাতামহকে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে; আমি এক্ষণে পিতার নিকট যাত্রা করিব, আবার যখন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। তখন কেকয়রাজ ভরতের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! কৈকেয়ী তোমা হইতে সৎপুত্রের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, প্রস্থান কর। তুমি গিয়া তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদের কুশল কহিও, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রগণকে এবং তোমার ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকেও অনাময় জানাইও। এই বলিয়া কেকয় রাজ, ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুকুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শ শত অশ্ব উপহার দিলেন। পরিশেষে ভরতের অনুচর হইবার নিমিত্ত কতকগুলি গুণবান বিশ্বাস্য মনোমত অমাত্য প্রদান করিলেন। তাঁহার মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে ইন্দ্রশির দেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্য সুদৃশ্য হস্তী এবং শীঘ্রগামী গর্দভ দিলেন। কিন্তু ভরত গমনত্ব বশত, তৎকালে কেকয়রাজ-প্রদত্ত ধন লাভে সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন না। দুঃস্বপ্ন স্মরণ ও দূতগণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন এই দুই কারণে তিনি যার পর নাই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া হত্যশ্বসঙ্কুল লোকবহুল রাজপথ অতিক্রমপূর্বক, মাতামহের অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন এবং অবারিত গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মাতামহ, মাতুল যুধাজিৎ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে সম্ভাষণ ও শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণ পূর্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে ভৃত্যের বহুসংখ্য রথ যোজনা করিয়া এবং উষ্ট্র গো অশ্ব ও গর্দভ লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তিনি মাতামহের সৈন্যসমূহে পরিক্ষিত এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

৭১তম সর্গ

অযোধ্যার দুরবস্থা দর্শনে ভরতের শঙ্কা, ভরতের অযোধ্যায় রাজগৃহে প্রবেশ

মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্বাভিমুখে নির্গত হইয়া, সর্বাগ্রে সুদামা নাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্রাদিনী নামে পশ্চিমবাহিনী অতি বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান নামক গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া, অপরপর্বত নামে জনপদ সকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতে ছিল; সত্য প্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া, সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ঘন করিয়া, চৈত্ররথ

কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা [ঐস্থানে সীতা নামে গঙ্গার এক শাখা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই গঙ্গা নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে] সরস্বতীসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীর মৎস দেশের উত্তরে যে সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদায় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্বত পরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি সেই কালিন্দী তীরে গিয়া, সৈন্যগণকে ক্লান্তি দূর করিতে অনুমতি প্রদান পূর্বক, পরিশ্রান্ত অশ্ব সকলকে জলসেকে শীতল করাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ংও তথায় স্নান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ যমুনার জল পান ও কলশে গ্রহণ করিয়া, নভোমণ্ডলে দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শূন্যপ্রায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমন পূর্বক, তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া, প্রাগ্বট পুরে চলিলেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া, কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, ধর্ম্মবর্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানের এক সুরম্য বনে বিশ্রাম করিয়া যথায় প্রিয় নামক বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল বৃক্ষের সমিহিত হইয়া, এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া, একাকী দ্রুত গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া, বহুসংখ্য পার্বত্য তুরগের সহিত স্রোতস্বতী উত্তরগা

ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী ৰহিতে ছিল, তিনি তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে সাল-বন পার হইয়া রাত্রিশেষে পরিশ্রান্ত অশ্বে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।

ভরত, সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছেন, তিনি সম্মুখে অযোধ্যা নিরীক্ষণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, দেখ, আজ এই যশস্বিনী অযোধ্যাকে দূর হইতে নিতান্ত নিরানন্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গুণবান যাজ্ঞিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্য ধনী লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রধান রাজর্ষির যত্নে প্রতিপালিত হইলেও আজ যেন শূন্য শূন্য দেখিতেছি, ইহার মৃত্তিকাও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইতেছে। পূর্বে এই নগরীতে নরনারিগণের তুমুল কোলাহল চতুর্দিকে শ্রুতিগোচর হইত, আজ যেন নীরব। পূর্বে বিলাসীরা ইহার যে সমস্ত উদ্যানে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া, প্রাতে নির্গত হইত, সেই সকল এখন অন্যরূপ বোধ হইতেছে। তাঁহারা আইসেন নাই বলিয়া, যেন রোদনই করিতেছে। সারথি! আমি আজ এই রাজধানীকে অরণ্যময় দেখিতেছি। এই স্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা পূর্ববৎ হস্তী অশ্ব বা অন্য কোন যানে গমনাগমন করিতেছেন না। লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে বলিয়া, যে সকল উপবন বিহারকালে সর্বাংশেই অনুকুল বোধ হয়, যথায় মদিরামত্ত নায়ক নায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, আজ সেইগুলি যেন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। প্রতিপথের বৃক্ষ হইতে পত্র সকল স্খলিত হইতেছে, কলকণ্ঠ

বিহঙ্গ ও মত্ত মৃগগণের মধুর ধ্বনি আর শুনা যাইতেছে না। নির্ম্মল বায়ু চন্দন অগুরু ও ধূপে সুগন্ধী হইয়া পূর্ব্ববৎ বহন করিতেছে না। কি কারণেই বা ভেরী মৃদঙ্গ ও বীণারব বিরত হইয়া আছে? এক্ষণে চতুর্দ্দিকেই অশুভসূচক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আমার আত্মীয় স্বজনের নিরবচ্ছিন্ন কুশল লাভ দুর্লভ বটে, কিন্তু অমঙ্গলের কারণ না থাকিলেও আজ আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

এই বলিতে বলিতে ভরত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রান্তবাহনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বারপালেরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয়প্রশ্নে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহারই সমভিব্যাহারে চলিল। তিনি সাদরে তাহাদিগকে প্রতিগমনের অনুমতি দিয়া অস্থির চিত্তে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেকয়রাজের সারথিকে কহিলেন, সূত! দূতেরা কি নিমিত্ত অকারণ আমায় ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিল? আমার অন্তরে সততই অশুভ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, আমি ক্রমশই অধীর হইতেছি; রাজার মৃত্যু হইলে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল প্রকারই চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি। দেখ, গৃহস্থের বাস্তু সকল অপরিচ্ছন্ন, প্রতিগৃহের কপাট উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, সমুদায় হতশ্রী, দেবতাদি বলি ও ধূপবাস কোন স্থলেই নাই, এবং অনাহারে সকলেই হতজ্ঞান হইয়া আছে। দেবালয় শোভাহীন ও শূন্য এবং উহা পুষ্পমাল্যে অলঙ্কৃত, উহার অঙ্গনও পরিষ্কৃত নহে। দেবগণের পূজা ও যজ্ঞগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান কিছুই দেখিতেছি না। মাল্য-বিপণীতে বিক্রেয় মাল্য নাই, ক্রয়বিক্রয়ব্যাপার সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে

বলিয়া, বণিকেরা আপণ সকল রুদ্ধ করিয়াছে। পূর্বে ইহাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতাম, আজ তাহার কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, সকলেই যেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়ন ও চৈত্য বৃক্ষে মৃগ ও পক্ষিগণ দীনভাবে রহিয়াছে। বলিতে কি, অদ্য নগরের স্ত্রীপুরুষ সকলকেই উৎকণ্ঠিত চিন্তিত দীনবদন অপূর্ণ লোচন মলিন ও কৃশ দেখিতেছি।

ভরত সারথিকে এইরূপ কহিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি সেই ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর তুল্য পুরীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। উহার চতুষ্পথ ও রথ্যায় জনসঞ্চার নাই এবং কপাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধূলিধূসর হইয়াছে। ভরত পিতার জীবদ্দশায় যে সমস্ত অপ্রিয় অবলোকন করেন নাই, এক্ষণে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে দীনমনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

৭২তম সর্গ

কৈকেয়ীর নিকটে ভরতের প্রশ্ন, কৈকেয়ীর উত্তর, কৈকেয়ীর মুখে ভরতের অদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ

তিনি পিতৃগৃহে পিতার দর্শন না পাইয়া, মাতৃগৃহে মাতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস হইতে আসিতে দেখিয়া, প্রফুল্লমনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগ পূর্বক উত্থিত হইলেন। ভরতও গৃহপ্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! বল, আজ কয় রাত্রি মাতামহের আবাস হইতে নির্গত হইয়াছ? দ্রুত গতিতে রথে আসিতে কি তোমার পথশ্রম হয় নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়া অবধি সুখে ছিলে কি না?

কমললোচন ভরত কহিলেন, জননি! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কুশলে আছেন। কেকয়রাজ আমাকে যে ধনরত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাহা বহন করিতে বাহনেরা পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে আমি অগ্রে আগমন করিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতার বার্ত্তাহারকেরা কেন আমাকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিয়াছে? তোমার এই শয়ন করিবার স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক শূন্য, ইক্ষ্বাকু কুলের কেহই প্রফুল্ল নহেন; পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাহাকেও দেখিলাম না; ইহার কারণ কি? এক্ষণে আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, বল তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে কালযাপন করিতেছেন?

তখন রাজ্যলোভমোহিত কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিয় কথা প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন, বৎস! সেই যজ্ঞশীল সজ্জনশরণ মহারাজ জীবসাধারণের যে গতি, এক্ষণে তাহাই অধিকার করিয়াছেন।

ভরত এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যৎপয়োনাস্তি কাতর হইয়া, হা হতোস্মি বলিয়া, বাহু প্রসারণ পূর্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও আকুলিত মনে কহিলেন, হা! শরৎকালের রজনীতে নির্ম্মল চন্দ্র যেমন নভোমণ্ডলকে সুশোভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শয্যা সেই রূপই সুশোভিত ছিল; আজ তাঁহার অভাবে ইহার আর প্রভা নাই। এক্ষণে ইহা শশাঙ্কহীন আকাশ ও সলিলশূন্য সাগরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই বলিয়া মহাবীর ভরত, বসনে বদন আচ্ছাদন পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী সূর্য্যচন্দ্র সঙ্কাশ মাতঙ্গ সদৃশ অমরপ্রভাব শোকার্ত পুত্র ভরতকে অরণ্যে কুঠারচ্ছিন্ন সালবৃক্ষের শাখার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, স্বয়ং তাঁহাকে উত্থাপন পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি কারণে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছ? গাত্রোত্থান কর; দেখ, তোমার ন্যায় সুসভ্য সাধুলোকেরা কদাচই শোকে অভিভূত হন না। তোমার বুদ্ধি শ্রুতি, শীল ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই অধিকারিণী। সূর্য্যমণ্ডলে প্রভার ন্যায় ইহা তোমার অন্তরে সততই বিরাজ করিতেছে।

অনন্তর ভরত ভূতলে অঙ্গ পরিবর্তন পূর্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া, শোকাকুল মনে জননীকে কহিলেন, অম্ব! পিতা আর্য্য রামকে রাজ্যে অভিষেক ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, এই ভাবিয়া আমি মহা আনন্দে রাজগৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। আমি যে প্রিয়কারী পিতাকে দেখিতেছি না, ইহাতেই আমার মন

বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জননি! আমার অনুপস্থিতি কালে পিতা কোন্ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। সেই কীর্তিমান রাজা, আমি যে আসিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিতেছেন না, জানিলে সত্বর আমার মস্তক সন্নত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন। আমার অঙ্গ ধূলিধূসর হইলে, যে সুখস্পর্শ হস্ত মার্জ্জনা করিয়া দিত, হা! এখন তাহা কোথায় রহিল? বলিতে কি, যাঁহারা পিতার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাহাই হউক, মাতঃ! অতঃপর তুমি রামকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দেও। তিনি আমার ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু এবং আমি তাঁহার প্রিয় দাস। যে ব্যক্তি ধার্মিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্তব্য। আমি এক্ষণে রামের চরণে প্রণাম করিব, তিনিই আমার আশ্রয়। আর্য্যে! অন্তকালে সেই ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, সত্যনিরত, দৃঢ়ত মহারাজ কি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শুনিতে আমার অত্যন্তই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা ‘হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!’ কেবল এই বলিতে বলিতে লোকান্তরে গিয়াছেন। হস্তী যেমন রজ্জুবন্ধ হয়, সেইরূপ তিনি মৃত্যুপাশে সংযত হইয়া পরিশেষে কেবল এই মাত্র কহিলেন, যাহা জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য।

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শুনিয়া, বিষণ্ণবদনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাম, এক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কোথায় আছেন? তখন কৈকেয়ী, রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন জ্ঞান

করিয়া কহিলেন, বৎস! সেই রাজকুমার চীর পরিধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

ভরত আপনার কুলনিয়ম সম্যক অবগত ছিলেন, তিনি জননীর মুখে এই বাক্য প্রবণ করিবামাত্র রামের চরিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, মাতঃ! রাম কি কোন কারণে ব্রহ্মস্ব হরণ করিআছেন? সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কি কাহারে ক্ষতি করিয়াছেন? পরস্ত্রীতে ত তাঁহার অভিলাষ হয় নাই? বল, এক্ষণে কি কারণে তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করা হইল?

তখন তাঁহার প্রাত্যভিমানিনী চঞ্চলা জননী, স্ত্রীস্বভাব নিবন্ধন পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাম ব্রহ্মস্ব হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি করেন নাই, এবং পরস্ত্রীও চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু বৎস! আমি তাঁহার অভিষেকের কথা শুনিয়াই নৃপতির নিকট তোমার রাজ্য ও তাহার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন, সুতরাং তিনি সত্য রক্ষার অনুরোধে তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে রাম, সৌমিত্রি ও সীতার সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয় পুত্রের আদর্শনে শোকে আকুল হইয়া দেহপাত করিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি কেবল তোমারই নির্ম্মিত এই কাণ্ড ঘটাইয়াছি। এই নগরী ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোমারই হইয়াছে। তুমি শোক সন্তাপ বিসর্জ্জন কর এবং বিধানজ্ঞ

ব্রাহ্মণগণের সাহায়ে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিয়া, রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

৭৩তম সর্গ

কৈকেয়ীর নিন্দা, ভরতের বাক্য, কৈকেয়ীর মত-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার নিমিত্ত ভরতের প্রতিজ্ঞা

তখন ভরত পিতৃমরণ এবং রাম ও লক্ষ্মণের নির্বাসন এই দুই অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, হা! আমি, পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি, এক্ষণে এই হতভাগ্যের রাজ্যে আর কি হইবে। পাপীয়সি! তুই আমার পিতাকে নাশ ও ভ্রাতাকে তাপসবেশে বনবাস দিয়া দুঃখের উপর দুঃখ এবং ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদান করিয়া ছিস্। তুই আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্ত কালরাত্রি স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলি। আমার পিতা না বুঝিয়াই অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কুলকলঙ্কিনি! তুই আপনার বুদ্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছিস। মহারাজ আজ তা হতেই দুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বল্, তুই কি কারণে আমার ধর্ম্মবৎসল পিতার প্রাণান্ত করিলি? কি কারণে রামকে বনবাস দিলি? কেনই বা তিনি অরণ্যে গেলেন? শোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তোর জন্য তাহা ঘটিবে না। ধর্ম্মপরায়ণ রাম মাতৃনির্ব্বিশেষে তোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এবং জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ভগিনীর তুল্য স্নেহ করেন, কিন্তু তুই

তাঁহারই পুত্রকে অক্ষুব্ধ মনে বল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াছিস! রাম সাধুদর্শী যশস্বী ও মহাবীর, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া তোর কি ইষ্ট লাভ হইল? তুই অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব, আমি রামকে কিরূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হয়, তাহা জানিতে পারিস নাই, সেই কারণেই রাজ্যের নিমিত্ত এত দূর অনর্থ ঘটাইয়াছিস। এক্ষণে আমি পুরুষপ্রধান রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া, কোন্ শক্তিপ্রভাবে রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইব। সুমেরু যেমন আত্মরক্ষার্থ স্ব-শিখরসঞ্জাত বন আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহারাজও প্রতিনিয়ত সেই মহাবীরকে আশ্রয় করিতেন। সুতরাং আমি প্রবলধৃত ভার কোন্ সাহসে বহন করিব? যোগপ্রভাব বা বুদ্ধিবলে যদিও এই বিষয়ে সমর্থ হই, অথচ তোর মনস্কামনা প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না। এক্ষণে যদি তোর উপর রামের মাতৃবৎ মর্য্যাদা না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। রে দুঃশীলে! আমাদের কুলবিগহিত এই পাপবুদ্ধি কিরূপে তোর উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তাহার অধীন হইয়া থাকেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুই এই রাজধর্ম্ম কিছুই জানিস না এবং রাজধর্মের অব্যভিচারিণী গতিও জ্ঞাত নহিস্। রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজা হন, এই ব্যবহার সকল রাজ কুলে, বিশেষত ইক্ষ্বাকুদিগের বিশেষ আদরণীয়, কিন্তু আজ তুই, সেই সকল ধর্মারক্ষক কুলাচার প্রতিপালকদিগের চরিত্র খর্ব করিয়া দিলি। রাজবংশে তোর জন্ম হইয়াছে, বল্ দেখি, এইরূপ গর্হিত বুদ্ধিভ্রংশ কিরূপে উপস্থিত হইল? পাপে! তুইই আমার প্রাণান্তকর বিপদ ঘটাইয়াছিস, আমি

কোন মতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন করিব না। আমি এখনই তোর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।

ভরত শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় কৈকেয়ীর মর্ম্মছেদ পূর্বক মন্দর পর্বতের কন্দরগত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

৭৪তম সর্গ

ভরতের বিলাপ, কৈকেয়ীর তিরস্কার, সুরভী উপাখ্যান

তৎকালে ভরত মাতাকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া, ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, নৃশংসে! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, দূর হইয়া যা। তুই অধর্মী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন করিবার অধিকারই নাই। রাম এবং ধর্ম্মশীল রাজা তোরে এমন কোন্ বিষয়ে দোষী করিয়াছিলেন, যে তোর জন্য একজন বনে গেলেন, আর একজন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই কুলনাশের নিমিত্ত তোর নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাতক ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে লোকে গতি হইয়াছে, তোর কদাচই তাহা না হউক। তুই সর্বলোকপ্রিয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাতক সঞ্চয় করিয়াছিস, তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া আমার মনেও লোককলঙ্কের আশঙ্কা জগিয়াছে। তোর হতেই পিতা দেহত্যাগ করিলেন, রাম বনচারী হইলেন এবং আমিও ইহলোকে অযশস্বী হইয়া রহিলাম। রাজ্যকামুকি! তুই আমার

মাতৃরূপিনী শত্রু। পতিঘাতিনি! দুর্ব্বৃত্তে! তুই আমার কথা মুখেও আনিস্ না। তোরই জন্য কৌশল্যা সুমিত্রা এবং অন্যান্য মাতৃগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতেছেন। তুই ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহিস্, তাঁহার আলয়ে আমার পিতৃকুলনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছিস। তুই অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন এবং লোকের ঘৃণার পাত্র হইলাম। তুই ধর্মশীলা কৌশল্যাকে পতিপুত্রবিহীন করিয়া, বল দেখি, আজ কোন্ নরকে যাইবি? ক্রূরে! সর্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য আর্য্য রাম যে সকলেরই আশ্রয়, তুই কি তাহা জানিস্ না? অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন পুত্র, হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে সঞ্জাত হয়, এই জন্য সে যে, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় অপেক্ষা মাতার অধিকতর প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে, এক্ষণে এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি এক উপাখ্যান কর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর্।

কোন এক সময়ে সুরপ্রভাব সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দুইটি পুত্র বলীবর্দ, পৃথিবীতে হল বহন করিতেছে। উহারা দিবসের অর্ধভাগ পর্য্যন্ত হল বহনে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিচেতন প্রায় হইয়াছিল। তদর্শনে সুরভি পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহার নিম্ন দিয়া গমন করেন। ইন্দ্রের দেহে সুরভির ঐ সূক্ষ্ম সুগন্ধি বাষ্টবিন্দু সহসা নিপতিত হইল। তখন ইন্দ্র ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্বক দেখিলেন, আকাশে সুরভি শোকাকুল ও দুঃখিত মনে রোদন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি

উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুরভি! দেবগণের ত কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই? এক্ষণে বল তুমি কি কারণে এইরূপ কাতর হইলে?

তখন কামধেনু সুরভি ধীরভাবে কহিলেন, সুররাজ! অমঙ্গল দূর হউক, কুত্রাপি তোমাদিগের ভয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ দেখ, আমার দুইটি পুত্র বলীবর্দ, উন্নতানত ভূমিতে অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। একে উহারা কৃষ্ণ, হলভারপীড়িত ও রোদে উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার দুরাত্মা কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই, এক্ষণে উহাদিগের দুরবস্থায় আমি যার পর নাই পরিতপ্ত হইতেছি। দেবরাজ! পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই।

যাঁহার সন্তান সন্ততি দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ইন্দ্র সেই সুরভিকে রোদন করিতে দেখিয়া, পুত্রকে অধিকতর প্রিয় বোধ করিলেন এবং তদবধি সুরভিকেও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখ, যাহার পুত্র অসংখ্য, সেই সাধুশীলা শ্রীমতী গুণবতী সুরভিও পুত্রার্থ শোক করিয়া থাকেন, সুতরাং কৌশল্যা যে, রাম ব্যতিরেকে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র, কিন্তু তোর হতেই তিনি নিঃসন্তান হইয়াছেন; বলিতে কি, এই পাপে তোরেও অচিরাৎ ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি পিতার ঔদ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া, আর্য্য রামকে বন হইতে প্রত্যায়ন করিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বয়ংই মুনিজনসেবিত অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক যশস্বী হইব। কিন্তু রে পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিবে, আর

আমি যে তোর পাপকার্য্যের ভার বহন করিব, ইহা কখনই হইবে না। অতঃপর তুই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হ, বা দণ্ডকারণ্যেই যা, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তোর গত্যন্তর নাই। এক্ষণে রাম অযোধ্যা রাজ্যে আগমন করিলে আমি কৃতকার্য্য হইব এবং আমার কলঙ্কও দূর হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল, এবং কটিতটের বস্ত্র শিথিল হইয়া গেল। তিনি অঙ্গের সমস্ত আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

৭৫তম সর্গ

কৌশল্যার নিকটে ভরতের গমন, কৌশল্যার বাক্যে ভরতের মোহ, ভরতের শপথ

অনন্তর ভরত বহুক্ষণের পর চেতনা লাভ করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অপূর্ণ লোচনে দুঃখিতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অমাত্যগণ মধ্যে কহিতে লাগিলেন, আমি কখন রাজ্য কামনা করি না এবং রাজ্য গ্রহণার্থ জননীকেও প্রেরণ করি নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতিদূরতর প্রদেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিয়াছিলেন,

তাহাও জানিতে পারি নাই এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য্য রাম, যেরূপে নির্বাসিত হইয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত নহি।

যখন ভরত জননীকে ভৎসনা করিতেছিলেন, তৎকালে দেবী কৌশল্যা, তাহার কণ্ঠের শব্দ পাইয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, দেখ, ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন। ভরত দূরদর্শী, এক্ষণে আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিতদেহে যথায় ভরত সেই স্থানে চলিলেন। ঐ সময় ভারতও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার আলয়ে যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা দুঃখভরে কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি রাজ্যাভিলাষী, এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা হস্তগত করিয়াছেন। জানি না, সেই ক্রূরদর্শিনী আমার রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিতেছেন? যাহাই হউক, সুবর্ণবর্ণ-নাভিসম্পন্ন রাম যথায় আছেন, কৈকেয়ী সেই স্থানে আমাকেও শীঘ্র প্রেরণ করুন। অথবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রার সহিত অগ্নিহোত্র লইয়া পরম সুখে তথায় যাত্রা করি। কিম্বা, বৎস! রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই হস্ত্যশ্ববহুল ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে।

কৌশল্যা এই প্রকার কঠোর বাক্যে ভৎসনা করিলে, ক্ষত স্থানে সূচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয়, ভরত সেই রূপই ব্যথিত হইলেন এবং তাঁর চরণে

নিপতিত হইয়া, বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিচেতন হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী, আপনি অকারণ কেন আমায় ভৎসনা করিতেছেন? আর্য্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত প্রীতি আছে, আপনি তাহা কি জানেন না? এক্ষণে অধিক আর কি কহিব, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কদাচই শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়; সে পাপাচারীদিগের দাস হইয়া থাকুক, সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ ও নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করুক; কর্ম্মসমাধানান্তে যে ব্যক্তি ভৃত্যকে বেতন প্রদান না করে, তাহার যে অধর্ম্ম সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; পুত্রনির্ব্বিশেষে যে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যে দুরাচার তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই অধিকার করুক এবং যিনি ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন না করেন, তাহার যে অধর্ম্ম, সে তাহাতেই লিপ্ত হউক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাপসগণকে যজ্ঞীয় দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া যে তাহার অপলাপ করে, উহার পাপ তাহাকে স্পর্শ করুক; সে যেন হস্ত্যসঙ্কুল শস্ত্রসমাকুল সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়; বুদ্ধিমান আচার্য্য যে সূক্ষার্থ শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ দুর্ম্মতি তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলুক, এবং সে সেই আজানুলম্বিতবায় বিশালস্কন্ধ সূর্য্যচন্দ্র সঙ্কাশ মহাবীর রামের রাজাধিকার পর্য্যন্ত যেন জীবিত থাকে। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত

ব্যতিরেকে পায়স কৃশর ও ছাগ মাংস ভোজন করুক; গুরুলোকের অবমাননা নিন্দা ও মিত্র দ্রোহে প্রবৃত্ত হউক; কেহ বিশ্বাস বশত কাহারও কোন অপযশের কথা কহিলে ঐ দুর্ম্মতি তাহা প্রকাশ করিয়া দিক এবং সে অকৃতজ্ঞ সজ্জনপরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষ ভাজন হইয়া থাকুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে স্বগৃহে পুত্রকলত্রভৃত্যে পরিবৃত হইয়া একাকী সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করুক; অনুরূপ ভার্য্যা না পাইয়া এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হউক; রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, এবং ভৃত্যত্যাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ করুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা লৌহ মধু মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণে প্রবৃত্ত হউক; অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করত শত্রুহস্তে নিহত হউক; উন্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নরকপাল গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করুক এবং প্রতিনিয়ত মদ্য স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ও কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন ধর্ম্মদৃষ্টি না থাকে। সে অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অপাত্রে অর্থ বিতরণ করুক; তাহার যা কিছু ধনসম্পদ আছে, দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিয়া লউক; উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নিদ্রিত থাকে, তাহার যে পাপ, ঐ দুরাচার তাহাই অধিকার করুক; অগ্নিদায়কের যে পাপ, গুরুদারগামীর যে পাপ এবং মিত্রদ্রোহীর যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; ঐ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং পিতা মাতার যেন শুশ্রূষা না

করে; সে আজি সাধুগণের লোক, সাধুগণের কীর্তি এবং সাধুজনসেবিত কার্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হউক; নানা প্রকার অনর্থকর বিষয়ে তাহার যেন আসক্তি জন্মে; সে বহু পোয্যবর্গে পরিবৃত জ্বররোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ করুক এবং যে সমস্ত যাচক, মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক দীনভাবে স্তুতিবাদ করিয়া থাকে, সে তাহাদেরও আশা নিষ্ফল করুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই অধার্মিক, রুক্ষস্বভাব খল অশুচি ও রাজভয়ে ভীত হইয়া সকলকে প্রতারণা করিবে; সাধ্বী সহধর্মিণী ঋতু স্নানানন্তর সন্নিহিত হইলে ঐ দুর্ম্মতি তাহাকে উপেক্ষা করিবে; আহারাদি প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তানাদি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার যে পাপ, ঐ ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হইবে; সে বিপ্রগণের অর্চনার ব্যাঘাত এবং বালবৎসা ধেনুকে দোহন করুক; সে ধর্ম্মানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম পত্নী পরিহার পূর্বক পরদারে আসক্ত হউক; যে পানীয় জল দূষিত করে এবং সে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক; জল থাকিতে যে ব্যক্তি পিপাসাকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; যাহারা শাস্ত্র আশ্রয় পূর্বক ভক্তিযোগ সহকারে স্ব স্ব দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ এবং যে ব্যক্তি ঐ বিবাদে কর্ণপাত করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক। রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়া পতিপুত্রহীনা আর্য্যা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক দুঃখিতমনে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর শোকার্তা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, বৎস! তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার অন্তরে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিলে, এক্ষণে আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্য ক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্ম্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এক্ষণে যদি তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি সাধু লোক প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া কৌশল্যা, ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে অঙ্কে গ্রহণ ও আলিঙ্গন পূর্বক ব্যাকুলহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রবল শোক ও মোহ প্রভাবে ভরতেরও মন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বাস ৰহিতে লাগিল। তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত হইলেন, তাঁহার বুদ্ধিও বিকল হইয়া উঠিল।

৭৬তম সর্গ

বশিষ্ঠের আদেশে দশরথের অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া, সরযূতে তর্পণ, পুরপ্রবেশ

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে বশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা আর শোক করিয়া কি হইবে, রাজা দশরথে দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় তাহারই উদ্যোগ করিতে হইবে।

তখন ভরত, বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে উদ্যুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলন পূর্বক ভূতলে সন্নিবেশিত করিলেন। দশরথের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন, তিনি নিদ্রিত হইয়া

আছেন। অনন্তর ভরত নানারত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দীনমনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি প্রবাসে ছিলাম. তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিতে আপনি, আর্য্য রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া কি অকার্য্যই করিয়াছেন? আমি রামশূন্য হইয়াছি, এক্ষণে এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? রাম অরণ্যে গিয়াছেন, আপনারও লোকান্তর হইয়াছে, অতঃপর এই নগরে আর কে স্থিরমনে প্রজাগণের অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষায় যত্নবান হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন এবং নগরীও শশাঙ্কহীন শরীর ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে।

বশিষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাবে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজকুমার! দশরথের যে সমস্ত ঔদ্ধদেহিক কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তুমি ব্যাকুল না হইয়া, অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন ভরত বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, আচার্য্য ঋত্বিক ও পুরোহিতদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতে লাগিলেন। অগ্ন্যগার হইতে রাজার যে অগ্নি অর্থে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণ পূর্বক বাষ্পকণ্ঠে শূন্যহৃদয়ে সরযূতীরে লইয়া চলিল। বহু সংখ্য লোক, গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিধি বস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে অনেকে চন্দন অগুরু ও গুগ্‌গুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য এবং সরল

পদ্মক ও দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণ পূর্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদানপূর্বক উহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ গায়কেরা শাস্ত্রানুসারে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকা ও যানে আরোহণ পূর্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় আগমন পূর্বক শোকসন্তপ্ত মনে ক্রৌঞ্চীর ন্যায় করুণ-কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিকগণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহিষীরা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণ পূর্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং তর্পণ সমাপনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে বাষ্পকুললোচনে পুর প্রবেশ করিয়া ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

৭৭তম সর্গ

দ্বাদশাহে দশরথের শ্রাদ্ধ, ত্রয়োদশাহে অস্থিসঞ্চয়ার্থ চিকা-সমীপে ভারত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ

অনন্তর দশাহ অতীত হইলে ভরত, শ্রাদ্ধ করিয়া পবিত্র হইলেন এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া, পিতার পারলৌকিক ফল আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রচুর ভক্ষ্যভোজ্য ছাগ বহুসংখ্য গো দাসী দাস বাসভবন ও যান প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে ত্রয়োদশাহে তিনি প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলন পূর্বক স্থলশুদ্ধি করিবার নিমিত্ত সরযূতটে গমন করিলেন এবং পিতৃশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পিতার চিতামূলে দুঃখিতমনে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, তাত! আপনি, যে রামের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বনে, সুতরাং আপনি আমায় শূন্যে রাখিয়া গিয়াছেন। হা! যে অনাথার আশ্রয়স্বরূপ পুত্রকে আপনি বনে নির্বাসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই কৌশল্যাকে ফেলিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন?

এই বলিয়া ভরত, যথায় দশরথের অস্থি সকল দগ্ধ হইয়া দেহ নির্বাণ হইয়াগিয়াছে, সেই ভস্মাকীর্ণ অরুণবর্ণ চিতাস্থান দর্শন করিয়া বিষাদভরে অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লোকে ইন্দ্রধ্বজকে যেমন উত্তোলিত করে, তৎকালে সকলে তাঁহাকে সেইরূপে উত্থাপিত করিল। অনন্তর অমাত্যের ভর্তৃবিয়োগশোকে মূর্চ্ছিত হইলেন। শত্রুঘ্ন ও ভরতকে শোকাকুল দেখিয়া ও পিতাকে মনে করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন এবং পিতৃগুণ স্মরণে উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হা! মন্থরা হইতে যে শোক সাগর উৎপন্ন হইল, কৈকেয়ী যাহার জলজন্তু, আমরা সকলেই সেই বরদানরূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম! পিতঃ! এই সুকুমার বালক ভরতকে আপনি সততই লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আপনার উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন, আপনি ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? পান, ভোজন, বসন,

ভূষণ সকলই আপনি আমাদিগকে আদর করিয়া দিতেন, আজ আর সেরূপ কে করিবে? এই পৃথিবী আপনার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ পতিকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃত সময়েই বিদীর্ণ হইল না। হা! পিতার লোকান্তর লাভ হইয়াছে, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণ ধারণের সামর্থ কি? আমি হুতাসনে আত্ম সমর্পণ করিব; ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া শূন্য অযোধ্যায় কদাচ প্রবেশ করিব না, এক্ষণে নিশ্চয়ই তপোবনে যাইব।

অনন্তর অনুগামিগণ ভরত ও শত্রুঘ্নের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ এবং এই বিপদ দর্শন করিয়া পুনরায় কাতর হইয়া উঠিল। ঐ উভয় রাজকুমারও ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় বিষণ্ন ও শ্রান্ত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সত্ত্বপ্রকৃতি সর্বজ্ঞ ইক্ষ্বাকুলগুরু বশিষ্ঠ ভরতকে ভূতল হইতে উত্থাপন পূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! আজ এয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে;.এক্ষণে কেবল অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্য অবশেষ থাকিতে তুমি কেন তদ্বিষয়ে কাল বিলম্ব করিতেছ? দেখ, ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যু এই তিনটি নির্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া থাকে, ইহা যখন জীবের অপরিহার্য্য হইতেছে, তখন দুঃখে এককালে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না। তত্ত্বদর্শী সুমন্ত্রও শত্রুকে উত্থাপন পূর্বক প্রসন্ন করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনাশের বিষয়ে নানা প্রকার কহিতে লাগিলেন।

তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন অশ্রুজল মার্জ্জনা করত আরক্ত লোচনে গাত্রোত্থান করিয়া, বর্ষা ও উত্তাপ প্রভাবে যে ইন্দ্রধ্বজ ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অমাত্যেরাও অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বারংবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

৭৮তম সর্গ

শত্রুঘ্ন কর্তৃক কুব্জা-বিকর্ষণ, ভাতৃ-আজ্ঞায় শত্রুঘ্নের কুব্জা পরিত্যাগ

অনন্তর সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন শোকার্ত ভরতকে রামের সন্নিধানে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া কহিলেন, আর্য্য! সঙ্কটকালে যিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই রাম যে নিজের ও আমাদের গতি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিল? আর্য্য লক্ষ্মণ মহাবল পরাক্রান্ত, তিনি পিতৃনিগ্রহ করিয়া উহাকে কেন বনবাসদুঃখ হইতে বিমুক্ত করিলেন না? যে রাজা স্ত্রীলোকের কথায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলেন, ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন ভরতকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে কুব্জা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান পূর্বক সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত ও ভুষণে বিভূষিত করিয়া রজ্জবদ্ধ বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপকারিণী কুব্জাকে দ্বারদেশে দর্শন করিয়া, নির্দয়ভাবে গ্রহণ ও শত্রুঘ্নের নিকট আনয়ন পূর্বক কহিলেন, বৎস! যাহার নিমিত্ত রামের বনবাস

ও আমাদের পিতার প্রাণনাশ হইয়াছে, এই সেই পাপীয়সী কুব্জা, এক্ষণে তোমার যা অভিরুচি হয়, তাহাই কর।

শত্রুঘ্ন, ভরতের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দুঃখিতভাবে অন্তঃপুরচরদিগকে কহিলেন, দেখ, এই কুহকিনী আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের মনে মর্ম্মবেদনা দিয়াছে, সুতরাং এ, এখনই এই ক্রূর কার্য্যের ফল ভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি সেই সখী জনপরিবৃতা কুব্জাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কুব্জা আর্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। তাহার সখীর যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত হইল এবং শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে পরস্পর মন্ত্রণা করিল, দেখ, শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, হয় ত আমাদিগকেও নিঃশেষ করিবেন। এখন আইস, আমরা সকলে গিয়া ধর্ম্মিষ্ঠা বদান্যা কৌশল্যার শরণাপন্ন হই, এক্ষণে তিনিই আমাদিগের গতি।

এদিকে শত্রুঘ্ন ক্রোধভরে কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা আম্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার নানাপ্রকার অলঙ্কার স্খলিত হইয়া পড়িল। স্খলিত ভূষণে সুশোভন গৃহ শারদীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে তাহাকে গ্রহণ করিয়া কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের কথায় যার পর নাই দুঃখিত ও তাঁহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রোধাৰিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যদি রাম

মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে তুমি এই কুব্জাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবেন না।

শত্রুঘ্ন ভরতের আদেশে ঐ দোষকর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছিতা মন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। কাতরা মন্থরা পরিত্যক্ত হইবামাত্র উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কৈকেয়ীর চরণতলে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল। কৈকেয়ীও তাহাকে শত্রুঘ্নের আকর্ষণে হতজ্ঞান দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

৭৯তম সর্গ

ভরতকে রাজ্যগ্রহণের জন্য অমাত্যগণের অনুরোধ, ভরতের রাজ্যগ্রহণে অস্বীকার, রামানয়নার্থ মার্গ-সংস্কার করিতে শিল্পিগণের প্রতি ভরতের আদেশ

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসের প্রত্যুষে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! যিনি আমাদিগের গুরুতর গুরু ছিলেন, সেই মহীপাল, রাম ও লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া লোকান্তরে গিয়াছেন, অদ্য তুমিই আমাদিগের রাজা হও; এই রাজ্য অরাজক হইয়াও অমত্যগণের ঐকমত্যে রক্ষিত হইলে কদাচই উচ্ছিন্ন হইবে না। এক্ষণে মন্ত্রিরা পৌরগণের সহিত অভিষেকার্থ এই সমস্ত উপকরণ লইয়া তোমার প্রতীক্ষা

করিতেছেন। তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ ও আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।

তখন ভরত অভিষেকের দ্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার হওয়া আমাদিগের কুলব্যবহার; তদ্বিষয়ে আমায় অনুরোধ করা তোমাদিগের উচিত হইতেছে না। আর্য্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ, অতঃপর তিনিই রাজা হইবেন, আর আমি গিয়া অরণ্যে চতুর্দশ বৎসর অবস্থান করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত কর, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জন্য তৎসমুদয় অগ্রে করিয়া লইব এবং বন মধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নিকে আনয়ন করে, তাঁহাকে সেই রূপেই আনিব। বলিতে কি, এই নামমাত্র জননীর মনোরথ কোনক্রমেই পূর্ণ করিব না। এক্ষণে শিল্পিরা আমার বন গমনের পথ প্রস্তুত করুক, যে সমস্ত ভূমি অত্যন্ত উন্নতানত হইয়া আছে, তৎসমুদায় সমতল করিয়া দিক এবং যাহারা দুর্গম স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, এইরূপ রক্ষক সকল সমভিব্যাহারে চলুক।

ভরতের এই প্রকার কথা শুনিয়া তত্রত্য সকলে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ রামকে রাজ্য দানের সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমার শ্রীলাভ হউক। এই বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অমাত্য ও পারিষদেরা বীতশোক হইয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী

ও রক্ষকদিগকে আদেশ করা হইয়াছে। উহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তুত ও দুর্গম স্থানে রক্ষা করিবে।

৮০তম সর্গ

গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সেনানিবেশস্থান ও পথ নির্ম্মাণ

অনন্তর সূত্রকর্ম্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ খনক, অবরোধক, স্থপতি, বর্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রনির্ম্মাতা কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, ও পথপরীক্ষকের যাত্রা করিল। বহুসংখ্য লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরুলতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল এবং অনেকে কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানা স্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থান সমতল ও গভীর গর্তপূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্ক্কর চূর্ণ এবঃ কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহ সকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই তথায় বেদিপরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। বৃক্ষে পুষ্প ফুটিতে লাগিল, পক্ষী সকল আহ্লাদে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথায় কুট্টিম সুধাধবলিত, কোথায় চন্দন

জলে সংসিক্ত, কোথায় কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত, কোথায়ও পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে সৈন্যগণের গমনপথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর যাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, তাহারা স্বাদুফলবহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্তে ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাদি স্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্তিত করিল এবং প্রস্তুত হইলে তৎসমুদায় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ সমস্ত নিবেশের চতুর্দিক ধূলিধূষরিত সগর্ত প্রান্তভিত্তি দ্বারা পরিবৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত প্রতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ, প্রাকার এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্মিত হইল। ফলত তৎকালে ঐ সকল নিবেশ শিল্পিগণের প্রযত্নে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার তীরে নানা প্রকার বৃক্ষ ও কানন শোভা পাইতেছে, যাহার জল শীতল নির্ম্মল ও মৎস্যপূর্ণ, সেই জাহ্নবী অবধি ঐ উৎকৃষ্ট রাজপথ এইরূপে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

৮১তম সর্গ

রাজ্যভার অর্পণ নির্ণয়ে সভা

অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দীমুখপ্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্বরাত্রির শেষ ভাগে সূত ও মাগধেরা মঙ্গল প্রতিপাদক স্তুতিবাদ দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ করিল। নিশাবসানসূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ড দ্বারা

আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। তূর্য্যঘোষ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্যে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তখন শোকসন্তপ্ত ভরত প্রবুদ্ধ ও অধিকতর শোকাকুল হইয়া বাদ্যরব নিবারণ পূর্ব্বক বাদকদিগকে কহিলেন, দেখ আমি রাজা নহি। এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইরূপ অনুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশরথও আমার উপর দুঃখভার অর্পণ পূর্ব্বক লোকান্তরে গিয়াছেন। এক্ষণে সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মমূলা রাজশ্রী, প্রবাহোপরি কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। আর যিনি আমাদিগের প্রভু, তাঁহাকে আমার এই জননী ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তিনি থাকিলে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বলিয়া ভরত যার পর নাই পরিতপ্ত হইয়া বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা দীনমনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সুরসভা সদৃশ সুবর্ণ-নির্ম্মিত মণি-খচিত সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আস্তরণসংযুক্ত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি ও যোদ্ধৃগণের সহিত ভরত শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য রাজপুত্র, এবং যুধাজিৎ সুমন্ত্র ও অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিকে শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ আদেশ করিবামাত্র সকলেই হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। উহাদিগের আগমনে চতুর্দ্দিকে

তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজারা রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিয়া, রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহার সম্বর্ধনা করিল। তখন সেই তিমিনাগসঙ্কুল সুবর্ণ বহুল স্থির হ্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ও শত্রুঘ্নকর্তৃক সুশোভিত হইয়া, পূর্বে রাজা দশরথ থাকিতে যেরূপ ছিল, সেই রূপই পরিদৃশ্যমান হইল।

৮২তম সর্গ

ভারতকে রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ, ভরতের অনঙ্গীকার, রামানয়নার্থ অরণ্যযাত্রায় বশিষ্ঠাদির অনুমোদন

ধীমান, ভরত সেই বিদ্বজ্জনপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থলে যে সকল আর্য্য আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহাদিগের বস্ত্র ও অঙ্গরাগ প্রভায় উহা উদ্ভাবিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রমণ্ডিত সারদীয় শর্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি প্রবেশ করিলে ধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া মৃদুবাক্যে তাহাকে কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ ধর্ম সাধন করিয়া, এই ধনধান্যবতী বসুমতী ভোমায় অর্পণ পূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, তার নির্দেশানুরূপ কার্য্য করিতেছেন। এক্ষণে তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য নির্বিয়ে উপভোগ কর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা তোমায় উপহার দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরত্ন আনয়ন করুক।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং ধর্ম্ম কামনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কলহংসস্বরে বাষ্পগদগদবচন বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান অধ্যয়নান্তে স্নান করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মশীল ধীমান রামের রাজ্য মাদৃশ লোকে কিরূপে গ্রহণ করিবে? কিরূপেই বা আমি, রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইব? এই রাজ্য ও আমি উভয়ই রামের। তপোধন! এই সকল অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে। দিলীপতুল্য নহূষসদৃশ আর্য্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তিনিই রাজ্য অধিকার করিবেন। এক্ষণে যদি আমি এই অসাধুসেবিত নরকপ্রদ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্কস্বরূপ থাকিতে হইবে। আমার জননী যে অসৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনমতে আমার অভিরুচি নাই। আমি এস্থান হইতেই সেই বনদুর্গস্থ রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি এই রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যেরও রাজা, অতঃপর আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।

তখন রামানুরাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভরতের এই ধর্ম্মানুগত কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত পুনরায় কহিলেন, যদি রামকে বন হইতে প্রত্যায়ন করিতে না পারি, তবে তাঁহার ও লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তথায় অবস্থান

করিব। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আপনাদিগের সমক্ষে আমায় সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। অভৃতিক কর্ম্মকর, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, পথশোধক ও রক্ষকদিগকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক।

এই বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরত সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্যমাত্রা ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। সুমন্ত্র আদেশমাত্র পুলকিতচিত্তে এই সমাচার সর্বত্র প্রচার করিলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষের সৈন্যদিগকে রামের আনয়নার্থ প্রস্থানের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইল। প্রতিগৃহে সৈনিকগণের গৃহিনীরা এই সংবাদ পাইয়া ভর্তৃগণকে হৃষ্টমনে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতিরা অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের সহিত সৈন্যদিগকে অশ্ব গোযান ও মনোবেগ রথে আরোপণ পূর্বক ভরতের সন্নিধানে প্রেরণ করিল। তদ্দর্শনে ভরত বশিষ্ঠের সমক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি সত্বর আমার রথ আনয়ন কর। সুমন্ত্র আজ্ঞামাত্র হৃষ্টমনে উৎকৃষ্টঅশ্বযোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যানুরাগী সত্যপরাক্রম ভরত পুনরায় কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের নিমিত্ত আদেশ কর; আমি জগতের হিতসাধনের জন্য আর্য্য রামকে প্রসন্ন করিয়া এস্থানে আনিবার বাসনা করিয়াছি। তখন সুমন্ত্র পূর্ণমনোরথ হইয়া, সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপন পূর্বক প্রকৃতিপ্রধান ও

সুহৃদগণকে বনগমনার্থ আহ্বান করিলেন। প্রতিগৃহে সকলেই উদ্‌যুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গর্দভ ও রথ সকল যোজনা করিতে লাগিল।

৮৩তম সর্গ

পুরোহিত, শিল্পী, সেনা ও পৌরবর্গসহ ভরতের অরণ্যযাত্রা, শৃঙ্গরেরপুরের গমন, সেনাসন্নিবেশ

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, ভরত রথে আরোহণ করিয়া, রামের দর্শন কামনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা চলিলেন। সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টি সহস্র রথ ও বিবিধ আয়ুধধারী বীর পুরুষের তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উজ্জ্বল যানে গমন করিতে লাগিলেন। আরো যাত্রাকালে পুলকিত চিত্তে রামের অত্যাশ্চর্য্য কথা সকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। নগরবাসিরাও হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন সেই জগতের শোকনাশন ঘনশ্যাম রামকে দর্শন করিব। যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই অন্ধকার নিবাস করেন, সেইরূপ তিনি দৃষ্ট মাত্রই আমাদিগের শোক সন্তাপ অপনীত করিবেন। ইহাঁদিগের পশ্চাৎ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মার [কামার], মায়ূরক [যাহারা ময়ূরপিচ্ছ দ্বারা ছত্রাদি নির্ম্মাণ করে] ক্রাকচিক [করাতি] বেধকার, রোচক [যে কাচাদি প্রস্তুত পারে], দন্তকার [যে হস্তিদন্ত দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্য গড়িয়া থাকে], সুধাকর [যে চূর্ণ লেপন

করিয়া দেয়], ও গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দক, বৈদ্য, ধূপক, শোণ্ডিক, রজক, তুন্নবায়, স্ত্রীগণের সহিত নট, ও কৈবর্তের সুবেশে শুদ্ধবসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন ধারণ পূর্বক গোযানে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সকলে হস্ত্যশ্ব রথে বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার সন্নিহিত হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থান শাসন করিতেছেন এবং জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অপ্রমাদে বাস করিয়া আছেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে ভরতের অনুষায়িনী সেনা ঐ চক্রবাক-শোভিত ভাগীরথীর তীর আশ্রয় পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত সৈন্যগণকে গমনে উদ্যোগশূন্য দেখিয়া এবং পুণ্য-সলিলা গঙ্গাকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ, আজ আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া, কল্য এই সাগরগামিনী নদী পার হইব, এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে সৈন্য সকল সন্নিবেশিত কর। আর আমিও এই নদীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গস্থ্ মহারাজের পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত তর্পণ করিব।

তখন অমাত্যেরা ভরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে ইচ্ছা তাহাকে তথায় নিবেশিত করিলেন। ভরত বিবিধ উপকরণ-যুক্ত সৈন্য সকলকে গঙ্গাতীরে সুব্যবস্থায় স্থাপন করাইয়া রামকে কি প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৮৪তম সর্গ

নিষাদরাজ গুহের কোপ, জ্ঞাতিবর্গসহ নিষাদরাজের পরামর্শ, গুহের ভরত সমীপে গমন

এদিকে নিষাদপতি গুহ, গঙ্গাতীরে সৈন্য সকলকে সন্নিবিষ্ট ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জ্ঞাতিবর্গকে কহিলেন, দেখ, ঐ গঙ্গাতীরে সাগর-সঙ্কাশ বহুসংখ্য সৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, আমি ভাবিয়াও ইহার অন্ত পাইতেছি না। যখন রথের উপর মহাপ্রমাণ কোবিদার ও ধ্বজ উচ্ছৃত হইয়া আছে, তখন নিশ্চয়ই নির্বোধ ভরত স্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয়, ইনি অগ্রে আমাদিগকে পাশে বন্ধন বা বধ করিয়া, পশ্চাৎ নির্বাসিত রামকে বিনাশ করিবেন। ইনি মহারাজ রামের দুর্লভ রাজ সম্পূর্ণ অধিকার করিবার বাসনায় উঁহার নিধন কামনা করিতেছেন। রাম আমার প্রভু ও মিত্র, এক্ষণে তোমারা তাঁহার জন্য বর্ম্ম ধারণ পূর্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত যুবা পাঁচ শত নৌকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক। যদি ভরত রামসংক্রান্ত কোন অসৎ সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার সৈন্য আজ নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পাইবে। নিষাদপতি জাতিবর্গকে এইরূপ অনুমতি করিয়া, মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র গুহকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয় সহকারে ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! রামের প্রিয়সখা গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে আসিতেছেন। ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। এই বৃদ্ধ, দণ্ডকারণ্য বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন এবং এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানেন। সুমন্ত্র এই কথা কহিলে, ভরত তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ অনুজ্ঞা লইয়া, জ্ঞাতিগণের সহিত হৃষ্টমনে ভরতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! এই দেশ তোমার গৃহ বিশেষ, কিন্তু তুমি অগ্রে আগমন-সংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি স্বীয় দাসগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস কর। নিষাদেরা বন্য ফলমুল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে, অর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্য-সুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত আছে। প্রার্থনা, তোমার সৈন্যেরা আজিকার রাত্রিতে প্রচুর আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।

৮৫তেম সর্গ

গুহের নিকট ভরতের প্রশ্ন, গুহকর্তৃক রামবিষয়ক অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা, ভরতের অনুশোচনা

ভরত কহিলেন, গুহ! তুমি আমার এই সকল সৈন্যকে অর্চনা করিবার ইচ্ছা করি'ছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইল। এই বলিয়া তিনি

পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই কচ্ছ্রদেশ নিতান্ত গহন ও দুষ্প্রবেশ; বন এক্ষণে আমি কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব?

তখন গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, প্রয়ানকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে এবং আমিও যাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসৎ সংকল্প করিয়া রামের নিকট চলিয়াছ? বলিতে কি তোমার এই বহুসংখ্য সেনা আমার মনে এই আশঙ্কাই বলবৎ করিয়া দিতেছে।

গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া গগনতলের ন্যায় নির্ম্মল ভরত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নিষাদরাজ! যে কালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে হইবে, এরূপ সময় যেন কখন না আইসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য, এক্ষণে আমি তাহাকে বন হইতে প্রত্যায়ন করিবার নিমিত্তই চলিয়াছি। সত্যই কহিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

নিষাদপতি, ভারতের এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যখন অযত্নসুলভ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য; এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখি না। তুমি বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়া তোমার এই কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়িনী হইয়া ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিবে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও উপস্থিত হইল। তখন ভরত

নিষাদপতির পরিচর্য্যায় সবিশেষ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। রামচিন্তা জনিত শোক সেই চিরসুখী ধর্ম্মনিরত রাজকুমারকে আক্রমণ করিল। কোটস্থ অগ্নি যেমন দাবানলশোষিত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ শোকবহ্নি চিত্তানলসন্তপ্ত ভরতকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হিমাচল যেমন সূর্য্যের উত্তাপে তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উহার প্রভাবে ভরতের দেহ হইতে ধর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময় যে শোকরূপ শৈল তাঁহাকে নিপীড়িত করিল, রামের চিন্তা উহার—অখণ্ড শিলা, নিঃশ্বাস—ধাতু, বিষয়বিরাগ—বৃক্ষ, দুঃখ ক্লেশ—শৃঙ্গ, মোহ—বন্যজন্তু, এবং সন্তাপ—ওষধি ও বেণু। ভরত তদ্দারা আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। তৎকালে তিনি মানসিক জ্বরে একান্ত অভিভূত হইয়া, যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তিনি রামের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন নিষাদরাজ ভরতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

৮৬তম সর্গ

গুহ কর্তৃক রামচন্দ্রের পূর্ব বৃত্তান্ত কথন

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সদ্‌গুণের প্রসঙ্গ করিয়া ভরতকে কহিলেন, যুবরাজ! আমি লক্ষ্মণকে শরশাসন গ্রহণ পূর্বক রামের রক্ষা বিধানাথ রাত্রি জাগরণ করিতে দেখিয়া কহিয়া ছিলাম, রাজকুমার! তোমার জন্য এই

সুখশয্যা রচিত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না। দেখ, এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পূর্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহার প্রসাদে ধর্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া আমি কার্মুক গ্রহণ পূর্বক জানকীর সহিত প্রিয় সখাকে রক্ষা করিব। নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করি বলিয়া, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই; যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে অনুনয় পূর্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি, কি বলিয়াই বা সুখভোগ রত হইব। রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহাঁকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারিগণ আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন; রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি

এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন কিন্তু বীরপ্রসব কৌশল্যা যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে, এক্ষণে আবার পুরবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্ন মনোরথে 'সর্বনাশ হইল সর্বনাশ হইল' কেবল এই বলিয়াই মর্তলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীন হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন আছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যয় ঐ সমস্ত ব্যক্তি পরম সুখে বিচরণ করিবেন। হা! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যয় কি পুনরায় আসিতে পারিব!

লক্ষ্মণ এইরূপে পরিতাপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহারা এই জাহ্নবীতীরে মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া আমার সাহার্য্যে পরম সুখে নদী পার হইয়া যান।

৮৭তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের জটাধারণ শ্রবণে ভরতের মোহ, কৌশল্যার সান্ত্বনা, রামের তৃণশয্যা প্রদর্শন

মহাবল মহাবাহু কমললোচন প্রিয়দর্শন ভরত, গুহের নিকট এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই চিন্তিত হইলেন এবং মুহূর্তকাল দুঃখিত হইয়া, আশ্বাস লাভ পূর্বক অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সহসা শোকভরে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে আলিঙ্গন পূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে উপবাসকৃশ ভর্তৃবিরহপরিতাপিত কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা দীনমনে ভরতের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেৰী কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক জলধারাকুলোচনে কহিলেন, বৎস! তোমার শরীরে কি কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? এই সকল রাজপরিবার আজ তোমাকে লইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। রাম, লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাদিগের রক্ষক। বাছা! লক্ষ্মণের কি কিছু অমঙ্গল শুনিয়াছ? এই একপুত্রার পুত্র, ভার্য্যার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, তাঁহার কি কোন অশুভ সমাচার পাইয়াছ?

অনন্তর ভরত মুহূর্ত মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করত গুহকে সজলনেত্রে কহিলেন, নিষাদরাজ! আর্য্য রাম কোথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন? জানকী ও লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিলেন এবং কোন্ শয্যাতেই বা শয়ন করেন? তখন গুহ প্রিয় অতিথি রামের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! আমি রামের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ ফল মূল ও নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুররূপ উপহার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া তৎসমুদায় আমাকেই প্রত্যর্পণ করেন, এবং তৎকালে এই বলিয়া অনুনয় করিলেন, সখে! সর্বদা দানই আমাদিগের কর্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। পরে লক্ষ্মণ জাহ্নবী হইতে জল আনয়ন করিলে, তিনি তাহা, পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন; লক্ষ্মণও ঐ পীতাবশেষ সলিল পান করিয়া রহিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সুমন্ত্রের সহিত সমাহিতচিত্তে মৌনভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মণ শীঘ্র কুশ আহরণ করিয়া, রামের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং রাম ও জানকী তাহাতে শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন পূর্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ, ইহাতেই রাম ভার্য্যার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাবীর লক্ষ্মণ সগুণ শরাসন অঙ্গুলি ত্রাণ এবং পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তুণীরদ্বয় ধারণ করিয়া রামের

চতুর্দিক রক্ষা করেন। আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শর কার্ম্ম কার্মুক গ্রহণ পূর্বক তথায় অবস্থান করি।

৮৮তম সর্গ

তৃণশয্যা দর্শনে ভরতের বিলাপ ও রামকে ফিরাইয়া না আনিতে পারিলে নিজেরও জটাধারণে প্রতিজ্ঞা

ভরত, নিষাদরাজ গুহের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীতলে গমন ও রামের শয্যা দর্শন পূর্বক মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা রাম শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শয্যা। রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভূতলে শয়ন করা তাঁহার কর্তব্য নহে। যিনি চর্মান্তরণ কল্পিত শয্যায় নিশা অতিবাহন করিয়াছেন, তিনি এখন কিরূপে ভূতলে শয়ন করেন? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কূটাগার, উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম এবং সুবর্ণভিত্তিশোভিত অগুরুচন্দনগন্ধী কুসুমসমলঙ্কৃত শুককুলমুখরিত শুভ্র মেঘসঙ্কাশ সুশীতল হর্ম্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচারিকাগণের নূপুররব ও গীতবাদ্যের শব্দে প্রতিবোধিত হইতেন, বন্দিবর্গ অনুরূপ গাথা ও স্তুতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তিনি এখন কি রূপে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। রামের ভূমিশয্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বপ্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান্, তাহাতে আর কোন সন্দেহ

নাই, তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন করিতেন না, এবং বিদেহরাজের কন্যা রাজা দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা জানকীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না। এই আমার ভ্রাতা রামের শয্যা; সায়ংকালে তিনি শ্রান্তি নিবন্ধন যে অঙ্গ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন। ঐ দেখ, তাঁহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণ সকল মর্দ্দিত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শয্যাতে অলঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ পতিত হইয়া আছে। শয়নকালে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চয়ই আসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কৌশেয় বসনের তন্তু সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক, স্ত্রীলোকের সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই সুকুমারী সতী কি কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই।–হায়! কি হইল! আমি কি পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকারক ও সুখজনক, যিনি কখনই দুঃখ ভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম আরক্তলোচন প্রিয়দর্শন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন! লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি এই সঙ্কট কালে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, জানকীও তাঁহার সঙ্গে গিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলাম। হা! পিতা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, রাম বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বসুন্ধরাকে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাত্মা রামের বাহুবল রক্ষিত এই পৃথিবীকে মনেও কেহ

আকাঙ্ক্ষা করিতেছে না। এক্ষণে অযোধ্যর চতুঃপার্শ্বস্থ প্রকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হত্যশ্ব সকল উন্মুক্ত, সৈন্য সমুদায় বিষণ্ন, আজ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহাকে শত্রুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ পূর্বক ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুর্দশ বৎসর পরম সুখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে তাঁহার সংকল্পের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বনবাসকালে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকবেন, আর আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্য রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার অভিলাষ, দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া, তাঁহাকে প্রত্যানয়ম করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে ধরিয়া, নানা প্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

৮৯তম সর্গ

গঙ্গামুত্তরণ, নৌকাবর্ণন, প্রয়াগ প্রবেশ, বশিষ্ঠাদিসহ ভরতের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন

অনন্তর ভরত, ঐ গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্বক শত্রুকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! আর কেন শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে উত্থিত হইয়া অবিলম্বে নিষাদপতি গুহকে আহ্বান কর। তিনি আসিয়া

আমার সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন, আৰ্য্য! আমি আপনারই ন্যায় দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, জাগরিতই রহিয়াছি।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে নিষাদরাজ তথায় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! এই নদীতটে নুখে ত নিশা যাপন করিয়াছ?

সসৈন্যে ত কুশলে আছ? ভরত গুহের এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুহ! শর্ব্বরী সুখে অভিযোগে আমাবাহিত হইয়াছে, অতঃপর তোমার দাসেরা আসিয়া নৌকাদিগকে পার করিয়া দিক।

গুহ, ভরতের আদেশমাত্র দ্রুতগমনে নগর প্রবেশ করিয়া জাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! জাগরিত হও; আমি এক্ষণে ভরতের সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার করি, তোমরা গাত্রোত্থান করিয়া নৌকা আনয়ন কর; তোমাদের মঙ্গল হউক। তখন নিষাদেরা অধিপতি গুহের আজ্ঞায় উত্থিত হইয়া চারিদিক হইতে পাঁচশত নৌকা আনিল। ঐ সমস্ত নৌকা ব্যতীত স্বস্তিকা নামক পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা সকল লইয়া আইল। উহার মধ্যে একখানি সুবর্ণখচিত ও পাণ্ডুবর্ণকম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদের মঙ্গল বাদ্য বাদন করিতেছিল। ওই সেই স্বস্তিকা লইয়া ভরতের নিকট উপনীত হইলেন। ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতেরা নৌকায় উঠিয়াছিলেন; পরে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নী, পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অনুচরদিগের গৃহিণীরা উত্থিত হইলেন। প্রয়াণকালে সৈন্যেরা বাস গৃহে অগ্নি প্রদান করিল, অনেকে শকট ও পণ্য দ্রব্য তুলিতে

লাগিল, অনেকে তীর্থে অবতরণ এবং অনেকেই নানা প্রকার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় উহাদের তুমুল কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর নৌকা সকল আরোহিদিগকে লইয়া মহাবেগে ভাগীরথীর পর পারে উত্তীর্ণ হইল। উহার মধ্যে কোন খানিতে স্ত্রীলোক, কোন খানিতে অশ্ব এবং কোন খানিতে বহুমূল্য শকট ও বলীবর্দ ছিল। তীরে সমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা জলমধ্যে নৌকার চিত্রগমন দেখাইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ডধারী মাতঙ্গেরা আরোহিপ্রেরিত ও সন্তরণপ্রবৃত্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভমান হইল। তৎকালে কেহ নৌকা, কেহ ভেলা, কেহ কুম্ভ, এবং কেহ বা কেবল বাহুদ্বয়ের সাহায্যে তীরে উঠিল। সৈন্যেরা এইরূপে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যার তৃতীয় মুহূর্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ভরদ্বাজের তপোবন এক ক্রোশ ব্যবধান ছিল; পাছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশঙ্কায় ভরত, বনমধ্যে সৈন্যদিগকে শ্রান্তি দূর করিবার আদেশ দিলেন এবং ভরদ্বাজকে সন্দর্শনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়া, ঋত্বিক ও সদস্যগণের সহিত গমন করিতে উদ্‌যুক্ত হইলেন।

৯০তম সর্গ

বশিষ্ঠ-ভরদ্বাজ সমাগম, ভরতের প্রতি ভরদ্বাজের শঙ্কা ও প্রশ্ন, ভরতের আগমন-কারণ বর্ণন

যাত্রাকালে ভরত, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্তী করিয়া মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রম সন্নিহিত দেখিয়া মন্ত্রিদিগকেও রাখিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের আদেশ পূর্বক আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠের সহিত আগমন নিবন্ধন, তিনি যে রাজা দশরথের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্য্য ও বিবিধ ফল মূল প্রদান পূর্বক, অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যা সৈন্য ধনাগার মিত্র ও মন্ত্রীসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিজ্ঞাতই ছিল, এই কারণে তিনি তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠদেব ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন করিয়া, অগ্নি শিষ্য বৃক্ষ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। মহাযশা মহর্ষিও আনুপূর্বিক সমস্ত জ্ঞাত করিয়া রামস্নেহে কহিলেন, ভরত! তুমি রাজ্য শাসন করিতেছিলে, তোমার এস্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে আমার মনে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। রাজমহিষী কৌশল্যা যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন,

মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অনুরোধে যাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাস দিয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কন্টকে ভোগ করিবার নিমিত্ত, তুমি কি তাঁহার কোন অনিষ্টের ইচ্ছা করিতেছ?

ভরত, ভরদ্বাজের এইরূপ কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পকুললোচনে গদ্‌গদবচনে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনিও আমায় এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে উৎসন্ন হইলাম। আমা হইতে কোন দোষকর কার্য্য ঘটিবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, এবং আমায় এইরূপ কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। জননী আমার জন্য যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট নহি। এক্ষণে আমি রামের চরণ বন্দনা ও প্রসন্ন প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি, আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া, আমার প্রতি নিঃসংশয় হউন। সেই মহারাজ রাম এক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি আমাকে বলিয়া দিন।

অনন্তর ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার তুমি রঘুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এই গুরুসেবা, লোভাদি ইন্দ্রিয়সংযম, ও সৎপথে প্রবৃত্তি, তোমার উচিতই হইতেছে। আমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাত আছি, লোকের সমক্ষে তাহা আরও দৃঢ় হইবে বলিয়া, তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত, ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি রামকে জানি; তিনি এক্ষণে লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত ঐ চিত্রকূট পর্বতে বাস করিয়া আছেন। কল্য তুমি তথায় মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিবে, অদ্য

আমার এই আশ্রমে অবস্থান কর। তখন উদারদর্শন ভরত ভরদ্বাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, তথায় নিশা যাপনের অভিলাষ করিলেন।

৯১তম সর্গ

ভরদ্বাজের আতিথ্য, অপূর্ব বিষয়ভোগে সৈন্যগণের আনন্দ

অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন, তপোধন! বনে যাহা সুলভ, তদ্বারা এই ত আতিথ্য করিলেন? তখন ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভরত! তুমি যে বনের ফলমূলে প্রীত হইয়াছ, এবং যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াই যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, আমি তাহা জানি। এক্ষণে তোমার সেনাগণ ক্ষুধিত হইয়াছে, আমি উহাদিগকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাসনানুরূপ আতিথ্য গ্রহণ কর। তুমি কি জন্য বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া এস্থানে আইলে? কি কারণেই বা সবলবাহনে আগমন করিলে না?

তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন তপোধন! আমি আপনারই ভয়ে সসৈন্যে আসিতে পারিলাম না। রাজা হউন, বা রাজপুত্রই হউন, তাপসগণের অধিকার যত্ন পূর্বক পরিহার করা সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রমত্ত হস্তী ও মনুষ্যের প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছে। উহারা পাছে বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও জল নষ্ট করিয়া তপোবনের বাধা জন্মায়, এই আশঙ্কায় আমি একাকীই আসিয়াছি। তখন ভরদ্বাজ

কহিলেন, বৎস! তুমি সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরতও তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি, অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া, সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জণ পূর্বক আতিথ্যের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন, আমি তক্ষণাদি কার্য্য কুশল বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার এই অতিথি সৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। আমি ইন্দ্রাদি তিন জন লোক পালকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার এই অতিথিসৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। যাঁহাদের স্রোত পশ্চিমাভিমুখী এবং যাঁহারা তির্য্যক্গামী, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সেই সকল নদী চতুর্দিক হইতে এই স্থানে আনুন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ কেহ সুসংস্কৃত সুরা এবং কেহ কেহ বা ইক্ষুরসস্বাদু সুশীতল জল প্রবাহিত করিতে থাকুন। আমি অন্যান্য দেব গন্ধর্ব দেবী ও গন্ধর্বীদিগকে আহ্বান করিতেছি, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা ও পর্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি;-সুররাজ পুরন্দর ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট যাঁহারা গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল অপ্সরাকেও আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এক্ষণে সুসজ্জিত হইয়া তুম্বুরুর সহিত এস্থানে আগমন করুন। উত্তর কুরুতে যে দিব্য বন আছে, বসনভূষণ যাহার পত্র, সুন্দরী নারী যাহার ফল, আহা এখানেই দৃষ্ট হউক। এই স্থানে ভগবান্ সোম, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি চতুর্বিধ অন্ন প্রদান করুন। বৃক্ষচ্যুত বিচিত্রমাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও নানা প্রকার মাংস সুলভ করিয়া দিন। মহর্ষি ভরদ্বাজ, তপ ও সমাধি

প্রভাবে শিক্ষা-স্বর প্রয়োগ পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ঐ সমস্ত দেবতার আবির্ভাব কামনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আহূত দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমীরণ, মলয় ও দর্দুর পর্বত হইতে মৃদু মন্দ ও সুগন্ধ গুণে প্রীতিপ্রদ ও সুখদ হইয়া বহিতে লাগিল; মেঘ সকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিকে দেবদুন্দুভিরব; অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। উহার তানলয়সঙ্গত মধুর স্বর ভূলোক ও অন্তরীক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ সমস্ত শ্রোত্রসুখকর শব্দ উত্থিত হইলে, রাজকুমার ভরতের সৈন্যেরা বিশ্বকর্ম্মার আশ্চর্য্য রচনা সকল দেখিতে লাগিল। সেই ভূমি চারি দিকে পঞ্চযোজন হইয়াছে, সমতল ও নীলবৈদুর্য্যমণিতুল্য হরিৎবর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন; বিল্ব কপিত্থ পনস সুকেশর [টাবা লেবু] আমলকী ও আম্র এই সকল বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া আছে। উত্তর কুরু হইতে দিব্যভোগপ্রদ চৈত্ররথ কানন আসিয়াছে। তীরতরুসমাকীর্ণ তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। ধবল চতুঃশাল গৃহ, মন্দুরা, হর্ম্য, এবং শুভ্রমেঘতুল্য ভরণশোভিত চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত শুক্লমাল্যে অলঙ্কৃত সুগন্ধি সলিলে সুবাসিত রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মধ্যে সুরচিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, যান, উৎকৃষ্ট ভোজ্য, ধৌত পাত্র, বস্ত্র, ও নানা প্রকার স্বাদু রসও সঞ্চিত আছে।

রাজকুমার ভরত, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা দর্শনে তৎকালে

সকলেরই মনে হর্ষ জন্মিল। তথায় রাজ সিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছাত্র ছিল, ভরত, মন্ত্রিগণের সহিত তৎসমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া, উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, এবং ঐ সিংহাসন পূজা করিয়া, চামরহস্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, ও শিবিররক্ষকেরাও আনুপূর্ব্বিক বসিলেন।

ঐ সময়ে প্রজাপতিপ্রেরিত বিংশতি সহস্র এবং কুবের প্রহিত বিংশতি সহস্র রমণী, মণিমুক্তাপ্রবালে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহারা যে পুরুষকে হস্তগত করে, সে উম্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে। অনন্তর নন্দন কানন হইতে বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। গন্ধরাজ নারদ তুম্বুরু ও গোপ আসিয়া, ভরতের অগ্রে গান করিতে লাগিলেন। অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা ও বামন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবলোকে ও চৈত্ররথ কাননে যে মাল্য আছে, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে তাহা নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। বিল বৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক সমগ্রাহী [বাদ্যের তাল বিশেষ] ও অশ্বত্থেরা নর্ত্তক হইল। সরল, তাল, তিলক, ও তমাল, কুব্জা ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা [শিশু গাছ], আমলকী, জম্বূ, প্রভৃতি পাদপ এবং মল্লিকাদি লতা প্রমদারূপে উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিল, সুরাপায়িগণ! সুরাপান কর, ক্ষুধার্ত্তগণ! সুসংস্কৃত মাংস ও পায়স প্রচুররূপ আহার কর। তৎকালে প্রত্যেককে, সাত আট জন স্ত্রীলোক সুরম্য নদীতীরে লইয়া গিয়া স্নান এবং কেহ কেহ মধু পান করাইতে লাগিল। কোন কোন মহিলা পাদমর্দ্দন, এবং কেহ কেহবা অঙ্গমার্জ্জন আরম্ভ করিল। পালকেরা, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভ ও

বৃষভদিগকে আহার করাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন মহাবল, যোদ্ধৃগণের বাহনদিগকে ইক্ষু মধু ও লাজ যথেষ্ট ভোজন করিতে দিল। ঐ সময় সকলেই মধুপানে মত্ত, সুতরাং অশ্বরক্ষক অশ্বের এবং হস্তিপকেরা হস্তীর কোন বার্তাই রাখিল না। সৈন্যের পানভোজনে পরিতৃপ্ত রক্তচন্দনে রঞ্জিত ও অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর আমরা আর অযোধ্যা কি দণ্ডকারণ্য কুত্রাপি গমন করিব না, এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের জয়জয়কার হউক। ফলতঃ সকলে এইরূপ স্বেচ্ছানুরূপ আহারবিধি লাভ করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল। কেহ কেহ ইহাকেই স্বর্গ মনে করিয়া হর্ষভরে নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য কেহ গান ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা গলে মাল্য ধারণ পূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। যাহারা একবার আহার করিয়াছে, ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাদের পুনরায় ভোজনেচ্ছু জন্মিল। দাস দাসী ও বন্ধুদিগের মধ্যে সকলেরই নুতন বস্ত্র পরিধান এবং সকলেই সন্তুষ্ট। পশু পক্ষী সকল সুপুষ্ট হইল, দ্রব্যান্ত গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃত্তি রহিল না। তথায় প্রত্যেকের বস্ত্র ধবল, কেহ ক্ষুধিত বা মলিন নহে এবং কাহারই কেশ ধূলিতে অপরিচ্ছন্ন নাই। সকলে কুসুম স্তবকসুশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পাত্র বিস্ময়সহকারে দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত পাত্রে ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস রহিয়াছে। বনবিভাগস্থ কূপসমূহে পায়সের কর্দম দৃষ্ট হইল। ধেনুগণ অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষ সকল মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। পরিতপ্ত পিঠরপক্ক মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস

এবং মদ্যে দীর্ঘিকা সকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অন্নাধার, ব্যঞ্জনস্থালী, ও হেমময় হস্তপ্রক্ষালন পাত্র শতসহস্র সঞ্চিত আছে। কুম্ভ ও করম্ভে দধি, হ্রদে সুবিহিত সুগন্ধি কেশরগৌর তক্র, রসাল, দুগ্ধ, ও সর্করা। স্নানঘট্টে চূর্ণকষায়, কল্ক [গন্ধ তৃণ] প্রভৃতি বিবিধ স্থানীয় দ্রব্য সুসজ্জিত আছে। নির্ম্মল কুর্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ, করঙ্কে শ্বেতচন্দনকল্ক, পরিস্কৃত দর্পণ, বসন, পাদুকা, উপানহ [খরম], কজ্জলকরণ্ডিকা, কঙ্কত, কুর্চ [কাঁকুই], ছত্র [কুঁচি], ধনু, বর্ম, শয্যা ও আসন সকল প্রস্তুত। হস্তী অশ্ব খর ও উষ্ট্রদিগের প্রতিপান হ্রদ, কমলদলসুশোভিত স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন আকাশের ন্যায় শ্যামল সরোবর, এবং নীলবৈদুর্য্যবর্ণ কোমল তৃণ সকলও প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল।

সৈন্যেরা এই স্বপ্নকল্প অত্যদ্ভুত আতিথ্যব্যাপার দর্শন করিয়া, যার পর নাই বিস্মিত হইল এবং নন্দন কাননে সুরগণের ন্যায় ঐ আশ্রমে রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা মদিরা মত্ত এবং মাল্য সকল মর্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

৯২তম সর্গ

ভরদ্বাজ-সমীপে ভরতের বিদায় গ্রহণ ও মাতৃগণের পরিচয় দান, চিত্রকূটাভিমুখে প্রস্থান

অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া, রামের দর্শনলাভার্থ মহর্ষি ভরদ্বাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ

অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তিনি ভরতকে কৃতাঞ্জলি পুটে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন বৎস! তুমি ত আমার আশ্রমে সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছ? তোমার সৈন্যেরা ত আতিথ্যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে?

তখন ভরত তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন ভগবন্! আমি সবলবাহনে পরম সুখে নিশা অতিবাহন করিয়াছি। আমাদের শরীরে কিছুমাত্র গ্লানি নাই। আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ, প্রচুর অন্নপান, আপনার প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি রামের সন্নিধানে চলিলাম, আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি আমায় স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রামের আশ্রম কতদূর এবং উহা কোন দিক দিয়াই বা যাইতে হইবে আপনি তাহাও বলিয়া দিন।

ভরদ্বাজ ভ্রাতৃদর্শনার্থী ভরতকে কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ অন্তর নিবিড় কাননমধ্যে চিত্রকূট নামক এক পর্বত আছে। উহার বন ও প্রস্রবণ অতি মনোহর। ঐ পর্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। তোমার ভ্রাতা ঐ চিত্রকূটে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস করিয়া আছেন। তুমি এক্ষণে যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন কর। পরে ঐ পথের বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে, তাহা ধরিয়া এই চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তর রাজমহিষীর গমনের কথা শুনিয়া যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে পরিবেষ্টন করিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রার সহিত

দীনভাবে কম্পিতকলেবরে উহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। সর্বলোকুনিন্দিতা কৈকেয়ীর মনে রথ পূর্ণ হয় নাই, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদূরে দীনমনে ভরতের সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন ভগবন্! যাহাকে শোক ও অনসনে কৃশ দেখিতেছেন, ইনি পিতার মহিষা, ইহারই গর্ভে রাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দেবী অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে, ইনি সেইরূপ রামকে প্রসব করিয়াছেন। যিনি শীর্ণকুসুম কণিকার শাখার ন্যায় ইহাঁর বাম পার্শ্বে বিরসমনে রহিয়াছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা। মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইহাঁরই পুত্র। আর যাঁহার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য আপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্র বিহীন হইয়া স্বর্গে অধিরোহণ করিয়াছেন, এই সেই আর্য্যরূপিণী অনার্য্যা কৈকেয়ী, ইনি অত্যন্ত নির্বোধ ক্রোধনস্বভাব সৌভাগ্যগর্বিত ও ক্রূর। এই পাপীয়সীই আমার জননী, ইহা হইতেই আমার ভাগ্যে এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। ভরত বাষ্পগদ্গদ বচনে এই বলিয়া আরক্তলোচনে ক্রূদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তখন মহামতি ভরদ্বাজ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীর উপর দোষারোপ করিও না। রামের এই নির্বাসন সুফল প্রদর্শন করিবে; এই ঘটনায় দেব দানব ও ঋষিগণের হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধিত হইবে।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যসংযোগের আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র বহুসংখ্য লোক অশ্ব রথ সুসজ্জিত করিয়া প্রস্থানার্থ আরোহণ করিল। করী ও করেণু স্বর্ণশৃঙ্খলসংযত ও পতাকা শোভিত হইয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গর্জ্জন সহকারে গমন করিতে লাগিল। লঘুভারযুক্ত বিবিধ যান সকল চলিল। পদাতির পদব্রজে যাইতে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী রামদর্শন মানসে হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভরত, পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নবোদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শিবিকায় উত্থিত হইয়া চলিলেন। এইরূপে ঐ চতুরঙ্গসৈন্য দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া, উদিত মহামেঘের ন্যায় প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমশঃ গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া, মৃগ ও পক্ষিদিগকে চকিত ও ভীত করিয়া, অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল।

৯৩তম সর্গ

ভরতের চিত্রকূট গমন, রামাশ্রমান্বেষণে সৈন্য প্রেরণ

অনন্তর অরণ্যে যূথপতি সকল, ঐ সমস্ত সৈন্যের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, মৃগযূথের সহিত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। পৃষত, রুরু, ও ভল্লুকেরা গিরি নদী ও কাননে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ভরতের সাগর প্রবাহসদৃশ সৈন্য বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ বনভূমিকে আবৃত করিল, এবং উহাদের গমনকালে মহাবল হস্তী ও অশ্বে পর্ণ হইয়া উহা

বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রহিল। ক্রমশ ভরত বহুদূর অতিক্রম করিলেন। তাঁহার বহন সকলও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! এই স্থান যেরূপ দেখিতেছি, যে প্রকার শুনিয়াও ছিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ-নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এই চিত্রকূট পর্বত, ইহার নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। অদূরেই নিবিড় মেঘের ন্যায় বন। এক্ষণে আমার পর্বতাকার মাতঙ্গগণ সুরম্য গিরিশৃঙ্গ মর্দিত করিতেছে, তন্নিবন্ধন সুনীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শিখরজাত বৃক্ষ সকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন! ঐ সমস্ত কিন্নরজাতির অধিকার, উহা সাগরগর্ভে মকরের ন্যায় অশ্বে আকীর্ণ রহিয়াছে। মৃগের প্রেরিত হইয়া, চারিদিকে শারদীয় অভ্রের ন্যায় বায়ুবেগে বেগমান হইয়াছে। চর্ম্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ ধারণ করিতেছে। তুরগখূরোড্ডীন ধূলিজাল গগনতল আবৃত করিয়া আছে, বায়ু শীঘ্র তাহা অপসারিত করিয়া, যেন আমার ইষ্ট সাধনই করিতেছে। এই অরণ্য জন শূন্য ও ঘোরদর্শন হইলেও আজ আমি ইহাকে লোক-সঙ্কুল অযোধ্যার ন্যায় দেখিতেছি। বনমধ্যে রথ সকল অশ্ব সাহায্যে কেমন শীঘ্র যাইতেছে, এবং রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া, বিহঙ্গের বাসভূমি পর্বতে আসিতেছে। ঐ সমস্ত মৃগ ও মৃগী কি সুন্দর, উহাদের দেহ যেন কুসুমে চিত্রিত হইয়াছে। এই স্থান অত্যন্ত মনোহর, এই তাপস-নিবাস নিশ্চয়ই স্বর্গ। এক্ষণে আমার সৈন্য সকল যথোচিত গমন

করুক, এবং যাহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পায়, সর্বত্র এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউক।

ভরতের আদেশমাত্র শস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক স্থান হইতে ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে উহারা ভরতের সন্নিহিত হইয়া কহিল, লোকালয়শূন্য স্থানে অগ্নি থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ এই বনে বাস করিয়া আছেন। অথবা তাঁহারা নাও হইতে পারেন, বোধ হয়, রামসদৃশ তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। তখন ভরত উহাদিগকে কহিলেন, এই স্থানে তোমরা নীরবে থাক, অতঃপর আর অগ্রসর হইও না। আমি, সুমন্ত্র, ও ধৃতি, আমরাই কেবল এক্ষণে গমন করিব।

অনন্তর সৈন্যরা এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র নিস্তব্ধভাবে রামের দর্শনপ্রতীক্ষায় আনন্দমনে তথায় কালযাপন করিতে লাগিল। ভরতও যেদিকে ধূমশিখা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

৯৪তম সর্গ

সীতার সমীপে রামচন্দ্রের চিত্রকূট বর্ণন

এদিকে রাম বহু দিন চিত্রকূটে আছেন, তিনি আপনার চিত্ত বিনোদন এবং জানকীর তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদবিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। পর্বতের কি আশ্চর্য্য শোভা; ইহাতে বিহঙ্গের নিরন্তর বাস করিতেছে;

শৃঙ্গ সকল আকাশভেদী; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া, ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত, কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠারাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্বতে অহিংস্রক নানাপ্রকার মৃগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র, জম্বূ, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্যতিনিশ, বিল্ল, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধূক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব, ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্প-সুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমসুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গ সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, এবং কোথাও বা নিঃস্যন্দ, সুতরাং শৈল যেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গ কুল-কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতি লাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্বতে বাক্য মন ও দেহের অনুকুল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া, কি আনন্দিত হইতেছ না? আমার পূর্বপিতামহগণ দেহান্তে সংসারক্লেশ শান্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহাই হউক, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার ঋণ মুক্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই প্রাপ্ত হইলাম। এই পর্বতে রজনীতে ওষধি সমুদায় স্বকান্তিপ্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলা সকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ; উহা স্থগর, পুন্নাগ, ভূর্জ্জপত্র ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পথের মাল্য দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে! বোধ হইতেছে যেন, এই চিত্রকূট পৃথিবী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবের নগরী বস্বৌকসারা, ইন্দ্রপুরী নলিনী, ও উত্তর কুরুকেও অতিক্রম করিয়া, ইহা সুশোভিত আছে। এক্ষণে আমি নিয়ম অবলম্বন পূর্বক সৎপথে অবস্থান করিয়া, এই চতুর্দশ বৎসর লক্ষ্মণ ও তোমার সহিত যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্মপালন, জনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

৯৫তম সর্গ

মন্দাকিনী বর্ণন

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম, চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চন্দ্রানমা জানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রমনীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার

অবতরণপথ অতি মনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে, এবং তৃষ্ণার্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। উর্দ্ধবাহু মুনিরা সূর্য্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহাদের শাখা বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পর্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহু সংখ্য সিদ্ধ পুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি; ঐ সকল পুষ্প বায়ু বেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয়, মন্দাকিনী ও চিত্রকূট, পুরবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপ সংযম ও শান্তি গুণসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও স্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী, এবং তুমিও আমার আনুকুল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি, যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান বনের ফল-মূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন কেহই

নাই। রাম, মন্দাকিনি প্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া, তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৯৬তম সর্গ

কোলাহল শ্রবণে লক্ষ্মণের শালবৃক্ষে আরোহণ, ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধ

অনন্তর রাম পর্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া, সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র, এবং ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া, তিনি সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈন্যের চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া, এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দিকে মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে, এবং মৃগ হস্তী ও মহিষের সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? আর কোন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শাল বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুর্বদিকে হস্ত্যশ্বরথপূর্ণ বহুসংখ্য

সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করত কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে অগ্নি নির্বাণ করিয়া ফেলুন; জানকী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম ধারণ, কার্মুকে জ্যা আরোপণ ও শর গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ, ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সৈন্যগণকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! কৈকয়ীর পুর ভরত অভিষিক্ত হইয়া, রাজা নিষ্কন্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুৎ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত কোবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামী তুরগে আরোহণ পূর্বক এই দিকে আসিতেছে, হস্তি পৃষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক হৃষ্টমনে আগমন করিতেছে। আর্য্য! এক্ষণে আমরা শরাসন গ্রহণ পূর্বক পর্বত আশ্রয় করিয়া থাকি; অথবা বর্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য; তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম স্পর্শিবে না।

ভরত পূর্বাপরাধী, তাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী, দুঃখিতচিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি মন্থরার সহিত কৈকেয়ীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসুমতী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। যেমন তৃণরাশিতে অরি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ আমি আজ শক্রসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসৎকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্রু-শরীর ছিন্নভিন্ন করিয়া চিত্রকূটের কানন শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে সমস্ত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শৃগাল ও কুকুর সকল তাহাদিগকে আকর্ষণ করুক। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া, অদ্য শরকার্ম্মুকের ঋণ পরিশোধ করিব।

৯৭তম সর্গ

রাম-বাক্যে লজ্জিত লক্ষ্মণের বৃক্ষ হইতে অবরোহণ, আশ্রমপীড়া পরিহারার্থ ভরতের দূরে সৈন্য-সমাবেশ

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থি হইয়াছেন, এক্ষণে সচর্ম্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়োজন। আমি পিতৃসত্য পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি, সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে বিনাশ করিলে, যে

সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং পৃথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি। অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্যই আমার রাজ্য লাভের বাঞ্ছা। লক্ষ্মণ! এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে দুর্লভ নহে; কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি, তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে সুখের স্পৃহা করিব, অগ্নি যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বৎস! এক্ষণে বোধ হয়, প্রাণধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যয় আসিয়াছেন। আসিয়া, আমার জটাচীর ধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যার পর নাই কাতর হইয়া, স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি, জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ ও কটুক্তি করিয়া, পিতার সম্মতিক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ভ্রাতা ভরত, সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ! তুমি যে আজ তাঁহাকে শঙ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি? তিনি কি কখন তোমার কোন অপকার করিয়াছেন? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। জানি না, সঙ্কটকালে পুত্র পিতাকে

এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে। যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব, তুমি ইহাঁকে রাজ্য দেও। আমি এইরূপ কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্মণ ধর্ম্মপরায়ণ রামের এই কথা শুনিয়া, লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! বোধ হয়, পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া, তাঁহার ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন, ভাই! জ্ঞান হয়, পিতা এখানে ঐ নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন। দেখ, ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি তাহা জানেন; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইতেছি তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া, আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। এই সেই বায়ুবেগগামী মহাবল দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সেই শত্রুঞ্জয় নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্র আগমন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না; যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শুন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এই জন্য সৈন্যগণকে পর্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্দ্ধ যোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল।

৯৮তম সর্গ

ধূম দর্শনে ভরতের রামাশ্রম নিশ্চয়

অনন্তর ভরত, গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহ, শরশাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন এবং; আমিও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু ও ব্রাহ্মণের সহিত পদচারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। বলিতে কি, যতক্ষণ না আমি, রাম-লক্ষ্মণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ লাঞ্ছিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিতেছেন, তা আমার মনে শান্তি লাভ হইতেছে না। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি আর্য্য রামের সেই নির্ম্মল মুখকমল নিন্তন্তুর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধন্য, তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যক্ষেশ্বর কুবের যেমন

নন্দন কাননে, তদ্রূপ রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন। এই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন, এবং পর্বতশৃঙ্গ-সঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীঘ্র এক শাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূমশিখা উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, বুঝিয়া সবান্ধবে যার পর নাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সৈন্যদিগকে তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

৯৯তম সর্গ

ভরতের পর্ণশালা দর্শন, রাম ও ভরতের আলিঙ্গন

গমনকালে ভরত, বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! আপনি বিলম্ব না করিয়া, আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। তিনি বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া, উৎসুকমনে শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রম চিহ্ন সকল প্রদর্শন পূর্বক দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। রামদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ন্যায় সুমন্ত্রেরও হইয়াছিল, সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অনুসরণে প্রবৃত হইলেন। ক্রমশঃ ভরত, কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, তাপসনিবাসসদৃশ এক পর্ণশাল দেখিতে পাইলেন। উহার, সম্মুখে ভগ্ন কাষ্ঠ এবং দেবার্চনা আহৃত পুষ্প রহিয়াছে; অভ্যন্তরে শীত

নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চিত আছে। আরও দেখিলেন, স্থানে স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, ইহার অদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই সকল বৃক্ষে বল্কল নিবন্ধ, দেখিতেছি; জ্ঞান হইতেছে, লক্ষ্মণকে অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথ পরিজনের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈলপার্শ্বে বিশালদশন মাতঙ্গগণের গমন পথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই অগ্নির নিবিড় ধূম উত্থিত হইতেছে। আমি এখানেই সেই গুরুসুশ্রূষানুরাগী মহর্ষিসদৃশ আর্য্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয় কহিলেন, আর্য্য রাম নির্জ্জনে বীরাসনে বশিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্। তিনি আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পড়িব, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রামের পবিত্র পর্ণকুটীর সাল ভাল ও অশ্বকর্মের পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল,

অল্পবিস্তীর্ণ ও অতিসুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ূধাকার মহামার শত্রুনাশক গুরুকার্য্যসাধক শাসন আছে, উহার পৃষ্ঠ স্বর্ণপট্টে নিবদ্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে, তদ্রূপ তূণীরে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ্তমুখ তীক্ষ্ণ শর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণ বিন্দুচিত্রিত চর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ। যেমন সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য, তদ্রূপ ঐ পর্ণকুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল, উহার উত্তর পূর্বাস্য ক্রমশঃ নিম্ন, এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ভরত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন হুতাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভর ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্মিককে দর্শন করিয়া, দুঃখবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদ্‌গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগের তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশ বিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বহন করিতেছেন। যথা বিহিত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয় করা যাঁহার যোগ্য, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়ক্লেশসাধ্য পুণ্য আরহণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে তাহা কিরূপে মললিপ্ত আছে। হা! আর্য্য কেবল আমারই

জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই পামরের ঘৃণিত জীবনে ধিক্।

এই বলিতে বলিতে ভরত, ঘর্ম্মাক্তমুখে রামের নিকট গমন করিলেন, এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, আর্য্য!—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি আর বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এবারেও তদ্রূপ স্বরবদ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর শত্রুঘ্ন সজললোচনে রামের পাদ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসিরা ঐ চারি জন রাজকুমারকে দেখিয়া, বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

১০০তম সর্গ

রামের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে রাজনীতির উপদেশ

এ দিকে ভরত, কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, তাঁহার মুখকান্তি মলিন, এবং তিনি যারপর নাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম, সেই যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য জটাচীরধারী মহাবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন এবং তাহার মস্তকাঘ্রাণ, হস্তধারণ এবং তাহাকে

আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এক্ষণে পিতা কোথায়? তুমি যে বনে আইলে? উঁহার জীবদ্দশায় তোমার এ স্থানে আগমন করা উচিত হয় নাই। আমি বহু দিনের পর তোমায় মাতুলালয় হইতে আসিতে দেখিলাম। এক্ষণে বল, এই দুজ্ঞেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত হইলে? মহারাজ কি জীবিত আছেন? না আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া লোকান্তরে গিয়াছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিহস্ত হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ? যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধর্ম্মপরায়ণ, পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আর্য্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে কালযাপন করিতেছেন? মহা কুলোৎপন্ন কার্য্যপরিদর্শক বিনয়ী বহুজ্ঞ আর্য্য সুযজ্ঞ ও সৎকৃত হইয়া থাকেন? ধীমান মনুষ্যেরা ত তোমার অগ্নি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন? উহাঁরা যথাকালে হোমের সংবাদ তোমায় ত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন? তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায় সুধার ত অবমাননা কর না? মহাবল বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সৎকুলপ্রসূত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ? দেখ, শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হয়। বৎস! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নও? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহু লোকের সহিত

ত মন্ত্রণা কর না? যে বিষয় নিনীত হয়, তাহা ত গোপনে থাকে? যাহা অর্পয়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য্য অবধারণ করিয়া, শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পূন্নপ্রায়, সামন্ত রাজগণ সেই গুলিই ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? যে সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উহাঁরা ত তাহা জানিতে পারেন না? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা, যাহা গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেই উদ্ভাবন করিতে পারে না? সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ লোকই সর্বতোভাবে শুভ সাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্য লাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ একজন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস! উন্নত শ্রেণিতে উন্নত, মধ্যম শ্রেণিতে মধ্যম, এবং অধম শ্রেণিতে অধম ভৃত্য ত নিয়োগ করিয়াছ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র, এবং যাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মহিলারা বলপ্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, অবিশ্বাসী ভৃত্য, ও ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের

অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান সংকুলোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত শ্রেণিপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ এবং যাঁহারা লোক সমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যের স্বামীর প্রতি কষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস! প্রধান প্রধান জাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোকবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্য কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ[1] ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ[2], প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্ত চর প্রেরণ করিয়া ত সমুদায় জানিতেছ? যে শত্রু দূরীকৃত হইয়া পুনর্বার আগমন করিয়াছে, দুর্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংশ্রব নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই পটু। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে, ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্ক বিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন

[1] ১। মন্ত্রী ২। পুরোহিত ৩। যুবরাজ ৪। সেনাপতি ৫। দৌবারিক ৬। অন্তঃপুরাধিকারী ৭। বন্ধনাগারাধিকারী ৮। ধনাধ্যক্ষ ৯। রাজাজ্ঞানিবেদক ১০। প্রাড়্‌বিবাক নামক ব্যবহার জিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত) ১১। ধর্মাসনাধিকারী ১২। ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য (জুরি) ১৩। বেতন দানাধ্যক্ষ ১৪। কর্মান্তে বেতন গ্রাহী ১৫। নগরাধ্যক্ষ ১৬। আটবিক ১৭। দণ্ডনাধিকারী ১৮। দুর্গপাল

[2] পূর্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থের মন্ত্রী পুরোহিত : মূবরাজ এই তিনটা বাদ দিয়া পঞ্চদশ।

করিয়া, নিরর্থক বাকবিতণ্ডা করিয়া থাকে। বৎস! যথায় অসংখ্য হস্ত্যশ্ব ও রথ আছে, পুরদ্বার দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, স্বকর্ম্মপর উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয় আর্য্যগণ বাস করিতেছেন, এবং রমণীয় প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ? যথায় বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রহিয়াছে, শ্রীপুরুষ সকলে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, সমাজ ও উৎসব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে; যে স্থানে বিস্তর রত্নের খনি, সীমান্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর; যথায় দুরাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্তু নাই এবং নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে। এবং উহারা স্ব স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? অধিকারে যত লোক আছে, ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক বিশ্বাস করিয়া উহাদের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না? তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কি রূপ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদায়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? : রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিদিন পূর্বাহ্ণে গাত্রোত্থান করিয়া, রাজপথে ও পরিভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে,--না এক কালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতিদর্শন ও অদর্শনএই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থ

প্রাপ্তির কারণ। বৎস! দুর্গ সকল ধন ধান্য জল যন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এবং শিল্পি ও বীরে ও পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, যোদ্ধা, ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্ত হস্ত আছ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধু লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া, তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না? যে তস্কর ধৃত, লোপ্ত্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ও অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্য্যালোচনা করেন? দেখ, যাহাদের মিথ্যাভিযোগের সম্যক বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশু সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য, ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ, এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না। তুমি ত যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক? বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা, পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ও শুভাকাঙ্ক্ষা করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্যচিন্তা ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুষ্ঠান,

মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ, এবং সমুদায় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ [মৃগয়া দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীপরতন্ত্রা, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ও বৃথা পর্য্যটন], পঞ্চবর্গ [জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, হরিণদুর্গ, ধান্বনদুর্গ], চতুর্বর্গ [সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড], সপ্তবর্গ [স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃৎ] অষ্টবর্গ [কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনী, আকর, করাদান ও শূন্যনিবেশন] ও ত্রিবর্গের ফলা ফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয়জয়, ষাড়্গুণ্য [সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ], দৈব ও মানুষ ব্যসন, রাজকৃত্য [অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ক্রূদ্ধকে, প্রদর্শিতভয় ভীতকে শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য], বিংশতিবর্গ [বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতিবহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ লুব্ধজন, বিরক্ত প্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাশক্ত, বহুমন্ত্রী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষ্যব্যসনী, বলব্যসনী, আদেশস্থ, বহুশত্রু, মৃতপ্রায়, ও অসত্যধর্ম্মরত ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না।], প্রকৃতিবর্গ [অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ ও দণ্ড], মণ্ডল [দ্বাদশ রাজমণ্ডল], যাত্রা , দণ্ডাবধান, সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদায়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে। বেদোক্ত কর্মের ও অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলব্ধ হইতেছে? ভার্য্যা সকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান ত নিস্ফল হয় নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এইপ্রকার বুদ্ধির অনুসারে চলিতেছ? ইহা আয়ুস্কর যশস্কর এবং ধর্ম্ম অর্থ

ও কামের পরিবর্দ্ধক। আমাদিগের পূর্বপিতামহগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছ? স্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য তুমি ত একাকী ভোজন কর না? যে সকল মিত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ত উহা প্রদান করিয়া থাক? বৎস! দেখ, প্রজাগণের দণ্ডদাতা মহীপাল ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পালন ও সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১০১তম সর্গ

রামের প্রশ্ন—ভরতের মাতৃনিন্দাপুরঃসর রাজ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ ও রামের প্রত্যাখ্যান

রাম ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে প্রশ্নছলে এইরূপ উপদেশ দিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক জটাচীর ধারণ করিয়া, কি কারণে এই স্থানে আইলে? স্পষ্ট বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোকবেগ সংবরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! পিতা কৈকয়ীর নিয়োগে অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিতাগ পূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমার জননী হইতেই এই অযশকর গুরুতর পাপ আচরিত হইয়াছে। রাজ্যভোগের কথা দূরে থাক, তিনি বিধবা ও শোকার্তা হইয়া অতঃপর ঘোর নরকে নিমগ্ন হইবেন। আর্য্য! আমি আপনার দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং স্বয়ং দেবরাজের ন্যায় রাজ্য অধিকার করুন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা

মাতৃ গণ আপনার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অভিষেক আপনাকেই অর্শে, এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের কামনা পূর্ণ করুন। বসুমতী আপনাকে পতিত্বে লাভ করিয়া বৈধব্য হইতে বিমুক্ত হউন। আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার চরণে ধরি, আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত অমাত্য পুরুষপরম্পরাগত, ইহাঁরা কখন উপেক্ষিত হন নাই, ইহাঁদিগকে অতিক্রম করা আপনার উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত বাষ্পকুললোচনে রামের পদতলে নিপতিত হইলেন।

তখন রাম, ভরতকে দুঃখভরে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন উচ্ছাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, আমি সৎবংশোদ্ভব ও তেজস্বী, রাজ্যের নিমিত্ত মদ্বিধ লোক, কিরূপে পাপ আচরণ করিবে? আমার বনবাস বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। তুমিও অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোমার জননীর প্রতি অকারণ দোষারোপ করিও না। উপযুক্ত পুত্র ও কলত্রে গুরুজনের স্বেচ্ছাচার অবিহিত নহে। ইহলোকে সাধুরা, ভার্য্যা পুত্র ও শিষ্যদিগকে যেমন স্বৈরনিয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে আমরাও তদ্রূপ। তিনি আমাকে চীর পরিধান করাইয়া বনে দিতে পারেন এবং রাজ্য অর্পণেও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভূতা আছে। পিতার যতদূর গৌরব, মাতারও তদ্রূপ, আমাকে যখন তাঁহারা বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন কিরূপে অন্যপ্রকার আচরণ করিব? এক্ষণে তুমি অযোধ্যয় গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর আমি বল্কল পরিধান করিয়া

দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করি। মহারাজ সর্বজনসমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তিনি তোমায় যে ভাগ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তুমি গিয়া তাহা উপভোগ কর। সেই ইন্দ্র তুল্য মহাত্মা আমায় যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার হিতকর, রাজ্য, কোন মতেই প্রীতিকর হইতেছে না।

১০২তম সর্গ

মহারাজ রশরথের মৃত্যু-সংবাদ, ভরতের প্রার্থনা

ভরত কহিলেন, আর্য্য! আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং রাজধর্মে আর আমার প্রয়োজন কি? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্টের রাজ্যাধিকার নিষিদ্ধ, এই ব্যবহারই আমাদের পুরুষপরম্পরা আদৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন, এবং বংশের অভ্যুদয়কামনায় রাজ্যভার গ্রহণ করুন। যাঁহার কার্য্য ধর্ম্মানুগত ও অলোকসামান্য, সকলে যদিও সেই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দেশ করে কিন্তু তিনি দেবতা। আর্য্য! আমি যখন কেকয় দেশে, আপনি অরণ্য বাসে, এই অবকাশে সেই যজ্ঞশীল রাজা দেহত্যাগ করিয়াছেন। অযোধ্যা হইতে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, আপনার নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি শোকভরে অভিভূত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে আপনি উপস্থিত হইয়া তাঁহার তর্পণ করুন; আমরা পূর্বেই এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, প্রিয়প্রদত্ত বস্তু পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। হা! মহীপাল

আপনার দর্শন-লালসায়, উদ্দেশে কতই শোক করিয়াছেন; তিনি কোন মতে আপনা হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, আপনার বিয়োগেই রুগ্ন হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

১০৩তম সর্গ

পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে রামের বিলাপ

রাম, ভরতের মুখে এই বজ্রপাতসদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক পরশুচ্ছিন্ন কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ ও জানকী উৎখাত-কেলি-পরিশ্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া, বাষ্পাকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে দীনভাবে কহিলেন, ভরত! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই রাজকুল-কেশরী-বিরহিত নগরীকে অতঃপর আর কেই বা প্রতিপালন করিবে? আমি অতি অশুভজন্ম, আমা হইতে পিতার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? যিনি আমার শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না! ভরত! তুমি ধন্য, তুমি ও শত্রুঘ্ন তোমরা পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলেও, আমি আর সেই নিরাশ্রয় বহুনায়ক অযোধ্যায় যাইব না; পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং যাইলেও অতঃপর কে আমায় হিতাহিত

উপদেশ দিবে? আমি কোন কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিলে, তিনি আমাকে যে সমস্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতেন, এক্ষণে সেই প্রকার শ্রুতিসুখকর কথাই বা আর কে শুনাইবে?

অনন্তর রাম পূর্ণচন্দ্রাননা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলমনে কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশুর দেহত্যাগ করিয়ছেন। লক্ষ্মণ তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। অদ্য ভ্রাতা ভরত এই শোক সংবাদ প্রদান করিলেন।

রাম এইরূপ কহিলে তৎকালে সকলেরই নেত্র হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বহিতে লাগিল। তখন তাঁহারা রামকে সান্তনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনি এক্ষণে মহারাজের তর্পণ করুন।

শ্বশুরের স্বর্গারোহণবার্তা শ্রবণে জানকীর নয়নযুগল বাষ্প ভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম তাহাকে সান্তনা করিয়া দুঃখিত মনে লক্ষ্মণকে কহিলে, বৎস! তুমি ইঙ্গুদীফল ও নূতন বল্কল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার অর্পণ করিব। জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইহাঁর অনুসরণ করিবে, আমি সর্বশেষে যাইব। দেখ, শোককালে এই রূপে গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত।

অনন্তর চিরাচর সুমন্ত্র রামের হস্থ ধারণ পূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে মন্দাকিনীতীর্থে আনয়ন করিলেন। ভরত প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাম দক্ষিণস্য হইয়া, অঞ্জলি পূর্ণ জল লইয়া, গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, পিতা! অপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন,

এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্ম্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক। পরে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণ বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদী-পিণ্ড সংস্থাপন পূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ! আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভক্ষণ করুন; আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকের ও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।

পরে তিনি নদীতট পরিত্যাগ পূর্বক যে পথে আসিয়া ছিলেন, সেই পথ দিয়া পর্বতে উত্থিত হইলেন, এবং পর্ণকুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দুই হস্তে ভরত ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পিতৃশোকে অধিকতর অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং জানকীর সহিত মিলিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। উহাদের রোদন শব্দ সিংহনাদের ন্যায় পর্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ তুমুল ধ্বনি শ্রবণে ভরতের সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয়, ভরত, রামের সহিত সমাগত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, তাহারই এই মহা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই বলিয়া অনেকে অশ্বপরিত্যাগ পূর্বক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনে ধাবমান হইল। যাহারা অত্যন্ত সুকুমার, তাহাদের মধ্যে কেহ হস্তী কেহ অশ্ব এবং কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিন হইল, রাম বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই যেন তাঁহাকে চিরপ্রবাসীর ন্যায় অনুমান করিল, এবং তাহার দর্শন লাভার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ত্বরিতপদে আশ্রমাভিমুখে

চলিল। বনভূমি রথচক্রে দলিত ও তুরগখুরে সমাহত হইয়া, মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গভীর শব্দ করিতে লাগিল। করেণু-পরিবৃত মাতঙ্গেরা অতিশয় ভীত হইয়া, মদগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করত বনান্তরে প্রবেশ করিল। বরাহ, মৃগ, মহিষ সিংহ, সৃমর, ব্যাঘ্র, গোকর্ণ, গবয়, ও পৃষত সকল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, বক, হংস, কোকিল, ও ক্রৌঞ্চগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং ভূলোক ও দ্যুলোক মনুষ্য ও পক্ষিগণে আকীর্ণ হইয়া অপূর্ব এক শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক দেখিল, নিস্কলঙ্ক রাম চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়াই উহাদের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং উহারা মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর যথোচিত নিন্দা করিতে করিতে তাহার নিকট গমন করিল। তখন রাম উহাদিগকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্বক বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করিলেন; উহারাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মৃদঙ্গনাদ সদৃশ রোদনধ্বনি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

১০৪তম সর্গ

কৌশল্যাদিসহ বশিষ্ঠের রামাশ্রমে গমন, মাতৃগণের সহিত সমাগম, সকলের উপবেশন

এ দিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহিষীদিগকে অগ্রে লইয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলেন। মহিষীরা নদীতট দিয়া মৃদুপদে গমন

করিতেছেন, দেখিলেন, মন্দাকিনীর এক স্থানে রাম-লক্ষ্মণের অবতরণার্থ সোপানপথ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কৌশল্যা সজলনয়নে শুষ্কমুখে দীনা সুমিত্রা ও অন্যান্য সপত্নীকে কহিলেন, দেখ, যাহার রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, এইটা সেই অনাথদিগেরই তীর্থ। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং নিরলস হইয়া, রামের জন্য এই সোপান পথ দিয়া জল লইয়া যান। তিনি যদিও নীচকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তথা নিন্দনীয় হইতেছেন না, যাহা জ্যেষ্ঠের অনাবশ্যক, তাহাই তাঁহার গর্হিত। যাহা হউক, এক্ষণে লক্ষ্মণ যে ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, ইহা কোনও মতে তাহার যোগ্য নহে, তিনি আজ এই দুঃখজনক জঘন্য কার্য্য পরিত্যাগ করুন।

এই বলিয়া কৌশল্যা গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভুলে দক্ষিণাভিমুখ দর্ভোপরি ইঙ্গুদী ফলের পিও নিরীক্ষণ পূর্বক সপত্নীগণকে কহিলেন, দেখ এই স্থানে রাম যথাবিধানে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুনাথের পিণ্ড দান করিয়াছেন। যিনি বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য মহারাজের কিছুতেই এই রূপ দ্রব্য ভোজন করা যোগ্য হইতেছে না। যার প্রভাব ইন্দ্রের ন্যায়, এবং যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ইঙ্গুদী ফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন। রাজকুমার রাম এইপ্রকার পিণ্ড দান করিলেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। যাঁহার যেরূপ অন্ন, তাঁহার পিতৃলোকে তাহাই আহার করিতে হয়, এই লোকপ্রসিদ্ধ কথা এক্ষণে সত্য বোধ হইল। যাহাই হউক, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া, আজ আমার হৃদয় কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

অমর মহিষীরা নিতান্ত কাতর হইয়া, কৌশল্যাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোগ-পরিশূন্য স্বর্গভ্রষ্ট-দেবতা-সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন, এবং সমস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্রোত্থান করিয়া উহাঁদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে উহাঁরা মুখস্পর্শ সুকোমল পাণিতল দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের ধূলি মার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে ভক্তিসহকারে উহাঁদিগকে অভিবাদন করিলেন। উহাঁরা রাম নির্ব্বিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্বশ্রুগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হা! বিদেহরাজের কন্যা, দশরথের পুত্রবধু, রামের ভার্য্যা, কিরূপে এই নির্জ্জন বনে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বৎসে! তোমার মুখখানি শুষ্ক কমলের ন্যায়, দলিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলিলিপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং মেধানরিত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোক আমার অন্তর্দ্দাহ করিতেছে!

অনন্তর সুরপতি যেমন বৃহস্পতিকে, তদ্রূপ রাম অগ্নিতুল্য বশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া, তাঁহারই সহিত উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্ম্মপরায়ণ পৌরগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন। তিনি রামকে যথোচিত সৎকার করিয়া কি বলিবেন তৎকালে

সকলেরই মনে এই এক কৌতুহল হইতে লাগিল। ঐ সময় ঐ তিন ভ্রাতা সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া, সদস্য সহিত তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রজনীও উপস্থিত হইল।

১০৫তম সর্গ

ভরতের অনুনয়, রাজ্যগ্রহণের প্রার্থনা, রাজ্যগ্রহণের যুক্তি প্রদর্শন

রাজকুমারগণ আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া, পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উহাঁরা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া, রামের সন্নিহিত হইলেন, এবং তূষ্ণীৎভাব অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়া ছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল-জলবেগ ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্য-খণ্ড আপনি ভিন্ন আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দ্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, আপনার নিকট আমাকেও তদ্রূপ জানিবেন। আর্য্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যার পর নাই অসুখের; সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটা

বৃক্ষ রোপণ ও যত্নের সহিত পোষণ করিতে লাগিল; উহার স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা সকল বিস্তীর্ণ এবং উহা খর্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়া ছিল, তাহার কিরূপে সন্তোষ লাভ হইবে? আর্য্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে। অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন মত্ত মাতঙ্গ সকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক, এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যার পর নাই আহ্লাদিত হউন।

ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই উহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমুদায় বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে, সংযোগের বিয়োগ ও জীবনেরও মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ক ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোন রূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যুব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও আশঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া

পড়ে। যে রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশেষ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুক্ষয় করিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক, বা ইতস্তত পর্য্যটন কর, তোমার আয়ু ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোর কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে, এবং তোমারই সহিত বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইয়া গেল, এবং পুরুষও জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি, কি উপায়ে এই সকল নিবারিত হইবে? মনুষ্য সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত হয়. রজনীসমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল, তাহা সে বুঝিল না। যখন সম্পূর্ণ নূতনাকারে ঋতুর আবির্ভাব হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঋতুপরিবর্তে যে, তাহার আয়ুঃক্ষয় হইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনজন স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীব লোকে জন্মমৃত্যুশৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব, সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সমর্থ নাই। যেমন একজন পথিক আর এক জনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন, সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দুঃসাধ্য, তখন মৃত

লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জল প্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাধন ধর্ম্মে নিয়োগ করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সজ্জন-পূজিত ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে, শোক করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমানের সঙ্গত হইতেছে না; সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগদুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তথায় তারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু; তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয় হইতেছে না, তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, যিনি পারলৌকিক শুভ সঞ্চয়ে অভিলাষ করেন, গুরু লোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্মপ্রভাবে সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হও, এবং ধর্মে মনোনিবেশ পূর্বক আপনার হিত চিন্তা কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলেন।

১০৬তম সর্গ

ভরতেরও বনবাসী হইবার প্রতিজ্ঞা, পিতৃবাক্য রক্ষার জন্য রামের আগ্রহ

অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ, এই জীবলোকে এ প্রকার আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও, ধর্মশংসয়ে উহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান; যখন আপনি এইরূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছেন, তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? বলিতে কি, যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ন হইতে হয় না। আপনি দেবপ্রভাব সর্বদর্শী সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই, সুতরাং দুর্বিসহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে? আর্য্য! আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, ঐ সময় ক্ষুদ্রাশয়। জননী আমার জন্য যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আমি কেবল ধর্ম্মানুরোধে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করিলাম না। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুধাবন করিয়া, কিরূপে গর্হিত আচরণ করিব। আর্য্য! মহারাজ আমাদের গুরু পিতা ও দেবতা, কেবল এই সকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মের মর্ম্মজ্ঞ, স্ত্রীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম্ম করা কি উহার

উচিত? প্রসিদ্ধি আছে, যে আসন্নকালে লোকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভ সংসাধনন্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই, পুত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্যবহারে অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে; তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্মবহিভূত ও একান্তই গর্হিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া, আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, কোন্ ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্মে উপেক্ষা করিয়া, সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্ধক্য ধর্ম আচরণ করিবে। যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্ম্মানুসারে বর্ণ চতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্মিকেরা কহেন, যে, চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্বোৎকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য্য! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমানে রাজ্য পালন করা আমার কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকের প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন।

অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্য রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্য প্রতি তিনি ঋণ হতে আত্মমোচন, শত্রুবর্গের দুঃখ বন্ধন ও সুহৃগণের সুখ সাধন পূর্ব্বক আমাকে শাসন করুন এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাত পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহার পিতৃআজ্ঞা পালনে দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল; অঙ্গীকার রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরবাসী, ঋত্বিক, ও কুলপতিগণ এবং রাজমহিষীরা বাষ্পকুললোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং রামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

১০৭তম সর্গ

ভরতকে রাজ্যদান ন্যায়সঙ্গত প্রসঙ্গে রামের যুক্তি ও ভরতকে অযোধ্যায় প্রতিগমনের আদেশ

তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে, তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণ কালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞা পূর্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া, দুইটি বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বন এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্য পালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি; তুমিও পিতার নির্দেশে এবং তাঁহারই সত্য রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণমুক্ত করা এবং দেবী কৈকয়ীকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, গয়া প্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতি কামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, “যিনি পুৎ নামে নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র, এবং যিনি তাহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবাণ বহু পুত্রের কামনা করা কর্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে

অন্তত এক জনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।” ভরত! পূর্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর, এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমায়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব; তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিত মনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; শ্বেত ছত্র আতপ নিবারণ পূর্বক, তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমিও এই সকল বন্য বৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় করিব; ধীমান শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস, আমরা চারি জনে মিলিয়া এই রূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই।

১০৮তম সর্গ

জাবালির নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যদ্বারা রাজ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ

অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু? কোন্ ব্যক্তিরই বা কোন্ সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা বলিয়া, যাহার স্নেহাশক্তি হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন করিবার কালে, গ্রামের বহির্দেশে বাস করে, আবার পরদিন সেই আবাস-সম্বন্ধ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা গৃহ ও ধন তদ্রূপই জানিবে; সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হন না। সুতরাং পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখজনক দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যয় প্রতিগমন কর; সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া, দেবলোকে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিৰে। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাহার কেহ নও; তিনি অন্য, তুমিও অন্য, সুতরাং আমি যেরূপ কহিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। দেখ, জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, বস্তুত মাতা ঋতুকালে গর্ভে যে শুক্রশোণিত ধারণ করেন, তাহাই জীবোৎপত্তির উপাদান। এক্ষণে রাজা দশরথ যেস্থানে যাইবার, গিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব, কিন্তু বৎস! তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অন্তে মহবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে? কখনই না। যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান, ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে,

ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত, সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব, রাম! পরলোকসাধন ধর্মনামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণ পূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

১০৯তম সর্গ

জাবালি-বাক্যের অধর্ম্মরূপতা প্রদর্শন ও রামের ক্রোধ, জাবালির ক্ষমা প্রার্থনা

জাবালীর এই কথা শুনিয়া রামের কিছুমাত্র ভাব-বৈপরীত্য ঘটিল না, তিনি তখন ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপনি আমার হিত কামনায় এক্ষণে যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুত অকার্য্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, বস্তুতই অপথ্য, কিন্তু পথ্যের ন্যায় সপ্রমাণ হইতেছে। যে পুরুষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জন সমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকে, সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান পায় না। উচ্চ কি নীচ বংশীয়, বীর কি পৌরুষাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি যে রূপ কহিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিলে নানা অনর্থ ঘটিবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার বলে, লোক, কার্য্যত অনার্য্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচার হইলেও যেন শুদ্ধস্বভাব, এবং দুর্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান

করিয়া থাকে। আমি যদি এইরূপ লোকদূষণ অধর্ম্মকে ধর্ম্মবেশে গ্রহণ করি, এবং প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজ্ঞের নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রত্যাশা থাকিবে না এবং প্রকৃতিরাও আমায় ধর্ম্মবিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া, আমার অনুকরণ করিবে, কারণ রাজার যেরূপ আচার প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহা কোনও মতে প্রীতিকর বোধ হইতেছে না।

দেখুন, অনাদি-শাস্ত্রসিদ্ধ দয়াপ্রধান রাজত্ব স্বয়ং সত্য, এই নিমিত্ত লোকে রাজ্যকে সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, সমস্ত লোক সত্যে বিধৃত রহিয়াছে, দেবতা ও ঋষিগণ সত্যেরই সবিশেষ সমাদর করেন, সত্যবাদীর ব্রহ্মলোক লাভ হয়, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম সকলের মূল, সত্য ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, সকল বিষয়ই সত্যমূলক এবং সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর কিছুই নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীর্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্বতভাবেই কর্তব্য। ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃসংশ লুব্ধ পামরেরা যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর সেই নামমাত্র ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ করিব। কর্মপাতক তিন প্রকার, কায়িক বাচিক ও মানসিক; ক্ষত্রিয়বৃত্তি সামান্যত দেহসাধ্য হইলেও নিজের চিন্তা ও অন্যের সহিতপরামর্শ এই সম্বন্ধে, অপর দুই পাতকেরও অন্তর্গত হইতেছে। একজনই কুল রক্ষা করে,

এক জনই নরক হয় এবং একজনেই দেবলোকে আদৃত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বে, আমার সত্যসন্ধ পিতা, ত্রিসত্যে বন্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আমায় যাহ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন তাহা অবহেলা করিব। আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ বা অজ্ঞানতা বশতই হউক, কোনমতে গুরুলোকের সত্যসেতু ভেদ করিব না। যে ব্যক্তি অসত্য প্রতিজ্ঞ ও অস্থিরমতি, শুনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা, ও পিতৃলোক কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আধ্যাত্মিক সত্যপালনধর্ম্ম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, আমি তদ্বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে আপনি সবিশেষ অবধারণ ও হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্বক আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতান্ত গহিত বোধ হইতেছে। আমি পিতার অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং ভরতের কথায় কিরূপে সম্মত হইব। আরও আমি সত্যে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়া, কৈকেয়ী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিব। অতএব অতঃপর আমাকে শ্রদ্ধাবান শুদ্ধসত্ত্ব ও মিতাহারী হইয়া ফলমূলে দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন পূর্বক লোকযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া, যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অগ্নি বায়ু ও সোম ইহাঁরা শুভ কর্মের প্রভাবে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শত সংখ্য যজ্ঞ আহরণ পূর্বক দেবলোক লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ ও তপস্যার বলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন।

তপোধন! সত্য, ধর্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা, এবং দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই সকল স্বর্গের পথ, ব্রাহ্মণেরা ঐগুলিকে মুখ্যফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ এবং তর্কদ্বারা সম্যক অবধারণ করিয়া, যথা বিহিত ধর্ম্মাচরণ পূর্বক, উৎকৃষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার বুদ্ধি বেদ বিরোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক, আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার এই কার্য্যকে যথোচিত নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তস্বরের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিস্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইয়া শুভকার্য্য সাধন করিয়াছেন, এবং এখনও অনেকে অহিংসা তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ দানশীল অহিংস্রক ও পবিত্র সেই সকল মহর্ষিরাই লোকে পূজনীয় হইয়া থাকেন।

রাম রোষতরে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, জাবালি বিনয়বচনে কহিলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথা কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই, তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া আস্তিক হই, আবার অবসর ক্রমে নাস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম।

১১০তম সর্গ

বশিষ্ঠ কর্তৃক আদিসৃষ্টি কীর্তন ও ক্রমপ্রাপ্ত রাজ্য গ্রহণের উপদেশ

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! জাবালি লোকের গতাগতির বিষয় সম্যক জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইনি ঐরূপ কহিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমি লোকোৎপত্তির বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অগ্রে সমুদায়ই জলময় ছিল, ঐ জল মধ্যে এই পৃথিবী নির্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার পূর্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা, স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। ইহা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু পিতা হইতে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। ইনিই অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা ভেজা অনরণ্য, ইহার শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই, এবং তস্করের নামও ছিল না। অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু; ইনি স্বীয় সত্যের বলে স্বশরীরে স্বর্গ লাভ করেন। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির

দুই পুত্র- ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু ইহাঁরা এই অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়া ছিল। দুর্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচুত হইয়া, মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন পূর্বক, মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় হিমাচলে ভৃগুনন্দন ভগবান চ্যবন বাস করিতেন। রাজমহিষী কালিন্দী স্বপত্নীর অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করেন। তখন মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাহার পুত্রোৎপত্তির উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক প্রবলপরাক্রম পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মিবেন, এবং তাহা হইতেই বংশরক্ষা হইবে।

অনন্তর কালিন্দী ভগবান চ্যবনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার গর্ভে পদ্মপলাশলোচন পদ্মকোষসদৃশপ্রভ এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনার যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হন, এই কারণে উহার নাম সগর, হইল। ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের মনে ভয় উৎপাদন পূর্বক সাগর খনন করেন। ইহাঁর পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ অতি পাপাত্মা ছিলেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর পিতা জীবদ্দশাতেই ইহাকে

নগর হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দেন। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইহাঁর অপর নাম কল্মষপদ। ইনি শাপ প্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। রাম! তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব এক্ষণে রাজ্য গ্রহণ এবং রাজকার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ কর। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই রাজা হন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন না, এই চিরপ্রচলিত বংশাচার পরিহার করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। তুমি রাজা দশরথের ন্যায় ধনরত্নসঙ্কুল রাষ্ট্রবহুল পৃথিবীকে শাসন কর।

১১১তম সর্গ

বশিষ্ঠের রাজ্য গ্রহণে অনুরোধ, রামের অনঙ্গীকার, চতুর্দশ বর্ষান্তেই রামের অযোধ্যাগমনে প্রতিশ্রুতিদান

বশিষ্ঠ পুনর্বার কহিলেন, বৎস! আচার্য্য, পিতা, ও মা, পৃথিবীতে এই তিন জন গুরু। পিতা জন্ম দান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু, এবং আচার্য্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই কারণে তাহাকেও গুরু বলা যায়। রাম! আমি

তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সদ্গতি লাভ হইবে। এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব, এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইহাদিগের রক্ষাসাধন করিলে সদ্গতি লাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্মশীলা ও বৃদ্ধা, ইহাঁর বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত হইতেছে না।

রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের এই মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, তপোধন! মাতা পিতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাদি দান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দেন এবং প্রিয়োক্তি প্রয়োগ ও ক্রীড়ায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর সন্তানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রতিশোধ করা অত্যন্ত সুকঠিন। সুতরাং আমার জনয়িতা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

তখন ভরত নিতান্ত বিমনা হইয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন অস্তীর্ণ করিয়া দেও, যাবৎ আর্য্য রাম প্রসন্ন না হন, তদবধি আমি ইহার উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বাররোধ করে, তদ্রূপ আমি সর্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র, আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন রাম

কহিলেন, বৎস! আমি এমন কি করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, এইরূপ বিধি ব্রাহ্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য আর্য্যকে কিছু বলিতেছ না? উহারা কহিল, আপনি ইহাঁকে যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। আর এই মহানুভবও যে, পিতৃআজ্ঞা পালনে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি ত এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে? এক্ষণে ইহাঁরা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, তুমি তাহা সম্যক বিচার করিয়া দেখ, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আচমন কর।

তখন ভরত ভূমিশয্যা হইতে উত্থান ও আচমন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ! তোমরাও শুন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই, এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্য পালন এবং এইরূপে কাল যাপন যদি ইহাঁর অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধি রূপে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইরূপ বলিলে রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের উচিত হইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে অরণ্যবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে অত্যন্ত অপযশের হইবে। দেবী কৈকেয়ী যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, এবং পিতা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইতেছে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্য্যাদারক্ষক। ইহাঁর কোন অংশে কিছুই দূষণীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিলে ইহারই সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা অজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞাঋণ হইতে মুক্ত কর।

১১২তম সর্গ

আকাশবানী, ভরতের প্রতি উপদেশ, ভরতকে রামের পাদুকা প্রদান

রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দেবর্ষি রাজর্ষি ও গন্ধর্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উহাঁরা ঐ উভয় ভ্রাতার সমাগম দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই দুই ধর্ম্মবীর যাহার পুত্র তিনিই ধন্য। ইহাঁদের বাক্যালাপ শুনিয়া, অদ্য আমরা সবিশেষ প্রীত হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধনকামনা

করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর! তুমি সৎবংশোদ্ভব যশস্বী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালন পূর্ব্বক পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উহাঁরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উহাঁরা প্রস্থান করিলে, প্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্লমনে উহাঁদিগকে বারং বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজিবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত, এই বলিয়া, রামের পদ তলে নিপতিত হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিধানে বারংবার ইহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক কলহংসসদৃশ মধুরস্বরে কহিলেন, বৎস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভার বহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান

মন্ত্রী ও সুহৃদগণের পরামর্শ লইয়া, তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী ত্বৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভ বশতই হউক যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা ভয় মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজ দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন নামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম [অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ এবং প্রাপ্তের রক্ষা সাধন] বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাত পুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুককে নিবেদন পূর্ব্বক, জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে সস্নেহে, আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর সুশীল ভরত, ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থাপন পূর্ব্বক, রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধর্ম্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চনা করিয়া, অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করেন।

১১৩তম সর্গ

ভরতের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন অন্তে অযোধ্যায় গমন, পুরীর হীনাবস্থা দর্শনে ভরতবাক্য

অনন্তর ভরত, মস্তকে রামের পাদুকা লইয়া, শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব, ও জাবালি ইঁহারা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে মন্দাকিনী, সকলে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন, এবং গিরিবর চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করিয়া, বিবিধ ধাতু অবলোকন পূর্ব্বক উহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন। অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম, দৃষ্ট হইল। ভরত তথায় উপনীত হইয়া, রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভরদ্বাজ প্রীতমনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! রামের সহিত তোমার ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কার্য্য ত সফল হইয়াছ? ভরত কহিলেন, তপোধন! আমি ও বশিষ্ঠদেব, আমরা,

রামকে আনিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমায় যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি চতুর্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব। তখন গুরুদেব কহিলেন, তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্নমনে এই স্বর্ণোজ্জ্বল পাদুকাযুগল অর্পণ কর, এবং ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেমকর হও। তাপস! রাম এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র পূর্বাস্য হইয়া, রাজ্যের রক্ষা বিধানার্থ আমায় পাদুকা প্রদান করিলেন। আমি এক্ষণে তাহা লইয়া তাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চলিয়াছি।

ভরদ্বজ ভরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতিশীল ও সচ্চরিত্র, রামও লোকের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তিনি যে তোমার প্রতি সৎ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, উৎসৃষ্ট জল ত নিম্নাভিমুখী হইয়াই থাকে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্ম্মবৎসল পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে এককালে লুপ্ত করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন, ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ পূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল হস্তশ্বে রথে ও শকটে আরোহণ পূর্বক নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল। সম্মুখে উর্মিমালিনী যমুনা, উহারা ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মলসলিলা জাহ্নবীকে দেখিতে পাইল। তখন ভরত সসৈন্যে উহা পার হইয়া, শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথা হইতে অযোধ্যাভিমুখী

হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভাহীন হইয়া আছে, আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

১১৪তম সর্গ

অযোধ্যার শ্রীহীনতা বর্ণন, ভরতের পিতৃ-গৃহে প্রবেশ

এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া অযোধ্যয় প্রবেশ করলেন। দেখিলেন, উহার ইতস্তত বিড়াল ও উলূক সকল সঞ্চরণ করিতেছে, গৃহদ্বার সমুদায় অবরুদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন শর্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশূন্য হইয়া আছে। শশাঙ্কশ্রীলাঞ্ছিতা রাহিণী উদিত রাহুর উৎপাতে যেন অশরণা হইয়াছেন। আবিলসলিলা উত্তাপ সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহ লীনগ্রাহা গিরিনদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অনলশিখা ধূমশূন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায় যান বাহন চূর্ণ, বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্য সকল বিষণ্ন, এই নগরী সেই সমরাঙ্গনের ন্যায় পরি দৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদগার পূর্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক স্রুবাদি কিছু নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক নাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানের সেই বেদির ন্যায় নিস্তব্ধ। ধেনু বিরহে গোষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া সেন নূতন তৃণে নিস্পৃহ হইয়া আছে। মসৃণ উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিহীন নবরচিত

মুক্তাবলীর ন্যায় ইহা নিতান্তই শোভাবিহীন। তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন নিষ্প্রভ হইয়া যেন গগণতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। বসন্তের অবসানে কুসুম শোভিত অলিকুলসঙ্কুল বনলতা যেন প্রবল দাবানলে ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের সমাগম নাই, আপণ সকল নিরুদ্ধ, নভোমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন ও চন্দ্র তারকা অহিত হইয়াছে। সুরা নাই, শরাব সকল ভগ্ন, এবং মদ্যপায়ীরাও মৃত্যুমুখে নিমগ্ন, সেই অপরিচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হইতেছে। ভগ্নমৃৎপাত্রপূর্ণ এবং ভগ্নস্তম্ভ-সমাকীর্ণ বিদীর্ণল শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌর্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খলিত হইয়াছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পূর্ব্ববৎ গীত বাদ্যের গভীর শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য ধূপ ও অগুরুর সৌরভ সর্বত্র কেন বহিতেছে না। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি কেন শুনিতেছি না। তরুণ বয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত বিমনা হইয়া আছেন, এক্ষণে তাঁহার চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহির্গত হন না, এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলত অযোধ্যার সেই শ্রী, ভ্রাতা রামের সহিত এস্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই।

হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায়, নিদাঘের মেধের ন্যায়, উপস্থিত হইয়া, সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন।

রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগর প্রবেশ করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগুহাসদৃশ পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন এবং উহা সংস্কারশূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া, দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

১১৫তম সর্গ

মাতৃবর্গকে অযোধ্যায় রাখিয়া ভরতের নন্দীগ্রামে গমন, পাদুকা-যুগণের অভিষেক, মুনিবেশধারী ভরতের রাজ্যশাসন

অনন্তর তিনি মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্তমনে বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি নন্দিগ্রামে যাইব, তজ্জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া ভ্রাতৃবিয়োগজনিত সমস্ত দুঃখ সহিব। পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গুরু রাম অরণ্যে আছেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। এক্ষণে রাজ্যের নিমিত্ত রামেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, তিনিই রাজা।

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতের কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে যাহা কহিলে, উহা সর্বাংশেই প্রশংসনীয়, ও তোমারই অনুরূপ হইতেছে। তুমি অতি সাধু, স্বজনানুরাগী ও ভ্রাতৃবাৎসল্য তোমার বিলক্ষণই আছে, সুতরাং তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন?

ভরত তাঁহাদের মুখে অভিলাষানুরূপ প্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! তুমি রথে অশ্ব যোজনা করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর অবিলম্বে রথ আনীত হইল। মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া, শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহন করিলেন, এবং মন্ত্রি ও পুরোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে নন্দিগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগত পুর্বাস্য হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্তশ্ব-বহুল সৈন্য সকল ও পুরবাসিরা আহূত না হইলেও উহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটে নন্দিগ্রাম, ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পুরোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য্য রাম অযোধ্য-রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমায় অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই কনকখচিত পাদুকা তাহা পালন করিবে। এই বলিয়া তিনি পাদুকাকে প্রণিপাত পূর্বক দুঃখিতমনে প্রকৃতিগণকে কহিলেন, প্রকৃতিগণ! তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছাত্র ধারণ কর, ইহা রামের প্রতিনিধি, এক্ষণে ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্ম্মব্যবস্থা থাকিবে। রাম সদ্ভাবনিবন্ধন ন্যায়রূপে এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পুনরাগমনকাল পর্য্যন্ত ইহার রক্ষা সাধন করিতে হইবে। তিনি আসিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব, এবং তাঁহার উপর সমস্ত ভাবার্পন পূর্বক তাঁহারই সেবায় বীতপাপ হইব।

এই বলিয়া সেই জটাচারধারী সুধীর, সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, এবং তথায় পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া, স্বয়ংই উহার

সম্মানার্থ ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে বা কিছু রাজকার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, এবং যা কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া, পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

১১৬তম সর্গ

তাপসগণের উদ্বে-দর্শনে রামের শঙ্কা, তাপসগণের রাক্ষসভয়ে আশ্রম ত্যাগ

এ দিকে রাম চিত্রকূটে আছেন, একদা দেখিলেন, যে সমস্ত তাপস পূর্ব হইতে তাঁহার আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিতে ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ সময় উহাঁরা রামকে নির্দেশ করিয়া, সভয়ে নেত্র ও ভ্রূকুটীসঙ্কেতে একান্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। তদর্শনে রাম অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতিকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে তাপসগণের মন বিকৃত হইতে পারে, আমার ব্যবহারে পূর্বরাজগণের অননুরূপ কি কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন? লক্ষ্মণ অসাবধানতা নিবন্ধন কি কোন অবৈধ আচরণ করিয়াছেন? জানকী সততই আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি আমার সেবানুরোধে সেই স্ত্রীজননাচিত কার্য্য হইতে কি বিরত হইয়াছেন?

তখন এক তপোবৃদ্ধ জরাজীর্ণ তাপস কম্পিতদেহে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তপস্বিসংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই কল্যাণি সীতার কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখি না। এক্ষণে আমাদের উপর অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া, নির্জ্জনে নানা প্রকার জল্পনা করিতেছি। এই স্থানে খর নামে এক নিশাচর বাস করিয়া থাকে, সে রাবণের কনিষ্ঠ। ঐ মাংসাসী অতি নৃশংস গর্বিত ও নির্ভয়, সে জনস্থাননিবাসী ঋষিগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তুমি যদবধি এই স্থানে আসিয়াছ, ঐ দুরাত্মা সেই পর্য্যন্ত অন্যান্য নিশাচরের সহিত আমাদের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত করিতেছে। কখন ক্রূর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, কখন বিকট মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে, কখন বা নানারূপে বিরূপ হইয়া সকলের হৃৎকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আসিয়া আমাদিগের উপর অপবিত্র বস্তু সকল নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। অল্পপ্রাণ তাপসের নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে উহার নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগমন ও উহাদিগকে বাহুপাশে বন্ধন পূর্বক মহাহর্ষে বিনাশ করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নষ্ট করে, কলস চুর্ণ করিয়া ফেলে, এবং অগ্নি নির্বাণ করিয়া দেয়। জানি না, ঐ দুরাত্মারা আমাদের মধ্যে কবে কাহার প্রাণনাশ করিবে। এক্ষণে কেবল এই কারণে ঋষির আশ্রমত্যাগের সঙ্কল্প করিযা, অন্যত্র যাইবার নিমিত্ত বারংবার আমায় ত্বর দিতেছেন। অদূরে মহর্ষি কণ্বের এক সুরম্য তপোবন আছে, ঐ স্থানে ফল মূল বিলক্ষণ সুলভ, অতঃপর আমরা সকলেই

তথায় প্রস্থান করিব। বৎস! এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারে চল। ঐ দুরাত্মা তোমার উপরও উপদ্রব করিবে, তুমি সতত সাবধান ও উৎপাত নিবারণে সমর্থ হইলেও ভার্য্যার সহিত এই স্থানে কখনই সুখে থাকিতে পারিবে না।

কুলপতি এইরূপ কহিলে, রাম আর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও সান্তনা করিয়া, স্বগণে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি রামকে পুনঃ পুনঃ স্থানত্যাগের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রামও কিয়দ্দূর উহার অনুগমন করিলেন, এবং প্রণামান্তে তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পর্ণকুটীরে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবধি তিলেকের নিমিত্তও কুটীর পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে যে সকল ঋষি ঐ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহারা উহাঁর বিপত্তিনাশের শক্তি আছে জানিয়া, উহাঁকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

১১৭তম সর্গ

রামচন্দ্রের আশ্রমত্যাগ, মহর্ষি অত্রির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন, সীতা-অনসূয়া সংবাদ

অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুর বাসিদিগকে দেখিতে পাইলাম, উহারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোন মতে উহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। বিশেষত ভরতের স্কন্ধাবার

স্থাপনে এবং হস্তী ও অশ্বের করীষে এই স্থান অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করাই শ্রেয় হইতেছে।

এই চিন্তা করিয়া, রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে চলিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন অত্রি তাঁহাকে পুত্র নির্বিশেষে গ্রহণ ও আতিথ্য করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপরায়ণ অনসূয়া তথায় আগমন করিলেন। তপোধন সেই সর্বজন পূজনীয়া তাপসীকে আমন্ত্রণ ও সীতাকে প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে এই সীতাকে প্রতিহ কর। অত্রি অনসূয়াকে এই কথা বলিয়া, রামকে কহিলেন, বৎস! দশবৎসর অনাবৃষ্টি প্রভাবে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, তৎকালে এই অনসূয়া ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। তপ ও ব্রতে ইহাঁর অত্যন্ত নিষ্ঠা। ইহাঁর তপস্যায় দশসহস্র বৎসর অতীত হইয়া যায়, এবং কঠোর ব্রতে তাপসগণের তপোবিঘ্ন নিবারিত হয়। একদা মহর্ষি মাতৃব্য এক ঋষিপত্নীকে “রাত্রি প্রভাতে বিধবা হইবি” বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তখন এই তাপস প্রতিশাপে দশরামি পরিমিত কাল এক রাত্রি পরিণত করেন। বৎস! তুমি ইহাকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইনি অতি শান্তশীলা, পূজনীয়া ও বৃদ্ধা। এক্ষণে অনুরোধ করি, তোমার সহচারিণী জানকী ইহাঁর সন্নিহিত হউন।

মহর্ষি অত্রি এইরূপ কহিলে, রাম জানকীকে নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি ত মহর্ষির কথা শুনিলে? এক্ষণে আত্মহিতের নিমিত শীঘ্র ঋষিপত্নীর নিকটে যাও। যিনি স্বকার্য্য প্রভাবে অনসূয়া নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে যাও।

তখন সীতা অনসূয়ার সন্নিহিত হইলেন। ঋষিপত্নী অত্যন্ত বৃদ্ধা, সর্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল, এবং কেশজাল জরা প্রভাবে শুক্ল হইয়া গিয়াছে। তিনি বায়ুভরে কদলীর ন্যায় অনবরত কম্পিত হইতেছেন। সীতা স্বনাম উল্লেখ পূর্বক সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহর সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাকে অবলোকন পূর্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, জানকি! তোমার দর্ম্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকুল বা প্রতিকুলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতিলাভ হয়। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত তপস্যার ন্যায় সর্বাংশে স্পৃহনীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ সাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল স্বৈরিণীরা এই সমস্ত গুণ দোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি! তাদৃশ দুশ্চরিত্রা সকল অধর্মে পতিত ও অযশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী,

পুণ্যশীলার ন্যায় স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।

১১৮তম সর্গ

অনসূয়ার সীতার প্রতি স্বয়ংবর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা, সীতার জন্ম ও পরিণয়-বৃত্তান্ত বর্ণন

জানকী অনসূয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্যের কি। কিন্তু আর্য্যে! স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জনিয়াছি। তিনি যদিও দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় গুণবান দয়ালু স্থিরানুরাগী ও ধার্মিক, এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেরূপ অন্যান্য রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ যে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন। তাপসি! আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্য্য কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। ফলত পতিসেবাই স্ত্রীলোকের উপস্যা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমায় বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন আপনি উহাঁরই ন্যায় উৎকৃষ্ট

লোক আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং রমণীর অগ্রগণ্যা রোহিণী ও শশাঙ্ক ব্যতীত মুহূর্তকাল আকাশে উদিত হন না। দেবি! বলিতে কি, এইরূপ বহুসংখ্য পতিব্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন।

অনসূয়া সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া, তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক কহিলেন, বৎসে! আমি নিয়ম পরতন্ত্র হইয়া, বিস্তর তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি। বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া তো বর প্রদান করিব। তুমি যাহা কহিলে, তাহা সর্বাংশে সঙ্গত, শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার সঙ্কল্প কি, প্রকাশ বর; তখন সীতা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, দেবি! আপনার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম।

তখন অনসূয়া জানকীর এই কথার অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার দিব্য বিভবে আজজ আপনাকে চরিতার্থ করিব! এক্ষণে এই সুরুচির মাল্য বস্ত্র আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার দেহে অপূর্ব শ্রী হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদায় কখন মসৃণ বা স্লান হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া, দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে, সেইরূপ রামকে সুশোভিত করিবে।

তখন সীতা অনসূয়ার প্রতিদান গ্রহণ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই সমীপে উপবেশন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপস্বিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে শুনিয়াছি, এই যশস্বী রাম সয়ংবরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে কীর্তন কর, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল

হইতেছে। তখন জানকী কহিলেন, দেবি! শ্রবণ করুন। জনক নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ন্যায়ানুসারে মিথিলায় রাজ্যশাসন করেন। একদা তিনি লাঙ্গলহস্তে যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, ঐ সময় আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে তিনি মৃত্তিকা মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেখিলেন, আমি ধূলি ধূষরদেহে তথায় নিপতিত আছি। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং নিঃসন্তান বলিয়া স্নেহ পূর্ব্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে যেন মনুষ্য-কণ্ঠ স্বরে এই কথা উচ্চরিত হইল, "মহারাজ! ধর্ম্মানুসারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইলেন।" শুনিয়া জনক যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং আমাকে পাইয়া অবধি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।

পরে তিনি আমায় লইয়া পুত্রার্থিনী জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে অর্পণ করিলেন। পুণ্যশীলা স্নিগ্ধহৃদয়া রাজমহিষীও মাতৃস্নেহে আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আমার বিবাহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে, অর্থনাশে দরিদ্র যেমন চিন্তিত হয়, রাজা জনক সেইরূপ চিন্তিত হইলেন। কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক সেই অবমাননা অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া, অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা, তিনি আমার জন্য কুলশীলে সুসদৃশ ও রূপগুণে অনুরূপ পাত্র বিশেষ অনুসন্ধানেও নির্ণয়

করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন, ধর্ম্মত কন্যার স্বয়ং বরের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় হইতেছে।

দেবি! পূর্বে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া, যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে এক উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয় শর ও দুই তূণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শরাসন অত্যন্ত ভারসম্পন্ন ছিল; মহীপালগণ বহুযত্নে স্বপ্নেও উহা সন্নত করিতে পারিতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই কার্মুক প্রাপ্ত হইয়া, নৃপতি-সমবায়ে সকলকে আমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন, যিনি এই শরাসন উত্তোলন পূর্বক ইহাতে জ্যা-গুণ যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই আমার কন্যা অর্পণ করিব। পরে নৃপতিগণ গুরুত্বে পর্বততুল্য সেই ধনু দর্শন করিয়া, উহাকে প্রণিপাত পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর তপোধন বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন, এবং পূজিত হইয়া আমার পিতাকে কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, কার্মুক দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আসিয়াছেন। পিতা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই দেবদত্ত ধনু আনয়ন করাইয়া রামকে দেখাইলেন। মহাবল রাম মুহূর্ত মধ্যে, উহা আনত করিলেন, এবং উহাতে গুণসংযোগ করিয়া মহাবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনু তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। উহা ভগ্ন হইবামাত্র বজ্রনিপাতের ন্যায় এক ভীষণ শব্দ হইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাত্র গ্রহণ পূর্বক রামের সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সুশীল

রাম তৎকালে মহারাজ দশরথকে না জানাইয়া পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর রাজা জনক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে অযোধ্যা হইতে আনাইলেন, এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া, রামের হস্তে আমায় সম্প্রদান করিলেন। উর্ম্মিলা নাম্নী আমার এক প্রিয়দর্শন ভগিনী আছেন, পিতা তাঁহারও লক্ষ্মণের সহিত বিবাহ দিলেন। দেবি! সেই অবধি আমি ধর্ম্মত স্বামীর প্রতি অনুরক্তই রহিয়াছি।

১১৯তম সর্গ

সীতা-রাম সংবাদ, অত্রিসমীপে বিদায় লইয়া রামের দণ্ডকায় প্রবেশ

ধর্ম্মপরায়ণা অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মধুর বাক্যে স্বয়ংবর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে। শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে সূর্য্য রজনীকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। ঐ শুন, বিহঙ্গের সমস্ত দিন আহারান্বেষণে পর্য্যটন ও সন্ধ্যা কালে বিশ্রামার্থ কুলায়ে অবস্থান পূর্ব্বক মধুর ধ্বনি করিতেছে। মহর্ষিগণ অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া স্বন্ধে জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক আর্দ্র বল্কলে আসিতেছেন। যথাবিধি হুত অগ্নিহোত্র হইতে কপোতকণ্ঠের ন্যায় অরুণ বর্ণ ধূম বায়ুবশে উত্থিত হইতেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহা যেন ঘনীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত, আশ্রমমৃগ বেদিমধ্যে শয়ান। রাত্রির জীবজন্তুগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। দূরতর প্রদেশে

দিক সকল আর অনুভূত হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত; চন্দ্র জ্যোৎস্নায় অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এখন আমি তোমার অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি অজ মধুর কথা কীর্ত্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সন্তুষ্ট কর।

অনন্তর সুরকন্যারূপিণী সাত নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তাপসীর পাদবন্দন পূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অনসূয়ার প্রীতি-দানে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাপসী যে বসন ভূষণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। তৎকালে উহাঁর অমানুষসুলভ সৎকার নিরীক্ষণে লক্ষ্মণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া, অত্রির আশ্রমে নিশা যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া মহর্ষিগণকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। তখন ঐ সমস্ত বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভাগ রাক্ষসে পরিপূর্ণ। মনুষ্যাশী নানা প্রকার রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিংস্র জন্তু সকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশুচি বা অসাবধান থাকুন, উহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব

এক্ষণে তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। এইটি মুনিগণের ফলাহরণের পথ। এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি রামায়ণ

আরণ্যকাণ্ড

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৈদ্যুতিন সংস্করণ

শিশির শুভ্র

ফেব্রুয়ারি ২০২২

www.debalay.com

অরণ্যকাণ্ড সূচিপত্র

১ম সর্গ

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দণ্ডকারণ্য প্রবেশ ও ঋষিগণ কর্তৃক তাঁহাদের সৎকার

মহাবীর রাম, মহরারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মী শ্রী সতত বিরাজমান বলিয়া, ঐ সমস্ত আশ্রম গগনতলে প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তথায় চীরচর্ম্মধারী ফলমূলারী অনলঙ্কাশ বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন। সর্বত্র কুশচর, প্রাঙ্গন সকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিতেছে। প্রশস্ত অগ্নিহোত্র গৃহ সমুদায় প্রস্তুত; স্রুগ্‌ভাণ্ড, মৃগচর্ম্ম, সমিধ, ও জলকলশ শোভিত হইতেছে, ফলমূল সঞ্চিত আছে, অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পূজোপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম হইতেছে, স্থানে স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোথায়ও বা স্বাদুফলপুর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ; নির্মাল্য পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং অপ্সরা সকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। রাম সেই সর্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রম সকল দর্শন করিয়া, শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণ পূর্বক প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত পবিত্রস্বভাব তপস্বী উদয়োন্মুখ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম, এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রীতমনে প্রত্যুদ্‌গমন এবং মঙ্গলাচার পূর্বক গ্রহণ করিলেন। উহাঁরা রামের সুরূপ, সুকুমারতা, লাবণ্য ও সুবেশ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং অনিমিষনয়নে উহাঁদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক

পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া, ফল মূল জল ও পুষ্প আহরণ পূর্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষক শরণ্য পূজনীয় মান্য দণ্ডদাতা ও গুরু। সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশভূত নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয়, এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা; আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধও সম্যক বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি; সুতরাং জননীর গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় আমরা সর্বাংশে তোমাই রক্ষণীয় হইতেছি।

এই বলিয়া সেই সকল তপোধন উহাঁদিগকে ফল মূল প্রভৃতি বন্য আহার দ্রব্য ও নানা প্রকার পুষ্প উপহার দিলেন। পরে সিদ্ধসংকল্প অগ্নিকল্প অন্যান্য তাপসেরাও বিবিধ প্রীতিকর কার্যে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন।

২য় সর্গ

বিরাধের সহিত সাক্ষাৎ, বিরাধ কর্তৃক সীতা গ্রহণ ও লক্ষ্মণের ক্রোধ

পর দিন রাম, সুর্যোদয় কালে মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে নানাপ্রকার মৃগ

আছে, ব্যাঘ্র ভল্লুক সকল সঞ্চরণ করিতেছে, তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন, জলাশয় সমস্ত আবিল, বিহঙ্গের কলরব করিতেছে, এবং নিরন্তর ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে। উহাঁরা সেই ভীষণ ঘোরদর্শন স্থানে উপস্থিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ. বিকট ও বীভৎসবেশ এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। উহার আস্যদেশ অতি বিস্তৃত, নেত্র কোটরান্তর্গত, সর্বাঙ্গ নিম্নোন্নত এবং উদর স্ফীত। সে শোণিতলিপ্ত বসাদিগ্ধ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে। তিনটি সিংহ, দুই বৃক, চারিটি ব্যাঘ্র, ও দশ হরিণ, এবং করালদশন বসাবাহী প্রকাণ্ড এক গজমুণ্ড লৌহময় শূলে বিদ্ধ করিয়া, কৃতান্তের ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্বক ভৈরব রবে চীৎকার করিতেছে। ঐ মনুষ্যাশী রাক্ষস উহাদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে যুগান্তকালীন অন্তকের ন্যায় ধাবমান হইল, এবং ঘোররবে পৃথিবীকে কম্পিত করত সীতাকে হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল; কহিল, রে অল্পপ্রাণ! তোরা কে? কি কারণে পত্নীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস্? তোদের মস্তকে জটাজুট, পরিধান চীরবাস এবং করে কার্মুক; তোরা তপস্বী হইয়া কি কারণে উভয়ে এক ভায্যা লইয়া আছিস্? এবং কি কারণেই বা মুনিবিরুদ্ধ বেশ ধারণ ও পাপাচরণ করিতেছিস? এই নারী পরম সুন্দরী, এক্ষণে এ আমারই ভার্য্যা হইবে। আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ; আমি প্রতিনিয়ত ঋষিমাংস ভক্ষণ করিয়া, সশস্ত্রে এই গহন কাননে পর্য্যটন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই তোদের রুধির পান করিব।

সীতা দুষ্ট নিশাচরের গর্বিত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং বায়ুবেগে কদলী তরুর ন্যায় উদ্বেগে অনবরত কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন রাম যার পর নাই বিষণ্ন হইয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, রাজা জনকের দুহিতা, আমার দয়িতা, সীতা রাক্ষসের আঙ্কস্থা হই,য়াছেন। কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী আমাদিগের জন্য সেরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং যে প্রকার প্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন, অদ্যই তাহা পূর্ণ হইল। যে দূরদর্শিনী পুত্রের রাজ্যাভিষেকমাত্রে পরিতুষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় আমারেও বনবাসী করিলেন! অদ্যই তাঁহার মনোরথ সফল হইল। বৎস! বলিতে কি, আজ আমি পিতৃবিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল হইতেছি।

তখন লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে সজলনয়নে ক্রুদ্ধ হইয়া, রুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এই চিরকিঙ্কর আপনার সহচর, স্বয়ং সকলের নাথ, এক্ষণে অনাথের ন্যায় কেন শোক করিতেছেন? আজ আমি রোষভরে একমাত্র শরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিব। আজ বসুমতী ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যলোলুপ ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়া ছিল, সুররাজ ইন্দ্র যেমন পর্বতে বজ্রপাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ এই বিরাধের প্রতি সেই ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। শরদণ্ড আমার বাহুবলে বেগবান হইয়া রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক, দেহ হইতে প্রাণ হরণ করুক, এবং ইহাকে বিঘণিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করুক।

৩য় সর্গ

বিরাধের সহিত যুদ্ধ ও বিরাধ কর্তৃক রাম লক্ষ্মণ হরণ

অনন্তর জ্বালাকরালমুখ রাক্ষস কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আভোগ পরিপূর্ণ করিয়া কহিল, বল, তোরা কে, কোথায় গমন করিবি? রাম কহিলেন, আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়, সচ্চরিত্র, কোন কারণে বনে আনিয়াছি। এক্ষণে এই দণ্ডকারণ্যে তুই কে সঞ্চরণ করিতেছিস? বল, তোর পরিচয় জানিতে আমাদেরও ইচ্ছা হইতেছে।

বিরাধ কহিল, শোন, আমি যবের পুত্র, আমার জননী শতহ্রদা, নাম বিরাধ। আমি তপোনুষ্ঠান পূর্বক ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রসাদে অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোরা এই প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন কর, নচেৎ আমি তোমাদিগকে বিনাশ করিব।

তখন রাম রোষারুণলোচনে পাপাত্মা বিরাধকে কহিলেন, রে ক্ষুদ্র! তুই অতি দুরাচার, তোরে ধিক্, তুই নিশ্চয় আপনার মৃত্যু অনুসন্ধান করিতেছিস্; এক্ষণে থাক, জীবিত থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবি না। এই বলিয়া তিনি শরাসনে জ্যা আরোপণ ও সাতটি সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া, বিরাধের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র বায়ুবেগে উহার দেহ ভেদ পূর্বক শোণিতাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন বিরাধ তথায় জানকীকে রাখিয়া, ক্রোধভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক, শক্রধ্বজসদৃশ এক শূল উদ্যত করত উহাদের প্রতি

মহাবেগে ধাবমান হইল। ঐ সময় বিরাধকে ব্যাদিতবদন অতিভীষণ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ উহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন প্রচণ্ডমূর্তি বিরাধ এক স্থলে দাঁড়াইল, এবং হাস্য করিয়া গাত্রভঙ্গ করিল। সে গাত্রভঙ্গ করিবামাত্র তাঁহার দেহ হইতে শরজাল স্খলিত হইয়া গেল। পরে সে ব্রহ্মার বরে প্রাণ রোধ করিয়া শূল উত্তোলন পূর্বক পুনরায় ধাবমান হইল। মহাবীর রাম সেই বজ্রসঙ্কাশ জ্বলন সদৃশ শূল দুই শরে ছেদন করিলেন। শূলছিন্ন হইবামাত্র সুমেরু হইতে বজ্রবিদীর্ণ শিলাখণ্ডের ন্যায় বূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভীষণ খড়্গ উদ্যত করিয়া উহার সন্নিহিত হইলেন, এবং বল প্রয়োগ পূর্বক উহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বিরাধ উহাঁদিগকে বাহুমধ্যে গ্রহণ পূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিল। তখন রাম উহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই রাক্ষস স্বেচ্ছাক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান দিয়া যাইতেছে, ইহাই আমাদের গমনপথ।

তখন বলদৃপ্ত বিরাধ, রাম ও লক্ষ্মণকে বালকবৎ বাহুবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্কন্ধে লইল, এবং ঘোর গর্জন সহকারে অরণ্যাভিমুখে চলিল। ঐ অরণ্য ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ও বিবিধ পাদপে পরিপূর্ণ; তথায় বিহঙ্গের নিরন্তর কলরব করিতেছে, শৃগাল ধাবমান হইতেছে, এবং বহুসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। বিরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

৪র্থ সর্গ

বিরাধের শাপ বৃত্তান্ত ও বিরাধ বধ

তদ্দর্শনে জানকী বাহুযুগল উদ্যত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভীষণ নিশাচর এই সুশীতল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্যাঘ্র ভল্লুক আমায় ভক্ষণ করিবে। রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্কার, তুমি উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্বর বিরাধের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ উহার বাম বাহু, এবং রাম দক্ষিণ বাহু বল পূর্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জলদকায় বিরাধ ভগ্নবাহু হইয়া, তৎক্ষণাৎ বজ্রবিদলিত পর্বতের ন্যায় যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উহাঁরা তাঁহার উপর মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভুতলে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরাধ শরবিদ্ধ, খড়্গাহত ও ভুতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও কিছুতে প্রাণত্যাগ করিল না। তখন সর্বভূতশরণ্য রাম উহাকে শস্ত্রের একান্ত অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই নিশাচর তপোবল সম্পন্ন, শস্ত্রাঘাতে কোন মতে ইহার প্রাণ নাশ করিতে পারিব না, এক্ষণে ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করাই কর্তব্য হইতেছে। ইহার দেহ কুঞ্জরবৎ বৃহৎ, সুতরাং তুমি ইহার জন্য একটি প্রশস্ত গর্ত অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া দেও। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া, চরণ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিরাধ রামের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিন, পুরুষসিংহ! বুঝি নিহত হইলাম। আমি মোহ বশত অগ্রে তোমায় জানিতে পারি নাই, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম। লক্ষ্মণ ও দেবী জানকীকেও জানিলাম। আমি শাপভাবে এই ঘোরা রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছি। আমার নাম তুম্বুরু, জাতিতে গন্ধর্ব; আমি রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য যক্ষেশ্বর কুবের ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, আমায় অভিশাপ দেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া শাপশাস্তির উদ্দেশে আমায় কহিলেন, যখন রাজা দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় সংহার করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া পুনরায় সর্গে আগমন করিও। রাজন্! এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম, অতঃপর স্বলোকে অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ সূর্য্যসঙ্কাশ মহর্ষি বাস করিতেছেন। তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। রাম! অন্তিমকাল উপস্থিত, এক্ষণে তুমি আমায় গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর। মৃত নিশাচরগণের বিবরপ্রবেশই চির-ব্যবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন রাম বিরাধের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এই স্থানে একটি সুপ্রশস্ত গর্ত খনন কর। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশমাত্র খনিত্র গ্রহণ পূর্বক ঐ মহাকায় রাক্ষসের পার্শ্বে এক গর্ত খনন করিলেন। বিরাধ কণ্ঠাক্রমণ হইতে মুক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া

গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গর্তে প্রবেশকালে বিরাধ ঘোর স্বরে বনবিভাগ নিনাদিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণও উহার বধসাধন পূর্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

৫ম সর্গ

রাম লক্ষ্মণ ও সীতার শরভঙ্গের আশ্রমে গমন, দূর হইতে রামের ইন্দ্রদর্শন, শরভঙ্গের আতিথ্য ও রামসমক্ষে শরভঙ্গের অগ্নি প্রবেশ

তখন মহাবীর রাম নিশাচর বিরাধকে বধ করিয়া জানকীকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই বন নিতান্ত গহন ও দুর্গম, আমরা কখন এইরূপ বনে প্রবেশ করি নাই, এক্ষণে চল, অবিলম্বে মহর্ষি শরভঙ্গের নিকট প্রস্থান করি।

অনন্তর তিনি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অমরপ্রভাব শুদ্ধস্বভাব তাপসের সন্নিধানে এক আশ্চর্য্য দেখিতে পাইলেন। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান, তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পরিধান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র; তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। বহুসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, এবং অনেক মহাত্মা সুবেশে তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি অন্তরীক্ষে, হরিদ্বর্ণঅশ্ব সংযুক্ত তরুণসূর্য্যপ্রকাশ রথে; অদূরে বিচিত্র-মাল্য-খচিত ধবল-জলদ-কান্তি শশাঙ্কচ্ছবি নির্ম্মল ছত্র। দুইটি রমণী কনক-দণ্ড-মণ্ডিত মহামূল্য

চামর মস্তকে বীজন করিতেছে, এবং দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।

তৎকালে তিনি শরভঙ্গের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, রাম উহাকে অনুভবে ইন্দ্র বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, কি আশ্চর্য্য রথ, কেমন উজ্জ্বল! কি সুন্দর! উহা গগনতলে প্রভাবান্ ভাস্করের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পূর্বে আমরা দেবরাজের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছিলাম, নভোমণ্ডলে নিশ্চয় সেই সকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত কুণ্ডলশোভিত যুবা কৃপাণহস্তে চতুর্দিকে আছেন, উহাঁদের বক্ষঃস্থল বিশাল, এবং বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত। উহাঁদিগকে দেখিয়া যেন ব্যাঘ্রপ্রভাব বোধ হইতেছে। উহারা রক্তবসম পরিধান করিয়াছেন, অনলবৎ রত্নাহারে শোভিত হইতেছেন, এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের রূপ ধারণ করিতেছেন। বৎস! ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। এক্ষণে এ রথোপরি দিবাকর ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষটি স্পষ্ট কে, যাবৎ না জানিয়া আসিতেছি, তাবৎ তুমি জানকীর সহিত এই স্থানে থাক। এই বলিয়া রাম তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তখন দেবরাজ, রামকে আসিতে দেখিয়া, দেবগণকে কহিলেন, দেখ, রাম এইদিকে আগমন করিতেছেন; এক্ষণে আমাকে সম্ভাষণ না করিতে, চল আমরা স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে, ইনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাম যখন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইবেন, তখন আমি ইহাকে

দর্শন দিব। যাহা অন্যের দুষ্কর, ইহাঁকে সেই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। শচীপতি সুরগণকে এই বলিয়া শরভঙ্গকে সম্মান ও আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে আসীন ছিলেন, উহাঁরা গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার আদেশ পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি উহাদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং উহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! সুররাজ কি কারণে তপোবনে আসিয়াছিলেন? শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! আমি কঠোর তপঃসাধন পূর্ব্বক সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে এই বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া, এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া, তথায় গমন করিলাম না। তুমি অতি ধর্ম্মশীল, তোমার সমাগম লাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। বৎস! বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ কর।

শাস্ত্রবিশারদ রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন তপোধন! আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন।

তখন শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! এই স্থানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহাঁকে প্রতিভাতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। রাম! আমি ত তোমার গমনপথ নির্দেশ করিয়া দিলাম, এক্ষণে তুমি মুহূর্ত কাল অপেক্ষা কর; ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জন করিব।

এই বলিয়া শরভঙ্গ বহ্নিস্থাপন করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান পূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেশ, জীর্ণ ত্বক, অস্থি, মাংস, ও শোণিত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বরদেহ এক কুমার হইলেন, এবং সহসা বহ্নিমধ্যে হইতে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন, এবং তথায় অনুচরবর্গের সহিত সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার পাইলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

৬ষ্ঠ সর্গ

মুনিগণ কর্তৃক নিশাচরগণের অত্যাচার বর্ণনা ও রামের শরণ গ্রহণ, রাম কর্তৃক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও তাঁহার সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা

মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, বৈখানস, বালখিল্য সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট, পাত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ও আর্দ্রপটবাস এই সমস্ত ঋষি তেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা জপপর ও তপঃপরায়ণ এবং ব্রাহ্মী সম্পন্ন। ইহাঁরা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম! যেমন দেবগণের ইন্দ্র, সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যশ ও বিক্রমে ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ, পিতৃব্রত ও সত্য তোমাতেই রহিয়াছে, সর্বাঙ্গপূর্ণ ধর্ম্ম তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি মর্ম্মের ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মবৎসল, এক্ষণে আমরা অর্ধনিবন্ধন কঠোরভাবে তোমায় যা কিছু কহিব, ক্ষমা করিও। নাথ! যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদিগকে পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। আর যিনি উহাদিগকে প্রাণের ভুল্য, প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য অনুমান করিয়া, সবিশেষ যত্নে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ইহকালে তাঁহার শাশ্বতী কীর্তি এবং দেহান্তে ব্রহ্ম লোকে গতি লাভ হইয়া থাকে। মুনিগণ ফল মূল আহার করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্ম্মত প্রজাপালনে প্রবৃত্ত রাজার চতুর্থাংশ আছে। রাম! তুমি এই বিপ্রবহুল

বানপ্রস্থগণের নাথ, এক্ষণে ইহাঁরা নিশাচরের হস্তে অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। ঐ চল, ঘোররূপ রাক্ষসেরা যে সকল তপস্বিকে নানা প্রকারে বিনাশ করিয়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিয়া আসিবে। যে সকল মুনি পম্পার উপকূলে, মন্দাকিনী-তটে, ও চিত্রকূটে বাস করিয়া আছেন, রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। ঐ সমস্ত দুরাচার অরণ্যে তাপসগণের উপর যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, আমরা কোনমতে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি সকলের শরণ্য, তোমার শরণ লইবার জন্য আমরা আসিয়াছি। রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করে, এক্ষণে রক্ষা কর। রাম! এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই।

তখন ধর্ম্মশীল রাম উহাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা আমাকে ঐরূপ করিয়া আর বলিবেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনোদ্দেশে বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদে নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতীকার করিয়া যাইব বলিতে কি, ইহাতে আমারও এই বনবাসে বিশেষ ফল দর্শিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্মণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করুন, আমরা নিশ্চয়ই ঋষিকুলকন্টক রাক্ষসগণকে নিহত করিব। পূজ্যস্বভাব মহাবীর রাম মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্বক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

৭ম সর্গ

রামের সুতীক্ষ্ণাশ্রমে গমন, সুতীক্ষ্ণ কর্তৃক রামের অভ্যর্থনা ও পরস্পরের কথোপকথন

অনন্তর তিনি বহু দূর অতিক্রম করিলেন, এবং অগাধ সলিলা অনেক নদী লঙ্ঘন করিয়া, গিরিবর সুমেরুর ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিতে পাইলেন। অদূরে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় নানা প্রকার বৃক্ষ কুসুমিত ও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। রাম তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং উহার একান্তে কুশচীর চিহ্নিত এক তপোবন অবলোকন করিলেন। ঐ তপোবনে মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ আসীন ছিলেন। রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি রাম, আপনার দর্শনকামনায় আগমন করিলাম; এক্ষণে আপনি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করুন।

তখন তপোধন সুতীক্ষ্ণ, রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই তপোবন তোমার আগমনে এক্ষণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল তোমারই প্রতীক্ষায়, ধরাতলে দেহ বিসর্জন পূর্ব্বক, এ স্থান হইতে সুরলোকে আরোহণ করি নাই। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে কালযাপন করিতেছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি! আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং আমি পুণ্যবলে যে উৎকৃষ্ট লোক সকল অধিকার করিয়াছি, তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশে সেই

সমস্ত দেবর্ষিসেবিত মদীয় তপোবললব্ধ লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর।

তখন রাম, ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে, তদ্রূপ সেই উগ্রতপাঃ মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্যমধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন। গৌতমগোত্র জাত মহাত্মা শরভঙ্গ কহিয়াছেন, আপনি সকলের হিতকারী ও সর্বত্র কুশলী।

অনন্তর সর্বলোকপ্রথিত সুতীক্ষ্ণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর। এখানে বহুসংখ্য ঋষি আছেন, এবং সকল সময়ে ফলমূলও বিলক্ষণ সুলভ। কেবল এই তপোবনে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি মৃগ আইসে; উহারা অত্যন্ত নির্ভয়, কিন্তু কখন কাহার কোনরূপ অনিষ্ট করে না। উহারা আসিয়া নানা প্রকারে লোভপ্রদর্শন পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি নিশ্চয় জানিও, এতদ্ব্যতীত এস্থানে অন্য কোনরূপ ভয় নাই।

সুধীর রাম সুতীক্ষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি শরাসনে বজ্রপ্রভ সুশাণিত শর, সন্ধান করিয়া, যদি ঐ সমস্ত মৃগকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আপনি মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবেন। আপনাকে ক্লেশ প্রদান অপেক্ষা আমারও যন্ত্রণার আর কিছু হইবে না। সুতরাং এই আশ্রমে বহুকাল বাস কোনমতেই অভিলাষ করি না।

রাম সুতীক্ষ্ণকে এইরূপ কহিয়া সায়ং সন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সন্ধ্যা সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত তথায় বাসের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে মহর্ষি উহাদিগকে সমাদর পূর্বক তাপমভোগ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন।

৮ম সর্গ

দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের আশ্রম দর্শনার্থ রামের অভিলাষ প্রকাশ, সুতীক্ষ্ণের সম্মতি প্রদান ও আশ্রমে পুনরাগমন করিবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ।

রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন, এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থান পূর্বক পদ্মগন্ধী সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধান করিলেন। সূর্য্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সন্নিধানে গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমন্ত্রণ করি, প্রস্থান করিব। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্যশীল ঋষিগণের আশ্রম সকল দেখিতে আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসেরাও বারংবার আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতেছেন। ইহাঁরা জিতেন্দ্রিয় ধার্মিক ও বিধূম পাবকের ন্যায় তেজস্বী; এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ইহাঁদের সহিত আমাদিগকে গগনে অনুমতি প্রদান করুন। নীচ লোক অসৎ উপায়ে অর্থ

সংগ্রহ করিলে যে প্রকার হয়, সূর্য্যদেব তদ্রূপ উগ্রভাব ধারণ না করিতেই আমরা নিষ্ক্রান্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই বলিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম, সুতীক্ষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখম তপোধন উহাঁদিগকে উত্থাপন পূর্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার ন্যায় অনুগতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণের রমণীয় আশ্রম সকল দর্শন কর। পথে ফলমূলপূর্ণ কুসুমিত কানন, ময়ুররব-মুখরিত সুরম্য অরণ্য, শান্তভাব পক্ষী, পবিত্র মৃগযূথ, প্রফুল্লকমলশোভিত প্রসন্নালিল হংসসঙ্কুল সরোবর, ও সুদর্শন প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। রাম! তুমি এক্ষণে যাত্রা কর, লক্ষ্মণ! তুমিও যাও; কিন্তু তোমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় এই আশ্রমে আগমন করিও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণের বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আয়তলোচনা জানকী উহাদের হস্তে শরাসন তূণীর ও নির্ম্মল খড়্গ আনিয়া দিলেন। উহাঁরা তূণীর বন্ধন ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৯ম সর্গ

রামের দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ সম্বন্ধে সীতার বচন

তখন সীতা, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সম্মতিক্রমে রামকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, স্নেহপ্রবৃত্ত মনোজ্ঞ বাক্যে কহিলেন, নাথ! যে মহৎ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম

বিধানের গম্য, কামজ ব্যসন হইতে মুক্ত হইলে লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার, মিথ্যাকথন, পরস্ত্রীগমন ও বৈরব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি, প্রথা অপেক্ষা গুরতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাথ! তুমি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই, এবং কোন কারণে করিবেও না। ধর্মনাশক পরস্ত্রী-অভিলাষ তোমার কখন ছিল না, এবং এখনও নাই। তুমি সতত স্বদারে অনুরক্ত আছ। ধর্ম্ম ও সত্য তোমাতে বিদ্যমান; তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পিতৃআজ্ঞাবহ ও জিতেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ বলিয়া, ঐ দুইটি দোষ তোমাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু নাথ! অন্যে মোহ বশত অকারণ জীবের প্রাণহিংসারূপ যে কঠোর ব্যসনে আসক্ত হয়, এক্ষণে তোমার তাহাই ঘটিতেছে। তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষস-বধ স্বীকার করিয়াছ, এবং এই নিমিত্তই ধনুর্বাণ লইয়া লক্ষণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে। আমি তোমার কার্য্য আলোচনা করিতেছি, তোমার সুখ ও সুখসাধনই বা কি, চিন্তা করিতেছি; চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়। তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে, ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সবিশেষ বর্ধিত হইয়া থাকে।

নাথ! পূর্বে কোন এক সত্যশীল ঋষি শান্তমৃগবিহঙ্গে পূর্ণ বনমধ্যে তপঃসাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন কামনায় যোদ্ধার

রূপ ধারণ করিয়া, অসি হস্তে উপস্থিত হন, এবং তাঁহার নিকট ন্যায়স্বরূপ ঐ খড়্গা রাখিয়া দেন। তাপস ন্যায়-রক্ষায় তৎপর ছিলেন, এবং বিশ্বাস-ভঙ্গ-ভয়ে খড়্গা গ্রহণ পূর্ব্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। ফলমূল আহরণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি ঐ অস্ত্র ব্যতীত যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ রৌদ্রভাব আশ্রয় করিলেন, প্রাণিহত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, এবং অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন।

এই আমি অস্ত্রবিষয়ক এই একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিলাম। ফলত অগ্নিসংযোগ যেরূপ কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়, অস্ত্রসংশ্রব সেইরূপ লোকের চিত্তবৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকে। নাথ! এক্ষণে আমি তোমায় শিক্ষা দান করিতেছি না, কেবল স্নেহ ও বহুমান বশত ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। অতঃপর তুমি অকারণ দণ্ডকারণ্যের রাক্ষ গণকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে। বনবাসী আর্ত্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়-বীর শরাসনে এই পর্য্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, বনই বা কোথায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কোথায়, তপস্থাই বা কোথায়; এই সমস্ত পরস্পরবিরোধি, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, তুমি তাঁহারই সম্মান কর। অস্ত্রসম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার

শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অত্যন্ত প্রীত হইবেন। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে সুখ, এবং ধর্ম্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, ফলত জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। নিপুণ লোক বিশেষ যত্নে বিবিধ নিয়মে শরীর শোষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সুখ হইতে কখন সুখসাধন ধর্ম্ম উপলব্ধ হইতে পারে না। নাথ! তুমি সকলই জান, ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব তুমি শুদ্ধত্ব হইয়া এই তপোবন ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। তোমায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তুমি লক্ষণের সহিত সম্যক বিচার করিয়া দেখ, এবং যাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাঁহারই অনুষ্ঠান কর।

১০ম সর্গ

সীতার বাক্যে রামের বক্তব্য

ধর্ম্মপরায়ণ রাম, পতিপ্রণয়িণী জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ক্ষত্রিয়কুল উল্লেখ করিয়া, সস্নেহে হিত ও সমুচিতই কহিলে। আমি ইহার আর কি প্রত্যুত্তর করিব; আর্ত এই শব্দ মাত্রও না থাকে, এই জন্য ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ, এ. কথা তুমিই ত ব্যক্ত করিলে। এক্ষণে আর্ত হইয়াই দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ আগমন পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সর্ব্বকলা ফল মূলে প্রাণ ধারণ করিয়া, বনে বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রূর নিশাচরগণ ইহাঁদিগকে অত্যন্ত অসুখী করিয়াছে। ঐ সকল নরমাংসলোলুপ ইহাঁদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। ইহাঁরা বিশেষ বিপন্ন

হইয়াই আমাকে সমস্ত জানাইলেন। আমি ইহাঁদের মুখে তৎসমুদায় শুনিয়া বিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে কহিলাম, তাপসগণ! প্রসন্ন হউন, ইহা আমার অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, যে, ঈদৃশ উপাস্য ব্রাহ্মণেরা আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব।

তখন মুনিগণ আমাকে কহিলেন, রাম! কামরূপী বহু সংখ্য রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, রক্ষা কর। ঐ সমস্ত মাংসাশী দুর্দান্ত দুরাত্মা, হোমবেলায় ও পর্বকালে আমাদিগকে পরাভব করিয়া থাকে। আমরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া শরণার্থী হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা কর। আমরা তপোবলে রক্ষগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু বহু বিঘ্নবিপত্তি ও কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া বহুকাল হইতে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, তাঁহার ব্যয় হইয়া যায়, আমরা এরূপ ইচ্ছা করি না। রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে সত্য, কেবল এই কারণেই আমরা উহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি না। আমরা তোমার ভরসায় বনে বাস করিয়া আছি, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। জানকি! আমি ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া ইহাঁদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকাতরে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাঁহার বৈপরীত্য আচরণ করিব। জানকি! তুমি স্নেহ ও

সৌহার্দ নিবন্ধন যাহা কহিলে, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাঁহার ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সংকল্পে অনুমোদন কর।

মহাত্মা রাম জানকীকে এইরূপ কহিয়া, লক্ষ্মণের সহিত শরাসনহস্তে রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

১১শ সর্গ

ইল্বল ও বাতাবির উপাখ্যান, অগস্ত্যাশ্রম বর্ণন, রাম প্রভৃতির অগস্ত্যাশ্রমে গমন

তিনি সর্বাগ্রে, শোভনা জানকী মধ্যে, এবং লক্ষ্মণ পশ্চাতে। গমনপথে উহাঁরা বিচিত্র শৈলশিখর, অরণ্য, সুরম্য নদী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক, জলবিহারি-পক্ষি পূর্ণ প্রফুল্লকমল সরসী, যূথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃঙ্গ মহিষ, বৃক্ষবৈরী করী ও বরাহ সকল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশ তাঁহারা বহুদুর অতিক্রম করিলেন, দিবা অবসান হইয়া আসিল।

অনন্তর উহাঁরা যোজনপ্রমাণ এক দীর্গিকার সমীপবর্তী হইলেন। ঐ দীর্ঘিকার জল অতিশয় স্বচ্ছ, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল অবিরল শোভা পাইতেছে, জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, এবং হস্তী সকল উহার তীরে ও নীরে। ঐ রমণীর সরোবরে গীত বা ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু তথায় জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ কৌতুকাবেশে ধর্ম্মভৃৎ নামে

এক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত, দেখিয়া আমাদের একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইল, এক্ষণে সবিস্তরে বলুন, ব্যাপারটি কি?

ধর্মভূৎ কহিলেন, রাম! ইহা পঞ্চাপ্সর নামে সরোবর, পূর্বে মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্ম্মাণ করেন, ইহার জল কখন শুষ্ক হয় না। কোন সময়ে মাণ্ডকর্ণী বায়ু ভক্ষণ পূর্বক এই সরোবরের মধ্যে দশসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিলেন, এই তাপস হয় ত আমাদিগের এক জনের পদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই চিন্তা করিয়া উহাঁরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত চপলার ন্যায় চঞ্চলকান্তি প্রধান পাঁচ অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। উহাঁরাও সুরকার্য্যোদেশে মুনিকে কামের বশীভূত করিল, এবং তাঁহার পত্নী হইল।

তখন মুনি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে যুবা হইলেন, এবং ঐ সকল অপ্সরার নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন! উহাঁরা তথায় সুখে বাস করিয়া মহর্ষির সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। এক্ষণে তাহাদিগেরই ভূষণ-রব-মিশ্রিত বাঙ্গনি ও মনোহর সঙ্গীত শুনা যাইতেছে।

শুনিবামাত্র রাম কহিলেন, আশ্চর্য্য! অনন্তর তিনি অদূরে চারশোভিত তেজঃপ্রদীপ্ত এক আশ্রম দর্শন করিলেন, এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তন্মধ্যে গমন করিয়া সুখসমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য তপোবন পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার আশ্রমে পূর্বে গিয়াছিলেন, তথায়ও গমন করিলেন। কোথায় দশ মাস, কোথায় সংবৎসর;

কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোথায় বৎসরাধিক কাল, কোথায় বহু মাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তদপেক্ষা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস করিলেন। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের তপোবনে প্রত্যাগমন পূর্বক কিছুদিন যাপন করিলেন, এবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে আমি অগস্ত্যক অভিবাদন করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় যাত্রা করিব, গিয়া স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

তখন সুতীক্ষ্ণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগস্ত্যের আশ্রম, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে ইহাঁর ভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ প্রায় সুরম্য ও পিপ্পল বনে শোভিত। তথায় ফলপুষ্প প্রচুররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানা প্রকার পক্ষী কলরব করিতেছে, এবং হংসসারসসংকুল চক্রবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে এক রাত্রি বাস করিয়া ঐ বনের পাশ দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে

অগস্ত্যের আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত; তোমরা তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে। বৎস! যদি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে না হয় অদ্যই গমন কর।

তখন রাম সুতীক্ষ্ণকে অভিবাদন করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রমণীয় কানন, মেঘাকার শৈল, দীর্ষিকা ও নদী সকল দর্শন করিলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ প্রদর্শিত পথে সুখে বহুদূর অতিক্রম করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অদূরে বোধ হয়, পুণ্যশীল মহাত্মা ইধ্মবাহের আশ্রম। আমরা ইহার যে সমস্ত চিহ্নের কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে অবিকল তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পথপার্শ্বে বহুসংখ্য বন্য বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কানন হইতে সুপক্ক পিপ্পলের কটু গন্ধ বায়ুভরে নির্গত হইতেছে, ইতস্ততঃ কাষ্ঠের স্তুপ, বৈদুর্য্য মণির ন্যায় উজ্জ্বল কুশ সকল ছিন্ন দেখা যাইতেছে, আশ্রম অগ্নির ঘননীল শৈলশিখরাকার ধুমশিখা উঠিয়াছে, এবং মুনিগণ পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া স্বহস্তসমাহৃত কুসুমে উপহার দিতেছেন। লক্ষ্মণ! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, ইহাই ইধ্মবাহের আশ্রম হইবে। ইহার ভ্রাতা অগস্ত্য লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য এক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক লোকের বাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্বে ইল্বল ও বাতাপি নামে ভীষণ দুই অসুর এই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ঐ দুই ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা করিত। নির্দয় ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ পূর্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত, এবং মেষরূপ বাতাপিকে

পাক করিয়া যথানিয়মে উহাদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে কহিত, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। বাতাপিও উহাদের দেহ ভেদ পূর্ব্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। বৎস! এইরূপে উহাঁরা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছে।

একদা অগস্ত্যদেব সুরগণের অনুরোধে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ বাতাপিকে ভক্ষণ করেন। ইল্বল শ্রাদ্ধান্তে সম্পন্ন এই কথা বলিয়া হস্তোদক দান পূর্ব্বক কহিল, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। তখন ধীমান অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, ইল্বল! তোমার মেষরূপী ভ্রাতা আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যমালয়ে প্রস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার নিষ্ক্রান্ত হইবার শক্তি নাই। তখন ইল্বল ভ্রাতার নিধনসংক্রান্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যের বিনাশকামনায় ক্রোধভরে ধাবমান হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ তেজস্বী ঋষির অনলকল্প কটাক্ষে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বৎস! যিনি বিপ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই অগস্ত্যেরই ভাতা মহর্ষি ইধ্মবাহের এই তপোবন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইধ্মবাহকে অভিবাদন করিলেন, এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক এক রাত্রি বাস করিয়া রহিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যোদয় হইলে, তিনি ইধ্মবাহের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সুখে

নিশা যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ গমন করিব, আপনাকে অভিবাদন করি।

তখন রাম তাঁহার অনুমতি লইয়া, বিজন বন অবলোকন পূর্বক যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন গমনকালে জলকদম্ব, পনস, আশোক, তিনিশ, নক্তমাল, মধুক, বিল্ব ও তিন্দুক প্রভৃতি কুসুমিত বন্য বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত লতাজালে বেষ্টিত আছে, হস্তিশুণ্ডে দলিত হইতেছে, বানরগণে শোভিত, এবং উন্মুক্ত বিহঙ্গের কলরবে ধ্বনিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পদ্মপলাশলোচন রাম পশ্চাদ্বার্ত্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! যেমন শুনিয়াছিলাম এস্থানে তদ্রূপই দেখিতেছি, বৃক্ষের পল্লব সকল সুচিক্কণ এবং মৃগ পক্ষিগণ শান্তস্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূরে নাই। যিনি স্বকর্ম্মগুণে অগস্ত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, ঐ তাঁহারই শ্রমনাশক আশ্রম। দেখ, প্রভুত ধূমে বনবিভাগ আকুল হইতেছে, কুশচীর শোভা পাইতেছে, মৃগযূথ নির্ব্বিরোধী, এবং নানা প্রকার পক্ষী চারুস্বরে বিরাব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ত তুল্য অসুরকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, সেই পুণ্যশীল মহর্ষি অগস্ত্যেরই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসের এই দিকে কেবল দৃষ্টিপাতমাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবৎ তিনি এই দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তদবধি নিশাচরগণ বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ

সম্ভাবনা থাকে না। গিরিবর বিন্ধ্য সূর্য্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু উহারই আদেশে নিরস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সেই প্রখ্যাতকীর্তি দীর্ঘায়ু মহর্ষির রমণীয় আশ্রম। তিনি সাধু সকলের পূজনীয়, এবং সজ্জনের হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিব। এখানে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আহার সংযম পূর্বক নিয়ত তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী ক্রূর শঠ ও পাপাত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; এখানে দেবতা যক্ষ পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্ম্মসাধনমানসে বাস করিতেছেন; এখানে সুরগণ সকলের শুভকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়া দেহ বিসর্জন ও নূতন দেহ ধারণ পূর্বক সূর্য্যপ্রভ বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে তুমি সর্বাগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং জানকী ও আমার আগমনসংবাদ মহর্ষিকে প্রদান কর।

১২শ সর্গ

অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ, অগস্ত্যের অতিথি সৎকার ও অগস্ত্য কর্তৃক রামকে অস্ত্র প্রদান

তখন লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কহিলেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল রাম, পত্নী জানকীরে লইয়া, মহর্ষিকে

দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। শুনিয়াও থাকিবেন, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত,। আমরা পিতৃ-আজ্ঞা পালনে এই ভীষণ বনে আসিয়াছি। বাসনা, ভগবান অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন।

তখন ঋষিশিষ্য লক্ষ্মণের এই কথায় সম্মত হইয়া অগ্নিগৃহে গমন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন! রাজা দশরথের পুত্র রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যাকে লইয়া আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে দর্শন ও আপনার শুশ্রূষা করিবেন। এক্ষণে যাহা উচিত হয় আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে এই কথা শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, আমার ভাগ্যগুণে রাম বহুদিনের পর আজ আমায় দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি আগমন করিবেন, আমি এই রূপ প্রত্যাশা করিতেছিলাম। বৎস! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। তুমি স্বয়ংই কেন তাঁহাকে আনিলে না?

তখন শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাম কোথায়? আসুন, তিনি স্বয়ংই মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন লক্ষ্মণ উহার সহিত আশ্রমপ্রান্তে গমন করিলেন, এবং রাম ও জানকীকে দেখাইয়া দিলেন। অনন্তর মুনিশিষ্য রামকে বিনীতভাবে মহর্ষির কথা জ্ঞাপন

পূর্ব্বক সাদরে তপোবনে লইয়া চলিলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রশান্তহরিপূর্ণ আশ্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। তিনি তথায় প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থান; রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্য্যের স্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবের স্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ুস্থান, পাশধারী মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীস্থান, বসুর স্থান, বাসুকীস্থান, গরুড়স্থান, কার্ত্তিকেয় স্থান, ও ধর্ম্মস্থান দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রামের প্রত্যুদ্গমন করিতেছিলেন। তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব বহির্গত হইতেছেন। আমি এই তপোরাশি ঋষির গাম্ভীর্য্য দেখিয়াই ইহাঁকে অগস্ত্য বোধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই সূর্য্যসঙ্কাশ মুনিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চনা করিয়া কুশল প্রশ্নসহকারে কহিলেন, আইস। পরে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ ও বানপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ রামও কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, বৎস! অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করিলে, তাপস কুটসাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। তুমি রাজা ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ পূজ্য ও মান্য, তুমি প্রিয় অতিথিরূপে আমার

তপোবনে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি রামকে সুপ্রচুর ফল মূল ও পুষ্প দিয়া কহিলেন, বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হীরক খচিত বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু, এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সুপ্রভ অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর এই জ্বলন্ত অগ্নিবৎ বাণে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর এবং স্বর্ণকোশে কনকমুষ্টি অসিও আছে। পূর্বে বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সমরে অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রদীপ্ত জয়শ্রী অধিকার করেন। এক্ষণে ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদায় রামকে প্রদান করিলেন।

১৩শ সর্গ

অগস্ত্য ও রামের কথোপকথন, রাম প্রভৃতি পঞ্চবটী যাত্রা

কহিলেন, তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, রাম! ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ! আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই সুকুমারী কখন ক্লেশ সহ্য করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম! এস্থানে যেরূপে ইনি আরাম পান, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব, যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিণী হয়, এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সপরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং

অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের সীতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার পত্নী সীতা এই সকল দোষশূন্য, এবং সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতার অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বৎস! তুমি ইহাকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে, এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।

রাম তেজঃপ্রদীপ্ত অগস্ত্যের এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি গুরু, যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে যে স্থানে বন আছে, জলও সুলভ, আপনি আমায় এইরূপ একটি প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিয়তকাল সুখে বাস করিব।

তখন অগস্ত্যদেব মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ রমণীয় এক বন আছে। তথায় ফলমূল সুপ্রচুর, জলের অপ্রতুল নাই, এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পিতৃনির্দ্দেশ পালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুখে বাস কর। বৎস! আমি স্নেহনিবন্ধন তপোবলে তোমার এই বৃত্তান্ত, ও দশরথের মৃত্যু সমস্তই অবগত হইয়াছি। তুমি অগ্রে এই স্থানে আমার সহিত বাস-সংকল্প করিয়া, পরে অন্যমত করিতেছ, আমি ইহাতেই তোমার মনের ভাব সম্যক বুঝিতে পারিয়াছি, এবং এই কারণেই কহিতেছি, তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর। ঐ স্থান নিতান্ত দূরে নহে, উহা অত্যন্ত রমণীয়, ও সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয়, জানকী তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবেন। তুমি ঐ পবিত্র নির্জ্জন বনে বাস করিয়া অনায়াসে তাপনগণকে রক্ষা করিতে

পারিবে। তুমি সদাচার ও সুসমর্থ। বৎস! অগ্রে ঐ মধূক বন দেখা যায়। তুমি ন্যাগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের উত্তর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে এক স্থূল প্রায় ভূভাগে একটী পর্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্বতের অদুরেই পঞ্চবটী।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক শরাসন ও তূণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে চলিলেন।

১৪শ সর্গ

জটায়ুর সহিত রামের সাক্ষাৎ, জটায়ু কর্তৃক আপন কুল পরিচয় প্রদান, রাম কর্তৃক জটায়ুর অর্চনা ও পঞ্চবটী প্রবেশ

যাইতে যাইতে রাম পথমধ্যে এক মহাকায় ভীমবল পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ উহাকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসজ্ঞানে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে?

পক্ষী মধুর ও কোমল বাক্যে যেন প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিয়া কহিল, বৎস! আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম উহাকে পিতৃবয়স্য জানিয়া পূজা করিলেন, এবং নিরাকুলমনে উহার নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন পক্ষী আপনার নাম ও কুলের পরিচয় প্রদান পূর্বক জীবোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিল, বৎস! পূর্বকালে যাহাঁরা প্রজা পতি হইয়াছিলেন, আমি আমূলত তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতিগণের মধ্যে

কর্দমই প্রথম, এই কর্দমের পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি, ও কশ্যপ। প্রজাপতি দক্ষের যাট্‌টি যশস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হন। ঐ কশ্যপই উহার মধ্যে আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, পত্নীগণ! তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র সকল প্রসব কর। তখন অদিতি, দিতি, দনু, ও কালকা ইহাঁরা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর অদিতির গর্ভে অষ্টবসু, দ্বাদশ রুদ্র, ও যুগল অশ্বিনী কুমার প্রভৃতি তেত্রিশটি দেবতা উৎপন্ন হইলেন। আর দিতির গর্ভে দৈত্য সকল জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্বে সকাননা সাগরবসনা বসুমতী এই দৈত্যদিগেরই অধিকারে ছিল। পরে দনু হইতে অশ্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক, ও কালক, এবং তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রা ও শুকী ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ, এই পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। আবার এই ক্রৌঞ্চী হইতে উলক, ভাসী হইতে ভাস, শ্যেনী হইতে শ্যেন ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক, এবং শুকী হইতে নতা জন্মে। নতারও বিনতা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়।

অনন্তর ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমদা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্যেতা, সুরভী, সুলক্ষণা সুরসা, ও কদ্রু এই দশটি কন্যা জন্মে। মৃগ সকল মৃগীর পুত্র। ভল্লক সৃমর ও চমর সকল মৃগমদার পুত্র। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা হয়। ইহারই পুত্র ঐরাবত। হরির গর্ভে সিংহ ও বানর

জন্মে। শার্দূলী হইতে গোলাঙ্গুল ও ব্যাঘ্র, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ, ও শ্বেতা হইতে দিগ্‌গজ উৎপন্ন হয়। সুরভির দুই কন্যা রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্বী। রোহিণী হইতে গো, ও গন্ধর্বী হইতে অশ্ব জন্মে! সুরসা বহুশীর্ষ সর্প ও কদ্রু অন্যান্য সর্প প্রসব করেন।

অনন্তর মনু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। পবিত্রফল বৃক্ষ সকল অনলার সন্তান। শুকীপৌত্রী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ জন্মে। আমি সেই অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু ; শ্যেনী আমার জননী এবং সম্পাতি অগ্রজ। রাম! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার এই বনবাসে সহায় হইয়া থাকি। তুমি লক্ষ্মণের সহিত ফলান্বেষণে গমন করিলে আমিই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তখন রাম প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক পূজা ও প্রণাম করিলেন, এবং তার মুখে পিতার মিত্রতার কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার হস্তে জানকীর রক্ষার অর্পণ পূর্বক বিপক্ষের বিনাশ সাধন ও বনের বিঘ্ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন।

১৫শ সর্গ

পঞ্চবটীতে লক্ষ্মণ কর্তৃক রামের আশ্রম নির্ম্মাণ, পঞ্চবটী বর্ণন, রাম প্রভৃতির পঞ্চবটীতে অবস্থান

রাম সেই হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিতকানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে। যথায় জানকী প্রীত হইবেন, এবং আমরাও সর্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ কুশ ও পুষ্পও সুলভ, তুমি এইরূপ একটি স্থান নির্বাচন কর। বৎস! এ বিষয়ে তুমিই সুনিপুণ।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রীতিকর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্ম্মাণার্থ আদেশ করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। পরে তথায় গমন ও লক্ষ্মণের হস্ত গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, বৎস! এই স্থানে বিস্তর পুষ্পবৃক্ষ আছে, এবং ইহা সমতল ও সুন্দর। তুমি এখানে যথাবিধানে এক সুরম্য আশ্রম নির্ম্মাণ কর। ইহার অদূরেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তরুণ সূর্য্যের ন্যায়

অরুণবর্ণ সুগন্ধী পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী নিতান্ত নিকটে বা দূরে নহে। উহা হংস সারস ও চক্রবাকে শোভিত আছে, পিপাসার্ত বহুসংখ্য মৃগে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং উহার তীরে কুসুমিত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কন্দরবহুল পর্বতশ্রেণী, উহা অত্যন্ত উচ্চ, ময়ূরগণ মুক্তকণ্ঠে কেকারব করিতেছে; ঐ পর্বতে পর্য্যাপ্ত সুবর্ণ রজত ও তাম্র আছে বলিয়া, উহা যেন নানাবর্ণচিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে, এবং সাল, তাল, তমাল, খর্জুর, পনস, জলকদম্ব, তিনিশ, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত লতাগুল্মজড়িত বৃক্ষে শোভিত হইতেছে। বৎস! এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়, এখানে মৃগ-পক্ষী যথেষ্ট আছে, অতঃপর আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট স্তম্ভ-শোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত, ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা শমীশাখা কুশ কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণ পূর্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত

সন্তোষ জন্মিল। তৎকালে রাম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কহিলেন, বৎস! প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিকস্বরূপ কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য পুত্র যখন বিদ্যমান, তখন পিতা লোকান্তরিত হইলেও জীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও নানা প্রকারে তাঁহার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

১৬শ সর্গ

শীত ঋতু বর্ণন

অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলশ লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্ব শরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর, এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া

নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্য দ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভুপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তর দিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবত হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সুর্য্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সুর্য্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপায়, এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্য নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিযান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি, এবং প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলত এক্ষণে উহা নিঃশ্বাসবাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি, তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জুর পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে

দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহারমণ্ডিত তৃণ শ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতিসুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গের তৃষ্ণার্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ পূর্বক শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গের তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকা রাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্য্যের মৃদুতা, ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরাপ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে উহার আর পূর্ববৎ শোভা নাই। আর্য্য! এই সময় নন্দিগ্রামে ধর্ম্ম পরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তিনিবন্ধন তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া, আহার সংযম পূর্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মধুরভাষী ও সুন্দর; তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সূক্ষ্ম; তিনি লজ্জা ক্রমে কখন নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশ লোচন

ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সর্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য্য! এইরূপ কার্য্যে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হায়! দশরথ যাহার স্বামী, সুশীল ভরত যাহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিরূপে তাদৃশ ক্রূরদর্শিনী হইলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব!

রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেই রূপ শোভা হইল।

১৭শ সর্গ

পঞ্চবটীতে শূর্পনখার আগমন ও তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবার জন্য রামের নিকট প্রস্তাব

অনন্তর তাঁহারা গোদাবরী হইতে আশ্রমে গমন করিলেন, এবং পৌর্বাহ্ণিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পর্ণকুটিরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাম তন্মধ্যে জানকীর সহিত পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া চিত্রাসঙ্গত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং ঋষিগণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত নানা কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি পুণ্ডরীকলোচন মাতঙ্গগামী রাজশ্রীসম্পন্ন সুকুমার মহাবল জটাধারী ইন্দ্রোপম ইন্দীবরশ্যাম রামকে দেখিতে পাইল, এবং দর্শনমাত্র কামে মোহিত হইল। রাম সুমুখ, সে দুর্ম্মুখী, রামের কটিদেশ সূক্ষ্ম, উহার স্থূল, রাম বিশাললোচন, সে বিরূপাক্ষী, রাম সুকেশ, তাঁহার কেশজাল তাম্রবৎ পিঙ্গল, রাম সুরূপ, সে বিরূপা, রাম সুস্বর, তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি ভীষণ, রাম যুবা, সে বৃদ্ধা, রাম সুশীল, সে দুর্বৃত্তা, রাম প্রিয়বাদী, সে প্রতিকুলভাষিণী। ঐ নিশাচরী অনঙ্গশরে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, রাম! তোমার হস্তে শর ও শরাসন, মস্তকে জটাযুট, এক্ষণে বল, তুমি কি কারণে তাপসবেশে ভায্যার সহিত এই রাক্ষসাধিকৃত দেশে আসিয়াছ?

তখন রাম, সরলভাব নিবন্ধন অকপটে কহিলেন, দেব বিক্রম দশরথ নামে কোন এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম রাম। লক্ষ্মণ নামে ঐ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উনি অত্যন্তই অনুগত। এই আমার ভার্য্যা, ইহার নাম জানকী। আমি পিতা মাতার আদেশের বশীভুত হইয়া ধর্মোদ্দেশে বনে বাস করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বংশেই বা তোমার জন্ম? তুমি চারুরূপিণী নও, বোধ হয় কোন রাক্ষসী হইবে। যাহাই হউক, তুমি এই স্থানে কি কারণে আইলে?

কামার্তা শূর্পণখা কহিল, শুন, সমস্তই কহিতেছি। আমি শূর্পণখা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী, এই বনমধ্যে সকলের মনে ত্রাস উৎপাদন পূর্বক একাকী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি আমার ভাতা; এবং নিদ্রা যাহার প্রবল, সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেষী ধার্মিক বিভীষণ, ও প্রখ্যাত বিক্রম খর ও দুষণ, ইহাঁরাও আমার ভ্রাতা। আমি স্বশক্তিতে ইহাঁদিগকে অতিক্রম করিয়াছি। রাম! তুমি সুন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র কামের বশবর্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য, আমি স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রতিহতবলে সকল লোকে গমনাগমন করিয়া থাকি। এক্ষণে তুমি চির দিনের নিমিত্ত আমার ভর্তা হও। অতঃপর সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? সীতা বিকৃতা ও বিরূপা, বলিতে কি, এ কোন অংশে তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমিই তোমার অনুরূপ, তুমি আমাকেই ভায্যারূপে দর্শন কর। এই মানুষী সীতা করালদর্শন। কৃশোদরী ও অসতী, আমি এখনই লক্ষ্মণের সহিত ইহাকে

ভক্ষণ করিব। তাহা হইলে তুমি কামী হইয়া, আমার সহিত গিরিশৃঙ্গ ও বন অবলোকন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে পারিবে।

১৮শ সর্গ

লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন

তখন রাম সেই অনঙ্গশবর্তিনী শূর্পণখাকে, পরিহাস পূর্ব্বক হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দারগ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সততই আমার সন্নিহিত আছেন; তোমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সপত্নীর সহিত অবস্থান অত্যন্ত অসুখের হইবে। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ সুশীল ও প্রিয়দর্শন, আজও ইনি অনূঢ়াবস্থায় রহিয়াছেন; দাম্পত্য সুখ যে কিরূপ, তাঁহার কিছুই জ্ঞাত নহেন ; এক্ষণে ইহার ভার্য্যালাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার যেরূপ রূপ, এই যুবা সম্পূর্ণই তাঁহার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। বিশাললোচনে! এক্ষণে সুপ্রভা যেমন সুমেরুকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি ইহাকে ভর্তৃত্বে গ্রহণ কর, ইহার ভার্য্যা হইলে তোমার সপত্নী ভয় আর কিছু মাত্র থাকিতেছে না!

অনন্তর শূর্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাঁহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে।

তখন লক্ষ্মণ হাস্যমুখে সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে? অয়ি রক্তোৎপলবর্ণে! আমি আর্য্য রামেরই অধীন। রাম সুসম্পন্ন, এক্ষণে তুমি ইহার কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। ইনি এই বিরূপা অসতী করালদর্শনা কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন। কোন্ বিচক্ষণ লোক এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ কহিয়া মানুসীতে আসক্ত হইতে পারে?

দারুণদর্শনা শূর্পণখা পরিহাস বুঝিত না, সে লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ পূর্বক উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল, এবং কামমোহে রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বিরূপা অসতী ঘোরাকৃতি কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় সমাদর করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব, এবং সপত্নীশূন্য হইয়া পরমসুখে তোমার সহিত পরিভ্রমণ করিব। এই বলিয়া সেই অঙ্গার লোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে মৃগনয়না জানকীর প্রতি ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন মহা উল্কা রোহিণীর দিকে আসিতেছে। তখন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশসদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণ পূর্বক কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি আর কখন ইতর স্ত্রীলোকের সহিত পরিহাস করিও না; দেখ, জানকী যেন কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিকৃত উন্মত্তা অসতীকে বিরূপ করিয়া দেও।

মহাবল লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের সমক্ষেই খড়্গ উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন। তখন সেই নিশাচরী রুধির ধারায় সিক্ত হইয়া বিস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিল, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তর্জন গর্জন পূর্বক বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

১৯শ সর্গ

খরসমীপে শূর্পণখার আগমন ও রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে বধ করিবার জন্য খরকর্তৃক শূর্পণখা সমভিব্যাহারে রাক্ষস প্রেরণ

অনন্তর শূর্পণখা জনস্থানে রাক্ষসগণবেষ্টিত ভ্রাতা খরের সন্নিহিত হইয়া গগনতল হইতে অশমির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন উগ্রতেজা খর তাহাকে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে কহিল, উত্থিত হও, কি হইয়াছে, মোহ ও ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি এমন সুরূপা ছিলে, যথার্থত বল, তোমায় কে এইরূপ বিরূপ করিয়া দিল? কেই বা অবহেলা করিয়া সম্মুখে শয়ান কৃষ্ণসর্পকে নিরপরাধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ব্যথিত করিল? যে আজ তোমাকে পাইয়া তীক্ষ্ণ বিষ পান করিয়াছে, তাঁহার কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন, কিন্তু সে মোহপ্রভাবে তাহা বুঝিতেছে না। তুমি বলবীর্য্যসম্পন্ন ও কৃতান্তের ন্যায় ভীমদর্শনা, তুমি কামরূপিণী ও কামগামিনী; এক্ষণে বল আজ তুমি কোথায় গমন করিয়াছিলে? এবং কোন ব্যক্তিই বা তোমার এইরূপ দুর্দশা করিয়াছে? দেব গন্ধর্ব ভুত ও ঋষিগণের

মধ্যে এমন বলবান কে আছে, যে তোমায় এই রূপে বিরূপ করিল। ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না, যে আমার অপকার করিতে পারে। যাহাই হউক, তৃষ্ণার্ত সারস যেমন নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ আজ আমি প্রাণসংহারক শরে সুরগণমধ্যে সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও প্রাণ হরণ করিব। দেবী বসুমতী শরচ্ছিন্নমর্ম্ম নিহত কোন লোকের সফেন উষ্ণ শোণিত পান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। দলবদ্ধ বিহঙ্গেরা হৃষ্টমনে কাহার দেহ হইতে মাংস ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, সেই দীনহীনকে দেবতা গন্ধর্ব পিশাচ ও রাক্ষসেরাও রণে রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভগিনি! এক্ষণে তুমি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বল, বনমধ্যে কোন্ দুর্বিনীত, বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিল?

তখন শূর্পণখা খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক বাষ্প কুললোচনে কহিতে লাগিল, দণ্ডকারণ্যে দশরথের দুই পুত্র আছে। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। উহাঁরা তরুণ রূপ সুকুমার ও মহাবল; উহাদের নেত্র পরপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ, এবং পরিধান চীর ও কৃষ্ণচর্ম্ম; উহাঁরা ফলমূলাহারী ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়, ও গন্ধর্বরাজ সদৃশ, উহাদের অঙ্গে সুস্পষ্ট রাজচিহ্ন সকল রহিয়াছে। ঐ দুই ভ্রাতা দেবতা কি দানব, আমি তাহা কিছুই বলিতে পারি না। আমি তাহাদের মধ্যে সর্বালঙ্কারসম্পন্না সর্বাঙ্গসুন্দরী তরুণী একা রমণীকে দেখিয়াছি। উহার নিমিত্তই তাহারা অনাথা ও অসতীর তুল্য আমার এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে সেই কুটিলার এবং ঐ

দুই ভ্রাতার উষ্ণ শোণিত পান করিব, এই আমার প্রথম সংঙ্কল্প, ইহা তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

শূর্পণখা এইরূপ কহিলে, খর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্ততুল্য চতুর্দশ মহাবল রাক্ষসকে আহ্বান পূর্বক কহিল, দেখ, চীরচর্ম্ম ধারী সশস্ত্র দুইটি মনুষ্য এক প্রমদার সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই দুর্বৃত্তা নারীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ তাহাদের রুধির পান করিবেন, ইহাই ইহার বাসনা। এক্ষণে তোমরা গিয়া স্বতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমাদের হস্তে ঐ দুই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া, পুলকিত মনে উহাদের শোণিতে পিপাসা শান্তি করিবেন।

তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া শূর্পণখার সহিত পবনপ্রেরিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

২০তম সর্গ

রামের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ, রামকর্তৃক রাক্ষস বধ ও শূর্পণখার খর সমীপে পুনরাগমন

ঘোরা শূর্পণখা আশ্রমে গিয়া, রাক্ষসগণকে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখিল, মহাবল রাম সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া আছেন, এবং লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন।

এদিকে রাম নিশাচরগণকে অবলোকন করিয়া, তেজস্বী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল সীতার সন্নিহিত থাক, যে সমস্ত রাক্ষস শূর্পণখার রক্ষার্থ আগমন করিল, আমি উহাদিগকে বিনাশ করিতেছি। লক্ষ্মণও যথাজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর রাম স্বর্ণখচিত শরাসনে জ্যাগুণ যোজনা করিয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, আমরা দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত এই গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। ফলমূল আমাদের আহার, আমরা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ও তাপস; এক্ষণে বল, তোমরা কি কারণে আমাদের হিংসা করিতেছ? তোমরা পাষণ্ড, ঋষিগণের উপর নিরন্তর উৎপাত করিয়া থাক, আমরা তাঁহাদেরই নিয়োগে তোমাদের বিনাশার্থ শরাসনহস্তে আসিয়াছি। অতঃপর তোমরা ঐ স্থানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, আর অগ্রসর হইও না; অথবা যদি একান্তই প্রাণের মমতা থাকে, এখনই প্রতি নিবৃত্ত হও।

তখন সেই বিপ্রঘাতক আরক্তলোচন ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে অদৃষ্টপরাক্রম রামকে কহিল, তুমি আমাদের অধিনায়ক মহাত্মা খরের ক্রোধোদ্রেক করিয়াছ, আজিকার যুদ্ধে তোমাকেই আমাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আমরা বহুসংখ্য, সংগ্রামের কথা দূরে থাক, তোমার এমন কি শক্তি, যে, আমাদের সম্মুখেও তিষ্ঠিতে পার। আজ নিশ্চয়ই তোমায় আমাদের শূল পরিঘ ও পট্টিশাস্ত্রে প্রাণ বল ও হস্তের ধনু ত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া রাক্ষসেরা রোষাবিষ্ট হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর চৌদ্দটি

শূল নিক্ষেপ করিল। দুর্জয় রাম স্বর্ণমণ্ডিত তাবৎসংখ্য শরে ঐ সকল শূল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, তূণীর হইতে শিলাশাণিত ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং, রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঐ সকল অস্ত্র মহাবেগে নিশাচরগণের বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া বল্মীকমধ্যে উরগের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরাও প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত ও শোণিত লিপ্ত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ান রহিল।

তদ্দর্শনে ঈষৎ শুষ্কশোণিত শূর্পণখা ক্রোধে অধীর হইয়া, খরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নির্য্যাসযুক্ত লতার ন্যায় সকাতরে পুনরায় পতিত হইল, এবং শোকার্ত হইয়া বিবর্ণ মুখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

২১তম সর্গ

খরসমীপে শূর্পণখার বিলাপ ও তাহাকে ভৎসনা

তখন খর অনর্থসম্পাদনার্থ আগতা ভগিনী শূর্পণখাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধে কহিতে লাগিল, আমি সেই সকল মাংসাশী মহাবীর রাক্ষসগণকে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি আবার কেন রোদন করিতেছ? ঐ সমস্ত নিশাচর আমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত; উহারা প্রতিনিয়ত আমার শুভ কামনা করিয়া থাকে, এবং প্রবল আঘাতেও উহাদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না।

তাহারা যে আমার আদেশানুরূপ কার্য্য করে নাই, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতেছে না। তবে তুমি কেন শোকে 'হা নাথ' বলিয়া অর্তনাদ করিতেছ? এবং কেনই বা ভুজদের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। আমি তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি কি কারণে অনাহার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? এক্ষণে উত্থিত হও, আর শোক করিও না।

তখন দুর্দ্ধর্ষা শূর্পণখা খরের এইরূপ সান্তনা বাক্যে সজল নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল, আমি ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা ও শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণা হইয়া আইলাম, তুমিও আমাকে সান্তনা করিলে। কিন্তু দেখ, আমার প্রিয়সাধন উদ্দেশে, ভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত শূল-পট্টিশধারী বেগবান রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাঁহারা রামের মর্ম্মভেদী শরে নিহত হইয়াছে। উহাদিগকে ক্ষণকালধ্যে রণস্থলে নিপতিত এবং রামের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জন্মিয়াছে। আমি ভীত উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন হইয়া পুনর্বার তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বলিতে কি, এক্ষণে চতুর্দিকেই ভয়ের ভীম মূর্তি দেখিতেছি। বিষাদ যাহার কুম্ভীর, শঙ্কা যাহার তরঙ্গ, আমি সেই বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। যে সকল নিশাচর আমার রক্ষার্থে গমন করিয়াছিল, রাম পদাতি হইয়াই তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে যদি আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, যদি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্তি বা তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি এই দণ্ডে সেই দণ্ডকারণ্যবাসী

রাক্ষসকণ্টককে বিনাশ কর। সে আমার পরম শত্রু, যদি আজ তাহাকে বধ করিতে না পার, তবে আমি নিশ্চয়ই নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার বোধ হয়, যে তুমি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে যাইলেও রণস্থলে তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

তোমার বীরাভিমান আছে, কিন্তু তুমি বীর নও, বৃথা বীরগর্ব প্রদর্শন করিয়া থাক। কুলকলঙ্ক! তুমি অবিলম্বে এই জন্মস্থান হইতে বন্ধুবান্ধব লইয়া দুর হইয়া যাও। যদি ঐ দুইটি মনুষ্যকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত দুর্বল ও নিবীর্য্য, তোমার আর এ স্থলে বাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। বলিতে কি, অতঃপর তোমাকে রামের তেজে আচ্ছন্ন হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথের পুত্র রাম অতিশয় তেজস্বী, এবং যে আমাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে রামের সেই ভ্রাতা লক্ষ্মণও বলবান্।

লম্বোদরী শূর্পণখা খরের সন্নিধানে এইরূপ বিলাপ করিয়া শোকে হতজ্ঞান হইল, এবং যার পর নাই দুঃখিত হইয়া বারংবার উদরে করাঘাত পূর্বক রোদন করিতে লাগিল।

২২তম সর্গ

খরের ক্রোধ ও দূষণের প্রতি যুদ্ধসাজ্জা করিবার আদেশ, খরের যুদ্ধ

মহাবীর খর রাক্ষসগণমধ্যে এইরূপ অপমানিত হইয়া উগ্রবাক্যে শূর্পণখাকে কহিল, ভগিনি! তোমার এই অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ

উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষতদেশে ক্ষার জল যেমন অসহ্য হয়, সেইরূপ উহা আমার কিছুতে সহ্য হইতেছে না। রাম অল্পপ্রাণ মনুষ্য, আমি স্ববীর্যে উহাকে গণনাই করি না। সে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তন্নিবন্ধন আজ তাহাকে আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি চক্ষের জল সংবরণ কর, ভীত হইও না। আমি লক্ষ্মণেরর সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। সে আমার পরশুধারায় নিহত হইলে, তুমি উহার রক্তবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান করিবে।

অনন্তর শূর্পণখা ভাতার এই কথায় চপলতা বশত আহ্লাদিত হইয়া পুনরায় উহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন খর প্রথমে তিরস্কৃত পরে প্রশংসিত হইয়া, সেনাধ্যক্ষ দূষণকে কহিল, ভ্রাতঃ! যাহারা লোকহিংসা লইয়া ক্রীড়া করে, সংগ্রামে কখন পরাজিত হয় না, এবং সর্বাংশেই আমার মনোমত কার্য্য করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই নীলমেঘাকার ভীমবেগ বলগর্বিত মহান্ রাক্ষস সকলকে রণসজ্জা করিতে বল। আমার শরাসন বিচিত্র অসি ও শাণিত শক্তি আনয়ন কর, এবং রথেও অশ্ব যোজনা করাইয়া দেও। আমি দুর্বিণীত রামের বধ সাধনার্থ সর্বাগ্রেই যাত্রা করিব।

তখন দূষণের আদেশে রথ নানাবর্ণ অশ্বে যোজিত হইয়া আনীত হইল। উহা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; উহার চক্র সুবর্ণময় এবং কুবর বৈদুর্য্যময়; উহা তপ্তকাঞ্চনখচিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত ও ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন; উহার এক স্থানে খড়্গা রহিয়াছে এবং ইতস্তত সুবর্ণ নির্মিত মৎস, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ও মাল্য পক্ষী শোভিত হইতেছে।

খর ক্রোধভরে সেই মহারথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে ঘোরচর্ম্মধারী ধ্বজদণ্ডশোভিত ভীমবিক্রমরাক্ষসগণ আসিয়া উহাকে বেষ্টন করিল। মহাবল খর উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক হৃষ্টমনে কহিল, এক্ষণে তোমরা আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

অনন্তর সেই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস যুগল, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশু, খড়্গা, চক্র, প্রদীপ্ত তোমর, শক্তি, ঘোর পরিঘ. বৃহৎ শরাসন, গদা, ও ভীমদর্শন বজ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক জনস্থান হইতে ঘোররবে মহাবেগে নির্গত হইল। উহাঁরা যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, খরের রথ কিয়ৎক্ষণ পরে অল্প অল্পে চলিল। পরে সারথি তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক প্রবলবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিল। রথের ঘর্ঘর রবে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কৃতান্তসদৃশ বীর খরও শত্রুসংহারর্থ সত্বর হইয়া, পাষাণবর্ষী মেঘের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক সারথিকে মহাবেগে যাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

২৩তম সর্গ

উৎপাত বর্ণন

ইত্যবসরে গর্দভবর্ণ ঘোরতর মেঘ গভীর গর্জনপূর্বক ভীষণ রাক্ষসসৈন্যের উপর অশুভ রক্তবৃষ্টি আরম্ভ করিল। খরের সুদৃশ্য রথের বেগবান অশ্ব সকল কুসুমাকীর্ণ রাজপথে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ আরক্তোপান্ত অঙ্গারচক্রাকার একটি মণ্ডল

দৃষ্ট হইল। মহাকায় দারুণ গৃধ্র আসিয়া উন্নত সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড আক্রমণ পূর্বক উপবেশন করিল। মাংসাশী মৃগপক্ষিরা জনস্থানের প্রান্তে বিকৃতস্বরে চীৎকার, এবং অশিব শিবাগণ দক্ষিণদিকে ভৈরব রবে রাক্ষসদিগের অশুভ সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদবর্ষী-মাতঙ্গসদৃশ ভীষণ মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনবিভাগ আবৃত করিল। দিক বিদিক আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। অকালে রক্তার্দ্রবসনসদৃশ সন্ধ্যা আবির্ভূত হইল। হিংস্র মৃগপক্ষি সকল খরের সম্মুখে গিয়া ঘোর রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কঙ্ক ও গৃধ্রগণ চীৎকার আরম্ভ করিল। ভয়দর্শী অশুভসূচক শৃগালেরা অনলশিখা-উদ্‌গারক মুখ কুহর ব্যাদান করিয়া, রাক্ষসগণের অভিমুখে রুক্ষস্বরে ডাকিতে লাগিল। পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্য্যের সন্নিধানে দৃষ্ট হইল। সূর্য্য নিষ্প্রভ, পর্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। দিবসে খদ্যোততুল্য তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল। সরোবরে পদ্মদল শুষ্ক, মৎস্য ও জলচর পক্ষিরা লীন হইয়া রহিল। বৃক্ষ সকল ফলপুস্পশূন্য, এবং বিনাবাতে মেঘবর্ণ ধূলিজাল উত্থিত হইল। সারিকাগণের অস্ফুট শব্দে বনস্থল আকুল হইয়া উঠিল। গভীর রবে ভয়ঙ্কর উল্কাপাত, এবং বনপর্বতময়ী পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় খর রথে সিংহনাদ করিতেছিল, উহার বাম হস্ত স্পন্দন, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, নেত্র সজল, শিরঃপীড়াও উপস্থিত হইল। কিন্তু সে মোহ বশত কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

তখন খর এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়া, হাস্যমুখে রাক্ষসগণকে কহিল, এক্ষণে চারি দিকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত, কিন্তু বলবান যেমন স্ববীর্যে দুর্বলকে গণনা করে না, তদ্রূপ আমি ইহা লক্ষ্যই করিতেছি না। আমি তীক্ষ্ণ শরে গগনতল হইতে তারকাপাত করিব, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্তকেও মৃত্যু মুখে ফেলিব। আজ বলদৃপ্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অস্ত্রপ্রহারে সংহার না করিয়া ফিরিতেছি না। যাহার নিমিত্ত তাহাদের তাদৃশ বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, আজ আমার সেই ভগিনী শূর্পণখা তাহাদিগের শোশিত পানে পূর্ণকাম হউন। আমি যুদ্ধে কখন পরাজিত হই নাই, মিথ্যা কহিতেছি না, তোমরাও বারংবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এক্ষণে ঐ দুই মনুষ্যের কথা দূরে থাক, যিনি ঐরাবতগামী, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বজ্রধর ইন্দ্রকেও রণস্থলে নিপাত করিব। তখন মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষসসৈন্য খরের এই রূপ গর্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক যার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় বিমানে আরোহণ পূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাঁরা পরস্পর মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসম্মত মহাত্মাদিগের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। মহর্ষি এবং বিমানারোহী দেবগণ ইত্যাকার নানা প্রকার জল্পনা করত কৌতুহলপরবশ হইয়া ঐ সকল রাক্ষস সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর খর দ্রুতবেগে সৈন্যমুখ হইতে নির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য, ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ মহাবল রাক্ষস উহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ, ও ত্রিশিরা এই চারি জন, সেনার সম্মুখে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ সেই দারুণ রাক্ষসসৈন্য সমরাভিলাষে মহাবেগে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ধাবমান হইল।

২৪তম সর্গ

রাম এবং রাক্ষসগণের সহিত খরের যুদ্ধে অবতরণ

উগ্রপরাক্রম খর আশ্রমের নিকটস্থ হইলে রাম, লক্ষ্মণের সহিত ঐ সকল ঘোর উৎপাত দেখিতে পাইলেন এবং অত্যন্ত অসুখী হইয়া রাক্ষগণের অশুভ সম্ভাবনা করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এক্ষণে নিশাচরগণের বিনাশর্থ এই সর্বসংহারক উৎপাৎ উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল গর্দভবর্ণ মেঘ ব্যোমমধ্যে গভীর গর্জন ও রুধিরধারা বর্ষণ পূর্বক সঞ্চরণ করিতেছে। অরণ্যচর পক্ষী রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তূণীরে আমার শরসমূহ যুদ্ধের আনন্দে প্রধূমিত এবং স্বর্ণখচিত শাসন স্ফূরিত হইতেছে। এক্ষণে আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশয় উপস্থিত। অতঃপর নিঃসন্দেহ একটি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে। আমার দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুন স্পন্দিত হইতেছে,

এবং তোমারও মুখ মণ্ডল প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ শুন, নিশাচরেরা সিংহনাদ করিতেছে, এবং উহাদের ভেরীধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিপদ আশঙ্কা করিয়া অগ্রে তাঁহার প্রতিবিধান করা শ্রেয়ার্থী বিচক্ষণ লোকের অবশ্য কর্তব্য। অতএব বৎস! তুমি শর কার্মুক গ্রহণ পূর্বক জানকীর সহিত তরুলতাগহন নিতান্ত দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় কর। আমার দিব্য, শীঘ্র যাও; তুমি আমার কথার অন্যথাচরণ করিবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। তুমি বলবান ও বীর, এই সকল রাক্ষসকে যে সংহার করিতে পারি, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আমার অভিলাষ যে, আমি স্বয়ংই উহাদিগকে বিনাশ করি।

তখন লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ লইয়া সীতার সহিত গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম, তাঁহার এইরূপ কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া, অগ্নিকল্প কবচ ধারণ পূর্বক অন্ধকারে প্রদীপ্ত প্রবল হুতাশনের ন্যায় শোভিত হইলেন, এবং ধনু উত্তোলন ও শর গ্রহণ পূর্বক টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ সময় দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ চারণ ও ব্রহ্মর্ষি নামে প্রসিদ্ধ ঋষিগণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন। উহাঁরা সমবেত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যাহাঁরা লোকসম্মত সেই সকল গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। এই বলিয়া উহাঁরা পরস্পরের

মুখাবলোকন পূর্ব্বক পুনর্বার কহিলেন, ভীমকর্ম্মকারক রাক্ষসেরা চতুর্দশ সহজ, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম একমাত্র, জানি না যুদ্ধ কিরূপ হইবে। এই চিন্তায় তাঁহারা একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলে রামকে তেজে পূর্ণ ও রণস্থলে অবতীর্ণ দেখিয়া, ভয়ে অতিশয় ব্যথিত হইল। সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের অসামান্য রূপও দক্ষযজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত কুপিত রুদ্রের ন্যায় হইতে ললিত লাগিল।

ক্রমশঃ নিশাচরসৈন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেহ বীরালাপ, কেহ বা সিংহনাদ করিতেছে, কেহ স্বয়ংই শত্রুবিনাশার্থ আন্দালন, কেহ বা কার্ম্মুক আকর্ষণ করিতেছে, কেহ মুহুর্ম্মুহু জৃম্ভা পরিত্যাগ, কেহ বা দুন্দুভি ধ্বনি করিতেছে। উহাদের তুমুল কলরবে বনস্থল পুর্ণ হইয়া গেল। অরণ্যের জীবজন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল, এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তৎক্ষণাৎ যথার কিছু মাত্র শব্দ নাই, এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল।

অনন্তর সাগরসম বিপুল রাক্ষসসৈন্য নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, মহাবেগে রামের অভিমুখে আগমন করিল। সমরনিপুণ রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্বক দেখিলেন, খরের সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ভীষণ কোদণ্ড বিস্তার ও তূনীর হইতে শর উদ্ধার পূর্বক উহাদের বিনাশার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুগান্তকালীন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বনদেবতারা তাঁহাকে তেজপ্রদীপ্ত দেখিয়া যায় পর নাই ব্যথিত হইল। চতুর্দ্দিকে রাক্ষস দণ্ডায়মান, উহাদের

দেহে অগ্নিবর্ণ বৰ্ম্ম ও নানা প্রকার আভরণ, হতে ধনু ও বিবিধ অস্ত্র, উহাঁরা সুর্যোদয়ে সুনীল জলদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

২৫তম সর্গ

যুদ্ধ বর্ণন

তখন খর পুরোবর্তি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনু ধারণ পূর্বক উহাতে টঙ্কার প্রদান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সে সারথিকে কহিল, তুমি রামের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহার আদেশমাত্র সারথি যথায় রাম একাকী, সেই দিকে রথ লইয়া চলিল। শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা খরকে দেখিতে পাইয়া, সিংহনাদ পূর্বক চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিল। ঐ সময় খর তারাগণমধ্যে উদিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর সে সহস্র বাণে বিপুলবল রামকে নিপড়িত করিয়া রণস্থলে বীরনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষম ক্রোধভরে দুর্জয় রামের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। কেহ লৌহমুদ্গর, কেহ শূল, কেহ প্রাস কেহ অসি এবং কেহ বা পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত মেঘাকার মহাকায় মহাবল রাক্ষস গিরিশিখরতুল্য হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্বক ধাবমান হইল, এবং রামবধার্থ অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন, মহামেঘ পর্বতের উপর ধারাবৃষ্টি করিতেছে। তখন রাম ক্রূরদর্শন রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া, প্রদোষকালে ভূতগণবেষ্টিত ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি শরনিকরে উহাদের অস্ত্র নিবারণ করিলেন। বজ্রের আঘাতে মহাশৈল কখন বিচলিত হয় না, রাম উহাদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ ও শোণিতসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সন্ধ্যাকালে সিন্দুর বর্ণ মেঘে আবৃত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম একমাত্র, কিন্তু বহুসংখ্য রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে দেবতা গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ যার পর নাই বিষণ্ন হইলেন।

অনন্তর রাম ধনু মণ্ডলাকার করিয়া, অবলীলাক্রমে শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দুর্নিবার দুর্বিষহ ও কালপাশতুল্য শর শরাসন হইতে বিনির্মুক্ত এবং রাক্ষসগণের দেহ ভে পূর্বক রক্তাক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে জলন্ত অনলপ্রভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইল। মহাবীর রাম অসংখ্য বাণে অনেকের ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অলঙ্কৃত বাহু ও করিশুণ্ডাকার উরু ছেদন করিলেন। স্বর্ণকবচ-শোভিত অশ্ব, আরোহীর সহিত হস্তী, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অনেক পদাতি নিহত হইল। উহার নালীক নারাচ ও তীক্ষ্ণমুখ বিকর্ণি অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শুষ্ক বন যেমন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ উহাঁরা রামের মর্ম্মভেদি শরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোন কোন ধীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, উহার উপর প্রাস পরশু ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম শরজালে তৎসমুদায় নিরাস করিয়া, উহাদিগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা ছিন্নচর্ম্ম ছিন্নশরাসন ও

ছিন্নমস্তক হইয়া, বিহঙ্গের পক্ষপবনভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গণে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা শরাহত ও অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া, খরের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে দূষণ উহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্মুক হস্তে রোষভরে রামের অভিমুখে চলিল। রণ পরাঙ্মুখ রাক্ষসেরা উহার আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং সাল তাল ও শিলা গ্রহণ পূর্বক দ্রুতবেগে রামের নিকট গমন করিল। উভয় পক্ষে পুনর্বার রোমহর্ষণ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া, চতুর্দিক হইতে শূল মুদ্গর পাশ বৃক্ষ প্রস্তর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শরসমাচ্ছন্ন রাম সমন্তাৎ রাক্ষসে আবৃত দেখিয়া, ভীষণ বীরনাদ পরিত্যাগ পূর্বক প্রদীপ্ত গন্ধর্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে অসংখ্য শর নির্গত হইতে লাগিল। দশ দিক শরসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন শরনিপীড়িত নিশাচরগণ রাম যে কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন করিতেছেন, ইহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, কেবল দেখিল, তিনি অনবরত শাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শরান্ধকারে সূর্য্যের সহিত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাম কেবলই বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসের সমকালে নিহত ও সমকালে পতিত হইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, কাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ বা বিদীর্ণ, বহুসংখ্য এইরূপই দৃষ্ট হইতে লাগিল। রণভুমি উষ্ণীষশোভিত মস্তক, অঙ্গসমলঙ্কৃত বাহু, উরু, নানা প্রকার অলঙ্কার, হস্তী,

অশ, রথ, চামর, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ ও শূল পট্টিশ প্রভৃতি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে এইরূপে নিহত দেখি, রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না।

২৬তম সর্গ

রামের সহিত দূষণের যুদ্ধ ও দূষণবধ, রামকর্তৃক চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ

অনন্তর দূষণ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইল দেখি, পাঁচ সহস্র নিশাচরকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। ঐ সকল রাক্ষস একান্ত যুদ্ধার্থ ও ভীমবেগ, উহাদিগকে রণস্থল হইতে কখন পরাঙ্মুখ হইতে হয় না। উহাঁরা দূষণের আদেশমাত্র চতুর্দিক হইতে রামের উপর শূল পট্টিশ বৃক্ষ অসি শিলা ও শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমীলিতনেত্রে বৃষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, সুতীক্ষ্ণ বাণে ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রতিরোধ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত ও তেজে প্রদীপ্ত হইয়া, সমস্ত নির্মূল করিবার আশয়ে দূষণ ও সৈন্যগণের উপর চতুর্দিক হইতে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত্রুনাশন দূষণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বজ্রানুরূপ বাণে উহাঁর শরজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রাম যার পর নাই কুপিত হইয়া, ক্ষুর দ্বারা শরাসন, চার শরে চার অশ্ব, ও অর্ধচন্দ্রাস্ত্রে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, তিন শরে উহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন দূষণ রোমহর্ষণ এক পরিঘ গ্রহণ

করিল। উহা স্বর্ণপট্টবেষ্টিত তীক্ষ্ণ-লৌহ-শঙ্কুপূর্ণ ও শত্রু-বসা-সংসিক্ত। উহা দেখিতে গিরিশৃঙ্গ ও ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। ঐ মহাবীর সুর-সৈন্য-বিমর্দন পর-তোরণ-বিদারণ বজ্রবৎ কঠোর পরিঘ গ্রহণ পূর্বক রামের দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাম দুইটি শর সন্ধান করিয়া, আভরণসহ উহার দুই ভুজদণ্ড ছেদন করিলেন। প্রকাণ্ড পরিঘ দূষণের করভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ ভুতলে পতিত হইল। দূষণও ছিন্ন ও বিকীর্ণহস্তে তৎক্ষণাৎ ভগ্নদশন হস্তির ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিল।

ইত্যবসরে দর্শকমণ্ডলী রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল মহাকপাল বৃহৎ শূল, পট্টিশ ও প্রমাথী পরশু গ্রহণ পূর্বক সমবেত হইয়া, ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম ঐ সমস্ত আসন্নমৃত্যু সেনাপতিকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ণশরে অভ্যাগত অতিথিবৎ গ্রহণ করিলেন। পরে মহাকপালের শিরচ্ছেদন পূর্বক অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চুর্ণ ও স্থূলাক্ষের স্থূল পুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থূলাক্ষ নিহত হইয়া, শাখাসংকুল অত্যুচ্চ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম কুপিত হইয়া, অবিলম্বে দূষণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্য বাণে বিনাশ করিলেন।

তখন খর সসৈন্য দূষণের নিধনবার্তা শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাপতিগণকে কহিল, দেখ, মহাবীর দূষণ কুমনুষ্য রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ রণস্থলে শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে তোমরা বিবিধ অস্ত্র দ্বারা ঐ রামকে বিনাশ কর। এই বলিয়া সে ক্রোধে অধীর হইয়া, উহার প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম,

দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য, ও রুধিরাসন এই দ্বাদশ এবং প্রবল পরাক্রম সেনাপতি সসৈন্যে শরবর্ষণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে রামের অভিমুখে চলিল। রাম স্বর্ণখচিত হীরকশোভিত শরে খরের ঐ সৈন্যবশেষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র যেমন বৃক্ষ নষ্ট করে, তদ্রূপ তাঁহার সধূমবহ্নিসদৃশ শর সৈন্যক্ষয় আরম্ভ করিল। রাম শতসংখ্য রাক্ষসকে শত এবং সহস্র সংখ্যকে সহস্র কর্ণি দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন। উহারাও ছিন্নধর্ম্ম ছিন্নভরণ ও ছিন্নশরাসন হইয়া, শোনিতলিপ্তদেহে ধরাসনে শয়ন করিল। ঐ সফল রাক্ষস মুক্তকেশে পতিত হইলে, রণস্থল কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং উহাদিগের মাংসশোণিতের কর্দমে ঐ ঘোর দণ্ডকারণ্যও নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। এইরূপে মনুষ্য রাম একাকী পদাতি হইয়া, দুষ্করকর্ম্মকারী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নির্মূল করিলেন। যত গুলি বীর তথায় সমবেত হইয়াহিল, তন্মধ্যে খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। আর আর সমস্ত দুঃসহবীর্য্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল।

২৭তম সর্গ

ত্রিশিরার সহিত রামের যুদ্ধ ও ত্রিশিরা বধ

অনন্তর খর ধর্ম্মযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হইল দেখিয়া, রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামের অভিমুখে উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায় ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি ত্রিশিরা উহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাক্ষসনাথ! আমি মহাবীর, তুমি

সমরসাহসে ক্ষান্ত হইয়া, আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর। আমিই রামকে বিনাশ করিব; অস্ত্রস্পর্শ পূর্বক তোমার নিকট শপথ করিতেছি, রাক্ষসগণের বধ্য রামকে নিশ্চয়ই রণশায়ী করিব।

আজ হয় আমার হস্তে রামের, নয় তাহার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুহূর্তকাল যুদ্ধসাক্ষী হইয়া থাক। যদি রাম নিহত হয়, মহা আহ্লাদে জনস্থানে যাইবে, আর যদি আমি বিনষ্ট হই, সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উহার সম্মুখীন হইবে।

নিশাচর ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, খর কহিলেন, তবে তুমিই যুদ্ধে যাও। উহার আদেশমাত্র ঐ বীর, অশ্বসংযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া, ত্রিশৃঙ্গ পর্বতবৎ ধাবমান হইল, এবং রামের উপর জলবর্ষী নীরদের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ পূর্বক জলার্দ্র দুন্দুভির শব্দাকার বীরনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সিংহ ও কুঞ্জরসদৃশ ঐ দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ত্রিশিরা রামের ললাট লক্ষ্য করিয়া তিনটি শরাঘাত করিল। তখন তেজস্বী রাম কুপিত হইয়া কহিলেন, অহো! মহাবীর রাক্ষসের এই বল! আমার ললাট যেন কুসুমকোমল শরে আহত হইল! যাহাই হউক, অতঃপর তুমিও আমার শরবেগ সহ্য কর। এই বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ভুজঙ্গসদৃশ চৌদ্দটি শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। পরে সন্নতপর্ব চার শরে চারিটি অশ্ব এবং আট বাণে সারথিকে নষ্ট করিয়া, এক বাণে উহার উন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ত্রিশিরা তদ্দণ্ডে রথ

হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবকাশে রাম উহাকে বাণে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন রাম রোষাবিষ্ট হইয়া তিন তৎক্ষণাৎ সধূম শোণিত উদ্‌গার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। এইরূপে ত্রিশিরা বিনষ্ট হইলে খরের মূলবলসংক্রান্ত হতাবশিষ্ট সৈন্য, রণে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাধভীত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তৎকালে উহারা আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না।

২৮তম সর্গ

রামের সহিত খরের যুদ্ধ ও খরের পরাভব

অনন্তর খর, দূষণ ও ত্রিশিরার বিনাশে একান্ত বিমনা হইল, এবং রাম একাকী মহাবল রাক্ষসবল প্রায় উন্মূলন করিয়াছেন দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। উহার বিক্রম অবলোকনে তাঁহার ত্রাসও জন্মিল। তখন নমুচি যেমন ইন্দ্রকে এবং রাহু যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করিয়া শোণিতপায়ী ক্রোধদৃপ্ত উরগতুল্য নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে পুনঃপুনঃ জ্যা-গুণে টঙ্কার প্রদান এবং শিক্ষাগুণে অস্ত্র সন্ধান ও অস্ত্রক্ষেপণের বৈচিত্র প্রদর্শন করিয়া, সমরে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহার শরে দিক বিদিক সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীপ্তস্ফুলিঙ্গ অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ বাণে নভোমণ্ডল যেন মেধাবৃত করিয়া

ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্য্যকে রোধ করিল। উভয়েরই চেষ্টা পরস্পরকে বিনাশ করিতে হইবে। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আরোহী যেমন বৃহৎ হস্তীকে অঙ্কুশ আঘাত করে, তদ্রূপ খর রামের প্রতি নালীক, নারাচ, ও তীক্ষ্ণ বিকর্ণি প্রহার করিতে লাগিল। সে শরাসনহস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছিল, তদ্দর্শনে সকলে তাহাকে যেন পাশধারী কৃতান্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। ঐ সময় রাম সমগ্র রাক্ষসসৈন্য বিনাশনিবন্ধন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাচ খর উহাকে পরাক্রান্ত বলিয়া বোধ করিল। কিন্তু যাদৃশ সিংহ সামান্য মৃগ দেখিয়া ভীত হয় না, তদ্রূপ রাম সেই সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত এবং সিংহের ন্যায় মন্থরগামী খরকে দেখিয়া কিছু মাত্র ভীত হইলেন না।

ক্রমশঃ খর অনলপ্রবেশার্থী পতঙ্গের ন্যায় রামের সন্নিহিত হইল, এবং ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন পূর্বক মুষ্টিগ্রহণস্থানে উহার শর ও শরাসন ছেদন করিল। পরে ক্রোধভরে বজ্রতুল্য সাতটি বাণে কবচসন্ধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, শরনিকরে তাঁহাকে পীড়ন পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন রামের দেহ হইতে উজ্জল বর্ম্ম স্খলিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি শরবিদ্ধ ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি অগস্ত্যপ্রদত্ত গভীরনাদী বৈষ্ণব ধনু সজ্জিত করিয়া, ঐ নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং স্বর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব শর সন্ধান করিয়া, ক্রোধভরে উহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

সুবর্ণনির্মিত সুদর্শন ধ্বজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। বোধ হইল যেন, সুরগণের আদেশে মুর্য্যদেব অধোগামী হইলেন। তদ্দর্শনে খর ক্রূদ্ধ হইয়া, চার বাণে রামের বক্ষ বিদ্ধ করিল। মহাবীর রামও ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ছয়টি শর যোজনা ও উহাকে লক্ষ্য করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহু, ও তিন অর্ধচন্দ্রাকার শরে উহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে ভাস্করের ন্যায় প্রখর ত্রয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটি দ্বারা উহার রথের যুগ, চারিটি দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটি দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটি দ্বারা অক্ষ, এবং, একটি দ্বারা ধনুর্বাণ ছেদন করিয়া, অবলীলাক্রমে আর একটি দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর ছিন্নধনু রথশূন্য হতাশ ও হতসারথি হইয়া, গদা ধারণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এই অবসরে বিমানস্থ দেবতা ও মহর্ষিরাও হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

২৯তম সর্গ

খরের প্রতি রামের তিরস্কার ও যুদ্ধারম্ভ

তখন রাম খরকে রথশূন্য ও গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া, মৃদু কথা কঠোরতার সহিত কহিলেন, খর! তুই এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সৈন্যের আধিপত্যে থাকিয়া যে দারুণ কর্ম্ম করিলি, ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি লোকের ক্লেশদায়ক নিষ্ঠুর ও পাপাচার, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও তাঁহার

প্রাণ ধারণ সহজ হয় না। যাহার কার্য্য সর্ব্ববিরুদ্ধ, সেই নৃশংসকে সকলে সম্মুখস্থ দুই সর্পবৎ নষ্ট করিয়া থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে যেরূপ রক্তপুচ্ছিকার মৃত্যু হয়, সেইরূপ যে, লোভক্রমে পাপে লিপ্ত হইয়া, আসক্তিদোষে তাহা বুঝিতে পারে না, লোকে হৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিপাত দর্শন করে। খর! দণ্ডকারণ্যের ধর্ম্মশীল তাপসগণকে বিনাশ করিয়া তোর কি ফল হইতেছে? যে ব্যক্তি ঘৃণিত ক্রূর ও পামর, ঐশ্বর্য্য হইলেও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্রই তাঁহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলত পাপের অনিষ্টকর ফল বৃক্ষের ঋতুকালীন পুষ্পের ন্যায় সময়ক্রমে অবশ্য উৎপন্ন হয়। বিষমিশ্রিত অন্ন আহার করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রভাব দেখা যায়, পাপাচরণ করিলে তদ্রূপই হইয়া থাকে। রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাষণ্ডদিগের দণ্ডবিধানার্থ এস্থানে আসিয়াছি। অদ্য আমার এই স্বর্ণখচিত শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া, তোর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় পতিত হইবে। তুই এই অরণ্যে যে সকল ধর্ম্মশীল ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, আজ সসৈন্যে নিহত হইয়া তাঁদেরই অনুগমন করিবি। আজ তাঁহারাই আবার বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তোর নরকবাস দর্শন করিবেন। এক্ষণে তুই যথেচ্ছ প্রহার কর, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর, আজ আমি তোর মস্তক তাল ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই ভূতলে ফেলিব।

অনন্তর খর এই কথা শুনিয়া, রোষাণলোচনে হাসিতে হাসিতে কহিল, রাম! তুই সামান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া, কি জন্য অকারণ আত্মপ্রশংসা করিতেছিল? যাহার বলবীর্য্য আছে, সে স্বতেজে গর্ব্বিত হইয়া,

কখন নিজের গৌরব করে না। তোর ন্যায় নীচ নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাই নিরর্থক শ্লাঘা করিয়া থাকে। মৃত্যু তুল্য যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে কোন বীর কৌলীন্য প্রকাশ পূর্বক আপনার গুণগরিমা করিতে পারে? ফলত তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণপ্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে। রাম! আমি যে গদা গ্রহণ পূর্বক ধাতুরঞ্জিত অটল অচলতুল্য দণ্ডায়মান আছি, ইহা কি তুই দেখিতেছিস না? আমি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় তোকে ও ত্রিলোকের সকল লোককেও এই গদায় উৎসন্ন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিস্তর বলিবার আছে, কিন্তু আর বলিতেছি না, সূর্য্য অস্ত যাইবেন, সুতরাং যুদ্ধেরই সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তুই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস্, আজ নিশ্চয়ই তোরে নষ্ট করিয়া তাদের স্ত্রীপুত্রের নেত্রজল মুছাইয়া দিব।

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে প্রদীপ্তবজ্রতুল্য স্বর্ণবলয়বেষ্টিত গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। খরের করপ্রক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড গদা স্বতেজে বৃক্ষ গুল্ম সমুদায় ভস্মসাৎ করত ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশসদৃশ গদা আগমন করিতেছে দেখিয়া, নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

গদাও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধিবলে নির্বীর্য্য ভুজঙ্গীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

৩০তম সর্গ

রাম ও খরের যুদ্ধ, খর বধ

তখন ধর্ম্মবৎসল রাম হাস্য করিয়া কহিলেন, খর! এই ত তুই সমস্ত বলই দেখাইলি। এক্ষণে বুঝিলাম, তোর শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, তুই এতক্ষণ কেবল বৃথা আস্ফালন করিতেছিলি। ঐ দেখ, তোর গদা আমার শরে চুর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই অতি বাচাল। তোর বিশ্বাস ছিল, যে উহা দ্বারা শত্রুনাশ হইবে, এক্ষণে তাহা দূর হইল। তুই কহিয়াছিলি, যে মৃত বীরগণের আত্মীয় স্বজনের নেত্রজল মার্জন করিয়া দিবি, তোর সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেল। তুই অতিশয় নীচ ক্ষুদ্রাশয় ও দুশ্চরিত্র। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আমি তোর প্রাণ অপহরণ করিব। অদ্য তুই আমার শরে ছিন্নকণ্ঠ হইলে পৃথিবী তোর বুদবুদযুক্ত রক্ত পান করিবেন। অদ্য তোরে ধূলিলুণ্ঠিতদেহে বিক্ষিপ্তহস্তে, যেমন অসুলভ কামিনীকে, সেইরূপ অবনীকে আলিঙ্গন পূর্বক শয়ন করিতে হইবে। তুই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে, এই জনস্থানে নিরাশ্রয় ঋষিগণ নির্বিঘ্নে অবস্থান ও নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন। আজ বিকটদর্শন রাক্ষসীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পার্দ্রবদনে দীনমনে পলায়ন করিবে, এবং তুই যাহাদের পতি সেই দুষ্কুলোৎপন্ন পত্নীরাও আজ হতসর্বস্ব হইয়া শোকে মোহিত হইবে। রে নৃশংস! ব্রাহ্মণকণ্টক! কেবল তোরই জন্য মুনিগণ এতদিন সভয়ে হোম করিতেছিলেন।

তখন খর রামের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রোষকর্কশস্বরে ভৎসনা করিয়া কহিল; রাম! কারণ সত্তে তোর হৃদয়ে ভয় নাই। তুই অত্যন্ত গর্ব্বিত, এই জন্য মৃত্যুকাল আসন্ন হইলেও বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানশূন্য হইতেছিস্। যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্ব্বলতা বশত সে আর কায্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না। এই বলিয়া খর উহাঁকে প্রহার করিবার নিমিত্ত ভ্রূকুটী বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এবং অদূরে এক বৃহৎ সাল বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক উহা উৎপাটন করিয়া লইল। পরে সে সিংহনাদ করিয়া বাহুবলে উহা উত্তোলন ও রামের প্রতি মহাবেগে ক্ষেপণ পূর্ব্বক কহিল, দেখ্, তুই এইবারে নিশ্চয়ই মরিলি। তখন মহাবীর রাম শরনিকরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া খরের বিনাশর্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, এবং রোষে নেত্রপ্রান্ত শোণরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরন্ধ্র, হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেন শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহারবেগে একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং রুধিরগন্ধে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবমান হইল। রাম উহাকে রক্তাক্তদেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া, সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন, এবং উহার বিনাশর্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ অগ্নিতুল্য এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষস্থলে পতিত হইল। খরও শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভুত

অন্ধকাসুরের ন্যায়, বজ্রাহত বৃত্তের ন্যায়, ফেননিহত নমুচির ন্যায় এবং অশনিচ্ছিন্ন বলের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

তদ্দর্শনে চারণসহ সুরগণ বিস্মিত হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই মনে হর্ষ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন, রাম অল্পক্ষণে যুদ্ধে ধরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিলেন। ইহার কার্য্য অতি অদ্ভুত। ইহার বলবীর্য্য অতি বিচিত্র! বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁর কি স্থৈর্য্যই লক্ষিত হইল। এই বলিয়া উহাঁরা বিমানযোগে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্যাদি ঋষি ও রাজর্ষিগণ পুলকিতমনে রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, বৎস! সুররাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ত পবিত্র শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই মুনিগণ আশ্রমদর্শনপ্রসঙ্গে তোমায় এই পানে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমা হইতে তাহা সুসিদ্ধ হইল। অতঃপর আমরা দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করি। এই বলিয়া উহাঁরাও তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে বীর লক্ষ্মণ জানকীর সহিত গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং মহা আহ্লাদে রামকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। রাম জয়লাভে সবিশেষ সমাদৃত হইয়া উহাদের সহিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন চন্দ্রাননা জানকী দেখিলেন, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, ও মুনিগণের সুখদ রামও কুশলী আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মন পুলকে পূর্ণ হইল এবং তিনি পুনঃপুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

৩১তম সর্গ

অকম্পনের লঙ্কার গমন, রাবণের নিকট রামের বলবীর্য্য কীর্তন, রাবণ কর্তৃক মারীচের আশ্রমে গমন ও লঙ্কায় প্রত্যাগমন

ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটিমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, সে জনস্থান পরিত্যাগপূর্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং খরও যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আমিই কেবল বহু কষ্টে এখানে আইলাম।

রাবণ অকম্পনের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করতই যেন কহিতে লাগিল, অকম্পন! মৃত্যুলোভে কে ভীষণ জনস্থান নষ্ট করিল? সংসার হইতে কাহার বাস উঠিয়া গেল। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু, আমার অপকার করিয়া ইন্দ্র, কুবের, যম ও বিষ্ণুও সুখী হইতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে দগ্ধ ও কৃতান্তকে সংহার করিতে পারি, বেগে বায়ুর বেগ প্রতি রোধ এবং স্বতেজে চন্দ্রসূর্য্যকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি।

তখন অকম্পন ভয়স্খলিত বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল, এবং অভয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে কহিল, মহারাজা দশরথের পুত্র রাম নামে এক বীর আছে। সে শ্যামবর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ও যুবা। উহার স্কন্ধদেশ উন্নত এবং বাহুযুগল সুবৃত্ত ও দীর্ঘ। উহার বলবিক্রমের তুলনা নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে।

রাবণ এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে?

অকম্পন কহিল, রাক্ষসরাজ! রাম ধনুর্দ্ধারদিগের অগ্রগণ্য দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ও মহাশূর। লক্ষ্মণ নামে উহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। সে উহারই ন্যায় বলবান্। তাঁহার নেত্র প্রান্ত আরক্ত, মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং কণ্ঠস্বর দুন্দুভিবৎ গভীর। ক্রমান রাম ঐ লক্ষ্মণের সহিত বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলিত আছে। সে রাজগণেরও রাজা। উহার সহিত যে সুরগণ আইসে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। উহার শর প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র যেন পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়, সেই দিকেই যেন উহাকে সম্মুখে দেখে। ফলত কেবল ঐ বীরই আপনার জনস্থানকে নষ্ট করিয়াছে।

তখন রাবণ কহিল, অকম্পন! আমি ঐ রাম ও লক্ষ্মণের বধসাধনের নিমিত্ত এখনই জনস্থানে যাত্রা করিব। শুনিয়া অকম্পন কহিল, রাজন্। আমি রামের বল বীর্য্য ও কার্য্য যেরূপ, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহাবীর কুপিত হইলে, কাহার সাধ্য যে, বিক্রমে উহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া রাখে। সে শরজালে জলপুর্ণ নদীর স্রোত প্রতিকুলে আনিতে পারে। আকাশ গ্রহতারাশূন্য এবং রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারে। সমুদ্রের বেগ নিবারণ, বেলাভূমি ভেদ করিয়া জলপ্লাবন, বায়ুর গতিরোধ, এবং লোক ক্ষয় করিয়া পুনর্বার সৃষ্টিও করিতে পারে। যেমন পাপীর স্বর্গ আয়ত্ত করা সুকঠিন, সেইরূপ আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উহাকে

কখন পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উহার বিনাশের এক উপায় কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে উহার এক সুরূপা পত্নী আছে। সে সর্বালঙ্কারসম্পন্ন ও পূর্ণ যৌবনা। তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে একটি স্ত্রীরত্ন। মনুষ্যের কথা কি, দেবী গন্ধর্বী অপ্সরা ও পন্নগীও তাঁহার অনুরূপ নহে। আপনি বনমধ্যে কোনরূপে রামকে মোহিত করিয়া ঐ সীতাকে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ উপস্থিত হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, অকম্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল সারথিকে লইয়া তথায় যাই, এবং সীতাকে মহাহর্ষে লঙ্কা নগরীতে লইয়া আসি। এই বলিয়া ঐ বীর গর্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্বক দিক সকল উদ্ভাসিত করিয়া চলিল। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হন, তৎকালে ঐ মুখ আকাশপথে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিল। অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রম। রাবণ বহুদুর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মারীচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন দ্বারা উহাকে অর্চনা করিয়া অমানুষসুলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান পূর্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন! নিশাচর দিগের কুশল ত? তুমি যখন একাকী এত সত্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে সংশয় হইতেছে।

তখন রাবণ কহিল, মারীচ! রাম যুদ্ধে রক্ষকের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষসগণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভায্যাকে অপহরণ করিব, তুমি তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! বল, কোন্ মিত্ররূপ শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল? বোধ হয় তুমি কাহারও অবমাননা করিয়াছিলে, সেই তোমার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটাইতেছে। এক্ষণে সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে কে তোমায় পরামর্শ দিল? রাক্ষসকুলের শৃঙ্গছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছে, সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। বল, কে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া তোমার পথে প্রবর্তিত করিল। তুমি সুখে শয়ান ছিলে, কেই বা তোমার মস্তকে আঘাত করিল। দেখ, রাম উন্মত্ত হস্তী, বিশুদ্ধ বংশ উহার শুণ্ড, তেজ মদবারি, এবং বাহুদ্বয় দন্ত; এক্ষণে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি উহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সিংহ, রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষস মৃগ সংহার করা উহার কার্য্য, শাণিত অসি দশন এবং শরই অঙ্গ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তীর্ণ সমুদ্র; কোদণ্ড উহার কুম্ভীর, ভুজবেগ পঙ্ক, তুমুল যুদ্ধ জল, এবং বাণই তরঙ্গ; রাজন্ ঐ সমুদ্রের মুখে পতিত হওয়া তোমার শ্রেয় নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হও, এবং শীঘ্র শঙ্কায় গমন কর। তুমি আপনার পত্নীগণকে লইয়া সুখে থাক, এবং রামও অরণ্যে সীতার সহিত সুখী হউন।

তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

৩২তম সর্গ

শূর্পণখার লঙ্কায় গমন ও রাবণ দর্শন

এদিকে শূর্পণখা দেখিল, রাম একাকী উগ্রকর্মকুশল চতুর্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন, খর দূষণ ও ত্রিশিরাও নিহত হইল; দেখিয়া ঐ মেঘসদৃশী রাক্ষসী শোক বেগে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং রামের এই দুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল, রাক্ষসাধিনাথ রাবণ বিমানে প্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে স্বর্ণবেদিগত জলন্ত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং সুররাজ ইন্দ্রের নিকট যেমন সুরগণ উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মন্ত্রিবর্গ উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছে। ঐ মহাবীর ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, মুখ বৃহৎ, ও বক্ষ বিশাল। উহার অঙ্গে সমস্ত রাজচিহ্ন, কান্তি স্নিগ্ধ বৈদুর্য্যের ন্যায় শ্যামল, ও দন্তগুলি শুভ্র; সে স্বর্ণকুণ্ডলে ভুষিত হইয়া, সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইতেছে। দেবতা গন্ধর্ব ভুত ও ঋষিগণও উহাকে কখন পরাজয় করিতে পারেন নাই। সুরাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের কজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন উহার দেহে দীপ্যমান রহিয়াছে, এবং নাগরাজ ঐরাবত যে দন্তাঘাত করিয়াছিল, বক্ষে তাঁহারও রেখা লক্ষিত হইতেছে। ঐ বীর অতি-যব-গৃহ হইতে মন্ত্রপুত পবিত্র সোমরস বল পূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। অটল সমুদ্র বিলোড়ন, পর্বতশিখর উৎপাটন, এবং দেবগণকেও মর্দন করে। সে পরদারাপহারী ধর্মনাশক ও যজ্ঞবিঘাতক। ঐ মহাবীর ভোগবতী নগরীতে

ভুজগরাজ বাসুকিকে পরাস্ত করিয়া, তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিল। কৈলাস পর্বতে যক্ষাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া, কামগামী পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল ; এবং ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্তী সরোবর ও নন্দন বন নষ্ট করিয়া, নভোমণ্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করিয়াছিল। ঐ বিজয়ী, পূর্বে বনমধ্যে দশ সহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া, ভগবান ব্রহ্মাকে আপনার দশ মস্তক উপহার প্রদান করে, এবং ব্রহ্মারই বরপ্রভাবে মনুষ্য ব্যতীত দেব দানব গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্প হইতে মৃত্যুভয় শূন্য হয়। উহার গলদেশে দিব্য মাল্য লম্বিত হইতেছে, আকার পর্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ, নেত্র বিস্তীর্ণ ও তেজদীপ্ত। সে বেদবিদ্বেষী সর্বলোকভয়াবহ ক্রূর কর্কশ ও নির্দয়। ভয়বিহ্বলা রাক্ষসী শূর্পণখা সেই সহোদর রাবণকে দেখিতে পাইল।

৩৩তম সর্গ

রাবণের প্রতি শূর্পনখার ভৎসনা

অনন্তর শূর্পণখা অমাত্যগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোর ভাবে কহিল, রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত, এক্ষণে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, তাহা বুঝিতে হয়, কিন্তু বুঝিতেছ না। যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্য্যসাধন না করে, সে, রাজ্য ও কার্যের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, যথাকালে প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না, এবং একান্তই

অস্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভ পঙ্ককে পরিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্বাবধান না করে, সমুদময় পর্বতের ন্যায় তাঁহার আর উন্নতি সৃষ্টি হয় না। রাবণ! তুমি চপল, অধিকার মধ্যে কুত্রাপি তোমার দূত নাই, এক্ষণে সুধীর দেব দানব ও গন্ধর্বের সহিত বিরোধাচরণ পূর্বক কিরূপে রাজা হইবে। তুমি বালকস্বভাব ও নির্বোধ, জ্ঞাতব্য কি আছে তাহাও জান না, সুতরাং কিরূপে রাজা হইবে। যাহার দূত ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ, সন্দেহ নাই। নৃপতি দুরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে দুরদর্শী বলিয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার মন্ত্রিগণ সামান্য, এবং কোথাও দূত নাই; এই জন্য জনস্থান যে উচ্ছিন্ন হইল, তাহা জানিতেছ না। রাম একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর ও দূষণকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান ও দণ্ডকারণ্যের মঙ্গল বিধান করিয়াছে। এক্ষণে রাজ্যমধ্যে এই যে ভয় উপস্থিত, তুমি তাহা বুঝিতেছ না, ইহাতেই তোমাকে অত্যন্ত লুব্ধ অসাবধান ও পরাধীন বোধ হইতেছে। যে রাজা উগ্রস্বভাব অল্পদাতা প্রমত্ত গতি ও শঠ, বিপদেও প্রজারা তাঁহার সাহায্য করে না। যে রাজা ক্রুদ্ধ আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদ কালে সমস্ত আত্মীয় স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। উহাঁরা তাঁহার কোন কার্য্য করে না, এবং ভয় প্রদর্শন করিলেও ভীত হয় না। ঐ রাজা শীঘ্র রাজ্য ভ্রষ্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য হইয়া থাকে। শুল্ক কাষ্ঠ লোষ্ট ও ধূলিতেও বরং কোন না কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, কিন্তু রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে তারা

আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন পরিহিত বস্ত্র ও দলিত মাল্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে সেইরূপ যে রাজা অধিকারভ্রষ্ট হয়, সে সুযোগ্য হইলেও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সাবধান ধর্ম্মশীল কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই তাঁহার অজ্ঞাতে থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু নীতিনেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুত্রাপি অনাদর নাই। রাবণ! তুমি এই রাক্ষসগণের হত্যাকাণ্ডের কিছুই চান না, ইহাতে বোধ হয়, যে তুমি নিতান্তই নির্বোধ এবং সকল গুণও তোমার নাই। তুমি কাহাকে দৃক্‌পাত কর না, দেশকাল বুঝ না, এবং গুণদোষ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ অপটু, সুতরাং তোমার রাজ্যনাশ অচিরাৎই ঘটিবে।

অতুল ধনের অধিপতি গর্বিত রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বদোষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল।

৩৪তম সর্গ

রাবণের নিকট শূর্পণখা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বর্ণন এবং সীতা হরণের নিমিত্ত শূর্পণখার উৎসাহ প্রদান

অনন্তর রাবণ রোষভরে শূর্পণখাকে জিজ্ঞাসিত, শোভনে! রাম কে? উহার বিক্রম কেমন? আকার কি প্রকার? কি কারণে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে? যে অস্ত্রে রাক্ষসেরা নিহত হইল, তাহা কিরূপ? এবং কেই বা তোমাকে বিরূপ করিয়া দিল?

তখন শূর্পণখা কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, উহার বাহু দীর্ঘ, চক্ষু বিস্তীর্ণ, এবং পরিধেয় বল্কল ও মৃগচর্ম্ম। সে ইন্দ্রধনুতুল্য স্বর্ণবলয় জড়িত কোদণ্ড আকৃষ্ট করিয়া উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে রণস্থলে কখন শর গ্রহণ, কখন শর মোচন, এবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করে, কিছুই দৃষ্ট হয় না; ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন, তদ্রূপ কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই নেত্রগোচর হইয়া থাকে। ঐ মহাবীর একাকী পদাতিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, তিন দণ্ডের মধ্যে খর দূষণ ও ভীমবল চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান এবং দণ্ডকারণ্যের শুভসাধন করিয়াছে। স্ত্রীবধে পাছে পাপ স্পর্শে, এই জন্য আমাকেই কেবল বিরূপ করিয়া পরিত্যাগ করিল।

রাবণ! লক্ষ্মণ নামে উহার এক ভ্রাতা আছে। সে উহার ন্যায় বলবান। সে তেজস্বী জয়শীল ও বুদ্ধিমান। সে উহার একান্ত ভক্ত ও অত্যন্ত অনুরক্ত। সে যেন উহার দক্ষিণ হস্ত, ও দ্বিতীয় প্রাণ। ঐ রামের এক প্রিয় পত্নীও সমভিব্যাহারে আছে। সে স্বামীর হিতকর কার্য্যে সততই রত। তাঁহার নেত্র আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। সে সুনাসা ও সুরূপা। উহার কেশ সুচিক্কণ, নখ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও উন্নত, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড় এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ। সে বনশ্রীর ন্যায়, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছে। দেবী গন্ধর্বী কিন্নরী ও যক্ষীও তাঁহার সদৃশ নহে। অধিক কি, ঐরূপ নারী আমি পৃথিবীতে আর কখন

দেখি নাই। সে যাহার ভার্য্যার্য্যা হইবে, সে প্রফুল্ল মনে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, ঐ ভাগ্যবান সকল লোকে ইন্দ্র অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবে। রাবণ! সেই সুশীলা তোমারই যোগ্য, এবং তুমিও উহার উপযুক্ত। আমি তোমারই জন্য, উহাকে আনিবার উদ্‌যোগ ছিলাম, কিন্তু ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসা কর্ণ ছেদন করিল। বলিতে কি, আজ ঐ সীতাকে দেখিলেই তোমার মন বিচলিব হইবে। এক্ষণে যদি উহাকে স্ত্রীভাবে লইতে ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্রই জয়ার্থ দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া দেও। যাহা কহিলাম, যদি ইহা সঙ্গত বোধ করিয়া থাক, এখনই অশঙ্কোচে ইহাতে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণ একান্ত অসক্ত, ও নিতান্ত নিরুপায়, তুমি ইহা স্থির বুঝিয়া সীতাগ্রহণে যত্ন কর। আমি তোমার নিকট খর দূষণ এবং জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসেরই বিনাশের কথা উল্লেখ করিলাম; শুনিয়া, যাহা উচিত বোধ হয়, তাঁহারই অনুষ্ঠান কর।

৩৫তম সর্গ

সমুর উপকুলবর্ণন, রাবণ মারীচ সমাগম

অনন্তর রাবণ শূর্পণখার এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই বিষয়ের দোষ গুণ সম্যক বিচার করিয়া, উহাদের মত গ্রহণ পূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সারথিকে কহিল, সূত! তুমি এক্ষণে রথ যোজনা কর। সারথি এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহার অভিলষিত উৎকৃষ্ট

রথযান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। উহাতে স্বর্ণভূষণশোভিত পিশাচবদন গর্দ্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ মনোরথগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলদগম্ভীররবে সমুদ্রের অভিমুখে চলিল। উহার মস্তকে শ্বেত ছত্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। ঐ বীর সুদৃশ্য পরিচ্ছদে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে সে সুরগণের পরম শত্রু ও ঋষিঘাতক। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, এবং বর্ণ বৈদুর্য্য মণির ন্যায় শ্যামল। সে গমনকালে দশ শৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং বিদ্যুৎ যাহাতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং বকশ্রেণী যাহার অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ মেঘের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে উপনীত হইল। দেখিল, তথায় শৈলরাজি বিস্তৃত আছে, এবং সিলিল স্বচ্ছ সরোবর, ও বেদিমণ্ডিত সুপ্রশস্ত আশ্রম সকল রহিয়াছে। কোথাও কদলী ও নারিকেল, কোথাও বা সাল তাল ও তমাল প্রভৃতি ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানে স্থানে সর্প ও পক্ষী সকল আশ্রয় লইয়াছে। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ বিচরণ করিতেছে। নিস্পৃহ সিদ্ধ, চারণ, বৈখানস, বালখিল্য, আজ, মাষ, ও মরীচিপ ঋষিগণ তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছেন। এবং ক্রীড়াচতুরা অপ্সরা ও সুরূপা দেবরমণীগণ দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতেছেন। উহা অমৃতাশী দেবাসুরগণের আবাস, সততই সাগরতরঙ্গে শীতল হইয়া আছে। তথায় বৈদুর্য্যশিলা সুপ্রচুর, হংস সারস ও মণ্ডুকেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে, এবং যাঁহারা তপোবলে দিব্য লোক অধিকার করেন, তাঁহাদিগের পাণ্ডুবর্ণ

পুষ্পমাল্যশোভিত গীতবাদ্যে ধ্বনিত কামগামী বিমান শোভমান হইতেছে। উহার কোথাও নির্য্যাস রসের উপাদান চন্দন, কোথাও ঘ্রানতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু, কোথাও সুগন্ধফল তক্কোল বৃক্ষ, কোথাও তমালপুষ্প ও মরীচের গুল্ম, কোথাও প্রায় মুক্তাসমূহ, কোথাও শঙ্খস্তূপ, এবং প্রবাল, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত, কোথাও নির্ম্মল রমণীয় প্রস্রবণ, এবং কোথাও বা হস্ত্যশ্বরথসমাকীর্ণ ধনধান্যপূর্ণ স্ত্রীরত্বসম্পন্ন নগর।

রাক্ষসরাজ রাবণ সমুদ্রের উপকুলে সুখস্পর্শ সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন ও এই সমস্ত অবলোকন পূর্বক গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে, এক সুনীল বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল। উহার মূলে মুনিগণ তপস্যা করিতেছেন। শাখা সকল চতুর্দিকে শত যোজন বিস্তৃত। মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপবেশন করিয়াছিল। সে উপবিষ্ট হইবামাত্র তাহার দেহভরে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে বৈখানস, বালখিল্য, মরীচিপ, আজ, ও ধূম্র নামক ঋষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। গরুড় উহাঁদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া, এক পদে ঐ শত যোজন দীর্থ ভগ্ন শাখা ও গজ কচ্ছপ গ্রহণ পূর্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটি জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তৎকালে এই আহ্লাদে তাঁহার বল দ্বিগুণ বর্জিত হইয়া উঠিল। সে অমৃত হরণের নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইল, এবং ইন্দ্রভবন হইতে

লৌহজাল ছিন্ন ভিন্ন ও রত্নগৃহ ভেদ করিয়া, সুরক্ষিত অমৃত হরণ করিল। রাবণ সমুদ্র-কুলে গিয়া সেই সুভদ্র নামা বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল।

অনন্তর সে সাগর পার হইয়া নিভৃত স্থানে এক পবিত্র রমণীয় আশ্রম দর্শন করিল। তথায় কৃষ্ণাজিনধারী জটা যুটশোভিভ মিতাহারী মারীচ বাস করিতেছিল। রাবণ উপস্থিত হইবামাত্র সে পাদ্যাদি দ্বারা উহাকে অর্চনা করিল, এবং দেবভোগ্য ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া, যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন! লঙ্কা নগরীর সর্বাঙ্গীন কুশল ত? তুমি কি উদ্দেশ করিয়া পুনর্বার এখানে আগমন করিলে?

৩৬তম সর্গ

মারীচের নিকট রাবণের সাহায্য প্রার্থনা

রাবণ কহিল, মারীচ! আমি বিপদস্থ হইয়াছি; বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। এক্ষণে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি জনস্থান জান; তথায় আমার ভ্রাতা খর দূষণ, ভগিনী শূর্পনখা, ও মাংসাশী ত্রিশিরা বাস করিত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী আর নিশাচরও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। উহারা মহাবীর খরের মতনুবর্তী ও ভীমকর্ম্মপরায়ণ; উহাদের সংখ্যা চতুর্দশ সহস্র। ঐ সকল রাক্ষস অরণ্যে ধর্মচারী ঋষিগণের উপর সতত অত্যাচার করিত। এক্ষণে উহারা বর্ম ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মনুষ্য উহাদিগকে কোন কঠোর কথা না কহিয়া ক্রোধভরে কেবলই শর ত্যাগ

করে, এবং পদাতি হইয়াই সকলকে সংহার করিয়াছে। সে খরকে নিহত, দূষণকে বিনষ্ট, এবং ত্রিশিরাকে রণশায়ী করিয়া, দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। মারীচ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণ প্রাণ ক্ষত্রিয়াধম হইতে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নিশ্চল হইয়া গেল। সে দুঃশীল কর্কশ উগ্রস্বভাব ও লুব্ধ। তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, এবং সে সততই অন্যের অহিতাচরণ করিয়া থাকে। ঐ মূর্খ বৈরব্যতীত অরণ্যে কেবল বল প্রয়োগ পূর্বক আমার ভগিনীর নাশা কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই উহার পত্নী দেবকন্যারূপিণী সীতাকে অবিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্যে আমায়, সাহায্য কর। বীর! কুম্ভকর্ণাদি ভাতৃগণের সহিত তুমি আমার পার্শ্ববর্তী থাকিলে, আমি দেবগণকেও গণনা করি না। তুমি সুসমর্থ, এক্ষণে তুমিই আমার সহায় হও। বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায় নিয়ে তোমার তুল্য আর কেহ নাই। তুমি মহাবল ও মায়াবী। তাত! এই কারণে আমি তোমার নিকট আইলাম। এক্ষণে আমার জন্য তোমার যাহা করিতে হইবে, তাহাও শুন। তুমি রামের আশ্রমে গমন পূর্বক রজতবিন্দুখচিত হিরন্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর; সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাম লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে ঐ দুই জন এই কার্য্যপ্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি ঐ শূন্য স্থান হইতে অবাধে রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, সেইরূপ পরম সুখে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার

বিরহে যার পর নাই কৃশ হইয়া যাইবে; আমিও কৃতকার্য্য হইয়া, অক্লেশে উহাকে বিনাশ করিব।

রাবণের এই কথা শুনিবামাত্র মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং সে যৎপরোনাস্তি ভীত দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়া, নীরস ওষ্ঠ লেহন করত নির্ণিমেষলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৩৭তম সর্গ

মারীচের উপদেশ ছলে রাবণকে তিরস্কার ও রামের বিক্রম কীর্ত্তন

অনন্তর মারীচ অধিকতর বিষণ্ন হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ও রাবণের শুভঙ্কল্পে কহিতে লাগিল, রাজন! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথা বলে, এরূপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, কুত্রাপি তোমার চর নাই, এই কারণে ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্রোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য শীঘ্র ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বৃত্ত; লঙ্কা নগরী তোমার আধিপত্যে সকলেরই সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুর্ম্মতি রাজ্য এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। বৎস! রাম পিতার অযত্নে পরিত্যক্ত হন নাই, এবং তাঁহাকে লুব্ধ অশ্রদ্ধেয় উগ্র

স্বভাব ও ক্ষত্রিয়ের অধমও বোধ করিও না। তিনি ধার্ম্মিক এবং সকলের হিতকারী। তিনি দশরথকে কৈকেয়ীর কুহকে বঞ্চিত দেখিয়া, তাঁহার সত্য পালনার্থ বনে আসিয়াছেন। তিনি কেবল উহাঁদেরই প্রিয় কামনায় রাজ্য ও ভোগ তুচ্ছ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ! রাম কর্কশ নহেন, মূর্খ নহেন, এবং অজিতেন্দ্রিয় নহেন। তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গও শুনি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি ঐরূপ কথা প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সুশীল ও সত্যনিষ্ঠ। ইন্দ্র যেমন সুরগণের রাজা, সেইরূপ তিনি সকলেরই রাজা। এক্ষণে তুমি কোন সাহসে তাঁহার সীতাকে বল পূর্ব্বক লইতে চাও? সীতা আপনার পাতিব্রত্যবতে রক্ষিত হইতেছেন। সূর্য্যপ্রভাকে হরণ করা যেমন অসাধ্য, রামের হস্ত হইতে তাঁহাকে অবিচ্ছন্ন করিয়া লওয়াও সেইরূপ। রাবণ! শরাসন ও অসি যাহাঁর কাষ্ঠ, শরজাল যাঁহার প্রবল শিখা, সেই দীপ্যমান রামরূপ অগ্নিমধ্যে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীষ্ট প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালস্বরূপ রামের নিকট যাইও না। সীতা যাহাঁর, তাঁহার তেজের আর পরিসীমা নাই। রাম সীতার রক্ষক, তুমি সীতাকে কখনই হরণ করিতে পারিবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়; তুমি ঐ অনলশিখার ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পতিপরায়ণাকে কোন মতে পরাভব করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে বৃথা যত্ন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয় কহিতেছি, রামকে রণস্থলে দেখিবামাত্রই তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিবে। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, জীবন সুখ ও রাজ্য এই তিনই দুর্লভ। অতঃপর তুমি বিভীষণ প্রভৃতি

ধর্ম্মশীল মন্ত্রিগণের সহিত এই উপস্থিত বিষয়ের মন্ত্রণা কর। এই কার্যের দোষ গুণ ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বিক্রম যথার্থত বিচার করিয়া, যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই কর। রাজন্! আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি পুনরায় তাহা কহিতেছি, শুন।

৩৮তম সর্গ

মারীচের স্বীয় পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন ও রাবণকে উপদেশ প্রদান

এক সময়ে আমি সহস্র হস্তীর বলে পৃথিবী পর্য্যটন করিতাম। আমার দেহ পর্বতাকার, বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, কর্ণে কনককুণ্ডল এবং মস্তকে কিরীট। আমি পরিঘ গ্রহণ ও লোকের মনে ত্রাসোৎপাদন পূর্বক ঋষিমাংস ভক্ষণ করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। অনন্তর একদা ধর্ম্ম পরায়ণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে রাজা দশরথের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি মারীচ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে এই রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে আমায় রক্ষা করুন।

ধর্ম্মশীল দশরথ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখুন, রামের বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ, আজিও ইহাঁর অস্ত্রে সম্যক শিক্ষা হয় নাই। ব্রহ্মন্! আমার যথেষ্ট সৈন্য আছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারে যাইবে; আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত গিয়া সেই রাক্ষসকে, যেরূপে বলেন, বিনাশ করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তোমার কার্য্য ত্রিলোকে প্রচার আছে, তুমি

অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু রাম ভিন্ন সেই রাক্ষসের পক্ষে আর কোন সৈন্যই পয্যাপ্ত হইতেছে না। তোমার সৈন্য প্রচুর আছে, তাহা এখানেই থাক্। এই তেজস্বী, বালক হইলেও রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন। আমি এক্ষণে ইহাঁকেই লইয়া যাইব, তোমার মঙ্গল হউক।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঐ রাজকুমারকে লইয়া হৃষ্টমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাম শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রামের তখনও শ্মশ্রুজাল উদ্ভিন্ন হয় নাই। তিনি সুন্দর, শ্যামকলেবর, বালক, ও শুভদর্শন। তিনি ব্রহ্মচর্যের অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার কেশ কাকপক্ষে চিহ্নিত, গলে হেমহার লম্বিত হইতেছিল। তিনি আপনার উজ্জ্বল তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত করিয়া উদিত বাল-চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর আমি ব্রহ্মদত্ত বরে গর্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলাম। রাম দেখিলেন, আমি অস্ত্র উদ্যত করিয়া সহসাই প্রবিষ্ট হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি বিশেষ ব্যগ্র না হইয়া ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন। আমি মোহবশত উহাঁকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদে বিশ্বামিত্রের বেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ইত্যবসরে রাম আমায় লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেম। আমি ঐ বাণের আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া, শতযোজন, সমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। তৎকালে রামের বিনাশ করিবার সঙ্কল্প না থাকাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি শরবেগে আমাকে গভীর সাগরজলে লইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ

করিয়া লঙ্কায় প্রতিগমন করি। রাজন্! এইরূপে আমিই কেবল রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, কিন্তু তিনি বয়সে বালক ও অস্ত্রে অপটু হইলেও আমার আর আর সহচরকে বিনাশ করেন। এক্ষণে আমি নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সহিত বৈরাচরণ করিও না, ইহাতে নিশ্চয়ই বিপদস্থ হইয়া নষ্ট হইবে, ক্রীড়াসক্ত, সমাজবিহারী উৎসবদর্শক রাক্ষসগণকে অকারণ সন্তপ্ত করিবে, এবং সীতার জন্য নিবিড়-প্রাসাদ-শোভিত রত্নখচিত লঙ্কাকে ছারখার হইতে দেখিবে। শুদ্ধসত্ব লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংশ্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তুমি স্বদোষেই সুগন্ধিচন্দনলিপ্ত উজ্জ্বলবেশ রাক্ষসগণকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিবে। হতাবশেষ বহুসংখ্য নিশাচর নিরাশ্রয় হইয়া, কাহারও স্ত্রী সঙ্গে কেহ বা একাকী, দশদিকে ধাবমান হইতেছে, দেখিতে পাইবে; লঙ্কাকেও শরজালসমাকীর্ণ অনলশিখাপূর্ণ ও ভস্মীভূত দেখিবে। রাজন্! পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী আছে, তুমি তাহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক, এবং রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মানোন্নতি রাজ্য অভীষ্ট প্রাণ সুরূপা স্ত্রী ও মিত্রবর্গ এই সকল যদি বহুকাল ভোগ করিতে চাও, কদাচ রামের সহিত বিরোধাচরণ করিও না। আমি তোমার বন্ধু, তোমায় বারংবার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া, বল পূর্বক সীতার অবমাননা কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য্য হইয়া সবান্ধবে কালগ্রস্ত হইবে।

৩৯তম সর্গ

মারীচের স্বীয় পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন ও রাবণকে উপদেশ প্রদান

রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন যুদ্ধে কঞ্চিৎ রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবার যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাও শুন। আমি প্রাণ সঙ্কটেও কিছুমাত্র পরিদেবনা না করিয়া, একদা মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার জিহ্বা প্রদীপ্ত, দশন বৃহৎ, শৃঙ্গ সুতীক্ষ্ণ ও আহার ঋষিমাংস। আমি এইরূপ ভীষণ মৃগরূপ ধারণ পূর্বক, অগ্নিহোত্র তীর্থ ও চৈত্য স্থানে মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাপসগণকে বধ করিয়া, উহাদের রক্ত মাংস ভোজন করত ধর্ম্মকর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলাম। আমার মূর্তি একান্ত ক্রূর, আমি শোণিতপানে অত্যন্ত উন্মত্ত, তৎকালে বনের আর জন্তু আমাকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে ধর্মচারী তাপস মিতাহারী রামকে আর্য্যা সীতাকে এবং মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিলাম। রামকে দেখিবামাত্র আমার মনে পুর্ববৈর ও পুর্বপ্রহার স্মরণ হইল। তখন আমি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া উহাকে তাপসবোধ বিনাশার্থ মহাক্রোধে ধাবমান হইলাম।

ইত্যবসরে রাম ধনু আকর্ষণ পূর্বক তিনটি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বজ্রসংকাশ ভীষণ শোণিতপায়ী শর মিলিত হইয়া বায়ুবেগে আগমন করিতে লাগিল। আমি রামের বিক্রম জানিতাম, এবং পূর্ব হইতেই বিশেষ শঙ্কিত ছিলাম, এক্ষণে গূঢ় অপকারার্থী হইয়া তথা

হইতে কিঞ্চিৎ অপহৃত হইলাম। আমি অপহৃত হইবামাত্র ঐ দুইটি রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল। রাজন্! তৎকালে এই রূপেই ঐ শরপাত হইতে মুক্ত হইয়া, কঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম; পরে যোগী তাপস হইয়া, এই স্থানে একান্ত মনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি, আমি তদবধি প্রতি বৃক্ষেই চীরবসন শরাসনধারী রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে পাই। ভীত হইয়া সতত যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, এবং সমস্ত অরণ্যই যেন আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নযোগে উহাকে দেখি মাত্র অচেতনে চমকিত হইয়া উঠি। যেখানে কিছু নাই সেখানে তাহাকেই দেখি; এবং রত্ন ও রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ফলত রামের প্রভাব আমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ম্ম নয়। তিনি মনে করিলে, বলি বা নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম কর, বা নাই কর, যদি আমায় জীবিত দেখিতে চাও, আমার সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিও না। এই জীবলোকে অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ছিলেন, তাঁহারা অন্যের অপরাধে সপরিবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমিও কি অপরের দোষে ঐরূপ হইব? রাক্ষসরাজ! তুমি যা পার কর, আমি কখনই তোমার অনুগমন করিব না। রাম অতিশয় তেজী মহাসত্ব ও মহাবল, তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসলোক উচ্ছিন্ন করিবেন। ভাল, এক্ষণে তুমিই বল দেখি, শূর্পণখার জন্য খর রামের নিকট সমরার্থী হইয়া যায়, তিনিও তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ অপরাধ কি? রাজন্! আমি তোমার পরম হিতৈষী মিত্র,

যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আজিই তোমায় রামের শরে সবান্ধবে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।

৪০তম সর্গ

রাবণ কর্তৃক মারীচকে তিরস্কার ও স্বীয় অভিমত কার্য্য করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান

তখন মুমূর্ষু যেমন ঔষধ ভক্ষণ করে না, সেইরূপ আসন্ন মৃত্যু রাবণ মারীচের এই যুক্তিসম্মত কথা গ্রহণ করিল না, এবং অসঙ্গত ও কঠোর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, দুষ্কুলজাত! তুমি আমাকে অতি অনুচিত কথা কহিতেছ। উষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় তোমার বাক্য নিতান্তই নিষ্ফল। তুমি ইহা দ্বারা সেই নরাধম মূর্খের প্রতিপক্ষতা হইতে কোন মতে আমায় নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যে স্ত্রীলোকের তুচ্ছ কথায় পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ও রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, এক কালে বনে আসিয়াছে, আমি সেই খরনাশক রামের প্রাণসমা সীতাকে তোমার সমক্ষেই হরণ করিয়া আনিব। রাক্ষস! ইহাই আমার সঙ্কল্প, এখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুর আইলেও আমায় ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। কোন কার্য্যসংশয় উপস্থিত হইলে, যদি তোমায় তৎসংক্রান্ত দোষ গুণ উপায় অপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ঐরূপ কহিতে পারিতে। যে মন্ত্রী শ্রেয়ার্থী ও বিজ্ঞ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রভুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিবেন, এবং যাহা প্রভুর অনুকুল ও শুভজনক,

বিনীতবাক্যে রাজনীতিনির্ণীত প্রণালী অনুসারে তাহাই কহিবেন। দেখ, যে রাজা সম্মানার্থী, তিনি স্বমতবিরোধী অসম্মানের কথা হিতকর হইলেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত গুণসদ্ভাৰ তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সকল অবস্থা সেই রাজাকে পূজা ও সম্মান করা কর্তব্য। মারীচ! আমি অভ্যাগত, কিন্তু তুমি ধর্ম সবিশেষ না জানিয়া, দুর্বুদ্ধি ও মোহ বশত আমাকে এইরূপ কঠোর কথা কহিতেছ। আমি তোমাকে সঙ্কল্পিত কার্যের গুণ দোষ এবং নিজের ইষ্টাবিষ্টের কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, তুমি আমাকে সাহায্য কর কেবল ইহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে যার পর নাই বিসদৃশ হইয়াছে। যাহাই হউক, তুমি অতঃপর আমার এই কার্যে সহায়তা কর, এবং যাহা তোমায় করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা কহিতেছি শুন। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত হিরন্ময় হরিণ হইয়া, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর, এবং সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। অনন্তর সীতা তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইবে, এবং শীঘ্র তোমায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ করিবে। পরে রাম এই প্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তুমি বহু দূরে গিয়া, উহারই অনুরূপ স্বরে হা সীতে হা লক্ষ্মণ এই বলিয়া চীৎকার করিও। লক্ষ্মণ উহা শ্রবণ করিয়া, সীতার নির্বন্ধে এবং ভ্রাতৃস্নেহে, যে দিকে রাম, সসম্ভ্রমে তদভিমুখে যাইবে। উহাঁরা উভয়ে এইরূপে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি পরম

সুখে ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ সীতাকে আনয়ন করিব। মারীচ! আজ তোমাকে রাজ্যের অর্ধাংশ দিতেছি, তুমি এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া, যথায় ইচ্ছা গমন করিও। এক্ষণে চল, আমিও সরথে দণ্ডকারণ্যে তোমায় অনুসরণ করিব, এবং রামকে বঞ্চনা ও যুদ্ধব্যতীত সীতা লাভ করিয়া, পরে তোমারই সহিত লঙ্কায় যাইব। এক্ষণে যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে অদ্যই আমি তোমাকে বিনাশ করিব। অতঃপর মরণ-ভয়েও তোমায় অবশ্য এই কার্য্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রাজার প্রতিকুল হয়, তাঁহার কখন সুযশ নাই। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, আমার সহিত বিরোধ করিলে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে; তুমি ইহা স্থির জানিয়া, যাহা শ্রেয় বোধ হয়, তাহাই কর।

৪১তম সর্গ

রাবণের প্রতি মারীচের ভৎসনা

রাবণ রাজার অনুরূপ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মারীচ অশঙ্কুচিতচিত্তে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রাক্ষস! কোন পামর তোমাকে পুত্র অমাত্য ও রাজ্যের সহিত উৎস হইতে পরামর্শ দিল? কোন্ দুরাচার তোমার সুখ দর্শনে অসুখী হইল? কোন্ নির্বোধ তোমাকে উপায়চ্ছলে মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? এবং কোন ক্ষুদ্রাশয়ই বা তোমায় এইরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিল? তুমি স্বকৃত উপায়ে নিপাত হইবে, ইহাই তাঁহার সংকল্প। তোমার বিপক্ষের অপেক্ষাকৃত হীনবল, তুমি প্রবল কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হও, তাহারা

নিশ্চয়ই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! যে সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না, তাহারা বধ্য, কিন্তু তুমি কি কারণে তাহাদিগকে বধ করিতেছ না? রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অসৎ পথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব সচিবেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু তোমাতে ইহার অন্যথা দেখিতেছি। তাঁহারা রাজ প্রসাদে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও যশ সমস্তই প্রাপ্ত হন; তাঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিলে এই সকল বিফল হইয়া যায় এবং অন্যান্য লোকেরাও বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলত রাজা, ধর্ম্ম ও যশের নিদান, সুতরাং সকল কালে তাঁহাকে সাবধান করা আবশ্যক। যে রাজা উগ্রস্বভাব দুর্বিনীত ও প্রতিকুল, তিনি কখনই রাজ্য পালন করিতে পারেন না। যিনি অসৎ উপায়-প্রবর্তক মন্ত্রির সাহায্যে কার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, তিনি উহার সহিত বিষম স্থলে অধীর সারথিসহ রথের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হন। যাহাঁরা প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু, এমন অনেকেই ইহলোকে অন্যের অপরাধে সপরিবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রতিকুল, তাঁহার অধীনস্থ প্রজারা শৃগালরক্ষিত মৃগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি ক্রূর নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তুমি যে সকল রাক্ষসের রাজা, তাহারা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যদি আমি অকস্মাৎ রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র পরিতাপ নাই, কিন্তু তুমি যে অচিরাৎ সসৈন্যে উৎসন্ন হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। সেই মহাবীর আমাকে বিনাশ করিয়া, শীঘ্র তোমাকে সংহার করিবেন। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তাঁহার দর্শনমাত্র আমায়

নষ্ট হইতে হইবে, এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবান্ধবে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিবে। অথবা যদি তুমি আমার সহিত আশ্রম হইতে জানকীকে আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি স্ববংশে থাকিবে না, আমি উৎসন্ন হইব, এবং লঙ্কাও ছারখার হইবে। রাবণ! আমি তোমার হিতৈষী সুহৎ, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু আমার কথা তোমার সহ্য হইতেছে না; মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের বাক্য তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।

৪২তম সর্গ

রাবণ ও মারীচের দণ্ডকারণ্যে গমন, মারীচের হিরণ্য মৃগরূপ ধারণ ও সীতার হিরণমৃগ দর্শন

মারীচ লঙ্কাধিপতি রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভৎসনা করিয়া, তাঁহার ভয়ে দুঃখিতমনে পুনরায় কহিল, রাবণ! চল, তবে আমরা গমন করি। সেই শরশরাসনধারী রাম যদি আমাকে পুনর্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশ পূর্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যমদণ্ডে বিনষ্ট হইবে, রাম তোমার পক্ষে তৎস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিব, তুমি কুশলে থাক, আমি চলিলাম।

রাবণ মারীচের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল, এবং উহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক কহিল, তাত! তুমি আমারই

অভিপ্রায়ানুরূপ এই পৌরুষের কথা কহিলে। এখন তোমায় মারীচ বোধ হইল, এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন রাক্ষস ছিলে। অতঃপর তুমি আমার সহিত এই বিমানগামী রত্নখচিত গর্দভবাহন রথে আরোহণ কর। তুমি সীতাকে প্রলোভন দেখাইয়া, পরে যথায় ইচ্ছা যাইও। ঐ সুযোগে আমিও নির্জন পাইয়া, বল পূর্বক তাহাকে আনিব।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ বিমানকার রথে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে যাত্রা করিল, এবং গ্রাম নগর নদী ও পর্বত সকল দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হইল। পরে রাবণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মারীচের কর ধারণ পূর্বক কহিল, তাত! ঐ রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমরা যে কারণে আগমন করিলাম, তুমি অবিলম্বে তাঁহার অনুষ্ঠান কর।

তখন মারীচ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর মৃগ হইল। উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ততুল্য, পার্শ্বভাগ মধূক পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্মপরাগের অনুরূপ, স্নিগ্ধ ও সুন্দর। খুর বৈদুর্য্যাকার, জঙ্ঘা সূক্ষ্ম, সর্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত, সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও ঊর্দ্ধে শোভিত। তৎকালে উহার এই অপূর্ব রূপে রমণীয় বন ও রামের আশ্রম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সে সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র ভক্ষণ করত, কদলীবাটিকায় প্রবেশ

করিল। পরে কর্ণিকার বনে গিয়া জানকীর দৃষ্টিপথে পড়িবার ইচ্ছায় মৃদুপদে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সে একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, কিয়ৎক্ষণ দ্রুতবেগে গেল, আবার ফিরিল, কখন ক্রীড়ায় মত্ত, কখন উপবিষ্ট, কখন রামের আশ্রমদ্বারে গিয়া মৃগযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আবার এক দল মৃগের অনুগত হইয়া আইসে। এই রূপে সে জানকীর প্রতীক্ষায় লম্ফ প্রদান পূর্বক নানা রূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অরণ্যের অন্য মৃগের উহার দর্শনমাত্র নিকটস্থ হইয়া, দেহ আঘ্রাণ পূর্বক দশ দিকে ধাবমান হইল। মারীচ মগবধে সুপটু, কিন্তু তৎকালে স্বভাব গোপনে রাখিবার জন্য সংস্পর্শেও উহাদিগকে ভক্ষণ করিল না।

এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যর্থ হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্প চয়নপ্রসঙ্গে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রামপ্রণয়িণীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাগ আলোকিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৪৩তম সর্গ

রাম লক্ষ্মণ সংবাদ

স্বর্ণবর্ণা জানকী ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া, হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি এক

একবার উহাকে আহ্বান করেন, আবার ঐ মৃগটি দেখিতে থাকেন। রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে দর্শন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আমার বোধ হয়, মারীচই এই মৃগ হইয়াছে। যে সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ পুলকিতমনে অরণ্যে আইসেন, ঐ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, এক্ষণে মায়াবলেই রমণীয় মৃগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব, ইহা যে রাক্ষসী মায়া, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

জানকী বঞ্চনাবলে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে নিবারণ পূর্বক হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহু সংখ্য মৃগ চমর সৃমর ভল্লুক বানর ও কিন্নর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শান্তভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এইরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই।

ঐ নানাবর্ণচিত্রিত শশাঙ্ক শোভন রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা উহার কি রূপ! কি শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্বার রাজ্য লাভ করিব।

তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে; এবং ভরত, তুমি, শ্বশ্রূগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যার পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ নক্ষত্রপথচিত্রিত মৃগকে দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, সীতার মৃগলাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। আজ এই মৃগ অসামান্য রূপের জন্য আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, চৈত্ররথ কাননেও ইহার অনুরূপ একটি নাই। ইহার দেহে স্বর্ণবিন্দুখচিত অনুলোম ও বিলোম রোমরাজি কেমন শোভা পাইতেছে। মুখবিকাশকালে অনলশিখাতুল্য উজ্জ্বল জিহ্বা মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় কেমন নিঃসৃত হইতেছে! ইহার আস্যদেশ ইন্দ্রনীলময় পানপাত্রের ন্যায় সুন্দর, এবং উদর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় মনোহর। জানি না, এই নিরুপম মৃগকে নয়নগোচর করিলে কাহার মন প্রলোভিত না হয়? এই স্বর্ণপ্রভ রত্নময় দিব্যরূপ দর্শনে কে না বিস্মিত হইয়া উঠে? বৎস! ভুপালগণ মাংসের জন্য হউক, বা বিহারার্থই হউক, বনে গিয়া মৃগ বধ করেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে মণিরত্নাদি ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকগত জীবের সঙ্কল্পমাত্রসিদ্ধ ভোগ্য

পদার্থের ন্যায় এই কোশবর্দ্ধন বন্য ধন যে, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাঁহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থলুব্ধেরা অর্থমূলক যে কার্যের উদ্দেশে অবিচারিত চিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা তাহাকেই অর্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জানকী এই মৃগের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্মে আমার সহিত উপ বেশনে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, কদলী ও প্রিয়কের [মৃগ বিশেষ] এবং ছাগ ও মেষের চর্ম্ম স্পর্শগুণে ইহার অনুরূপ হইবে না। পৃথিবীর এই সুন্দর মৃগ এবং নক্ষত্ররূপ গগনচারী মৃগ এই উভয়ই সর্বোৎকৃষ্ট। বৎস! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বলিয়া অনুমান করিতেছ, যদি বাস্তব তাহাই হয়, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য। পূর্বে এই নৃশংস মারীচ অরণ্যে বিচরণ করত মহর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে, এবং যে সকল রাজা মৃগয়ায় আইসেন, তাঁহারাও ইহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য হইতেছে। পূর্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি উদরস্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিত। বহু দিবসের পর সে একদা তেজস্বী অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আপনার মাংস আহার করাইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি শ্রাদ্ধান্তে উহাকে স্বরূপ আবিষ্কারে ইচ্ছুক দেখিয়া, হাস্যমুখে এইরূপ কহেন, বাতাপে! তুমি এই জীবলোকে পাপের বিচার না করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বতেজে পরাভব করিয়াছ, আজ সেই অপরাধে তোমাকে আমার উদরে জীর্ণ হইতে হইল। লক্ষ্মণ! আমি ধর্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়, দুরাত্মা মারীচ আমাকেও যখন অতিক্রম করিবার চেষ্টায় আছে, তখন বাতাপির ন্যায় ইহাকেও মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম ধারণ পূর্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর।

ইহাকে রক্ষা করাই আমাদিগের মুখ্য কার্য্য হইতেছে। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব, আর যদি বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া আসিব। দেখ, সীতার মৃগচর্ম্ম লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, আজ এই চর্ম্মপ্রধান মৃগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যাবৎ আমি এক শরে উহাকে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি আশ্রমমধ্যে সীতার সহিত সাবধানে থাকিও। আমি ইহাকে হনন ও ইহার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আসিব। লক্ষ্মণ! মহাবল জটায়ু বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, তুমি ইহাঁর সহিত সতর্ক ও সর্বত্র শঙ্কিত হইয়া সীতাকে রক্ষা কর।

৪৪তম সর্গ

রাম কর্তৃক মারীচ বধ

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া, স্বর্ণমুষ্টিসম্পন্ন খড় ধারণ করিলেন, এবং স্থলত্রয়ে আনত বীরভূষণ শরাসন গ্রহণ ও দুই তূণীর বন্ধন করিয়া চলিলেন। তখন ঐ হিরন্ময় হরিণ উহাকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে লুক্কায়িত হইল, পরক্ষণে আবার দর্শন দিল; রাম, যেখানে মৃগ সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যেন সে সম্মুখে রূপের ছটায় জ্বলিতেছে। ঐ সময় মৃগ এক এক বার রামকে দেখে, আবার ধাবমান হয়। কখন সে শরপাত পথ অতিক্রম করে, এবং কখন বা যেন হস্তগত হইল, এই ভাবে লোভ দেখাইতে থাকে। ক্রমশঃ তাঁহার আত্মনাশের শঙ্কা প্রবল হইল, মনও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং যেন সে আকাশেই মহাবেগে যাইতে

লাগিল। সে একবার দৃষ্ট আবার অদৃষ্ট হয়; মুহুর্তমধ্যে দর্শন দিল, পুনরায় দূরে গিয়া প্রকাশ হইল। এইরূপে সে ছিন্নভিন্ন মেঘে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইল এবং ক্রমশঃ আশ্রম হইতে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল।

তখন মৃগলোলুপ রাম এই ব্যাপার দর্শনে মুগ্ধ ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া, এক তৃণাচ্ছন্ন স্থানে ছায়া আশ্রয় পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ হরিণ অন্যান্য মৃগে পরিত হইয়া, দূর হইতে আবার দৃষ্ট হইল। রামও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পুনরায় ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অতিশয় ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ লুক্কায়িত হইল, এবং পুনর্বার অতিদূরে এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখা দিল। পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাশনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণ, পূর্বক, পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র, মৃগরূপ মারীচের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালবৃক্ষপ্রমাণ লম্ফ প্রদানপূর্বক, আর্তস্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণ নির্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জন করিল। অনন্তর রাবণের বাক্য স্মরণ পূর্বক ভাবিল, এক্ষণে সীতা কোন উপায়ে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন, এবং কিরূপেই বা রাবণ নির্জন পাইয়া সীতাকে লইয়া যাইবে। তখন রাবণের নির্দিষ্ট উপায়ই তাঁহার সঙ্গত বোধ হইল, এবং সে রামের অনুরূপ স্বরে, হা সীতে হা লক্ষ্মণ বলিয়া চীৎকার

করিল। তাঁহার মৃগরূপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সে বিকট রাক্ষসমূর্তি ধারণ করিয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্মে আহত ও শোণিতলিপ্ত দেহে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্বেই কহিয়াছিলেন, যে ইহা রাক্ষসী মায়া, বস্তুত এক্ষণে তাহাই হইল; আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহাই হউক, এই রাক্ষস তারস্বরে, হা সীতে হা লক্ষ্মণ বলিয়া দেহ ত্যাগ করিল, না জানি, জানকী এই শব্দ শুনিয়া কি হইবেন। এবং লক্ষ্মণেরই বা কি দশা ঘটিবে। এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া গেল এবং যার পর নাই ভয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর তিনি অন্য মৃগ বধ করিয়া, তাঁহার মাংস গ্রহণ পূর্বক সত্বরে আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

৪৫তম সর্গ

জানকী লক্ষ্মণ সংবাদ ও লক্ষণের রাম সমীপে গমন

এদিকে জানকী অরণ্যে রামের অনুরূপ আর্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, দেখ গিয়া আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল। তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণে গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে। এই কারণে তুমি তাঁহার অদর্শনেও বিশ্বস্তমনে রহিয়াছ। এক্ষণে তুমি যাহাঁকে উপলক্ষ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিলে আমার বাঁচিয়া আর কি হইবে!

জানকী চকিত মৃগীর ন্যায় শোকাক্রান্তমনে বাষ্পাকুল লোচনে এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ প্রবোধ বচনে সান্তনা করত কহিতে লাগিলেন, দেবি! দেব দানব গন্ধর্ব রাক্ষস ও সর্পেরাও তোমার ভর্তাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। সেই ইন্দ্রতুল্য রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেও দেখি না। তিনি সকলের অবধ্য, সুতরাং আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা, তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে রাম এস্থানে নাই, সুতরাং তোমাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। দেখ, রামের বল অতিবলবানেরও প্রতিহত করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, সন্তাপ দূর কর। রাম সেই রত্নমৃগ বিনাশ করিয়া শীঘ্রই আসিবেন। তুমি যাহা শুনিলে, ইহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন

দৈববাণীও নহে, ইহা সেই দুরাত্মা মারীচেরই মায়া। দেবি! মহাত্মা রাম তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কিছুতেই সাহস করি না। দেখ, জনস্থানের উচ্ছেদসাধন ও খরের নিধন এতন্নিবন্ধন রাক্ষসগণের সহিত আমাদিগের বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল হিংসাবিহারী পামর আমাদের মোহ উৎপাদনার্থ বনমধ্যে বিবিধরূপ কথা কহিয়া থাকে। সুতরাং তুমি কিছুই চিন্তা করিও না।

তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন, নৃশংস! কুলাধম! তুই অতি কুকার্য্য করিতেছিস্; বোধ হয়, রামের বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তন্নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট! এক্ষণে তুই, ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে। আমি সেই কমলোচন নীলোৎপল শ্যাম রামকে উপভোগ করিয়া, কিরূপে অন্যকে প্রার্থনা করিব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে আর জীবিত থাকিব না।

সুশীল লক্ষ্মণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্যে! তুমি আমার পরম দেবতা; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে

নিতান্ত বিস্ময়ের নহে; উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা সর্বত্র প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা অত্যন্ত চপল ধর্ম্মত্যাগী ও ক্রূর, এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতে আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যার পর নাই কটুক্তি করিলে। দেবি! তুমি যখন আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক্। মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতে ছিলাম, তুমি কেবল স্ত্রীসুলভ দুষ্ট স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর নিমিত্ত-সকল প্রাদুর্ভুত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়; এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।

তখন জানকী সজলনয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা গোদাবরীর জলে বা অনলে প্রবেশ করিব, উদ্বন্ধনে বা তীক্ষ্ণ বিষপানে বিনষ্ট হইব, অথবা উচ্চ স্থল হইতে দেহপাত করিব; কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিব না। জানকী এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখ ভরে উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ একান্ত বিমনা হইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জানকী তৎকালে উহাঁকে আর কিছুই কহিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ

কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করত তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রদান করিলেন।

৪৬তম সর্গ

পরিব্রাজক ব্রাহ্মণের বেশে রাবণের রামাশ্রমে প্রবেশ, জানকী কর্তৃক অতিথিসৎকার

ইত্যবসরে রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। উহার পরিধান শ্লক্ষ কসায় বসন, মস্তকে শিখা, বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। সে এইরূপ ভিক্ষুকরূপ ধারণ পূর্ব্বক, গাঢ় অন্ধকার যেমন সুচন্দ্রশূন্যা সন্ধ্যার, তদ্রূপ সেই রামলক্ষ্মণ বিরহিতা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং কেতু গ্রহ যেমন শশাঙ্ক হীনা রোহিণীকে, তদ্রূপ আশ্রমমধ্যে গিয়া উহাকে দর্শন করিল। ঐ দুরাত্মা নিষ্ঠুর লোহিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে! দেখিয়া জনস্থানের বৃক্ষশ্রেণী অমনি নিস্পন্দ হইল, বায়ুর গতিরোধ হইয়া গেল, এবং গোদাবরী বেগবতী হইলেও ভয়ে মন্দবেগে চলিল।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কুপের ন্যায় ভব্য ভিক্ষুকরূপে শনি যেমন চিত্রার, তদ্রূপ ভর্তৃশোকার্তা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎকালে সীতা দীনমনে সজলনয়নে পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, বদন পূর্ণ শশধরের ন্যায় সুন্দর, এবং ওষ্ঠ বিম্ব ফলের ন্যায়

মনোহর। তিনি পীতবর্ণ কৌশেয় বসন ধারণ করিয়া, সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপুঞ্জে শোভমান হইতেছিলেন। রাবণ উহাকে দেখিয়া কামে মোহিত হইল, এবং বেদোচ্চারণপূর্বক, তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিতে লাগিল, হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমাল্যধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। বোধ হয়, তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্তি, ভাগ্যলক্ষ্মী, অপ্সরা, অষ্টসিদ্ধি বা স্বৈরচারিণী রতি হইবে। তোমার দন্ত সকল সম চিক্কণ পাণ্ডুবর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র; নেত্র নির্ম্মল, তারকা কৃষ্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত; তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল; উরু করিশুণ্ডাকার এবং স্তনদ্বয় উচ্চ সংশ্লিষ্ট বর্তুল কমনীয় ও তাল প্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থূল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলঙ্কৃত এবং যেন আলিঙ্গনার্থ উদ্যত রহিয়াছে। অয়ি চারুহাসিনি! নদী যেন প্রবাহবেগে কুলকে, সেইরূপ তুমি আমার মনকে হরণ করিতেছ। তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কটিদেশ সূক্ষ্ম, বলিতে কি, দেবী, গন্ধর্বী, যক্ষী ও কিন্নরীও তোমার অনুরূপ নহে; ফলত আমি তোমার তুল্য নারী পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, সুকুমারতা, বয়স ও নির্জন-বাস আমার মন একান্ত উন্মত্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, এখানে থাকা কোনও মতে তোমার উচিত হইতেছে না। ইহা কামরূপী ভীষণ রাক্ষসগণের বাসস্থান। রমণীয় প্রাসাদ, সমৃদ্ধ নগর ও সুবাসিত উপবনে বিহার করাই তোমার যোগ্য। সুন্দরি! তোমার কণ্ঠের মাল্য তোমার অঙ্গের গন্ধ, তোমার পরিধেয় বস্ত্র, এবং তোমার স্বামীকেও আমার সর্বোত্তম বোধ হইতেছে। তুমি রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের কি কেহ হইবে? তুমি যে দেবতা, ইহা বিলক্ষণ

অনুমান হইতেছে। এই অরণ্যে দেব গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ আগমন করেন না, ইহা রাক্ষসগণের বাসভূমি, তুমি কিরূপে এখানে আইলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর ও কঙ্ক সকল নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়া তোমার মনে কি ভয় হইতেছে না? তুমি একাকী রহিয়া, ভীষণ মত্ত হস্তীসকল হইতে কি তোমার ত্রাস জন্মিতেছে না? এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার? এবং কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তই বা এই রাক্ষসপূর্ণ ঘোর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?

তখন জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথি-সৎকার করিলেন এবং উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ন প্রস্তুত। ঐ সময় তিনি সেই রক্তবসনশোভিত কমণ্ডলুধারী সৌম্যদর্শন রাবণকে কিছুতে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত নানা চিহ্নে ব্রাহ্মণ অনুমান করিয়া, উহাকে ব্রাহ্মণবৎ নিমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন, বিপ্র! এই আসন উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্য দ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।

অনন্তর রাবণ আত্মনাশের জন্য বল পূর্বক সীতা হরণের সংকল্প করিল। তখন সীতা মৃগগ্রহণার্থ নির্গত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপ্রসারণ পূর্বক কেবল শ্যামল বনই দেখিতে লাগিলেন, উহাঁদের আর কোন উদ্দেশই পাইলেন না।

৪৭তম সর্গ

পরিব্রাজক রূপী রাবণের নিকট সীতার আত্মপরিচয় প্রদান ও রাবণের পরিচয় গ্রহণ

অনন্তর পরিব্রাজকরূপী রাবণ জানকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জানকী মনে করিলেন, ইনি অতিথি ব্রাহ্মণ, যদি আত্মপরিচয় না দেই, এখনই অভিসম্পাত করিবেন; তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা, রামের সহধর্মিণী, নাম সীতা। আমি বিবাহের পর স্বামিগৃহে দিব্য সুখসম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহন করি। পরে ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্য দিবার সংকল্প করেন। অভিষেকের সামগ্রীও সংগ্রহ হইল। এই অবসরে আয্যা কৈকেয়ী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজাকে অঙ্গীকার করাইয়া, রামের নির্বাসন ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, রাজন্! আজ আমি পানভোজন ও শয়ন করিব না; যদি রামকে অভিষেক কর, তবে এই পর্য্যন্তই আমার প্রাণান্ত হইল।

কৈকেয়ী এইরূপ কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ভোগসাধন প্রচুর ধন দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাঁহার বাক্যে কোনও মতে সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, এবং আমার অষ্টাদশ। রাম সত্যনিষ্ঠ সুশীল ও পবিত্র; তিনি সকলেরই হিতাচরণ করিয়া থাকেন। কামুক রাজা কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় তাহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন না। রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন,

কৈকেয়ী প্রখর বাক্যে তাহাকে এইরূপ কহিলেন, শুন, তোমার পিতা আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, “আমি ভরতকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিব, এবং রামকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাস দিব।” রাম! এক্ষণে অরণ্যে যাও, এবং পিতৃসত্য পালন কর।

রাম এই বাক্য শ্রবণমাত্র অকুতোভয়ে সম্মত হইলেন, এবং ঐ ব্রতশীল তদনুযায়ী কার্য্যও করিলেন। তিনি দান করিবেন, কি প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ বিমুখ, এবং সত্যই কহিবেন, কিন্তু মিথ্যায় একান্ত পরাঙ্মুখ। ফলত তিনি এইরূপই ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণ উহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ঐ ব্রতধারী, আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে ব্রহ্মচারী হইয়া, সশরাসনে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি উহাঁর সমরসহায়। ব্রহ্মন্! রাম জটাযূট ধারণ পূর্ব্বক মুনিবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া, স্বতেজে নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছি। তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এস্থানে অবশ্য বাস করিতে পাইবে। আমার স্বামী নানা প্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর তুমিও আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দেও, এবং কি কারণে একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাও বল।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে রাবণ দারুণ বাক্যে কহিল, জানকি! যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষাধিপতি রাবণ। তুমি স্বর্ণবর্ণা ও কৌশেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া স্বীয় ভার্য্যাতে আর প্রীতি অনুভব করিতে পারি না। আমি নানা স্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ

করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রধান মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত এবং পর্বতোপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে ঐ লঙ্কার উপবনে আমারই সহিত পরিভ্রমণ করিবে; সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে, এবং এই বনবাসে আর ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে সবিশেষ অনাদর পূর্বক কহিতে লাগিলেন, যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজতুল্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বট বৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ কীর্তিমান ও সুলক্ষ্মণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যাহাঁর বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়; যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবৎ মন্থরগামী। সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া, দুর্লভ সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিল? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণবৃক্ষ দেখিতেছিল। তুই মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছি? দুই হস্তে মন্দর গিরিকে ধারণ এবং কালকূট পান করিয়া সুমঙ্গলে গমন সংকল্প করিয়াছিস্? সূচীমুখে চক্ষু মার্জন এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন অভিলাষ করিতেছি। কণ্ঠে শিলাবন্ধন পূর্বক সমুদ্র সন্তরণ, চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রহণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধন, এবং

লৌহময় শূলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করিবার বাসনা করিতেছি। দেখ, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, ক্ষুদ্র নদী ও সমুদ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, সুবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, কাক ও গরুড়ের যে অন্তর, মদপু ও ময়ূরের যে অন্তর এবং হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, তোর ও রামের সেইরূপই জানিবি। ঐ ইন্দ্রপ্রভাব ধনুর্বাণধারী রাম বিদ্যমানে যদিও তুই আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার স্থায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

সরলা সীতা রাবণকে এই প্রকার ক্লেশের কথা কহিয়া বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

৪৮তম সর্গ

জানকী রাবণ সংবাদ

তখন কৃতান্ততুল্য রাবণ, এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, ললাটে ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্বক সীতার মনে ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত কহিতে লাগিল, জানকি! আমি কুবেরের সাপত্ন ভ্রাতা, নাম প্রবল-প্রতাপ রাবণ। লোকে মৃত্যুকে যেমন ভয় করে, তদ্রূপ দেবতা গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্প সকল আমার ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। এক সময়ে কোন কারণে কুবেরের সহিত আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে আমি রোষপরবশ হইয়া, স্ববীর্যে উহাকে পরাজয় করি। তদবধি সে আমার ভয়ে সুসমৃদ্ধ লঙ্কা পুরী পরিহার পূর্বক গিরিবর কৈলাসে গিয়া বাস করিতেছে। পুষ্পক নামে উহার

এক কামগামী বিমান ছিল, আমি ভুজবলে তাহাও আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। অতঃপর সেই বিমানে আরোহণ- পূর্বক নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। জানকি! যখন আমি রোষাবিষ্ট হই, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার মুখ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করেন। আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হন, সূর্য্য আকাশে শীতল মূর্তি ধারণ করেন, বৃক্ষের পত্র আর কম্পিত হয় না, এবং নদী সকলও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সমুদ্রপারে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কা নামে আমার এক পুরী আছে। উহা ভীষণ রাক্ষসে পরিপূর্ণ, এবং ধবল প্রাকারে পরিবেষ্টিত। উহার পুরদ্বার বৈদুর্য্যময় এবং কক্ষ্যা সকল স্বর্ণরচিত। উহাতে হস্তী অশ্ব ও রথ প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে। উহার উদ্যান রমণীয় এবং অভীষ্টফলপূর্ণ বৃক্ষে শোভিত। সীতে! আমার সহিত সেই লঙ্কা নগরীতে বাস করিলে, মানুষী সহচরীদিগের কথা তোমার স্মরণ হইবে না, এবং দিব্য ও পার্থিব ভোগ উপভোগ করিলে, অল্পায়ু মনুষ্য রামকে আর মনেও আসিবে না। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া, দুর্বল জ্যেষ্ঠকে নির্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নির্বোধ তাপসকে লইয়া আর কি করিবে। আমি রাক্ষসনাথ, আমাকে রক্ষা কর; আমি স্বয়ং উপস্থিত, আমাকে কামনা কর। আমি কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে। উর্বশী যেমন পুরূরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়া ছিল, আমায় নিরাশ করিলে, তোমায় সেইরূপই করিতে হইবে। জানকি! মনুষ্য রাম সংগ্রামে আমার এক অঙ্গুলীর বলও

সহিতে পারে না, আমি তোমার ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর।

সীতা এই কথা শুনিবামাত্র রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তুই সকল দেবতার পুজ্য কুবেরকে ভ্রাতৃত্বে নির্দেশ করিয়া, কিরূপে অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস্। তুই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কর্কশ। তুই যাহাদের রাজা, সেই সমস্ত রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সুররাজ ইন্দ্রের নিরূপমরূপা শচীকে হরণ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু দেখ, আমি রামের পত্নী, আমাকে হরণ করিলে কখনই কুশলে থাকিতে পারিবি না। তুই অমৃত পানে অমর হইলেও এই কার্যে কিছুতে নিস্তার পাইবি না।

৪৯তম সর্গ

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং সীতার বিলাপ ও পরিতাপ

অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিপীড়ন পূর্বক নিজ মূর্তি ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে সীতাকে পুনরায় কহিল, সুন্দরি! তুমি উন্মত্তা, বোধ হয়, আমার বল পৌরুষ তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া বাহুদ্বয়ে পৃথিবীকে বহন করিব, সমুদ্র পান এবং রণস্থলে কৃতান্তকে হনন করিব, তীক্ষ্ণ শরে সূর্য্যকে ছেদ এবং ভূতলকে ভেদ করি। তুমি কামবেগে ও সৌন্দর্য্যগর্বে উন্মত্তা হইয়া আছ, আমি কামরূপী, এক্ষণে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

এই বলিতে বলিতে রাবণের অগ্নিপ্রভ শ্যামরেখালাঞ্ছিত নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তদ্দণ্ডে সৌম্য পরিব্রাজকরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতান্ততুল্য প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, মস্তক দশ, এবং হস্ত বিংশতি। সে রক্তাম্বর পরিধান করিয়াছে, এবং স্বর্ণালঙ্কারে শোভা পাইতেছে। রাবণ এইরূপ ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণ পূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত, সূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্ত কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিল, ভদ্রে! যদি তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত পতি লাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্বাংশে তোমার অনুরূপ হইতেছি। তুমি চিরজীবন আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার সবিশেষ শ্লাঘার হইব। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া, আমাতেই অনুরক্ত হও। অয়ি পণ্ডিতমানিনি! যে নির্বোধ, স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জন দিয়া, এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসঙ্কল্প অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ?

কামোন্মত্ত দুষ্টস্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিল। সে বাম হস্তে উহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ করিল। বনের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ গিরিশৃঙ্গসঙ্কাশ মৃত্যুসদৃশ তীক্ষ্ণদশন রাবণকে দর্শন পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঘোর ও কঠোর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ রথে আরোহণ করিল। সীতা অতিমাত্র কাতর হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামোন্মত্ত রাবণ একান্ত অসম্মত হইলে উহাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উত্থিত হইল।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ন্যায় শোকাতুরার ন্যায় উদ্ভ্রান্ত মনে কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্ম্মের জন্য সুখ ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বল পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বীর! তুমি দুর্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্যই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ। রাবণ! তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর। হা! ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকাম হইলেন। এক্ষণে জনস্থান এবং পুষ্পিত কর্ণিকার সকলকে সম্ভাষণ করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল।

হংসকুলকোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে কোন জীবজন্তু আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হা যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহলোক হইতেও অন্তরিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনিবেন।

সীতা নিতান্ত কাতর হইয়া, করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে বৃক্ষের উপর বিহগরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহার দর্শনমাত্র দীন বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য জটায়ু! দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়। এই দুর্ম্মতি অত্যন্ত ক্রূর বলবান ও গর্বিত; বিশেষত ইহার হস্তে অস্ত্র শস্ত্র রহিয়াছে। ইহাকে নিবারণ করা তোমার কর্ম্ম নয়। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।

৫০তম সর্গ

রাবণের প্রতি জটায়ুর উপদেশ ও জঠায়ু কর্তৃক রাবণকে ভৎসনা

তৎকালে জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ করিবা মাত্র রাবণকে দেখিতে পাইলেন, এবং জানকীকেও দর্শন করিলেন। তখন ঐ

গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসংকল্প, ধর্ম্ম নিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা; নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না। দাশরথি রাম সকলের অধিপতি, এবং সকলেরই হিতকারী; তিনি ইন্দ্র ও বরুণতুল্য। তুমি যাহাকে হরণ করিবার বাসনা করিয়াছ, ইনি সেই রামেরই সহধর্মিণী, নাম যশস্বিনী সীতা। রাবণ! পরস্ত্রী স্পর্শ ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কর্তব্য নহে; বিশেষত রাজপত্নীকে সর্বপ্রযত্নেই রক্ষা করা উচিত। অতএব তুমি এক্ষণে এই পরস্ত্রীসংক্রান্ত নিকৃষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অন্যে যে কার্যের নিন্দা করিতে পারে, বিচক্ষণ লোক তাঁহার অনুষ্ঠান করিবেন না। দেখ, শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। রাজা উত্তম পদার্থের আধার; তিনি সকলের ধর্ম্ম ও কাম; পুণ্য বা পাপ তাহা হইতেই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসরাজ! তুমি পাপস্বভাব ও চপল; পাপীর দেবযান বিমান লাভের ন্যায় জানি না, ঐশ্বর্য্য কিরূপে তোমার হস্তগত হইল? স্বভাব দূর করা অত্যন্ত দুষ্কর, সুতরাং অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। রাবণ! বীর রাম তোমার গ্রামে বা নগরে কোনরূপ অপরাধ করেন নাই, এখন তুমি কেন তাঁহার অপকার করিতেছ? দেখ, জনস্থানে খর শূর্পণখার জন্য অগ্রে গর্হিত ব্যবহার করে, সেই হেতু রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি যাহাঁর পত্নীকে লইয়া যাইতেছ, যথার্থই বল, ইহাতে তাঁহার কি ব্যতিক্রম

ঘটিয়াছে? যাহাই হউক, তুমি অবিলম্বে রামের সীতাকে পরিত্যাগ কর। বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐ মহাবীর অনলকল্প ঘোর চক্ষে সেইরূপ যেন তোমায় দগ্ধ না করেন। তুমি বস্ত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গকে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু বুঝিতেছ না; গলে কালপাশ সংলগ্ন করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, এইরূপ ভার বহন করা উচিত; যাহা নির্ব্বিঘ্নে জীর্ণ হইয়া থাকে, এইরূপ অন্ন ভোজন করাই কর্তব্য; কিন্তু যাহাতে ধর্ম্ম কীর্তি ও যশ কিছুই নাই, কেবল শারীরিক ক্লেশ স্বীকারমাত্র ফল, এইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান কোনমতেই শ্রেয়স্কর নহে।

রাবণ! আমি বহুকাল পৈতৃক পক্ষিরাজ্য শাসন করিতেছি, আমার বয়ঃক্রম ষষ্টি সহস্র বৎসর, আমি বৃদ্ধ, তুই যুবা, তোর হস্তে শর শরাসন, সর্বাঙ্গে বর্ম্ম, এবং তুই রথোপরি অবস্থান করিতেছিস্, তথাচ আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবি না। যেমন ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও আমার নিকট হইতে সীতাকে বল পূর্বক লইয়া যাইতে পারিবি না। দুর্বৃত্ত! এক্ষণে ক্ষণেক অপেক্ষা কর্, বীর হোস ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় সমরে শয়ন করিবি। যিনি বারংবার দানব দল দলন করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোরে অচিরাৎই বধ করিবেন। আমি আর বিশেষ কি করিব? ঐ দুই রাজকুমার দূর বনে গমন করিয়াছেন; নীচ! তুই তাঁহাদিগকে দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিবি। যাহাই হউক, অতঃপর আমি থাকিতে রামের প্রিয়মহিষী কমললোচনা জানকীকে হরণ করা তোর সহজ

হইবে না। আমি প্রাণ পণেও সেই মহাত্মা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই মুহূর্ত কাল অপেক্ষা কর, দেখ, বৃন্ত হইতে যেমন ফল পাতিত করে, সেইরূপ রর হইতে তোরে পাতিত করিব। আমার যেমন সামর্থ, আজ তুই তদনুরূপই যুদ্ধাতিথ্য লাভ করিবি।

৫১তম সর্গ

রাবণের সহিত জটায়ু যুদ্ধ ও জটায়ু পরাভব

অনন্তর স্বর্ণকুণ্ডলধারী রাবণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া, লোহিতলোচনে জটায়ুর নিকট দ্রুতবেগে গমন করিল। তখন নভোমণ্ডলে দুইটি মেঘ বায়ু প্রেরিত হইয়া যেমন পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ ঐ উভয়ে সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, দুই সপক্ষ মাল্যবান পর্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন রাবণ জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া, নালীক নারাচ ও সুতীক্ষ্ণ বিকর্ণি বর্ষণ আরম্ভ করিল। জটায়ু তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিলেন, এবং প্রখর নখ ও চরণ দ্বারা উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, জটায়ুর বধকামনায় মৃত্যুদণ্ডসদৃশ অতিভীষণ সরনগামী দশটি শর গ্রহণ এবং তৎসমুদায় আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক মহাবেগে উহাকে বিদ্ধ করিল। তখন জানকী সজলনয়নে রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে জটায়ু অতিশয় কাতর হইয়া, রাবণের অস্ত্রজাল গণনা না করিয়াই

উহার দিকে ধাবমান হইলেন, এবং চরণপ্রহারে উহার মুক্তামণিখচিত শর ও ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর রাবণ ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, এবং অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্বক অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবল জটায়ু উহার শরে আচ্ছন্ন হইয়া, কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় শোভিত হইলেন, এবং পক্ষপবনে ঐ সমস্ত শর দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পদাঘাতে উহার অগ্নিকল্প প্রদীপ্ত শরাসন বিখণ্ড করিলেন। পরে পক্ষপবনে তাহাও অপসারিত করিয়া, স্বর্ণজালজড়িত পিশাচমুখ অনিলবেগ খরের সহিত ত্রিবেণুসম্পন্ন অনলবৎ উজ্জ্বল মণিসোপানমণ্ডিত কামগামী রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ছিন্ন ভিন্ন এবং বহনে নিয়োজিত রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। রাবণের ধনু নাই, রথ গিয়াছে, অশ্ব ও সারথিও নষ্ট হইয়াছে; সে কটিতটে জানকীকে গ্রহণ করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন এই ব্যাপার দর্শনে অরণ্যবাসিরা সাধু বাদ প্রদান পূর্বক জটায়ুর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরে রাবণ জটায়ুকে জরানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিল, এবং পুনর্বার সীতাকে গ্রহণ পূর্বক উত্থিত হইল। উহার যুদ্ধ করিবার উপকরণ নষ্ট হইয়াছে, কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট। তখন সে সীতাকে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জটায়ু উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! যাহার শর বজ্রবৎ সুদৃঢ়, তুই রাক্ষস কুল ক্ষয় করিবার জন্য

তাঁহারই ভার্য্যা হরণ করিতেছিস্? তৃষ্ণার্ত যেমন জল পান করে, সেইরূপ তুই সপরিজনে এই বিষপান করিতেছিস্? যে মূর্খ কর্ম্মফল অনুধাবন করিতে পারে না, সে তোরই ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া মুক্ত হইবি? আমিষ খণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া মৎস্য কি পলাইতে পারে? দেখ, রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহারা এই আশ্রমপদের পরাভব কোনও মতে সহিবেন না। তুই অত্যন্ত ভীরু, এক্ষণে যেরূপ গর্হিত কার্য্য করিলি, ইহা চৌর্য্য, এই প্রকার পথ কখন বীরের সমুচিত হইতে পারে না। এক্ষণে তুই মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, যদি বীর হোস, ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশয্যা আশ্রয় করিবি। যাহার মৃত্যু আসন্ন হয়, সে যেরূপ অধর্ম্ম করিয়া থাকে, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ কর্ম্মই করিতেছিস? দুর্বৃত্ত! যে কার্যের পাপই ফল, বল, কে তাঁহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, স্বয়ং ত্রিলোকীনাথ স্বয়ম্ভূও তদ্বিষয়ে সাহসী হইতে পারেন না।

জটায়ু এই বলিয়া সহসা রাবণের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলেন এবং যন্তা যেমন দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে অঙ্কুশাঘাত করে, সেইরূপ তিনিও ঐ মহাবলকে গ্রহণ পূর্বক প্রখর নখ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন উহার পৃষ্ঠে তুণ্ড নন্নিবেশ, কখন বা কেশ উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাবণ যার পর নাই ক্লিষ্ট হইল, ক্রোধে উহার ওষ্ঠ স্পন্দিত, এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। পরে সে বামাঙ্কে জানকীকে গ্রহণ পূর্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে তল প্রহার করিল। জটায়ু তাহা সহ্য

করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে উহার বাম ভাগের দশ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হস্ত ছিন্ন হইবামাত্র বল্মীক হইতে বিষজ্বালাকরাল উরগের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রাদুর্ভুত হইল। তখন রাবণ সীতাকে পরিত্যাগ পূর্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে মুষ্টি প্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। জটায়ু রামের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাবণ সহসা খড়্গ উত্তোলন পূর্বক উহাঁর পক্ষ পদ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাবীর জটায়ুও অবিলম্বে মৃতকল্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর জটায়ু রুধিরলিপ্তদেহে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, জানকী দুঃখিতমনে ধাবমান হইলেন, এবং স্বজনের কোনরূপ বিপদ ঘটিলে লোকে যেমন তাঁহার সন্নিহিত হয়, তিনি সেই রূপে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাবণও ঐ নীলমেঘাকার পাণ্ডুরবক্ষ পক্ষীকে প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় নিপতিত দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

৫২তম সর্গ

সীতার বিলাপ ও রাবণের আকাশপথে গমন

অনন্তর ঐ চন্দ্রমুখী সীতা রাক্ষসলমর্দিত গৃধ্রহাজ জটায়ুকে আলিঙ্গন পূর্বক সজলনয়নে দুঃখিতমনে কহিতে লাগি লেন, হা! অঙ্গস্পন্দন, স্বপ্নদর্শন, পশুপক্ষির স্বর শ্রবণ, এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ, এই সকল

নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। রাম! আমার জন্য মৃগপক্ষিগণ অশুভ পথে ধাবমান হইতেছে, এক্ষণে তোমার যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তুমি তাঁহার কিছুই জানিতেছ না। এই বিহগরাজ জটায়ু, কৃপা করিয়া, আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন।

তৎকালে সীতা ভীতমনে নিকটস্থকে যেরূপে বলিতে হয়, সেই প্রকারে কহিতে লাগিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। ঐ সময় তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি অনাথার ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তখন রাবণ পুনর্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। সীতা গিয়া সহসা একটি বৃক্ষকে লতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। রাবণ 'ত্যাগ কর ত্যাগ কর' বারংবার এই বলিতে বলিতে উহার নিকটস্থ হইল। জানকী হা রাম! হা রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্তও ও আত্মনাশের নিমিত্ত উহাঁর কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল।

এই ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকারে সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ু নিশ্চল, সূর্য্য প্রভাশুন্য হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে জানকীর পরাভব দর্শন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে বুঝি আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। তৎকালে দণ্ডকারণ্যের মহর্ষিগণ রাবণবধ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অনুধাবন পূর্বক সন্তোষ লাভ করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া, যার পর নাই বিষণ্ন হইলেন।

সীতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া অনবরত রোদন করিতেছেন, রাবণ উহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইল। তখন ঐ স্বর্ণবর্ণা পীতবসনা, নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উহাঁর বস্ত্র উড্ডীন হওয়াতে রাবণ অগ্নিদীপ্ত পর্ব্বতবৎ নিরীক্ষিত হইল। ঐ সময় সীতার সৌরভযুক্ত রজোৎপলের পত্র সকল রাবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং উহার স্বর্ণপ্রভ বস্ত্র উদ্ধূত হওয়াতে সে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। হা! সীতার বিমল বদন রাবণের অঙ্কদেশে; উহা মৃণালশূন্য পদ্মের ন্যায় নিতান্তই শ্রীহীন, গাঢ় মেঘ ভেদ করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ দেখায়, উহা সেইরূপই দৃষ্ট হইতেছে। সীতার মুখ অকলঙ্ক, উহা হইতে পদ্মগর্ভের আভা নির্গত হইতেছে, ললাট সুদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ সুন্দর, নাসিকা মনোহর, দশন নির্ম্মল ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং নেত্র বিশাল। ঐ মুখ হইতে জলধারা বিগলিত এবং তাহা মার্জ্জিত হইতেছে। উহা রাম বিনা রমণীয় দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। রাবণ নীলবর্ণ, জানকী স্বর্ণবর্ণা, তিনি করিকণ্ঠাবলম্বিনী স্বর্ণকাঞ্চীর ন্যায় এবং মেঘে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ভূষণশব্দে রাবণ গর্জ্জনশীল নির্ম্মল নীলমেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহার মস্তক পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুবেগে পুনরায় রাবণের দেহ স্পর্শ করিল। তখন নির্ম্মল নক্ষত্রসমূহে সুমেরু যেমন শোভিত হয়, ঐ সকল পুষ্পধারা রাবণও সেইরূপ শোভিত হইল।

পরে সীতার চরণ হইতে বিদ্যুততুল্য রত্নখচিত নুপুর স্খলিত হইয়া পড়িল। অগ্নিবর্ণ আভরণ সকল আকাশ হইতে তারকার ন্যায় ঝন ঝন শব্দে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার বক্ষস্থল হইতে স্খলিত হইয়া, গগনচ্যুত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইল। বৃক্ষ সকল উপরিস্থ বায়ুর সংযোগে শাখাপল্লব কম্পিত করিয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন অভয় দান করিতে লাগিল। সরোবরে পদ্ম শ্রীহীন, মৎস্যাদি জলচর সকল সচকিত; উহা যেন মূর্চ্ছাপন্ন সখীসম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দিক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া গ্রহণ পূর্বক রোষভরে ধাবমান হইল। পর্বত সকল প্রস্রবণরূপ অশ্রুমুখে শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া যেন আর্তনাদ করিতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ দীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন। রাবণ রামের সীতাকে হরণ করিতেছে, আর ধর্ম্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়ার নামও রহিল না, সকলে দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশিশুগণ আতঙ্কে দীনমুখে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবতারা ভয় নিষ্প্রভনয়নে এক একবার দৃষ্টিপাত পূর্বক কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন জানকী নিম্নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার কেশপ্রান্ত দোলায়িত হইতেছে, সুরচিত তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল অনর্গল বহিতেছে, তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একান্ত নিপীড়িত। দুর্বৃত্ত রাবণ আত্মনাশের নিমিত্ত আকাশপথে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

৫৩তম সর্গ

সীতা কর্তৃক রাবণকে ভৎসনা ও বিলাপ

অনন্তর সীতা রাবণকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া, ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রোষ ও রোদননিবন্ধন আরক্ত লোচন হইয়া করুণবচনে কহিলেন, নীচ! তুই আমাকে একাকী পাইয়া অপহরণ পূর্বক যে পালাইতেছিস্, ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? দুষ্ট! তুই এই সংকল্পে কেবল আতঙ্কবশত মায়াবলে মৃগরূপ ধারণ করিয়া, আমার পতিকে দূরে লইয়া গিয়াছিস্। পরে যিনি আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, আমার শ্বশুরের সখা বিহঙ্গরাজ জাটায়ুকেও বিনাশ করিলি। তোর বলবীর্য্য অতি আশ্চর্য্য, দুই পুণ্য শ্লোক, কিন্তু দুঃখের এই যে, যুদ্ধে আমায় জয় করিতে পারিলি না। রক্ষক অসত্ত্বে পরস্ত্রী অপহরণ অত্যন্ত গর্হিত, এইরূপ কার্যে তোর কি লজ্জা হইতেছে না? তুই বীরাভিমানী, এক্ষণে সকলেই তোর এই পাপজনক কুৎসিত কর্ম্ম ঘোষণা করিবে। ইতিপূর্বে তুই যাহা কহিয়াছিলি, সেই বীরত্বে ধিক্; এবং তোর এই কুলকলঙ্কজনক চরিত্রেও ধিক্। তুই যখন আমায় এইরূপে হরণ করিয়া ধাবমান হইতেছিস্, তখন আমি আর কি করিব; তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, জীবন থাকিতে যাইতে পারিবি না। সেই দুই রাজকুমারের চক্ষে পড়িলে, সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। পক্ষী অরণ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির স্পর্শ যেমন সহিতে পারে না, সেইরূপ উহাঁদের শরস্পর্শ তোর কিছুতেই সহিবে না। এক্ষণে যদি তুই ভাল বুঝিস্, ত আমায় পরিত্যাগ কর, অন্যথা আমার স্বামী রুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় তোরে বিনাশ

করিবেন। তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিস্, তাহা অত্যন্ত জঘন্য, তোর সেই মনোরথ কোনক্রমে সফল হইবে না। আমি শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া, দেবপ্রভাব স্বামির অদর্শনে বড় অধিক দিন বাঁচিব না। রাক্ষস! এক্ষণে তুই আপনার কি শ্রেয় বুঝিতেছি না। মনুষ্য মৃত্যুকালে যেমন সকলই বিপরীত করে, তুই সেইরূপই করিতেছি; কিন্তু মুমূর্ষুর যাহা পথ্য, তোর তাহাতে অভিরুচি নাই। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্ত্বে নির্ভয়, তখন তোর কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে। তোরে নিশ্চয়ই স্বর্ণ বৃক্ষ ও শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দর্শন করিতে হইবে। স্বর্ণের পুষ্প, বৈদ্যুর্ব্বের পল্লব ও লৌহকণ্টকেপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ পত্রের বনও দেখিতে হইবে। যেমন বিষ পানে লোকের প্রাণ নাশ হয়, সেইরূপ তুই সেই মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, শীঘ্রই বিনষ্ট হইবি। তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া সুখী হইবি? যিনি একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই সর্বাস্ত্রবিৎ মহাবল প্রিয়পত্নীহরণ অপরাধে তোরে তীক্ষ্ণশরে বধ করিবেন।

সীতা রাবণের ক্রোড়গত হইয়া, এইরূপ ও অন্যান্যরূপ কঠোর কথায় তাহাকে ভৎসনা করিলেন, এবং ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া, করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা রাবণও কম্পিতদেহে ঐ অধীর ও কাতর তরুণীকে লইয়া আকাশপথে যাইতে লাগিল।

৫৪তম সর্গ

সীতাকে লইয়া রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ, জনস্থানে রাক্ষস প্রেরণ

তখন জানকী রক্ষক আর কাহাকেই না দেখিয়া, গিরি শিখরে পাঁচটী বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া, উহাঁরা রামকে বলিবে এই প্রত্যাশায়, উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌশের বস্ত্র, উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাবণ গমনত্বরা নিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদিকে বসন ভূষণ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পিঙ্গলনেত্র বানরেরা নির্নিমেষ নয়নে বিশাললোচনা সীতাকে রোরুদ্যমানা দেখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, পম্পা নদী অতিক্রমপূর্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে চলিল। সে যেন তীক্ষ্ণদন্ত মহাবিষ ভুজঙ্গীকে এবং আপনার মৃত্যুরূপিণীকে ক্রোড়ে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতিশীঘ্র নদী পর্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘন করিল, এবং তিমিনক্রপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবর্তী হইল। তৎকালে সমুদ্রের তরঙ্গ যেন মনঃক্ষোভে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, এবং মৎস্য ও সর্প সকল রুদ্ধ হইয়া রহিল। সিদ্ধ ও চারণগণ গগনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, বুঝি, এই পর্য্যন্তই। রাবণের সমস্ত অবসান হইয়া গেল।

তখন রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহার পথ সকল সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত, এবং দ্বার দেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল, এবং ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে,

সেইরূপ শোকবিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সে তথায় সীতাকে রাখিয়া, ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিল, আমার আদেশ ব্যতীত, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহই যেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার যে যে বস্তুতে ইহার ইচ্ছা হইবে, আমি কহিতেছি, তোমরা ইহাঁকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ইহাঁকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে, আমি নিশ্চয় তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিব।

মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসীগণকে এইরূপ অনুজ্ঞা দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল, এবং অতঃপর কর্তব্য কি, চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আট জন মাংসাশী মহাবল রাক্ষস উহার নেত্রপথে পতিত হইল। বরগর্বিত রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া, উহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিল, দেখ, পূর্বে যে স্থানে মহাবীর খর অবস্থান করিত, তোমরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া শীঘ্র সেই শুন্য জনস্থানে যাও, এবং বলপৌরুষ আশ্রয় পূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা খরদুষণের সহিত রামের শরে সমরে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। ঐ অবধি আমি অভূতপুর্ব ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়াছি। রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুভাব উপস্থিত। অতঃপর তাহাকে নির্য্যাতন করিব; আমি তাহাকে সংহার না করিয়া নিদ্রিত হইতেছি না। অর্থ হস্তগত হইলে দরিদ্র যেমন সুখী হয়, উহার বিনাশে আমি সেই রূপই সুখী হইব। এক্ষণে তোমরা গিয়া রামের প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর করিও। সকলে সাবধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা কর। আমি অনেক বার যুদ্ধে

তোমাদের বল বীর্যের পরিচয় পাইয়াছি, এক্ষণে এই নিমিত্তই তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করিলাম।

অনন্তর ঐ আট জন রাক্ষস রাবণের এই সুপ্রিয় গুরুতর আজ্ঞা শ্রবণ ও তাহাকে অভিবাদন পূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে লঙ্কা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। রাবণও জানকীকে গৃহে স্থাপন এবং রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া, মোহবেশে যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

৫৫তম সর্গ

রাবণ কর্তৃক সীতাকে স্বীয় পুরী প্রদর্শন, সীতার রোদন

দুর্বৃত্ত রাবণ, ঐ সমস্ত ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, বুদ্ধিবৈপরীত্য বশত আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিল, এবং নিরন্তর জানকী-চিন্তায় কাম শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া, তাঁহার সন্দর্শনার্থ সত্বর গৃহ প্রবেশ করিল। সে ঐ সুরম্য গৃহে গিয়া দেখিল, বিবশা সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে কাতর হইয়া, দীনমনে অবনতমুখে মৃদুমন্দ অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। তৎকালে তিনি সমুদ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমগ্নপ্রায় তরণীর ন্যায় এবং মৃগযূথপরিভ্রষ্ট কুকুরপরিবৃত মৃগীর ন্যায় নিতান্তই শোচনীয় হইয়াছেন। রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বল পূর্বক তাহাকে আপনার গৃহ দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্য ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবিধ রত্নে পরিপুর্ণ, উহাতে হীরক ও বৈদুর্য্যখচিত গজদন্ত, সুবর্ণ স্ফটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভ সকল শোভিত হইতেছে। গবাক্ষ

সকল গজদন্তময় রৌপ্যনির্ম্মিত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। ভূভাগ সুধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সকল পুষ্পে আকীর্ণ; উহাতে বহুসংখ্য স্ত্রীলোক এবং নানাবিধ পক্ষী বাস করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ সীতা সমভিব্যাহারে দুন্দুভিনাদী স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ দিয়া, ঐ দেবভবন তুল্য গৃহে আরোহণ করিল, এবং উহাঁকে সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর সে উহার মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কহিল, জানকি! আমি বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক। উহাদের এক একটীর এক এক সহস্র আমার কার্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণা ধিক, এবং আমার এই রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন। এক্ষণে অনুনয় করি, আমার পত্নী হও। আমার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রমণী আছে, তুমি সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। জানকি! অন্যমত করিও না, কথা রক্ষা কর। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখ, এই শতযোজন লঙ্কা সমুদ্রে বেষ্টিত, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অসুরেরাও ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারেন না, এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব ও ঋষি মধ্যেও এমন আর কাহাকে দেখি না। সুন্দরি! রাম মনুষ্য অতি দীন, নিস্তেজ ও রাজ্যভ্রষ্ট, সে পদচারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া আর কি করিবে, আমাকে কামনা কর, আমিই তোমার সর্বাংশে উপযুক্ত। দেখ যৌবন চিরস্থায়ী নহে, তুমি আমার সহিত সুখভোগে প্রবৃত্ত হও, এবং রামকে দেখিবার ইচ্ছা এককালে দূর কর। মনে মনেও রামের এস্থানে আগমন করিতে সাহস

হইবে না। আকাশে প্রবলবেগ বায়ুকে পাশে বন্ধন এবং প্রদীপ্ত অনলের নির্ম্মল শিখা ধারণ উভয়ই অসম্ভব। জানকি! আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিতেছি, আজ ভুজবলে তোমায় লইয়া যায়, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে তুমি এই বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন কর; আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব, দেবগণ এৰং এই চরাচর জগতের সকলেই তোমার সেবক হইবে। তুমি স্নানজলে আর্দ্র এবং শ্রান্তি পরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হও। তোমার যে পূর্বসঞ্চিত পাপ ছিল, বনবাসে তাহা ক্ষয় হইয়াছে, এবং তুমি যা কিছু পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারই এই ফল উপস্থিত। এই স্থানে নানা প্রকার মাল্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আছে, আইস, আমরা উভয়ে তদ্দ্বারা বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক রথ ছিল, উহা বৃহৎ ও রমণীয়; এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি বিক্রমে উহা অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ এবং আমার সহিত যেমন ইচ্ছা বিচরণ কর। প্রিয়ে! তোমার মুখ নির্ম্মল পদ্মসদৃশ ও প্রিয়দর্শন, বলিতে কি, উহা শোকভাবে যার পর নাই মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাবণ এইরূপ কহিবামাত্র জানকী বস্ত্রান্তে রমণীয় বদন আচ্ছাদন পূর্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তায় দীন, শোকে অসুস্থ এবং ধ্যানে নিমগ্ন। তদ্দর্শনে রাবণ তাঁহাকে কহিল, সীতে! ধর্মলোপবিহিত লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইব, ইহা ধর্ম্মবহির্ভূত নহে। এক্ষণে তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও; আমি তোমারই

বশম্বদ ভৃত্য ; আমি অনঙ্গতাপে সন্তপ্ত হইয়া যাহা কহিলাম, ইহা সেন বিফল না হয়। দেখ, রাবণ কখনই কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না।

লঙ্কাধিপতি, সীতাকে এইরূপ কহিয়া মৃত্যুমোহে ইনি আমারই বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল।

৫৬তম সর্গ

সীতা রাবণ সংবাদ, রাক্ষসীগণের সীতাকে লইয়া অশোক বনে গমন

অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণ স্থাপন পূর্বক নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অটল সেতু। ধর্ম্মশীল রাম তাঁহারই পুত্র। ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমার আমার দেবতা ও পতি। তিনি সত্যপরায়ণ ত্রিলোকথিত ও সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহার নেত্র বিস্তীর্ণ এবং বাহু আজানুলম্বিত। এক্ষণে সেই মহাবীর লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তোরে বিনাশ করিবেন। যদি তুই তাঁহার নিকট বীর্য্যমদে আমায় পরাভব করিতিস, তাহা হইলে তোরে জনস্থানে খরের ন্যায় নিশ্চয়ই রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে সকল ঘোররূপ রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিলি, উহাঁরা বিহগরাজ গরুড়ের নিকট ভুজঙ্গের ন্যায় রামের সমক্ষে নির্বিষ হইবে। তাঁহার স্বর্ণখচিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তরঙ্গবেগ যেমন জাহ্নবীর কুলকে তদ্রূপ তোকে অধঃপাতে দিবে। যদিও তুই সমস্ত দেবাসুরের অবধ্য হইয়াছিস, তথাচ. রামের সহিত বৈরাচরণ করিয়া আজ কিছুতে নিস্তার পাইবি না। সেই মহাবীর নিশ্চয় তোর প্রাণান্ত

করিবেন। যূপগত পশুর ন্যায় তোর জীবন একান্তই দুর্লভ। রাম ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, দুই রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে অনঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইবি। যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকে নিপাত করিতে পারেন, এবং সমুদ্র শোষণেও সমর্থ হন, তিনিই এই স্থান হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবেন। নীচ! দুই হতশ্রী হতবীর্য্য ও নির্জীব হইয়াছিস, তোর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; অতঃপর তোরই জন্য লঙ্কা বিধবা হইবে। তুই আমাকে পতিপার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিস্, তোর এই পাপকর্ম্মের ফল কখন ভাল হইবে না। তেজস্বী রাম, লক্ষ্মণের সহিত নির্ভয়ে বিক্রমে নির্ভর করিয়া সেই শূন্য দণ্ডকারণ্যে রহিয়াছেন। তিনিই শাণিত শরে তোর দেহ হইতে বলদর্প দূর করিবেন। যখন কালবশে মৃত্যু সন্নিহিত হয়, তখন লোকে সকল কার্যে অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! তোর অদৃষ্টে সেই কালই উপস্থিত, তুই আমার অবমাননা করিয়া সবংশে ধ্বংস হইবি। যজ্ঞমধ্যস্থ শ্রুক্‌ভাণ্ডভূষিত মন্ত্রপুত বেদি কখন চণ্ডাল স্পর্শ করিতে পারে না। অমি ধর্ম্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারবি না। যে হংসী রাজ হংসের সহিত পদ্মবনে নিয়ত বিহার করিয়া থাকে, সে তৃণ মধ্যস্থ জলবাযসকে কিরূপে দেখিবে? এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসতী অপবাদও রাখিতে পারিব না। সীতা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর রাবণ এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ এবং উহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিল, সীতে! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকুল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।

রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্রোধভরে রক্তমাংসাশী বিরূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগকে কহিল, রাক্ষনীগণ! এক্ষণে তোমরা শীঘ্রই ইহার দর্প চূর্ণ কর। তখন রাবণের আদেশ মাত্র উহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীকে বেষ্টন করিল। অনস্তর ঐ মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতই যেন এক পদ সঞ্চরণ করিয়া কহিল, রাক্ষনীগণ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক বনে সতত বেষ্টন পূর্বক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন ঘোরতর গর্জন ও কখন বা সান্ত্ববাক্যে বন্য করিণীর ন্যায় ইহাঁকে ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও।

রাক্ষসীরা রাবণের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, জানকীকে লইয়া অশোক বনে গমন করিল। ঐ স্থানে ফুলপুষ্পপূর্ণ বহুল কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গের নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। জানকী রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়া, ব্যাঘ্রীমধ্যে হরিণীর ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যার পর নাই অসুখী হইলেন। ঐ সময় ঘোরচক্ষু রাক্ষসীরা তাঁহাকে তর্জন গর্জন করিতে লাগিল এবং তিনিও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

৫৭তম সর্গ

রাম কৃর্তক অমঙ্গল আশঙ্কা, রাম লক্ষ্মণ সমাগম

এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার করিয়া, সীতাকে দেখিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ঐ সময় শৃগালগণ রুক্ষস্বরে উহার পশ্চাদ্ভাগে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম, ঐ দারুণ রোমহর্ষণ রবে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া মনে করিলেন, যখন এই শৃগালেরা বিরাব করিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। বোধ হয়, নিশাচরগণ জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে? দুর্বৃত্ত মারীচ আমার অনিষ্ট চেষ্টায় আমরই কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্বক মায়ামৃগরূপে চীৎকার করিয়া ছিল। যদি ঐ শব্দ লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিবেন, কিম্বা সীতাই অবিলম্বে তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহাই হউক, সীতাকে বধ করা রাক্ষসগণের প্রাণগত ইচ্ছা। এই নিমিত্ত মারীচ স্বর্ণের মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়াছে, এবং শরপ্রহারমাত্র রাক্ষস হইয়া, হা লক্ষ্মণ! মরিলাম এই বলিয়া, চীৎকার করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত জনস্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তদবধি রাক্ষসদিগের সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত। এক্ষণে আমরা আশ্রম হইতে আসিয়াছি, ঘোরতর দুর্নিমিত্তও দেখিতেছি, জানি না, অতঃপর সীতা কুশলে আছেন কি না।

রাম শৃগালরব শুনিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ মৃগরূপে তাঁহাকে বহুদূর আনিয়াছে দেখিয়া, সভয়ে দীনমনে শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার সন্নিহিত

হইল, এবং তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোররবে বিরাব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিলেন, রাম দূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। উভয়ে বিষণ্ণ এবং উভয়েই দুঃখিত রাম তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগ পর্বক উপস্থিত দেখিয়া ভৎসনা করিলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত মধুর স্বরে কঠোরভাবে কহিলেন, লক্ষ্মণ! জানকীকে রাখিয়া আগমন করা তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। চতুর্দিকে যখন নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, তখন নিঃসন্দেহ সীতা অপহৃত হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। দেখ, পূর্ব দিকে মৃগ ও পক্ষিগণ ঘোরস্বরে চীৎকার করিতেছে, অতঃপর জানকী যে কুশলে আছেন, ইহা কোনও মতে আমার বিশ্বাস হয় না। মারীচ মৃগরূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া বহুদুরে আইল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথঞ্চিত তাহাকে বিনাশ করিলাম, সেও মৃত্যুকালে রাক্ষস হইল। অথচ আমার মন বিষণ্ণ এবং একান্তই অপ্রসন্ন। বামচক্ষু স্পন্দন হইতেছে, বোধ হয়, যেন সীতা নাই। হয় কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, নয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা তিনি পথে পথে ভ্রমিতেছেন।

৫৮তম সর্গ

সীতা সংক্রান্ত অমঙ্গল চিন্তায় রামের কাতরতা

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণকে দীন ও সন্তোষহীন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! যিনি দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন, তুমি যাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক এস্থানে আগমন করিলে, সেই জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া, দীনমনে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, আমার সেই দুঃখসহচরী জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি যাহাঁকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া, এক পলকও প্রাণ ধারণ করতে পারি না, আমার সেই জীবনসহায় জানকী এক্ষণে কোথায়? বৎস! জানকী সুরকন্যারূপিণী ক্ষীণমধ্যা ও হেমবর্ণা, আমি তাহাকে ভিন্ন পৃথিবীর আধিপত্য কি ইন্দ্রত্ব কিছুই চাহি না। এক্ষণে যথার্থ বল, আমার সেই প্রাণাধিকা কি জীবিত নাই? আর এই বনবাস-ব্রত ত বিফল হইবে না? হা ! জানকীর নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে, এবং তুমি একাকী প্রতিগমন করিলে, কৈকেয়ী পুত্রের রাজ্যলাভে সিদ্ধসংকল্প ও সুখী হইবেন এবং মৃতবৎসা তপস্বিনী কৌশল্যা বিনয়ের সহিত তাঁহার সেবা করিবেন। লক্ষ্মণ! যদি সেই সুশীলা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমি প্রাণত্যাগ করি। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া, হাস্যমুখে বাক্যালাপ না করিলেও আমি প্রাণে মরিব। বল, তিনি কি জীবিত আছেন? না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? হা! জানকী অতি তরুণী ও সুকুমারী, ক্লেশ তাঁহার সহ্য হয় না। এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই

আমার বিয়োগে, যার পর নাই বিমনা হইয়া, শোক করিতেছেন। বৎস! কুটিল মারীচ, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাতে তোমারও মনে কি ভয় জন্মিল? বোধ হয়, জানকী আমার অনুরূপ ঐ স্বর শুনিয়া, শঙ্কিতমনে তোমায় প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তন্নিবন্ধন তুমিও শীঘ্র আমার দর্শনার্থ উপনীত হইলে। যাহাই হউক, সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসা তোমার কর্তব্য হয় নাই। তুমি এই কার্যে নৃশংস রাক্ষসগণকে অপকার করিতে অবসর দিয়াছ। ঐ ঘোরা মাংসাশীরা খরের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই যে সীতাকে সংহার করিবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। বীর! আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, এখন আর কি করিব, বোধ হয়, ভাগ্যে এইরূপই নির্দিষ্ট ছিল।

রাম এই প্রকারে সীতাসংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া, অনুজ লক্ষ্মণকে ভৎসনা করত দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

৫৯তম সর্গ

রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ

অনন্তর রাম দুঃখাবেগে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আইলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক এস্থানে আগমন করিলে? আমি দূর হইতে

তোমায় সীতাশূন্য একাকী আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার বামনেত্র ও বামবাহু স্পন্দিত এবং হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ শোকাকুল রামকে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমায় প্রেরণ করিলেন, তজ্জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিলাম। আপনি "হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই কথা মুক্তস্বরে সুস্পষ্ট কহিয়াছিলেন; উহা জানকীর শ্রুতিগোচর হয়। তিনি সেই আর্তস্বর শুনিয়া সজলনয়নে ভীতমনে কেবল আপনারই স্নেহে বারংবার আমাকে নির্গত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতে লাগিলেন। তখন আমিও তাঁহার প্রত্যয় হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলাম, দেবী আর্যের মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়, এইরূপ রাক্ষস আমি দেখিতেছি না। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই কণ্ঠস্বর আর্যের নহে, বোধ হয়, আর কাহারও হইবে। যিনি সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘৃণিত নীচ বাক্য তিনি কিরূপে বলিবেন? কেহ কোনও কারণে তাঁহার অনুরূপ স্বরে এইরূপ কহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিত হইও না, উৎকণ্ঠা দূর কর, শান্ত হও। তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকে এইরূপ লোক জন্মে নাই, জন্মিবেও না। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।

অনন্তর জানকী মোহবশত রোদন করিতে করিতে নিদারুণ বাক্যে কহিলেন, দুষ্ট! রাম বিনষ্ট হইলে তুই আমায় পাইবি, মনে মনে এই পাপ

অভিসন্ধি করিয়াছিস, কিন্তু তোর এই সংকল্প সিদ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের সঙ্কেতে রামের অনুসরণ করিতেছি, এই জন্য তাঁহার আর্তস্বর শুনিয়াও সন্নিহিত হইলি না। দুই প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, এক্ষণে আমারই নিমিত্ত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছিস্। আর্য্য! জানকী এইরূপ কহিবামাত্র আমার অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন আমিও বিলম্ব না করিয়া, আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

রাম, লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতা ব্যতীত এস্থানে আগমন করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিলে। আমি রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা জানিলেও জানকীর ক্রোধবাক্যে নির্গত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্তই অসন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, সীতার নিয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যে আমাকে মায়ামৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে আনিল, এখন সেই রাক্ষস আমার শরাঘাতে ভূতলে শয়ান। আমি শরাসনে শর সন্ধান ও ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া প্রহর করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ মৃগদেহ বিসর্জন পূর্বক কেয়ুরধারী রাক্ষস হইল, এবং আমার স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর বাক্যে সুস্পষ্ট চীৎকার করিল। বৎস! এক্ষণে ঐ শব্দেই তুমি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিয়াছ।

৬০তম সর্গ

রাম-লক্ষ্মণের আশ্রম প্রবেশ, শূন্য কুটীর দর্শনে রামের বিলাপ

অনন্তর পথমধ্যে রামের বাম নেত্র স্ফূরিত সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত এবং পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার সীতার কুশল জিজ্ঞালিতে লাগিলেন, এবং তাহাকে দর্শন করিবার আশয়ে একান্ত উৎসুক হইয়া দ্রুতগমনে চলিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদূরে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সীতার বিহার স্থানে গমন ও পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি উদ্বিগ্নমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে হেমন্তে পদ্মবিরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটির সীতাশূন্য রহিয়াছে; বৃক্ষ সকল যেন রোদন করিতেছে, পুষ্প সমুদায় ম্লান এবং মৃগ ও পক্ষিগণ মৌন; আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্য্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে একা করিয়াছেন। এবং কুশ ও চর্ম্ম বিকীর্ণ ও কাশনির্মিত কট চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত। তখন রাম কুটির শূন্য দর্শন করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না তাঁহার রুধিরে কেহ তৃপ্তি লাভ করিল; তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্ন আছেন, না বনে গিয়াছেন; তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাম শোকে আরক্তনেত্র ও উন্মত্ত হইয়া, যত্ন সহকারে সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ পূর্বক বৃক্ষ পর্বত এবং নদ নদী সমস্ত পর্য্যটন করত এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। বিল্ব! যাঁহার স্তনযুগল শ্রীফলের তুল্য, সর্বাঙ্গ নবপল্লববৎ কোমল, এবং পরিধান পীত কৌশয় বস্ত্র, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবীর! তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না, বল। মরুবক! তুমি লতাসঙ্কুল পল্লবাকীর্ণ ও পুষ্পপূর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দিকে গান করিতেছে তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। অশোক! শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল! প্রেয়সীর স্তনযুগল সুপক্ক তাল ফলের তুল্য, যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক, ত কৃপা করিয়া বল। জম্বু! যদি তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কর্ণিকার! তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক, ত বল।

রাম এইরূপে চূত, পনস, দাড়িম, কদম্ব, মহাসাল, কুরর, বকুল, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ঐ সময় অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে ভ্রান্ত ও উন্মত্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর তিনি বন্যজন্তুগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, মৃগ! তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ! বোধ হয়, করিকরজঘনা জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। ব্যাঘ্র! আমার প্রিয়তমার মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ও অসঙ্কোচে বল, তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। কমললোচনে! তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ, এই যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যে উত্ত দিতেছ না। দাঁড়াও, এক্ষণে একান্তই নির্দয় হইয়াছ, তুমি ত পূর্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কর। প্রিয়ে! আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি, তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাক, আর যাইও না। না, ইনি চারুহাসিনী জানকী নহেন, মাংসাশী রাক্ষসগণ আমার সমক্ষে নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ বিভাগপূর্বক ভক্ষণ করিয়াছে; নচেৎ এইরূপ ক্লেশে তিনি আমাকে কখন উপেক্ষা করিতেন না। হা! জানকীর নাসিকা কি সুদৃশ্য, দন্ত কি সুন্দর, এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। তাঁহার সেই কুণ্ডলশোভিত পুর্ণচন্দ্রপ্রতিম মুখখানি রাক্ষসের গ্রাসে হত হইয়া গিয়াছে। তিনি আর্তরর করিতে লাগিলেন, আর নিশাচরেরা তাঁহার চক্রবর্ণ

স্বর্ণ হারের যোগ্য কোমল গ্রীবা ভক্ষণ করিল। তাঁহার পল্লব মৃদু অলঙ্কৃত হস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অগ্রভাগে কম্পিত হইতে লাগিল, আর উহাঁরা তাহা ভক্ষণ করিল। হা! আমি রাক্ষসগণেরই জন্য তরুণী সীতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। তিনি স্বজন সত্ত্বেও যেন সঙ্গিহীনা ছিলেন। লক্ষ্মণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে কোথাও দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা সীতে! তুমি কোথায় গমন করিলে?

রাম, সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে বনে বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও বেগে উত্থিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণমান হইলেন এবং কোথাও বা একান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এইরূপ অবিশ্রান্তে বন পর্বত নদী ও প্রস্রবণ সকল মহাবেগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন।

৬১তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ

রাম অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণপূর্বক হাহাকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, ভাই! সীতা কোথায়? কোন দিকে গমন করিলেন? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা ভক্ষণ করিল? প্রিয়ে! তুমি যদি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমাকে পরিহার করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে ক্ষান্ত হও, আমি একান্ত

দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকট আইস। তুমি যে সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে। ভাই! আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না। পিতা পরলোকে নিশ্চয়ই আমাকে সীতাহরণ শোকে বিনষ্ট দেখিবেন, এবং কহিবেন আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া, তোমায় বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতে, কি নিমিত্ত এখানে আমার নিকট আগমন করিলে? লক্ষ্মণ! এই অপরাধে পিতা এই স্বেচ্ছাচার মিথ্যা বাদী ও নীচকে নিশ্চয়ই ধিক্কার করিবেন। জানক! আমি তোমারই অধীন অতিদীন শোকাকুল ও হতাশ; কীর্তি যেমন কপটকে, সেইরূপ তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও? প্রিয়ে! ত্যাগ করিও না। ত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই মরিব। রাম সীতার দর্শনকামনায় বারংবার এই রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন লক্ষ্মণ বহুল পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীর তুল্য রামকে শোকে অতিশয় অবসয় দেখিয়া, শুভসঙ্কল্পে কহিতে লাগিলেন, ধীর! বিষণ্ন হইবেন না, আসুন অতঃপর দুই জনে যত্ন করি। ঐ অদুরে কন্দরশোভিত গিরিবর, অরণ্য পর্য্যটন জানকীর একান্তই প্রিয়, এক্ষণে বোধ হয়, তিনি বনে গিয়াছেন। কুসুমিত সরোবর বা মৎস্যবহুল বেতসসংকুল নদীতে গমন করিয়াছেন; কিম্বা আমরা কি প্রকার অনুসন্ধান করি, ইহা জানিবার আশয়ে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আর্য্য! শোক করিবেন না, এক্ষণে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। যদি মত হয়, ত সমস্ত বনই দেখি।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শৈল কানন সরিৎ সরোবর এবং এ পর্বতের শিলা ও শিখর সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি এই পর্বতে জানকীর দর্শন পাইলাম না। লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, আর্য্য! মহাবল বিষ্ণু যেমন বলীকে বন্ধন পূর্বক পৃথিবী অধিকার করেন, তদ্রূপ আপনিও এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।

তখন রাম দুঃখিতমনে দীনবচনে কহিলেন, বৎস! বন, প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং এই শৈলের কন্দর ও নির্ঝর সমস্তই ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণাধিক জানকীকে পাইলাম না।

অনন্তর রাম কৃশ দীন ও শোকাকুল হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে, মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বাষ্পগদগদ বাক্যে "হা প্রিয়ে" কেবল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিনীত লক্ষ্মণ কাতর হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ স্বজন বৎসলকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর করিলেন, এবং সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, অজস্র অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

৬২তম সর্গ

রামের বিলাপ

কমললোচন রাম শোকে হতজ্ঞান এবং অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলেন। তিনি ভ্রান্তিক্রমে জানকীকে যেন দেখিতে পাইলেন এবং বাষ্পকণ্ঠে কঞ্চিৎ এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কুসুমে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তুমি আমার শোকউদ্দীপন করিবার নিমিত্ত অশোকশাখায় আবৃত হইয়া আছ। তোমার ঊরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ, উহা কদলীতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কিছুতে গোপন করিতে পারিলে না, আমি সুস্পষ্টই উহা দেখিতে পাইলাম। জানকি! তুমি কৌতুকচ্ছলে কর্ণিকার বনে লুকাইয়া, কিন্তু একের উপহাস অন্যের প্রাণনাশ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও, ইহা আশ্রমের ধর্ম্ম নহে। তুমি যে কৌতুকপ্রিয়, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম। বিশাললোচনে! আইস, তোমার এই পর্ণ কুটীর শূন্য রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ! বোধ হয়, রাক্ষসেরা জানকীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, নচেৎ তিনি আমাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, কখন উপেক্ষা করিতেন না। এই মৃগযূথই আমার অনুমান সজল নয়নে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জানকি! সাধ্বি! কোথায় গমন করিলে? হা! আজ কৈকেয়ীর মনোরথ পুর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সীতা ব্যতীত কি প্রকারে শুন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। বৎস! অতঃপর লোকে আমাকে নির্দয় ও নিবীর্য্য বোধ করিবে। আমার যে কিছুমাত্র বীরত্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে,

রাজা জনক আমায় কুশল জিজ্ঞাসিতে আসিবেন, তৎকালে আমি কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি আমার সীতাকে না দেখিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার বিনাশশোকে বিমোহিত হইবেন। হা! পিতাই ধন্য, তাঁহাকে আর এ যন্ত্রণা সহিতে হইল না। ভাই! বল, এক্ষণে আমি সেই ভরত রক্ষিত অযোধ্যায় কিরূপে যাইব। সীতাব্যতীত স্বর্গও আমার পক্ষে শূন্য বোধ হইবে। আমি সীতাকে না পাইলে, আর কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। অতঃপর তুমি আমাকে এই অরণ্যে পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিগমন কর। গিয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক আমার কথায় বলিও, রাম অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। বৎস! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া, কৈকেয়ী সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। আমার আজ্ঞা পালনে তোমার অমনোযোগ নাই, অতএব সর্বপ্রযত্নে আমার জননীকে রক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশবৃত্তান্ত তাঁহার সমক্ষে সবিস্তারে কহিও।

রাম এইরূপে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং মনও একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

৬৩তম সর্গ

রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রবোধ দান

রাম শোক ও মোহে নিপীড়িত এবং বিষাদে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষ্মণকে অধিকতর বিষণ্ন করিয়া, দীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! বোধ হয়, আমার তূল্য কুকর্মী পৃথিবীতে আর নাই। দেখ, শোকের পর শোক অবিচ্ছেদে আমার হৃদয় ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। পূর্বে আমি অনেক বার ইচ্ছামত পাপ করিয়াছি, আজ তাহারই বিপাক উপস্থিত, এবং তজ্জন্যই আমাকে দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, স্বজন বিয়োগ, জননী বিরহ ও পিতার মৃত্যু ভাগ্যে সমস্তই ঘটিয়াছে; এক্ষণে তৎসমুদায় মনোমধ্যে আবির্ভুত হইয়া, আমার এই শোকবেগ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ভাই! বনে আসিয়া সকল দুঃখই শরীরে জুড়াইয়াছিলাম, কিন্তু জানকী বিচ্ছেদে কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগবৎ আজ আবার সেইগুলি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। হা! রাক্ষসেরা যখন জানকীরে হরণ করে, তখন সেই কলকন্ঠা ভীত হইয়া আকাশপথে নিরবচ্ছিন্ন অস্পষ্টস্বরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন। তাঁহার বর্তুল স্তনযুগল সতত রমণীয় হরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে বোধ হয়, তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, আমার এখনও মৃত্যু হইল না। যে মুখে কুটিল কেশভার শোভা পাইত এবং মৃদু কোমল ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত, এক্ষণে তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হা! বোধ হয়, শোণিতলোলুপ রাক্ষসেরা

সেই পতিপ্রাণার হারশোভিত গ্রীবা নির্জনে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়া থাকিবে। আমি আশ্রমে ছিলাম না, ইত্যবসরে উহাঁরা তাহাকে বেষ্টন পূর্বক আকর্ষণ করে, আর সেই আকর্ণলোচনা দীনা কুররীর ন্যায় আর্তরব করিয়া থাকিবেন। বৎস! তাঁহার স্বভাব অতি উদার, পূর্বে তিনি এই শিলাতলে আমার পাশে বসিয়া, মধুর হাতে তোমার কথা কতই কহিতেন। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে তাঁহার অনুসন্ধান করি, আমার বোধ হয়, তিনি এই সরিদরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। এই নদী তার একান্তই প্রিয়। কিম্বা সেই পদ্মপলাশনয়না পদ্ম আনয়নার্থ কোন সবোবরে গিয়াছেন, অথবা এই বিহঙ্গসংকুল পুষ্পিত বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; না, অসম্ভব, তিনি ভয়ে একাকী কখন কোথাও যাইবেন না। সূর্য্য! তুমি লোকের কায্যাকার্য্য সমস্তই জান, তুমি সত্য মিথ্যার সাক্ষী; এক্ষণে বল, আমার প্রিয়তমা-জানকী কোথায় গিয়াছেন? বায়ু! তুমি নিরন্তর ত্রিলোকের বৃত্তান্ত বিদিত হইতেছ, এক্ষণে বল, সেই কুল পালিনীর কি মৃত্যু হইল? কি কেহ তাহাকে হরণ করিল? না তুমি তাঁহাকে কোন পথে দেখিয়াছ?

তখন ন্যায়পর তেজস্বী লক্ষ্মণ রামকে শোকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! আপনি শোক পরিত্যাগপূর্বক ধৈয্যাবলম্বন করুন এবং জানকীর অন্বেষণার্থ সবিশেষ উৎসাহী হউন। দেখুন, উৎসাহশীল লোক অতি দুষ্কর কার্যেও অবসন্ন হন না।

রাম প্রবলপৌরুষ লক্ষ্মণের এই কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল এবং তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

৬৪তম সর্গ

সীতার সন্ধান না পাইয়া রামের ক্রোধ ও ত্রৈলোক্যধ্বংস কল্পনা

অনন্তর রাম দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া জান, জানকী পদ্ম আনিবার জন্য তথায় গিয়াছেন কি না?

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ত্বরিতপদে পুনরায় তীর্থপূর্ণ সুরম্য গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং উহার সর্বত্র অনুসন্ধান পূর্বক অবিলম্বে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সীতাকে গোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিলাম না, ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, জানি না, এক্ষণে সেই ক্লেশনাশিনী কোথায় গিয়াছেন।

অনন্তর রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, স্বয়ংই গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর কথা তথাকার সকলকেই জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্যান্য প্রাণী, বধ্য রাবণ যে সীতা হরণ করিয়াছে, তাহা উহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন রাম শোকাকুল হইয়া, ঐ নদীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, জীবজন্তুগণও উহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু গোদাবরী কোন মতে কিছুই কহিল না। তৎকালে দুরাত্মা রাবণের রূপ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া, তাঁহার মনে অতিশয় ভয়, জন্মিল, তন্নিবন্ধন সে কিছুই কহিল না।

তখন রাম হতাশ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই গোদাবরী সীতাসংক্রান্ত কোন কথাই কহিল না। এক্ষণে আমি রাজা জনকের সন্নিধানে গিয়া কি বলিব, এবং জানকীকে হারাইয়া জননীকেই বা কিরূপে অপ্রিয়

কথা নাইব। লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের ফলমূলে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, এ সময় জানকীই আমার শোক দূর করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোথায় গমন করিলেন? আমি জ্ঞাতিহীন, সীতারও আর দর্শন নাই, অতঃপর নিদ্রাবিরহে রজনী নিশ্চয়ই আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বোধ হইবে। বৎস! যদি সীতা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এখন মন্দাকিনী জনস্থান এবং এই প্রস্রবণ শৈলসমস্তই পর্য্যটন করি। ঐ দেখ, মৃগেরা বারংবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, উহাদের আকার ইঙ্গিতে অনুমান হয়, যেন উহাঁরা আমাকে কোন কথা কহিবে।

অনন্তর রাম ঐ সমস্ত মৃগকে লক্ষ করিয়া বাগদাদ বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, মৃগগণ! জানকী কোথায়? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করি, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, আকাশ প্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমন পূর্বক রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ মৃগের যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্যস্থানীয় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব। আপনি জানকীর কথা জিজ্ঞাসিতে, মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান পূর্বক দক্ষিণ দিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে; ভাল, আসুন, আমরা ঐ দিকেই যাই। হয়তো এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাই।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমভিব্যাহারে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করত দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উহাঁরা জানকীসংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, পথের এক স্থলে অনেকগুলি পুষ্প পতিত আছে। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে দুঃখিতবাক্যে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি কাননে জানকীকে যে সকল পুষ্প দিয়াছিলাম, তিনি কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এই গুলি সেই পুষ্প। বোধ হয়, বায়ু সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া প্রস্রবণকে জিজ্ঞাসিলেন, পর্বত! আমি জানকীশূন্য হইয়াছি, তুমি কি এই সুরম্য কাননে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়াছ? পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিলেন, তুই সেই স্বর্ণবর্ণা হেমাঙ্গীরে দেখাইয়া দে, নচেৎ আমি তোর শৃঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিব। তৎকালে প্রস্রবণ যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পুনর্বার কহিলেন, পর্বত! তুই এখনই আমার শরাগ্নিতে ছারখার হইবি। তোর বৃক্ষ পল্লব ও তৃণ কিছুই থাকিবে না, এবং সর্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া রহিবি। তিনি প্রস্রবণকে এই বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ যদি এই নদী সেই চন্দ্রাননার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রাম নেত্রজ্যোতিতে সমস্ত দগ্ধ করিবার সঙ্কল্পেই যেন রোষভরে লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাক্ষসের বিস্তীর্ণ পদচিহ্নপরম্পরা

দেখিতে পাইলেন। সীতা নিশাচর কর্তৃক অনুভূত ও ভীত হইয়া, রামের কামনায় ইতস্তত ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচিহ্ন দেখিলেন, এবং ভগ্ন ধনু তুণীর ও চুর্ণ রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া, ব্যস্তসমস্ত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, জানকীর অলঙ্কারসংক্রান্ত স্বর্ণবিন্দু ও কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য রহিয়াছে, এবং কনকবর্ণ শোণিতে ধরাতলও আচ্ছন্ন আছে। বোধ হয়, কামরূপ রাক্ষসেরা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। এই স্থানে দুইটি নিশাচর তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ দেখ, মুক্তাখচিত মণিমণ্ডিত রমণীয় ধনু ভগ্ন ও পতিত আছে; এই তরুণসূর্য্যপ্রকাশ বৈদুর্য্যগুটিকাযুক্ত কাঞ্চন কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং ঐ শতশলাকাসম্পন্ন মাল্যসমলঙ্কৃত ভগ্নদণ্ড ছত্র রহিয়াছে। এই সমস্ত হেমবর্শজড়িত পিশাচমুখ ভীমমূর্তি বৃহৎ খর নিহত হইয়াছে; এই দীপ্ত পাবকতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ; ঐ সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন হইয়া বিপরীতভাবে পতিত আছে। এই সুদীর্ঘফলক কনকশোভী ভীষণ শর; ঐ শরপূর্ণ তুণীর, এবং এই সারথিও বল্‌গা ও কষা হস্তে শয়ান রহিয়াছে। বৎস! এ সকল কাহার? রাক্ষস না দেবতার? যে পদচিহ্ন দেখিলাম, উহা পুরুষের, নিশ্চয়ই কোন নিশাচরের হইবে। ঐ ক্রূরহৃদয় পামরগণের সহিত আমার সাজ্ঘাতিক ও আত্যন্তিকই ঠিকই শত্রুতা হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা হয় জানকীরে অপহরণ, নয় ভক্ষণ করিয়াছে। হা! ধর্ম্ম এই মহারণ্যে সীতাকে রক্ষা করিলেন না এবং দেবগণও আমার শুভচিন্তায় বিমুখ হইলেন।

বৎস! যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দয়াশীল ও বীর, লোকে মোহবশত তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। আমি মৃদুভাব কৃপাপরতন্ত্র লোকহিতার্থী ও নির্দোষ, অতঃপর সুরগণ নিশ্চয় আমাকে নির্বীর্য্য বোধ করিবেন। আমার যে সকল গুণ আছে, ভাগ্যক্রমে সে গুলিও দোষে পরিণত হইল। এক্ষণে প্রলয়ের সূর্য্য যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আমার তেজ, গুণ সমুদায় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ হইবে। আজ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব পিশাচ কিন্নর ও মনুষ্যেরা সুখী হইতে পারিবে না। আজ আমি নভোমণ্ডল শরপূর্ণ করিয়া, ত্রিলোক সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিব; গ্রহগণের গতিরোধ ও চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব; সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতি নষ্ট করিয়া, সমুদায় ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিব; গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক করিয়া ফেলিব; তরু লতা গুল্ম ছিন্ন ভিন্ন ও মহাসমুদ্রকেও এককালে নির্মূল করিব। বৎস! যদি দেবগণ পূর্ববৎ কুশলিনী সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তিনি হৃত বা তৃতই হউন, যদি এখন তাঁহাকে না দেন, তবে আমি সমস্ত সংসারই ছারখার করিব। এই মুহূর্তেই সকলে আমার বলবীর্যের পরিচয় পাইবে। গগনতলে আর কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না; জগৎ আকুল হইয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে; এবং সুরগণও আমার সুদূরগামী শরসমূহের বল প্রত্যক্ষ করিবেন। লক্ষ্মণ! এইরূপে আমার ক্রোধে ত্রিলোক উৎসন্ন হইলে উহাঁরা দৈত্য পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত নষ্ট হইবেন এবং আমার দুর্নিবার শরে উহাদের সকলেরই লোক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া, কটিতটে বল্কল ও চর্ম্ম পরিবেষ্টন পূর্বক জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ত্রিপুরবিনাশ কালে রুদ্রের মূর্তি যেমন শোভা পাইয়াছিল, তাঁহার মূর্তি তদ্রূপই সুশোভিত হইল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ ও সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া, উহাতে ভুজঙ্গভীষণ প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন এবং যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রোষাবিষ্ট হইয়াছি, জরা, মৃত্যু, কাল ও দৈবকে যেমন কেহই নিবারণ করিতে পারে না তদ্রূপ আমাকেও আজ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

৬৫তম সর্গ

লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে প্রবোধ দান

রাম প্রলয়াগ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ে উদ্যত হইয়া, সগুণ শরাসন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং পুনঃপুন দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিতেছেন। তাঁহার মূর্তি যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্রের ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছে। পূর্বে লক্ষ্মণ তাঁহার এই প্রকার ভাব কখন দর্শন করেন নাই। তিনি উহাকে ক্রোধে আকুল দেখিয়া, মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনি অগ্রে মৃদুস্বভাব দুশ্চেষ্টাশূন্য ও সকলের শ্রেয়ার্থী ছিলেন, এক্ষণে রোষবশে প্রকৃতি বিসর্জন করা ভবাদৃশ লোকের উচিত হইতেছে না। যেমন চন্দ্রের শ্রী, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা আছে, সেইরূপ আপনার উৎকৃষ্ট যশ নিয়তই

রহিয়াছে। অতএব একের অপরাধে লোক নষ্ট করা আপনার কর্তব্য হইতেছে না। ঐ একখানি সুসজ্জিত সাংগ্রামিক রথ পতিত দেখিতেছি। জানিতেছি উহা কে কি জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই স্থানটিও অশ্বখুরে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতবিন্দুতে সিক্ত, দেখিলে বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধ এক জন রথীর, দুই জনের হইতে পারে না। আর এই স্থানে বহু সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। সুতরাং এক জনের অপরাধে বিশ্ব সংহার করা আপনার উচিত নহে। শান্ত স্বভাব ভূপালগণ দোষানুরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আর্য্য! আপনি নিয়তকাল লোকের গতি ও আশ্রয় হইয়া আছেন, এক্ষণে কোন ব্যক্তি আপনার স্ত্রীবিনাশ সৎ বিবেচনা করিবে। যেমন ঋত্বিকেরা যজমানের অনিষ্ট করিতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, পর্বত, সমুদ্র এবং দেব-দানব ও গন্ধর্বেরাও আপনার অপ্রিয় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে আপনি ধনুর্ধারণ পূর্বক আমার ও ঋষিগণের সহিত সেই ভায্যাপহারী শত্রুর অনুসন্ধান করুন। যাবৎ তাঁহার দর্শন পাইতেছি, তাবৎ আমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্বত, বন, ভীষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধর্বলোক অন্বেষণ করিব। যদি সুরগণ শান্তভাবে আপনার পত্নী প্রদান না করেন, তবে আপনি যেরূপ বিবেচনা হয়, করিবেন। যদি আপনি সদ্ব্যবহার, সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে জানকীরে না পান, তবে স্বর্ণপুঙ্খ বজ্রসার শরজালে সমস্তই উৎপন্ন করিবেন।

৬৬তম সর্গ

লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে প্রবোধ দান

নাম শোকাকুল ও বিমোহিত, ক্ষীণ ও বিমনা হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! যেমন দেবগণ অমৃত লাভ করিয়া ছিলেন, সেইরূপ মহীপাল দশরথ অনেক তপস্যা ও যাগযজ্ঞে আপনাকে পাইয়াছেন। আমি ভরতের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া, আপনারই বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে এই যে দুঃখ উপস্থিত, আপনিও যদি ইহাতে কাতর হন, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকে সম্ভবপর হইবে? অতঃপর আশ্বস্ত হউন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে। ইহা, অগ্নিবৎ স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হয়। ফলত শরীরী জীবের পক্ষে ইহা যে একটি নৈসর্গিক ঘটনা, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দেখুন, রাজা যযাতি স্বর্গে গমন করিয়া ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধোগতি হইল। আমাদের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের এক শত পুত্র জন্মে, কিন্তু এক দিবসে আবার নষ্ট হইয়া গেল। যিনি জগতের মাতা ও সকলের পূজনীয়, সেই পৃথিবী সময়ে সময়ে কম্পিত হন এবং যাহারা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্র সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলত কি মহৎ জীব কি দেবতা সকলকে বিপদ সহ্য করিতে হয়। শুনা যায় যে, ইন্দ্রাদি সুরগণও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আর ব্যাকুল হইবেন না। যদি

জানকীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, যদি কেহ তাঁহাকে বিনাশও করিয়া থাকে, তথাচ আপনি সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিবেন না। যারা আপনার তুল্য সর্বদর্শী এবং যাহাঁরা অকাতরে তত্ত্ব নির্ণয় করেন, তাঁহারা অতি বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি বুদ্ধিবলে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করুন। ধীমান মহাত্মারা শুভাশুভ সমস্তই অবগত হন। যাহার গুণ দোষ অপ্রত্যক্ষ, যাহা ফল অনির্ণেয়, সেই কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয় না। বীর! পূর্বে আপনিই আমাকে অনেক বার এইরূপ কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে আর কে উপদেশ দিবে, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ হন না। আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণের অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান শোকে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি কেবল তাঁহারই উদ্বোধন করিতেছি। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার শক্তি অধিকার করিতেছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া শত্রুবধে যত্নবান হউন। সর্বসংহার আবশ্যক কি; যে প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নষ্ট করুন।

৬৭তম সর্গ

বনমধ্যে জটায়ু দর্শন ও জটায়ুর মুখে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ সংবাদ প্রাপ্তি

সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং প্রবৃদ্ধ ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বিচিত্র শরাসনে শরীরভার অর্পণপূর্বক কহিলেন,

বৎস! এক্ষণে আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, এবং কোন উপায়েই বা এই স্থানে জানকীর দর্শন পাইব, চিন্তা কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এইটি জনস্থান, বহু রাক্ষসে পরিপূর্ণ ও বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ। এস্থানে গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও মৃগসংকুল ভীষণ গুহা দৃষ্ট হইতেছে, এবং কিন্নর ও গন্ধর্বেরা বাস করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত স্থান বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান করি। দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে, ভবাদৃশ বুদ্ধিমান বায়ুবেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক স্থলে গিরিশৃঙ্গাকার ঝটায়ু রুধিরে লিপ্ত হইয়া পতিত আছেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই দুরাত্মা আমার জানকীরে ভক্ষণ করিয়াছে। এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, পক্ষিরূপে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং আকর্ণলোচনা সীতাকে ভক্ষণ পূর্বক এই স্থানে সুখে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সরলগামী সুতীক্ষ্ণ শরে ইহারে সংহার করিব।

এই বলিয়া রাম, কোদণ্ডে ক্ষুরধার শর সন্ধান পূর্বক ক্রোধভরে সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী কম্পিত করতই যেন উহার দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে, জটায়ু সফেন শোণিত উদ্গার পূর্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, আয়ুষ্মান্! তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাহার অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে হরণ করিয়াছে। তিনি অরক্ষিত ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্ত আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ

নিকট হইলাম এবং রাবণকেও ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। রাম! এই তাঁহার ধনু ও শর ভাঙ্গিয়াছি, ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চুর্ণ করিয়া রাখিয়াছি, এবং এই সারথিকে পক্ষাঘাতে নিহত করিয়াছি। আমি যখন যুদ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন সে আমার পক্ষছেদন পূর্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে প্রস্থান করিল। বৎস! রাক্ষস একবার আমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না।

রাম বিহগরাজ জটায়ুর মুখে সীতাসংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং শরাসন বিসর্জন ও অবশদেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণও একাকী লতাকন্টক সংকুল পথের একপার্শে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুধীর হইলেও কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ, ও জটায়ুর মৃত্যু, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। বলিতে কি, আমার ঈদৃশী অলক্ষ্মী সগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি আজ আমি পূর্ণ সমুদ্রেও প্রবেশ করি, ঐ অলক্ষ্মী প্রভাবে তাহাও শুষ্ক হইবে। হা! যখন আমি এইরূপ বিপদজালে জড়িত ইহয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা হতভাগ্য বুঝি এই জগতে আর নাই। বৎস! এক্ষণে আমারই ভাগ্যদোষে এই পিতৃবয়স্য জটায়ুরও মৃত্যু হইল।

এই বলিয়া রাম, পিতৃনির্বিশেষ স্নেহে ঐ ছিন্নপক্ষ শোণিতলিপ্ত জটায়ুর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে গ্রহণ পূর্বক আমার প্রাণসমা জানকী কোথায় আছেন মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভুতলে পতিত হইলেন।

৬৮তম সর্গ

জটায়ুর প্রতি রামের প্রশ্ন, জটায়ুর মৃত্যু ও রাম কর্তৃক জটায়ুর অন্তেষ্টি ক্রিয়া

অনন্তর রাম লোকবৎসল লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই বিহগরাজ আমারই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধে রাক্ষস-হস্তে নিহত হইলেন। ইহাঁর স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অল্প মাত্রই অবশিষ্ট আছে এবং ইনি বিকল বৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। জটায়ু! যদি আর বাঙনিষ্পত্তি করিবার শক্তি থাকে, ত বল, কিরূপে তোমার এই দশা ঘটিল? আমি রাবণের কি অপকার করিয়াছিলাম, কি কারণেই বা সে জানকীরে হরণ করিল? জানকী কি কহিলেন? উঁহার শশাঙ্কসুন্দর মনোহর মুখখানিই বা কিরূপ ছিল? রাবণের বল কিরূপ? আকার কি প্রকার? সে কি করে? এবং কোথায়ই বা বাস করিয়া থাকে?

তখন ধর্মশীল জটায়ু রামকে অনাথবৎ এইরূপ জিজ্ঞাসিতে দেখিয়া অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, বৎস! দুরাত্মা রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দিন সংঘটিত করিয়া, আকাশপথে জানকীকে লইয়া গেল। আমি যুদ্ধে নিতান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ সময় সে আমার পক্ষ ছেদন পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে

প্রস্থান করিল। রাম! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইতেছে, এবং আমি উশীরকৃতকেশ স্বর্ণ বৃক্ষ দর্শন করিতেছি। বৎস! দুর্বৃত্ত রাবণ যে মুহূর্তে জানকীকে হরণ করে, উহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্ট ধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয়, এবং শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে রাবণ ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অতএব বৎস! জানকীর জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া শীঘ্রই তাঁহারে পাইবে!

মৃতকল্প জটায়ু বিমোহিত না হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সহিত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা-কথা শেষ না হইতেই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে ‘বল বল’ এই বাক্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। দুর্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ জটায়ুর দেহ পরিত্যাগ করিল, মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, চরণ কম্পিত হইতে লাগিল। এবং তিনি অঙ্গ প্রসারণ পূর্বক শয়ন করিলেন।

তাম্রলোচন পর্বতাকার জটায়ুর মৃত্যু হইলে, রাম যার পর নাই দুঃখিত হইয়া, করুণবাক্যে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যিনি বহুকাল এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, আজ তিনিই দেহত্যাগ করিলেন। যাঁহার বয়স বহু বৎসর, যিনি সতত উৎসাহী ছিলেন, আজ তিনিই মৃতদেহে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দুর্নিবার; আমার এই উপকারী জটায়ু জানকীর রক্ষাবিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

প্রবলপরাক্রম রাবণ ইহাঁকে বিনষ্ট করিল। এক্ষণে এই বিহঙ্গ কেবল আমারই জন্য বিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহপাত করিলেন! বৎস! সকল জাতিতে অধিক কি, পক্ষিশ্রেণীতেও ধর্ম্মচারী সাধুদিগকে শূর ও শরণাগতবৎসল দেখা যায়। এক্ষণে এই জটায়ুর বিনাশে যেমন আমার ক্লেশ হইতেছে, সীতাহরণে তাদৃশ হয় নাই। ইনি শ্রীমান রাজা দশরথেরই ন্যায় আমার মাননীয় ও পুজ্য। ভাই! এক্ষণে কাষ্ঠভার আহরণ কর, যিনি আমার জন্য বিনষ্ট হইলেন, আমি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দগ্ধ করিব। তাত জটায়ু! যাজ্ঞিকের যে গতি, আহিতাগ্নির যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধার যে গতি, এবং ভূমিদাতার যে গতি, আমি অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি অবিলম্বে তাহা অধিকার কর। মহাবল! এক্ষণে স্বয়ং তোমার অগ্নিসংস্কার করিতেছি, তুমি এখনই সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকে যাও। এই বলিয়া, রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া, স্থূল মৃগসকল সংহার পূর্ব্বক তৃণময় আস্তরণে উহার পিণ্ডদান করিলেন, এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষিদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে উহাঁর অর্পণও করিলেন। জটায়ু অতি দুষ্কর ও যশস্কর কার্য্য করিয়া,

রাক্ষসহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিকল্প রাম অগ্নিসংস্কার করাতে অতি পবিত্র গতি অধিকার করিলেন।

৬৯তম সর্গ

ক্রৌঞ্চারণ্যে সীতার অন্বেষণ, রাম লক্ষ্মণের কবন্ধের সহিত সাক্ষাৎ

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর শরাসন ও অসি গ্রহণ পূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈর্ঋত দিকে যাত্রা করিলেন, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, এক জনসঞ্চারশূন্য পথে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান তরুলতা গুল্মে আচ্ছন্ন, গহন ও ঘোরদর্শন। উহাঁরা দ্রুতপদে সেই ভীষণ পথ অতিক্রম করিলেন, এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন পূর্বক দুর্গম ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, এবং বিবিধ পুষ্প ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ। বোধ হয় যেন, উহা হর্ষে সম্যক বিকসিত হইয়া আছে। উহাঁরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার শোকে একান্তই দুর্বল হইয়া, ইতস্তত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্বাস্য তিন ক্রোশ গিয়া, পথমধ্যে ভীষণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে বৃক্ষ সকল নিবিড়ভাবে আছে, এবং হিংস্র মৃগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। তথায় পাতালবৎ গভীর অন্ধ কারাচ্ছন্ন একটি গিরিগহ্বরও দৃষ্ট হইল। উহাঁরা সেই গহ্বরের সন্নিহিত হইয়া, অদূরে বিকটদর্শন বিকৃতবদন এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। উহার আকার দীর্ঘ উদর লম্ববান কেশ আলুলিত দন্ত তীক্ষ্ণ ও ত্বক একান্তই কর্কশ। উহার

দর্শনমাত্র ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া থাকে। ঐ ঘৃণিত নিশাচরী ভীষণ মৃগ ভক্ষণ করিতে করিতে উহাদের নিকট হইল, এবং অগ্রবর্ত্তী লক্ষ্মণকে, আইস, উভয়ে বিহার করি, এই বলিয়া গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল। কহিল আমার নাম অয়োমুখী। তুমি আমার প্রিয়তম পতি, আমিও তোমার রত্নাদিবৎ লাভের হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত চিরজীবন গিরিদুর্গ ও নদীতীরে সুখে ক্রীড়া করিবে।

বীর লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক উহার নাসা কর্ণ ও স্তন ছেদন করিলেন। তখন ঐ ঘোরা নিশাচরী বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং দ্রুতপদে স্বস্থানে পলায়ন করিল।

অনন্তর উহাঁরা তথা হইতে মহাসাহসে চলিলেন এবং গতিপ্রসঙ্গে এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সত্য বাদী সুশীল লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তেজস্বী রামকে কহিলেন, আর্য্য! আমার অতিশয় বাহুস্পন্দন হইতেছে, মন যেন উদ্বিগ্ন, এবং আমি প্রায়ই দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে সাবধান, আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। কুলক্ষণ দৃষ্টে এখনই ভয় সম্ভাবনা করিতেছি। কিন্তু ঐ দারুণ বঞ্জলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে জয় আমাদেরই হইবে।

উহাঁরা এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইল। ঐ শব্দে সমুদায় বন যেন এককালে ভগ্ন ও পূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন, অরণ্য প্রদেশ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। তখন

রাম তৎক্ষণাৎ খড়্গ গ্রহণ পূর্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস। উহার বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটামাত্র চক্ষু। চক্ষের পক্ষগুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল স্থূল ঘোর ও দীর্ঘ; উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। ঐ মেঘবর্ণ ক্রোশপ্রমাণ রাক্ষসের দংষ্ট্রা বিকট এবং জিহ্বা লোল; সর্বাঙ্গ তীক্ষ্ণ রোমে ব্যাপ্ত এবং পর্বতের ন্যায় উচ্চ; হস্ত এক যোজন ও ভীষণ। সে মেঘবৎ গর্জন পূর্বক উহা অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে। কখন ভয়ঙ্কর সিংহ ভল্লুক মৃগ ও পক্ষিভক্ষণ, কখন যূথপতিগণকে আকর্ষণ এবং কখন বা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষস রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া, উহাদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উহাঁরাও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষস বাহু প্রসারণ পূর্বক উহাদিগকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল। ঐ দুই মহাবীরের হস্তে সুদৃঢ় অসি ও শরাসন; উহাঁরা বেগে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে রাম ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ অল্প বয়স্ক ও অধীর বলিয়া, অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া, রামকে কহিতে লাগিলেন, বীর! দেখুন, আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। বোধ হইতেছে, আপনি অচিরাৎ জানকীরে পাইবেন। পরে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া, এক একবার আমায় স্মরণ করিবেন। রাম কহিলেন,

বীর! অকারণ ভীত হইও না। তোমার সদৃশ লোক বিপদে কদাচ অভিভূত হন না।

তখন ঐ ক্রূর কবন্ধ উহাঁদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তোমরা ধনুর্বাণ ও খড়্গো তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ এবং তোমাদের স্কন্ধ বৃষস্কন্ধেরই ন্যায় উন্নত। বল, এস্থানে কি প্রয়োজন? তোমরা এই ভীষণ প্রদেশে আসিয়াছ এবং দৈবগত্যা আমারও চক্ষে পড়িয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত, সুতরাং আজ আর তোমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

রাম দুবৃত্ত কবন্ধের এই কথা শুনিয়া ভীত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমরা কষ্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু এক্ষণে জানকীকে না পাইয়াই এই আবার প্রাণসঙ্কটে পড়িলাম। দৈবের বল একান্ত দুর্নিবার, উহার অসাধ্য কিছু নাই। দেখ, আমরাও দুঃখে অভিভূত হইলাম। যারা অস্ত্রবৎ ও বীর, যুদ্ধে তাঁহারাও বালুময় সেতুর স্থায় অবসন্ন হইয়া থাকেন। প্রবলপ্রতাপ রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া, স্বয়ং সাহস অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

৭০তম সর্গ

রাম লক্ষ্মণ কৃর্তৃক কবন্ধের দুই বাহু ছেদন

তখন কবন্ধ বাহুপাশবেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিল, ক্ষত্রিয়কুমার তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া কি দণ্ডায়মান রহিয়াছ? রে নির্বোধ! আজ দৈৰ আমার আহারার্থই তোমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

অনন্তর ভীত লক্ষ্মণ বিক্রম প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া, বীরোচিত বাক্যে রামকে কহিতে লাগিলেন, আৰ্য্য! এই নীচ রাক্ষস আমাদিগকে শীঘ্রই গ্রহণ করিবে। আসুন, এক্ষণে আমরা বিলম্ব না করিয়া, খড়্গাঘাতে ইহার দুই প্রকাণ্ড বাহু ছেদন করিয়া ফেলি। দেখিতেছি, এই ভীষণ নিশাচরের বাহুবলই বল; এ, সমস্ত লোক পরাস্ত করিয়াই যেন আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত, সুতরাং এক্ষণে এই রাক্ষকে এককালে নষ্ট করা আমাদিগের উচিত হইতেছে না।

কবন্ধ উহাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ভীষণ আস্য বিস্তার পূর্ব্বক উহাদিগকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিল। ঐ সময় দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্মণ বামে ছিলেন। উহাঁরা পুলকিত মনে খড়্গ দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবৎগম্ভীর রবে দিগন্ত পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উহাদিগকে জিজ্ঞাসিল বীর! তোমরা কে? তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস! ইনি ঈক্ষ্বাকুবংশীয়, রাম; আমি ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ। মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সম্পাদন পূর্ব্বক ইহাঁকে বনবাস দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্নী ও আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জনবাস আশ্রয় করিয়া ছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া, ইহার ভাৰ্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আমরা তাঁহারই অন্বেষণ প্রসঙ্গে এস্থানে আসিয়াছি।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে নিহিত এবং জঙ্ঘাও ভগ্ন। বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ?

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল, বীর! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগ্যবলেই আমার আজ বাহু ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমি নিজের অবিনয়ে রূপকে যেরুপ বিকৃত করিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

৭১তম সর্গ

কবন্ধের শাপ বৃত্তান্ত কীর্তন, কবন্ধ রাম সংবাদ

রাম! যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপ, পূর্বে আমারও ঐরুপ ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল। কিন্তু আমি ভীম রাক্ষস মূর্তি ধারণ করিয়া, ইতস্তত বনবাসী ঋষিগণকে ভয় প্রদর্শন করিতাম। একদা স্থূলশিরা নামে এক মুনি বন্য ফল-মূল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আমি ঐ মূর্তিতে গিয়া তাঁহার সেই গুলি কাড়িয়া লই। তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, দুর্বৃত্ত! তোর আকার এই রূপই ঘৃণিত ও ক্রূর হইয়া থাক।

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তি জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিলেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদন পূর্বক নির্জন বনে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখনই তুমি স্বীয় রমণীয় মূর্তি অধিকার করিবে। লক্ষ্মণ! আমি শ্রী নামক দানবের পুত্র, আমার নাম দনু। এক্ষণে

তোমরা আমার যে আকার নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপভাবে ঘটিয়াছে। আমি এক সময়ে অতিশয় কঠোর পণ করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তন্নিবন্ধন আমি অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ু লাভ হইল, অতঃপর ইন্দ্র আর আমার কি করিবেন। আমি এই চিন্তা করিয়া উহাকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম। ইন্দ্রও শতধার বজ্রে আমার উরু ও মস্তক শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিস্তর অনুনয় করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য তিনি আমায় বধ করিলেন না, কহিলেন, ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার অন্যথা না হোক। তখন আমি কহিলাম, আপনি বজ্রদ্বারা আমার উরু ও মস্তক ভাঙ্গিয়া দিলেন, অতঃপর আমি অনাহারে দীর্ঘকাল কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব।

অনন্তর ই আমার যোজনপ্রমাণ দুই হস্ত ও উদরে তীক্ষদর্শন মুখ সংঘোজিত করিয়া দিলেন। এক্ষণে আমি এই স্থানে প্রকাণ্ড বাহু দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি বনচারী জীবজন্তুগণকে চতুর্দিক হইতে আহরণ পূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তৎকালে ইন্দ্র এরূপও কহিয়াছিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহু ছেদন করিবেন, তখনই তুমি স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

তাত! এখন আমি এই দেহে এই বনমধ্যে যাহা দেখি, তাহাই গ্রহণ করা সৎ বিবেচনা করিয়া থাকি। ভাবিয়াছি, রাম এক সময়ে অবশ্যই আমার হস্তে আসিবেন এবং আমার এই শরীরও নষ্ট করিবেন। বীর! তুমি সেই

রাম, তোমার কুশল হউক। তপোধন স্থূলশিরা আমায় কহিয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না; বস্তুত তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে তুমি আমার অগ্নিসংস্কার কর, আমি তোমাকে সবুদ্ধি দিব, এবং সহকারী মিত্রও প্রদর্শন করিব।

অনন্তর ধর্ম্মশীল রাম দনুর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক ভ্রাতৃ সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, কবন্ধ! আমি লক্ষ্মণের সহিত জনস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ অবকাশে রাবণ অক্লেশে আমার পত্নী যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। অমি ঐ দুরাত্মার কেবল নামটি জানি, তদ্ভিন্ন তাঁহার রূপ বয়স নিবাস ও প্রভাব কিছুই জানি না। দেখ, আমরা পরোপকারে দীক্ষিত, কিন্তু নিরাশ্রয় ও কাতর হইয়া এইরূপে পর্য্যটন করিতেছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের প্রতি যথোচিত কৃপা কর। বীর! আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত প্রস্তুত করিয়া, করিশুণ্ডভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্বক তোমায় দগ্ধ করিব। বল, কোন ব্যক্তি কোথায় সীতাকে লইয়া গেল? যদি তুমি যথার্থই জান, তবে আমার শুভসাধন কর।

তখন বচনচতুর দনু বক্তা রামকে কহিল, রাজকুমার! আমি জানকীকে জানি না, আমার আর সে দিব্য জ্ঞান নাই। আমি দাহান্তে পূর্বরূপ অধিকার করিব এবং যে তাঁহার বৃত্তান্ত বিদিত আছে, তাহাও বলিব। শাপবলে আমার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। আমি নিজের দোষেই এই ঘৃণিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং দেহ দগ্ধ না হইলে, কোন্ মহাবীর্য্য রাক্ষস তোমার ভায্যাপহারী, তাহা জানিতে পারিব না। অতএব যাবৎ সূর্য্য শ্রান্তবাহনে অস্ত না

যাইতেছেন, এই অবসরে তুমি আমায় বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, বিধি পূর্ব্বক দগ্ধ কর। পরে যিনি সেই রাক্ষসের পরিচয় জানেন, আমি তাঁহার উল্লেখ করিব। রাম! তুমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিও। তিনি ন্যায়পর, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহা হইতে অবশ্যই তোমার সাহায্য হইবে। ত্রিলোকে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি এক সময় কোন কারণবশত সমস্ত লোকই পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

৭২তম সর্গ

কবন্ধ কর্তৃক রামকে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য উপদেশ

অনন্তর পর্বতোপরি একটি গর্তে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা চিতা প্রদীপ্ত করিয়া দিলে, উহা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপুর্ণ কবন্ধের মৃত পিণ্ডতুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দরূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ মহাবল কবন্ধ পুলকিতমনে সহসা চিতা হইতে বিধুম বহ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। উহার পরিধান নির্ম্মল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। সে হংস যোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্বক প্রভাপুঞ্জে দশদিক শোভিত করিল এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, রাম! তুমি যেরূপে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি মাত্র কার্য্য সাধনের উপায় আছে; উহা আশ্রয় করিয়া সকল বিষয়েরই বিচার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুস্থ, দুঃস্থের সংসর্গ করা তাঁহার কর্তব্য। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত দুর্দশাপন্ন

ও হীন হইয়াহ, এই জন্য ভায্যাহরণরূপ বিপদও সহিতেছ। সুতরাং এসময়ে কোন বিপন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর, তদ্ভিন্ন আমি ভাবিয়াও তোমরা কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখিতেছি না।

রাম! সুগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরাজের ক্ষেত্রজ ও সূর্য্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালি উহার ভ্রাতা। ঐ বালি রাজ্যের জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, উহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্তি ঋষ্যমূক পর্বতে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত বুদ্ধিমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুধীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিন্ন। এক্ষণে সেই সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। তুমি আর শোকাকুল হইও না। কাল একান্তই দুর্নিবার; যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব, বীর! তুমি আজ সত্বর এস্থান হইতে যাও। গিয়া অনিষ্ট পরিহারার্থ অমি সাক্ষী করিয়া, অবিলম্বে সেই কপীশ্বরের সহিত মিত্রতা কর। বানর বলিয়া তাহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ কামরূপ ও সহায়ার্থ। তোমা হইতে তাঁহার সাহায্য হইবে; না হইলেও তিনি তোমার কার্যে উদাসীন থাকিবেন না। বালির সহিত সুগ্রীবের বিলক্ষণ শত্রুতা। তিনি উহারই ভয়ে ভীত হইয়া পম্পাতটে পর্য্যটন করিতেছেন।

রাম! এক্ষণে তুমি গিয়া অগ্নিসমক্ষে অস্ত্র ব্যাপন পূর্বক শীঘ্র সত্যবন্ধনে সেই বনচরের সহিত মিত্রতা কর। তিনি বহু দর্শনবলে রাক্ষসস্থান সমস্তই জ্ঞাত আছেন। ত্রিলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যাবৎ সূর্য্য উত্তাপ দান করেন, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি বানরগণের সহিত নদী পর্বত গিরিদূর্গ ও

গহ্বরে সীতার অনুসন্ধান করিবেন। সীতা তোমার বিরহে রাবণের গৃহে অত্যন্তই শোকাকুল হইয়া আছেন, তিনি তাঁহার অন্বেষণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে বৃহৎ বৃহৎ বানরগণকেও চতুর্দিকে পাঠাইবেন। জানকী সুমেরুশিখরে বা পাতালতলেই থাকুন, ঐ কপীশ্বর রাক্ষস বিনাশ করিয়া তাঁহাকে পুনর্বার তোমার হস্তে সমর্পণ করিবে।

৭৩তম সর্গ

কবন্ধ কর্তৃক সুগ্রীবের বাসস্থানে যাইবার পথ নির্দেশ

কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণোপায় নির্দেশ পূর্বক কহিতে লাগিল, রাম! যথায় জম্বু, পিয়াল, পনস, বট, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, ও আম্র প্রভৃতি পুষ্পশোভিত মনোহর বৃক্ষ পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়া আছে, সেই স্থানে যাইবার এই এক উৎকৃষ্ট পথ। ঐ পথে ধব, নাগকেশর, তিলক, নক্তমাল, নীল অশোক, কদম্ব, কুসুমিত করবীর, অগ্নিমুখ্য, রক্তচন্দন ও মন্দার বৃক্ষ রহিয়াছে। তোমরা ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা বেগে উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া, অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ পূর্বক যাইও। পরে ঐ বন অতিক্রম করিয়া নন্দনসদৃশ অন্য বনে প্রবেশ করিও। যেমন কুবেরোদ্যান চৈত্ররথে তদ্রূপ ঐ বনে ঋতু সকল সর্বকাল বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষসমূহ মেঘ ও পর্বতের ন্যায় ঘনীভূত, শাখা প্রশাখায় শোভিত এবং ফলভারে সততই অবনত। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া তোমায় অমৃতাস্বাদ ফল প্রদান করিবেন। তোমরা এইরূপে পর্বত

হইতে পর্বত বন হইতে বন পর্য্যটন পূর্বক পম্পা নদীতে উপস্থিত হইবে। ঐ নদীরশূন্য বালুকাকীর্ণ অপিচ্ছিল ও শৈবলবিহীন। উহার সোপানগুলি সমান, উহাতে রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল শোভা পাইতেছে, এবং হংস মণ্ডূক ক্রৌঞ্চ ও কুররগণ মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ সকল বিহঙ্গ, বধ কাহাকে বলে, জানে না এবং মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। তোমরা গিয়া, পম্পানিবাসী ঘৃতপিণ্ডাকার স্থূল পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিবে। ঐ সরোবরে কন্টকাকীর্ণ পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট রোহিত এবং চক্রতুণ্ড মৎস্য আছে। তোমার ভক্ত লক্ষ্মণ শরাঘাতে সেইগুলি সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদন পূর্বক শূল্যপক্ক করিয়া, তোমায় আনিয়া দিবেন। পম্পার জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পদ্মগন্ধি নির্ম্মল মুখসেব্য শীতল ও পথ্য; তুমি মৎস্য ভক্ষণ করিলে, লক্ষ্মণ পানার্থ পদ্মদলে সেই জল আনয়ন করিবেন। ঐ স্থানে গিরিগহ্বরশায়ী বনচারী বৃহৎ বৃহৎ বরাহ জললোভে উপস্থিত হয় এবং পিপাসা শান্তি করিয়া, বৃষের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ সায়াহ্নে বিচরণকালে তোমায় তৎসমুদায় প্রদর্শন করিবেন। রাম! তুমি পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ ও পম্পার নির্ম্মল জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশোক হইবে। ঐ স্থানে তিলক ও নক্তমাল বৃক্ষ কুসুমিত এবং শ্বেত ও রক্ত পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে। ঐ পুষ্প গ্রহণ করে, তথায় এমন কেহ নাই এবং উহা কখন ম্লান বা শীর্ণও হয় না। ঐ বনে মতঙ্গশিষ্যগণের বাসস্থান ছিল। তারা গুরুর জন্য প্রতি নিয়ত বন্য ফল মূল আহরণ করিতেন। তৎকালে বহনশ্রমে তাঁহাদের দেহ হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু অজস্র ভূতলে পড়িত, উহাঁদের তপোবলে তাহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন

হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আজিও তথায় শবরী নামে একটি তাপসী বাস করিতেছেন। ঐ ধর্ম্মপরায়ণা চিরজীবিনী উহাঁদের পরি চারিকা ছিলেন। তুমি সকলের পূজ্য ও দেবপ্রভাব, অতঃপর শবরী তোমায় দর্শন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন।

রাম! তুমি ঐ পম্পা নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া, মহর্ষি মতঙ্গের তপোবন পাইবে। উহা অতি রমণীয় ও অনির্বচনীয়। মহর্ষির প্রভাবে মাতঙ্গেরা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। যে বনে ঐ আশ্রম, এক্ষণে তাহা মতঙ্গবন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তুমি সেই দেবারণ্যসদৃশ পক্ষিসমাকীর্ণ বনে গিয়া অত্যন্তই সুখী হইবে। এ পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত। তথায় নানা প্রকার পুষ্পিত বৃক্ষ আছে। শিশু সর্পে সমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। পূর্বকালে ব্রহ্মা ঐ পর্বত নির্মাণ করেন। উহার দানশক্তি অতি চমৎকার। কেই উহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যত ধন পায়, জাগ্রদবস্থায় তত গুলি অধিকার করিয়া থাকে। যদি কোন দুরাচার উহাতে আরোহণ করে, সে নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা সেই স্থানে তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মতঙ্গবনের যে সকল শিশু হস্তী পম্পায় বিহার করে, তাহাদের তুমুল কলরব ঐ পর্বত হইতে শ্রুতিগোচর হয়। তথায় কৃষ্ণকায় দীর্ঘাকার মাতঙ্গ রক্তবর্ণ মদধারায় সিক্ত হইয়া, দলে দলে ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সঞ্চরণ করিতেছে এবং পম্পার সুগন্ধি সুখস্পর্শ নির্ম্মল রমণীয় সলিল পান করিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে ভল্লুক ব্যাঘ্র এবং নীলকান্তপ্রভ শান্তস্বভাব অচপল রুরু আছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া শোকশূন্য হইবে। সেই পর্বতে

শিলাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ এক গুহাও রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর। উহার সম্মুখে কমনীয় একটি হ্রদ দেখিতে পাইবে। হ্রদের জল শীতল এবং উহার তীরদেশে বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। রাম! ধর্ম্মশীল সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহামধ্যে বাস করেন এবং কখন কখন শৈলশৃঙ্গেও অবস্থিত করিয়া থাকেন।

সূর্য্যপ্রভ মাল্যধারী কবন্ধ উহাঁদিগকে এইরূপ কহিয়া গগনতলে শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ গমনের উপক্রম করিয়া, উহাকে কহিলেন, তুমি দিব্য লোকে প্রস্থান কর। মহাভাগ কবন্ধও কহিল, তোমরাও তবে কার্য্যসাধনোদ্দেশে যাও।

৭৪তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের শবরীর আশ্রমে গমন, রাম শবরী সংবাদ

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধনির্দ্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন এবং পর্বতোপরি স্বাদুফলপুর্ণ বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে পম্পার অভিমুখে পশ্চিমাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উহাঁরা পর্বত পৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিলেন, এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম, বহু বৃক্ষে পরিবৃত ও রমণীয়। উহাঁরা তাহা নিরীক্ষণ পূর্বক শবরীর নিকট হইলেন। তখন ঐ সিদ্ধা উহাদিগকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিধানানুসারে পাদ্য ও আচমনীয় দিলেন।

অনন্তর রাম ঐ ধর্মচারিণীকে কহিলেন, অয়ি চারুভাষিণি! তুমি ত তপোবিঘ্ন জয় করিয়াছ? তপস্যা ত বর্ধিত হইতেছে। ক্রোধ ত বশীভূত করিয়াছ? আহার সংযম কিরূপ? মনের সুখ কি প্রকার? নিয়ম ত পালিত হইয়া থাকে। এবং গুরুসেবাও ত সফল হইয়াছে।

তখন সিদ্ধসম্মত বৃদ্ধ শবরী সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, রাম! অদ্য তোমায় দেখিয়াই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবাও ফলবতী হইল। অদ্য তোমার পূজা করিয়া আমার স্বর্গ হইবে। তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার কৃপায় অক্ষয় লোক লাভ করিব। আমি যে সকল তাপসের পরিচারণা করিতাম, তুমি চিত্রকূটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা এই আশ্রমপদ হইতে দিব্য বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন।

ঐ ধার্মিকেরা প্রস্থানকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, রাম তোমার এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন। তুমি তাহাকে ও লক্ষ্মণকে যথোচিত আতিথ্য করিও। তাঁহাকে দেখিলে, তোমার উৎকৃষ্ট অক্ষয় লোক লাভ হইবে। রাম! আমি মুনিগণের এই কথা শুনিয়া তোমার জন্য পম্পাতীর হইতে বন্য ফল মূল আহরণ করিয়াছি।

তখন ধর্ম্মশীল রাম ত্রিকালজ্ঞা শবরীকে কহিলেন, তাপসি! আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্ম শুনিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তবে স্বচক্ষে তাহা দেখিবারও ইচ্ছা করি।

অনন্তর শবরী কহিলেন, রাম! এই দেখ, মৃগপক্ষিপূর্ণ নিবিড়মেঘাকার মতঙ্গবন। এই স্থানে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক জ্বলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহূতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যক্স্থলী নাম্নী বেদী; ইহাতে সেই সমস্ত পূজনীয় গুরুদেব শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। দেখ, তাহাদের তপোবলে আজিও এই অতুলপ্রভা বেদী শ্রীসৌন্দর্যে চতুর্দিক শোভিত করিতেছে। তাহারা উপবাসজনিত আলস্যে পর্য্যটন করিতে পারিতেন, ঐ দেখ, এই নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত্র এই স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নানান্তে বল্কল সকল বৃক্ষে রাখিতেন, আজিও সেগুলি শুষ্ক হইতেছে না। উহাঁরা পদ্মাদি পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিয়াছিলেন, এখনও সে সকল ম্লান হয় নাই। রাম! এই ত তুমি সমস্ত বনই দেখিলে, যাহা শুনিবার, তাহাও শুনিলে, এক্ষণে আজ্ঞা কর, আমি দেহ ত্যাগ করিব। যাহাদের এই আশ্রম, আমি যাহাদের পরিচর্য্যা করিতাম, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্নিহিত হইব।

রাম শবরীর এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন আশ্চর্য্য!—ভদ্রে! তুমি আমাকে সমুচিত পুজা করিয়াছ, এক্ষণে যথায় ইচ্ছা মুখে প্রস্থান কর।

তখন চীরচর্ম্মধারিণী জটিলা শবরী নামের অনুজ্ঞাক্রমে অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। উহার জ্যোতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহার সর্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধ; তিনি উৎকৃষ্ট বসনে। যার পর নাই প্রিয়দর্শন হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় ঐ স্থান

আলোকিত করিতে লাগিলেন। পরে যথায় পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন, তিনি সমাধিবলে সেই পবিত্র লোকে গমন করিলেন।

৭৫তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের পম্পাদর্শনে গমন, পম্পা বর্ণন, পম্পা দর্শনে রামের বিলাপ

শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং হিতকারী ভক্তিপ্রবণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই আশ্রমে বহুসংখ্য বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্র আছে, নানা প্রকার পক্ষী কোলাহল করিতেছে, এবং বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিলাম, সপ্তসমুদ্রতীর্থে স্নান এবং বিধানানুসারে পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। এক্ষণে আমার অশুভ নষ্ট হইয়া গেল, এবং তন্নিবন্ধন মনও পুলকিত হইল। অতঃপর আইস, আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পাতে যাই। পম্পার অদুরে ঋষ্যমূক পর্বত। তথায় সূর্য্যতনয় সুগ্রীব বালির ভয়ে চারিটি বানরের সহিত বাস করিয়া আছেন। জানকীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ত্ত। চল, এক্ষণে শীঘ্র যাই, গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমারও মন পম্পাদর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াছে। চলুন, আমরা অবিলম্বেই এস্থান হইতে যাত্রা করি।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুচ্চ পুষ্পিত বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, কোষষ্টি, অর্জুন, শতপত্র ও

কীচক প্রভৃতি পক্ষি সকল কোলাহল করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ বন ও বিবিধ সরোবর দেখিতে দেখিতে, দূরপ্রবাহা পম্পার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গসার উহারই একটি প্রদেশ বিশেষ, উহারা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ নদী অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে কমলদল বিকশিত রহিয়াছে। সর্বত্র কোমল বালুকণা, মৎস্য কচ্ছপেরা নিবিড় ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান তাম্র বর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়সমূহে নীলবর্ণ। ঐ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক; কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতা সকল সহচরী সখীর ন্যায় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে, কোন স্থান ময়ূররবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোথাও কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করিতেছে, এবং কোথাও বা কুসুমিত আম্র বন। রাম ঐ পম্পা নদী দর্শন করিয়া সীতা বিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই পম্পা নদী তিলক, বীজপূরক, বট, লোধ্র, কুসুমিত করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, বঞ্জুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসমূহে, অলঙ্কৃত প্রমদার ন্যায় শোভিত হইতেছে। কবন্ধ যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক পর্বত। মহাত্মা ঋক্ষরাজের পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্বতে বাস করিয়া আছেন। বৎস! এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর।

রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া পুনর্বার কহিলেন, হা! জানি না, জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন।

কামার্ত রাম সীতাসংক্রান্তমনে লক্ষ্মণকে এই বলিয়া শোক করিতে করিতে রমণীয় পম্পা দর্শন করিতে লাগিলেন।

আরণ্যকাণ্ড সম্পূর্ণ

বাল্মীকি রামায়ণ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৈদ্যুতিন সংস্করণ

শিশির শুভ্র

ফেব্রুয়ারি ২০২২

www.debalay.com

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সূচিপত্র

১ম সর্গ

পম্পার শোভা ও বসন্ত বর্ণন, রামের বিরহ ও চিত্তবিকার, রামের বিলাপ, লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে প্রবোধ দান, ঋষ্যমূক যাত্রা

রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মৎস্যসংকুল পদ্মপূর্ণ পম্পায় গিয়া, ব্যাকুল মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ নদীতে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার মনে হর্ষ জন্মিল এবং ইন্দ্রিয়বিকারও সমুপস্থিত হইল। তিনি অনঙ্গের বশবর্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পম্পার জল বৈদুর্যের ন্যায় নির্ম্মল, ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার তীরস্থ বন অত্যন্ত রমনীয়, এই বনে বৃক্ষ গুলি শাখাসমূহে সশৃঙ্গ পর্বতবৎ শোভা পাইতেছে। ইহা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ এবং মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখ স্মরণে শোকাকুল রহিয়াছি, অথচ এই শুভদর্শনা পম্পা আমার অত্যন্তই সুন্দর বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, নীলপীতবর্ণ তৃণময় স্থান কি সুদৃশ্য, বৃক্ষের বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। ইতস্তত পুষ্পস্তবক শোভিত লতা, ঐ গুলি গিয়া পুষ্পভারপূর্ণ বৃক্ষের অগ্র শাখা আলিঙ্গন করিতেছে। বৎস! এক্ষণে কামোদ্দীপক বসন্ত উপস্থিত, সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং সর্বত্রই সুগন্ধ। ঐ দেখ, মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে, সেইরূপ এই পুষ্পিত বন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে কম্পিত হওয়াতে সুরম্য শিলাতল পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে, এবং অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, সুতরাং সর্বত্র বায়ু যেন পুষ্পগুলিকে লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখা সকল বিকসিত কুসুমে সমাচ্ছন্ন, বায়ু তৎসমুদায় কম্পিত করত বহিতেছে এবং ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহা গিরিগুহা হইতে গম্ভীর রবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে এবং মদমত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর দ্বারা বৃক্ষগুলিকে নৃত্য শিখাইতেছে। উহা চন্দন শীতল সুখস্পর্শ সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক। উহার বেগে বৃক্ষ সকল নীত হইয়া, শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। বন মধুগন্ধে সুবাসিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে। শিখরোপরি রমণীয় বৃক্ষে পুষ্পবিকাশ নিবন্ধন পর্বত যেন শিরোভূষণ বহিতেছে। কর্ণিকার সকল পুষ্পিত হইয়াছে এবং স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বৎস! আমি জানকীবিহীন, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক উদ্দীপন এবং অনঙ্গও যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছেন। ঐ শুন, কোকিল হর্ষভরে কুহূরব করিয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি কামার্ত, ঐ সুরম্য প্রস্রবণে দাত্যূহ পক্ষী মধুর ধ্বনি করিয়া, আমাকে শোকাকুল করিয়া তুলিতেছে। হা! পূর্বে জানকী আশ্রমমধ্যে ইহারই সঙ্গীত শুনিয়া, পুলকিতমনে আমাকে আহ্বান পূর্বক কতই হর্ষ প্রকাশ করিতেন।

ঐ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষী সকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারিদিক হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। এই পম্পা তীরে বিহগমিথুন স্ব স্ব জাতিতে সন্নিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া, দলে দলে ভৃঙ্গবৎ মধুর শব্দ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যূহের রতিজন্য রবে এবং পুংস্কোকিলের বিরাবে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া, আমার চিত্ত বিকৃত করিয়া দিতেছে। বৎস! এক্ষণে এই বসন্তরূপ অনল আমায় দগ্ধ করিতে লাগিল। অশোকস্তবক উহার অঙ্গার, ভূঙ্গরব শব্দ এবং পল্লবই আরক্ত শিখা। লক্ষ্মণ! আমি সেই সূক্ষপক্ষাযুক্তনয়না সুকেশী মৃদুভাষিণী সীতাকে আর দেখিতেছি না, এক্ষণে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এই বসন্ত সীতার অত্যন্ত প্রীতিকর। তাঁহার কাম পীড়াজনিত কালবশাৎ বর্দ্ধিত শোকানল বোধ হয়, শীঘ্রই আমাকে দগ্ধ করিবে। বৎস! জানকীর আর দর্শন নাই, সুন্দর বৃক্ষ সকল চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, সুতরাং এ সময় কাম অত্যন্তই প্রবল হইবে। অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদনাশক দৃষ্ট বসন্ত, উভয়ই আমার শোক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আমি জানকীর শোক ও চিন্তায় নিপীড়িত হইতেছি, এক্ষণে আবার এই নিষ্ঠুর বাসন্তী বায়ুও আমাকে পরিতপ্ত করিল।

লক্ষ্মণ! এই সমস্ত উম্মত্ত ময়ূর ময়ূরী সহিত স্ফাটিক গবাক্ষতূল্য পবনকম্পিত পক্ষ বিস্তার পূর্বক ইতস্তত নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আমি কামার্ত, ইহাদিগকে দেখিয়া, আরও আমার চিত্তবিকার উপস্থিত

হইতেছে। ঐ দেখ, ময়ূরী ময়ূরকে গিরি শিখরে নৃত্য করিতে দেখিয়া, মন্মথাবেগে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। ঐ ময়ূরও সুরুচির পক্ষ প্রাবৃত করিয়া, কেকারবে পরিহাস করতই যেন অনন্যমনে উহার নিকট যাইতেছে। বৎস! বোধ হয়, এই ময়ূরের বনে রাক্ষস আমার জানকীরে হরণ করিয়া আনে নাই, তজ্জন্যই ইহারা সুরম্য কাননে নৃত্য করিতেছে। যাহাই হউক, এক্ষণে সীতা ব্যতীত বাস করা আমার অত্যন্ত সুকঠিন। দেখ, পক্ষিজাতিতেও অনুরাগ দৃষ্ট হয়।

ঐ ময়ূরী কামবশে ময়ূরের অনুসরণ করিতেছে। যদি বিশাল লোচনা জানকীরে কেহ অপহরণ না করিত, তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্তিনী হইতেন।

লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে বনকুসুম আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল হইল। বৃক্ষের যে সকল পুষ্প অত্যন্তই সুন্দর, ঐ দেখ, সেগুলি অমরগণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পড়িতেছে। আমার কামোদ্দীপক্ বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া, হৃষ্টমনে পরস্পরকে আহ্বানপূর্বকই যেন মধুর রবে কোলাহল করিতেছে। যে স্থানে পরবশা জানকী আছেন, বসন্ত যদি তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকেও আমার ন্যায় শোক করিতে হইবে। যদিও তথায় বসন্তের প্রভাব কিছুমাত্র না থাকে, তথা জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন! অথবা বুঝিলাম, বসন্ত সে স্থানও অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শত্রু যখন জানকীকে নিপীড়িত করিতেছে,

তখন তিনি আর উহার কি করিবেন। আমার প্রিয়তমা জানকী শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও মৃদুভাষিণী, তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, সেই সাধ্বী আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। বলিতে কি, আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথার্থতই অনুরক্ত ছিলাম।

লক্ষ্মণ! আমি কেবলই জানকীরে চিন্তা করিতেছি, এখন এই কুসুমসুবাসিত শীতল বায়ু আমার যেন অগ্নিবৎ বোধ হইতেছে। পূর্বে আমি জানকী সমভিব্যাহারে যে বায়ুকে সুখকর বোধ করিতাম, এই বিরহদশায় তাহা অতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্বে ঐ পক্ষী আকাশে উত্থিত হইয়া মধুর রবে বিরাব করিত, কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষোপরি উপবেশন পূর্বক হৃষ্টমনে কূজন করিতেছে। সুতরাং এক সময় ইহা হইতে সীতাবিয়োগ ব্যক্ত হইয়াছিল, এখন আবার ইহারই দ্বারা সীতাসংযোগ প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পুষ্পিত বৃক্ষে বিহগগণ কোলাহল করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। এই তিলকমঞ্জরী পবনে চালিত হইয়া, মদস্খলিতগতি নারীর ন্যায় শোভিত রহিয়াছে, এবং ভ্রমরেরা উহার নিকট সহসা ধাবমান হইতেছে। ঐ অশোক বিরহিগণের একান্তই শোকবর্দ্ধন, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্তবকসমূহে যেন আমাকে তর্জ্জন করিতেছে।

বৎস! ঐ মুকুলিত আম্র, উহা অঙ্গরাগশোভিত কামার্ত অঙ্গনার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রমণীয় অরণ্যে কিন্নরগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, ইহাতে চক্রবাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছে, মৃগ ও হস্তী সকল পিপাসার্ত হইয়া আসিয়াছে, সুগন্ধি রক্তবর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া তরুণসূর্য্যবৎ শোভিত হইতেছে এবং ইহা ভ্রমরনিক্ষিপ্ত পরাগে পূর্ণ রহিয়াছে। পম্পার শোভা অতি চমৎকার এবং ইহার তীরস্থ বনমধ্যে কোন কোন স্থান একান্তই রমণীয়। ঐ দেখ, ইহার নির্ম্মল জলে পদ্ম সকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! আমি সেই পদ্মচক্ষু পদ্মপ্রিয় জানকীরে না দেখিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। অঙ্গের কি কুটিলতা, এক্ষণে আমার জানকী নাই, তাঁহাকে যে শীঘ্র পাই, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না, এ সময় অনঙ্গেরই প্রভাবে সেই মধুরভাষিণী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন। যদি এই বৃক্ষশোভী বসন্ত আমাকে অধিকতর নিপীড়িত না করিত, তাহা হইলে আমি উপস্থিত কামবিকার অনায়াসে সংবরণ করিতে পারিতাম। বৎস! সংযোগাবস্থায় যেগুলি চক্ষে রমণীয় ছিল, বিরহে সেই গুলিই কদর্য্য বোধ হইতেছে। এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোশ সদৃশ এবং পদ্মপরাগবাহী বৃক্ষান্তর নিঃসৃত মনোহর বায়ু সীতারই নিশ্বাসানুরূপ, সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ! এই পম্পার দক্ষিণ তটে গিরিশিখরোপরি কর্ণিকার বৃক্ষ বিকসিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ পর্বতে বিস্তর ধাতু আছে, এক্ষণে উহা বায়ুবেগে বিঘট্টিত হইয়া উড্ডীন হইতেছে। ঐ সকল পার্বত্য সমতল স্থান পত্রশূন্য পুষ্পিত রমণীয় কিংশুক বৃক্ষে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেখ, মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধী বৃক্ষ সকল জন্মিয়াছে এবং পম্পারই জলসেকে বর্ধিত হইতেছে। ঐ কেতকী, সিন্ধুবার ও কুসুমিত বাসন্তী; ঐ মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ ও কুন্দগুল্ম; এই নক্তমাল, মধূক, স্থলবেতস ও বকুল , ঐ চম্পক, ও পুষ্পিত নাগ; ঐ পদ্মক ও নীল অশোক; ঐ গিরিপৃষ্ঠে সিংহকেসরপিঞ্জর লোধ্র; ঐ অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক ও পারিভদ্রক; এই চূত, পাটল ও কোবিদার; ঐ মুচুকুন্দ, অর্জুন, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা ও ধব; ঐ শাল্মলী, কিংশুক, রক্ত কুরবক, তিনিশ, চন্দন ও স্যন্দন; এই হিন্তাল ও তিলক। লক্ষ্মণ! এই সকল মনোহর বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং উহার পুষ্পিত লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে। ইহাদের শাখা সকল বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং লতা সকল মধুপানমত্ত রমণীর ন্যায় ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে।

বৎস! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়াই যেন, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে পর্বত হইতে পর্বতে এবং বন হইতে বনে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন বৃক্ষে মধুগন্ধী পুষ্প সুপ্রচুর, কোন বৃক্ষ বা মুকুলের

শ্যামরাগে শোভিত হইতেছে। মধু ভ্রমরেরা এইটি মধুর এইটি সুস্বাদ এবং ইহা বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত, এই বলিয়া পুষ্পে লীন হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে উত্থিত হইয়া আবার অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূমি যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত কুসুমসমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলশিখরে নীল পীত পুষ্প পতিত হইয়া, নানা বর্ণের শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে কি পুষ্পই জন্মিতেছে। বৃক্ষ সকল যেন পরস্পর স্পর্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। শাখাসমূহ পুষ্পস্তবকে শোভিত, ভ্রমরগণ গুণ গুণ রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন, বৃক্ষগুলিই পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, একটি হংস পম্পার স্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্ধিত করিয়া হংসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই নদী কি সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে সমস্ত মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যদি আমি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হই। বৎস! আমি কান্তাবিরহী, এক্ষণে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষ সকল পুষ্প বিস্তার পূর্বক এই স্থানে যার পর নাই আমায় চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে ।

আহা! পম্পার কি শোভা। ইহার জল অতি শীতল, সর্বত্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গের কলরব করিতেছে, এবং ইহার তীরে নানারূপ মৃগযূথ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত হর্ষোন্মত্ত পক্ষী সেই পদ্মলোচনা চন্দ্রমুখী শ্যামাকে স্মরণ করাইয়া আমায় অতিমাত্র চঞ্চল করিতেছে। ঐ দেখ, সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মৃগী সহিত বহুসংখ্য মৃগ। আমি মৃগলোচনা জানকীর বিরহে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে উহারা ইতস্তত বিচরণ করিয়া আমার মন আরও ব্যথিত করিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্তপক্ষিসঙ্কুল শিখরোপরি সীতাকে দেখিতে পাই, তবে সুখী হইব। সেই ক্ষীণমধ্যা যদি আমার সহিত এই পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। দেখ, কৃতপুণ্যেরাই এই পদ্মগন্ধী প্রফুল্লকর নির্ম্মল বায়ুর হিল্লোলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

বৎস! সেই পরবশা জানকী কিরূপে জীবিত আছেন? সত্য বাদী ধার্ম্মিক রাজা জনক তাহার কুশল জিজ্ঞাসিলে, আমি সকলের সন্নিধানে বল তাঁহাকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব? আমি পিতৃনির্দ্দেশে বনবাসোদ্দেশে যাত্রা করিলে, যিনি কেবল ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, জানি না, এখন তিনি কোথায়। আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাচ যিনি আমার সহচরী হইয়াছেন, এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে দীন হইয়া কিরূপে দেহভার বহন করিব! বৎস! জানকীর চক্ষু পদ্মশ্রী ধারণ করিতেছে, আলাপ সময়ে অস্ফুট হাস্য তাঁহার

ওষ্ঠে মিশাইয়া যায়। এক্ষণে সেই সুন্দর নিষ্কলঙ্ক পদ্মগন্ধি মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি অবসন্ন হইতেছে। তাহার কথা কেমন সুস্পষ্ট হিতকর ও মধুর! আমি আবার কবে তাহা শুনিব! সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও সুখী ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায় প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন? হা! জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন, বধূ জানকী কোথায় এবং কি প্রকার আছেন? তখন আমি তাহাকে কি বলিব! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গৃহে যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ, আমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ, মহাত্মা রামকে অনাথবৎ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া যুক্তি ও অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, আর্য্য, শোক সম্বরণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। দেখুন, পাপস্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত লোকের বুদ্ধি হ্রাস হয়। এক্ষণে বিচ্ছেদ ভয় মনে অঙ্কিত করিয়া প্রিয়জনের স্নেহে বিরত হউন। দীপবর্তি আদ্র হইলেও অতিমাত্র তৈলসংযোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর্য্য! যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, তথা তাহার নিস্তার নাই। অতঃপর আপনি সেই পাপিষ্ঠের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা করুন। সে, হয় জানকীকে নয় জীবনকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে। সে যদি অসুরজননী দিতির গর্ভে সীতাকে লইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাচ সীতা সমর্পণ না করিলে, আমি তন্মধ্যেই তাহাকে বধ করিব। আর্য্য! আপনি দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। অর্থ নষ্ট

হইলে অযত্নে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখুন, উৎসাহ কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই জীবলোকে উৎসাহীর সকল বস্তু সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর বিষণ্ন হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহমাত্র আশ্রয় করিয়া জানকী লাভ করিব। আপনি শোক দূরে ফেলুন এবং কামুকতাও পরিত্যাগ করুন। আপনি অতি উদার ও সুশিক্ষিত, এক্ষণে ইহা কি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছেন?

তখন রাম, লক্ষণের কথা সঙ্গত বুঝিয়া শোক ও মোহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং তাহার সহিত উদ্বিগ্ন মনে মৃদু গমনে পবনকম্পিত-বৃক্ষে পূর্ণ রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বন প্রস্রবণ ও গুহা সকল দেখিতে লাগিলেন। রাম কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন, এই চিন্তাই লক্ষণের অনুক্ষণ প্রবল। তিনি নিরাকুলমনে মত্ত মাতঙ্গগমনে রামের অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ, ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ দুই অপূর্ব্বরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাদের দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ন হইয়া রহিলেন। তখন অন্যান্য বানরেরাও শঙ্কিত হইল, এবং

যাহার প্রান্তভাগ কপিকুল পূর্ণ, যাহা পুণ্যজনক সুখকর ও শরণ্য, এইরূপ এক আশ্রমে প্রবেশ করিল।

২য় সর্গ

হনূমান সুগ্রীব সংবাদ, হনূমান কর্তৃক রাম লক্ষ্মণের পরিচয় ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা

সুগ্রীব অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নমনে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি আর কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনও একান্ত বিষণ্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা এবং মন্ত্রিগণের সহিত কর্তব্য নির্ণয় করিয়া কহিলেন, কপিগণ! বালী নিশ্চয়ই ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিশ্বাস উৎপাদনছলে চীর পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্য্যটনপ্রসঙ্গে এই দুর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

তখন মন্ত্রিগণ ঐ ধনুর্ধারী বীরযুগলকে দেখিয়া, তথা হইতে শশব্যস্তে অন্য শিখরে প্রস্থান করিলেন এবং যূথপতি সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অন্যান্য বলী বানর গতি বশাৎ শৈলশিখর কম্পিত এবং মৃগ মার্জার ও ব্যাঘ্রগণকে শঙ্কিত করিয়া, শৈল হইতে শৈলে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল এবং গহন বনে পুষ্পিত বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বানরমন্ত্রি সকল ঋষ্যশূকে কপিবর

সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বক্তা হনূমান সুগ্রীবকে বালীর পাপাচরণে শঙ্কিত দেখিয়া কহিলেন, বীর! তুমি ভীত হইও না। ইহা ঋষ্যমূক পর্বত, এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয় সম্ভাবনা নাই। তুমি যাহার জন্য উদ্বিগ্ন মনে পলাইয়া আইলে, আমি সেই ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুরকে দেখিতেছি না। যে দুরাচার পাপী হইতে তোমার এত ভয়, সে এ বনে আইসে নাই; সুতরাং তুমি কেন ভীত হইয়াছ বুঝিতেছি না। কপিরাজ! আশ্চর্য্য! তোমার বানরত্ব সুস্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে । তুমি চিত্তের অস্থৈর্য্য বশত এখনও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলে না। এক্ষণে ইঙ্গিত দ্বারা নিশ্চয় পরকীয় আশয় বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবহার কর। দেখ, নির্বোধ রাজা কখনই লোক শাসন করিতে পারেন না।

তখন সুগ্রীব, হনুমানের এই শ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ পূর্বক হিতবচনে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রি! ঐ দুই শরকার্ম্মুকধারী দীর্ঘ বাহু দীর্ঘনেত্র দেবকুমারতুল্য বীরকে দর্শন করিলে কাহার না ভয় হয়? আমার বোধ হইতেছে, উহারা বালীরই প্রেরিত হইবে। দেখ, রাজগণের অনেকেরই সহিত মিত্রতা থাকে, উহারা সেই সূত্রে এই স্থানে আসিয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। শত্রু, যার পর নাই কপট ব্যবহার করে, উহারা বিশ্বাসের ভাণ করিয়া অন্যকে সুযোগ ক্রমে বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব উহাদের আশয় বুঝা কর্তব্য। বালী সকল

কার্য্যে সুপটু; বিশেষত রাজারা বঞ্চনাচতুর ও শত্রুঘাতক হইয়া থাকেন, সুতরাং ছদ্মবেশী চর নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। হনূমান! এক্ষণে তুমি সামান্য ভাবে গিয়া ইঙ্গিত আকার ও কথোপকথনে ঐ দুই ব্যক্তিকে জান, যদি উহাদিগকে হৃষ্টচিত্ত দেখিতে পাও, তবে সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসা পূর্ব্বক আমারই অভিপ্রায় জানাইয়া উহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং বাক্যালাপ বা আকার প্রকারে দুরভিসন্ধি কিছু বুঝিতে না পারিলে, উহারা কি কারণে বনে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে।

অনন্তর হনূমান সুগ্রীবের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঋষ্যমূক হইতে রাম ও লক্ষণের নিকট গমন করিলেন। তিনি দুষ্টবুদ্ধিতা নিবন্ধন বানর রূপ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ করিলেন এবং বিনীতের ন্যায় উহাঁদিগের সন্নিহিত হইয়া, পূজা ও স্তুতিবাদ পূর্ব্বক মধুর ও কোমল বাক্যে স্বেচ্ছামত কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা কে? তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কান্তি কমনীয়। তোমরা ব্রতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষিসদৃশ ও দেবতুল্য। এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের দেহপ্রভায় এই স্বচ্ছসলিলা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জীব জন্তুগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া পম্পাতীরস্থ বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমাদিগের হস্তে ইন্দ্রধনুতুল্য শত্রুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহবৎ স্থিরভাবে দর্শন

করিতেছ, এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও সুরূপ। তোমাদের সৌন্দর্য্যে এই পর্বত শোভিত হইতেছে। তোমরা রাজ্যে বিহার করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বল, কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছ? তোমাদিগের মস্তকে জটাযূট এবং নেত্র পদ্ম পত্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন, তোমরা দেবলোক হইতে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছ। চন্দ্র ও সূর্য্যই যেন যদৃচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় প্রশস্ত। তোমরা দেবরূপী মনুষ্য, বিলক্ষণ উৎসাহী ও হৃষ্টপুষ্ট বৃষের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন। তোমাদিগের ভুজদণ্ড করিশুণ্ডবৎ দীর্ঘ, বর্তল ও অর্গলতুল্য; এই হস্তে অলঙ্কার ধারণ করা কর্তব্য, কিন্তু জানি না, কি কারণে কর নাই। বোধ হয়, তোমরা এই বিন্ধ্যমেরুশোভিত সাগর বনপূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পার। তোমাদের কোদণ্ড স্বর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত ও সুচিক্কণ, উহা সুবর্ণখচিত বজ্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই সকল সুদৃশ্য তূণীর প্রাণান্তকর জ্বলন্ত সর্প-সদৃশ সুশাণিত ভীষণ শরে পূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই খড়্গ স্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ, উহা যেন নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। বীর! আমি তোমাদিগকে এইরূপ কহিতেছি, কিন্তু তোমরা কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর দিতেছ না? দেখ, এই ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব নামে কোন এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্ম্মিক। বালী তাঁহাকে

রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া, তিনি দুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁহারই নিয়োগে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনূমান। এক্ষণে ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি সুগ্রীবেরই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া ঋষ্যমূক হইতে এস্থানে আইলাম। এই বলিয়া বক্তা হনূমান মৌনাবলম্বন করিলেন।

৩য় সর্গ

রাম কর্তৃক হনুমানের প্রশংসা

অনন্তর শ্রীমান রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুলকিতমনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বাক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইহার সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন, ঋকু যজু ও সামবেদে যাহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। ইনি অনেক বার সমগ্র ব্যাকরণ শুনিয়া থাকিবেন। দেখ, বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইহার ওষ্ঠের বহির্গত হয় নাই এবং বলিবার সময় ইহার মুখ নেত্র ভ্রূ ললাট প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কোনরূপ দোষও লক্ষিত হইল না। ইহাঁর কথাগুলি কেমন স্বাক্ষর সরল ও মধুর! উহা বক্ষ কর্ণ

ও তালু হইতে মধ্যম স্বরে কেমন সুস্পষ্ট নিঃসৃত হইল! যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থ হৃদ্বোধ করাইয়া বিষয় জ্ঞানে সমর্থ করিল। এই বাক্য মনঃপ্রফুল্লকর ও অদ্ভুত; অন্যের কথা দূরে থাক, ইহা অসিপ্রহারোদ্যত শক্রুরও মন প্রসন্ন করিতে পারে। যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, জানি না, তাহার কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? ফলত এতাদৃশ গুণবান লোক যাঁহার উত্তরসাধক, তাঁহার সকল কার্য্যই কেবল ইহাঁর বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে।

তখন বক্তা লক্ষ্মণ, সুগ্রীবসচিব হনূমানকে কহিলেন, বিদ্বান্! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্য ক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।

হনূমান লক্ষ্মণের এই সুনিপুণ কথা শ্রবণ এবং সুগ্রীবের জয়লাভোদ্দেশে মনঃ সমাধান পূর্বক রামের সহিত তাহার সখ্য স্থাপনে অভিলাষী হইলেন।

৪র্থ সর্গ

লক্ষ্মণ কর্তৃক হনুমানের নিকট রামের বৃত্তান্ত কীর্তন, হনূমানসহ সুগ্রীবের সমীপে গমন

হনূমান, রামের কার্য্য সংকল্পে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার শান্তভাব দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাম যখন কোন উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাও যখন সুগ্রীবের হস্তায়ত্ত, তখন সুগ্রীবের রাজ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব। হনূমান এই ভাবিয়া হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, বীর! তুমি কি কারণে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হিংস্র জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই পম্পার কাননে আসিয়াছ?

তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন, বীর! দশরথ নামে কোন এক ধর্ম্মবৎসল মহীপাল ছিলেন। তিনি ধর্মানুসারে চারি বর্ণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন। কেহ তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না। ঐ রাজা লোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং প্রচুর দক্ষিণা নির্দেশ পূর্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়, ইহাঁ হইতে পিতৃনির্দেশ প্রায় পূর্ণ হইল। মহারাজের পুত্রগণমধ্যে এই রামই সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর আকারে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিতে ছিলেন, এই অবসরে

রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত অরণ্যে আসিয়াছেন। সায়াহ্নে রশ্মি যেমন তেজস্বী সূর্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভার্য্যা জানকী ইহাঁর অনুগমন করিয়াছেন। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আমি এই কৃতজ্ঞ বহুদর্শীর গুণ গ্রামে বশীভূত হইয়া, দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। ইনি ভোগসুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও সকলের উপকারী। ইনি ঐশর্য্যবিহীন হইয়া, বনবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী রাক্ষস আমাদের অসন্নিধানে ইহাঁর পত্নী জানকীরে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছে। আমরা ঐ রাক্ষসের সম্পর্কে সবিশেষ কিছুই জানি না। দিতির পুত্র দানব দনু শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে মাত্র এই কথা কহিল, কপিরাজ সুগ্রীব অতিশয় বিচক্ষণ, সেই বীর্য্যবান তোমার ভার্য্যাপহারী রাক্ষসকে জানিবেন। দনু এই বলিয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

হনূমান! এই আমি তোমাকে রামসংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি ও রাম, আমরা দুইজনেই সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতেছি। রাম অর্থীদিগকে প্রচুর অর্থ দান পূর্বক উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন। যিনি পূর্বে সকলের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে তিনি সুগ্রীবের আশ্রয় লাভের ইচ্ছা করিতেছেন। যিনি লোকের শরণ্য ও ধর্ম্মবৎসল, জানকী যাঁহার বন্ধু, তাঁহারই পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। যে ধর্মশীল অন্যের প্রতিপালক ছিলেন, মদীয় গুরু সেই রাম সুগ্রীবের

শরণাগত হইলেন। সমস্ত লোক যাঁহার প্রসাদে পরিতোষ পাইত, সেই রাম সুগ্রীবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। যে দশরথ পৃথিবীর গুণবান রাজগণকে সর্বদা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারই জগদ্বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি শোকার্ত হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যূথপতিগণের সহিত সুগ্রীব ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন।

লক্ষ্মণ জলধারাকুল নোচনে করুণ বাক্যে এই রূপ বলিলে, বক্তা হনূমান কহিতে লাগিলেন, তোমরা বুদ্ধিমান শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। সুগ্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আসিয়াছ। বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ। বালী তাঁহার ভার্য্যাকে লইয়াছে এবং রাজ্যপহরণ পূর্বক দুর করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি সুগ্রীব যার পর নাই ভীত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন। এক্ষণে তিনিই বানরগণকে লইয়া সীতার অন্বেষণ কার্য্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন। হনূমান মধুর বাক্যে এই বলিয়া পুনরায় কহিলেন, তবে চল, এক্ষণে আমরা সুগ্রীবেরই নিকট উপস্থিত হই।

তখন লক্ষ্মণ হনূমানকে যথাবিধি সৎকার করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! এই পবন তনয় হনূমান হৃষ্ট মনে যে রূপ কহিতেছেন, ইহাতে বোধ হইল, আপনার সাহায্যে সুগ্রীবেরও কোন কার্য্য সাধিত হইবে। এক্ষণে আপনি এই স্থানে আসিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই বীর স্পষ্টই

প্রসন্ন মুখে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি যে মিথ্যা কহিবেন, এ রূপ বোধ হইতেছে না।

অনন্তর বিচক্ষণ হনূমান রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, এবং ভিক্ষুরূপ পরিহার ও বানররূপ স্বীকার করিয়া উহাঁদিগকে পৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

৫মে সর্গ

অগ্নি সমক্ষে রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপন

অনন্তর হনূমান ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই বীর রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছেন। ইনি ইক্ষ্বাকু বংশীয়, রাজা দশরথের পুত্র। ইনি পিতৃনির্দেশে পিতারই সত্য পালনের উদ্দেশে আসিয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্বক অগ্নির তৃপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহু সংখ্য গো দক্ষিণ দান করিয়াছেন, যিনি সাধু ও সত্য দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রাম বনবাসী। এক্ষণে এই মহাত্মা, অরণ্যবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ ইহাঁর পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ইনি তোমার শরণাপন্ন হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই তোমার সহিত বন্ধুতা করিবেন। ইহাঁর অতিশয় পূজনীয়, এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগকে গ্রহণ ও সম্মান কর।

তখন সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি হনুমানের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর, তুমি আমার সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এইই আমার সম্মান। এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম গ্রহণ কর, এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।

তখন রাম পুলকিতমনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনূমান দুইখালি কাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রীতমনে পুষ্প দ্বারা তাহা অর্চনা করত উহাঁদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উহাঁরা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুগ্রীব হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, রাম! তুমি আমার প্রতিকর বন্ধু হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সুখ দুঃখ একই হইল। এই বলিয়া তিনি শাল বৃক্ষের এক পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভরিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনূমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক পুষ্পিত চন্দন শাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন, রাম আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, ভীতমনে অরণ্য পর্য্যটন করিতেছি। বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়া আছি। অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাই কর।

তখন ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারক বালীকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। আমার কঙ্কপত্রশোভী সরলগ্রন্থি বজ্র সদৃশ সূর্য্যপ্রকাশ সুশাণিত অমোঘশর মহাবেগে ক্রূদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই দুর্বৃত্তের উপর পড়িবে। তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত ও পর্বতবৎ বিক্ষিপ্ত দর্শন করবে।

অনন্তর সুগ্রীব রামের মুখে হিতকর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মনুষ্যপ্রবীর! আমি তোমার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্য্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার সেই শত্রু বালীকে এইরূপ করিবে যেন সে, আমার আর কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে।

তখন সুগ্রীব ও রামের প্রণয়সংঘটন হইলে, জানকীর পদ্ম কলিকাকার চক্ষু বালীর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু এবং রাক্ষসগণের অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামে নৃত্য করিতে লাগিল।

৬ষ্ঠ সর্গ

সুগ্রীব কর্তৃক রামের নিকট সীতার উত্তরীয় ও অলঙ্কার আনয়ন, রামের ক্ষোভ ও ক্রোধ

অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন, রাম! তুমি যে নিমিত্ত নির্জ্জন বনে আসিয়াছ, আমার এই মন্ত্রিপ্রধান সেবক হনূমান সমুদায়ই কহিয়াছেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে কাল যাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্য্যা জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে। তুমি ও সুবোধ লক্ষ্মণ, জানকীকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান কর, আর সেই ছিদ্রান্বেষী, জটায়ুকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। রাক্ষস তোমায় স্ত্রী বিচ্ছেদ দুঃখে ফেলিয়াছে, তুমি অচিরাৎ ইহা হইতে মুক্ত হইবে; আমি তোমাকে সেই দানবহৃত দেবশ্রুতীর ন্যায় সীতা অনিয়া দিব। তিনি আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়ন পূর্বক তোমায় অর্পণ করিব। জানিও আমি সত্যই কহিলাম। ইন্দ্রাদি সুরাসুর কখনই বিষাক্ত খাদ্যবৎ সীতাকে জীর্ণ করিতে পারিবেন না। বীর! শোক পরিত্যাগ কর; আমি তোমার প্রিয়তমাকে আনিব। এক্ষণে অনুমানে বুঝিতেছি, তিনিই জানকী। নিষ্ঠুর নিশাচর তাহাকে লইয়া যাইতেছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ সময় সীতা, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, এবং রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্বতোপরি দর্শন করিয়া, উত্তরীয় ও অলঙ্কার

ফেলিয়া দিয়াছেন। আমরা সেই গুলি লইয়া গহ্বরে রাখিয়াছি। এক্ষণে সমুদয়ই আনি, দেখ তুমি চিনিতে পার কি না।

তখন রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! শীঘ্র আন, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? অনন্তর সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ রামের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উত্তরীয় ও অলঙ্কার আনয়ন পূর্বক কহিলেন, এই দেখ।

তখন রাম সেই গুলি লইয়া, হিমজালে চন্দ্র যেমন আবৃত হন, তদ্রূপ নেত্রজলে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি সীতাস্নেহে প্রবৃত্ত অশ্রুতে দূষিত হইয়া, অধীর ভাবে হা প্রিয়ে! বলিয়া ভূতলে পড়িলেন এবং সেই অলঙ্কার গুলি বারংবার হৃদয়ে রাখিয়া গর্তমধ্যে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ উহার পার্শ্বে ছিলেন, রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এই গুলি পূর্ববৎ কদাচই অবিকৃত থাকিত না।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমি কেয়র জানি না, কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এই জন্য এই দুই নুপুরকেই জানি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বল, সেই ভীষণাকার রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়া জানকীকে লইয়া কোথায় গমন করিতে ছিল দেখিলে?

যে আমাকে ঘোরর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে কোথায় থাকে? অতঃপর আমি তাহারই নিমিত্ত রাক্ষসকুল সংহার করিব। যে জানকীরে হরণ করিয়া আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিল, সে আত্মনাশের জন্য মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে বঞ্চনা করিয়া বন হইতে আমার প্রেয়সীকে হরণ করিল, সে ব্যক্তি কে? বল, আমি অচিরাৎই তাহাকে বিনাশ করিব।

৭ম সর্গ

সুগ্রীব কর্তৃক রামকে প্রবোধদান, সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে রামের অঙ্গীকার

তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া গদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি সেই পাপ রাক্ষসের গুপ্তনিবাস কোথায়, জ্ঞাত নহি, কিন্তু তাহার বল বিক্রম এবং সেই দুষ্কুলের কুল সমস্তই জানি। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ কর ; সত্যই কহিতেছি, জানকী যেরূপে তোমার হস্তগত হন, তাহাই করিব। আমি তুষ্টিকর পুরুষকার অবলম্বন পূর্বক রাবণকে সগণে সংহার করিয়া, যাহাতে তুমি প্রীত হইতে পার, অচিরাৎ তাহাই করিব। এক্ষণে তুমি আর বিহ্বল হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এইরূপ বুদ্ধিলাঘব ভবাদৃশ লোকের শোভা পায় না। দেখ, আমিও স্ত্রীবিরহজনিত. বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু আমি সামান্য বানর, তথাচ এইরূপে শোক করি না, এবং ধৈর্য্যও ধারণ করিতেছি।

রাম! তুমি মহাত্মা বিনীত সুধীর ও মহৎ, তুমি যে প্রবোধ পাইবে, ইহাঁর আর বৈচিত্র কি। তোমার নয়ন যুগল হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু বহিতেছে, ধৈর্য্যবলে সংবরণ কর। ধৈর্য্য সাত্বিকের মর্য্যাদাস্বরূপ; ইহা ত্যাগ করিও না। যিনি সুধীর, বিপদ অর্থকষ্ট এবং প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও বুদ্ধিকৌশলে অবসন্ন হন না। আর যে ব্যক্তি অবিচক্ষণ এবং যে কোন কার্য্যেই বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখাইতে পারে না, সে শোকে অবশ হইয়া, নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় নিমগ্ন হয়। সখে! আমি এই তোমর নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি পৌষ আশ্রয় কর, আর শোক করিও না। শোকার্ত লোক অসুখী এবং তাহার তেজও নষ্ট হয়, অতএব তুমি শোককলি : দেখ, শোকবশে প্রাণসংশয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি সখ্যভাবে তোমায় হিতই কহিতেছি, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে তুমি সখ্যতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।

তখন রাম, বয়স্য সুগ্রীবের মধুর বচনে প্রবোধ লাভ করিয়া, বস্ত্রান্তে নেত্রজলক্লিন্ন মুখ মার্জ্জনা করিলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্তব্য, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অনুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপদকালে এই প্রকার মিত্র লাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং সেই দুরাচার রাক্ষসের বধসাধন এই

দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল। সখে! বর্ষার সময় সুক্ষেত্রে বীজ যেমন ফলবৎ হয়, তদ্রূপ তোমার সকল কার্য্য অচিরাৎই সফল হইবে। আমি অভিমানবশত তোমায় যাহা কহিলাম, তাহা সত্যই বুঝিও। শপথ পূর্বক কহিতেছি, আমি কখন মিথ্যা কহি নাই, কহিবও না।

তখন সুগ্রীব, রামের এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ পূর্বক বানরগণের সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি ও রাম একান্তে উপবেশন করিয়া, উভয়ের অনুরূপ নানারূপ সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে সুগ্রীব মহানুভব রামের আশ্বাসজনক বাক্যে স্বকার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশংসয়ই হইলেন।

৮ম সর্গ

রাম ও সুগ্রীবের কথোপকথন, রামের নিকট সুগ্রীবের দুঃখ নিবেদন, সুগ্রীবের বালীর সহিত শত্রুতার কারণ জিজ্ঞাসা

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর রামের বাক্যে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখে! তোমার তুল্য গুণবান যখন আমার মিত্র, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহপাত্র হইব, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজ্যের কথা কি, তোমার সাহায্যপ্রভাবে দেব রাজ্যও আমার আয়ত্ত হইবে। আমি অগ্নি সমক্ষে তোমায় সখ্যভাবে লাভ করিলাম, সুতরাং এক্ষণে স্বজনেরও পূজনীয় হইতেছি। আমি যে তোমারই অনুরূপ বয়স্য,

তুমি ইহা ক্রমশ বুঝিতে পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। স্বাধীন! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহতের প্রতি প্রায়ই অটল হয়। বয়স্যেরা কহেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থ সকল বয়স্যগণের সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্রই হউন, সুখ বা দুঃখই ভোগ করুন, নির্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গতি। বন্ধুর অনির্বচনীয় স্নেহ দর্শনে ধন ত্যাগ সুখ ত্যাগ বা দেশ ত্যাগও ক্লেশকর হয় না।

তখন শ্রীমান রাম ইন্দ্রপ্রভাব লক্ষ্মণের নিকট প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা কিছুই অলীক নহে।

অনন্তর সুগ্রীব পর দিনে ঐ বীরদ্বয়কে শৈলতলে নিষণ্ন দেখিয়া বনের সর্বত্র চপলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদূরে পত্রবহুল পুষ্পিত ভ্রমরশোভিত এক শাল বৃক্ষের শাখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনূমানও এক শালশাখা উৎপাটন পূর্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন।

রাম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবেশন করিলে, সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া প্রীতিভরে হর্ষস্খলিত বাক্যে কহিলেন, সখে! বালী আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমার পত্নী অপহৃত। এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া দুঃখিত মনে ঋষ্যমূকে সঞ্চরণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, আমি

তাহার ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন আছি। তুমি ভয়নাশক, এক্ষণে এই অনাথের প্রতিও প্রসন্ন হও।

তখন ধর্ম্মবৎসল রাম ঈষৎ হাসিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! লোক উপকারে মিত্র অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। এক্ষণে বালী কার্য্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে, অতএব আমি আজিই তাহাকে বিনাশ করিব। আমার এই স্বর্ণখচিত খরভেজ শর কঙ্কপত্রে অলঙ্কৃত সুতীক্ষ্ণ সুপর্ব ও বজ্রসদৃশ। ইহা শরবনে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি এই ক্রোধপ্রদীপ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও পর্বতের ন্যায় বিক্ষিপ্ত দেখিবে।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং রামকে সাধুবাদ পূর্বক কহিলেন, রাম! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছি; তুমি শোকার্তের গতি এবং বয়স্য, এই জন্য আমি তোমার নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া পাণি প্রদান পূর্বক আমার মিত্র হইয়াছ; সত্য শপথে কহিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণাধিক বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ ও দুর্বল করিতেছে। তুমি সখা, এই জন্য আমি অকুণ্ঠিতমনে তোমায় সকলই কহি।

এই মাত্র বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাষ্পভরে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তৎকালে উচ্চ স্বরে আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ রামের সমক্ষে সহসা ধৈর্য্যবলে

নিরোধ করিলেন এবং এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্র মার্জ্জনা করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, সখে! মহাবীর বালী আমাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং আমায় কঠোর কথা শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দেয়। ঐ দুষ্ট আমার প্রাণাধিক পত্নীকে হরণ এবং মিত্রবর্গকে কারাগারে বন্ধন করিয়াছে। আমাকে বিনাশ করিতে তাহার অত্যন্তই যত্ন, তজ্জন্য সে অনেক বার বানর সকল প্রেরণ করিয়াছিল, আমিও উহাদিগকে বধ করি। বলিতে কি, তুমি যখন আইস, তখন তোমায় দর্শন করিয়া আমি শঙ্কাক্রমে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দেখ, লোক অল্প ভয়ে ভীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কেবল হনূমান প্রভৃতি বানরেরা আমার সহায়। আমি কষ্টে পড়িয়াও ইহাদের গুণে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এই স্নেহার্দ্র বানরগণ সর্ব্বত্র আমায় রক্ষা করিতেছে। ইহারা, আমি যাইলে যায় এবং বসিলে বৈসে। সখে! এক্ষণে তোমায় অধিক আর কি কহিব, সংক্ষেপে এইমাত্র জানিও, যে প্রখ্যাতপৌরুষ বালীকে বধ করিলেই আমার বর্ত্তমান দুঃখ তিরোহিত হইবে। তাহার বিনাশে আমার জীবন ও সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত হইয়া শোকনাশের উপায় তোমায় কহিলাম। তুমি সুখী হও বা দুঃখে থাক, আমাকে এক্ষণে আশ্রয় দান করিতে হইবে।

রাম কহিলেন, সুগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এইরূপ শত্রুতা জন্মিবার কারণ কি? যথার্থত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক উভয়ের

বলাবল ও কর্তব্য অবধারণ করিয়া, যাহাতে তুমি সুখী হও করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে জলবেগ যেমন প্রবল হয়, সেইরূপ উহা আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি শরাসনে জ্যা আরোপণ না করি, তাবৎ তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তমনে সমস্তই বল, আমার শর মুক্ত হইবা মাত্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে।

সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া চারিটি বানরের সহিত যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

৯ম সর্গ

সুগ্রীব কর্তৃক রামের নিকট মায়াবী অসুরের উপাখ্যান ও স্বীয় রাজ্যাভিষেক বৃত্তান্ত কীর্তন

অনন্তর সুগ্রীব শত্রুতার প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, রাম! মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার একান্ত বহুমানের পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সবিশেষ গৌরব করিতাম। পরে পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রীতিভাজন বালীকেই বানর-রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। তিনি বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত ছিলাম।

মায়াবী নামে তেজস্বী এক অসুর ছিল। সে দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রীসংক্রান্ত শত্রুতা সংঘটন হয়। একদা

রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে, ঐ অসুর কিষ্কিন্ধাদ্বারে আসিয়া ক্রোধভরে সিংহনাদ পূর্বক বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ঐ সময় বালী নিদ্রিত ছিলেন। তিনি উহার ভৈরব নাদ সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে নির্গত হইলেন। তিনি ঐ অসুর সংহারার্থ মহারোষে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। তাঁহার পত্নীরাও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই মহাবল উহাদিগকে অপসারণ পূর্বক বহির্গত হইলেন। তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহে উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

অনন্তর মায়াবী দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও দ্রুতপদে ধাবমান হইলাম। ঐ সময় চন্দ্রোদয় হইতেছিল, পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইত্যবসরে মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার দ্বার অবরোধ করিলাম। বালী উহাকে ঐ গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষুদ্ধমনে আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি এক্ষণে সাবধান হইয়া এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক। আমি বিবরে প্রবেশ ও সমরে শত্রু নাশ করিব। আমি এই কথা শুনিয়া তাহার সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শ পূর্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর এক বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান, ভাবিলাম, বালী নিহত হইয়াছেন। সেই বশত মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে বহু কাল অতীত হইলে দেখিলাম, সেই-বিবর হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তৎকালে অসুরগণের বীরনাদ আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু যুদ্ধপ্রবৃত্ত বালীর রব কিছুই শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি এই সকল চিহ্নে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিলাম এবং শোকাক্রান্তমনে তাঁহার তর্পণ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সখে! আমি বহুযত্নে বালীর বৃত্তান্ত গোপন করি, কিন্তু পরিশেষে মন্ত্রিগণ সমস্তই শুনিলেন এবং একমত হইয়া আমাকেই রাজা করিলেন।

অনন্তর আমি ন্যায়ানুসারে বালীর রাজ্য শাসন করিতেছি, ইত্যবসরে তিনি শত্রু সংহার করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে অভিষিক্ত দেখিয়া, ক্রোধসংরক্তনেত্রে মন্ত্রিগণকে বন্ধন পূর্বক কটুক্তি করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, তৎকালে আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়া আমায় নিরস্ত থাকিতে হইল। বালী শত্রুনাশ করিয়া পুর প্রবেশ করিয়াছেন, আমি সম্মানার্থ তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি পুলকিত মনে আমায় আশীর্বাদ করিলেন

না। আমি তাঁহার পদে কিরীট স্পর্শ পূর্বক প্রণত হইলাম, কিন্তু তিনি ক্রোধ নিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

১০ম সর্গ

সুগ্রীবকে অপমানিত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কার ও সুগ্রীবের ভার্য্যা গ্রহণ, রাম কর্তৃক সুগ্রীবের রাজ্য ও ভার্য্যা উদ্ধারের সঙ্কল্প

অনন্তর আমি আপনার হিতসংকল্প কহিলাম, রাজন! তুমি ভাগ্যক্রমে শত্রু নষ্ট করিয়া নির্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই আমার অধীশ্বর। আমি তোমার এই বন্ধু শলাকাযুক্ত উদিত পুর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ধারণ করিতেছি, এক্ষণে গ্রহণ কর। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া, সংবৎসর কাল সেই বিলদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম, দেখিলাম, গর্ত হইতে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত শোণিত উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি অপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, এবং আমার মনও বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর আমি শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং তথা হইতে পুনরায় বিষণ্নমনে কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরে পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ আমার দর্শন পাইয়া, ইচ্ছা না করিলেও আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এক্ষণে-তুমি ক্ষমা কর। তুমিই মাননীয় রাজা। পূর্বে আমি যেমন তোমার পদানত দাস ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি। তোমার অদর্শনই আমার এই নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগর, অমাত্য ও পোঁৱগণের সহিত নিষ্কন্টক রহিয়াছে। তোমার রাজ্য আমার হস্তে স্থাপিত

ছিল, আমি কেবল ইহা রক্ষা করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ সংবরণ কর। অরাজক রাজ্যে অন্যের জিগীষা হইয়া থাকে, এই আশঙ্কাক্রমেই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ একমত হইয়া বল পূর্ব্বক আমাকে রাজা করিয়াছেন।

রাম! আমি সবিনয়ে এইরূপ কহিতেছি, ইত্যবসরে বালী আমাকে ধিক্কার পূর্ব্বক ভৎসনা করিয়া নানা কথা কহিলেন এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রজাগণকে আনয়ন ও আমাকে আহ্বান করিয়া সুহৃৎগণমধ্যে গর্হিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পৌরগণ! মন্ত্রিবর্গ! তোমরা জানই, একদা রজনীযোগে মায়াবী নামে এক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে আমায় আহ্বান করিয়াছিল। আমি উহার আহ্বানে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। এই দারুণ ভ্রাতাও তৎকালে আমার অনুসরণ করে। অনন্তর ঐ মহাবল মায়াবী রাত্রিকালে আমাদিগকে বহির্গত দেখিয়া ভীতমনে ধাবমান হইল। আমরাও মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পরে সে এক ভীষণ প্রশস্ত গর্ত্তে প্রবেশ করিল। তখন আমি এই ক্রূরদর্শনকে কহিলাম; দেখ, শত্রুনিপাত না করিয়া কদাচই নগরে প্রতিগমন করিব না। যাবৎ এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ তুমি এই বিলদ্বারে আমার প্রতীক্ষা কর। সুগ্রীব দ্বারে থাকিল, এই বিশ্বাসে আমি ঐ দুর্গম গর্ত্তে প্রবেশ করিলাম। মায়াবীর অন্বেষণে সংবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এবং সে অনুদ্দিষ্ট বলিয়াই মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। পরে আমি তাহার দর্শন

পাইলাম এবং তদণ্ডেই তাহাকে সবান্ধবে নিপাত করিলাম। তখন সে ভূতলে পড়িয়া অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল এবং তার দেহরক্তে ঐ গর্তও পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর আমি ঐ পরাক্রান্ত অনুরকে অক্লেশে বিনাশ করিয়া বহির্গত হইতেছিলাম, কিন্তু গর্তের দ্বার পাইলাম না, গর্তের মুখ প্রচ্ছন্ন ছিল। তখন আমি সুগ্রীব সুগ্রীব রবে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রতুত্তর না পাওয়াতে অত্যন্তই দুঃখিত হইলাম। পরে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করাতে প্রস্তর পতিত হইল। আমিও সেই পথ দিয়া বহির্গমন পূর্বক পুর প্রবেশ করিলাম। দেখ, সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহ বিস্মৃত হইয়া রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ ক্রূরই গর্তমধ্যে আমায় রুদ্ধ করিয়া রাখে।

নির্লজ্জ বালী আমাকে এই বলিয়া এক বস্ত্রে নির্বাসিত করিয়া দিল। সে আমার ভার্য্যা হরণ পূর্বক আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। আমি উহার ভয়ে বনগহনা সসাগরা পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছি, এবং ভার্য্যাহরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানে বালী বিশেষ কারণেই আর আসিতে পায় না। সখে! কি জন্য আমাদের বৈর উপস্থিত হইল, এই আমি তোমায় সমস্তই কহিলাম। আমায় নিরপরাধে এই বিপদ সহ্য করিতে হইতেছে। আমি দুর্দান্ত বালীর ভয়ে নিতান্তই কাতর। ভয়নাশন! এক্ষণে উহাকে হনন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

তখন তেজস্বী রাম হাস্য করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আমার এই সকল অমোঘ প্রখর শর রোষে উন্মুক্ত হইয়া সেই দুবৃত্ত বালীর উপর পতিত হইবে। আমি যাবৎ তোমার সেই ভার্য্যাপহারক দুশ্চরিত্র পাপীকে না দেখিতেছি, তাবৎ তাহার জীবন। তুমি যে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ, আমি অদৃষ্টান্তে তাহা বুঝিতেছি। এক্ষণে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি অচিরাৎই রাজ্য ও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইবে।

১১শ সর্গ

সুগ্রীব কর্তৃক রামের নিকট দুন্দুভির উপাখ্যান ও বালীর বলবীর্য্য কীর্তন, সুগ্রীব কর্তৃক রামের বল পরীক্ষা

অনন্তর সুগ্রীব মহাত্মা নামের এই হর্ষজনক তেজোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ পূর্বক উহার ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, সখে! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরে সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। তোমার শর মর্ম্মভেদী ও প্রদীপ্ত। এক্ষণে আমি বালীর বলবীর্য্য ও পৌরুষের কথা কহিতেছি, তুমি অন্যমনে শ্রবণ কর। বালীর শক্তি অসাধারণ। সে প্রত্যুষে পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে অবিশ্রান্তে গমন করিয়া থাকে। ঐ বীর পর্বতে আরোহণ পূর্বক অত্যুচ্চ শিখর সকল কন্দুকবৎ মহাবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ ও পুনরায় গ্রহণ করে এবং স্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের অন্তঃসারযুক্ত বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া থাকে।

পূর্বে দুন্দুভি নামে কৈলাসশিখরপ্রভ মহিষরূপী এক অসুর ছিল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা ঐ মহাকায় বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্য্যমদে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের নিকট গমন করিল এবং উহাকে অনাদর করিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন ধর্মশীল সমুদ্র গাত্রোত্থান পূর্বক ঐ আসন্নমৃত্যু অসুরকে কহিলেন, বীর! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না; যে সমর্থ হইবে কহিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে মিরপূর্ণ গরশোভিত এক পর্বত আছেন। তিনি শঙ্করের শ্বশুর ও মহর্ষিগণের আশ্রয়। এক্ষণে তিনিই তোমাকে অতিমাত্র প্রীতি দান করিতে পারিবেন।

তখন দুন্দুভি মহাসাগরকে ভীত দেখিয়া প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় শীঘ্র হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল এবং উহার বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ শিলা সকল ভুতলে নিক্ষেপ পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ধবলমেকার প্রিয়দর্শন শামুর্ত্তি হিমাচল স্বশি খরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মবৎসল। আমি তাপসগণের আশ্রয়, যুদ্ধে পটু নহি। সুতরাং আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তখন দুন্দুভি ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত চক্ষে কহিল, যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ হও, অথবা আমার ভয়েই ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাক, তবে বল, আমি যুদ্ধার্থী, এক্ষণে কে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে?

সুবক্তা হিমাচল কহিলেন, বীর! রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে বালী নামে এক প্রবল প্রতাপ বানর আছে। সে দেব রাজ ইন্দ্রের পুত্র। সুরপতি যেমন নমুচির সহিত, তদ্রূপ সেই রণপণ্ডিত তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর। সে যুদ্ধবীর এবং তাহার বীর্য্য একান্তই দুঃসহ।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতিভীষণ মহিষমূর্তি ধারণ করিয়া, বর্ষাকালে গগণতলে জলপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় কিষ্কিন্ধার অভিমুখে চলিল। সে উহার পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভূবিভাগ কম্পিত করত দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। কখন নিকটের বৃক্ষ ভগ্ন ও চুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কখন খুরপ্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং কখন বা মাতঙ্গের ন্যায় সদর্পে শৃঙ্গ দ্বারা দ্বায়দেশ খুড়িতে লাগিল। তৎকালে বালী অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি উহার বীরনাদ সহিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বনচর বানরগণের অধীশ্বর বহির্গত হইয়া দুন্দুভিকে সুস্পষ্ট ও পরিমিত কথায় কহিলেন, মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে পলায়ন কর।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া রোষরক্তনেত্রে কহিতে লাগিল, বীর! তুমি শ্রীলোকের সমক্ষে কিছু কহিও না। অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পরে তোমার বল বুঝিতে পারিব। অথবা আমি আজিকার এই রাত্রি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখি, সূর্য্যের উদয় কাল পর্য্যন্ত তোমার ভোগ সাধনের জন্য প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রীতির উপহারে তৃপ্ত কর, কিষ্কিন্ধা নগরীকে মনের সুখে দেখিয়া লও এবং সুহৃৎগণকে আমন্ত্রণ ও আত্মতুল্য কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ কর। আমি কল্য নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। নিরস্ত্র, অসাবধান, কৃশ ও তোমার সদৃশ মদোন্মত্তকে বধ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে, সুতরাং নিরস্ত হইলাম, তুমি সচ্ছন্দে গিয়া স্ত্রীসম্ভোগ কর।

বালী এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তারা প্রভৃতি স্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া হাস্যমুখে ঐ মূর্খকে কহিলেন, দেখ যদি তুই যুদ্ধে নির্ভয় হইয়া থাকিস্, তবে আর আমায় মত্ত বোধ করিস্ না, আমার এই মত্ততা উপস্থিত যুদ্ধের বীরপান বলিয়া অনুমান কর।

বালী এই বলিয়া, পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্বক ক্রোধ ভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ পর্বতাকার অসুরকে শৃঙ্গে গ্রহণ ও উৎক্ষেপণ পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির কর্ণবিবর হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়েই জিগীষার বশবর্তী তুমুল যুদ্ধ

উপস্থিত হইল। ইন্দ্রবিক্রম বালী দুন্দুভিকে মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দুন্দুভিও প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে হীনবল হইয়া পড়িল। তখন বালী বলবিক্রমে বর্দ্ধিত হইলেন এবং উহাকে উত্তোলন পূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি চুর্ণ হইয়া গেল। উহার কর্ণ ও নাসা হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সে যেমন পড়িল, অমনিই পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অনন্তর বালী ঐ মৃত বিচেতন অসুরকে তুলিয়া, এক বেগে যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবার কালে উহার মুখ হইতে রক্তবিন্দু বায়ুবশাৎ মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি সহসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, এ কাহার কার্য্য? যে দুরাত্মা আমায় শোণিস্পর্শে দূষিত করিল, সেই দুর্বৃত্ত নির্বোধ মূর্খ কে?

মতঙ্গ এই চিন্তা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভূতলে এক পর্বতাকার মৃত মহিষকে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি তপোবলে উহা বানরেরই কার্য্য বুঝিয়া, এই রূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে বানরের এই কর্ম্ম, সে আমার আশ্রমে কদাচ আসিতে পাইবে না, আইলে তৎক্ষণাৎ মরিবে। যে, আমার আশ্রমপদ দূষিত করিয়াছে এবং এই অসুরদেহ দ্বারা বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সেই নির্বোধ, যদি আমার এই তপোবনের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই মৃত্যুমুখে পড়িবে। এই বনে তাহার যে কেহ সহচর আছে, এক্ষণে তাহা দের আর বাস করিবার আবশ্যক নাই।

তাহারা যথায় ইচ্ছা প্রস্থান করুক। নচেৎ তাহাদিগকেও অভিসম্পাত করিব। আমি এই বন পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেছি। বানরগণ ইহাঁর ফল মূল পত্র ও অঙ্কুর সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে। অতএব আমি আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম, যদি কল্য কাহাকেও দেখিতে পাই, তবে সে আমার অভিশাপে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

বানরগণ মহর্ষি মতঙ্গের এই কথা শুনিয়া বন হইতে বহির্গত হইল। তখন বালী উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মতঙ্গবনের বানরগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকট আগমন করিলে? তোমাদের কুশল ত?

অনন্তর বানরেরা বালীর নিকট, মত যে কারণে অভিসম্পাত করিয়াছেন, কহিল। তখন বালী বানরগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া, অবিলম্বে মতঙ্গের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শাপ শান্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তিনি তাঁহাকে অনাদর পূর্বক আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তদবধি বালী শাপ প্রভাবে ভীতও অত্যন্ত বিহ্বল; তিনি এই ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে বা ইহা দেখিতেও আর ইচ্ছা করেন না। বালীর প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, আমি সহচরগণের সহিত প্রফুল্লমনে এই অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। রাম! ঐ দেখ বলদর্পে নিহত দুন্দুভির শৈলশিখরকার কঙ্কাল সকল দেখা যায়। এই শাখাপ্রশাখাযুক্ত সুদীর্ঘ সাতটি তাল বৃক্ষ। মহাবল

বালী সমকালেই ইহাদিগকে কম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন। সখে! এই আমি তাঁহার অসাধারণ বল বীর্য্যের পরিচয় দিলাম। এক্ষণে তুমি কিরূপে যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, বল।

তখন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব! কি হইলে তোমার বালিবধে বিশ্বাস হইবে? সুগ্রীব কহিলেন, পূর্বে মহাবীর বালী এক এক সময় অনেক বার এই সাতটি তাল ভেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি রাম এক শরে ইহাঁর একটিকে বিদ্ধ করিতে পারেন এবং যদি এই মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উত্তোলন পূর্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিব, বালী নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

সুগ্রীব লোহিতপ্রান্ত লোচনে এই বলিয়া ক্ষণ কাল চিন্তা করত পুনরায় কহিলেন, দেখ, বালী বীর ও শূরাভিমানী। তাহার বল ও পৌরুষের কথা সর্বত্রই প্রচার আছে। সে দুর্জ্জয় দুর্ধর্ষ ও দুঃসহ। উহার কার্য্য দৈবেরও অসাধ্য দেখা যায়। এক্ষণে আমি এই সকল ভাবিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়াছি এবং ঋষ্যমূকে প্রবেশ পূর্বক সর্বপ্রধান হনূমান প্রভৃতি অনুরক্ত মন্ত্রীগণের সহিত এই নিবিড় বনে পর্য্যটন করিতেছি। রাম! তুমি একান্ত মিত্রবৎসল। তোমার ন্যায় সৎ ও প্রশংসনীয় মিত্রকে পাইয়া, আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে রহিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, সেই বলশালী দুরাচার বালীর বল আমার মনে সততই জাগিতেছে। তোমার সংগ্রামি বিক্রম কিরূপ, আমি কখন তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাই হউক, এক্ষণে

তোমাকে তুলনা অবমাননা বা ভয় প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু বালীর ভীমকার্য্যে স্বয়ংই ভীত হইয়াছি। সখে! তোমার কথাই আমার প্রমাণ। তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অপূর্ব তেজ বিকাশ করিতেছে।

তখন রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, সুগ্রীব! যদি আমাদের বল বিক্রমে তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তবে তুমি যুদ্ধে যাহার শ্লাঘা করিতে পারিবে, আমি এখনই তোমার মনে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছি।

মহাবীর রাম সুগ্রীবকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া, চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির শুষ্ক দেহ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সুগ্রীব তাহা দেখিয়া, লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর রামকে পুনর্বার সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! তখন বালী মদবিহ্বল ও ক্লান্ত হইয়া রসার্দ্র, মাংসল ও অভিনব দেহ দূরে ফেলিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা শুষ্ক লঘু ও তৃণতুল্য হইয়াছে। সুতরাং তুমি অক্লেশে হাসিতে হাসিতেই নিক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার কি বালীর বল অধিক, কিছুই তাহার নির্ণয় হইল না। আর্দ্র ও শুষ্ক এই উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ এবং এই কারণে আমারও মনে সংশয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি একটি শাল বৃক্ষ ভেদ কর, ইহাতে উভয়ের বলাবল বুঝিতে পারি। তুমি এই করিশুণ্ডাকার শরাসনে জ্যাগুণ যোজনা করিয়া, আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক শর মোচন কর। তোমার শর উন্মুক্ত হইবামাত্র

নিশ্চয়ই শাল বৃক্ষ ভেদ হইবে। রাম! আর বিবেচনায় প্রয়োজন কি, আমি দিব্য দিয়া কহিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহা প্রিয় বোধ করিতেছ, তাহাই সাধন কর। যেমন তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, পর্বতের মধ্যে হিমাচল এবং চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যে তুমিই বিক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১২শ সর্গ

রামের বল পরীক্ষা, সুগ্রীব কর্তৃক বালীকে যুদ্ধে আহ্বান, সুগ্রীবের পরাভব; রাম কর্তৃক সুগ্রীবকে প্রবোধ দান ও লক্ষণ কর্তৃক সুগ্রীবের কণ্ঠে নাগ পুষ্পীলতা বন্ধন

তখন রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত শরাসন ও এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন এবং তাল বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত শর ত্যাগ করিলেন।

সেই স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ত তাল পরে পর্বত পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহুর্ত মধ্যেই আবার তূণীরে উপস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব অস্ত্রবির মহাবীর রামের শরবেগে সপ্ত তাল বিদীর্ণ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং লম্বিতভূষণে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! বালীর কথা দূরে থাক, তুমি শরজালে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও যুদ্ধে বিনাশ করিতে পার। যিনি এক মাত্র শরে সপ্ত তাল,

পর্বত ও রসাতল পর্য্যন্ত ভেদ করিলেন, সমরে তাহার সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে? তোমার প্রভাব ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য। তোমাকে মিত্রভাবে পাইয়া আজ আমি বীতশোক হইলাম। আজ আমার প্রীতিরও আর পরিসীমা রহিল না। এক্ষণে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, তুমি এখন আমার হিতোদ্দেশে সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে বিনাশ কর।

অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রিয় বচনে কহিলেন, সখে! চল আমরা এই ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করি। তুমি সর্বাগ্রে যাও, গিয়া সেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামার্থ আহ্বান কর।

তখন সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন এবং কোন এক নিবিড় বনে প্রবেশ পূর্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সুগ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন পূর্বক গগণতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোর রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর বালী, সুগ্রীবের সিংহনাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সূর্য্য যেমন অস্তাচল হইতে উদয়াচলে আগমন করেন, সেই রূপ শীঘ্রই বহির্গমন করিলেন। অনন্তর গগণে যেমন বুধ ও শুক্রের, সেইরূপ ঐ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহারা ক্রোধে অধীর হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে কখন বজ্রতুল্য মুষ্টি এবং কখন বা তল প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাম ধনুর্ধারণ পূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন। তিনি উহাদিগকে অশ্বিনী তনয়দ্বয়ের ন্যায়

অভিন্নরূপই দেখিলেন। তৎকালে উহাদের প্রভেদ কিছুই তাহার হৃদ্বোধ হইল না এবং তিনি প্রাণান্তকর শর ত্যাগেও বিরত রহিলেন।

এই অবসরে সুগ্রীব বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন এবং রাম রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া, ঋষ্যমুকাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগ্রীব প্রহারবেগে জর্জ্জরীভূত ও একান্তই পরিশ্রান্ত, তিনি রক্তাক্ত দেহে এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বালী "তুই রক্ষা পাইলি" এই বলিয়া শাপভয়ে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত যথায় সুগ্রীব সেই বনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুগ্রীব বিলক্ষণ লজ্জিত, তিনি রামকে নিরীক্ষণ করিয়া অধোমুখে দীনবাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমায় বিক্রম দেখাইলে, বালীকে আহ্বান করিতে বলিলে, পরে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? আমি বালীকে বধ করিব না এবং এস্থান হইতেও যাইব না, তখনই এইরূপ সটীক কথা বলা তোমার উচিত ছিল।

তখন রাম সুগ্রীবকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, সখে! ক্রোধ করিও না। আমি যে কারণে শরত্যাগ করি নাই, শুন। তুমি ও বালী, তোমরা উভয়েই দেহপ্রমাণ ও বেশে সমান ছিলে। আমি তৎকালে গতি, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি ও বিক্রমে তোমাদের কিছুই প্রভেদ পাইলাম না এবং এইরূপ বৌসাদৃশ্যে

একান্ত মোহিত ও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া, প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলাম না। পাছে আমাদিগের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। আমি না জানিয়া, চপল বশত তোমাকে বিনাশ করিলে, লোকে আমাকেই মূর্খ ও বালক জ্ঞান করিত। আরও শরণাগতকে বধ করা একটা মহাপাতক। সখে! অধিক আর কি, আমি, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত তোমারই আশ্রয়ে আছি। এই অরণ্য মধ্যে তুমিই আমাদিগের গতি। এক্ষণে পুনর্বার গিয়া নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি এই মুহূর্তেই দেখিবে, বালী সময়ে আমার একমাত্র সমরে নিরস্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। অতঃপর তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, আমি যাহাতে তোমায় চিনিয়া লইতে পারি, এক্ষণে এইরূপ কোন এক চিহ্ন ধারণ কর, লক্ষ্মণ! তুমি সুলক্ষণ বিকসিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্বক সুগ্রীবের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেও।

অনন্তর লক্ষ্মণ শৈলতট হইতে কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা আনিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে বন্ধন করিলেন। তখন, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘ যেমন বকপংক্তিতে শোভিত হয়, সুগ্রীব ঐ লতাপ্রভাবে সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন এবং রামের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

১৩শ সর্গ

রাম লক্ষণ সমভিব্যবহারে সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধা যাত্রা, সুগ্রীব কর্তৃক সপ্তজন আশ্রমের বৃত্তান্ত কীর্তন

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত স্বর্ণচিত্রিত ধনু এবং খরতেজে সমরপটু শর লইয়া, ঋষ্যমূক হইতে মহাবীর বালীর বাহুবলপালিত কিষ্কিন্ধায় যাত্রা কারিলেন। সর্বাগ্রে সুগ্রীব গ্রীবা বন্ধন পূর্বক চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষ্মণ, বীর হনূমান, নল, নীল ওযূথপতিগণের নায়ক তেজস্বী তার যাইতে লাগিলেন। উহাঁরা গমন কালে দেখিলেন, কোথাও পুষ্পভরাবনত বৃক্ষ, নির্ম্মল সলিল। সাগরবাহিনী নদী, সুদৃশ্য , গহ্বর ও শৈলশিখর রহিয়াছে। কোথাও বৈদুর্য্যবৎ স্বচ্ছ ঈষৎপ্রফুল্ল পদ্মে শোভিত ও সুপ্রশস্ত সরোবরে হংস, সারস, চক্রবাক, বঞ্জুল ও জলকুক্কুট প্রভৃতি বিহগেরা কোলাহল করিতেছে। কোথাও দ্বিরদাকার ধূলিধূসর বানর। কোন স্থানে বন্য হরিণেরা সুকোমল তৃণাঙ্কুর আহার পূর্বক নির্ভয়ে বিহার করিতেছে এবং কোথাও বা শুভ্রদন্ত তড়াগশত্রু তটনাশক জঙ্গম-শৈল-সদৃশ ভীষণ একচারী বন্য হস্তী মত্ত হইয়া গিরিতটে গর্জ্জন করিতেছে। সুগ্রীবের বশবর্তী বানরগণ এই সকল আরণ্য জীব জন্তু ও খেচর পক্ষী দর্শন করত দ্রুত পরে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম এক নিবিড় বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! গগনে ঘন মেঘের ন্যায় ঐ একটা বন দৃষ্ট হইতেছে। উহার

প্রান্তভাগ কদলী বৃক্ষে পরিবৃত। এক্ষণে বল, উহা কোন বন? শুনিতে আমার একান্তই কৌতুহল হইতেছে।

তখন সুগ্রীব গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, সখে! এই আশ্রম সুবিস্তীর্ণ ও শ্রান্তিনাশক। ইহাতে উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে এবং সুস্বাদু ফলমূলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই স্থানে সপ্তজন নামে ব্রতপরায়ণ সাত জন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাত দিন অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিতেন। ঐ সমস্ত অচলবাসী ঋষি সাত শত বৎসর তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। উহাদের তপঃপ্রভাবে এই তরুগহন আশ্রম ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও অগম্য হইয়া আছে। বনের পশুপক্ষী এবং অন্যান্য জীবজন্তুও ইহাতে প্রবেশ করে না। যাহারা মোহ বশত প্রবিষ্ট হয়, তাহারা কালগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে অপ্সরোগণের ভূষণরব, সুমধুর কণ্ঠস্বর, তূর্য্যধ্বনি ও গীতশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিব্য গন্ধও সতত অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিতেছে। ঐ দেখ, তাহার কপোতবৎ অরুণ বর্ণ ঘন ধূম উত্থিত হইয়া, যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ আবৃত করিতেছে এবং এই সমস্ত বৃক্ষও মেঘাবৃত বৈদুর্য্য পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত শুদ্ধসত্ত ঋষিকে প্রণাম কর। যাঁহারা উহাঁদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের ব্যাধি ভয় দূর হইয়া যায়।

তখন ধর্ম্মশীল রাম, লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন করিলেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। উহারা ঐ আশ্রম হইতে বহুদূর অতিক্রম করিলেন এবং বালীরক্ষিত দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন।

১৪শ সর্গ

রাম সুগ্রীব সংবাদ, সুগ্রীবের গর্জ্জন

অনন্তর সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া, এক গহন বনে প্রবেশ পূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় প্রিয়কানন বিশালগ্রীব সুগ্রীব বনের সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ পূর্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া, ঘোর রবে গগনতল বিদীর্ণ করতই যেন সংগ্রামার্থ বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটি প্রকাণ্ড মেঘ বায়ুবেগ সহায় করিয়া গর্জ্জন করিতেছে।

পরে ঐ সূর্য্যবৎ-অরুণবর্ণ গর্বিত-সিংহের ন্যায় মন্থরগতি সুগ্রীব সুনিপুণ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, রাম! এক্ষণে আমরা বালী নগরী কিষ্কিন্ধায় আগমন করিয়াছি। ইহা স্বর্ণখচিত যন্ত্রপূর্ণ বানরসংকুল ও ধ্বজশোভিত। বীর! তুমি পূর্বে বালীবধার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, উপস্থিত ঋতু যেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা সফল কর।

তখন মহাবীর নাম সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সখে! লক্ষ্মণ এই নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্বক তোমার কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, তুমি ইহা দ্বারা নভোমণ্ডলে নক্ষত্রবেষ্টিত সূর্য্যের ন্যায় সমধিক শোভা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু আমায় দেখাইয়া দেও। আজ আমি একমাত্র শরে তোমা হইতে তাহার ভয় ও শত্রুতা দূর করিব। সে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র বিনষ্ট হইয়া এই অরণ্যের ধুলিতে লুণ্ঠিত হইবে। যদি বালী আমার নেত্রগোচর হইয়াও প্রাণসত্তে নিবৃত্ত হয়, তুমি আমাকে দোষী করিও এবং তদ্দণ্ডে আমার নিন্দাও করিও। দেখ, আমি তোমার সমক্ষে এক শরে সপ্ত তাল ভেদ করিলাম, ইহাতেই বুঝিবে, অদ্য বালী আমার হস্তে যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাণ সঙ্কটেও মিথ্যা কহি নাই এবং ধর্মলাভ লোভেও কখন কহিব না। সুতরাং তুমি ভয় দূর কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি দ্বারা অঙ্কুরিত ধানক্ষেত্র ফলবৎ করেন, তদ্রূপ আমি প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে সেই স্বর্ণহারশোভিত বালী যাহাতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তুমি এইরূপে গর্জ্জন কর। বালী নির্ভয় জয়গর্বিত ও সমরপ্রিয়, তুমি তাহাকে আহ্বান করিলে, সে স্ত্রীর সংশ্রব ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিশ্চয়ই বহির্গত হইবে। দেখ, বীরেরা শত্রুকৃত অবমাননা কখন সহ্য করে না, বিশেষত যে আপনাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জানে, সে স্ত্রীর নিকট কদাচই তাহা সহিতে পারিবে না।

অনন্তর স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কঠোর শব্দে অকাশ ভেদ করতই যেন গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন কুলস্ত্রীরা যেমন রাজদোষে পরপুরুষ স্পৃষ্ট হইলে আকুল হয়, সেইরূপ ধেনুগণ ভীত ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। মৃগের সমরপরাঙ্মুখ অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহঙ্গেরা ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রামের উপর সুগ্রীবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ। তিনি বায়ুবেগভিত সাগরের ন্যায় অনবরত মেঘগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

১৫শ সর্গ

সুগ্রীবের গর্জ্জনে বালীয় ক্রোধ, বালীর প্রতি তারার হিতোপদেশ প্রদান

অসহিষ্ণু স্বর্ণকান্তি বালী অন্তঃপুর হইতে ভ্রাতা সুগ্রীবের সর্বজনভীষণ গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার গর্ব খর্ব হইয়া গেল, রোষে সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইলেন। তাঁহারদন্তবিকট এবং ক্রোধে নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ আরক্ত, সুতরাং যে হ্রদে পদ্মশ্রীশূন্য মৃণাল থাকে, তাহার ন্যায় উহাঁর শোভা হইল। তিনি পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন বেগে বহির্গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্নেহাবেশে প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক ক্ষুভিত ও ভীত হইয়া হিত বচনে কহিলেন, বীর! লোকে যেরূপ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি এই নদীবেগবৎ আগত ক্রোধ এখনই দূর কর। কল্য সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও। যদিও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, যদিও তোমার কোন অংশে লঘুতা নাই, তথা আমি তোমাকে সহসা নির্গত হইতে নিবারণ করি। বীর! যে কারণে এইরূপ নিষেধ করিতেছি, তাহাও শুন। পূর্বে সুগ্রীব আসিয়া, ক্রোধের সহিত তোমায় সংগ্রামার্থ আহ্বান করিয়াছিল, তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত কর। সেও প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলাইয়া যায়। যে একবার তোমার বলে নিরস্ত ও নিপীড়িত হইয়া পলাইয়াছিল, সেই আসিয়া আবার আহ্বান করিতেছে, এইই আমার আশঙ্কা। উহার যেরূপ দর্প, যেরূপ উৎসাহ এবং যেরূপ গর্জ্জনের বৃদ্ধি, ইহাঁর কোন নিগুঢ় কারণ আছে। বোধ হয়, সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই। সে কাহারও আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহারই বলে বীরনাদ করিতেছে। সুগ্রীব বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, সে যাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচই সখ্যতা করিবে না।

বীর! পূর্বে আমি কুমার অঙ্গদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তোমার নিকট সেই কথার উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। একদা অঙ্গদ বনে গিয়াছিল। সে চরপ্রমুখাৎ শুনিয়া আমায় আসিয়া কহিল, অযোধ্যার

রাজপুত্র রাম, লক্ষ্মণকে লইয়া বনবাসী হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশে উহাদের জন্ম, উহাঁরা বীর ও দুর্জ্জয়; এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন। নাথ! শুনিলাম, সেই মহাবল পরাক্রান্ত রামই তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে সাহায্য করিবেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রলয়ের অগ্নি উত্থিত হইয়াছেন। রাম সাধুর আশ্রয় ও বিপন্নের পরম গতি। যশ একমাত্র তাঁহাতেই রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পিতার আজ্ঞাবহ। হিমালয় যেমন ধাতুর অকর, সেইরূপ তিনি সমস্ত গুণেরই আধার স্বরূপ। জগতে তাঁহার তুলনা নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

বীর! আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিবার ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার আরও কিছু বলিবার আছে, শুন। তুমি শীঘ্রই সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। তিনি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাকে প্রতিপালন করা তোমার কর্তব্য। তিনি দূরে বা নিকটেই থাকুন, তোমার বন্ধু সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার তুল্য বন্ধু পৃথিবীতে তোমার আর কাহাকেও দেখি না। তুমি শত্রুতা দূর করিয়া, দানে মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাঁহার সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয় নহে। তিনি এক্ষণে তোমার পার্শ্বে থাকুন। ভ্রাতৃসৌহার্দ ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। নাথ! যদি তুমি আমার কোন প্রিয় সাধন করিতে চাও, যদি তুমি আমাকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিয়া থাক, তবে আমি তোমার হিতের জন্যই কহিতেছি, তুমি

আমার কথা রক্ষা কর, প্রসন্ন হও। রাম ইন্দ্রপ্রভাব, তাঁহার সহিত বিবাদ করিওনা।

বালীর মৃত্যুকাল অতি আসন্ন, তিনি তারার এই হিত জনক শ্রেয়স্কর কথা শুনিয়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

১৬শ সর্গ

বালী কর্তৃক তারাকে ভৎসনা ও সান্ত্বনা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, রামের শরে বালীর পতন

তখন বালী চন্দ্রাননা তারাকে ভৎসনা করত কহিতে লাগিলেন, ভীরু! আমার ভ্রাতা বিশেষত এক জন শত্রু গর্জন করিতেছে, এক্ষণে আমি কি কারণে তাহার ক্রোধ সহ্য করিব? যে বীরগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না এবং কখনই পরাভূত হন নাই, অপমান সহ্য করা তাঁহারা মৃত্যু হইতেও অধিক বোধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সুগ্রীব যুদ্ধার্থী, বল আমি উহার গর্জ্জন কিরূপে সহি। প্রিয়ে! অতঃপর তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য বিষণ্ন হইও না। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, পাপ কর্মে কেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? তুমি সহচরীগণের সহিত নিবৃত্ত হও, আর কেন আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার প্রীতি ও ভক্তির যথেষ্টই পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। আমি গিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহাকে বধ না করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব। তোমার যেরূপ সংকল্প কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সুগ্রীব মুষ্টি

ও বৃক্ষ প্রহারে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবে। সেই দুরাত্মা আমার দম্ভ ও সুদৃঢ় যুদ্ধযত্ন কোনক্রমে সহিতে পারিবে না।

প্রিয়ে! তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দিলে এবং আমার প্রতি স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিব্য, এই সমস্ত স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া নিবৃত্ত হও। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি সুগ্রীবকে কেবল পরাস্ত করিয়া আসিব।

তখন প্রিয়বাদিনী তারা বালীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি উহার জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকে মোহিত হইয়া সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বালী ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন এবং সুগ্রীবের সন্দর্শনার্থ সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতট সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ঐ মহাবাহু মহাবীর বালী, গাঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, উহার দিকে ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া, আরক্তলোচনে উহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

তখন বালী উহাকে কহিলেন, দেখ, আমি অঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া সুদৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি। আজ মহাবেগে ইহা প্রহার করিয়া তোর প্রাণ

সংহার করিব। তখন সুগ্রীবও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আজ আমিও এই মুষ্টি দ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া, এই দণ্ডেই তোকে মৃত্যুমুখে ফেলিব।

অনন্তর বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণ পূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক, যেমন পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে, সেইরূপ বালীর উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালীবৃক্ষ প্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উহাঁরা আকাশের চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা পরস্পরকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর যুদ্ধ করিতেছেন। দুই জনেরই দেহ ক্ষতবিক্ষত ও শোণিত ধারায় সিক্ত। উহারা মহা মেঘবৎ গর্জ্জন করিয়া পরস্পরকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর বালীর বৃদ্ধি এবং সুগ্রীবের হীনতা দৃষ্ট হইল। তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল।

তিনি বালীর প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রোধা বিষ্ট হইলেন এবং ইঙ্গিতে রামকে আপনার হীনতা দেখাইতে লাগিলেন।

সুগ্রীব হীনবল হইয়া, মুহুর্ম্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া, বালঅ বধার্থ ভুজঙ্গভীষণ শর লক্ষ্য করিলেন। পরে তিনি উহা শরাসনে সন্ধান পূর্বক কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, সেইরূপে তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পক্ষিগণ রামের জ্যাশব্দে একান্ত ভীত হইল এবং প্রলয়মোহে মোহিত হইয়াই যেন পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর বজ্রের ন্যায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবা মাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালী রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া, অশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্রমশ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মনুষ্যপ্রবীর কৃতান্তসদৃশ রাম, ভগবান রুদ্র যেমন ললাট নেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্‌গার করেন, সেইরূপ ঐ স্বর্ণরোপ্য জড়িত শক্রনাশক প্রদীপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। বালীও তদ্দ্বারা আহত ও শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া, পর্বতজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

১৭শ সর্গ

বালী কর্তৃক কঠোর বাক্যে রামকে তিরস্কার

স্বর্ণালঙ্কারশোভিত বালী দেহ প্রসারণ পূর্বক ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে, কিষ্কিন্ধা শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইল। উহার কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত রত্নখচিত স্বর্ণহার, উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহকান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে, ঐ মহাবীর ঐ স্বর্ণহার দ্বারা তাহারই ন্যায় শেভিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন স্থানে এ যেন বিভক্ত হইয়া রহিল। রামনির্ম্মুক্ত স্বর্গসাধন শর হইতে তাঁহার পরম গতি লাভ হইল। ঐ সময় তিনি নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত; যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কালই যেন প্রলয়কালে সূর্য্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালী ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ। তাহার বক্ষ বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হরিদ্বর্ণ। রাম, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুমান পূর্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।

তখন বালী রণগর্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে অবলোকন পূর্বক ধর্মানুকূল সুসঙ্গত বাক্যে কঠোরার্থে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি যুদ্ধার্থ অন্যের উপর ক্রূদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ

হইল? তুমি সদ্বংশীয় মহাবীর তেজস্বী ও দয়ালু, ব্রতপালনে তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা আছে, তুমি উৎসাহশীল এবং প্রজাগণের হিত চেষ্টা করিয়া থাক, কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই, পৃথিবীর তাবৎ লোকই এই বলিয়া তোমার যশ কীর্তন করিয়া থাকে। আরও দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও দোষীর দণ্ডবিধান এই গুলি রাজগুণ, তোমার এই সমস্ত গুণ ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে বলিয়াই আমি তারার নিবারণ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যখন তোমাকে দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে অসাবধান আছি, এ সময় রাম আমাকে কখন মারিবেন না। কিন্তু বুঝিলাম, তুমি অতি দুরাত্মা ধর্মধ্বজী ও অধার্মিক, তুমি ধর্মের আবরণ ধারণ পূর্বক তৃণাচ্ছন্ন কূপ ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছ। তুমি দুরাচার ও পাপিষ্ঠ; কিন্তু সাধুর আকার পরিগ্রহ করিতেছ। তুমি যে ধর্ম্মকপটে সংবৃত, আমি তাহা জানিতাম না। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞা করিতেছি না। আমি ফলমূলহরী, বনের বানর এবং একান্তই নির্দোষ। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তুমি কি কারণে আমাকে বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র প্রিয়দর্শন ও সুবিখ্যাত, তোমার অঙ্গে ধর্ম্মচিহ্নও দেখিতেছি ; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন জ্ঞানী ও শংসয়শূন্য হইয়া, ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ পূর্বক এইরূপ

ক্রূরাচরণ করিয়া থাকে? শুনিয়াছি, তুমি সৎবংশীয় ও ধার্মিক, কিন্তু বুঝিলাম, তোমা অপেক্ষা অসাধু আর নাই। বল, তুমি কি কারণে সাধুর বেশে বিচরণ করিতেছ? নৃপতির সাম দান প্রভৃতি অনেক গুলি গুণ থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহার কিছুই নাই। আমরা বানর, বনে বনে ভ্রমণ ও ফল মূল ভক্ষণ করা আমাদের স্বভাব, কিন্তু তুমি পুরুষ হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ করিলে? ভূমি ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থই বধ করিবার হেতু, কিন্তু আমাদিগের বন্য ফল মূলে কিরূপে তোমার লোভ সম্ভাবতে পারে? নীতি, বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঙ্কোচ ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাঁহার কর্তব্য নহে। কিন্তু রাম! তুমি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজকার্য্যে নিতান্তই অনুদার; তোমার নিকট ধর্ম্মের গৌরব নাই, তুমি অর্থকেও তুচ্ছ কর, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমায় বিনা অপরাধে বিনাশ করিয়া সাধুগণ মধ্যে কি বলিবে? রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোঘ্ন, চোর, লোকনাশক, নাস্তিক, পরিবেত্তা, খল, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন ও গুরুদারগামী ইহারা নরক হইয়া থাকে। আমি বানরগণের রাজা, সুতরাং আমাকে বধ করাতে তোমায় অবশ্যই পাপ স্পর্শিবে।

রাম! আমার চর্ম্ম, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার তুল্য ধার্ম্মিকের অব্যবহার্য্য। শল্যক, শ্বাবিৎ, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম এই পাঁচটি জন্তু পঞ্চনখী

বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু আমার নখ যদিও পাঁচটী, অথচ আমার মাংস ভোজন শাস্ত্রসম্মত হইতেছে না, সুতরাং আমাকে বিনাশ করা তোমার সম্পূর্ণ বিফল হইল। হা! সর্ব্বজ্ঞা তারা আমাকে হিত ও সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, আমি মোহাবেশে তাহা অবহেলা করিয়া কালের বশবর্ত্তী হইলাম! কোন সুশীলা প্রমদা যেমন বিধর্ম্মী পতি সত্ত্বেও অনাথা, সেইরূপ বসুমতী তুমি বিদ্যমানেও অনাথা হইয়াছেন। তুমি ধূর্ত্ত শঠ ও ক্ষুদ্র, রাজা দশরথ হইতে তোমর তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল? তোমার চরিত্র অতি দূষিত, তুমি সাধুসেবিত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। হা! আমি তোমার ন্যায় লোকের হস্তেই বিনষ্ট হইলাম! রাম! বল দেখি, তুমি এই অশুভ অনুচিত নিন্দিত কার্য্য করিয়া ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কি বলিবে? আমরা তোমার কোন সংশ্রব ছিলাম না, তুমি আমাদের উপরই এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে, কিন্তু যাহারা তোমার প্রকৃত অপকারী তাহাদের উপর ত কিছুই দেখিতেছি না? বলিতে কি, যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে, তবে অদ্যই আমার হস্তে তোমায় মৃত্যুমুখ দেখিতে হইত। আমাকে আক্রমণ করা অত্যন্ত সুকঠিম, কিন্তু সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই কার্য্যে অবশ্যই তোমায় পাপ অর্শিতেছে। তুমি সুগ্রীবের প্রিয় সাধনেদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিয়াছ, কিন্তু যদি পূর্ব্বে

জানকীর আনয়না আমায় কহিতে, তবে আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিতাম। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্বক জীবন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরী রূপিণী শ্রুতিকে আনিয়া ছিলেন, সেইরূপ আমি তোমার আদেশে জানকীকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল হইতে আনিতে পারিতাম। আমি লোকান্তরিত হইলে, সুগ্রীব যে রাজ্যাধিকার করিবে ইহা উচিতই হইতেছে, কিন্তু তুমি যে অধর্ম্মত আমাকে বিনষ্ট করিলে, ইহা নিতান্তই অন্যায় হইল। দেখ, প্রাণি মাত্রই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তুমি ইহাঁরই প্রকৃত উত্তর স্থির কর।

মহাত্মা বালীর মুখ শুষ্ক, সর্বাঙ্গ শরাঘাতে কাতর, তিনি ভাস্করের ন্যায় খরতেজ রামকে নিরীক্ষণ পূর্বক তূষ্ণীংভাব। অবলম্বন করিলেন।

১৮শ সর্গ

রাম কর্তৃক বালীকে ভৎসনা ও ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান, বালীর দিব্যজ্ঞান লাভ

মহাবীর বালী নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় জলশূন্য মেঘের ন্যায় এবং নির্বাণ অনলের ন্যায় পতিত আছেন, রাম তাঁহার ধর্মার্থপূর্ণ বিনীত হিতকর ও কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালী! তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও লৌকিক আচার না জানিয়া বালকত্ব নিবন্ধন আজ কেন

আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি কুলগুরু বুদ্ধিমান বৃদ্ধগণের নিকট কিছু শিক্ষা না করিয়া, আমাকে ভৎসনা করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ঈক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশীল সরলস্বভাব রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নীতিনিপুণ বিনয়ী, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনে সুপটু, তিনি দেশ কাল জানেন, ধর্ম কাম ও অর্থের যথার্থ বুঝিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য নৃপতিরা তাঁহার আদেশে ধর্ম্মবৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতেছি। যখন সেই রাজাধিরাজ ধর্ম্মবৎসল পৃথিবী পালন করিতেছেন, তখন ধর্ম্মবিপ্লব আর কে করিবে? আমরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্ম্মকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্মী দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক, ইহাঁরা পিতা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান শিষ্য, ইহাঁর পুত্র; এইরূপ ব্যবস্থার ধর্ম্মই মূল কারণ। সাধুগণের ধর্ম্ম একান্ত সূক্ষ্ম, তাহা সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া শুভাশুভ সম্যক জানিতেছেন। তুমি অস্থির, তোমার সহচর বানরেরাও চপল ও মূর্খ, সুতরাং জন্মান্ধ যেমন জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ তুমি তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কি প্রকারে ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। তুমি

ক্রোধ ভরে কেবল আমার নিন্দা করিও না, এক্ষণে আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি শুন।

তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইহাঁর পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমায় পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোক বিরুদ্ধ ও লোকমর্য্যাদার অতীত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোন রূপ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়, বল, কিরূপে তোমার পাপে উপেক্ষা করিব? যে ব্যক্তি কাম প্রভাবে ঔরসী কন্যা, ভগিনী ও ভ্রাতৃবধুতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত পৃথিবীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহার অধিকৃত, তুমিও ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে কিরূপে উপেক্ষা করিব। ভরত ধর্ম্মত রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ঘোরতর অধর্ম্মী, সেই ধীমান তাহার দণ্ড বিধান করিতেছেন। তিনি কামপরায়ণদিগের নিগ্রহে উদ্যত। আমরা তাঁহারই আদেশে তোমার ন্যায় অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ড করিতেছি। যেমন লক্ষ্মণের সহিত আমার সৌহার্দ আছে, সুগ্রীবের সহিতও তদ্রূপ; সুগ্রীব রাজ্য ও স্ত্রীলাভ উদ্দেশ করিয়া আমার কার্য্য সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও বানরগণের সমক্ষে তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া

কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে? কপিরাজ! তুমি নিশ্চয় বুঝিও, আমি এই সকল ধর্মানুগত মহৎ কারণেই তোমায় সমুচিত শাসন করিলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম্ম। দেখ, যাঁহারা ধার্মিক, বয়স্যের উপকার তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। আরও তুমি যদি ধর্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। মহর্ষি মনু চরিত্রশোধক দুইটী শ্লোক কহিয়াছেন, ধার্ম্মিকেরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন, আমিও সেই ব্যবস্থাক্রমে এইরূপ করিলাম। মনু কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাহাকেই স্পর্শে। কপিরাজ! কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার কুলপুরুষ আর্য্য মান্ধাতা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড করেন এবং অন্যান্য মহীপালও অসতকে সংশোধনার্থ সমুচিত শাসন করিয়াছিলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, তদ্বারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আর অনুতাপ করিও না, আমি ধর্মানুরোধেই তোমায় বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি, ধর্মেরই পরতন্ত্র।

বীর! আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন, কিন্তু ক্রোধ করিও না। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন-বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন নহি, এবং তজ্জন্য

শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতির অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকে। সুতরাং, তুমি শাখামৃগ-বানর, যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর! রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং উহাদের জীবনও উহাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী করিতেছ ।

অনন্তর বালীর দিব্য জ্ঞান লাভ হইল, তিনি যার পর নাই ব্যথিত হইলেন, ভাবিলেন, রাম একান্তই নির্দোষ। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? যাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদ বশত তোমায় যে সমস্ত অসঙ্গত ও অপ্রিয় কহিয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার পরীক্ষাসিদ্ধ, তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর; পাপ প্রমাণ ও দণ্ডবিধান বিষয়ে তোমার

অনশ্বর বুদ্ধি প্রসন্নই আছে, কিন্তু আমি অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য; ধর্ম্মজ্ঞ! অতঃপর তুমি ধর্মসঙ্গত উপদেশ দিয়া আমায় রক্ষা কর।

ঐ সময় বাষ্পভরে বালীর কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল, তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকল্প হইয়া রামকে নিরীক্ষণ পূর্বক ক্ষীণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, তারার নিমিত্ত শোকাকুল হই নাই এবং বান্ধবগণের জন্যও কিছুমাত্র ভাবি না, এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদ-শোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে। আমি তাহাকে বাল্যাবধি লালন পালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইয়া জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সবেমাত্র অঙ্গদই আমার পুত্র, সে বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি যেন তোমার সুমতি থাকে। তুমি উহাদের কার্য্য-রক্ষক ও অকার্য্যে প্রতিষেধক হইলে। ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ বুঝিবে। তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বুশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর কি বলিব, তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া, সুগ্রীবের

সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বালী এই বলিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাম বালীকে ছিন্নসংশয় দেখিয়া সাধুসম্মত ধর্ম্মপ্রমাণ বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি আমাদিগকে দোষী বোধ করিও না, আপনাকেও অপরাধী বুঝিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছি, সুতরাং আমি যাহা কহি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। যে, দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্য্যকারণ-গুণে সিদ্ধসংকল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ডসম্পর্কে নিষ্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ডশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্বোধ হওয়াতে স্বীয় ধর্মানুগত প্রকৃতিও অধিকার করিয়াছ। অতঃপর তুমি ভয় শোক ও মোহ দূর কর, কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অঙ্গদ যেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে, আমার নিকট তদ্রূপই হইবে, এবং সুগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর করিবেন না।

অনন্তর বালী সমরপ্রমাথী রামের এই মধুর কথা শ্রবণ পূর্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর! আমি শরপীড়িত ও হতজ্ঞান হইয়া অজ্ঞানত তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তজ্জন্য প্রসন্ন করিতেছি, ক্ষমা কর।

বালীর সর্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, তিনি রামের শর প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিমোহিত হইলেন।

১৯শ সর্গ

অঙ্গদ সমভিব্যবহারে তারার কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রমণ, তারা কর্তৃক বালীর দেহ দর্শন ও রোদন

এদিকে তারা রামশরে বালীর মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি এই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া, অঙ্গদ সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ সময় অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরের ধনুর্ধর রামকে নিরীক্ষণ পূর্বক চকিত মনে পলাইতেছিল, পথিমধ্যে তারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেম। যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগের যেমন যূথভ্রষ্ট হইয়া যায়, উহারা সেই রূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াই বেগে যাইতেছিল। সকলে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত এবং রামের ভয়ে অতিমাত্র ভীত, প্রত্যেকের সংশয় হইতেছে, যেন রামের শর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

তখন তারা সকাতরে উহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বানরগণ! তোমরা যে রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক, আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভীতমনে এরূপ দুরবস্থায় কেন পলাইতেছ? শুনিলাম, ঐ, সুগ্রীব রাজ্যের জন্য রামের সাহায্য লইয়া ছিল, রাম উহার অনুরোধে দূর হইতে মহা বেগে শর নিক্ষেপ পূর্বক বালীকে বধ করিয়াছেন; রাম দূরস্থ, সুতরাং তোমরা কেন তাহা হইতে এরূপ ভীত হইতেছ?

তখন কামরূপী বানরগণ একবাক্যে কহিল, জীবিতপুত্রে! ফিরিয়া চল, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম রামরূপ ধারণ পূর্বক বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামের শর বৃক্ষ ও বিশাল শিলা সকল বিদ্ধ করিয়াছে। বালী ঐ বজ্রসম শর দ্বারা যেন বজ্র দ্বারাই নিহত হইলেন। সেই ইন্দ্র-প্রভাব বিনষ্ট হওয়াতে এই বানরসৈন্য যেন অভিভূত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছে। অতঃপর বীরগণ কিষ্কিন্ধা রক্ষার্থ যত্নবান হউন, অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন; বালীর পুত্র রাজা হইলে সকলেই তাঁহার অনুগত হইবে। কিন্তু রাজমহির্ষি! আমাদের বোধ হয়, এস্থানে বাস করা আর তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে হনূমান প্রভৃতি বানরেরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে; যাহারা সস্ত্রীক এবং যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারাও আসিবে। পূর্বে আমরা উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, উহারা অত্যন্ত লুব্ধ, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা সবিশেষ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি।

অনন্তর তারা বানরগণের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার স্বামী মহাত্মা বালীদেহ ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার পুত্রে কি হইবে? রাজ্যে কাজ নাই, আত্মরক্ষারই বা প্রয়োজন কি? যিনি রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছেন, অতঃপর আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। এই বলিয়া তারা শোকে একান্ত অধীর হইয়া দুঃখভরে বক্ষস্থল ও মস্তকে করাঘাৎ পূর্বক রোদন করিতে করিতে ধাবমান

হইলেন। দেখিলেন, যিনি অপরাঙ্মুখ-যোধী বানরগণের বিনাশক, যিনি বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অক্লেশে রণস্থলে প্রবেশ করেন, যাঁহার গর্জ্জন মহামেঘের ন্যায় সুগভীর, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত, যিনি সকলের অপেক্ষা ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই বীর একজন বীরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, যেন মৃগরাজ সিংহ মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত আছে, যেন বিহগরাজ গড়ুর ভুজঙ্গ ভক্ষণার্থ পতাকা ও বেদিশোভিত চতুস্পথবর্ত্তী বল্মীক মন্থন করিয়াছেন। অদূরে রাম এক প্রকাণ্ড শবাসনে দেহ ভার অর্পণ পূর্বক লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন; তারা উহাঁদিগকে দর্শন ও অতিক্রম করিয়া বালীর সন্নিহিত হইলেন এবং তাহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক দুঃখ ও আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে আর্য্যপুত্র! এই বলিয়া যেন নিদ্রা হইতে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং বালীকে মৃত দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সুগ্রীব তারাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা এবং অঙ্গদকে উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত ও বিষণ্ন হইলেন।

২০তম সর্গ

তারার বিলাপ

অনন্তর চান্দ্রাননা তারা পর্বত প্রমাণ মাতঙ্গতুল্য বালীকে রামনিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর শরে নিহত এবং উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক শোকসন্তপ্ত মনে কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভীমবিক্রম! বীর! তুমি আজ এই অপরাধিনীর সহিত কেন বাক্যালাপ করিতেছ না? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া আশ্রয় লও, তোমার তুল্য মহীপাল কখন ভূতলে শয়ন করেন না। বোধ হয়, তুমি আমা অপেক্ষাও বসুমতীকে অধিক ভালবাস, কারণ আমায় ছাড়িয়া দেহান্তেও ইহাকে আলিঙ্গন করিতেছ। নাথ! বুঝি আজ ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কিষ্কিন্ধার ন্যায় কোন এক রমণীয় পুরী নির্মাণ করিয়া থাকিবে, নচেৎ ইহাঁর মমতা কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তুমি মধুগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানারূপ বিহার করিতে, এক্ষণে তাহার শান্তি হইল। আমি তোমার বিনাশে নিরাশ নিরানন্দ ও শোকাকুল হইলাম। বলিতে কি, আজ তোমায় ধরাশায়ী দেখিয়াও যখন আমার এই শোকাক্রান্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা নিতান্তই কঠিন সন্দেহ নাই। তুমি সুগ্রীবের পত্নী হরণ পূর্বক তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, এখন সেই কার্য্যেরই পরিণাম এইরূপ ঘটিল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি শুভ সংকল্পে তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি বুদ্ধিমোহে তাহাতে উপেক্ষা

কর। নাথ! বোধ হইতেছে, তুমি আজ রূপযৌবনগর্বিত রসালাপচতুর অপ্সরাদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। হা! এক্ষণে কালই তোমাকে বিনাশ করিল, তুমি অন্যের আয়ত্ত না হইলেও সে বল পূর্বক তোমাকে সুগ্রীবের নিকট আনিল। দেখ, তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, কিন্তু রাম তোমার বধসাধনরূপ গর্হিত আচরণ করিয়া কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। আমি পূর্বে কখনও ক্লেশ পাই নাই, এখন আমাকে কৃপাপাত্র ও দীন হইয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্য যন্ত্রণা ও শোক তাপ সহিতে হইবে। এই মহাবীর অঙ্গদ সুকুমার ও সুখী, আমি অনেক যত্নে ইহাকে লালন পালন করিয়াছি, জানি না, এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের নিকট ইনি কিরূপ অবস্থায় থাকিবেন। অঙ্গদ! তুমি এই ধর্ম্মবৎসল পিতাকে মনের সহিত দেখিয়া লও, ইহাঁর দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না। নাথ! তুমি প্রবাসে চলিলে, এখন অঙ্গদকে মস্তক অঘ্রান পূর্বক প্রবোধ দেও এবং আমাকে যাহা বলিবার থাকে বল। দেখ, তোমাকে বধ করিয়া রামের একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল, তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তোমার কামনা পূর্ণ হউক, তুমি রুমাকে পাইবে, তোমার শত্রু নিপাত হইয়াছে, এখন তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রেয়সী, এইরূপ করুণভাবে রোদন করিতেছি, এক্ষণে তুমি কেন

আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত সর্বাঙ্গসুন্দরী পত্নী আছেন, তুমি ইহাঁদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপ বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া অঙ্গদকে চতুর্দিকে বেষ্টন পূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিল।

তারা কহিতে লাগিলেন, নথ! তুমি কি অঙ্গদকে রাখিয়া চিরদিনের জন্য প্রবাসে চলিলে? অঙ্গদ সুদর্শন ও সুবেশ, ইনি গুণে প্রায় তোমারই অনুরূপ, তুমি ইহাকে ফেলিয়া যাইও না। বীর! আমি যদি কখন অসাবধানে তোমার কিছু অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর।

তারা বানরীগণের সহিত এইরূপ সকরুণ রোদন করিতে করিতে বালীর অদূরে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিলেন।

২১তম সর্গ

তারার প্রতি হনুমানের উপদেশ, তারার সহমরণ সঙ্কল্প

অনন্তর যূথপ্রধান হনূমান তারাকে গগনস্থলিত তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজমহির্ষি! জীব স্বীয় গুণ দোষে পুণ্যপাপজনক যে যে কর্ম্ম করে, দেহান্তে ব্যগ্র না হইয়া তাহার ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। তুমি স্বয়ং শোচনীয়, কিন্তু বল, কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দীন, কিন্তু কোন দীনের প্রতি দয়া করিতেছ? জানি না, এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার

জন্য দুঃখিত হইতে পারে। জীবিতপুত্রে! এক্ষণে তুমি এই কুমার অঙ্গদকে দেখ, এবং বালীর দেহান্তে কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। জানই ত, এই জীবলোকে জীবের জন্মমৃত্যু এইরূপ অব্যবস্থিত, সুতরাং পতিপুত্রবিয়োগে যাহা শুভ তাহাই করিবে, শোক করা নিতান্তই অনুচিত। যাহার সন্নিধানে বহুসংখ্য বানর, নানা আশয়ে কাল যাপন করিত, আজ তিনিই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বীর নীতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে রাজকার্য্য করিয়াছেন এবং সাম দান ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণে ভূষিত ছিলেন, এক্ষণে ইহাঁর রাজলোক লাভ হইল, সুতরাং ইহাঁর জন্য আর শোক করিও না। এই সকল কপিপ্রবীর, এই অঙ্গদ এবং এই বানররাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি বালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ইহাদিগকে নিয়োগ কর। কুমার অঙ্গদ তোমার মতে থাকিয়া রাজ্য শাসন করুন। যে জন্য পুত্রকামনা করিয়া থাকে, সম্প্রতি যে কার্য্য উপস্থিত, বালীর উদ্দেশে তাহা অনুষ্ঠিত হউক, অতঃপর ইহা অপেক্ষা আর কিছুই করিবার নাই। তারা! তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ইহাঁকে রাজ সিংহাসনে বসিতে দেখিলে অবশ্যই সুখী হইবে।

তখন তারা ভর্ত্তৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্র ও চাহি না, এক্ষণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। কপিরাজ্য ও অঙ্গদের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভুতা আছে, সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সুতরাং এই বিষয়ে ইহাঁরই

অধিকার। আমি স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া অঙ্গদকে যে রাজ্য দিব, তুমি এরূপ মনে করিও না; পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে বালীর চরণাশ্রয় ব্যতীত উভয় লোকের শুভ আমার আর কিছু নাই, সুতরাং আমি এই মৃত মহাবীরের পার্শ্বে শয়ন করাই ভাল বুঝিতেছি।

২২তম সর্গ

সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি বালীর উপদেশ, বালীর মৃত্যু, বানরগণের বিলাপ

ঐ সময় বালী মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন, সুগ্রীব সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি ঐ বিজয়ী বীরকে স্পষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, সুগ্রীব! আমি পাপবশাৎ অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিমোহে বল পূর্বক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ ও রাজ্যসুখ ভাগ্যে বুঝি যুগপৎ নির্দিষ্ট হয় নাই, নচেৎ ইহাঁর কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে? যাহা হউক, তুমি আজ এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব;-- জীবন, রাজ্য, মহতী শ্রী ও নির্ম্মল যশ এখনই ছাড়িয়া যাইব। বীর! অতঃপর আমার কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা দুস্কর হইলেও তোমায় করিতে হইবে। এই দেখ, আমার পুত্র অঙ্গদ সজলনয়নে ভূতলে পতিত আছেন, ইনি অল্পবয়স্ক বালক, সুখের উপযুক্ত এবং সুখেই প্রতিপালিত

হইয়াছেন, ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে ইহাঁকে রাখিয়া চলিলাম, তুমি সকল অবস্থায় ইহাঁকে পুত্র নির্বিশেষে রক্ষা করিবে এবং যখন যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই দিবে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর রক্ষক, তুমিই ইহাঁর পিতা ও দাতা। ভয় উপস্থিত হইলে তুমি আমারই ন্যায় ইহাঁকে অভয় দান করিবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবীর, ইনি রাক্ষসবধে তোমার অগ্রসর হইবেন। এই যুবা ও তেজস্বী, বিক্রম প্রকাশ পূর্বক রণস্থলে আমারই অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন। সুষেণতনয়া তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সৎপরামর্শ দিতে বিলক্ষণ সুপটু, ইনি যাহা শ্রেয় বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিও। ইহাঁর মত কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। দেখ, রামের কার্য্য অশঙ্কিত মনে অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত, নচেৎ প্রত্যয় ঘটিবে এবং ইনি অপমানিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট করিবেন। এক্ষণে তুমি এই দিব্য স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ কর, ইহাতে উদার জয়শ্রী বিরাজমান, কিন্তু আমার দেহান্তে শবস্পর্শ নিবন্ধন এই শ্রী বিলুপ্ত হইবে।

বালী ভ্রাতৃস্নেহে এইরূপ কহিলে সুগ্রীবের বৈরানল নির্ব্বাণ হইল, তিনি জয়লাভের হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত বিষণ্ন হইলেন এবং ঐ স্বর্ণহার গ্রহণ পূর্বক জ্যেষ্ঠের তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সম্মুখীন অঙ্গদকে স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে দেশ কাল বুঝিবার চেষ্টা করিবে, ইষ্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ ও দুঃখ সহ্য করিয়া সেবার সময় সুগ্রীবের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকিবে। আমি নিরবচ্ছিন্ন তোমাকে লালন পালন করিলাম, এখন তোমার সেবা করিবার কাল উপস্থিত, সুতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে সুগ্রীব কদাচ তোমায় সমাদর করিবেন না। যাহারা সুগ্রীবের শত্রু, তুমি তাহাদিগের হইতে অন্তরে থাকিবে এবং লোভাদি প্রবৃত্তি নিরোধ পূর্বক একান্ত বশ্যভাবে প্রভুর কার্য্য সাধন করিবে। সুগ্রীবের সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই অতিশয় দোষের, সুতরাং ইহাঁর মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবে।

ইত্যবসরে বালীর নেত্র উদ্বর্তিত হইয়া গেল, বিকট দন্ত বিবৃত হইয়া পড়িল, তিনি শর প্রহারে যারপর নাই কাতর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তখন বানরগণ যূথপতি বালীর মৃত্যু হইল দেখিয়া সজল নয়নে কহিতে লাগিল, হা! কপিরাজি স্বর্গারোহণ করিলেন, আজ কিষ্কিন্ধা অন্ধকার হইল, বন উদ্যান ও পর্বত সকল শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাহীন হইয়া গেলাম। যে মহাবীর দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তে পঞ্চদশ বর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শ বর্ষে গোলভ নামক দুর্বিনীত গন্ধর্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু কিরূপে ঘটিল !

বানরেরা অত্যন্ত অসুখী হইল, বৃষ বিনষ্ট হইলে সিংহসঙ্কুল মহারণ্যে বন্য গো-সকল যেমন অশান্ত হইয়া উঠে, উহারা ভদ্রূপই হইতে লাগিল। তৎকালে তারা মৃত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ উহাকে আলিঙ্গন পূর্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

২৩তম সর্গ

তারার বিলাপ

অনন্তর সুবিখ্যাত তারা বালির মুখ আঘ্রাণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি আমার কথা না শুনিয়া, এই উন্নতানত ক্লেশকর প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ ভূমির উপর কষ্টে শয়ন করিয়া আছ। বোধ হয়, বসুন্ধরাতেই তোমার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ, কারণ তুমি ইহাঁকে আলিঙ্গন পূর্বক শয়ান রহিয়াছ, আর আমাকে সম্ভাষণও করিতেছ না। সাহসিক! রাম যে সুগ্রীবের আয়ত্ত হইলেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য, সুতরাং অতঃপর সুগ্রীবই বীর বলিয়া গণ্য হইবেন! যে সকল ভল্লুক ও বানর তোমার সেবা করিত, এখন তাহারা বিলাপ করিতেছে, অঙ্গদ শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে এবং আমিও পরিতাপ করিতেছি, আমাদের রোদনশব্দে তুমি কেন জাগরিত হইতেছ না? হা! ইহা সেই বীরশয্যা, পূর্বে তুমিই ইহাতে শত্রুদিগকে শয়ন করাইতে, এখন স্বয়ং নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছ। বিশুদ্ধ বংশে তোমার জন্ম, তুমি একান্ত যুদ্ধপ্রিয়, এখন এই অনাথাকে একাকিনী

রাখিয়া কোথায় গেলে? হা! বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন আর বীর পুরুষকে কন্যা দান না করেন, আমি বীরপত্নী, দেখ আমি সদ্যই বিধবা হইলাম; আমার সম্মান গেল এবং সুখও নষ্ট হইল, আমি অগাধ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই কঠিন হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দিয়া নির্ম্মিত, কারণ আজ ভর্তৃবিনাশ দেখিয়াও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। নাখ! তুমি আমার সুহৃৎ, পতি ও প্রকৃতই প্রিয়, এক্ষণে অন্যে আক্রমণ করিয়া তোমার বধ করিল! যে নারী পতিহীনা, সে পুত্রবতী হউক বা ধনধান্যে সুসম্পন্নই হউক, পণ্ডিতেরা তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। বীর! তুমি আপনার দেহ রক্তপ্রবাহে পতিত আছ, বোধ হইতেছে যেন, লাক্ষারাগরঞ্জিত আস্তরণে শয়ন করিয়াছ। তোমার সর্বাঙ্গে ধূলি ও শোণিত, এক্ষণে আমি এই ক্ষীণ হস্তে তোমায় আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! আজ রামের একমাত্র শরে সুগ্রীবের ভয় দূর হইল, সুতরাং এই নিদারুণ শত্রুতায় তিনিই কৃতকার্য্য হইলেন। বীর! তোমার হৃদয়ে শর বিদ্ধ রহিয়াছে, গাত্র স্পর্শ করিলে পাছে তুমি ব্যথিত হও, এই জন্য অন্যে তদ্বিষয়ে আমায় নিবারণ করিতেছে, এক্ষণে আমি কেবল তোমায় চক্ষে দেখিতেছি।

অনন্তর নল বালির দেহ হইতে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট ভীষণ উরগের ন্যায় শর উদ্ধার করিয়া লইলেন। শর শোণিতরাগে লিপ্ত, যেন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিজ্বালে রঞ্জিত হইয়াছে। উহা উদ্ধার করিবামাত্র পর্বত হইতে

গৈরিকদ্রববাহী জল ধারার ন্যায় ব্রণমুখ দিয়া অনর্গল রক্ত বহিতে লাগিল। বালীর সর্বাঙ্গ সংগ্রামের ধূলিজালে আচ্ছন্ন, তারা তাহা মার্জ্জনা করিয়া উহাকে নেত্রজলে অভিষেক করিতে লাগিলেন, পরে পিঙ্গলচক্ষু অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! দেখ, মহারাজের এই নিদারুণ শেষ দশা উপস্থিত। আজ ইহাঁর পাপসঞ্চিত শত্রুতার অবসান হইয়া গেল। এক্ষণে এই তরুণসূর্য্যপ্রকাশ বীর লোকান্তরে চলিলেন, তুমি ইহাঁকে অভিবাদন কর।

তখন অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, আপনার নামোল্লেখ পূর্বক স্থূল ও বর্তুল বাহুদ্বয়ে পিতার চরণ গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তারা কহিলেন, নাথ! অঙ্গদ তোমাকে প্রণাম করিতেছে, কিন্তু পূর্বে তুমি যেমন দীর্ঘায়ু হও বলিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে, এক্ষণে কেন সেরূপ করিলে না? হা! সিংহনিহত বৃষের সমীপে যেমন সবৎসা ধেনু থাকে, সেইরূপ আমি পুত্রের সহিত তোমার নিকটস্থ আছি। তুমি রণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, কিন্তু আমাব্যতীত রামের অস্ত্র জলে কিরূপে যজ্ঞান্তস্নান করিলে? ইন্দ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে স্বর্ণহার দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আর কেন দেখিতেছিনা? সূর্য্য অস্তগত হইলেও প্রভা যেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি বিনষ্ট হইলেও রাজশ্রী তোমায় ত্যাগ করিতেছেন না। তুমি আমার হিতকর বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে, আমিও তৎকালে তোমায় নিবারণ করিতে পারি

নাই, সুতরাং এক্ষণে আমায় অঙ্গদের সহিত নিহত হইতে হইল, এবং স্ত্রী তোমারই সহিত আমাকে ত্যাগ করিল।

২৪তম সর্গ

রামের নিকট সুগ্রীবের গমন ও বিলাপ, সুগ্রীবের বিলাপে রামের উৎকণ্ঠা, রামসমীপে তারার বিলাপ ও রামের তারাকে প্রবোধ দান

তারা অতি গভীর প্রবল শোকে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে সুগ্রীব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভ্রাতৃবিনাশে যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া ভৃত্যগণের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন। উদারস্বভাব রামের হস্তে ভুজগভীষণ শর ও শাসন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রাজচিহ্ন বিরাজমান। সুগ্রীব তাঁহার সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, রাজন! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, আমি রাজ্য পাইলাম এবং বালীও বিনষ্ট হইলেন, কিন্তু আজ এই হতভাগ্যের মন ভোগে একান্তই উদাস। রাজমহিষী তারা নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতেছেন, পুরবাসিরা কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজকুমার অঙ্গদেরও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, সুতরাং রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে? আমি পূর্বে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন ভ্রাতৃবধ আমার অভিমতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। অতঃপর চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া থাকাই আমার শ্রেয়। আমি তথায় স্বজাতিবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক যে কোন রূপে

দিনপাত করিব, কিন্তু ভ্রাতৃবধ পূর্বক স্বর্গও আমার স্পৃহনীয় হইতেছে না। এই ধীমান আমাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি যাও, আমি তোমায় বধ করি না," বলিতে কি, একথা ইহাঁরই অনুরূপ হইয়াছিল, কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য্য আমারই সমুচিত হইল। যে ব্যক্তির ভোগবাসনা প্রবল, সে কি রাজ্য এবং বধদুঃখের তারতম্য অনুধাবন পূর্বক গুণবান ভ্রাতার মৃত্যু কামনা করিতে পারে? পাছে প্রভাব খর্ব হয়, এই জন্য আমায় বধ করিতে বালীর কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, কিন্তু আমি বুদ্ধি নিবন্ধন কি গর্হিত কার্য্যই করিলাম! যখন আমি বৃক্ষশাখা প্রহারে পলায়ন পূর্বক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল আক্রোশ করিতেছিলাম, তখন বালী আমাকে সান্তনা করিয়া কহেন, "দেখ, তুমি এরূপ কার্য্য আর করিও না।" বস্তুত বালি ভ্রাতৃত্ব, সাধু ভাব ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম। বয়স্য! সুররাজ ইন্দ্র যেমন বিশ্বরূপবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ভ্রাতৃবধ করিয়া এই অচিন্ত্যে পরিহার্য্য অপ্রার্থণীয় ও অদৃশ্য পাপে লিপ্ত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবী জল বৃক্ষ ও স্ত্রী জাতি ইন্দ্রের পাপ অংশ করিয়া লয়, এক্ষণে বানরের পাপ কে গ্রহণ করিবে এবং কেইবা সহিবে? আমি এই কুলক্ষয়কর অধর্মের কর্ম্ম করিয়াছি, সুতরাং প্রজাগণের নিকট সম্মান লাভ আর আমার উচিত হয় না, এবং রাজ্যের কথা দূরে থাক, যৌবরাজ্যও আমার যোগ্য নহে। আমি লোকনিন্দিত পরমার্থনাশক জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে

জলবেগ যেমন নিম্নপ্রবণ হয়, সেইরূপ প্রবল শোকবেগ আমায় আক্রমণ করিতেছে। ভ্রাতৃবিনাশ যাহার দেহ, সন্তাপ যাহার শূণ্ড, মস্তক, চক্ষু ও শৃঙ্গ, সেই পাপময় গর্বিত প্রকাণ্ড হস্তী নদীকুলবৎ আমাকে আঘাত করিতেছে। হা! অগ্নিশুদ্ধি কালে বিবর্ণ স্বর্ণ হইতে যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ এই দুঃসহ পাপসংসর্গে আমা হইতে পুণ্য দূর হইল। এক্ষণে আমারই জন্য এই সকল মহাবল বানর ও অঙ্গদের জীবন শোকে তাপে অর্ধেক বাহির হইয়া গেল। সুজন ও সুযশ্য পুত্র সুলভ, কিন্তু বলিতে কি, অঙ্গদের অনুরূপ পুত্র কুত্রাপি নাই। হা! যথায় সহোদরকে পাওয়া যায়, এমন স্থান আর কোথায় আছে?

সখে! আজ বীরবর অঙ্গদ কখন বাঁচিবে না, যদি জীবিত থাকে, তবে তারা ইহাঁর প্রতিপালনের জন্য বাঁচিবেন, নচেৎ ইনিও পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি সপুত্র ভ্রাতার সহিত তুল্যতা লাভের ইচ্ছায় অগ্নি প্রবেশ করিব। এই সমস্ত বানর তোমার নির্দেশের বশীভূত থাকিয়া জানকীর অন্বেষণ করিবে। আমি লোকান্তরিত হইলেও তোমার এই কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণ ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর।

ভুবনপালক রাম শোকাকুল সুগ্রীবের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল বিমনা হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পে পূর্ণ হইল, তিনি

অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, শোকনিমগ্না সজলনয়না তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তখন মৃগলোচনা তেজস্বিনী তারা বালীকে আলিঙ্গন পূর্বক শয়ান ছিলেন, মন্ত্রিপ্রধান বানরগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চলিল। অদূরে রাম শর ও শাসন হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি স্বতেজে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে ছিলেন, তারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ রাজলক্ষণাক্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব পুরুষ প্রধানকে দেখিয়া রাম বলিয়াই বুঝিলেন। শোকে তাঁহার শরীরভাব সম্পূর্ণই উপেক্ষিত, তিনি স্খলিতপদে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রপ্রভাব মহানুভবের সন্নিহিত হইলেন এবং দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি পরম ধার্মিক, তোমার গুণের সীমা নাই, তোমাকে পাওয়া অত্যন্ত সুকঠিন, তুমি জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্তি সর্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, তোমার অঙ্গ সুদৃঢ় ও নেযুগল রক্তবর্ণ, তুমি মর্ত্যদেহের বৃদ্ধিমুখ অতিক্রম করিয়া দিব্য দেহের সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। তোমার হস্তে শর ও শরাসন, এক্ষণে তুমি যে বাণে বালীকে বধ করিলে, তাহা দ্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া ইহাঁর নিকটস্থ হইব; ইনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন আলাপ করিবেন না। পদ্মপলাশলোচন! সুর লোকে অপ্সরা সকল রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বল বেশে বালীর নিকট আসিবে, বালী আমার আদর্শনে কাতর হইয়া আছেন,

এক্ষণে উহাদিগকে দেখিয়া এবং উহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কদাচ সুখী হইবেন না। বীর! তুমি যেমন এই রমণীয় শৈল শৃঙ্গে জানকীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, বালী সেইরূপ স্বর্গেও আমার বিরহে শোকাকুল ও বিবর্ণ হইবেন। সুরূপ পুরুষ স্ত্রীবিচ্ছেদে যেরূপ দুঃখিত হয়, তুমি ত তাহা জান, আমি সেই জন্যই তোমাকে কহিতেছি, তুমি আমাকে বিনাশ কর, দেখ, বালী আমার অদর্শনক্লেশ কখন সহ্য করিতে পারিবেন না। মহাত্মন! আমায় বধ করিলে যে, তোমার স্ত্রীহত্যা দোষ ঘটিবে, তুমি এরূপ বোধ করিও না, আমি বালির আত্মা, এক্ষণে এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর, ইহাতে তোমার স্ত্রীবধের পাতক কখন বর্তিবে না। দেখ, পতি ও পত্নী উভয়েই অভিন্ন, ইহা যজ্ঞে অধিকার ও বেদ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানিদিগের পক্ষে আর কিছুই নাই, তুমি ধর্মের অনুরোধে আমাকে প্রিয়তমের হতে প্রদান করিবে, সুতরাং এই দানবলে স্ত্রীবধের অধর্ম্ম তোমায় স্পর্শিবে না। বীর! আমি অনাথা ও একান্তই শোকার্তা, এক্ষণে ভর্তার নিকট হইতে আমায় অন্যত্র লইয়া যাইতেছে, সুতরাং তুমি আমার বিনাশে কিছুতেই ঔদাস্য করিও না। হা! যিনি মাতঙ্গবৎ মন্থরগামী, যিনি প্রধানের ধারণযোগ্য স্বর্ণহারে শোভিত হইতেছেন, আমি সেই ধীমান বালির বিরহে কখনই প্রাণ রক্ষা করিব না।

তখন রাম তারাকে হিতকর প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরপত্নি! তুমি এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করিও না, বিধাতা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শাস্ত্রে বলে, তিনিই উহাদিগকে সুখ দুঃখের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ত্রিলোকের তাবৎ লোক তাঁহারই অধীন, বিধাতৃ-বিহিত বিধান অতিক্রম করা একান্ত অসাধ্য। এক্ষণে তুমি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রীত হইবে এবং তোমার পুত্র অঙ্গদও যৌবরাজ্য লাভ করিবেন। তুমি বীরের পত্নী, সুতরাং এইরূপ শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তারা অনবরত অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তিনি সেই মহাপ্রভাব রামের এইরূপ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া শোক তাপ পরিত্যাগ করিলেন।

২৫তম সর্গ

রাম কর্তৃক কাল মাহাত্ম কীর্তন, বালীর অন্তেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ, তারার বিলাপ, বালীর অগ্নিসংস্কার ও প্রেতকার্য্য সমাপন

অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোক তাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতঃপর যে কার্য্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান হও। লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই, কিন্তু অশ্রুপাত পূর্বক তোমরা তাহা রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আর কালাতিপাত করিও না, ইহাতে বিহিত কর্মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। দেখ, কালের প্রভাব অতি অদ্ভুত, কাল সৃষ্টি করিতেছে, কাল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে এবং কালই এই

জীবলোকে সকলকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া রাখিতেছে। ফলতঃ কালনিরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। লোক প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্ম্মের সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না; কাল অক্ষয়, কালের নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্রমও নাই, মিত্র ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; কাল সম্পূর্ণই অনায়ত্ত, কিন্তু বিচক্ষণ লোক কালকৃত স্ব স্ব কর্ম্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবেন। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম কাল প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালী সাম দান প্রভৃতি রাজগুণে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যে ভোগসুখ লাভ করিয়াছিলেন । এক্ষণে লোকান্তরিত হইয়া আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মবলে স্বর্গ জয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহত্যাগ পূর্ব্বক তাহা অধিকার করিলেন। সেই মহাত্মার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, ইহাই কালকৃত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, সুতরাং তজ্জন্য পরিতাপ করা সঙ্গত নহে, কালোচিত কর্তব্যের অনুষ্ঠানই শ্রেয় হইতেছে।

তখন বীর লক্ষ্মণ শোকে হতচেতন সুগ্রীবকে বিনয় বাক্যে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি, তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর অগ্নি সংস্কার কর। প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দন আনয়নের আজ্ঞা দেও। অঙ্গদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, ইহাকে সান্ত্বনা কর। এই পুরী তোমারি, তুমি আর জড়প্রায় হইয়া থাকিও না। এক্ষণে অঙ্গদ মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উপকরণ আহরণ করুন। তারা! তুমিও অবিলম্বে শিবিকা

লইয়া আইস, এসময় সবিশেষ ত্বরাই আবশ্যক। বাহক বানরেরা সুসজ্জিত হউক। যাহারা সুপটু, তাহারাই বালীকে বহন করিবে। তৎকালে লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন তারা লক্ষ্মণের আদেশে সসম্ভ্রমে গুহা প্রবেশ করিল এবং শিবিকা লইয়া পুনরায় আইল। বলবান বানরেরা ঐ শিবিকা বহন করিতেছে; উহার মধ্যে রাজযোগ্য বহুমূল্য আসন, চতুর্দিকে বৃক্ষ পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, উহা থাকার ও প্রকাণ্ড, উহার সন্ধি সকল সুশ্লিষ্ট এবং নির্ম্মাণ-সন্নিবেশ অতি সুন্দর, উহাতে দারুময় ক্ষুদ্রপর্বত ও জালবেষ্টিত গবাক্ষ আছে, উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং পুষ্প মাল্যে সুশোভিত, উহা রক্তবর্ণ পরম শোভন পদ্মের মাল্য ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার উপরিভাগে পঞ্জর প্রসারিত আছে। রাম ঐ শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে বালীকে শীঘ্র শ্মশানে লইয়া যাও, এবং ইহাঁর প্রেতকার্য্য অনুষ্ঠান কর।

তখন সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালীকে লইয়া শিবিকায় তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া বাহকগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নদীকুলে গিয়া আর্য্যের অন্ত্যেষ্টিকার্য্য অনুষ্ঠান কর। বানরগণ ভূরি পরিমাণে রত্ন বৃষ্টি করত

শিবিকার অর্থে অগ্রে যাক এবং পৃথিবীতে রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহ সহকারে প্রভুর সৎকার করুক।

অনন্তর বাহকেরা শিবিকা লইয়া চলিল। নিরাশ্রয় বানরেরা সজলনয়নে যাইতে লাগিল। বালির আশ্রিত বানরীরা হা বীর! হা বীর! কেবল এই বলিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি রাজপত্নীরা আর্তনাদ পূর্বক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের ক্রন্দন শব্দে বন পর্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে নদীকুলে উপস্থিত হইল। বন্য বানরেরা সলিলপরিকৃত পবিত্র পুলিনে চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবরোহন পূর্বক শোকাকুল মনে প্রান্তভাগে গিয়া দাঁড়াইল। তখন তারা শিবিকাতলশায়ী বালীকে দর্শন ও তাঁহার মস্তক স্বীয় অঙ্কদেশে গ্রহণ পূর্বক দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা কপিরাজ! হা বীর! হা নাথ! তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতে, এখন আমি শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছ, ভর্তা তোমার মুখ খানি যেন হাস্য করিতেছে, এবং জীবিত কালের ন্যায় এখনও অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৃতান্ত স্বয়ংই রামরূপ গ্রহণ পূর্বক তোমায় লইয়া চলিলেন, ইনি এক শরে আমাদের সকলকে বিধবা করিলেন। হা! এই সমস্ত চন্দ্রাননা বানরী তোমার

একান্তই প্রিয়। ইহারা প্লুতগতি কিরূপ জানে না, এক্ষণে পাচারে অতি দূর পথ আসিয়াছে, তুমি ইহা কি বুঝিতেছ না? বীর! তুমি সুগ্রীবকে অবলোকন কর। এই তার প্রভৃতি সচিব ঐ সমস্ত পুরবাসী তোমায় বেষ্টন পূর্ব্বক বিষণ্নভাবে রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগকে পূর্ব্ববৎ বিদায় দেও, ইহাঁদিগকে বিদায় দিলে আমরা কামোন্মাদে অরণ্য বিহার করিব।

তারা শোকভরে এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে বানরীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করিল। তখন অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুল মনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণবর্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ বিধি পূর্ব্বক বালীর অগ্নি সংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া, সুগ্রীব ও তার সহিত অর্পণ করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাবল রাম সুগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বালীর অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সমাপন করাইলেন।

২৬তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক রামের নিকট সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের অনুজ্ঞা গ্রহণ, সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধা গমন ও রাজ্যাভিষেক, সুগ্রীব কর্তৃক অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক

সুগ্রীব শোকে নিতান্ত অভিভূত, দাহান্তে আর্দ্র বসন ধারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রধান প্রধান বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এবং মহর্ষিগণ যেমন ব্রহ্মার নিকট কৃতাঞ্জলি থাকেন, সকলে রামের নিকট গিয়া সেইরূপই রহিল। তখন কনকশৈলকান্তি অরুণমুখ হনূমান রামকে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমারই প্রসাদে সুগ্রীব এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সুদৃশ্যদশন বলবান বানরগণের আধিপত্য ইহাঁর নিতান্তই দুর্লভ ছিল, আজ তোমার প্রভাবে তাহা আয়ত্ত হইল। এক্ষণে তুমি অনুমতি কর, ইনি সবান্ধবে নগরে গিয়া রাজকার্য্য করিবেন। ইনি স্নান করিয়াছেন, তোমাকে গন্ধ মাল্য ওষধি ও বিবিধ রত্নে অর্চনা করিবেন। তুমি ঐ সুরম্য গহ্বরে চল এবং ইহাঁর হস্তে রাজ্যের ভারার্পণ ও ইহাঁর স্বামিত্ব স্থাপন পূর্ব্বক বানরগণকে পুলকিত কর।

তখন ধীমান রাম হনূমানকে কহিলেন, দেখ, যাবৎ আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিব, তাবৎ গ্রাম বা নগরে যাইব না। এক্ষণে সুগ্রীব সমৃদ্ধিপূর্ণ গুহায় গমন করুন এবং তুমিই ইহাঁকে বিধি পূর্ব্বক শীঘ্র রাজ্যে অভিষেক কর।

রাম, হনূমানকে এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি এই মহাবল অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান কর। এই তেজী সুশীল রাজকুমার, যৌবরাজ্য লাভের যোগ্য হইয়াছেন। ইনি বালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বলবীর্যে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং রাজ্যের ভার বহনে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম হইতেছে, এ সময় যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ। অতএব তুমি কিষ্কিন্ধায় গমন কর, আমরা এই পর্বতেই বাস করিব। এই গিরি গুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুরম্য, ইহাতে জল সুলভ, বায়ুর অপ্রতুল নাই এবং পদ্মও যথেষ্ট। আমরা এই স্থান আশ্রয় করিয়া থাকি, তুমি গৃহে যাও, রাজ্য গ্রহণ ও সুহৃদ্‌গণের আনন্দ বর্দ্ধন কর, পরে কার্তিক মাস আইলে রাবণবধের উদ্যোগ করিও। সখে! এক্ষণে আমাদিগের এই সংকল্পই স্থির রহিল।

তখন সুগ্রীব রামের অনুজ্ঞা পাইয়া, বালীরক্ষিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন। বানরগণ তাহাকে বেষ্টন পূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা কপিরাজকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি উহাদিগকে সম্ভাষণ ও উত্থাপন পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সুহৃদগণ তাঁহার রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইল। স্বর্ণখচিত শ্বেত ছাত্র এবং স্বর্ণদণ্ডশোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল। ষোড়শটা কুমারী বিবিধ রত্ন, বিবিধ বীজ, সর্বৌষধি, ক্ষীর বৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র, শ্বেত চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, প্রভূত গন্ধদ্রব্য, অক্ষত,

কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃত, মধু, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পাদুকা, কুঙ্কুম ও মনঃশিলা লইয়া হৃষ্ট মনে আইল। তখন সুহৃদগণ বসন ভূষণ ও ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বিপ্রগণকে পরিতুষ্ট করিয়া সুগ্রীবের অভিষেক আরম্ভ করিল। মন্ত্রজ্ঞেরা কুশাস্তরণে প্রদীপ্ত বহ্নি স্থাপন করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান ও জাম্ববান ইহাঁরা মাল্য-শোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণ-মণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্বাস্যে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদী তীর্থ ও সপ্তসমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ দ্বারা মহর্ষিনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে, বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। বানরগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সুগ্রীব রামের নির্দ্দেশক্রমে অঙ্গদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তদ্দর্শনে সকলে উহার সাধুবাদ আরম্ভ করিল এবং প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশে বারংবার স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে কিষ্কিন্ধার সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট। সর্বত্র ধ্বজ ও পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে অভিষেক ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব মহাত্মা রামকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন এবং ভার্য্যা রুমাকে গ্রহণ পূর্বক রাজ্য স্বহস্তে লইলেন।

২৭তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্রবণ পর্বতে গমন, প্রস্রবণ পর্বত বর্ণন, রাম লক্ষ্মণ সংবাদ

এদিকে রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্বতে গমন করিলেন। উহা মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং তরুলতা গুল্মে নিতান্ত গহন। তথায় শার্দূল ও সিংহ ভীষণ রবে গর্জ্জন করিতেছে; ভল্লুক, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জার সকল ইতস্তত দৃষ্ট হইতেছে। রাম বাসার্থ উহার এক গুহা আশ্রয় করিলেন এবং তৎকালোচিত বাক্যে বিনীত লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুদৃশ্য, ইহাতে বিলক্ষণ বায়ু সঞ্চার আছে, আমরা ইহাতে বর্ষাকাল অতিবাহন করিব। দেখ, এই শৃঙ্গ কেমন উৎকৃষ্ট! ইহাতে নানাবিধ ধাতু আছে এবং শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের শিলা সকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে বিস্তর নদীজাত দর্দুর; বৃক্ষ ও মনোহর লতা; মালতী, কুন্দ, সিন্দুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন ও সাল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এৰং বিহঙ্গের কূজন ও ময়ূরের কেকারব শুনা যাইতেছে। বৎস! ঐ দেখ, এই গুহার অদূরে একটা সরোজশোভিত সুরম্য সরোবর। এই গুহা ঈষাণ দিকে ক্রমশ সন্নত হইয়াছে এবং ইহার

পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, সুতরাং পুর্বদিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গুহাদ্বারে এক সমতল সুপ্রশস্ত শিলা আছে, উহা দলিত অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই গুহার উত্তরে ঐ একটা সুন্দর শৃঙ্গ দেখা যায়, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোজ্জ্বল, বোধ হয়, যেন গগণে গাঢ় মেঘ উত্থিত হইয়াছে। দেখ, দক্ষিণেও আর একটী শৃঙ্গ, উহা রজত, ধবল ও বিবিধ ধাতুশোভিত, উহা যেন কৈলাসশিখরের আভা বিস্তার করিতেছে। এই গুহার সম্মুখে, চিত্রকুটে মন্দাকিনীর ন্যায়, একটী নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত আছে। উহা কর্দমশূন্য; উহার তীরে চন্দন, তিলক, সাল, আতিমুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, স্তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদম্ব, বেতস ও কৃতমালক প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ নদী সুবেশা প্রমদার ন্যায় রমণীয়, ইহার পুলিম অতি সুন্দর, ইহাতে চক্রবাকমিথুন অনুরাগভরে বিচরণ করিতেছে, হংস ও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে, এবং সর্বত্র নানা প্রকার রত্ন, বোধ হয়, যেন নদী হাসিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও শ্বেত পদ্ম, এবং কোথাও বা কুমুদ কলিকা, ইহাতে ময়ূর ও ক্রৌঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে এবং মুনিগণ স্নানার্থ অবগাহন করিতেছেন।

বৎস! ঐ দেখ, সুচারু চন্দন তরু, ঐ সমস্ত ককুভ বৃক্ষ যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়াছে। এই স্থান অতি অপূর্ব, আমরা এস্থানে বাস করিয়া সুখী হইব। ইহাঁর অদূরে কানন পূর্ণ কিষ্কিন্ধা। ঐ শুন, গীতরব উত্থিত

হইতেছে, এবং মৃদধ্বনির সহিত বানরগণের কলরব শুনা যাইতেছে। সুগ্রীব রাজ্য ও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, এক্ষণে সুহৃদকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিতেছেন। এই বলিয়া রাম ঐ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকুঞ্জ ও গহ্বর মধ্যে অনেক প্রীতিকর পদার্থ আছে, উহা বস্তুতই সুখজনক; কিন্তু রাম উহাতে বাস করিয়া কোনও মতে সুখী হইতে পারিলেন না। প্রাণাধিক জানকী অপহৃত হইয়াছেন, ইহা বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, চন্দ্র উদিত হইতেছেন, তাহাও দেখিতে লাগিলেন, তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না. শোকানল জ্বলিয়া উঠিল এবং তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সমদুঃখ লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনুনয় পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! আপনি শোকাকুল হইবেন না। শোক প্রভাবে সমস্তই নষ্ট হয়, ইহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি দেবপুজকও উদ্যোগশীল, নিত্যকর্মে আপনার নিষ্ঠা আছে। এক্ষণে আপনি যদি শোকে উৎসাহশূন্য হন, তাহা হইলে যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে কখন বিনাশ করিতে পারিবেন না। সুতরাং আপনি শোক দূর করুন, উৎসাহ রক্ষা করা আপনার আবশ্যক, ইহাতে সেই রাক্ষসকে সপরিবারে সংহার করিতে পারিবেন। তাহার কথা দূরে থাক, এই শৈল কাননপরিবৃত সসাগরা পৃথিবীকেও বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষার প্রাদুর্ভাব, আপনি শরতের প্রতীক্ষায় থাকুন;

শরৎ উপস্থিত হইলে, রাবণকে সরাষ্ট্র ও সগণে বিনাশ করিবেন। আর্য্য! হোমকালে আহুতি দ্বারা যেমন ভস্মাচ্ছন্ন অনলকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তি উত্তেজিত করিতেছি, জানিবেন।

তখন রাম, লক্ষ্মণের এই শ্রেয়স্কর বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! হিতকারী অনুরক্ত বীরের যাহা বলিবার, তুমি তাহাই বলিলে। আমি এই কার্য্যনাশক শোক পরিত্যাগ করলাম। বিক্রম প্রকাশের সময় অপ্রতিহত তেজ সন্ধুক্ষিত করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি শরতের প্রতীক্ষায় থাকিলাম, তুমি আমায় যেরূপ কহিলে, আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। অতঃপর সুগ্রীব প্রসন্ন হউন, উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আপনার শত্রু নির্ম্মল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় বর্ষাগম সহ্য করুন। ক্রোধ সম্বরণ আপনার কর্তব্য হইতেছে। আপনি এই সিংহ সেবিত পর্বতে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক আমার সহিত বর্ষার কয়েক মাস বাস করুন।

২৮তম সর্গ

বর্ষা ঋতু বর্ণন

অনন্তর রাম কহিলেন, বৎস! এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশ পর্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয় মাস গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জল প্রসব করিতেছে। এই মেঘরূপ সোপান দিয়া আকাশে আরোহণ পূর্বক কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের মাল্য দ্বারা সূর্য্যকে সজ্জিত করিতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা একান্তই স্নিগ্ধ, এই মেঘরূপ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা গগনের ব্রণমুখ যেন সংযত রহিয়াছে। আকাশ যেন বিরহী, মৃদুল বায়ু উহার নিশ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জলদশ্রী পাণ্ডুতা। পৃথিবী উত্তাপ সহ্য করিতে ছিলেন, এক্ষণে নূতন জলে সিক্ত হইয়া উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায়ু একান্ত মৃদু ও মন্দ, কেতকগন্ধী ও কর্পূরদলবৎ শীতল, এখন ইহা অঞ্জলি দ্বারা অনায়সেই পান করা যায়। পর্বতে অর্জুন ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়াছে, উহা নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত হইতেছে। পর্বতের মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন, ধারারূপ যজ্ঞসূত্র, গুহামুখ বায়ুসংযোগে ধ্বনিত হইতেছে, সুতরাং উহাকে অধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় বোধ হয়। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎরূপ কনক কশাপ্রহারে অশ্বের ন্যায় মেঘরবে গর্জ্জন করিতেছে। বিদ্যুৎ সুনীল জলদে

বিরাজমান, যেন রাবণের অঙ্কদেশে জানকী স্ফূর্তি পাইতেছে। গ্রহ ও চন্দ্র আর দৃষ্ট হয় না, ভোগীর প্রিয় দিঙ্মণ্ডল মেঘে লিপ্ত হইয়া আছে।

ঐ দেখ, গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প বিকসিত, উহা পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত হইয়া, যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইতেছে । আমি এক্ষণে জানকীর শোকে অভিভূত আছি, ঐ পুষ্প দৃষ্টে আমার মন একান্ত বিচলিত হইতেছে। কুত্রাপি ধূলি নাই, বায়ু অভিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উপদোষ প্রশান্ত, রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় এককালে ক্ষান্ত, প্রবাসির স্বদেশে যাইতেছে। এখন চক্রবাক সকল মানস সরোবরবাসে লোলুপ হইয়া প্রিয়া সহভিব্যাহারে চলিয়াছে। পথে বিলক্ষণ কর্দম, সুতরাং এসময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও প্রকাশ, কোথাও বা মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গিরি নদী অত্যন্ত খরবেগ, সর্জ ও কদম্ব পুষ্প প্রবাহে ভাসিতেছে, জল ধাতু সংযোগে অতিশয় রক্তবর্ণ, ময়ূরগণ তীরে কলরব করিতেছে। ঐ সমস্ত সম্পূর্ণ ভৃঙ্গতুল্য জম্বুফল, ঐ সকল সুপক্ক নানাবর্ণ আম্র পবনবেগে পতিত হইতেছে।

এই দেখ, গিরি শৃঙ্গাকার মেঘ বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বকশ্রেণীরূপ মালয় শোভিত হইয়া, যুদ্ধস্থিত হস্তীর ন্যায় গভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে। অপরাহ্নে বনের কি শোভা, ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, বর্ষার জলে সিক্ত, এবং ময়ূরের নৃত্য করিতেছে। মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া, পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে

পুনঃপুনঃ বিশ্রাম পূর্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে গমন করিতেছে । ঐ সকল বক মেঘে অনুরাগ বশত আহ্লাদের সহিত উড্‌ডীন হইয়া, গগনে পবনচলিত পদ্মমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ কীট, উহা শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বল দ্বারা রমণীর ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে। নিদ্রা নারায়ণকে, নদী সমুদ্রকে, হৃষ্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্তা প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। বন মধ্যে ময়ূরের নৃত্য, কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধেনুর প্রতি বৃষের প্রগাঢ় অনুরাগ, শস্যক্ষেত্র একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্তত মদমত্ত হস্তীর গর্জ্জন, বিরহিগণ চিন্তাকুল হইতেছে এবং বানরেরা যার পর নাই হৃষ্ট। মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুল হইয়া, কেতকী পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্বক ময়ূরের সহিত সগর্বে নৃত্য করিতেছে। ভৃঙ্গেরা কদম্বশাখায় লম্বিত হইয়া, উৎসব ভরে সমধিক পুষ্পরস পান পূর্বক উদার আরম্ভ করিয়াছে। জম্বুবৃক্ষে অঙ্গারখণ্ডতুল্য রসাল জম্বূফল, শাখায় লম্বমান, যেন ভৃঙ্গের শাখা পান করিতেছে। মেঘে ৰিদ্যুৎরূপ পতাকা, দেখিলে উহা সমরোৎসুক হস্তীর ন্যায় বোধ হয়। ঐ একটী মাতঙ্গ বনপ্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে মেঘগর্জ্জন শ্রবণে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ ফিরিল। এক্ষণে এই বনের নানা ভাব, কোথাও ভৃঙ্গের গুণ গুণ স্বর, কোথাও ময়ূরের নৃত্য এবং কোথাও বা হস্তী সকল প্রমত্ত হইয়াছে। এই স্থান জলে পূর্ণ; কদম্ব,

সর্জ্জ, অর্জুন ও কন্দল পুষ্প বিকসিত হইতেছে, ইতস্তত ময়ূরের নৃত্য গীত, বোধ হয়, যেন ইহাই পানভূমি।

বিহঙ্গগণের পক্ষ বৃষ্টিজলে বিবর্ণ হইয়াছে, উহারা তৃষ্ণার্ত হইয়া পল্লবদললগ্ন মুক্তাকার জলবিন্দু হৃষ্টমনে পান করিতেছে। ঐ শুন, অরণ্যে যেন সঙ্গীতলহরী উত্থিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরব উহার মধুর বীণা, ভেকের ধ্বনি কণ্ঠতাল এবং মেঘ গর্জ্জনই মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, কখন নৃত্য কখন গান এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে। নানারূপ নানাবর্ণের ভেক মেঘরবে ব্যাপক কালের নিদ্রা দূর করিয়া, ধারাপ্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, তীরদেশ স্খলিত হইতেছে, নদী সগর্বে সমুদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে ঐরূপ মেঘ সংলগ্ন, যেন জ্বলন্ত শৈলে জ্বলন্ত শৈল আসক্ত হইয়াছে। ভৃঙ্গের ধৌতকেসর পদ্মকে আলিঙ্গন পূর্বক কেসরশোভিত কদম্বে গিয়া বসিতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষ সকল হৃষ্ট, পর্বত রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেষ্ট, এ সময় ইন্দ্র মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ জলভারে গগণতলে লম্বিত, সমুদ্রবৎ গভীররবে গর্জ্জন করিতেছে এবং জলধারায় নদী, তড়াগ, দীঘিকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। বৃষ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়ু অতিশয় প্রবল, নদী তট উৎপাটন ও পথরোধ পূর্বক খর প্রবাহে চলিতেছে। পর্বত নৃপতির ন্যায় ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা অভিসিক্ত

হইয়া যেন আপনার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহ নক্ষত্র আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নূতন জল ধারায় তৃপ্ত, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্বতশৃঙ্গ ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে স্খলিত হইয়া, ছিন্ন হারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দিকে জলধারা, ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন পড়িতেছে। বিহঙ্গের বৃক্ষে লীন, পদ্মদল মুকুলিত এবং মালতী পুষ্প বিকসিত, বোধ হইতেছে, সূর্য্য অস্তাচলে চলিলেন। এক্ষণে রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় পরাঙ্মুখ, সেনাগণ গমনপথেই অবস্থিত আছে, বলিতে কি, বৃষ্টি, শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদ পাঠ করিবার সময়। এখন কোশলরাজ ভরত গৃহসংস্কারকার্য্য সমাপন পূর্বক সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, আষাঢ় মাসে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরযূ বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ বর্দ্ধিত হইতেছে; বোধ হয়, অযোধ্যা স্বয়ংই যেন আমায় প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া আনন্দনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি; এ সময় সুগ্রীব সুখভোগ করিতেছেন। তাঁহার জয়াশা পূর্ণ, তিনি সস্ত্রীক, বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু বৎস! আমার জানকী নাই, আমি রাজচ্যুত, এক্ষণে জীর্ণ নদীকূলের ন্যায় ক্রমশই অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক অতিমাত্র প্রবল; বর্ষাকাল শীঘ্র

যাইতেছে না এবং রাবণও দুর্দান্ত শত্রু, সুতরাং আমি যে বৈরনির্য্যাতন করিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। সুগ্রীব আমার বশীভূত বটে, কিন্তু আমি বর্ষানিবন্ধন এই অযাত্রা এবং পথ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া সীতার অনুসন্ধান মুখাগ্রেও আনি নাই। সুগ্রীব সবিশেষ ক্লেশ পাইয়া বহুদিনের পর ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি স্বয়ংই বিশ্রামমুখ সম্ভোগ পূর্বক প্রকৃত সময়ে সীতার অন্বেষণ করিবেন। তিনি কতৃজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না। লক্ষ্মণ! এই জন্য আমি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে সুগ্রীবের প্রশ্ন ও শরদাগম আবশ্যক। উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে, আপনার শত্রু নির্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় এই বর্ষাগম সহ্য করুন।

২৯তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক সুগ্রীবকে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত নীলের প্রতি আদেশ

এদিকে সুগ্রীব বালীকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ, তিনি প্রিয়তমা রুমা ও তার প্রভৃতি মহিলাকে লইয়া দিনযামিনী সুখে আছেন। যেন সুররাজ অপ্সরাগণমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত, তিনি উহাদের কার্য্যপরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, বিশ্বাসে নিঃশংসয় হইয়া আছেন। ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া, নিরন্তর নির্জ্জনবাসই অভিলাষ করিতেছেন।

অনন্তর হনূমান, শরৎকাল উপস্থিত অনুমান করিয়া, বিশ্বাস প্রবণ সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন এবং উহাকে সুসঙ্গত ও সুমধুর বচনে প্রসন্ন করিয়া, সামাদিগুণসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি রাজ্য যশ ও স্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অবশিষ্ট, সুতরাং তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত সময়ে মিত্রের কার্য্য করেন, তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। যাহাঁর কোশ, দণ্ড, মিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ন রাজ্য ভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন। কপিরাজ! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সুশীল, অঙ্গীকৃত মিত্রকার্য্যের অনুষ্ঠান তোমার উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি

অনন্যকর্ম্মা হইয়া মিত্রকার্য্য করে, তাহার নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কাল ব্যবধানে কার্য্য করা নিরর্থক, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। বীর! আমাদিগের মিত্রকার্য্য সাধনের বিলম্ব ঘটিতেছে, সুতরাং এক্ষণে তুমি জানকীর অন্বেষণে যত্নবান হও। বিজ্ঞ রাম কালজ্ঞ, তিনি কাল অভীত দেখিয়াও তোমায় কিছু কহিতেছেন না এবং সবিশেষ ত্বরা সত্ত্বেও তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমার কুলবৃদ্ধির হেতু ও ব্যাপক দিনের বন্ধু, তাহার গুণের পরিসীমা নাই এবং স্বভাবও অলৌকিক। পূর্ব্বে তিনি তোমার যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার উপকার কর, এবং প্রধান বানরদিগকে জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আজ্ঞা দেও। না বলিতে, কাল বিলম্ব দোষের হইবে না, কিন্তু বলিবার পর বিলম্ব দোষাবহ হইবে। রাজন্! যে তোমার উপকারী নয়, তুমি তাহারও কার্য্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শত্রু সংহার করিয়া তোমায় রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। তুমি মহাবীর, রামের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশে আদেশ অপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। রাম অস্ত্র প্রভাবে সুরাসুর ও উরগগণকে বশীভূত করিতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞা কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বালীবধে লোকের বিরাগভয় না করিয়া তোমার বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্য্যটন পূর্ব্বক জানকীর অনুসন্ধান করিব। রামের শক্তি অদ্ভুত, রাক্ষসের কথা কি, দেবাসুর পর্য্যন্ত তাঁহার

বিক্রমে ভীত হইয়া থাকে। তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় সাধন কর। এস্থানে বহুসংখ্য দুর্নিবার বানর আছে, তোমার আজ্ঞা পাইলে, উহাদের গতি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালেও প্রতিহত হইবে না। এক্ষণে বল, কে কোথায় গিয়া কি করিবে?

তখন ধীমান সুগ্রীব হনুমানের এই সুসঙ্গত কথায় সম্মত হইলেন এবং উৎসাহশীল নীলকে নানাস্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনুমতি দিয়া কহিলেন, আমার সৈন্য ও যূথপতিগণ যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত শীঘ্র আগমন করে, তুমি তাহাই কর। দূরপথের বানরেরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হউক। উহারা আইলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও। পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে যে এখানে না আসিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণ দণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরগণকে আনয়নার্থ অঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান কর। মহাবীর সুগ্রীব নীলকে এইরূপ আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

৩০তম সর্গ

শরৎ বর্ণনা, সুগ্রীবের প্রতি রামের ক্রোধ ও লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ

এদিকে রাম একান্ত কামার্ত; শরতের পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্নাধবল রজনী দর্শন করিলেন; সুগ্রীবের সুখভোগে আসক্তি এবং জানকীর অনুদ্দেশের কথা চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন,

সৈন্যের উদ্যোগকাল অতীত হইয়াছে। তিনি যারপর নাই কাতর হইয়া মোহিত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হৃদয়বাসিনী সীতাকে ভাবিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডুবর্ণ ধাতুস্তূপে শোভিত শৈলশৃঙ্গে উপবেশন পূর্বক শরতের সৌন্দর্য্য দর্শনে দীন মনে কহিলেন, হা! যিনি স্বয়ং সারসস্বরে আশ্রম মধ্যে সারসগণকে কলরব করাইছেন, যিনি কাঞ্চন-কান্তি পুষ্পিত অসন বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেন, যিনি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট শব্দে প্রবোধিত হইতেন, জানি না, আজ তিনি, আমায় না দেখিয়া কিরূপ আছেন! হা! সেই পদপলাশলোচনা দন্দ্বচর চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবেন। আমি আজ তাঁহার বিরহে নদ নদী সরোবর ও কাননে পর্য্যটন করিয়াও সুখী হইতেছি না। তিনি একান্ত সুকুমার ও বিরহে নিতান্ত কাতর, সুতরাং এখন অনঙ্গ শরৎগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাকে অত্যন্তই কষ্ট দিবেন।

চাতক মেঘের নিকট জলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় যেমন ব্যাকুল হয়, তৎকালে রাম সীতার জন্য সেইরূপই হইলেন।

ঐ সময় শ্রীমান লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহের জন্য গিরিশৃঙ্গ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক দেখিলেন, রাম নির্জ্জনে দুর্বিসহ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া শূন্য মনে রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি যারপর নাই বিষণ্ন হইলেন, কহিলেন, আর্য্য! কামের অধীনতায় কি হইবে, পৌরুষই বা কেন পরাভূত হয়, এক্ষণে কর্ম্মযোগে মনঃসমাধান করুন। শোক অপনার সমাধি নষ্ট

করিতেছে, এই সমাধিবলে অবশ্যই দুঃখের হ্রাস হইবে। আপনি উৎসাহী হইয়া সতত প্রসন্ন মনে থাকুন, এবং স্বকার্য্য সাধনের হেতু সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। বীর! জানকী আপনার পত্নী, অন্যে তাঁহাকে কখন গ্রহণ করিতে পারিবে না, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিলে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে?

রাম লক্ষ্মণের এই রূপ অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত শ্রবণে কহিলেন, বৎস! তোমার বাক্য নীতিসঙ্গত, ধর্ম্মার্থপূর্ণ ও শান্ত, এই হিতকর কথায় অনুমোদন করা আবশ্যক। সমাধি দ্বারা তত্ত্ব দর্শন এবং কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে; ইহা ত্যাগ করিয়া দুর্লভ কর্ম্মফল অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না।

রামের জানকী-চিন্তা সততই জাগরূক, তাঁহার মুখ সহসা শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর তৃপ্তি সাধন এবং শস্য উৎপাদন পূর্বক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঘনঘটা গভীর গর্জ্জনে সর্বত্র বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত, উহা নীলোৎপলবৎ শ্যামরাগে দশদিক অন্ধকার করিত, এক্ষণে নির্ম্মদ মাতঙ্গবৎ শান্ত। বায়ু কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের গন্ধ বহন এবং মহাবেগে বিচরণ পূর্বক নিবৃত্ত হইয়াছে। হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, ময়ূরের কেকারব এবং নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। রম্য শিখর পর্বত সকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত ও একান্তই নির্ম্মল, এক্ষণে জ্যোৎস্নায় লিপ্ত হইয়াই যেন শোভিত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তপর্ণ বৃক্ষের

শাখায়, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর লীলায় ঐ বিভাগ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কমলদল সূর্য্যকিরণস্পর্শে বিকসিত, এক্ষণে ঐ, শরৎ গুণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিয়া ইহাতেই সমধিক বিরাজমান আছেন। সপ্তপর্ণের সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, চতুর্দিকে ভৃঙ্গের রব এবং বৃষ ও মাতঙ্গগণ গর্বিত হইয়াছে।

ঐ দেখ, চক্রবাকেরা মানস সরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাদিগের সর্বাঙ্গ পদ্মপরাগে রঞ্জিত, উহারা বৃহৎ ও সুন্দর পক্ষ প্রসারণ পূর্বক পুলিনে হংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। নদীর জল নির্ম্মল। আজ ময়ূরগণ আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া, পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগ পূর্বক চিন্তিত ও নিরানন্দ হইয়া আছে। প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি উহাদের একান্তই বিরাগ এবং ভোগেও আর স্পৃহা নাই। স্বর্ণবর্ণ অসন বৃক্ষের শাখাগ্র পুষ্পভরে অবনত হইয়া কুসুমগন্ধ বিস্তার করিতেছে। দেখ, এই সমস্ত সুদৃশ্য বৃক্ষে বন বিভাগের কি শোভাই হইয়াছে। মাতঙ্গগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া, করিণীর সহিত কখন পদ্মবনে, কখন অরণ্যে, কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্বক মন্দগমনে বিচরণ করিতেছে। আকাশ অসিশ্যামল, নদী ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহ্লার পুষ্পে সুগন্ধি ও শীতল হইয়া বহিতেছে এবং দিকসকল অন্ধকারমুক্ত ও সুপ্রকাশ। অদ্য রৌদ্রের উত্তাপে পথের পঙ্ক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং বহু দিনের পর ঘনীভূত ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে। যে সমস্ত নৃপতি পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর,

এক্ষণে তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ ও শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহারা মদমত্ত হৃষ্ট ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধলোভে গোসমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। করিণী অরণ্য মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মন্মথাবেশে মৃদুগমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ূরগণ পুচ্ছ রূপ রমণীয় অভরণ শূন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারসগণের ভৎসনায় বিমনা হইয়া, দীন ভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। মদবারিবর্ষী করি সকল ভীম রবে হংস ও চক্রবাকগণকে চকিত করিয়া, প্রফুল্লকমলশোভিত সরোবর আলোড়ন পূর্বক জলপান করিতেছে নদীতে পঙ্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ, হংস ও সারসগণ হৃষ্টমনে কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। এখন ভেকের নীরব, প্রস্রবণ শুষ্ক প্রায় এবং বায়ু মৃদুগতি। ঘোরবিষ নানা বর্ণের ভুজঙ্গ বর্ষার প্রারম্ভে আহারভাবে মৃতকল্প হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত হইয়া বহু দিনের পরে গর্ত হইতে নির্গত হইতেছে। সন্ধ্যা, রাগরঞ্জিত হইয়া গগনতল পরিত্যাগ করিতেছে এবং চন্দ্রের রমণীয় রশ্মিসংস্পর্শে তারকা বিকাশ পাইতেছে চন্দ্রই রজনীর সুন্দর মুখ, তারাগণ উন্মীলিত নেত্র এবং জ্যোৎস্না বস্ত্র, সুতরাং উহা শুক্লবসন শোভিত রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সারসের সুপক্ক ধন্য আহারে পরিতৃপ্ত, এক্ষণে আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে মহা বেগে পবন কম্পিত মালার ন্যায় যাইতেছে । দেখ, ঐ বিস্তীর্ণ হ্রদের কি শোভা, উহাতে একটি হংস নিদ্রিত, কুমুদ

প্রস্ফুটিত হইয়াছে; উহা পূর্ণশশাঙ্কলাঞ্ছিত নক্ষত্রচিত্রিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য সরসী উজ্জ্বলবেশা বারযুবতীর ন্যায় বিরাজমান, চপল হংসশ্রেণী উহার মেখলা এবং প্রফুল্ল পদ্মই মালা। গিরিগহ্বর ও বৃষের রব প্রভাতিক বায়ুসংযোগে উৎপন্ন এবং বেণু স্বরে মিলিত হইয়া, যেন পরস্পরের বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করিতেছে। নদী তটে কাশ কুসুমের অভিনব বিকাশ, উহা মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া, ধবল পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভৃঙ্গের মধুপানে উন্মত্ত ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া, সস্ত্রীক হৃষ্টমনে গর্বিতগমনে বায়ুর অনুসরণ করিতেছে। জল স্বচ্ছ, পুষ্প প্রস্ফূটিত হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন ক্রৌঞ্চের রব, ধান্য সুপক্ক হইয়াছে, বায়ু মৃদুগতি এবং চন্দ্র একান্তই নির্ম্মল। বৎস! এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন বর্ষার প্রভাব আর নাই। নদী মৎস্যরূপ মেখলা ধারণ পূর্বক প্রত্যুষে সম্ভোগকৃশা কামিনীর ন্যায় অলসগমনে যাইতেছে। উহা দুকূলবৎ কাস পুষ্পে আচ্ছন্ন এবং চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ, সুতরাং পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে। দেখ, আজ অরণ্যে অনঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, ইনি প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ পূর্বক বিরহিগণকে দণ্ড করিতেছেন। মেঘালী সৃবৃষ্টি দ্বারা সকলকে তুষ্ট, নদী সরোবর পূর্ণ, এবং অবনীকে শস্যশালিনা করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেমন কোন রমণী নবসঙ্গমে লজ্জিত হইয়া, অল্পে অল্পে জঘনদেশ প্রদর্শন করে, সেই রূপ নদী পুলিনদেশ

ক্রমশ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণ! বদ্ধবৈর বিজিগীষু রাজগণের ইহাই যুদ্ধের প্রকৃত সময়। কিন্তু আমি সংগ্রামের তাদৃশ উদ্যোগ এবং সুগ্রীবকেও আর দেখিতেছি না। বর্ষার এই চারি মাস আমার শত বৎসর জ্ঞান হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অতীত এবং শরৎকাল উপস্থিত; শৈলশৃঙ্গে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব ও তমাল পুষ্পিত হইতেছে। নদীপুলিনে হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গের বিচরণ করিতেছে। কিন্তু হা! আমি সীতার বিরহে একান্ত কাতর। যিনি দুর্গম দণ্ডকারণ্যে উদ্যানবৎ সুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি পতির পশচাৎ চক্রবাকবধূর ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়। লক্ষ্মণ! আমি ভার্য্যাহীন রাজ্যভ্রষ্ট নির্বাসিত ও দুঃখ, অথচ সুগ্রীব আমায় কৃপা করিতেছেন না। রাম দূরদেশীয়, অনাথ, দরিদ্র ও কাতর, রাবণ উহারে পরাভব করিয়াছে, এবং সে আমার শরণাপন্ন; বোধ হয়, ঐ দুরাত্মা এই ভাবিয়াই আমার বিমাননা করিতেছে। সে জানকীরে অন্বেষণ করি বার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভাই! তুমি কিষ্কিন্ধায় যাও, গিয়া সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত মূর্খকে আমার বাক্যে বলিও, যে, যে ব্যক্তি পূর্বোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ বিমুখ হয়, সে অতি পামর। বাক্য, ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে, তাহ রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষ্মণ। যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ

অকৃত মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুকুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করে না। এক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরাসনের বিদাকার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছ এবং রোষবিজৃম্ভিত বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ঘোর জ্যাতলশব্দ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছ।

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় মহাবীর যাহার সহায়, তাহার বিক্রমের পরিচয় পাইয়াও সুগ্রীব যে নিশ্চিন্ত আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। আমি জানকীর অন্বেষণের জন্য তাহার সহিত সখ্যতা করিলাম, কিন্তু সে পূর্ণমনোরথ হইয়া অঙ্গীকার পালনের কথা আর মনেও আনে না। বর্ষার অন্তে আমাদিগের সঙ্কেত-কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চার মাস অতীত হইল, সুগ্রীব ভোগাশক্তি বশত তাহা জানিতেই পারিল না। ঐ দুর্বৃত্ত, পারিষগণকে লইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত আছে; আমরা শোকার্ত, তথা উহার হৃদয়ে কৃপার সঞ্চার হইতেছে না। বীর! তুমি যাও, তাহার নিকট আমার ক্রোধের উল্লেখ করিও এবং ইহাও কহিও, বালী বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছে, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অঙ্গীকার রক্ষা কর, জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিও না। আমি সমরে বালীকেই সংহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হও, তবে তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব। বৎস! এই উপস্থিত বিষয়ে যাহা হিতকর, তুমি তাহাই কহিবে। নিশ্চয় বুঝিও, কাল বিলম্ব দেখিয়াই আমি এইরূপ ব্যগ্র হইতেছি।

৩১তম সর্গ

রামের ক্রোধ সংবাদ লইয়া লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধায় গমন

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীবের বুদ্ধি প্রীতিপ্রবণ নহে। এক্ষণে যদি সে সদাচার রক্ষা না করে, সৌভাগ্য যে সখ্যতামূলক, যদি তাহা না মানে, তবে রাজলক্ষ্মী উহার বহুকাল ভোগের হইবে না। আপনি সুপ্রসন্ন, তজ্জন্যই উহার মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যুপকারের ইচ্ছাও আর নাই । অতএব সে বিনষ্ট হইয়া, জ্যেষ্ঠ বালীকে গিয়া সন্দর্শন করুক। ঐ রূপ গুণধর পুরুষের হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা উচিত নহে। আর্য্য! আমি ক্রোধবেগ সংবরণ করিতেছি না, অজি সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, এক্ষণে বালীর পুত্র অঙ্গদ বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন। খরকোপ লক্ষ্মণ এই বলিয়া শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাম বিনয় বচনে কহিলেন, বৎস! ভবাদৃশ লোক কখন এইরূপ গর্হিত আচরণ করেন না। যিনি বিবেকবলে কোপ উন্মূলন করিতে পারেন, তিনিই সাধু। অতএব তুমি মিত্রের বিনাশসঙ্কল্প করিও না। এক্ষণে সদ্ভাব সহকারে প্রীতির অনুসরণ এবং পূর্ব কার্য্য ও সখ্যতা স্মরণ কর। তুমি রুক্ষতা পরিহার পূর্ব্বক সুগ্রীবকে গিয়া সান্তনাবাক্যে এইমাত্র কহিও, সখে! জানকীর অন্বেষণ কাল অতীত হইয়া যায়।

লক্ষ্মণ রামের হিতার্থী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং ক্রোধভরে এক কৃতান্তভীষণ ইন্দ্রশরাসনতুল্য প্রকাণ্ড ধনু গ্রহণ করিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন উচ্চশিখর মন্দর পর্বত। রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল উহাঁর অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। ঐ বৃহস্পতিপ্রতিম ধীমান, উত্তর প্রত্যুত্তর সমস্ত সংকলন করিয়া লইলেন এবং অপ্রসন্নমনে খরচরণে কিষ্কিন্ধার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাহার গতিবেগে সাল, তাল ও অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ পতিত এবং গিরিশৃঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পদতলে শিলা সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া, কার্য্যগৌরবে এক এক পদ দূরে নিক্ষেপ পূর্বক দ্রুতচর করিরাজের ন্যায় চলিলেন। অদূরে পর্বতোপরি কিষ্কিন্ধা নগরী; উহা বানরসৈন্যসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্গম। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে ক্রমশ উহার সন্নিহিত হইলেন।

ঐ সময় কুঞ্জরকার বানরগণ কিষ্কিন্ধার বহির্ভাগে বিচরণ করিতেছিল। উহারা লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ পূর্বক শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইল। তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধবেগে প্রচুর কাষ্ঠসংযোগে অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন, উহার ওষ্ঠ অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ ঐ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষ্মণকে কুপিত দেখিয়া, ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুগ্রীবের বাসভবনে গিয়া, উহার আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। তৎকালে কপিরাজ

তারার সহিত ভোগসুখে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি উহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে ঐ সকল মেঘাকার বানর সচিবগণের সঙ্কেতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহারা বিকৃতদর্শন ও শার্দূলদর্শন, নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। উহাদের মধ্যে কেহ দশ হস্তীর, কেহ শত হস্তীর, এবং কেহ বা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। বীর লক্ষ্মণ ঐ মহাবল কপিবলে কিষ্কিন্ধা পরিপূর্ণ ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। পরে বানরগণ প্রাকারের অদূরে পরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্বক প্রকাশ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ এবং রামের কার্য্যগৌরব চিন্তা করিয়া, ক্রোধে প্রলয় হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন পঞ্চমুখ ভীষণ ভুজঙ্গ, তৎকালে, বাণের অগ্রভাগ উহাঁর লোল জিহ্বা, শরাসন দেহ, এবং স্বীয় তেজই তীক্ষ্ণ বিষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল।

অনন্তর অঙ্গদ ভয়ে যার পর নাই বিষণ্ন হইয়া, উহার নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ রোষারুণ লোচনে উহাঁকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া শীঘ্র সুগ্রীবকে আমার অগমনসংবাদ দেও। বলিও, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা

হয়, তবে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত কর। বৎস! তুমি সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে আমার নিকট আইস।

লক্ষ্মণের এইরূপ কঠোর বাক্যে অঙ্গদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল, তিনি সুগ্রীবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে, এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া সমস্তই কহিলেন। সুগ্রীব মদমত্ত ও কামমোহিত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, অঙ্গদ কি কহিলেন তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তখন বানরগণ লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে ভয়ে কিলকিল রব আরম্ভ করিল, এবং সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বজ্রের ন্যায় ভীষণ স্বরে প্রবাহবৎ গম্ভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ শব্দে জাগরিত হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল মদবিহ্বল ও আরক্ত, তিনি এই কোলাহল শুনিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে ধীমান উদারদর্শন দুই জন মন্ত্রী অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া উহারই সহিত তথায় আসিয়াছিল। উহারা ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীবের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং উহাঁকে প্রসন্ন করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! মনুষ্যপ্রকৃতি রাম ও লক্ষ্মণ রাজপ্রভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উহারা অপনাকে রাজ্য দান করিয়াছেন; এক্ষণে ঐ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বীর লক্ষ্মণ শরাসনহস্তে আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। উহারই ভয়ে বানরগণ

কম্পিত হইয়া কলরব করিতেছে। তিনি রামের বাক্যে আপনাকে ধর্মার্থসংক্রান্ত কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছেন। অঙ্গদ তাঁহারই উত্তেজনায় আপনার নিকট উপস্থিত। তিনি পুরদ্বারে রোষলোহিত নেত্রে যেন বানরদিগকে দগ্ধ করিতেছেন। অতএব আপনি শীঘ্র গিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহাকে প্রণিপাত করুন, অদ্য তাঁহার ক্রোধ শান্ত হউক। ধর্ম্মশীল রাম যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করুন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান হউন।

৩২তম সর্গ

মন্ত্রীগণের সহিত সুগ্রীবের পরামর্শ, সুগ্রীবের প্রতি হনুমানের উপদেশ

তখন সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, শুনিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মন্ত্রিগকে কহিলেন, দেখ, আমি লক্ষ্মণকে অনুচিত কথা কহি নাই এবং তাঁহার সহিত অসৎ ব্যবহারও করি নাই, তিনি যে কি জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। আমি, রাম কি লক্ষ্মণ, কাহাকেও শঙ্কা করি না, কিন্তু মিত্র অকারণ কুপিত হইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা

করাই কঠিন ব্যাপার; চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু অল্প কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রিগণ! আমি রামের নিকট উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি উহার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, এক্ষণে ইহাতেই আমার মনে নানা আশঙ্কা জন্মিতেছে।

তখন হনূমান যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! উপকার বিস্মৃত না হওয়া তোমার পক্ষে বিস্ময়ের নহে। বীর রাম আপদ-ভয় না করিয়া তোমার প্রিয়সাধন দুর্জ্জয় বালীকে বিনাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার যে প্রণয়কোপ উপস্থিত, আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করি না, তিনি তন্নিবন্ধনই শ্রীমান লক্ষ্মণকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ, এক্ষণে শরৎকাল অবতীর্ণ, সপ্তপর্ণ পুষ্পিত হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্র সকল নির্ম্মল, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, চতুর্দিক পরিষ্কৃত এবং নদ নদী ও সরোবরের জলও স্বচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু তুমি মদভরে ইহাঁর কিছুই জানিতেছ না এবং এই সময়ে যে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝিতেছ না। মহাবীর লক্ষ্মণ তোমার এই অমনোযোগ সুস্পষ্ট অনুমান করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। রাম পত্নীবিরহে একান্তই কাতর, সুতরাং লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার কয়েকটি কঠোর কথা তোমায় অবশ্য সহিতে হইবে। তুমি অপরাধী, এক্ষণে লক্ষ্মণকে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন কর, তৎব্যতীত তোমার আর কিছুই শ্রেয় দেখি না। মহীপালকে সুপরামর্শ দেওয়া অধিকৃত, মন্ত্রিবর্গের কর্তব্য, তজ্জন্য আমি অকুণ্ঠিতমনে তোমায়

এই অবধারিত কথা কহিলাম। রাম ক্রোধবশে দেবাসুর সমস্ত বশীভূত করিতে পারেন। তুমি তাঁহার নিকট উপকৃত, সুতরাং যাহাকে পুনরায় প্রসন্ন করা আবশ্যক, তাঁহাকে কুপিত করা সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি পুত্র ও বন্ধু বান্ধবের সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হও এবং পতির নিকট পত্নী যে ভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে তাহার বশ্যতাপন্ন হইয়া থাক। রাজন্! রাম ও লক্ষ্মণের শাসন মনেও অতিক্রম করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। উহাঁদের বল বীর্য্য যে অলৌকিক, তুমি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।

৩৩তম সর্গ

লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ, কিষ্কিন্ধপুরী বর্ণন, তারা লক্ষ্মণ সংবাদ

এদিকে লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকট সমস্ত শুনিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। উহার দ্বারে বহুসংখ্য মহাকায় মহাবল বানর ছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। লক্ষ্মণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ, অনবরত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, বানরগণ উহার এই ভাবান্তর দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইল এবং তৎকালে উহাকে বেষ্টন পূর্বক যাইতে আর সাহসী হইল না।

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গুহা সপ্রশস্ত রত্নময় ও রমণীয়, হর্ম্য ও প্রাসাদ নিবিড়ভাবে নির্ম্মিত ও অত্যুচ্চ, কাননে যথেষ্ট ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে। প্রিয়দর্শন দেব কুমার, গন্ধর্বপুত্র এবং কামরূপী

বানরেরা দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগুরু, চন্দন, পদ ও মদ্যের সৌরভ, রাজপথ গন্ধজলে সিক্ত, স্বচ্ছসলিলা গিরি নদী সূক্ষ্মপ্রবাহে চলিয়াছে।

তিনি গমন কালে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গয়, শরভ, বিদ্যুম্মালী, সম্পাতি, সূযাক্ষ, হনূমান, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল ও সুনেত্র এই সমস্ত বানরের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ সকল গৃহ মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ধন ধান্যে পূর্ণ, মাল্যে সজ্জিত ও সুগন্ধি, তন্মধ্যে সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীগণ বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণ ক্রমশ তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া সুগ্রীবের বাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহার প্রাকার স্ফটিকময় ও সুদৃশ্য এবং প্রসাদশিখর কৈলাস। পর্বতের ন্যায় ধবল; বানরগণ শস্ত্র ধারণ পূর্বক উহার স্বর্ণতোরণশোভিত নিতান্ত দুর্গম দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। সর্বত্র নানাবিধ তরুশ্রেণী, সুচারু কল্পবৃক্ষ সর্বকাল সুলভ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া শীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে, উহা দেখিতে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীল, দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ, মেঘমধ্যে সূর্য্যের ন্যায়, অপ্রতিহত পদে সুগ্রীবের ঐ আবাসে প্রবেশ করিয়া, যান ও আসনে সজ্জিত সাতটী কক্ষ্যা অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে অন্তঃপুর, সুরক্ষিত ও বিস্তীর্ণ, উহার ইতস্ততঃ আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন, সুমধুর বীণারবের সহিত

তললয়বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ বাদিত হইতেছে, এবং সদ্বংশোৎপন্ন রূপযৌবনগর্ব্বিত রমণীগণ উজ্জ্বলবেশে বিরাজ করিতেছে, উহারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনায় ব্যগ্র। স্থানে স্থানে অনুচরগণ হৃষ্টমনে দণ্ডায়মান। উহাদের পরিচ্ছদের পরিপাটী নাই, এবং উহার পরিচর্য্যায়ও তাদৃশ ব্যতিব্যস্ত নহে। লক্ষ্মণ ক্রমশ ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে নুপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ শুনিবামাত্র লজ্জিত হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া, দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত, কার্ম্মুকে টঙ্কার প্রদান করিলেন। স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি অন্তঃপুরগমনে পরাঙ্মুখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামের কার্য্যব্যাঘাত জনিত রোষ উহার অন্তরে আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ টঙ্কাররবে গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, অগ্রে অঙ্গদ আমায় যেরূপ কহিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। সুগ্রীবের মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি স্থির ভাবে প্রিয় দর্শনা তারাকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়ে! লক্ষ্মণ স্বভাবত শান্তচিত্ত হইয়াও রোষবেগে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইবার কারণ কি? তুমি কি আমার কোন অপরাধ দেখিতেছ? ঐ বীর ও অকারণ রুষ্ট হন না। এক্ষণে যদি তুমি তাঁহার প্রতি আমার কোন অসৎ ব্যবহার বুঝিয়া থাক, তবে শীঘ্রই বল; অথবা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সাবাক্যে প্রসন্ন কর। তোমায় দর্শন করিলে তাঁহার ক্রোধ

দূর হইবে। দেখ, মহানুভব ব্যক্তির স্ত্রীজাতির প্রতি কদাচই নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। ঐ কমললোচন তোমার সান্ত্বনাবাক্যে ক্ষান্ত হইলে পশ্চাৎ আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন সুলক্ষণ তারা মদবিহ্বল লোচনে স্খলিত গমনে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে সন্নত, এবং কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ উহাকে দেখিয়াই তটস্থ হইলেন, এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য বশত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবনতমুখে রহিলেন।

তারা মদভরে নির্লজ্জা, তিনি লক্ষ্মণকে সুপ্রসন্ন দেখিয়া প্রণয়গর্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শান্ত বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল? দাবানল শুষ্ক বন দগ্ধ করিতেছে, কোন ব্যক্তি অশঙ্কিত চিত্তে তাহাতে গিয়া পড়িল।

তখন লক্ষ্মণ অধিকতর প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, তারা! তোমার স্বামী কামের বশীভূত, তাঁহার ধর্ম্ম দৃষ্টি নাই। তিনি নিকৃষ্ট পারিষদগণকে লইয়া, ইন্দ্রিয়মুখ সেবা করিতেছেন, কিন্তু আমরা শোককুল, স্বরাজ্যের স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ আমাদিগকে মনেও করেন না। তিনি বর্ষার অবসানে সৈন্যসংগ্রহ করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই কাল অতীত, তিনি মদভারে সুখবিহারে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহাঁর কিছুই জানিতেছেন না। মদ্য সর্বাংশে হৃদ্য নহে, উহার প্রভাবে ধর্ম্ম ও অর্থ নাশ হয়; প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্ম্মলোপ এবং

গুণবান্ মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থলোপ হইয়া থাকে। ধার্ম্মিকতা এবং মিত্রের কার্য্যসাধনে প্রবণতা থাকাই মিত্রতা, কিন্তু সুগ্রীবে এই দুইটি গুণের অন্যতর কিছুই নাই, তিনি এক্ষণে ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহাই হউক, উপস্থিত বিষয়ে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায়, তুমি গিয়া সুগ্রীবের নিকট তাহার উল্লেখ করিও।

অনন্তর তারা এই ধর্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্বক রামের অসিদ্ধ কার্য্যের প্রসঙ্গ করিয়া বিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! এখন ক্রোধের সময় নহে, স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও উচিত হয় না। যিনি তোমার কার্য্য সাধনের সংকল্প করিয়াছেন, তুমি উহার অপরাধ ক্ষমা কর। নিকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্টের কোপ একান্ত অসম্ভব, বিশেষত ভবাদৃশ ধর্ম্মশীল সাত্বিক লোক কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। বীর! রামের যে জন্য কোপ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি, যে কারণে তাঁহার কার্য্যে এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাও জানি, তিনি কি করিয়াছেন তাহা জানি এবং এখন যাহা আবশ্যক তাহাও জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তির বল অত্যন্ত দুঃসহ, ইহা আমার অবিদিত নাই, এবং আজ ইহাঁরই জন্য সুগ্রীব যে অনন্যকর্মা হইয়া স্ত্রীজনসঙ্গে রহিয়াছেন তাহাও বুঝি। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ক্রোধান্ধ, ইহাতেই বোধ হয়, কামতন্ত্রে তোমার প্রবেশ নাই; কারণ কামাসক্ত মনুষ্য দেশ কাল ও ধর্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! কপিরাজ কামের বশে নিরন্তর আমার সন্নিহিত আছেন, এক্ষণে

তাঁহার লজ্জা সরম আর কিছুই নাই, তিনি তোমার ভ্রাতা, অতএব তুমি তাঁহাকে ক্ষমা কর। ধর্ম্মশীল তাপসেরাও মোহবশত কামের বশীভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুগ্রীব বানর ও চপল, ভোগসুখে নিমগ্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইতেছে না।

তারা সবাক্যে এই বলিয়া মদবিহ্বল লোচনে ক্ষুব্ধমনে পুনরায় কহিলেন, বীর! কপিরাজ সুগ্রীব যদিও কামাসক্ত, তথা পূর্বাহ্ণে সৈন্যসংগ্রহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। নানাপর্বত হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানরও তোমার কার্যে সাহর্য্যার্থ উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি আইস, তোমার চরিত্র পবিত্র; সুতরাং মিত্রভাবে পরস্ত্রীদর্শন তোমার পক্ষে অধর্মের হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ তারার আদেশ পাইয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তেজস্বী সুগ্রীব স্বর্ণাসনে বহুমূল্য আস্তরণে প্রেয়সী রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক উজ্জলবেশে বসিয়া আছেন। উহার কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, সর্বাঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার, তিনি রূপেরচ্ছটায় সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। উহার চতুর্দিকে দিব্যাভরণভূষিত দিব্যমাল্য শোভিত প্রমদাগণ। কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ উহাকে দেখিয়াই ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া উঠিলেন।

৩৪তম সর্গ

সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের কঠোর বাক্যে তিরস্কার

লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া প্রবল ক্রোধে ধন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অপ্রহিত গমনে প্রবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কনকরচিত আসন হইতে সুসজ্জিত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। রুমা প্রভৃতি রমণীরাও গগনে পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাৎ তারাগণের ন্যায় উত্থিত হইল। সুগ্রীবের নেত্র মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে রুমার সহিত স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে দর্শন করিয়া কপিত মনে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! যিনি মহাসত্ব কুলীন ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও দয়া আছে, সেই রাজাই পূজনীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অধর্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, সে নিষ্ঠুর ও পামর। দেখ, একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কহিলে শত অশ্বের, এবং একটি ধেনুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র ধেনুর হত্যাপাপে দূষিত হইতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্ব পুরুষগণের সাদ্গতিরও কণ্টক হইয়া থাকে। যে দুষ্ট অগ্রে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া মিত্রকার্য্যে উপেক্ষা করে, সে কৃতঘ্ন ও বধ্য। সুগ্রীব! ভগবান স্বয়ম্ভূ কৃতঘ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া

যে সর্বসম্মত কথা কহিয়াছিলেন, শুন। তিনি কহেন, যাহারা গোঘাতক সুরাপায়ী তস্করর ও ভগ্নব্রতী, সাধুরা তাহাদিগের নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কিন্তু ভয়ের কিছুতেই নিস্তার নাই। বানর! তুমি অগ্রে কার্য্য সাধন পূর্বক রামের কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য্য মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার সংকল্প থাকিত, তবে জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্ন করিতে। তুমি গ্রাম্যসুখাসক্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, ভুজঙ্গ যে মণ্ডূকরবে আপনার ভীষণ ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, অগ্রে রাম তাহা জানিতেন না। তুমি অতি দুরাত্মা, সেই মহাত্মা কেবল কৃপা করিয়া তোমায় কপিরাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি এই উপকার বিস্মৃত হও, তবে এই দণ্ডেই সুশাণিত শরে নিহত হইয়া তোমায় বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে, সুগ্রীব! অঙ্গীকার পালন কর, বালীর অনুসরণ করিও না। তুমি আজিও রামের বজ্রবৎ কঠিন শর শাসন হইতে উম্মুক্ত দেখ নাই, তন্নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যের কথাও আর মনে কর না।

৩৫তম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি তারার বাক্য

লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া এইরূপ কহিতে ছিলেন, ইত্যবসরে চন্দ্রাননা তারা কহিলেন, বী ! তুমি আর ঐ প্রকার কহিও না, কপিরাজ এইরূপ কঠোর কথার, বিশেষত তোমার মুখ হইতে শুনিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইনি উগ্র কৃতঘ্ন মিথ্যাবাদী ও শঠ নহেন। রাম ইহাঁর নিমিত্ত যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, ইনি তাহা বিস্মরণ হন নাই। সেই বীরের অনুগ্রহে ইহাঁর রাজ্য ও কীর্ত্তি, এবং তাহারই কৃপায় ইনি রুমা ও আমাকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, সুগ্রীব অনেক দিন যাবৎ দুঃখ ভার বহিয়াছেন, এখন ভোগ সুখে সুখী, এই জন্য যথাকালে কর্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল দিবস অনুমান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাদৃশ ধর্মশীলও যখন কর্তব্য চিন্তায় হতচৈতন্য হইয়া থাকেন, তখন সামান্য লোকের আর অপরাধ কি। বীর! এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুধর্মাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত আছেন, আজিও ভোগে ইহাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় নাই, সুতরাং রাম ইহাঁকে ক্ষমা করুন। দেখ, যে জন্য এই বিলম্ব ঘটিতেছে, তুমি ইহাঁর কারণ কিছুই জানিতে না; সুতরাং না জানিয়া, ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। এক্ষণে আমি

সুগ্রীবের জন্য তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি এই রাগরোষ হইতে ক্ষান্ত হও। সুগ্রীব রামের প্রিয়োদ্দেশে রাজ্য ধন ধান্য পশু এবং রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি রাবণকে বধ করিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিবেন। লঙ্কায় শত সহস্র কোটি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র ও ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস আছে, উহাদিগকে বিনাশ না করিলে রাবণ বধ করা সুকঠিন হইবে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা যে এইরূপ, কপিরাজ বালী তাহা জানিতেন। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াই এই প্রকার কহিলাম, কিন্তু এই সৈন্যের সমাবেশ যে কোন্ সূত্রে ঘটিল, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, রাবণ ভীমপরাক্রম, কিন্তু রাম অসহায়, সুতরাং সুগ্রীবকে সমরসহায় না করিলে রাবণকে সংহার করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইবে। এক্ষণে সুগ্রীব বানর সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দিকে প্রধান প্রধান দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বানর তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। উহারা যাবৎ না আসিতেছে, তাবৎ তিনি রামের কার্য্য সিদ্ধির জন্য নির্গত হইতেছেন না। সুগ্রীব অগ্রে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে আজিই সকলে উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সহস্র কোটি ভল্লুক, শত কোটি গোলাঙ্গূল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর অদ্যই তোমার নিকট গমন করিবে। বীর! ক্রোধে তোমার নেত্র আরক্ত হইয়াছে, আজ আমরা সুগ্রীবের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না।

৩৬তম সর্গ

লক্ষ্মণ সুগ্রীব সংবাদ

অনন্তর বিনীত লক্ষ্মণ তারার এইরূপ সুসঙ্গত বচনে বীতক্রোধ হইলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব মলদূষিত বস্ত্রবৎ ভয় দূর করিয়া, কণ্ঠের মনোন্মাদকর বিচিত্র মাল্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মদবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্মণকে পুলকিত করিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, বীর! আমি রামের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্তি পুনরায় অধিকার করিয়াছি। তিনি কার্য্যগুণে ভুবনবিদিত; সেই দেব আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, উহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন। এক্ষণে তিনি আমাকে সহায়মাত্র করিয়া স্ববিক্রমে রাবণকে বধ করিবেন; জানকীও অচিরাৎ তাঁহার হস্তগত হইবে। যিনি একমাত্র শরে সপ্ত শাল পর্বত ও পৃথিবী পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়াছেন; যাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দে সশৈলকাননা অবনী কম্পিত হয়, সেই মহাবীরের আর সহায়ে প্রয়োজন কি? তিনি যখন সসৈন্য রাবণের নিধনসাধনার্থ যুদ্ধ করিবেন, তখন আমি মাত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। বীর! আমি তোমার কিঙ্কর, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা, প্রণয় ও বিশ্বাস এই দুই কারণে ক্ষমা কর। দেখ, দাসের ব্যতিক্রম ও পদে পদেই ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভারে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! আর্য্য রাম ভবাদৃশ বিনীত লোকের আশ্রয় লাভ করিয়া সনাথ হইয়াছেন। তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র এবং ইন্দ্রিয় দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ করিবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। এক্ষণে বোধ হইতেছে, প্রতাপশীল রাম তোমার ভুজবলে অচিরকালমধ্যেই দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিবেন। সেই বীরপুরুষ ধর্ম্মশীল ও কৃতজ্ঞ, তুমি তাঁহার উদ্দেশে যেরূপ কহিলে, বলিতে কি, তাহা তোমার সঙ্গই হইতেছে। তিনি ও তুমি, এই দুই জন ব্যতীত, কোন্ বিচক্ষণ সমকক্ষকে এইরূপ কহিতে পারে? তুমি বলবীর্য্যে রমের অনুরূপ, আমরা দৈববলেই বহুদিনের জন্য তোমার তুল্য সহায় পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি অবিলম্বে আমার সহিত রামের নিকট চল; রাম জানকীর নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তুমি গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর। তিনি প্রিয়াবিরহে শোকাকুল হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতেছিলেন, ভদ্দর্শনেই আমি তোমায় এইরূপ কঠোর কথা কহিলাম, এক্ষণে আমাকে ক্ষমা কর।

৩৭তম সর্গ

সুগ্রীব কর্তৃক হনূমানকে বানর সৈন্য সংগ্রহের আদেশ, চতুর্দিকে বানর প্রেরণ, কিষ্কিন্ধায় বানর সমাগম

অনন্তর কপিজি পার্শ্বস্থ মহাবীর হনূমানকে কহিলেন, দেখ, হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাস, ধবলশিখর মন্দর ও মহেন্দ্র পর্বতে যে সকল বানর আছে; সমুদ্রের অপর পার, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্ত গিরি, পদ্মচল ও অঞ্জনশৈলে যে সমস্ত কজ্জ্বলবর্ণ করিবার তেজস্বী বানর আছে; মহাশৈলের গুহা, সুমেরুপার্শ্ব, ধূম্রাচল, সুরম্য তাপসশ্রম ও সুবাসিত অরণ্যে যে সকল বীর বাস করিতেছ; এবং যাহারা মহারুণ শৈলে মৈরেয় মধূপান পূর্বক কাল যাপন করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই সকল স্বর্ণকান্তি বানরকে সামদানাদি উপায় দ্বারা আনয়ন করাও। পূর্বে এই নিমিত্ত বহু সংখ্য বেগবান দূত নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু এক্ষণেও আবার তাহাদিগকে সত্বর করিবার জন্য অন্যান্য বানরকে প্রেরণ কর। যাহারা ভোগাসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে বল। যে সকল দূত আমার আদেশে দশ দিবসের মধ্যে না উপস্থিত হইবে, সেই রাজশাসনদূষক দুবাত্মারা আমার বধ্য। অতঃপর শতসহস্র কোটি বানর আমার আজ্ঞাক্রমে অবিলম্বে নির্গত হউক। ঐ সকল ঘোররূপ মেঘবর্ণ শৈলসঙ্কাশ বানরগণে গগনতল আচ্ছন্ন হইয়া যাক। উহারা পর্য্যটনে সুপটু, এক্ষণে দ্রুতগমনে পৃথিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন করুক।

অনন্তর হনূমান কপিরাজের এই কথা শুনিয়া চতুর্দিকে মহাবল বানরদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন ঐ সকল গগনচারী বানর, তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করিল এবং বন, পর্বত, সরিৎ, সরোবর ও সাগরে গিয়া রামের জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিল। দিকদিগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ত তুল্য সুগ্রীবের শাসনে শঙ্কিত হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। অঞ্জন পর্বত হইতে তিন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাস গিরি হইতে সহস্র কোটি চলিল। যাহারা হিমাচল আশ্রয় পূর্বক ফলমূলমাত্রে দেহাযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে, সেই সমস্ত সিংহবিক্রম সহস্র খর্ব পরিমাণে আসিতে লাগিল। বিন্ধ্য পর্বত হইতে ভীমরূপ ভীমবল অঙ্গারবর্ণ সহস্র কোটি বানর আগমন করিল। যাহারা ক্ষীরোদ সাগরের তীর ও তমালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণ পূর্বক কালাতিপাত করে, এবং যাহারা নানা অরণ্য গহ্বর ও নদী আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমস্ত অসংখ্য বানরসেনা যেন সূর্য্যকে আবৃত করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দূতেরা হিমালয়ে একটা সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্বে ঐ পবিত্র পর্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতিপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফল মূল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ করিলে একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। ফললোলুপ বানরেরা সুগ্রীবের প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃষ্ট ফল মূল, ঔষধ ও সুগন্ধি পুষ্প সকল সংগ্রহ করিয়া লইল।

অনন্তর উহারা পৃথিবীর বানরগণকে সবিশেষ ত্বরা প্রদান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে ফল মূল উপহার প্রদান পূর্ব্বক কহিল, রাজন! আমরা নানা নদী পর্ব্বত ও কাননে পর্য্যটন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার আদেশে পৃথিবীর সমস্ত বানর আগমন করিতেছে।

তখন সুগ্রীব যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া উপহার গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত কৃতকার্য্য দূতকে অভিনন্দন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আপনাকে ও মহাবল রামকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

৩৮তম সর্গ

লক্ষ্মণসহ সুগ্রীবেব রাম সন্নিধানে গমন, রাম ও সুগ্রীবের কথোপকথন

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিলেন, কপিরাজ! এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত চল আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই ।

তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই সুমধুর বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, বীর! তোমার আজ্ঞা অবশ্যই আমার শিরোধার্য্য। ভালই চল, এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি। এই বলিয়া তিনি তারা প্রভৃতি রমণীগণকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর অন্তঃপুরসঞ্চারে অধিকৃত ভৃত্যের শীঘ্র আসিয়া সুগ্রীবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। তখন লোহিতকান্তি সুগ্রীব উহাদিগকে কহিলেন, পরিচারকগণ! তোমরা শীঘ্র আমার জন্য একখানি শিবিকা আনয়ন কর। ভৃত্যেরা প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ এক সুদৃশ্য শিবিকা আনিল। তখন সুগ্রীব কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ কর।

পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত ঐ স্বর্ণময় উজ্জ্বল শিবিকাযানে আরোহণ করিলেন। উহার মস্তকে শ্বেত ছত্র শোভিত হইল, চতুর্দিকে শ্বেত চামর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং বন্দিরা স্তুতিগানে আনন্দিত করিতে লাগিল। সুগ্রীব রাজশ্রী অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং রাজার যোগ্য সমারোহ সহকারে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য উগ্রস্বভাব বানর অস্ত্র ধারণ পূর্বক উহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। অদূরে রামের আশ্রম; বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন তেজস্বী সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং রামের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলিপুটে কমলকলিকাপূর্ণ সরোবরের শোভায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর রাম ঐ বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎকালে কপিরাজ তাঁহার পদতলে নিপতিত আছেন, রাম তাঁহাকে উত্তোলন পূর্বক বহুমান ও প্রীতি নিবন্ধন গাঢ়তর আলিঙ্গন

করিলেন, কহিলেন, সখে! উপবেশন কর। সুগ্রীব নিরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কহিলেন, সখে! যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অনুবর্ত্তী হন, তিনিই রাজা। আর যে পামর, ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আপনার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফলত যিনি শত্রুক্ষয় ও মিত্রবৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া, প্রকৃতকালে ত্রিবির্গের ফলভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্ম্মিক। বীর! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত, অতএব তুমি মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির কর।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি তোমাদিগের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্ত্তি পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া, প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সকল কপিপ্রবীর পৃথিবীর যাবতীয় বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গূল সকল স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্ত্তমান। উহারা ঘোরদর্শন ও কামরূপী, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উহাদিগের জন্ম হইয়াছে। উহার নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সমস্তই অবগত আছে। বীর! এক্ষণে সেই সুমেরুচারী ও বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী মেঘ ও শৈলসকাশ যূথপতিগণ, অসংখ্য সৈন্য লইয়া, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার

সমভিব্যাহারে যাইবে এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে।

৩৯তম সর্গ

সৈন্য সমাগম ও সেনানিবেশ স্থাপন

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাম আজ্ঞানুবর্ত্তী সুগ্রীবের এইরূপ সংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া, হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইলেন এবং তাঁহাকে বারং বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সখে! দেবরাজ যে বৃষ্টি করেন, দিবাকর যে আকাশকে নিরন্ধকার করেন এবং চন্দ্র যে রশ্মিজালে রজনীকে নির্ম্মল করিয়া থাকেন, ইহা ও স্বাভাবিক; তোমার তুল্য ধর্ম্মশীল যে, মিত্রের কোনরূপ প্রীতিকর কার্য্য করিবেন, তাহাও বিস্ময়ের হইতেছে না। সখে! বুঝিলাম, তুমি একান্ত প্রিয়ংবদ; আমি তোমারই বাহুবলে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব। তুমি আমার সুহৃদ ও মিত্র, এক্ষণে আমাকে সাহায্য করা তোমার উচিতই হইতেছে। পূর্ব্বকালে অনুহ্লাদ গর্ব্বিত পুলোমের সম্মতি লইয়া সচীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহদিগকে বিনাশ করিয়া সচীকে উদ্ধার করেন; সেইরূপ, রাক্ষসাধম দুরাত্মা রাবণ আত্মবিনাশার্থ জানকীকে অপহরণ করিয়াছে, আমিও সুশাণিত শরে উহাকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে জানকীরে উদ্ধার করিব।

অনন্তর সহসা আকাশে ধূলি জাল দৃষ্ট হইল; উহার প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, চতুর্দ্দিক গাঢ়তর অন্ধকারে আকুল হইয়া উঠিল, এবং পৃথিবী শৈল কাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অদূরে অসংখ্য বানরসৈন্য; উহারা সমস্ত ভূবিভাগ আবৃত করিয়া, মেঘবৎ গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক নদী পর্ব্বত সমুদ্র ও বন হইতে আগমন করিতেছে। ঐ সকল সৈন্য তীক্ষ্ণদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত; উহারা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরক্ত, চন্দ্রের ন্যায় গৌর, এবং পদ্মকেশরবৎ পীত।

ইত্যবসরে মহাবীর শতবলি দশ সহস্র কোটি, ভীমবল সুষেণ বহু সহস্র কোটি, তার সহস্র কোটি, রক্তমুখ পণ্ডুকান্তি ধীমান কেসরী বহু সহস্র, গোলঙ্গৃলরাজ গবাক্ষ সহস্র কোটি, মহাবীর ধুম্র দুই সহস্র কোটি, যুথপতি পনস তিন কোটি, নীলাঞ্জনবর্ণ মহাকায় নীল দশ কোটি, কাঞ্চনশৈলকান্তি মহাবীর গবয় পাঁচ কোটি, মহাবল দরীমুখ সহস্র কোটি, অশ্বিকুমার মৈন্দ ও দ্বিবিধ কোটি কোটি সহস্র, মহাবীর গয় তিন কোটি, সুগ্রীবের বশ্য ঋক্ষরাজ জাম্ববান দশ কোটি, তেজস্বী রুমণ শত কোটি, গন্ধমাদন শত সহস্র কোটি, বালিবৎ মহাবল যুব্রাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ, তারকাকান্তি তার ভীমবল পাঁচ কোটি, মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশ কোটি, রক্তবর্ণ রম্ভ শত সহস্র অযুত, দুর্ম্মুখ দুই কোটি, হনূমান সহস্র কোটি এবং নল দশ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে শরভ, কুমুদ, ও বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ বানরসমূহে পৃথিবী, পর্ব্বত ও বন

আবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অনেকে আসিয়াছে, বহুসংখ্য উপবিষ্ট, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা সিংহনাদ আরম্ভ করিয়াছে।

অনন্তর যেমন জলদ জাল সূর্য্যের, তদ্রূপ ঐ সকল বানর সুগ্রীবের অভিমুখে চলিল এবং দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ নিকটস্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং অনেকেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন রাজধর্ম্মবিৎ সুগ্রীব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যূথপতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে কহিলেন, যূথপতিগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে পর্বত, প্রস্রবণ ও বনে গিয়া সেনানিবেশ স্থাপন কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সৈন্য নির্বাচনে প্রবৃত্ত হও।

৪০তম সর্গ

জানকীর সন্ধানে সুগ্রীব কর্তৃক বিনতকে পূর্বদিকে যাইবার আদেশ, ও অনুসন্ধানের স্থান নির্দেশ।

এইরূপে কপিরাজ সৈন্যসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়া রামকে কহিলেন, সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস্তব করিয়া থাকে, সেই সকল অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রসদৃশ বানর উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে বাস করিতেছে। উহারা দৈত্যদানবৎ ভীষণ ও ঘোরদর্শন; রণস্থলে উহাদের

বলবিক্রম বিলক্ষণ প্রথিত আছে, উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যক্ষম; উহদিগের মধ্যে কেহ পর্বতবাসী, কেহ দ্বীপচারী, কেহ কেহ বা অরণ্যে কালযাপন করিয়া থাকে। ঐ সকল বানর তোমারই কিঙ্কর এবং আমার বশবর্ত্তী ও হিতকর; উহাদিগের শাসনে অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। এক্ষণে তোমার সংকল্পসাধনে উহারা অবশ্যই সমর্থ হইবে। রাম! অধিক কি বলিব, ইহা তোমারই বশ্যতাপন্ন সৈন্য। জানকীর অন্বেষণ যদিও আমি বিস্মৃত হই নাই, অথচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, ইহাদিগকে আজ্ঞা কর।

তখন রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, সখে! আমার জানকী জীবিত আছেন কি না জান, এবং রাবণের বাসভূমি কোথায় তাহারও উদ্দেশ লও; পশ্চাৎ যথাবিহিত তোমারই সহিত তাহা করা যাইবে । দেখ, আমরা বানরদিগকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই কার্য্যনির্বাহের হেতু ও প্রভু; অতএব যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাদিগকে তাহার আদেশ কর। বীর! আমার কিছুই তোমার অগোচর নাই। তুমি বিজ্ঞ ও কালদর্শী, তুমি হিতকারী মিত্র ও একান্ত বিশ্বাসের পাত্র।

অনন্তর সুগ্রীব গভীরনাদী যূথপতি বিনতকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি নীতিপরায়ণ ও দেশকালজ্ঞ, এবং কর্তব্য নির্ণয়ে ও তোমার নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তুমি তেজস্বী সহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্বদিকে

যাত্রা কর, এবং তত্রত্য পর্বত, নদী, দুর্গ, ও বনে প্রবেশ করিয়া, জানকী ও রাবণের উদ্দেশ লইয়া আইস। গঙ্গা, সুরম্য সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, সুনির্ম্মল শোণ, সশৈলকানন। মহী ও কালমহী প্রভৃতি নদ নদী, এবং কলিগিরি, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশ, কোশকারক কীটের স্থান ও রজতখনি অন্বেষণ কর। সামুদ্রিক দ্বীপ, শৈল, এবং মন্দরশিখরস্থ আলয়ে যাও। যে সকল জীবের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ও বস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত, এবং মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণ; যে সকল জাতি একপদ অথচ দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে, এবং যাহাদের বংশ অবিনাশী, তোমরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া সীতাকে অনুসন্ধান কর। পুরুষাশী রাক্ষসসমাজে যাও। যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ক মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ কর। যে সমস্ত জাতির আকৃতি ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের ন্যায়, যাহারা শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্বক সঞ্চরণ করে, এবং যাহারা কখন প্লুতগতি কখন বা ভেলাযোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা সেই সকল ঘোরদর্শন অন্তর্জ্জলচর জীবের আলয় অনুসন্ধান কর। সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার-বহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে যাও। যবদ্বীপের পরই শিশির পূর্বত, উহার শৃঙ্গ গগনস্পর্শী, তথায় দেবদানবগণ নিরন্তর বাস করিতেছেন। তোমরা ঐ সকল দ্বীপের গিরি দুর্গ, প্রস্রবণ, ও বন যত্ন পূর্বক অনুসন্ধান করিও। পরে সমুদ্র

পারেই সিদ্ধচারণসেবিত শোণ নদ। উহা খরবেগে রক্ত, বর্ণ প্রবাহভার বহিতেছে। তোমরা ঐ নদের রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র বনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। অদূরে সাগর নিঃসৃত নদী, কন্দরশোভিত পর্বত, ভীষণ উপবন, বন ও সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ সকল স্থান পর্য্যটন কর ।

পরে মহারৌদ্র ইক্ষু সমুদ্র; তথায় মহাকায় অসুরগণ বহু কাল বুভুক্ষিত আছে, উহার ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত ছায়া গ্রহণ পূর্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ সমুদ্র মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, উহা বায়ুবেগে ক্ষুভিত হইয়া, তরঙ্গ বিস্তার পূর্বক নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। উহার মধ্যে প্রকাণ্ড উরগ সকল দৃষ্টি গোচর হয়। তোমরা কোন সুযোগে ঐ ইক্ষু সমুদ্র পার হইয়া ভীষণ লোহিত সাগরে যাইও। উহার জল রক্তবর্ণ, তথায় একটা বৃহৎ শালী বৃক্ষ আছে। অদূরে বিহগরাজ গরুড়ের কৈলাসশুভ্র রত্নখচিত গৃহ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বহুপ্রযত্নে উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক বিকট দর্শন পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্বক অধোমুখে লম্বমান আছে। উহার সূর্যোদয়ে সন্তপ্ত ও ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হয়, এবং পুনর্বার জীবিত হইয়া পূর্ববৎ শৈলশৃঙ্গে লম্বিত হইয়া থাকে।

পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র; উহা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তরঙ্গভঙ্গী যেন উহার বক্ষে মুক্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায়

ঋষভ নামে একটী ধবল পর্বত আছে। ঐ পর্বতে পুষ্পবহুল নানাবিধ বৃক্ষ এবং সুদর্শন নামে এক সরোবর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সরোবর মধ্যে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজতপদ্ম প্রস্ফূটিত রহিয়াছে, রাজহংসগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এবং দেবতা, যক্ষ, চারণ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ বিহারার্ধ হৃষ্টমনে সতত আগমন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ভীষণ জলোদ সমুদ্র; উহাতে ঔর্ব নামা ব্রহ্মর্ষির ক্রোধানল বিশাল বড়বামুখরূপে পরিণত আছে। ঐ অগ্নি যুগান্তকালে এই বিচিত্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে। তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে। উহাদের আর্তরব অতিদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশিল নামক স্বর্ণপ্রভ একটী পর্বত আছে। উহা ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় সর্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্তকে দেখিতে পাইবে। তিনি নীলবাস পরিধান পূর্বক ধবলদেহে শৈলশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মস্তক সহস্র এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্বতের শিখর দেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদির উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্বদিকেই উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন ।

পরে স্বর্ণময়, শ্রীমান উদয় পর্বত; উহার বহুসংখ্য শৃঙ্গ মূল দেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। উহাতে কুসুমিত

স্বর্ণের কর্ণিকার, এবং উজ্জ্বল শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ সকল নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তথায় সৌমনা নামক স্বর্ণময় একটী শৃঙ্গ আছে; উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। পূর্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণ কালে ঐ শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। সূর্য্য সত্যযুগে উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ কলেবর ঋষি সকল বাস করিয়া আছেন। প্রাণিগণ উহার প্রভাবে আলোক এবং দৃশ্য পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। উহার অদূরে সুদর্শন দ্বীপ। পূর্বসন্ধ্যা ঐ স্বর্ণ পর্বত ও সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রতিদিন লোহিতরাগ ধারণ করেন। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব-প্রথম দ্বার, এই জন্য ঐ দিকের নাম পূর্বদিক হইয়াছে। বানরগণ! তোমরা ঐ পর্বতের পৃষ্ঠ, প্রস্রবণ, বন ও গুহাতে জানকী ও রাবণকে অনুসন্ধান করিও। উহার পর জীব আর যাইতে পারে না। সেই স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম ও অদৃশ্য, তথায় কেবল দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন। আমরা উদয়গিরির পর আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নদ নদী ও শৈলের উল্লেখ করিলাম, এবং যে সকল অনির্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্বত্রই গমন করিও, একমাস পূর্ণ হইলে আসিও, নচেৎ বধদণ্ড বহিতে হইবে। বানরগণ! যাও, এবং কার্য্যসিদ্ধি করিয়া শীঘ্র আইস।

৪১তম সর্গ

হনূমান, নীল, জঙ্গল প্রভৃতিকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ ও অনুসন্ধান যোগ্য স্থান সমস্ত বর্ণন

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর নীল, অগ্নিপুত্র, হনূমান, পিতামহপুত্র, জাম্ববান, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গয়, গবাক্ষ, শরভ, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ্ব, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, উল্কামুখ ও অনঙ্গ প্রভৃতি সুনিপুণ বীরগণকে পৃথিবীর দক্ষিণে নিয়োগ করিলেন এবং বৃহদ্বল ও কুমার অঙ্গদকে উহাদিগের নায়ক রূপে নির্দেশ করিয়া, তত্রত দুর্গম প্রদেশ সমস্ত কহিতে লাগিলেন। দেখ, তোমরা অগ্র তরুলতাজটিল সহসশৃঙ্গ বিন্ধ্য, এবং উরগবহুল মহানদী, গোদাবরী, নর্ম্মদা ও কৃষ্ণবেণী দর্শন করিবে। পরে মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ ও কৌশিক দেশ এবং ঋষ্টিক, মাহিযক, দশার্ণ, আব্রবন্তী ও অবন্তী নগরে যাইবে। অনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় গিয়া পর্বত নদী ও গুহা সকল অনুসন্ধান করিও। পরে আন্ধ্র, পুণ্ড্র; চোল ও কেরল দেশ। অদূরেই মলয় গিরি; ঐ পর্বতের শৃঙ্গ ধাতু রঞ্জিত ও সুরম্য, তথার পুষ্পিত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দনবন এবং স্বচ্ছসলিলা কাবেরী আছে। ঐ নদীতে অপ্সরা সকল নিরন্তর বিহার করিতেছে। তোমরা মলয় পর্বতে তেজঃপুঞ্জদেহ মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্তুতিবাদে উহাঁকে প্রসন্ন করিও এবং উহাঁর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক নক্রকুম্ভীরপূর্ণ

তাম্রপর্ণী পার হইও। ঐ স্রোতস্বতী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া, যুবতী যেমন নায়কের, সেইরূপ সাগরের অভিমুখে যাইতেছে।

পরে পাণ্ড্যদেশ, তোমরা গিয়া উহার মুক্তামনিমণ্ডিত পুরদ্বারস্থ স্বর্ণকবাট দেখিও। পাণ্ড্যদেশের পরই সমুদ্র; মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উহার মধ্যস্থলে মহেন্দ্র পর্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্বত স্বর্ণময় ও সুদৃশ্য, বৃক্ষ ও লতা পুষ্পশ্রী বিস্তার পূর্বক উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পর্বতের এক পার্শ্ব সমুদ্রের অন্তর্গত। দেবর্ষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছেন এবং প্রতিপর্বে সুররাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

সমুদ্রের পর পারে একটী দ্বীপ দেখা যায়। উহা শতযোজন বিস্তৃত ও স্বর্ণ প্রভায় রঞ্জিত, মনুষ্যেরা তথায় গমন করিতে পারে না। ঐ দ্বীপই ইন্দ্রপ্রভাব দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান। দেখ, সমুদ্র মধ্যে অঙ্গারকা নাম্নী এক রাক্ষসী আছে। সে জীবজন্তুগণকে ছায়াযোগে আকর্ষণ পূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ দ্বীপের গুপ্ত প্রদেশ সকল নিঃশংসয়ে অন্বেষণ করিও।

শত যোজন দক্ষিণ সমুদ্রে পুষ্পিতক নামে একটা পর্বত আছে। উহা উজ্জ্বল সিদ্ধচারণপূর্ণ ও সুরম্য। ঐ পর্বতের বিশাল শৃঙ্গ সকল আকাশ স্পর্শ করিতেছে। তন্মধ্যে সূর্য্যদেব যে শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, খল কতঘ্ন ও নাস্তিকেরা তাহা দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্বতকে প্রণাম

করিয়া উহার সর্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিও। পরে সূর্য্যবান পর্বত; উহার বিস্তার চতুর্দশ যোজন হইবে। তোমরা দুর্গম পথ অবলম্বন পূর্বক ঐ পর্বত অতিক্রম করিও। উহার পর বৈদ্যুত গিরি। ঐ সুন্দর শৈলে বৃক্ষশ্রেণী সকল প্রকার ফলপুষ্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও উচ্ছিষ্ট মধুপান করিয়া গমন করিও। পরে নেত্রমনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল; বিশ্বকর্মা উহাতে ভগবান অগস্ত্যের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। উহা এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, এবং স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। ঐ পর্বতে ভোগবতী নাম্নী পন্নগগণের এক পরী আছে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহা বিষ ভীষণ ভুজগেরা উহা সতত রক্ষা করিতেছে। উহার রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত, তথায় নাগরাজ বাসুকি বাস করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিয়া উহার গুপ্ত প্রদেশে সীতার অনুসন্ধান করিও।

পরে বৃষাকার ঋষভ পর্বত, উহা রত্নময় ও একান্ত উজ্জ্বল ঐ পর্বতে গোশীর্ষ, পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সকল চন্দন দেখিয়া কাহাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিও না। রোহিত নামে বহু সংখ্য গন্ধর্ব ঐ ভীষণ বন সতত রক্ষা করিতেছে। তথায়, শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু নামে পাঁচ জন গন্ধর্বপতি বাস করিয়া থাকেন। ঋষভ পর্বতের পরই পৃথিবীর অবসান, তাহা দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মাদিগেরই বাসস্থান। কপিপ্রবীর! ইহাঁর পর যমের রাজধানী,-

অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি যে সমস্ত দেশ নির্দেশ করিয়া দিলাম এবং গতি প্রসঙ্গে আর যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তোমরা সেই সকল স্থানে গিয়া সীতার উদ্দেশ লইয়া আইস। দেখ, যে ব্যক্তি এক মাস মধ্যে আসিয়া, আমি জানকীরে দেখিয়াছি, আমায় এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল্য অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভোগসুখে সুখী হইবে; আমি তাহাকে প্রাণাধিক বোধ করিব এবং সে বারংবার অপরাধ করিলেও চিরদিন আমার বন্ধু থাকিবে। বানরগণ! তোমাদের বলবীর্য্য অপরিচ্ছিন্ন, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন ও গুনবান, এক্ষণে যাহাতে রাজনন্দিনী সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায়, তোমরা গিয়া তাহাই কর।

৪২তম সর্গ

মেঘবর্ণ, সুষেণ প্রভৃতিকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ ও ও নানা পর্বত বর্ণন

অনন্তর কপিরাজ ভীমবল মেঘবর্ণ শ্বশুর সুষেণের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীর বেষ্টিত ইন্দ্রপ্রভাব ও গড়ুরকান্তি ধীমান অর্চিষ্মানকে এবং অর্চির্মাল্য ও মারীচদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা এক্ষণে সুষেণের সহিত দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা কর, এবং সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক ও চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ, বিশাল পুর, পুন্নাগবকুল বহুল উদ্দালকসঙ্কুল কুক্ষিদেশ ও কেতক বনে

গিয়া জানকীর অনুসন্ধান কর। স্নিগ্ধসলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, অরণ্য, মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা ও গিরিদুর্গে যাও। অদূরেই পশ্চিম সমুদ্র, উহার জলরাশি তিমি ও নক্রকুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল হইতেছে। তোমাদের সৈন্য ঐ সমুদ্রে গিয়া কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে বিহার করিবে। উহার তীরে পর্বত ও বন আছে, তোমরা তথায় জানকী ও রাবণকে অন্বেষণ করিও। পরে মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী ও অঙ্গলেপা পুরী এবং অলিখিতাখ্য বন। অদূরে সিন্ধু সাগরের সঙ্গম দৃষ্ট হইবে, তথায় বৃক্ষবহুল শতশৃঙ্গ চন্দ্রগিরি; উহার প্রদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। ঐ সজল পর্বতপ্রস্থে গর্বিত মাতঙ্গের তৃপ্ত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তোমরা ঐ চন্দ্রগিরির অত্যুচ্চ স্বর্ণশৃঙ্গ ও সিংহের নীড় সকল অনুসন্ধান করিও।

ঐ সমুদ্রেই পরিযাত্র পর্বত। উহার স্বর্ণময় শৃঙ্গ শত যোজন উচ্চ এবং নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ। তথায় জলন্ত অগ্নিতুল্য ঘোররূপ চব্বিশ কোটি গন্ধর্ব বাস করিতেছে। তোমরা উহাদিগের নিকট কদাচ যাইও না এবং তথাকার ফলমূলও কিছুমাত্র স্পর্শ করিও না। ঐ সমস্ত পাপশীল দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর গন্ধর্ব তৎসমুদয় সতত রক্ষা করিতেছে। তোমরা কপিস্বভাবে সঞ্চরণ করিলে উহাদিগের হইতে অণুমাত্র ও ভয় উপস্থিত হইবে না।

অনন্তর বজ্রের ন্যায় সারবৎ বজ্রপর্বত, উহার উন্নতি ও বিস্তার শত যোজন এবং বর্ণ বৈদুর্য্যের ন্যায় নীল। উহা বিচিত্র বৃক্ষ ও লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে; তোমরা গিয়া ঐ পর্বতের গুহা সকল যত্ন পূর্বক অনুসন্ধান করিও।

সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে চক্রবান নামে আর একটা পর্বত দৃষ্ট হইবে। তথায় বিশ্বকর্মা সহস্র অরযুক্ত এক চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। চক্রবান পর্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহা সকল অতি বিশাল; তোমরা তথায় গিয়া জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। পরে বরাহ পর্বত, উহা চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত। ঐ স্থানে প্রাগজ্যোতিষ নগরী; নরক নামে কোন দুষ্টমতি দানব তথায় বাস করিয়া থাকে। পরে সৌবর্ণ পর্বত, উহাতে প্রস্রবণ অজস্রধারে বহিতেছে, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ একান্ত গর্বিত হইয়া নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। সে সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ; পূর্বে সুরগণ ঐ পর্বতে শ্রীমান ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার রক্ষক। ঐ পর্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টি সহস্র শৈল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় অরুণ; তথায় স্বর্ণের বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পূর্ণ আছে। ঐ ষষ্টি সহস্রের মধ্যে সুমেরুই সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্বে সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া ঐ

পর্বতকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন, সুমেরু! যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, আমার প্রসাদে তাহা অহর্নিশি স্বর্ণ হইয়া থাকিবে। যে সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব তোমাতে বাস করিবেন, তাঁহার স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভক্ত হইবেন। বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্‌গণ ঐ পর্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। পরে সূর্য্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। ঐ দুই পর্বতের ব্যবধান দশ সহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তিনি এই দূরপথ অর্দ্ধ মুহুর্তে যান। সুমরুের শিখরদেশে বরুণের সৌধধবল দিব্য এক আলয় আছে। বিশ্বকর্মা উহা নির্মাণ করিয়াছেন। তথায় বিস্তর প্রাসাদ ও অনেক বৃক্ষ, পক্ষিগণ নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। ঐ দুই পর্বতের অন্তরালে বৃহৎ এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশ মস্তকে শোভিত বেদিমণ্ডিত ও স্বর্ণময়। সুমেরুতে ধর্ম্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি মেরুসাবর্ণি বাস করিতেছেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায় এবং প্রভাব ব্রহ্মার ন্যায়। তোমরা উহাঁকে দরুৎ প্রণাম করিয়া জানকীর কথা জিজ্ঞাসিও। সূর্য্য সুমেরু পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্তে যান। অস্তাচলের পর আর যাইবার নাই; ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে আমি যতদূর নির্দেশ করিয়া দিলাম, তোমরা সেই পর্য্যন্ত যাও, মাস পূর্ণ হইলেই আসিও, বিলম্বে বধ দণ্ড বহিতে হইবে। দেখ, বীর সুষেণ তোমাদিগের সহিত গমন করিবেন, তোমরা ইহাঁর আদেশ অবহেলা করিও না। ইনি আমার গুরু ও শ্বশুর,

তোমরা যদিও বুদ্ধিমান, কিন্তু সকল বিষয়ে ইহাঁকেই প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিক অনুসন্ধান কর। রামের প্রত্যুপকারে কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা এই বিষয়ে প্রসঙ্গত যাহা ভাল হয়, দেশ কাল বুঝিয়া তাহাই করি।

৪৩তম সর্গ

শল্বলকে বানব সমভিব্যাহারে উত্তর দিকে প্রেরণ

অনন্তর সুগ্রীব আপনার ও রামের শুভানুধ্যান পূর্ব্বক মহাবল শতবলকে কহিলেন, এই সকল বানর যমের আত্মজ, তুমি ইহাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুরূপ অন্যান্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমগিরিশোভিত উত্তর দিকে যাও। এক্ষণে রামের কার্য্য সম্পাদন করা আমার লক্ষ, ইহা দ্বারা আমি ঋণভারমুক্ত ও কৃতার্থ হইব। রাম যথার্থই আমার হিতসাধন করিয়াছেন, যদি আমি ইহাঁর প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই জীবন সফল জ্ঞান করিব। ইহাঁর কথা স্বতন্ত্র, যে কখন কোন রূপ স্বার্থসংশ্রবে আইসে নাই, তাহার কার্য্যে সাহায্য করলেও জন্ম সার্থক হয়। বীরগণ! তোমরা সতত আমার শ্রেয় প্রার্থনা করিয়া থাক, এক্ষণে এই শুভ বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। রাম সকলের মাননীয়, ইনি আমাদিগকে যথেষ্টই স্নেহ করেন, তোমরা ইহাঁর কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইও না। অতঃপর স্ব স্ব বুদ্ধি ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তরদিকে নদ নদী ও দুর্গ অনুসন্ধান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু

ও মদ্রক দেশ এবং শ্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন ও বরদ রাজ্যে যাও। পরে হিমালয়ে গিয়া লোধ্র, পদ্মক ও দেবদারু বন অন্বেষণ করিও।

অনন্তর সোমাশ্রম, তথায় দেবতা ও গন্ধর্বেরা বাস করিতেছেন। অদূরে কাল নামে একটা স্বর্ণের আকর উচ্চশিখর পর্বত দৃষ্ট হইবে। তোমরা উহার গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও। পরে সুদর্শন পর্বত, উহার পর দেবসখা শৈল। ঐ পর্বত বৃক্ষে পূর্ণ ও পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ। তোমরা উহার কাঞ্চনবন, নির্ঝর ও গুহায় গমন করিও।

পরে একটী বিস্তীর্ন শূন্য স্থান পাইবে। উহা চতুর্দিকে শত যোজন, তথায় নদী পর্বত ও বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও দৃষ্ট হয় না। তোমরা সেই ভীষণ প্রদেশ শীঘ্র অতিক্রম করিয়া শুভ্রকান্তি কৈলাসে যাইও। তথায় ধনাধি পতি কুবেরের এক সুরম্য প্রাসাদ আছে। উহা বিশ্বকর্মার নির্মিত পাণ্ডুবর্ণ ও স্বর্ণখচিত। ঐ পর্বতে একটা সরোজু শোভিত সরোবর আছে। উহাতে অপ্সরোগণ বিহার করিতেছে, হংস সারস প্রভৃতি জলবিহঙ্গের বিচরণ করিতেছে এবং সর্বলোকপূজিত কুবের গুহ্যকগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ কৈলাসের গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও।

পরে ক্রোঞ্চ পর্বত। উহার রন্ধ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম। তোমরা সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। তথায় সূর্য্যকান্তি দেবরূপী মহর্ষিগণ দেবগণের

প্রার্থনাক্রমে বাস করিয়া আছেন । উহার পর মানস পর্বত, পূর্বে ঐ স্থানে অনঙ্গদে তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণিগণও গমন করিতে পারে না।

পরে মৈনাক পর্বত। উহাতে ময় দানবের একটি প্রাসাদ আছে। তিনি স্বয়ং ঐ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। উহার ইতস্তত তুরঙ্গবদন স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা ঐ পর্বত অতিক্রম পূর্বক সিদ্ধাশ্রমে গমন করিও। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পাপ তপঃসিদ্ধ তাপসের বাস করিতেছেন। তোমরা উহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক সবিনয়ে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসিও। ঐ আশ্রমে বৈখানস ঋষিগণের স্বর্ণসরোজপূর্ণ একটী সরোবর আছে। তথায় অরুণ বর্ণ হংসের বিচরণ করিতেছে এবং কুবেরবাহন সার্বভৌম নামে হস্তী করিণী সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিয়া থাকে।

পরে একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ঐ স্থানে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্ট হয় না। উহা সততই নিস্তব্ধ আছে । তথায় তপঃসিদ্ধ দেবকল্প মহর্ষিগণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। উহাদিগের দেহপ্রভা সূর্য্যজ্যোতিবৎ প্রদীপ্ত, তদ্বারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পর শৈলেদা নদী, ঐ নদীর উভয় তীরে কীচক বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধগণ তাহা ধারণ পূর্বক পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অনন্তর উত্তরকুরু। উহা কৃতপুণ্যদিগের বাসস্থান; তথায় বহুসংখ্য নদী ও উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। ঐ সকল নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীল বৈদুর্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকা সকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার ইতস্ততঃ রত্ন পর্বত এবং নানা প্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ রস ও স্পর্শ উৎকৃষ্ট, ফল পুষ্প সততই জন্মে এবং শাখা প্রশাখায় কলকণ্ঠ পক্ষী আছে। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তাখচিত বৈজড়িত স্ত্রীপুরুষের যোগ্য সর্বকালসুখসেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অনুপান এবং সুরূপা গুণবতী যুবতী সকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলদেহ সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যা ধর, ও কিন্নর আছে। উহারা পুণ্যবান ও ভোগাসক্ত, রমণীগণের সহিত সততই ক্রীড়া করিতেছে। ঐ স্থানে প্রীতিকর গীতবাদ্য ও হাস্যের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হৃষ্ট এবং তথায় নিয়তই নানাপ্রকার মনোহর ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

অনন্তর উত্তর সমুদ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে। সেই স্থানে সূর্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন ঐ প্রদেশ সূর্য্যশ্রীশূন্য নহে। তথায় বিশ্বব্যাপী দেব প্রধান ভগবান শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রমূর্তি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রম পূর্বক আর যাইও

না। সোম গিরি সুরগণেরও অগম্য। উহাতে কেহই গমন করিতে পারে না। তোমরা দূর হইতে উহা দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিও। উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম স্থান; আমরা তাহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে যে সমস্ত দেশ নির্দেশ করা গেল এবং যতগুলি অনির্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্বত্রই যাইও। সীতার উদ্দেশ করিতে পারিলে রামের এবং আমার সবিশেষ প্রীতির হইবে। বলিতে কি, আমি তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবং তোমরাও অন্যের আশ্রয় হইয়া প্রিয়তমার সহিত নিষ্কণ্টকে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে পারিবে।

৪৪তম সর্গ

হনুমানের উপর সুগ্রীব ও রামেব নির্ভর, অভিজ্ঞান স্বরূপ হনুমানের নিকট নামের অঙ্গরীয় প্রদান

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্য্যসিদ্ধির সম্যক প্রত্যাশা করিয়া কহিলেন, বীর! তোমার গতি পৃথিবী, আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই চিন্তা কর। নীতিবিশারদ! তোমার বল বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশ কালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম মনে করিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব হনূমানকেই কার্য্য নির্বাহে সমর্থ বুঝিতেছেন, এবং আমারও বোধ হয়, হনূমান হইতেই কার্যোদ্ধার হইবে। ইহাঁর বল বুদ্ধি সম্যক পরীক্ষিত, সুগ্রীব ইহাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং ইনি জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে, কৃতকার্য্য হইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া, যেন ইষ্ট লাভে হৃষ্ট হইলেন, এবং জানকীর প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্বক কহিলেন, বীর! অমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন এবং তোমাকে অশঙ্কিতমনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্য্য, ইহাতে আমার যে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুই সংশয় করি না।

তখন হনূমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে মহাবল বানরসৈন্য, তিনি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে তারকাবেষ্টিত অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে রাম কহিলেন, পবনকুমার! তুমি সিংহবিক্রম ও মহাবীর; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীরে দেখিতে পাও তাহাই করিও।

৪৫তম সর্গ

বানগণের সীতান্বেষণে যাত্রা ও আস্ফালন

পরে সুগ্রীব রামের কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে বানরদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা গিয়া তদনুসারে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া আইস।

অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল । মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত উত্তরে, যূথপতি বিনত পূর্ব্বে, এবং হনূমান অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া দক্ষিণে, এবং সুষেণ ভীষণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক দিকে নিয়োগ করিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামও সীতাপ্রাপ্তিকাল প্রতীক্ষায় লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিল। গমনকালে কেহ গর্জ্জন কেহ সিংহনাদ কেহ বা চীৎকার আরম্ভ করিল। সকলেই কহিতে লাগিল, আমি রাবণকে বিনাশ করি। জানকীরে উদ্ধার করিব। কেহ কহিল, না, তোমরা থাক, আমিই একাকী রাবণকে বধ করিয়া, পাতাল হইতেও শ্রমকম্পিতা সীতাকে অনিব। কেহ কহিল, আমি বৃক্ষ দগ্ধ করিব, পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং সাগরপর্য্যন্ত শোষণ করিব। কেহ কহিল, আমি এক যোজন লম্ফ দিব; অপরে কহিল, আমি

দশসহস্র যোজন লম্ফ প্রদান করিব। কেহ কেহ বা কহিল, আমার গতি পৃথিবী পর্বত সমুদ্র বন ও পাতালেও প্রতিহত হয় না, আমি সর্বত্রই পর্য্যটন করিব। তৎকালে বানরগণ বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া, এইরূপ নানাপ্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল।

৪৬তম সর্গ

সুগ্রীব কর্তৃক সমগ্র ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ করণ বৃত্তান্ত কীর্তন

অনন্তর বানরেরা সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! বল, তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থান জানিতে পারিলে?

তখন প্রণতস্বভাব সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, সখে! আমি এই বিষয় অবিকল সমস্তই কহিতেছি, শুন। একদা বালী মহিষরূপী দুন্দুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হন। তদ্দর্শনে দানব ভীত হইয়া, মলয় গিরির এক গুহায় প্রবেশ করে। বালীও উহার অনুসরণক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। ঐ সময় আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম। সংবৎসর কাল অতীত হইয়া গেল তথা তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন না।

অনন্তর আমি অতিশয় বিস্মিত এবং ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইলাম। ফলত তৎকালে আমার সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৈকল্যই ঘটিয়াছিল; বুঝিলাম, বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তখন আমি দুন্দুভিকে বিবরে অবরোধ পূর্ব্বক বধ করিব ইহাই স্থির করিলাম, এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার আচ্ছাদিত রাখিলাম। মহাবীর বালীর জীবিতকল্পে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মে, সুতরাং আমি কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক মিত্রগণের সহিত, ভার ও রুমাকে লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে কপিরাজ দুন্দুভিকে নিপাত পূর্ব্বক আগমন করিলেন। তখন আমি ভ্রাতৃগৌরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু ঐ দুষ্টস্বভাব আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, আমার বিনাশেই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইল।

অনন্তর আমি এই ব্যাপার অবগত হইয়া, প্রাণের আশঙ্কায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম। বালীও আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি এই উপলক্ষে নানা নগর ও নদী দেখি লাম। তৎকালে এই পৃথিবী আমার চক্ষে গোষ্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতচক্রবৎ, এবং দৃশ্য পদার্থের সুস্পষ্ট নিবন্ধন দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাগিল। সখে! প্রথমে আমি পূর্ব্বদিকে যাই; তথায় নানাপ্রকার বৃক্ষ, গুহাগহন গিরি ও রমণীয় সরোবর দেখি। ধাতুরঞ্জিত উদয়াচল এবং অপ্সরাগণের বিহারস্থান ক্ষীরোদ সমুদ্রও দর্শন করি। এদিকে বালী আমার অনুসরণক্রমে সেই দিকে উপনীত। তখন আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইলাম। ঐ স্থানে বিন্ধ্যগিরি এবং নিবিড় চন্দন বন। বালীও তথায় গিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন।

তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নানা দেশ ও অস্তাচল দেখিতে পাইলাম। সকল স্থানেই বালি আমার পশ্চাৎ পচাৎ ধাবমান হইতেছেন। অনন্তু আমি উত্তর দিকে চলিলাম, এবং হিমাচল, সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেও আশ্রয় পাইলাম না।

তখন ধীমান হনূমান আমাকে কহিলেন, দেখ, পূর্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ উদ্দেশে বালীকে এই রূপ অভিশাপ দেন, যে, অতঃপর যদি বালি আমার এই আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রাজন! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। সুতরাং মতঙ্গাশ্রমে বাস আমাদিগের সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে।

অনন্তর আমি ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করিতে লাগিলাম। বলিতে কি, বালী মহর্ষি মতঙ্গের শাপভয়ে তন্মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সখে! আমি এইরূপে সমগ্র ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

৪৭তম সর্গ

সীতার অনুসন্ধান না পাইয়া পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে বানরগণের কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন

এদিকে বানরগণ জানকীর অনুসন্ধান মহাবেগে যাইতেছে এবং শৈল কানন সরোবর ও নদীবহুল দেশ সমুদায় অন্বেষণ করিতেছে। উহারা

বহুযত্নে সমস্ত দিন পর্য্যটন করে এবং যথায় সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজমান, বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পূর্ণ, সেই স্থানে রাত্রিযোগে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

এই রূপে প্রস্থান দিবস হইতে গণনায় ক্রমশ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত মন্ত্রিবর্গের সহিত পূর্বদিক হইতে, শতবলি উত্তর দিক হইতে এবং সুষেণ সসৈন্যে ভীতমনে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। কপিরাজ সুগ্রীব রামের সহিত প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট ছিলেন; সকলে উহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিল, রাজন্! আমরা পর্বত ও নিবিড় বন অন্বেষণ করিয়াছি, নদী, সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ দেখিয়াছি, লতাজালজটিল গুল্ম এবং আপনার নির্দিষ্ট গুহা সকল অনুসন্ধান করিয়াছি, দুর্গম বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তু অন্বেষণ ও হনন করিয়াছি; আমরা এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুন পর্য্যটন করিলাম অথচ জানকীরে পাইলাম না। রাজন্! তিনি যে দিকে, পবনকুমার ভদভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হনুমানের বলবীর্য্য অসাধারণ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও মহাবীর, তিনি যে সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিবেন, তৎবিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

৪৮তম সর্গ

বিন্ধ্যাচল প্রদেশে সীতার অন্বেষণ, অঙ্গণ কর্তৃক রাক্ষস বধ

এদিকে মহাবীর হনূমান তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ দিক পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি অন্যান্য বানর সমভিব্যাহারে দূরপথ অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তত্রত্য গুহা, গহন বন, নদ, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সকল স্থানই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না।

অনন্তর সকলে পর্য্যটনক্রমে নানা প্রকার ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুষ্প্রবেশ বিস্তীর্ণ প্রদেশ জলশূন্য ও জনশূন্য, উহারা তাদৃশ ঘোর অরণ্য বিচরণ পূর্বক অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল, এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশঙ্কিত মনে অন্যত্র গমন করিল। তথায় বৃক্ষের ফল পুষ্প ও পত্র নাই, নদী শুষ্ক, সুদৃশ্য সুকোমল ভৃঙ্গসঙ্কুল সুগন্ধি পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নহে, হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি পশু ও পক্ষী দৃষ্ট হয় না, এবং ওষধি ও লতাও দুর্লভ।

পূর্বে ঐ বনে কণ্ডু নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও ক্রোধপরায়ণ, নিয়মপ্রভাবে তাঁহাকে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বোধ হইত। কণ্ডুর দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল। ঐ যোর অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তদ্দর্শনে কণ্ডু যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠেন এবং সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন। বলিতে কি, তদবধি ঐ স্থানের এইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে।

বানরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার প্রদেশ গিরিগুহা ও নদীর মূল সকল অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথাও সীতা বা রাবণের উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর বানরেরা তথা হইতে অন্য বনে চলিল। ঐ স্থান তরুলতাগহন ও ভীষণ; উহারা তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। অসুর পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, বরগর্বে অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন করিতে লাগিল। তখন অসুর উহাদিগকে কহিল, দেখ, তোরা এই দণ্ডেই মরিলি, এই বলিয়া সে ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ রাবণবধে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উহাকে তলপ্রহার করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ প্রহার বেগে কাতর হইয়া, শোণিত উদ্‌গার পূর্বক প্রক্ষিপ্ত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর গর্বিত বানরগণ গহন গুহা অনুসন্ধান করিতে। লাগিল এবং উহা সম্যক রূপ দৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, আর একটি গহ্বরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সকলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, পর্য্যটনশ্রমে যার পর নাই ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং একান্ত নিরুৎসাহ হইয়া নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

৪৯তম সর্গ

অঙ্গদ গন্ধমাদন প্রভৃতির পরামর্শ, সীতার অন্বেষণ

ইত্যবসরে সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বানরগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমরা বন পর্বত নদী দুর্গ ও গুহ সকল অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সেই দুরাচার নিশাচরকেও দেখিলাম না। এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল। রাজা সুগ্রীবের শাসন অতি কঠোর; আইস, আমরা দুঃখক্লেশ তুচ্ছ করিয়া এখনও এই দুর্গম বন অনুসন্ধান করি। শোক আলস্য ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা ও সাহস কার্য্যসিদ্ধির কারণ; যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে হতাশ হইও না, সাহস আশ্রয় কর। সুগ্রীব উগ্র স্বভাব, তাঁহার শাসনও ভীষণ, সুতরাং তাঁহাকে ও মহাত্মা রামকে ভয় করিতে হইবে। বানরগণ! আমি তোমাদের সকলকে হিতোদ্দেশেই এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ইহা সঙ্গত হইল কি না, বল।

গন্ধমাদন শ্রমকাতর ও পিপাসার্ত ছিল। সে বীর অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, দেখ, যুবরাজ যাহা কহিলেন, ইহা সঙ্গত হিতজনক ও অনুকুল। আইস, আমরা পুনর্বার সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট শৈল, শিলা, গিরিদুর্গ, শূন্য কানন ও প্রস্রবণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

অনন্তর বানরগণ গাত্রোত্থান করিল, এবং গহন বন ও প্রস্রবণ সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ঐ স্থানে শারদীয় জলদকান্তি রজত পর্বত বিরাজমান; উহারা ঐ পর্বতে আরোহণ করিল এবং জানকীর দর্শন পাইবার জন্য রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

ক্রমশ পর্য্যটনশ্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ঐ পর্বতের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতীর্ণ হইল। উহাদের মন উদ্ভ্রান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছে। উহারা এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল এবং গতক্লম হইয়া উৎসাহের সহিত পুনর্বার বিন্ধ্যপর্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

৫০তম সর্গ

বানরগণের ঋক্ষবিল প্রবেশ, ঋক্ষ বিল বর্ণন

হনূমান তার ও অঙ্গদের সহিত বিন্ধ্যাচলে আরোহণ পূর্বক হিংস্রজন্তুসঙ্কল গুহা, সঙ্কট স্থল ও প্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়া নৈঋত দিকের শিখরে উত্থিত হইলেন। উহা সুবিস্তীর্ণ গুহাগহন ও দুর্গম। তৎকালে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর পরস্পরের অদূরবর্তী হইয়া জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ স্থানে একটী অনাবৃত গর্ত আছে, নাম ঋক্ষ বিল; উহা দানবরক্ষিত, লতাজালসংবৃত ও বৃক্ষ বহুল; ফলত তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় সুকঠিন। বানরগণ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ

করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা ঐ বিস্তীর্ণ গর্ত দেখিতে পাইল। গর্ভ হইতে হংস ক্রোঞ্চ ও সারসগণ নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং চক্রবাক সকল পদ্মরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্র দেহে আসিতেছে। বানরগণ উহা নিরীক্ষণ পূর্বক ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং উহার সন্নিহিত হইবামাত্র হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, গর্তে নানা প্রকার জীবজন্তু আছে; উহা দুর্দর্শ দুষ্প্রবেশ ও ভীষণ, যেন দানবরাজের নিভৃত বাসের সম্যক উপযুক্ত স্থান।

অনন্তর হনূমান অরণ্যসঞ্চারনিপুণ বানরগণকে কহিলেন, আমরা এই পার্বত্য প্রদেশ পর্য্যটন পূর্বক ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাসায় আমাদিগের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখ, এই বিলদ্বার হইতে হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবকগণ জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এবং দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্র গুলিও রসার্দ্র। এই লক্ষণে স্পষ্টই বোধ হয়, গর্তের অভ্যন্তরে কূপ বা হ্রদ আছে। এক্ষণে আইস, আমরা ইহাতে প্রবেশ করি।

অনন্তর সকলে ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উহা অন্ধ কারাচ্ছন্ন ও ভীষণ। ইতস্তত মৃগ, পক্ষী ও সিংহ সকল সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে বানরগণের দৃষ্টি তেজ ও পরাক্রম কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহারা ঐ গাঢ় তিমিরে পর স্পরকে ধারণ পূর্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং রমণীয় স্থান ও নানা প্রকার বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক যোজন অতিক্রম করিল। সকলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত, সকলেই তটস্থ,

পিপাসা ও জলার্থী হইয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছে। সকলের দেহ শীর্ণ, মুখ মলিন এবং সকলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ।

ইত্যবসরে সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। উহারাও গতিপ্রসঙ্গে একটি বনে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই, জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ স্বর্ণের বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। সাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুসুমিত কর্ণিকার বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক, সেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও লতা জালে অপূর্ব শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মূলে বৈদুর্য্যময় বেদি। তথায় কোথাও নীল বৈদুর্য্যবর্ণ ভ্রমরপূর্ণ পদ্মলতা, কোথাও স্বচ্ছসলিল সরোবর, তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রহিয়াছে। কোথাও বৈদুর্য্যখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত আছে। কোথাও প্রবালতুল্য বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে অবনত, কোথাও স্বর্ণের ভ্রমর, কোথাও মণিকাঞ্চনচিত্রিত বিবিধ শয্যা ও আসন, কোন স্থানে স্বর্ণ রজত ও কাংস্যের পাত্র, কোথাও দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তুপ, কোথাও পবিত্র ফল মূল, কোথাও বিচিত্র কম্বল, কোথাও মহামূল্য যান ও স্বাদু মদ্য, এবং কোথাও বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র; বানরগণ ঐ গুহা মধ্যে ইতস্তত এই সমস্ত দেখিতে পাইল।

পরে উহারা অদূরে একটী তাপসীকে দেখিল। তাঁহার পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন এং আহার পরিমিত। তিনি স্বতেজে হুতাসনের ন্যায়

জ্বলিতেছেন। বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তুন্ত হনূমান কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বর্ষীয়সীকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, তাপসি! বলুন, আপনি কে? এবং এই গৃহ, গর্ত ও রত্ন সমস্তই বা কাহার?

৫১তম সর্গ

হনূমান তাপসী সংবাদ

হনূমান ঐ সর্ব্বভূতহিতকারিণী ধর্ম্মচারিণীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, তপসি! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া, সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন গর্তে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত; দেখিয়া চকিত ভীত ও হতজ্ঞান হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই রক্তবর্ণ স্বর্ণময় বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, এ সকল কাহার? ঐ পবিত্র ভক্ষ্য ফলমূল, এই মুক্তাজালখচিত গবাক্ষশোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই স্বর্ণের বিমান, ঐ নির্ম্মলজলে স্বর্ণের পদ্ম, এবং এই স্বর্ণের মৎস্য ও কচ্ছপই ৰা কাহার? তাপসি! ইহা কি আপনার প্রভাব? না অন্য কাহারও তপোবল? ফলত আমরা ইহাঁর কিছুই জানি না, আপনি সমস্তই বলুন।

তখন তাপসী কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব ছিল। সে দানবদলে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ ময় অরণ্যে সহস্র

বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে, এবং তাঁহারই বরে শিল্পজ্ঞান অধিকার পূর্বক মায়াবলে এই স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্মাণ করিয়াছে।

অনন্তর দানবরাজ ময় এই বনে কিছুকাল সুখে অধিবাস পূর্বক এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় হেমা নাম্নী এক অপ্সরাতে উহার অনুরাগ জন্মে। তদ্দর্শনে সুররাজ স্ববিক্রমে বজ্র দ্বারা উহাকে নিপাত করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন, এই স্বর্ণের গৃহ এবং এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা; নাম স্বয়ং প্রভা। হেমা আমার প্রিয়সখী। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় নিপূণ। বলিতে কি, আমি তাঁহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে তোমরা কি উদ্দেশে এই নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছ এবং এই স্থানই বা কিরূপে অবগত হইলে? আমি তোমাদিগকে স্বাদু ফলমূল ও পানীয় জল দিতেছি, তোমরা পানভোজনে শ্রান্তিদূর করিয়া আনুপূর্বিক সমস্তই বল।

৫২তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক তাপসীর নিকট বিল প্রবেশ বৃত্তান্ত কীর্তন

তাপসী পুনরায় কহিলেন, বানরগণ! যদি ফলমূলে তোমাদের শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, এবং আমূলত সকল উল্লেখ করিতে যদি কোন রূপ সঙ্কোচ না থাকে, ত বল, শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনূমান অকপটে কহিতে লাগিলেন, তাপসি! রাজা দশরথের পুত্র রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি সকলের অধিপতি, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণবিক্রম। দুরাত্মা রাবণ সেই রামের পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়সখা, এক্ষণে তিনি আমাদিগকে সীতা ও রাবণকে অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরাও তদীয় আদেশে দক্ষিণ দিকে অসিয়াছি। দেবি! এই স্থানে বন সমুদ্র সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলাম না।

পরে আমরা ক্ষুধার্ত হইয়া এক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলাম। তৎকালে আমাদিগের মুখশ্রী মলিন হইয়াছিল। সকলে বিষণ্ন এবং সকলেই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। আমরা কিংকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন তরুলতাগহন গর্ত দেখিতে পাইলাম। এই গর্ত হইতে হংস, কুরর, ও সারসেরা জলার্দ্রদেহে পদ্মপরাগ রঞ্জিত পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিলাম, ইহাঁর অভ্যন্তরে সরোবর আছে।

অনন্তর আমি বানরগণকে কহিলাম, চল, আমরা এই গর্তে প্রবিষ্ট হই। ফলত ইহাতে যে কুপ বা হ্রদ আছে, তৎকালে ইহা সকলেরই অনুমান হইয়াছিল। পরে আমরা পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্বক এই অন্ধকারময় গর্তে প্রবিষ্ট হইলাম।

তাপসি! এই আমাদিগের কার্য্য, এই উদ্দেশেই আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত ও ক্ষীণ হইয়া, তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম; তুমি আতিথ্যে উপলক্ষে যে সমস্ত ফল মূল প্রদান করিলে, ভক্ষণ করিলাম। আমরা ক্ষুধার উদ্রেকে মৃতকল্প হইয়াছিলাম, তুমিই সকলকে রক্ষা করিলে; এক্ষণে বল, আমরা তোমার কিরূপ প্রত্যুপকার করিব।

তখন সর্বদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা কহিলেন, বানরগণ! আমি তোমাদিগের বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। ধর্মাচরণই আমার কার্য্য, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার আর স্পৃহা নাই।

অনন্তর হনূমান সুলোচনা তাপসীর এই ধর্মানুকুল বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, ধর্ম্মশীলে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা সুগ্রীব জানকীর অনুসন্ধান আমাদিগকে একমাস সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, কিন্তু এই গর্তে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর। আমরা সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘন পূর্বক প্রাণসঙ্কটে পড়িয়াছি, এবং তাহার ভয়ে শঙ্কিত হইতেছি, এক্ষণে তুমি রক্ষা কর। আর্যে! আমাদিগের গুরুতর কার্য্যের অনুরোধ আছে, কিন্তু এ স্থানে বদ্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া যায়।

তখন তাপসী কহিলেন, দেখ, এই গর্তে প্রবেশ করিলে প্রাণসত্ত্বে নির্গত হওয়া কঠিন। এক্ষণে আমি তপ ও নিয়ম বলে তোমাদিগকে

উদ্ধার করিব। তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর, নচেৎ কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর হইবে।

অনন্তর বানরগণ নির্গমনবাসনায় পুলকিতমানে সুকুমার অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র আবৃত করিল। তখন তাপসী উহাদিগকে নিমেষমাত্রে বিবর হইতে বাহির করিলেন, এবং আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে তরুলতাগহন শ্রীমান বিন্ধ্যগিরি, এই প্রস্রবণ শৈল এবং ঐ মহাসাগর। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা গর্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৫৩তম সর্গ

তাপসী স্বয়ংপ্রভার সাহায্যে বানরগণরে বিবর হইতে নিষ্ক্রমণ

বানরেরা বহির্গত হইয়া দেখিল, অদূরে ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ বিস্তার পূর্বক গর্জন করিতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গিরি দুর্গ পর্য্যটন প্রসঙ্গে সুগ্রীবের নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্ত দেশে উপবেশন পূর্বক চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত; বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে অবনত এবং লতাজালে বেষ্টিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে উহারা যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সকল শান্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ বানরকে সসম্মানে সম্ভাষণ পূর্বক মধুর বচনে কহিলেন, কপিগণ! আমরা রাজা সুগ্রীবের আদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু ঐ বিবরে প্রবেশ করিয়া আমাদের

কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। দেখ, আমরা কার্তিক মাসের শেষে কালসংখ্যায় বন্ধ হই, পরে যাত্রা করি; এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল, অতঃপর কর্তব্য কি, অবধারণ কর। তোমরা নীতিনিপুণ, সুবিখ্যাত, রণদক্ষ ও কার্য্যক্ষম। সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে আমায় সমভিব্যাহারে লইয়া নির্গত হইয়াছ; কিন্তু যখন এই রূপ অকৃতকার্য্য হইলে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত। কপিরাজের আজ্ঞা পালন না করিয়া কে সুখী থাকিতে পারে? এক্ষণে নিরূপিত কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং আজই প্রায়োপবেশন করা আমাদিগের উচিত। সুগ্রীব স্বভাবত উগ্র, প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছেন, আমরা অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। যখন সীতার উদ্দেশ হইল না, তখন নিশ্চয় প্রতিফল দিবেন। অতএব আজি গৃহ, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এখানে প্রায়োপবেশন কর। আমরা প্রতিগমন করিলে রাজা নির্দয়রূপ দণ্ড করিবেন, অতএব এই স্থানেই আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। দেখ, কপিরাজ স্বয়ং কিছু আমাকে যৌবরাজ্য দেন নাই, বীর রামই ইহাঁর কারণ। আমার উপর পূর্বাবধিই সুগ্রীবের বৈর বদ্ধমূল হইয়া আছে, এক্ষণে তিনি এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গুরুতর দণ্ড করিবেন। তৎকালে আত্মীয় স্বজন আর কেন আমাকে বিপন্ন দেখিবেন, আমি এখানে এই পবিত্র সাগরতটে প্রায়োপবেশন করিব!

বানরগণ কুমার অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল, সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, রাম স্ত্রৈণ, নির্দ্দিষ্ট কালও অতিক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া গেলে, সুগ্রীব আমাদিগকে রামের প্রীতির জন্য বধ করিবেন। অপরাধ সত্ত্বে প্রভুর নিকট গমন নিষিদ্ধ। আমরা সুগ্রীবের সর্বপ্রধান অনুচর আসিয়াছি, এক্ষণে হয় অনুসন্ধানে জানকীর সংবাদ লইয়া দিব, নচেৎ এই স্থানেই মরিব।

তখন মহাবীর তার বানরদিগকে ভীভ দেখিয়া কহিল, কপিগণ! বিষণ্ন হইও না, এক্ষণে যদি সকলের অভিপ্রায় হয় ত আইস, আমরা এই শর্তে বাস করি। এই গর্ত ময়ের মায়ারচিত ও দুর্গম, ইহাতে পান ভোজনের সুবিধা আছে, এবং পুষ্প ও জলও যথেষ্ট। ইহাঁর মধ্যে থাকিলে, কি ইন্দ্র, কি রাম, কি সুগ্রীব কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।

তখন বানরগণ এই অনুকুল বাক্য শ্রবণ পূর্বক পুলকিত মনে কহিল, দেখ, যাহাতে আমাগের মৃত্যু না হয়, আজ অনন্যকর্ম্ম হইয়া তাহাই কর।

৫৪তম সর্গ

বানরগণের পরামর্শ

অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ [শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক ও অর্থতত্ত্বজ্ঞান এই আটটী বুদ্ধির অঙ্গ] বুদ্ধিযুক্ত চতুর্দশ [দেশকালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ়মন্ত্রতা, অবিসংবাদিতা, তেজস্বিতা, শৌর্য্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষিতা ও অচাপল্য এই

চতুর্দ্দশটা গুণ] গুণসম্পন্ন ও সামাদি [সাম দান ভেদ ও নিগ্রহ] প্রয়োগে সুনিপুণ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে পিতা বালীরই অনুরূপ। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের, সেইরূপ তিনি শশাঙ্কশোভন তারের মন্ত্রণা শুনিতেছেন। তাঁহার তেজ ও বীর্য্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি সুগ্রীবের কার্য্য সাধনার্থ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হনূমান উহার ভাবগতিতে বুঝিলেন, বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য উহাঁর ভোগে নাই। তিনি ভাবান্তর জন্মাইবার সংকল্প করিলেন এবং বাক্‌কৌশলে বানরগণের মতভেদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হনূমান রোষোপশমন ভীষণ বাক্যে অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ! তুমি বালী অপেক্ষা রণদক্ষ এবং তাঁহারই ন্যায় কপিরাজ্যের ভার বহন করিতে পারিবে। কিন্তু বানরজাতি স্বভাবত চঞ্চলমতি; অনুরাগের কথা স্বতন্ত্র, ইহারা এই স্থানে স্ত্রীপুত্রবিহীন থাকিলে কখনই তোমার আজ্ঞা সহিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, এই জাম্ববান, নীল, সুহোত্র ও আমি, তুমি আমাদিগকে সামদানাদি রাজগুণে, অধিক কি, দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। প্রবল, দুর্ব্বলের সহিত বিরোধাচরণ পূর্ব্বক থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের আত্মরক্ষা আবশ্যক, সুতরাং বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। তুমি তারের বাক্যপ্রমাণ ঐ গর্ত্ত নিরাপদ অনুমান করিতেছ, কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহাঁর বিদারণ অকিঞ্চিৎকর কথা। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ঐ গর্ত্তের অতি

অল্পই ক্ষতি করেন, কিন্তু, বলিতে কি, লক্ষ্মণের বাণ উহা পত্রপুটবৎ অক্লেশেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাঁহার শর বজ্রসার ও পর্বতভেদপটু। বীর! তুমি যখনই গর্তে বাস করবে, তখনই বানরেরা তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্ত্রীপুত্রচিন্তায় উৎকণ্ঠিত, দুঃখশয্যায় লুণ্ঠিত, ও ক্ষুধার্ত হইয়া কখন তোমার অনুরোধ রাখিবে না। তৎকালে তুমি সুহৃৎ ও হিতার্থী বন্ধুশূন্য হইয়া, সামান্য তৃণস্পন্দনেও শঙ্কিত হইবে।

কিন্তু যদি আমাদিগের সহিত বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে তিনি ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া তোমায় রাজ্য দান করিবেন। সুগ্রীব ধর্ম্মশীল ব্রতনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ও পবিত্র; তোমার প্রতি তাহার অতিমাত্র স্নেহ আছে, তিনি কখন তোমাকে বধিবেন না। কপিরাজ নিরবচ্ছিন্ন তোমার জননীকে ভাল বাসিয়া থাকেন; অধিক কি, উহাঁকে প্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্যই তাঁহার জীবন; তোমার জননীরও আর সন্তান নাই; অতএব অঙ্গদ! এক্ষণে গৃহে চল।

৫৫তম সর্গ

বানরগণের মতভেদ, হনূমান কর্তৃক অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন

অঙ্গদ হনুমানের এই ধর্ম্মসঙ্গত প্রভুভক্তিযুক্ত ও বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বীর! স্থৈর্য্য, পবিত্রতা, সারল্য, অনৃশংসতা, ও ধৈর্য্য এই সমস্ত গুণ সুগ্রীবের কিছুমাত্র নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। বালী ঐ দুরাচারকে

রক্ষকরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া, বিলপ্রবেশ করিয়া ছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তর দ্বারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্ম্মজ্ঞ বলিব? যে, রামের সহিত সত্যবন্ধনে মিত্রতা করিয়া তাঁহাকেই আবার বিস্মৃত হয়, সে যারপর নাই কৃতঘ্ন। অধর্মের ভয় দূরের কথা, যে কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ধর্ম্ম কৈ? সুগ্রীব পাপী কৃতঘ্ন ও চপল; সে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্ষণে জাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান বা নির্গুণই হউক, আমি শত্রুপুত্র, আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রাণে রাখিবে না। আমার বিলপ্রবেশ প্রকাশ হইবে; আমি দুর্বল ও অপরাধী, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াই বা কিরূপে অনাথের ন্যায় জীবিত থাকিব? সেই নিষ্ঠুর, রাজ্যের কন্টক দূর করিবার নিমিত্ত উপাংশু-বধ বা বন্ধনে আমাকে বিনাশ করিবে। সুতরাং প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অনুজ্ঞা দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক কহিতেছি, কিষ্কিন্ধায় কখনই যাইব না। তোমরা মহারাজ সুগ্রীবকে, মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে এবং আর্য্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কুশল কহিও। জননী তারা স্বভাবত পুত্রবৎসলা, তিনি আমার বিনাশসংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন; তোমরা গিয়া তাঁহাকেও প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিও।

অঙ্গদ এই বলিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক জলধারকুললোচনে দীনবদনে তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন বানরগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নিরবচ্ছিন্ন বালীর প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ, করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইল, এবং নদীতীরে আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণা দর্ভোপরি উপবেশন করিল। তৎকালে সকলে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক মৃত্যু কামনা করিয়া, রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থানবিমর্দ্দণ, জটায়ুবধ, সীতা হরণ, বালীবধ ও রামের কোপ আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার বানর গণের তুমুল নিনাদ গগনে জলদনাদের ন্যায় প্রস্রবণের ঝর্ঝর রব ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

৫৬তম সর্গ

বানরগণের প্রয়োপবেশন সঙ্কল্প

চিরজীবি সম্পাতি ঐ বিন্ধ্যগিরিতে বাস করিতেন। বিহঙ্গরাজ জটায়ু তাঁহার সহোদর, উহার বীরত্ব সর্ব্বত্রই প্রচার আছে। তিনি গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং বানরগণকে মৃত্যুসংকল্পে উপবিষ্ট দেখিয়া পুলকিতমনে কহিলেন, অহো! জীবলোকে কর্ম্মফল প্রাক্তনানুসারেই ঘটিয়া থাকে; আজ বহু দিনের পর, এই সমস্ত ভক্ষ্য স্বতই আমার নিকট

উপস্থিত। অতঃপর বানরেরা দেহত্যাগ করিলে, আমি পরংপরাক্রমে ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব।

অঙ্গদ ঐ ভক্ষ্যলুব্ধ গৃধ্রের এই কথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হনূমানকে কহিলেন, ঐ দেখ, স্বয়ং কৃতান্ত বানরগণের বিপদের জন্য বিহঙ্গচ্ছলে আসিয়াছেন। এক্ষণে রামের কার্য্য হইল না, রাজাজ্ঞা পালনেরও ব্যাঘাত ঘটিল; বানরগণের ভাগ্যে অজ্ঞানত এই বিপদ উপস্থিত! সকলেই শুনিয়াছ, জটায়ু জানকীর প্রিয়কামনায় কি করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ভাবৎ লোক, বনের পশু পক্ষিরাও, স্নেহ ও করুণার বলে আমাদিগেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের কার্য্য করিতেছে। আইস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত শরীরপাত করি। আমরা ত রামের জন্য অরণ্য বিচরণ পূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না! ধর্ম্মনিষ্ঠ জটায়ুই সুখী, তিনি যুদ্ধে রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং সুগ্রীব হইতে নির্ভয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। দশরথের মৃত্যু, সীতাহরণ ও জটায়ুবধ, আমাদেরই প্রাণসঙ্কট ঘটাইয়াছে। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়া কি অনর্থই করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনবাসী হইলেন, বালীর মৃত্যু হইল, অতঃপর রামের ক্রোধে রাক্ষসকুলও নির্ম্মূল হইবে।

তীক্ষ্ণতুণ্ড সম্পাতি এই অসুখের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ধরাশায়ী বানরগণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, কে

আমার হৃৎপিণ্ডে আঘাত দিয়া, প্রাণাধিক জটায়ুর মৃত্যুঘোষণা করিতেছ? আমি বহুদিনের পর আজ তাঁহার এই নাম শুনিলাম। গুণী শ্লাঘ্যবল কনিষ্ঠের নামমাত্র শুনিয়া, যার পর নাই পরিতোষ পাইলাম। কপিগণ! কিরূপে জটায়ুর মৃত্যু হইল? কি জন্য রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিল? গুরুবৎসল রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সেই দশরথের সহিতই বা জনস্থানে কি রূপে মিত্রতা ঘটে? আমার পক্ষ সূর্য্যের জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়াছে; আমি চলৎশক্তি রহিত; ইচ্ছা করি, তোমরা এই গিরিশৃঙ্গ হইতে আমাকে একবার নামাও।

৫৭তম সর্গ

বানরগণের সম্পাতি সাক্ষাৎ, বানরগণের প্রতি সম্পাতির প্রশ্ন

বানরেরা সম্পাতির সংকল্পে শঙ্কিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভ্রাতৃশোকে স্খলিত হইলেও আর বিশ্বাস করিল না। উহারা তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ক্রূর অনিষ্টই আশঙ্কা করিতেছিল। কহিল, আমরা ত প্রায়োপবেশন করিয়া আছি, এক্ষণে যদি ঐ গৃধ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তবে অচিরাৎ আমাদেরই বাসনা পূর্ণ হইবে।

অনন্তর অঙ্গদ সম্পাতিকে শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! মহাপ্রতাপ ঋক্ষরজ আমার পিতামহ। তাঁহার দুই পুত্র, ধর্ম্মশীল বালী ও সুগ্রীব। বালী আমার পিতা, তাঁহার বীরকার্য্য সর্বত্রই প্রচার আছে।

এক্ষণে জগতের রাজা ইক্ষ্বাকুবীর রাম, পিতৃনিয়োগে ধর্ম্ম পথ আশ্রয়পূর্ব্বক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীরে লইয়া, দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে, তাঁহার পত্নীকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করে। জটায়ু রামের পিতৃবন্ধু, তিনি তৎকালে রাবণকে আকাশপথে গমন করিতে দেখেন এবং উহার রথ চূর্ণ করিয়া, জানকীরে ভূতলে আনয়ন করেন। জটায়ু একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মহাবল রাবণ অক্লেশেই তাঁহাকে বধ করে। পরে রাম অগ্নিসংস্কার করিলে তাঁহার সদ্‌গতি লাভ হয়।

অনন্তর রাম মদীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া বালীকে বিনাশ করেন। বালী বহুকাল যাবৎ সুগ্রীবকে রাজ্য ভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন; রাম তাঁহাকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকেই সমগ্র রাজ্যভার দেন। এক্ষণে সুগ্রীবই বানরগণের রাজা। তিনি আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা দণ্ডকারণ্যের নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু রজনীতে, সূর্য্যপ্রভার ন্যায় কোথাও জানকীরে পাইলাম না। পরে সকলে অজানত ময়ের মায়ারচিত বিস্তীর্ণ গর্ত্তে প্রবেশ করি। সুগ্রীব আমাদিগকে যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তন্মধ্যে তাহা অতীত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অনুচর, এক্ষণে এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি। রাম, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীবের ক্রোধ উত্তেজনা করিয়া, আমরা আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইব।

৫৮তম সর্গ

অঙ্গদ কর্তৃক সম্পাতির নিকট জটায়ুর মৃত্যু ও তাহাদের সীতন্বেষণে নিয়োগ বৃত্তান্ত কীর্তন

তখন সম্পাতি অঙ্গদের এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা মহাবল রাবণের হতে যাহার মৃত্যুর কথা কহিতেছ, তিনিই আমার কনিষ্ঠ জটায়ু। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন হইয়াছি, এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সহিলাম! বলিতে কি, ভ্রাতার বৈর শুদ্ধিকল্পে, আজ আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পূর্বে জটায়ু ও আমি, বৃত্রাসুরবধের পর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করি। আসিবার সময় সূর্য্যদেবের সন্নিহিত হই। তখন মধ্যাহ্ন কাল; জটায়ু সূর্য্যের উগ্র তেজে বিহ্বল হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা উহাকে আবৃত করিলাম। আমার পক্ষ দগ্ধ হইল এবং আমি এই বিন্ধ্যপর্বতে পড়িলাম। বীর! তদবধি আমি এই স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও জটায়ুর কোন সংবাদ পাই নাই।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বিহগরাজ! যদি জটায়ু তোমার ভ্রাতা হন, যদি আমার কথাগুলি তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকে, এবং যদি রাবণের বালুস্তমি অবিদিত না থাকে, তবে বল, সেই অদূরদর্শী রাক্ষস দূরে না নিকটে আছে?

তখন সম্পাতি বানরগণকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি পক্ষহীন ও দুর্বল হইয়াছি, তথাচ কেবল মুখের কথায় রামের সহায়তা করিব। স্বর্গ, মর্ত পাতাল, আমার অবিদিত নাই; দেবাসুর যুদ্ধ ও অমৃতমন্থনও জানি; এক্ষণে জরাই আমাকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়াছে, নচেৎ আমি রামের কার্য্য অবশ্য করিতাম। বানরগণ! দেখিয়াছি, একদা দুরাত্মা রাবণ একটি সুরূপা তরুণীকে লইয়া যাইতেছে। ঐ রমণী কম্পমান; রাম ও লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ পূর্বক রোদন করিতেছেন এবং সর্বাঙ্গের অলঙ্কার সকল ফেলিয়া দিতেছেন। তাঁহাকে বোধ হইল, যেন শৈলশিখরে সুপ্রভা; তাঁহার উৎকৃষ্ট পীত বসন কৃষ্ণকায় রাবণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া, গগনতলে যেন বিদ্যুতের আভা বিস্তার করিতেছে। তিনি রামের নাম লইতেছিলেন, ইহাতেই অনুমান হয়, যেন, তিনিই সীতা। এক্ষণে যথায় রাবণ অবস্থান করিতেছে, শুন।

লঙ্কাদ্বীপ ঐ দুরাত্মার বাসস্থান। সে বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা। এই শত যোজন সমুদ্রের অপর পারে একটা দ্বীপ দৃষ্ট হইবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তথায় লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার ও বেদি স্বর্ণময় এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রক্তবর্ণ। এক্ষণে সীতা ঐ পুরীতে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ, রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমরা লঙ্কায় যাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। লঙ্কা চতুর্দিকে সাগরক্ষিত। এক্ষণে তোমরা গিয়া শীঘ্র সমুদ্র পার হও। আমি

জ্ঞানবলে দেখিতেছি, তোমরা ঐ পুরী নিরীক্ষণ করিয়াই ফিরিবে। আকাশে প্রথম পথ ফিঙ্গক ও পারাবতের; দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ ভাস, কুরর ও কৌঞ্চের; চতুর্থ শ্যেনের; পঞ্চম গৃধ্রের; ষষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপযৌবনগর্বিত হংসের; পরে বৈনতেয়দিগের গতি। আমরা এই শ্রেণীতেই জন্মিয়াছি। আমাদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। যাহাই হউক, রাবণ অতি গর্গিত কর্ম্ম করিয়াছে; ভ্রাতার বৈরশুদ্ধির উদ্দেশে যাহা আবশ্যক, তোমাদিগকে কথার সাহায্য করিলে তাহাই ঘটিবে। আমি সৌপর্ণবিদ্যা প্রভাবে দিব্য চক্ষু পাইয়াছি; তদ্বারা প্রতিনিয়ত লক্ষ যোজনেরও অধিক দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে থাকিয়াই জানকী ও রাবণকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কুক্কুটাদির জীবনোপায় তরুমূলে, কিন্তু আমাদিগের স্বতই বহু দূরে; সুতরাং দূরদৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক। বীরগণ! অতঃপর তোমরা সমুদ্র লঙ্ঘনের কোন উপায় দেখ, এবং আমাকেও অবিলম্বে তাহার তীরে লইয়া চল। আমি লোকান্তরিত জটায়ুর তর্পণ করিব।

তখন বানরগণ জানকীর সংবাদ পাইয়া যায় পর নাই পুলকিত হইল এবং পক্ষহীন সম্পাতিকে সমুদ্রকুলে লইয়া গিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আনয়ন করিল।

৫৯তম সর্গ

সম্পাতির নিজ পরিচয় প্রদান ও রাবণের বাসস্থান নির্দেশ

বানরগণ সম্পাতির অমৃতময় বাক্য শ্রবণ পূর্বক হর্ষে কোলাহল করিতে লাগি। তখন জাম্ববান উহাদিগেরসহিত ভূতল হইতে গাত্রথান করিয়া সম্পতিকে কহিলেন, বিহঙ্গরাজ! এক্ষণে জানকী কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিল এবং কেই বা লইয়া চলিল? তুমি আনুপূর্বিক এই সমস্ত কথা বল, এবং বানরগণকে রক্ষা কর। রামের শর বজ্রবেগগামী, কোন্ নির্বোধ তাহার বল বুঝিল না?

অনন্তর সম্পাতি বানরগণকে প্রায়োপবেশনের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্বক, জানকীর বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক দেখিয়া, অত্যন্তই প্রীত হইলেন এবং পুনর্বার প্রবোধবচনে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমি যে রূপে সীতাহরণের কথা শুনিয়াছি, যিনি আসিয়া আমাকে কহেন এবং সেই অকর্ণলোচনা যথায় আছেন, বলিতেছি, শুন।

আমি বহুকাল যাবৎ এই বিশাল দুর্গম বিন্ধ্য পর্বতে পতিত হইয়াছি, এবং এই স্থানে থাকিয়াই বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলাম। আমার একটিমাত্র পুত্র, ওহার নাম সুপার্শ্ব। সে যথাকালে আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমায় পোষণ করিয়া থাকে। গন্ধর্বের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধাই প্রবল।

একদা সুপার্শ্ব আহার সংগ্রহের জন্য প্রাতঃকালে নিষ্ক্রান্ত, হয়, কিন্তু সায়াহ্নে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আইসে। আমি ক্ষুধার উদ্রেকে অস্থির, উহাকে বিস্তর দুর্বাক্য কহিলাম; কিন্তু সে আমায় প্রসন্ন করিয়া কহিল, পিতঃ! আজ আমি যথাকালে আহারসংগ্রহের জন্য আকাশে উড্ডীন হই এবং মহেন্দ্র পর্বতের দ্বার অবরোধ পূর্বক অবস্থান করি। ঐ স্থান দিয়া অসংখ্য সামুদ্রিক জীব জন্তু গমনাগমন করিতেছিল, আমি অধোমুখে গিয়া উহাদের পথরোধ করি। কিন্তু দেখিলাম, তথায় এক কঞ্জলবর্ণ পুরুষ একটি প্রাতঃসূর্য্যকান্তি কামিনীকে লইয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, আজ আমি ইহাদিগকেই আহারার্থ গ্রহণ করি। কিন্তু ঐ পুরুষ আমার নিকট আসিয়া সবিনয়ে শান্তবাক্যে পথ ভিক্ষা করিল। আমার কথা কি, জীবলোকে অতি নীচও শরণাপন্নকে ক্ষমা করিয়া থাকে। আমি উহাকে পথ দিলাম। সে স্বতেজে আকাশকে দূরে ফেলিয়া মহাবেগে চলিল।

অনন্তর গগনচারী সিদ্ধগণ আগমন পূর্বক আমাকে অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি ভাগ্যে ভাগ্যেই জীবিত আছ, ঐ সস্ত্রীক পুরুষ অল্পে অল্পেই চলিয়া গেল! এক্ষণে তোমার ব্যক্তি হউক, শাস্তি হউক। পরে আমি জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, ঐ বীর পুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ; দেখিলাম, রামের সহধর্ম্মিণী জানকী শোকে বিহ্বল হইয়া, আলুলিতকেশে স্খলিতবেগে রাম ও লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া রোদন

করিতেছেন। পিতঃ! তাই দেখিতে দেখিতেই আমার এইরূপ বিলম্ব ঘটিল।

বানরগণ! আমি সুপার্শ্বের মুখে এই সংবাদ পাইয়াও বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করিলাম না। পক্ষহীন পক্ষী কিরূপেই বা কি করিবে। আমার কেবল বাকশক্তি ও বুদ্ধিবল আছে, আমি তোমাদিগের পৌরুষ আশ্রয় পূর্ব্বক, ইহাদ্বারা সংকল্প সাধন করিব। রামের যে কার্য্য আমারও তাই। তোমরা দেবগণেরও দুর্জ্জয় ও বুদ্ধিমান, সুগ্রীবের নিয়োগে অতিদূরপথে আসিয়াছ, এক্ষণে প্রকৃত কার্য্যের উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণের বাণ ত্রিলোকের ত্রাণ ও নিগ্রহ করতে পারে সত্য, কিন্তু তোমরা যেরূপ পরাক্রান্ত, তোমাদিগের পক্ষেও রাবণের বলবীর্য্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। অতঃপর আর বিলম্ব করিও না, কোন একটি সদ্‌যুক্তি কর; ভবাদৃশ ধীমানেরা কখনও কোন কার্যে উদাসীন থাকেন না।

৬০তম সর্গ

সম্পাতি কর্তৃক জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণন

বিহগরাজ সম্পাতি স্নান অর্পণ সমাপন পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে বানরগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে একটি পূর্ব্বকথায় সহসা তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি হর্ষভরে পুনর্বার কহিলেন, দেখ, আমি যে কারণে জানকীর পরিচয় পাইয়াছি, তোমরা স্থিরমনে নীরব হইয়া শুন।

আমি মার্তণ্ডের প্রচণ্ড ভেজে দগ্ধ হইয়া এই স্থানে পতিত হই। আমার সর্বাঙ্গ অবশ; আমি ছয় দিবসের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া, অত্যন্ত বিহ্বল অবস্থায় থাকি। তৎকালে ইতস্তত চতুর্দিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে গিরি নদী সমুদ্র ও সরোবর দেখিতে দেখিতে স্থির করিলাম, দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়াছি। পূর্বে এই পর্বতে সুরপূজিত এক পবিত্র আশ্রম ছিল। তথায় উগ্রতপা মহর্ষি নিশাকর বাস করিতেন। বানরগণ! আমি তাঁহার মৃত্যুর পরও আট সহস্র বৎসর এখানে কাল যাপন করিতেছি।

অনন্তর আমি কথঞ্চিৎ বিন্ধ্য পর্বত হইতে তীর্ণ হই, এবং কায়ক্লেশে পুনর্বার কুশাঙ্কুময় ভূমির উপর গমন করি। ঐ সময় নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি সবিশেষ আয়াস সহকারে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। পূর্বে জটায়ু ও আমি উহার পাদবন্দন করিবার জন্য প্রায়ই তথায় যাইতাম। আশ্রমের সম্মুখে সুগন্ধি বায়ু মৃদুমন্দহিল্লোলে বহিতেছিল, বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অনন্ত, এবং পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমি গিয়া এক তমুল আশ্রয় পূর্বক মহর্ষির প্রতীক্ষায় থাকলাম। দেখিলাম, ভগবান নিশাকর বহু দূরে; সমুদ্রে স্নান করিয়া, তেজঃপুঞ্জকলেবরে উত্তরাস্য হইয়া আগমন করিতেছেন। জীবগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সেইরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সৃমর ও

সরীসৃপেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। নিশাকর আশ্রমে উপস্থিত; রাজা গৃহ প্রবেশ করিলে মন্ত্রী ও সৈন্যেরা যেমন প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত আরণ্য জন্তুও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল।

পরে আমি ঐ শান্তশীল মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং আশ্রম মধ্যে গিয়া মুহূর্তেক পরেই প্রত্যাগমন পূর্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! অঙ্গলোমের এইরূপ বৈকল্যদর্শনে তোমাকে আর সুস্পষ্ট চিনিলাম না। তোমার পক্ষ ভষ্মসাৎ হইয়াছে এবং বলবীর্য্যও আর তাদৃশ নাই। পূর্বে আমি বায়ুবেগগামী দুইটা পক্ষী দেখিতাম। তাহারা বিহগজাতির রাজা, বোধ হয়, সেই দুইটীর মধ্যে তুমিই জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ ছিল। তোমরা মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্বক প্রতি নিয়ত আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিতে। এক্ষণে বল, তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত? পক্ষদ্বয় কেন দগ্ধ হইল? এবং এইরূপ দণ্ডই বা তোমায় কে করিল?

৬১তম সর্গ

সম্পাতি কর্তৃক পূর্ব বৃত্তান্ত কীর্তন

অনন্তর আমি মহর্ষিকে কহিলাম, ভগবন্! আমার সর্বাঙ্গে ব্রণ, লজ্জায় মন আকুল হইতেছে, আমি অত্যন্তই পরিশ্রান্ত; এ অবস্থায় সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না, তথাচ কহি, শুনুন। একদা জটায়ু ও আমি, ইন্দ্রবিজয় গর্বে স্ফীত হইয়া, পরস্পরের বীর্য্যপরীক্ষায় উৎসুক

হই। স্থির হইল, অস্ত না যাইতে, আমরা সূর্য্যের সন্নিহিত হই। পরে কৈলাসবাসী মহর্ষিগণের অগ্রে পণ করিয়া, স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক যূগপৎ আকাশে উঠিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীতে নগর সকল মুখচক্রের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়াছে; কোথাও বাদ্যধ্বনি, কোথাও ভূষণর, এবং কোথাও বা গায়িকারা রক্তাম্বর পরিধান পূর্বক সঙ্গীত করিতেছে। আমরা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে চলিলাম। বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল উপলের ন্যায়, নদী সূত্রের নায়, এবং হিমালয়, বিন্ধ, ও সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সরোবর হস্তীর ন্যায় রহিয়াছে। আমরা গলদঘর্ম্ম কলেবর, একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দারুণ মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিল। উভয়ে দিক্‌ভ্রান্ত, মহাপ্রলয় কালে ব্রহ্মাণ্ড ও নষ্ট হইবে, কিন্তু তখনই বোধ হইতে লাগিল, যেন, সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে আমরা বহু প্রয়াসে মন ও চক্ষু সন্ধান পূর্বক সূর্য্যদেবকে দেখিলাম; সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড।

অনন্তর জটায়ু ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবামাত্র আমাকে বলিবার অবকাশ না পাইয়াই ঝটিতি আকাশ হইতে প্রচ্যুত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি শীঘ্র অবতরণ করিয়া পক্ষপুট দ্বারা উহাকে আবরণ করিলাম। তখন জটায়ু সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াসে আমারই পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অনুমান করিলাম, জুটায়ু জনস্থানে পড়িলেন, আর আমি দগ্ধপক্ষ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে পড়িলাম।

তপোধন! আমার রাজ্য নাই, ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, নিজেও দুর্ব্বল; অতঃপর আমি মরিবার কামনায় এই গিরিশৃঙ্গ হইতে শরীরপাত করিব।

৬২তম সর্গ

সম্পাতির পূর্ব বৃত্তান্ত কীর্তন

বানরগণ! আমি ভগবান নিশাকরকে এই কথা বলিয়া দুঃখ বেগে রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর মহর্ষি মুহূর্তকাল ধ্যান করিয়া আমায় কহিলেন, বিহঙ্গ! তোমার অঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সমস্ত পক্ষই উদ্ভিন্ন হইবে, নেত্রের জ্যোতি বিকাশ পাইবে এবং দৈহিক বলবীর্য্যও বর্ধিত হইবে। কিন্তু দেখ, আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক পুত্র জন্মিবেন। সেই সত্যবীর পিতার আদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইবেন। সুরাসুরের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করিবে, এবং উহাকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানা রূপ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু ঐ যশস্বিনী অতি গভীর দুঃখে নিমগ্ন, নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিবেন। পরে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য পরমান্ন প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তিনি, যে অন্ন অমৃতকল্প দেবদুর্লভ, তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্বক এই বলিয়া ভূতলে রাখিবেন

যে, আমার স্বামী ও দেবর, এক্ষণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।

অনন্তর রামদূত বানরগণ নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে আসিবেন। বিহঙ্গ! তুমিই তাঁহাদিগকে জানকীর উদ্দেশবার্তা কহিবে। অতঃপর আর কুত্রাপি যাইও না, এইরূপ অবস্থাসত্তেই বা কোথায় যাইবে? তুমি দেশকালের প্রতীক্ষা কর, পক্ষদ্বয় অবশ্যই উঠিবে। আমি আজই তোমার অঙ্গে পক্ষসংযোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই স্থানে থাকিয়া সেইদুইরাজ কুমারের কার্য্য করিবে; ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি, ইন্দ্র, ও জনসাধারণের শুভ সাধন করিবে, এই জন্যই বিরত হইলাম।

বনরগণ! তৎকালে তত্ত্বদর্শী নিশাকর আমায় এইরূপ কহিয়া আমন্ত্রণ পূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে আমি একবার রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিব; দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে আর আমার বাসনা নাই; আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

৬৩তম সর্গ

সম্পাতির পক্ষোদ্ভেদ ও বানরগণের দক্ষিণ দিকে যাত্রা

বানরগণ! অন্যর আর্ম্মি গিরিগহ্বর হইতে কঞ্চিৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, এই শিখরে তোমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। বলিতে কি, আজ আট সহস্র বৎসর অতীত হইল, আমি মহর্ষির কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, দেশকালের মুখাপেক্ষায় আছি। তিনি মহাপ্রস্থান আশ্রয় পূর্বক স্বর্গারোহণ

করিলে, আমার মনে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমি অবস্থা বৈগুণ্যে যার পর নাই সন্তপ্ত হই; আমার কখন কখন প্রাণ ত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু আবার মহর্ষির কথা স্মরণ করিয়া বিরত হইয়া থাকি। তিনি আমায় প্রাণ রক্ষার জন্য যেরূপ বুদ্ধি দিয়া যান, দীপ্ত দীপশিখা যেমন অন্ধকার নিয়াস করে, তদ্রূপ উহা আমার দুঃখ সমুদায় দূর করিতেছে। বানরগণ! আমি রাবণের বলবীর্য্য জানি, কিন্তু তৎকালে পুত্র সুপার্শ্ব জানকীরে রক্ষা করে নাই, তজ্জন্য উহাকে বিস্তর তিরস্কার করি। রাম ও লক্ষ্মণের যে জানকী বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে, সিদ্ধগণের মুখে একথা শুনিয়াছিল, এবং স্বয়ংও জানকীরে আর্তনাদ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু দশরস্নেহে যে কার্য্য আমার অবশ্যই কর্তব্য, সুপার্শ্ব তাহা করে নাই।

সম্পাতি বানরগণের সহিত এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে আছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহর পক্ষ উত্থিত হইল। তিনি আপনার সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ পক্ষে আবৃত দেখিয়া, একান্তই হৃষ্ট হইলেন, কহিলেন, বানরগণ! দেখ, মহর্ষির প্রসাদাৎ আমার এই দগ্ধ পক্ষ পুনর্বার উদ্ভিন্ন হইল। যৌবনে যেরূপ বলবীর্য্য ছিল, এক্ষণেও আবার তাই অনুভব করিতেছি। তোমরা যত্ন কর, সীতালাভ তোমাদিগের অবশ্যই ঘটিবে; আমার এই পক্ষোদ্ভেদই কার্য্যসিদ্ধির বিশ্বাস জন্মাইতেছে। এই বলিয়া বিহগ রাজ সম্পাতি পক্ষের বল বুঝিবার জন্য আকাশপথে উড্ডীন হইলেন।

তখন বানরগণ সম্পাতির কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া জানকীর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পবনবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল।

৬৪তম সর্গ

সাগর লঙ্ঘনের মন্ত্রণা

বানরেরা ক্রমশ সমুদ্রতীরে উপস্থিত; দেখিল, সমুদ্রবক্ষে গ্রহনক্ষত্রগণের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। উহারা গিয়া সাগরের উত্তর দিকে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাসমুদ্র আকাশের ন্যায় অপার; পাতালবাসী দানবসমূহে পূর্ণ; কোথাও পর্বতপ্রমাণ জলরাশি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, কোথাও যেন নিদ্রিত, কোথাও বা যেন ক্রীড়া করিতেছে। উহারা ঐ রোমহর্ষণ সমুদ্র দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ উহাদিগকে আশ্বাসকর বাক্যে কহিলেন, কপিগণ! কাতর হইও না, বিষাদ নিতান্ত দোষাবহ; ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ যেমন বালককে নষ্ট করে, সেইরূপ বিষাদ সকলকে নষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের সময় বিষণ্ন হয়, সে নিস্তেজ, তাহার পুরুষার্থও নষ্ট হইয়া যায়।

পরদিন মহাবীর অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগরলঙ্ঘনের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তখন সুরসৈন্য যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ বানরসৈন্য চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। অঙ্গদ ও হনূমান ব্যতীত ঐ সমস্ত

বীরকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে আর কাহারই সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সকলকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! বৃদ্ধ বানরগণ! বল, তোমাদিগের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন? কে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিবেন? কোন ব্যক্তি যূথপতিগণের ভয় দূর করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে গৃহে গিয়া সুখে স্ত্রীপুত্রকে দেখিব? এবং কাহার অনুগ্রহেই বা হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকটে যাইব? তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ সমুদ্রলঙ্ঘনে, সমর্থ হন, তিনি শীঘ্রই আমাদিগকে এই বিপদে অভয় দান করুন।

বানরের মহাবীর অঙ্গদের বাক্যশ্রবণে নীরব হইল; সৈন্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে অঙ্গদ পুনর্বার কহিলেন, দেখ, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন বীরাগ্রগণ্য ও বহুমানাস্পদ, তোমাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে কে কিরূপ গমন করিতে পার, বল ।

৬৫তম সর্গ

বানরগণের গতিশক্তির পরিচয় প্রদান

অনন্তর বানরেরা অনুক্রমে স্ব স্ব গতিশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। গয় কহিল, আমি দশ যোজন যাইব। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি যোজন লক্ষ প্রদান করি। শরভ কহিল, ত্রিংশৎ যোজন আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। ঋষভ কহিল, আমি চত্বারিংশৎ যেজনেও পরাঙ্মুখ নহি।

গন্ধমাদন কহিল, আমি সপ্ততি যোজন পর্য্যন্ত সাহসী হই। সুষেণ কহিলেন, আমি অশীতি যোজন গমন করিব।

অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান সকলকে সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পূর্ব্বে আমাদিগের বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, অথচ উপস্থিত কার্য্যে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। যাহাই হউক, ইদানীং আমার যেরূপ গতিশক্তি আছে, কহিতেছি, শুন। আমি এখনও নবতি যোজন গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহাই যে আমার বিক্রমের পরাকাষ্ঠা, এরূপ বুঝিও না। পূর্ব্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছিলাম। এখন আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তিও আর তাদৃশ নাই, যৌবনকালে আমার বলবীর্য্য অতি অদ্ভুতই ছিল। সম্প্রতি আমি এই অবধি যাইতে পারি, কিন্তু ইহাতেও কার্য্য সিদ্ধি হইতেছে না।

অনন্তর সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববানকে সম্মান পূর্ব্বক উদার বাক্যে কহিলেন, বীর! আমিই এই বিস্তীর্ণ শত যোজন সমুদ্র পার হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না, সন্দেহ স্থল।

তখন জাম্ববান কহিলেন, রাজকুমার! তোমার গতিশক্তি যে অসাধারণ, আমি তাহা জানি। তুমি সহজে শত সহস্র যোজিন গমনাগমন করিতে পার; কিন্তু তামার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না। প্রভুই আজ্ঞা দিবেন, তাঁহাকে আদেশ করিতে কাহার সাধ্য আছে? আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি

আমাদিগের ভার্য্যার তুল্য, কেবল প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছ। প্রভু যে সৈন্যের পক্ষে ভার্য্যানির্ব্বিশেষে পালনীয়, পূর্ব্বাপর এইরূপ প্রসিদ্ধিই আছে। দেখ, আমরা যে কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, তুমি তাহার মূল; কার্য্যবিদিগের নীতিই এই যে, কার্য্যমূল অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; মূল থাকিলে সকল ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৎস! তুমি আমাদিগের গুরু ও গুরুপুত্র, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া কার্য্য সাধন করিব।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! যদি আমি না যাই, যদি আর কেহই না গমন করেন, তবে পুনর্ব্বার সকলের প্রয়োপ বেশন করাই কর্তব্য হইতেছে। দেখ, সুগ্রীবের আজ্ঞা পালন না করলে আর কাহারই নিস্তার নাই। তিনি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং অতিমাত্র ক্রোধাবেশ প্রকাশেও সমর্থ; আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া গেলে, তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই মরিব। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করা যায়, তুমি ভুয়োদর্শনবলে তাহারই উপায় স্থির কর।

তখন জাম্ববান কহিলেন, অঙ্গদ! তোমার বীরকার্য্যের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইবে না। এক্ষণে যাহার বলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, দেখ, আমি তাহাকেই নিয়োগ করিতেছি।

৬৬তম সর্গ

জাম্বমান কর্তৃক হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কীর্তন ও হনূমানকে সাগর লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ

অনন্তর মহাবীর জাম্ববান ঐ সমস্ত বিষণ্ন বানরসৈন্যকে নিরীক্ষণ পূর্বক সর্বশাস্ত্রনিপুণ হনূমানকে কহিলেন, কপিপ্রবীর! তুমি কি জন্য একান্তে ম্যেনাবলম্বন করিয়া আছ? এবং কেনই বা বর্তমান প্রসঙ্গে বাক্যস্ফূর্তি করিতেছ না? তুমি সর্বগুণে সুগ্রীবের অনুরূপ, এবং তেজ ও বলবিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণেরই তুল্য হইবে। যেমন বিহগজাতির মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বানরগণের মধ্যে তুমিই উৎকৃষ্ট। আমি এমন অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ মহাবল গরুড় সাগরগর্ভ হইতে ভীষণ অজগর সকল উদ্ধার করিতেছেন। তাহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার ভুজযুগলেরও সেইরূপ হইবে। তুমি বল বুদ্ধি ও তেজে সর্বাপেক্ষা বিশেষ; এক্ষণে বল, কি জন্য উদাসীন হইয়া আছ?

বীর! এক্ষণে আমি একটী পূর্বকথার উল্লেখ করিতেছি, শুন। পূর্বে পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী এক অপ্সরা ছিলেন। উহার অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কপিরাজ কেসরীর ভার্য্যা ও কুঞ্জরের দুহিতা। সর্বাঙ্গসুন্দরী অঞ্জনা ত্রিলোকবিখ্যাত; পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য রূপবতী আর ছিল না। তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বানরী হন, কিন্তু দেবভাব স্বাভাবিক হওয়াতে ইচ্ছারূপ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা অঞ্জনা রূপযৌবনসম্পন্ন মানবী হইয়া, মেঘশ্যামল শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার, কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, এবং পরিধান উপান্তরক্ত পীত বস্ত্র। বায়ু ঐ বিশাললোচনা অঞ্জনার বসন অল্পে অল্প অপহরণ করিলেন এবং তাঁহার নিবিড় জঘন, সূক্ষ্ম কটিদেশ, সুকঠিন স্তন ও সুচারু মুখশ্রী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা এই বাপার দর্শনে তটস্থ, কহিলেন, বল, কে আমার এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছ?

অনন্তর বায়ু কহিলেন, সুন্দরি! ভয় নাই, আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান ও মহাবল পুত্র জন্মিবে। সে গতিবেগে আমরই অনুরূপ হইবে।

বীর! তখন অঞ্জনা বায়ুর এই কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, তোমাকে গিরিগুহাতেই প্রসব করিলেন। তুমি জামাত্র অরণ্যমধ্যে অরুণদেবকে উদিত দেখিয়া, ভক্ষ্যফল বোধে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উত্থিত হও। ঐ সময় তুমি তিন শত যোজন ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলে, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিতে কিছুমাত্র বিষণ্ন হও নাই। পরে সুররাজ অন্তরীক্ষে তোমায় মহাবেগে যাইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তোমার উপর সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি ঐ বজ্র প্রহারে শৈলশিখরে নিপতিত হও এবং

তোমার বামপার্শ্বের হনুও ভগ্ন হইয়া যায়। বীর! তদবধি তোমার নাম হনূমান হইয়াছে।

অনন্তর বায়ু তোমার এইরূপ পরাভব দৃষ্টে একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্তব্ধভাব আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ লোক অস্থির হইয়া উঠিল; দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমার বরে এই পবনকুমার যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের অবধ্য হইবে। সুররাজ বজ্রাঘাতেও তোমায় জীবিত দেখিয়া প্রতি হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, আমার বরে এই বায়ুতনয় স্বেচ্ছামৃত্যু অধিকার করিবে।

বীর! তুমি কপিরাজ কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। তুমি তেজস্বী ও মহাবল, তোমার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না। এক্ষণে আমরা জীবনে নিরাশ হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সুদক্ষ ও গুণবান; অতঃপর উত্থিত হও এবং সমুদ্র লঙ্ঘন কর। এই কার্য্য সাধারণের হিতকর। ঐ দেখ, বানরসৈন্য বিষণ্ন হইয়া আছে। তুমি বিক্রম প্রকাশ কর, বল, কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

৬৭তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক সমুদ্র লঙ্ঘনোপযোগী বিশাল দেহ ধারণ, হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘনের উদ্যোগ

অনন্তর মহাবীর হনূমান বানরগণকে পুলকিত করিয়া, সমুদ্রলঙ্ঘনের যোগ্য আকার ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত লোক, ভগবান বামনের

ত্রিলোক আক্রমণে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ বানরেরা এই ব্যাপারে যারপর নাই বিস্মিত হইল। হনূমান লাঙ্গূল আস্ফালন পূর্ব্বক তেজে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরেরা তদ্দর্শনে বীতশোক ও নির্ভয় হইল, এবং তাঁহার স্তুতিবাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। হনূমান গুহামধ্যে সিংহের ন্যায় বেগে স্ফীত হইয়া, বিধুম পাবকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন, এবং, লোমাঞ্চিত দেহে বানরগণের মধ্য হইতে সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৃদ্ধ বর্গকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, দেখ, যিনি পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক ব্যোমমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বায়ুর ঔরস পুত্র। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি অবিশ্রান্তে সহস্রবার গগনস্পর্শী সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিব; মহাসমুদ্রকে ভুজদ্বয়ের আস্ফালনে ক্ষুভিত করিয়া, সমস্ত লোক এবং পর্ব্বত নদী ও হ্রদ আপ্লাবিত করিব। দেখিবে, আমার ঊরু ও জঙ্ঘার বেগে সমুদ্র নক্রকুম্ভীরের সহিত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। আমি গমনপথে বিহগরাজ গরুড়কে সহস্র বার অতিক্রম করিব, জ্বলন্ত সূর্য্য উদয়গিরি হইতে অস্তাচলে উপস্থিত না হইতে তাঁহার সন্নিহিত হইব। এবং পুনর্ব্বার ভূমিস্পর্শ না করিয়া ভীমবেগে ফিরিব; আমি গগনের গ্রহনক্ষত্র সকল উল্লঙ্ঘন, সাগর শোষণ, পৃথিবী বিদারণ ও পর্ব্বত নিষ্পেষণ করিব। আমার গমনবেগে বৃক্ষলতার নানা প্রকার পুষ্প অনুসরণ করিবে এবং ব্যোম মধ্যে ছায়াপথের ন্যায় আমারও পথ দৃষ্ট হইবে। অতঃপর দেখাইব, আমি অসীম আকাশে কখন উত্থিত

হইতেছি, এবং কখন বা পড়িতেছি। আমার আকার মহামেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড; দেখিবে আমি যেন, গগনতল গ্রাস করিয়া যাইতেছি, এবং মেঘজাল ছিন্নভিন্ন করিতেছি। মহাবীর গরুড় ও বায়ুর যে শক্তি, আমারও তাহাই; সুতরাং ঐ দুই জন ব্যতীত আমার অনুসরণ করে, এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না। আমি মেঘমধ্যে তড়িতের ন্যায় ঝটিতি এই আলম্বনশূন্য আকাশে বিস্তীর্ণ হইব। সাগর লঙ্ঘনকালে আমার রূপ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুরই অনুরূপ হইবে। বানরগণ! এক্ষণে হৃষ্ট হও, আমি বুদ্ধিবলে দেখিতেছি, এবং অনুমানও করি, নিশ্চয়ই জানকীরে নিরীক্ষণ করিব। আমার বেগ অতি অদ্ভুত; শত যোজন কি, আমি অযুত যোজনও যাইতে পারি। দেখিবে, আমি বজ্রধর ইন্দ্র বা ব্রহ্মার হস্ত হইতে অমৃত বীরদর্পে এই স্থানে অনিব, কিম্বা লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক গমন করিব।

মহাবীর হনূমান এইরূপ গর্জ্জন করিতেছেন, বানরের বিস্মিয়োৎফুল্ললোচনে হৃষ্ট মনে উহাকে দেখিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উহার এইরূপ শোকনাশন বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই আমাদিগের দুঃখ সমুদয় দূর কয়িয়া দিলে। এক্ষণে এই সমস্ত তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বানর, মিলিত হইয়া তোমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিবে। তুমি ঋষিগণের প্রসাদে ও আমাদিগের আশীর্বাদে সমুদ্র লঙ্গন কর। তুমি যাবৎ না আসিবে, আমরা একপদে দাঁড়াইয়া

থাকিব। দেখ, তোমার গমনেই আমাদিগের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

অনন্তর মহাবীর হনূমান কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে মহেন্দ্র পর্বত; উহার শিখর সকল সুদৃঢ় ও বৃহৎ; ধাতুরাগে রঞ্জিত পক্ষে পরিপূর্ণ আছে; এক্ষণে উহাই লক্ষ প্রদানের সময় আমার বেগ ধারণ করিবে। এই বলিয়া তিনি ঐ পর্বতে আরোহণ করিলেন। উহার ইতস্তত নানা প্রকার পশু পক্ষী; মৃগেরা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে; চতুর্দিকে ফলপুষ্প লতাজাল ও প্রস্রবণ: সিংহ, ব্যাঘ্র, ও মত্ত হস্তী সকল যূথে যুথে যাইতেছে এবং বিহঙ্গের সঙ্গীত করিতেছে। মহাবল হনূমান ঐ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার ভুজবলে নিপীড়িত হইয়া সিংহ সমাক্রান্ত মতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সর্বত্র মৃগ পক্ষী সশঙ্কিত, প্রস্তরস্তূপ প্রক্ষিপ্ত এবং বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। পানাসক্ত গন্ধর্বমিথুন ও বিদ্যাধরগণ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। বিহঙ্গেরা উড্ডীন হইতে লাগিল; উরগগণ গর্তমধ্যে লীন হইল; অনেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া পর্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন করিল। ঋষিগণ ভীত হইয়া নিবিড় অরণ্যে অবসন্ন সার্থশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনূমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে লঙ্কা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড সম্পূর্ণ

বাল্মীকি রামায়ণ

সুন্দরকাণ্ড

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৈদ্যুতিন সংস্করণ

শিশির শুভ্র

ফেব্রুয়ারি ২০২২

সুন্দরকাণ্ড সূচিপত্র

১ম সর্গ

মহেন্দ্র পর্বত বর্ণন, হনুমানের লক্ষ প্রদান, মৈনাকের উপাখ্যান, হনূমান সুরসা সংবাদ, সিংহিকার উপাখ্যান, হনুমানের সমুদ্র পার ও লম্ব পর্বত অবতরণ

অনন্তর মহাবীর হনূমান জানকীর উদ্দেশে ব্যোমপথে যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি এই দুস্কর কর্ম্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য গ্রীবা ও মস্তক উত্তোলন করিয়া, বৃষভের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সলিলশ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবল, গর্বিত সিংহের ন্যায় মৃগ সকল দলিত এবং বক্ষের আঘাতে পাদপদল ভগ্ন করিয়া, পক্ষিগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্বতে নানারূপ ধাতু, তৎসমুদায় স্বভাবজাত ও নির্ম্মল, ইতস্তত নীল রক্ত ও পাটল রাগ বিস্তার করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্বগণ উজ্জ্বলবেশে নিরন্তর রহিয়াছেন। হনূমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, হ্রদমধ্যস্থ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সূর্য্য, ইন্দ্র, স্বয়ম্ভু, বায়ু, ও ভূতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পূর্বক পিতা পবনকে পশ্চিমাস্যে বন্দনা করিলেন, এবং রামের অভ্যুদয়কামনায় পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরগণ চতুর্দিক হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উহাঁকে দেখিতে লাগিল।

ঐ মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দেহ অতিপ্রমাণ; তিনি করচরণে পর্বতকে সুদৃঢ়রূপ ধারণ করিলেন। গিরিবর মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পুষ্প সকল পতিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত সুগন্ধি পুষ্প সর্বত্র সমাকীর্ণ হওয়াতে পর্বত যেন পুষ্পময় হইয়া গেল। তৎকালে হনূমান বল প্রকাশ পূর্বক ক্রমশ উহাকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন; মহেন্দ্র মদমত্ত মাতঙ্গবৎ জলধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। উহার কোন স্থানে স্বর্ণের প্রভা, কোথাও রজতের আভা এবং কোথাও বা কম্বলের কৃষ্ণকান্তি; কিন্তু ঐ প্রবল জলস্রোতে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলা স্খলিত হইতে লাগিল; সুতরাং শৈল জ্বালাকরাল বহ্নির ধূমশিখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। গহ্বরস্থ জীবজন্তুগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; উরগগণ স্বস্তিকচিহ্নিত স্থূল ফনমণ্ডল উত্তোলন করিয়া, ক্রোধভরে ঘোর অনল উদ্‌গার পূর্বক অনবরত শিলা দংশন করিতে লাগিল। শিলা সকল ঐ বিষাক্ত সর্পভুণ্ডে খণ্ড খণ্ড হইয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তথায় যে সমস্ত ওষধি ছিল, বিষঘ্ন হইলেও তৎসমুদায় আর বিষের উপশম করিতে পারিল না।

অনন্তর মহর্ষিগণ অকস্মাৎ এই লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি ব্রহ্মরাক্ষসের এই পর্বত বিদীর্ণ করিতেছে। এই ভাবিয়া সকলে ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিদ্যাধরগণ পানভূমিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণকমণ্ডলু; স্বাদু লেহন দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্ষভ চর্ম্ম, ও স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ পরিত্যাগ পূর্বক প্রমদাগণের সহিত ভীতমনে ধাবমান হইলেন। রমণীগণ হার নূপুর ও কেয়ূর ধারণ পূর্বক, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে বেশ রচনা করিয়া, মদরাগ লোহিত লোচনে বিহার করিতেছিল। ইত্যবসরে উহারা সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া, স্ব স্ব নায়কের সহিত গগনমার্গে আরোহণ পূর্বক হর্ষ ও বিস্ময়ভরে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া পরস্পর এই প্রকার জল্পনা আরম্ভ করিলেন, এই পর্বতপ্রমাণ মহাবীর হনূমান মহাবেগে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। ইনি রামের ও বানরগণের শুভসঙ্কল্পে অতি দুষ্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অপার সমুদ্র অনায়াসে পার হইবেন।

তখন বিদ্যাধরগণ মহর্ষিদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া, একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পর্বতোপরি হনূমানকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ঐ প্রদীপ্তপাবকতুল্য মহাবল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছেন, এবং সর্বাঙ্গের রোমস্পন্দন পূর্বক জলদগম্ভীর রবে গর্জন করিতেছেন। তাঁহার লাঙ্গূল অনুক্রমে বর্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন। তিনি লম্ফপ্রদান করিবার সঙ্কল্পে উহা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ পূর্বক পৃষ্ঠদেশে মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতে

লাগিলেন। বোধ হইল, যেন বিহগরাজ গরুড় একটী ভীষণ অজগরকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন।

অনন্তর এ মহাবীর, অর্গলাকার ভুজদণ্ড পর্বতের উপর দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন; পদযুগল সঙ্কুচিত করিয়া, ক্রোড় দেশে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চন করিয়া লইলেন, এবং গ্রীবা ও বাহুদ্বয় খর্ব করিয়া, তেজ ও বলবীর্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নিরন্তর ঊর্দ্ধে; তিনি হৃদয়ে প্রাণরোধ পূর্বক নিরবচ্ছিন্ন গমনপথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, এবং লক্ষপ্রদানের ইচ্ছায় কর্ণসঙ্কোচ করিয়া বানরগণকে কহিলেন, দেখ, আজ আমি রামের শরদণ্ডের ন্যায় বায়ুবেগে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিব। যদি তথায় জানকীর দর্শন না পাই, তবে এই বেগেই দেবলোকে উপস্থিত হইব। যদি সে স্থানেও কৃতকার্য্য না হই, তবে লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব।

এই বলিয়া ঐ মহাবীর, গরুড়ের ন্যায় বেগ প্রদর্শন পূর্বক অকাতরে লম্ফ প্রদান করিলেন। পর্বতস্থ বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা সঙ্কুচিত করিয়া, চতুর্দিক হইতে উহাঁর সহিত মহাবেগে উত্থিত হইল। বৃক্ষ সমূহে নানাপ্রকার পুষ্প, বিহঙ্গের উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। হনূমান গমনবেগে ঐ সকল বৃক্ষ সমভিব্যাহারে লইয়া নির্ম্মল ব্যোমপথে যাইতে লাগিলেন। তখন স্বজনগণ যেমন সুদুরগামী বন্ধুর এবং সৈন্যেরা যেমন নৃপতির অনুগমন করে, সেইরূপ শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল মুহূর্তকাল

উহাঁর অনুসরণ করিল। ঐ সময় পর্বতপ্রমাণ হনূমান পুষ্প অঙ্কুর ও কলিকায় সমাকীর্ণ হইয়া, খদ্যোতপরিবৃত শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সারবৎ বৃক্ষ সকল স্খলিতবেগে পুষ্পভার পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষচ্ছেদনভয়ে পর্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমগ্ন হইল, এবং পুষ্পরাশি লঘুত্ব বশত ক্রমশ আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। তখন, মহাসমুদ্র ঐ সমস্ত সুগন্ধি বিচিত্র পুষ্পে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া, বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘ ও নক্ষত্র খচিত আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইল। হনুমানের বাহুদ্বয় অম্বরতলে প্রসারিত, তৎকালে উহা গিরিবিবরনিঃসৃত পঞ্চমুখ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ বীর যেন তরঙ্গ সঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অসীম আকাশকে পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাহার নেত্রদ্বয় পিঙ্গল ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, উহা পর্বতোপরি প্রজ্জ্বলিত অনলবৎ প্রকাশিত হইতেছে, এবং পরিবেষভীষণ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, উহা রক্ত নাসিকা সংযোগে যেন সন্ধ্যারাগে ভাস্করের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল । উহাঁর লাঙ্গূল ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত, উহা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি ঐ লাঙ্গূলচক্রে বেষ্টিত হইয়া, জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত ভীমদর্শন হইলেন। উহাঁর কটিতট সম্যক লোহিত, সুতরাং পর্বত যেমন দলিত ধাতু দ্বারা শোভা পায়, তিনি সেইরূপই শোভিত হইলেন। উহার কক্ষ্যান্তরগত বায়ু

জলদৎ গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে। উল্কা যেরূপ উত্তর দিক হইতে নিঃসৃত হইয়া, গগনে লম্বরেখায় নিরীক্ষিত হয়, হনূমান ঐ সুদীর্ঘ লাঙ্গূল দ্বারা সেইরূপই দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার দেহ উর্দ্ধে এবং ছায়া সমুদ্রবক্ষে; সুতরাং তিনি বায়ুবেগপ্রেরিত নৌ-যানের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমুদ্রের যে যে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিলেন, সেই সকল স্থান উহার গতিবেগে উন্মত্তের ন্যায় অনবরত তরঙ্গ আস্ফালন করিতে লাগিল। তিনি শৈলবৎ বিশাল বক্ষে সাগরের উর্ম্মিজাল প্রতিহত করিয়া মহাবেগে যাইতেছেন। একে উহার দেহবায়ু নিতান্ত প্রবল, তাহাতে আবার মেঘবায়ু উত্থিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ গভীরনদী সমুদ্র যার পর নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। হনূমান গতিবেগে উহার বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সকল আকর্ষণ পূর্বক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে যেন পৃথক নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন। বোধ হইল, তৎকালে তিনি মেরুমন্দরাকার উর্ম্মিজাল একাদিক্রমে গণনা করিতেছেন। ঐ সমস্ত উর্ম্মি হনুমানের বেগে মেঘপথ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় জলদের ন্যায় সৃষ্ট হইল। তখন বস্ত্রাপকর্ষণে সমগ্র অবয়ব যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ সমুদ্রচর জীবজন্তুগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। উরগগণ ব্যোমমার্গে হনূমানকে গমন করিতে দেখিয়া, বিহগরাজ গরুড় বোধে যারপর নাই ভীত হইল। ঐ মহাবীরের ছায়া দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, বেগ প্রভাবে উহা অতি সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। ছায়া সততই তাঁহার অনুগামিনী, উহা সমুদবক্ষে

নিপতিত হইয়া স্বচ্ছ মেঘশ্রেণীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি নিরবলম্ব আকাশে সপক্ষ পর্বতবৎ যাইতেছেন। তাঁহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা নিঃসৃত হইয়া, সমুদ্রকে যেন পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ করিয়া তুলিল। ঐ মহাকায় মহাবল, নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণ পূর্বক কখন ভীমবেগ বায়ুর ন্যায় এবং কখন বা পক্ষিমার্গে গরুড়ের ন্যায় চলিয়াছেন। তিনি গতি প্রসঙ্গে একবার মেঘের অন্তরালে আবার বহির্ভাগে, সুতরাং তৎকালে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত, চন্দ্রের ন্যায় যার পর নাই শোভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও গন্ধর্বের হনূমানকে এই অদ্ভুত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব উত্তাপ দানে বিরত হইলেন। বায়ু স্নিগ্ধস্রোতে বহিতে লাগিলেন। নাগ যক্ষ ও রাক্ষসেরা ঐ মহাবীরকে অপরিশ্রান্ত দেখিয়া স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমুদ্র ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মান কামনায় ভাবিলেন, এক্ষণে যদি আমি এই কপিপ্রবীর হনূমানকে সাহায্য না করি, তবে নিশ্চয়ই লোকে আমার অযশ ঘোষণা করিবে। ইক্ষ্বাকুরাজ সগর আমাকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এই মহাবীর সেই ইক্ষ্বাকু বংশের পরম সহায়। এক্ষণে যাহাতে ইহাঁর শ্রান্তি দূর হয়, তাহাই আমার কর্তব্য হইতেছে। ইনি গতক্লম হইয়া, গন্তব্য পথের অবশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন।

সমুদ্র এইরূপ সুযুক্তি করিয়া, সলিলমগ্ন কনকময় মৈনাককে কহিলেন, মৈনাক! সুররাজ ইন্দ্র পাতলবাসী অসুরগণের সঞ্চাররোধ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অর্গলস্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও ঐ সকল দৃষ্টবীর্য্য দুরত্মাদিগের পুনরুত্থানে ব্যাঘাত দিবার জন্য অতলস্পর্শ পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরোধ করিয়াআছ। তোমার শক্তি অতীব অদ্ভুত। তুমি সর্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইতে পার। এক্ষণে এই জন্যই আমি তোমায় নিয়োগ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান কর। ঐ দেখ, কপিকেশরী মহাবীর হনূমান রামের কার্য্যসাধন সংকল্পে আকাশপথে ক্রমশঃ তোমার নিকটস্থ হইতেছেন। উনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত, অতএব তুমি সত্বরই উত্থিত হও।

অনন্তর গিরিবর মৈনাক সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া, সহসা বৃক্ষ লতার সহিত উত্থিত হইল। বোধ হইল, যেন খরতেজ ভাস্কর মেঘের আবরণ উন্মোচন পূর্বক উদিত হইলেন। ঐ পর্বতের চতুষ্পার্শ সাগরজলে বেষ্টিত, শিখর সকল স্বর্ণময় গগনস্পর্শী ও উজ্জ্বল এবং কিন্নর ও উরগে পরিপূর্ণ। তৎকালে উহার জ্যোতিতে অসিশ্যামল আকাশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন হনূমান মৈনাককে সহসা সম্মুখে উত্থিত দেখিয়া, লবণ সমুদ্রের মধ্যে বিঘ্ন বোধ করিলেন, এবং বায়ু যেমন মেঘকে অপসারিত করিয়া যায়, তদ্রূপ উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিলেন।

তদর্শনে গিরিবর মৈনাক উহার গমনবেগ অনুধাবন করিয়া, হর্ষভরে গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং মনুষ্যরূপ ধারণ এবং স্বীয় শিখরে আরোহণ পূর্বক প্রীতমনে কহিল, কপিরাজ! তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমার শিখরে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব কর। দেখ, রঘুবংশীয়েরা এই মহাসমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তুমি রামের হিতব্রতে দীক্ষিত, তদ্দর্শনে সমুদ্র তোমায় অর্চ্চনা করিতেছেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম্ম। তিনি তোমাকে পুজা করিবার জন্য আমাকে বহুমান পূর্বক নিয়োগ করিলেন; এবং কহিলেন, এই কপিপ্রবীর শত যোজন লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছেন। তিনি তোমার শিখরে ক্লান্তি দূর করিয়া, গন্তব্যশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন। বীর! এক্ষণে তুমি দাঁড়াও, এবং আমার শিখরে গতক্লম হইয়া যাও। এই স্থানে সুস্বাদু সুগন্ধি, কন্দ, মূল, ফল সুপ্রচুর রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ কর। তোমার সহিত আমার কোন একটা সম্বন্ধ আছে, তুমি ভুবনবিখ্যাত ও গুণবান; এই জীবলোকে যত বেগবান বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার কথা কি, সামান্য অতিথিকেও সৎকার করা বিজ্ঞ ধার্মিকের কর্তব্য হইতেছে। তুমি দেব প্রধান বায়ুর পুত্র এবং বেগে তাঁহারই অনুরূপ; সুতরাং তোমায় পুজা করিলে তিনিই সমাদৃত হইবেন। বীর! এক্ষণে যে কারণে তুমি আমার পূজনীয় হইতেছ, তাহার ও উল্লেখ করি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে পর্ব্বতসমূহের পক্ষ ছিল। উহারা গরুড়বৎ মহাবেগে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিত। তদ্দর্শনে দেবতা ও মহর্ষিগণ পর্ব্বতপাত আশঙ্কায় নিতান্তই ভীত হইয়া উঠেন।

অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, উহাদের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া, ক্রোধভরে আমার নিকটস্থ হইলেন। কিন্তু তৎকালে তোমার পিতা পবন আমায় আকাশে ভুলিয়া এই লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তিনি আমায় গোপন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার পক্ষ রক্ষা হয়। বীর! আমি এই জন্যই তোমায় সম্মান করিতেছি। তুমি আমার পরম মান্য, এবং তোমার সহিত এই আমার সম্বন্ধ। এক্ষণে প্রত্যুপকারের কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্নমনে আমাদিগের প্রীতি বন্ধন কর। বায়ুসম্পর্কে আমিও তোমার পূজ্য। আমি তোমায় দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। অতঃপর তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর।

তখন হনূমান কহিলেন, মৈনাক! আমি তোমার এই প্রার্থনায় একান্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গমাত্রেই আতিথ্য অনুষ্ঠিত হইল, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না। কার্য্যকাল আমাকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিতেছে, দিবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা এই, যে, শতযোজনের মধ্যে আমি কোন স্থানে কদাচ বিশ্রাম করিব না। যাহাই হউক, এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া, মহাবীর হনূমান

মৈনাককে স্পর্শমাত্র করিয়া, অপ্রতিহতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র ও শৈল সবহুমানে উহাঁকে নিরীক্ষণ পূর্বক সমুচিত বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর হনূমান ক্রমশঃ দূরতর আকাশে আরোহণ করিলেন, এবং মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ, ও মহর্ষিগণ এই দুষ্কর কার্য্য দর্শন করিয়া, উহাঁর সবিশেষ প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র মৈনাকের সদাচরণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিলেন মৈনাক! হনূমান ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইয়া, এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছেন। তুমি উহার শ্রান্তি নাশে সাহায্য করিয়াছ। ঐ মহাবীর রামের হিতেদ্দেশেই চলিয়াছেন, তুমি যথাশক্তি ইহার অর্চ্চনা করিয়াছ; এই কারণে আমি নিতান্তই প্রীত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন গিরিবর মৈনাক ইন্দ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া একান্ত পরিতুষ্ট হইল এবং উহার নিকট বর গ্রহণ পূর্বক পুনর্বার সাগর জলে প্রবেশ করিল।

অনন্তর সুর, সিদ্ধ, মহর্ষি, ও গন্ধর্বগণ নাগজননী তেজস্বিনী সুরসাকে পরম সমাদরে কহিলেন, দেবি! এই পবনকুমার শ্রীমান হনূমান সমুদ্র পার হইতেছেন। তুমি পর্বতাকার ঘোর রাক্ষসমূর্তি ধারণ পূর্বক পিঙ্গল চক্ষু ও বিকট দন্ত বিস্তার করিয়া, ক্ষণকালের জন্য ইহার গমনপথে

বিঘ্ন আচরণ কর। আমরা ঐ বীরের বল বীর্য্য জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেখিব, ইনি কোন কৌশলে তোমায় পরাজয় করেন, কি ভয়ে অবসন্ন হন।

তখন সুর ভীষণ বিরূপ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া, হনুমানের গতিরোধ পূর্ব্বক কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আজ আমি তোমায় ভক্ষণ করিব। এক্ষণে তুমি আমার এই আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও। এই বলিয়া সুসার মুখব্যাদান পূর্ব্বক হনুমানের নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন হনূমান প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, ভদ্রে! দশরথতনয় রাম, ভাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় রাক্ষসগণের সহিত উহার ঘোরতর শত্রুতা জন্মে। তিনি একদা কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ বল পূর্ব্বক উহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এক্ষণে আমি সেই রামের অনুজ্ঞাক্রমে যশস্বিনী জানকীর নিকট দূতস্বরূপ যাইতেছি। রাক্ষসি! চরাচর সমস্তই রামের অধিকার, তুমি তন্মধ্যে বাস করিয়া আছ, সুতরাং এ সময় তাহাকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। অথবা আমি সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকীরে দর্শন এবং রামকে তাঁহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। হনূমান এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

তখন কামরূপিণী সুরসা উহাঁর বলবীর্য্যের পরিচয় লইতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিল, দেখ, পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে কেহ আমার সম্মুখীন হইবে, আমি তাহাকে গ্রাস করিব। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, তবে আজ আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও। এই বলিয়া সহসা! মুখব্যাদান পূর্বক সহসা হনুমানের অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে হনূমান একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষসি! তবে তুমি আমার এই সুদীর্ঘ দেহের অনুরূপ মুখ বিস্তার কর। এই বলিয়া ঐ মহাবীর উহারই দেহপ্রমাণে স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসা বিশ যোজন মুখব্যাদান করিল। ঐ ঘোর মুখ মেঘাকার নরকসদৃশ ও রসনা করাল। তদ্দর্শনে হনূমান রোষে স্ফীত হইয়া ত্রিশ যোজন বর্ধিত হইলেন। সুরসা চত্বারিংশৎ যোজন মুখ বিস্তার করিল। হনূমান পঞ্চাশৎ যোজন দেহ বৃদ্ধি করিলেন; সুরসার মুখ ষষ্টি যোজন হইল। হনূমান সপ্ততি যোজন বর্দ্ধিত হইলেন; সুরসার মুখ অশীতি যোজন হইল। হনূমান নবতি যোজন দীর্ঘ হইলেন; সুরসার মুখও শত যোজন হইল।

অনন্তর মহাবীর হনূমান তৎক্ষণাৎ মেঘবৎ দেহ সংক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন, এবং সুরমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঝটিতি নিষ্ক্রমণ ও অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্বক কহিলেন, দাক্ষায়নি। আমি তোমার

আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলাম। এক্ষণে তোমায় নমস্কার, তোমার বর সত্য হইল, অতএব আমিও জানকীর উদ্দেশে চলিলাম।

তখন নাগজননী সুরসা উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হনূমানকে স্বীয় আস্যদেশ হইতে নির্গত দেখিয়া পূর্বরূপ ধারণ পূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি কার্য্যসাধনের জন্য যথায় ইচ্ছা যাও এবং রামের জানকী লাভে যত্নবান হও।

অনন্তর গগনবিহারী জীবগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া হনূমানকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনূমানও মহাবেগে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। মহাকাশ দূর হইতে দূরে বিস্তৃত; ইতস্ততঃ বিশাল জলদজাল সমস্ত শীতল রাখিয়াছে; বিহগগণ উড্ডীন নৃত্যগীতাচার্য্য গন্ধর্বেরা বিরাজ করিতেছেন। সুরধনু নানারগে রঞ্জিত, দিব্য বিমান সিংহব্যাঘ্র বাহনযোগে মহাবেগে গতায়াত করিতেছে। উহা অগ্নিকল্প কৃতপুণ্যের আশ্রয়স্থান। তথায় হব্যবাহী হুতাশন নিরন্তর জ্বলিতেছেন; চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং মহর্ষি, গন্ধর্ব, নাগ, ও যক্ষগণ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন । উহা সমস্ত বিশ্বের আধার ও একান্ত নির্ম্মল। উহার কোন স্থানে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এবং কোথাও বা করিবর ঐরাবত। উহা যেন জীবলোকের চন্দ্রাতপস্বরূপ প্রসারিত আছে। হনূমান ঐ ব্রহ্মনির্মিত বায়ুপথে মেঘজাল আকর্ষণ পূর্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সিংহিকা নাম্নী কোন এক কামরূপিণী রাক্ষসী ঐ কপিবীরকে দর্শন করিয়া মনে করিল, বুঝি বহুদিনের পর আজ আমার ভক্ষ্য লাভ হইবে। অদূরে ঐ একটি প্রকাণ্ড জীব আগমন করিতেছে, বুঝি ভাগ্যে উহা আমারই হস্তগত হইবে। সিংহিকা এই ভাবিয়া হনুমানের ছায়া গ্রহণ করিল। হনূমান সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, বায়ুর প্রতিস্রোতে যেমন সামুদ্রিক যানের গতিরোধ হয়, সেইরূপ এক্ষণে কেন আমার গতিরোধ হইয়া গেল? এই বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধাধোভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, লবণ সমুদ্রের মধ্য হইতে এক বিকটাকার রাক্ষসী উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে বুঝিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব যে, মহাকায় মহাবীর্য্য ছায়াগ্রাহী জীবের কথা কহিয়াছিলেন, ইহাই সেই জীব হইবে। ঐ ধীমান এইরূপ অনুমান করিয়া, বর্ষার মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

অনন্ত সিংহিকা আকাশ-পাতাল-প্রমাণ মুখ ব্যাদান করিয়া, জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং হনূমানকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে ধাবমান হইল। তৎকালে ঐ বজ্রকায় মহাবীর, রাক্ষসীর বিকট মুখ ও দেহপ্রমাণ দর্শন পূর্বক মর্ম্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে খর্বাকার হইয়া উহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন! তখন পর্বকালে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ রাক্ষসী উহাকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মহাবল হনূমানও উহার জঠরে

গিয়া সুতীক্ষ্ণ নখর প্রহারে মর্ম্মস্থান ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং ধৈর্য্য ও চাতুর্য্যে তাহাকে বধ করিয়া বায়ুবৎ মহাবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উহার আকার পূর্ববৎ হইল। নিশাচরী সিংহিকাও ছিন্নমর্ম্ম হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল।

পরে ব্যোমচর সিদ্ধ ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হনূমানকে কহিলেন, বীর! আজ তুমি অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ, তোমারই বলবীর্যে এই রাক্ষসী নিহত হইল। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে আপনার অভীষ্ট সাধন কর। দেখ, যাহার ধৈর্য্য, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও দক্ষতা তোমার অনুরূপ, তিনি কদাচ কোন বিষয়ে অবসন্ন হন না।

তখন মহাবীর হনূমান এইরূপ, সম্মানিত ও প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে সমুদ্রের পরপার; তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক শত যোজনের অন্তে বনশ্রেণী দর্শন করিলেন এবং গতি প্রসঙ্গে বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ, মলয় পর্বতের উপবন, সমুদ্রের কচ্ছদেশ, তত্রত্য বৃক্ষ ও লতা এবং নদীসমূহের সঙ্গমস্থান ক্রমশই দেখিতে পাইলেন। উহার দেহ মেঘাকার; যেন অম্বরকে নিরোধ করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে তিনি মনে করিলেন, রাক্ষসেরা আমার এই প্রকাণ্ড দেহ ও গতিবেগ নিরীক্ষণ করিলে, যার পর নাই কৌতুহলাক্রান্ত হইবে। হনূমান এইরূপ অনুমান করিয়া, আপনার পর্বতপ্রমাণ দেহ খর্ব করিলেন এবং মোহমুক্ত যোগীর ন্যায় পুনর্বার প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বোধ হইল,

যেন বলিবীর্য্যহারী ভগবান হরি ত্রিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর পূর্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সাগরতীরে লম্ব পর্বত, উহাঁর শিখর সকল রমনীয়; তথায় কেতক, উদ্দালক, ও নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। হনূমান স্ববিক্রমে ঐ ভুজঙ্গসঙ্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া, লম্ব পর্বতে পতিত হইলেন। মৃগপক্ষিগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। হনূমান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া, অমরাবতীর ন্যায় মহাপুরী লঙ্কা দেখিতে পাইলেন।

২য় সর্গ

লম্ব বা ত্রিকূট পর্বত বর্ণন, কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে হনুমানের চিন্তা, সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় বর্ণন

ঐ মহাবীর, শতযোন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র শ্রান্ত হন নাই। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতেছে না। তিনি অটলদেহে শোভমান। পরিমিত শত যোজন ত সামান্য, অপেক্ষাকৃত দূর পথ পর্য্যটনই উহার পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার হইতে পারে। তখন বৃক্ষসকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তিনি তদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্বতের অপর নাম ত্রিকুট, তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। হনূমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধুগন্ধি বন, এবং সুচারু তরুশ্রেণী। হনূমান একটি মধ্যপথ আশ্রয় পূর্বক লঙ্কার দিকে

গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিকুটে নানারূপ বৃক্ষ; দেবদারু, কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জুর, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার ও করবীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, এবং বিহঙ্গগণ শাখা প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কুজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়াপর্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনূমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। মহাপুরী লঙ্কা উংপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত। নিশাচরগণ সীতাপহরণ অবধি, রাবণের নিয়োগে, উহার রক্ষাবিধানার্থ ধনুর্ধারণ পূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ পুরী অতিশয় রমণীয়; উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ পুরী বহুপ্রযত্নে নির্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও

শলাস্ত্র। তখন দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রূপ হনূমান উহাকে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগনস্পর্শী; দৃষ্টিমাত্র যেমন কুবেরপুরী অলকার দ্বার বোধ হইয়া থাকে। তথায় গৃহ সকল যার পর নাই উচ্চ, বোধ হয়, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হনূমান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র, এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধব্যতীত ইহা অধিকার করা সুরগণেরও অসাধ্য হইবে। এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, রাম এ স্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি সুদূরপরাহত, এবং দান, ভেদ ও যুদ্ধেরও কোন সুবিধা দেখি না। বলিতে কি, হয় ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এস্থানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিত আছেন কি না? আমি তাঁহার দর্শন পাইলে পশ্চাৎ কিংকর্তব্য অবধারণ করিব।

পরে হনূমান গিরিশিখরে উপবেশন করিলেন এবং সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই লঙ্কার চতুর্দিক রাক্ষসসৈন্যে রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আমি এই আকারে ইহাতে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারি না। রাক্ষসগণ মহাবীর্য্য ও মহাবল। জানকীরে অনুসন্ধান করিবার জন্য উহাদিগকে বঞ্চনা করা

আমার আবশ্যক হইতেছে। সুতরাং আমি আজ রজনীযোগে দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে এই পুরীতে প্রবেশ করিব।

অনন্তর তিনি লঙ্কাকে সুরাসুরের অগম্য দেখিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি দুর্বৃত্ত রাবণের অসাক্ষাতে কিরূপে জানকীরে দেখিব। রামের কার্য্যনাশ কোনও মতে উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং আমি একাকী নির্জ্জনে কি প্রকারে সেই অনাথার দর্শন পাইব। দেখ, যে কার্য্য সিদ্ধপ্রায় হয়, তাহতের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দেশকালবিরোধী হইয়া, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্তব্যাকর্তব্য পক্ষে মন্ত্রণা স্থিরতর হইলেও দূতবৈগুণ্যে সম্পূর্ণ উপহত হইয়া থাকে। অতএব পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্য্যব্যাঘাতের মূল। এক্ষণে যে উপায়ে সংকল্পসিদ্ধ হয়, বুদ্ধিবৈপরীত্য না ঘটে, এবং সমুদ্রলঙ্ঘন ক্লেশও নিস্ফল হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। রাম রাবণের অনিষ্টাচরণে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু যদি রাক্ষসগণ আমায় দেখিতে পায়, তবে তাঁহারই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে। এক্ষণে আর কোনরূপ আকারের কথা দূরে থাক, আমি রাক্ষসরূপে ও আত্মগোপন করিয়া, লঙ্কায় রাক্ষসগণের অজ্ঞাতে তিষ্টিতে পারিব না। অধিক কি, বোধ হয় স্বয়ং পবনদেবও এস্থানে প্রচ্ছন্নচারণে সমর্থ নহেন। এই লঙ্কার মধ্যে রাক্ষসগণের অগৌচর কোন বিষয়ই সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং যদি আমি প্রকাশ্যরূপে থাকি, তবে আত্মনাশ, এবং প্রভুরও কার্য্যক্ষতি হইবে।

অতএব আজ রজনীযোগে খর্বাকার হইয়া পুরপ্রবেশ করিব, এবং উহার ইতস্ততঃ সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান পূর্বক জানকীরে দেখিব। হনূমান এইরূপ স্থির করিয়া সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন; নিশাকাল ও উপস্থিত। তখন হনূমান আপনার দেহ খর্ব করিয়া মার্জার প্রমাণ হইলেন। তাঁহার মূর্তি অতি অপূর্ব। তিনি ঐ প্রদোষকালে সত্বর; উত্থিত হইয়া রমণীয় লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরীর পথ সকল প্রশস্ত; সর্বত্র প্রামাদ; স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল; কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা অতল গৃহ; কুট্টিম সকল ও স্ফটিকে ভূষিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র কনকময় তোরণ। হনূমান ঐ গন্ধর্বনগরতুল্য পুরী নিরীক্ষণ করিয়া, একান্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং জানকী দর্শনের ঔৎসুক্যে যারপর নাই হৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসবে সহস্ররশ্মি ভগবান চন্দ্র জোৎস্নারূপ চন্দ্রাতপে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া, হনুমানের সাহায্যবিধানের জন্যই যেন উদিত হইলেন। তিনি শঙ্খধবল ক্ষীরবর্ণ ও মৃণালকান্তি; স্বয়ং তারকাগণমধ্যে বিরাজমান আছেন। হনূমান উহাকে অম্বরতলে উত্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, যেন সরোবরে রাজহংস সন্তরণ করিতেছে ।

৩য় সর্গ

লঙ্কা বর্ণন, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, হনূমান রাক্ষসী সংবাদ

অনন্তর ঐ ধীমান রাত্রিকালে একাকী সাহসে নির্ভর করিয়া, পুরপ্রবেশ করিলেন। লঙ্কা গগনস্পর্শী এবং মেঘাকার লম্ব পর্বতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে কানন সকল রমণীয়, জল স্বচ্ছ এবং প্রাসাদ শারদীয় অম্বুদের ন্যায় ধবল। তথায় রাক্ষসগণ ভীমরবে গর্জন করিতেছে। সামুদ্রিক বায়ু নিরন্তর বহমান হইতেছে দ্বারদেশে বৃহদাকার মত্ত হস্তী এবং চতুর্দিকে মহাবল রাক্ষসবল। এ নগরীকে দেখিলে যেন ভুজগভীষণ সুরক্ষিত পাতাল পুরী বলিয়া বোধ হয়। উহা বিদ্যুৎ ও মেঘে আবৃত এবং গ্রহনক্ষত্রেপূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে পতাকা কিঙ্কিণীরব বিস্তার পূর্বক উড্ডীন হইতেছে। দ্বার সকল কনকময়; দ্বারবেদি মরকতময় মণিমুক্তাস্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপানে শোভিত আছে। উহা অত্যন্তই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তথায় অত্যুৎকৃষ্ট সভাগৃহ উচ্চশিরে শোভা পাইতেছে। ইতস্তত ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বর, রাজহংসের সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থানে তূর্য্যধ্বনি, কোথাও বা ভূষণ রব। কপিকেশরী মহাবীর হনূমান সুসমৃদ্ধ লঙ্কা পুরী নিরীক্ষণ পূর্বক অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন পূর্বক নিরবচ্ছিন্ন এই পুরী রক্ষা করিতেছে, ইহার মধ্যে বলদর্পে প্রবেশ করিতে কাহারই

সাধ্য নাই; কিন্তু বলিতে কি, কুমুদ, অঙ্গদ, ও সুষেণ প্রভৃতি বীরগণ এই কার্য্য সহজেই পারিবেন। তৎকালে ঐ বীর, রাম ও লক্ষ্মণের বিক্রম স্মরণ পূর্বক হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। লঙ্কার সর্বত্র দীপালোক। বিমল জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করিতেছে; স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার; হনূমান উহা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসী পুরদ্বারে সহসা উহাঁকে নিরীক্ষণ করিল, এবং বিকৃতমুখে বিকটনেত্রে স্বয়ং উহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভৈরবনাদে কহিল, বানর! তুই কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্? সত্য বল, নচেৎ এই দণ্ডেই তোর প্রাণসংহার করিব। নিশাচরগণ এই নগরীর চতুর্দিক নিরন্তর রক্ষা করিতেছে, আজ তুই কোনমতে ইহাতে প্রবেশ করিতে পাইবি না।

তখন হনূমান ঐ সম্মুখবর্তিনী রাক্ষসীকে কহিলেন, দারুণে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিতেছ, আমি তাহা অবশ্যই কহিব। কিন্তু বল, তুমি কে? কি জন্য এই পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছ? এবং কেনই বা রোষাবেশে আমায় এইরূপ ভৎসনা করিতেছ?

কামরূপিণী লঙ্কা হনুমানের এই কথা শ্রবণ পূর্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোর ভাবে কহিতে লাগিল, বানরাধম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কিঙ্করী, এই নগরী রক্ষা করিতেছি। তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া আজ কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না। আমি স্বয়ং এই লঙ্কার

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; বলিতে কি, আজ তোরে আমার হস্তে নিহত হইয়া এখনই ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে।

তখন হনূমান লঙ্কাবিজয়ে সত্নবান এবং পর্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই প্রাকারবেষ্টিত তোরণসজ্জিত লঙ্কা। নিরীক্ষণ করিব, এবং ইহার বন, উপবন ও অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল স্বচক্ষে দেখিব, এই কৌতুহলেই এখানে আসিয়াছি।

তখন লঙ্কা রুক্ষস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, রে নির্বোধ! মহাপ্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন; সুতরাং আজ তুই আমাকে জয় না করিয়া, কখন ইহা দেখিতে পাইবি না। তখন হনূমান বিনীত বচনে কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই পুরী প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিব।

লঙ্কা হনুমানের এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, এবং ভীম রব পরিত্যাগ পূর্বক মহাবেগে উহাকে এক চপেটাঘাত করিল। তখন হনূমানও রোষে ঘোর গর্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বাম মুষ্টি উত্তোলন পূর্বক অনতিবেগে উহাকে প্রহার করিলেন। লঙ্কা স্ত্রীলোক, সুতরাং তৎকালে তিনি উহার প্রতি অতিমাত্র ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তখন নিশাচরী লঙ্কা হারবেগে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ বিকটাস্যে বিকৃতদৃশ্যে ভূতলে পড়িল। তন্দর্শনে হনূমান ও স্ত্রীবোধে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গদগদকণ্ঠে বিনীতচনে কহিতে লাগিল, বীর! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা কর; বীর পুরুষেরা কখন শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। আমি এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমিই আমাকে বলবীর্যে পরাজয় করিলে। যাহা হউক, অতঃপর আমি কোন একটি পূর্বকথার উল্লেখ করিতেছি শুন। একদা ভগবান স্বয়ম্ভু আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, রাক্ষসি! যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনই জানিও, নিশাচরগণের ভাগ্যে ভয় উপস্থিত। বীর! বুঝিলাম, আজ তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে। প্রজাপতির যেরূপ নির্বন্ধ, কদাচই তাহা খণ্ডন হইবার নহে। এক্ষণে এক জানকীর জন্য দুরাত্মা রাবণের এবং অন্যান্য রাক্ষগণের সর্বনাশ ঘটিল। এই পুরী অভিশাপে দূষিত হইয়া আছে, আজ তুমি স্বচ্ছন্দে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র সেই সতী সীতাকে অন্বেষণ কর।

৪র্থ সর্গ

হনুমানের পুর প্রবেশ, লঙ্কাপুরী বর্ণন

অনন্তর হনূমান রাত্রিযোগে অদ্বার দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্বক পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই অসম সাহসের কার্য্য দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি বিপক্ষ রাবণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ করিলেন। লঙ্কার রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ, হনূমান উহা আশ্রয় পূর্বক ক্রমশ গমন করিতে লাগিলেন। নগরীর কোথাও হাস্যের কোলাহল

উত্থিত হইতেছে, এবং কোথাও বা তূর্য্যনিনাদ; উহা রাক্ষসগণের গৃহসমূহে মেঘাবৃত গগনের ন্যায় নিরন্তর শোভিত হইতেছে। ঐ সমস্ত গৃহ সুধাধবল ও মাল্যশোভিত, এবং পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্মিত; উহাতে বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে, এবং হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে। হনূমান ঐ পুরী নিরীক্ষণ পূর্বক রামের কার্য্যসাধন উদ্দেশে ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে উহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সর্বাঙ্গ সুন্দরী প্রমদা সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া, মন্দ্র, মধ্য, ও তার স্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চীরব কোথাও নূপুরধ্বনি, এবং কোথাও বা সোপানশব্দ। এক স্থানে কেই করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ এবং কোথাও বা বেদ পাঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসগণ ঘোররবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর হনূমান গতিপ্রসঙ্গে এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, মধ্যম গুল্মে গুপ্তচর সকল দলবদ্ধ হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাযূট এবং কেহ বা মুণ্ডিত। অনেকে গোচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগম্বর, এবং কেহ বা বস্ত্রধারী!

ঐ সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে কেহ কুটাস্ত্র, কেহ মুদ্গর, কেহ দণ্ড, কেহ কুশমুষ্টি, কেহ অগ্নিকুণ্ড, কেহ কার্মুক, কেহ খড়্গা, কেহ শতঘ্নী, কেহ

মুসল, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ বজ্র, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপনী, কেহ পাশ এবং কেহ বা পরিঘ ধারণ করিয়া আছে। সকলের সর্বাঙ্গ বর্মে আবৃত। কাহারও বক্ষস্থলে একটামাত্র স্তনচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বর্ণ নানাপ্রকার; কেহ ভীমদর্শন কেহ চীরধারী, কেহ বিকলাঙ্গ এবং কেহ বা বামন। উহারা অতিস্থূল বা অতিকৃশ নহে, অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব নহে, এবং অতিগৌরব বা অতিকৃষ্ণও নহে। উহার বিরূপ ও বহুরূপ এবং সুরূপ ও সুতেজ। উহাদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপ। সকলে বিবিধ বেশভুষায় সজ্জিত আছে। কাহারও হস্তে ধ্বজদণ্ড এবং কাহারও বা পতাকা। উহারা স্বেচ্ছাচারে পরাঙ্মু নহে। হনূমান অন্তঃপুর সান্নিধ্যে এই সমস্ত রাবণ নির্দিষ্ট রক্ষক দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর ক্রমশঃ দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় অশ্বগণ হ্রেষারব করিতেছে; ইতস্ততঃ চতুর্দন্তশোভিত সুসজ্জিত শ্বেত হস্তী; কোন স্থানে রথ, যান, ও বিমান; মৃগপক্ষিগণ উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। ঐ দ্বার মহামূল্য মণিমুক্তায় খচিত, এবং রাজসৈন্য সুরক্ষিত আছে। উহার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাকার; কালাগুরু ও চন্দনের সৌরভ উহার সর্বত্র সুরভিত করিতেছে।

৫মে সর্গ

চন্দ্র বর্ণন, লঙ্কাপুরী বর্ণন

ঐ সময় ভগবান শশাঙ্ক গগনতলে যেন জ্যোৎস্নাজাল উদ্‌গার করিতেছিলেন। তিনি শঙ্খধবল ও মৃণালবর্ণ; উহার চতুর্দ্দিক তারকাকে বেষ্টিত আছে; তিনি গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের ন্যায় ব্যোমে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলের দুঃখসন্তাপ দূর হইয়া গেল, মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, এবং জীবলোক আলোকে রঞ্জিত হইতে লাগিল। যে ঐ গিরিবর মন্দরে, প্রদোষে সাগরে, এবং দিবসে কমলবনে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রিয়দর্শন নিশাকরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হংস যেমন রৌপ্য পিঞ্জরে, সিংহ যেমন গিরিগুহায়, এবং বীর যেমন গর্ব্বিত কুঞ্জরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ্র গগনপথে নিরীক্ষিত হইলেন। উহার অঙ্কদেশে পূর্ণ কলঙ্ক, সুতরাং তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় এবং উচ্চশিখর শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। সূর্য্যের জ্যোতিসঞ্চারে উহার নৈসর্গিক অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি স্বয়ং প্রকাশ সম্পন্ন হইয়া, শিলাতলে সিংহের ন্যায়, রণস্থলে মাতঙ্গের ন্যায়, এবং স্বরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনতলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রদোষশ্রী প্রাদুর্ভূত হইল; রমণীগণের প্রণয়কোপ দূর হইয়া গেল, এবং রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দিকে সুমধুর বীণারব;

কামিনীরা প্রিয়তমকে আলিঙ্গন পূর্বক শয়ন করিয়াছে, এবং রজনীচর হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

এদিকে মহাবীর হনূমান গমনকালে দেখিলেন, কোন স্থানে পানগোষ্ঠীর কোলাহল হইতেছে, কোথাও বিবিধ যান, অশ্ব ও স্বর্ণাসন এবং কোথাও বা বীরদর্প। কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতেছে। কোন বীর বাহ্বাস্ফোটনে ব্যস্ত, এবং কেহ বা অনবরত বক্ষ আস্ফালন করিতেছে। কোন নায়ক প্রেয়সীর কোমল অঙ্গে করন্যাস, এবং কেহ বা বেশবিন্যাস করিতেছে। কেহ অঙ্গরাগ রচনায় উন্মত্ত; কেহ রুচির মুখে নিরবচ্ছিন্ন হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ শরাসন আকর্ষণে নিযুক্ত, এবং কেহ ক্রোধভরে হ্রদমধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। কোন স্থানে বৃহদাকার মাতঙ্গের গর্জ্জন; কোথাও বা সাধুসকল একত্র উপবিষ্ট আছেন। হনূমান এই সকল দর্শন করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ মধুরভাষী ও আস্তিক। উহাদিগের নাম সুমধূর ও সুশ্রাব্য; উহারা জগতের প্রধান; ইহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার বেশবিন্যাস করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ যদিও বিরূপ, কিন্তু বেশসৌষ্ঠবে মুরূপবৎ শোভা পাইতেছে। উহারা গুণবান এবং গুণানুরূপ কার্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহাদিগের পরিণীত পত্নী সকল শুদ্ধস্বভাব মহানুভাব পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত। ঐ সমস্ত স্ত্রী উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে নিরন্তর সজ্জিত হইয়া,

সৌন্দর্য্যে তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তাহারা একান্ত লজ্জাশীল; তন্মধ্যে কেই হর্ম্যতলে এবং কেহ বা প্রিয়তমের অঙ্কদেশে মনের উল্লাসে উপবিষ্ট আছে। উহারা ভর্তার মনোনীত ও ভর্তৃসেবায় নিযুক্ত। উহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়শূন্য, কেহ স্বর্ণবর্ণ এবং কাহারও বা কান্তি শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জ্বল। কেহ প্রিয় বিরহে উৎকণ্ঠিত, কেহ প্রিয়সমাগমে পুলকিত আছে। সকলের মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং সকলেরই পক্ষশোভী নেত্রকিছু বক্র। ঐ সমস্ত রমণী পুষ্পমালো সুশোভিত আছে। উহাদিগের ভূষণজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছে। মহাবীর হনূমান উহাদিগকে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কুসুমিত সুজাত লতার স্থায় সুশোভন সীতার সন্দর্শন পাইলেন না। সীতা ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন তিনি একান্ত পতিপরায়ণা; হৃদয়ে রামকে নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন। তিনি সমস্ত রমণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিরহতাপ তাঁহাকে একান্তই ক্লিষ্ট করিতেছে। তাঁহার বাক্য বাম্পভরে গদগদ; তিনি যে কণ্ঠে রুচির আভরণ ধারণ করিতেন, এখন তাহা শূন্য রহিয়াছে । সেই রামমনোহারিণী কামিনী বনবিহারিণী ময়ূরীর কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধুলিধূষরিত কনকরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপন্ন শরচিহ্নের ন্যায় এবং বায়ুভরে ভগ্ন স্বর্ণযষ্টির ন্যায় সুদৃশ্য। হনূমান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে কর্ম্মণ্য বোধে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

৬ষ্ঠ সর্গ

রাবণের প্রাসাদ বর্ণন

অনন্তর তিনি সপ্ততল প্রাসাদে ত্বরিতপদে বিচরণ করিতে করিতে অদুরে রাবণের আলয় দেখিতে পাইলেন। উহা রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে বেষ্টিত; মৃগরাজ সিংহ যেমন মহারণ্যকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমরূপ রাক্ষসেরা ঐ দিব্য নিকেতন নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যখচিত কনকচিত্রিত বিচিত্র তোরণ এবং বিস্তীর্ণ, কক্ষ্যা, ইতস্তত গজারোহী মহামাত্র, শ্রমসুপটু বীর এবং দুর্নিবার অদৃষ্ট হইতেছে। রথ সকল দ্বিরদদন্ত স্বর্ণ ও রজতের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া, ঘর্ঘর রবে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ গৃহ বহুরত্নপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট আসনে সুসজ্জিত। তথায় মহারথগণ বাস করিতেছেন। উহার সর্বত্র দৃশ্য পদার্থ অতি সুন্দর; মৃগপক্ষিরা অনবরত কলরব করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দণ্ডায়মান; সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর নিরন্তর আমোদ প্রমোণ করিতেছে। উহাদের ভূষণরবে সমস্ত গৃহ মুখরিত। তথায় রাজব্যবহার্য্য উপকরণ সমুদায় সঞ্চিত আছে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ, মহারণ্যে সিংহ যেমন অবস্থান করে, তদ্রূপ মহাজনেরা তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। উহার কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও ভেরীরব, এবং কোথাও বা মৃদঙ্গধ্বনি। ঐ স্থানে নিশাচরগণ প্রতিপর্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে, এবং দেবতারা প্রতিনিয়ত পূজিত হইতেছেন। ঐ গৃহ সমুদ্রের

ন্যায় গম্ভীর, এবং সমুদ্রবৎ ঘোররবে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। উহা নানারূপ পরিচ্ছদ এবং নানারূপ রত্নে পরিপুর্ণ; মহাবীর হনূমান ঐ দিব্য নিকেতন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহাকে লঙ্কার অলঙ্কার মনে করিলেন।

অনন্তর তিনি উহার প্রাকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, গৃহের পর গৃহ ও উদ্যান সকল অশঙ্কিত মনে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নিশাচর প্রহস্তের আলয়ে মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে মহাপার্শ্বের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিদুৎমালী, বহুদংষ্ট্র, শুক, সারণ ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, সাদি, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, ও রক্তাক্ষ প্রভৃতি বীরগণের গৃহে অনুক্রমে গমন করিলেন। ঐ সমস্ত নিশাচর অতিশয় ধনবান, হনূমান পর্য্যটন প্রসঙ্গে উহাদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন। অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; তিনি অন্যান্য সকলের গৃহ অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়না রাক্ষসী এবং মহাকায় রাক্ষস শূল, মূদ্গর, শক্তি, ও তোমর ধারণ পূর্ব্বক পর্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। উহার কোথাও বিচিত্রবর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্ব এবং কোথাও বা সুদৃশ্য ও সৎকুলজাত হস্তী। ঐ সকল দুর্দান্ত হস্তীর গণ্ডযুগল হইতে

নিরবচ্ছিন্ন মদধারা প্রবাহিত হওয়াতে, উহারা বর্ষণশীল মেঘ ও উৎসশোভী পর্বতের ন্যায় সৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বিক্রম ঐরাবতের অনুরূপ; উহা মেঘগম্ভীর রবে গর্জ্জন পূর্বক শত্রুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন এবং প্রতিপক্ষ মাতঙ্গকে পরাস্ত করিয়া থাকে।

ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সেনা সুসজ্জিত; কোথাও স্বর্ণজালজড়িত তরুণসূর্য্যকান্তি নানারূপ শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহ, কোথাও রতিগৃহ, এবং কোথাও বা দিনবিহারগৃহ। উহার এক স্থানে চিত্রশালা, অন্যত্র দারুনির্মিত ক্রীড়াপর্বত শোভা পাইতেছে। ঐ সুন্দর গৃহ অচলরাজ মান্দরবৎ দৃশ্যমান। উহার স্থানে স্থানে ময়ূরের বাসযষ্টি ও ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত আছে; কেথাও অনন্ত রত্ন ও নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে। ধীর পুরুষেরা নিধিরক্ষার্থ মহিষাদি বলি প্রদান করিতেছে। ঐ দিব্য নিকেতন সুসমৃদ্ধ বলিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরের গৃহবৎ অনুমান হইয়া থাকে। উহা রত্নের কিরণচ্ছটা এবং রাবণের তেজে যেন সূর্য্যপ্রভা বিস্তার করিতেছে। ঐ গৃহে ভোজন পাত্র মণিময় ও পর্য্যঙ্ক ও আসন স্বর্ণময়। উহা মদজলে নিরন্তর পঙ্কিল হইয়া আছে; কামিনীগণের কাঞ্চীরব, নুপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে সততই ধ্বনিত হইতেছে। উহার প্রাসাদ সকল ঘনসন্নিবেশে শোভিত, এবং কক্ষা সকল সুবিস্তীর্ণ।

৭ম সর্গ

রাবণের গৃহ ও পুষ্পক রথ বর্ণন

হনূমান দেখিলেন, রাবণের গৃহ মরকতখচিত স্বর্ণময় গবাক্ষে বিদ্যুৎমণ্ডিত বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা প্রশস্ত শঙ্খ ও অস্ত্রে পরিপূর্ণ; উহার উপরিভাগে একটি বিস্তীর্ণ মনোহর শিয়োগৃহ নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সর্বদোষশূন্য সুসমৃদ্ধ নিকেতন সুরাসুরেরও প্রশংসনীয়; রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্যে ইহা অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ আর লাই। ইহা বহুপ্রযত্নে নির্মিত, যেন দানবশিল্পী ময় মায়া বলে প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একটী গৃহ আছে; তাহার আর উপমা নাই। ঐ গৃহ বিস্তীর্ণ মেঘাকার, গগণচারী হংসবাহন দুরচিত বিমানের ন্যায় সুদর্শন; দেখিলে বোধ হয় যেন, ভূতলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। উহার রত্নখচিত সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল এবং রাজপ্রভাবের অনুরূপ। ঐ স্থানে নানারূপ বৃক্ষ পুষ্পস্তবক শোভিত আছে; ঐ সমস্ত পুষ্পের পরাগ বায়ুভরে সর্বত্র উড্ডীন হইতেছে। তথায় মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় কামিনী সকল বিরাজমান, এবং রাবণের পুষ্পক রথও শোভমান আছে। ঐ রথ ধাতুচিত্রিত শৈল শিখরের ন্যায়, নক্ষত্র খচিত নভোমণ্ডলের ন্যায়, এবং নানারাগলাঞ্ছিত মেঘের ন্যায় সুদৃশ্য । উহার শূন্য স্থান স্বর্ণপর্বতে পূর্ণ, পর্বত বৃক্ষে সমাকীর্ণ, বৃক্ষ পুষ্প অলঙ্কৃত, এবং পুষ্পও দল ও কেসরে শোভিত আছে। ঐ রথে শ্বেতকান্তি

গৃহ, প্রফুল্লসরোজ সরোবর, এবং বিচিত্র বন দৃষ্ট হইতেছে। উহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ, এবং জীবিতবৎ তুরঙ্গ শোভা পাইতেছে। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বক্র, উহাতে রত্নময় পুষ্প খোদিত রহিয়াছে। হস্তী সকল যেন ব্যস্ত সমস্ত; উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপত্র। কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজ করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ এইরূপ নানারূপ উপকরণে সজ্জিত; উহা গুহাশোভিত গিরি ও বসন্তকালীন চারুকোটর তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয়; মহাবীর হনূমান ঐ গৃহ দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূজ্যস্বভাব, বিনীত নীতিনিষ্ঠ রামের গুণানুরাগিণী দুঃখিনী জানকীরে না দেখিয়া অত্যন্তই কাতর হইলেন।

৮ম সর্গ

পুষ্পক রথের গুণ বর্ণন

অনন্তর ধীমান হনূমান ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার পুষ্পক রথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহা মণিরত্ন খচিত স্বর্ণগবাক্ষশোভিত এবং রমণীয় প্রতিমূর্তিতে সুসজ্জিত; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ রথ ব্যোমমার্গে উত্থিত হইয়া সূর্য্যের গমনাগমন পথপর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। উহার

সমস্ত অংশ প্রযত্ননির্মিত এবং সমস্তই মহামূল্য। উহার মধ্যে যেরূপ রচনানৈপুণ্য আছে, দেববিমানেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার প্রত্যেক উপকরণ সবিশেষ গুণ সম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তপোলব্ধ বীর্য্যভাবে ঐ পুষ্পক অধিকার করিয়াছিলেন। উহা আরোহীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহতগমনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ রথের নির্মাণ প্রণালী নিতান্ত বিস্ময়কর; উহা নানাস্থানসঞ্চিত নানারূপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত হইয়াছে। পুষ্পক বায়ুবেগমী এবং অকৃতপুণ্যের একান্ত দুর্লভ; যাহারা সুসমৃদ্ধ যশস্বী ও সুখী, উহা কেবল তাহাদিগকেই বহন করিয়া থাকে। উহা গতি বিশেষ অবলম্বন পূর্বক আকাশের স্থানবিশেষে গমন করিতে পারে। উহাতে নানারূপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দৃষ্ট হয়। উহা বহুসংখ্য গৃহে পূর্ণ এবং গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু রাত্রিচর ভূতগণ বিঘূর্ণিত ও নির্নিমেষ লোচনে উহাকে বহন করিয়া থাকে। উহা বসন্তের পুষ্পবৎ চারুদর্শন এবং বসন্ত অপেক্ষা ও সুন্দর।

৯ম সর্গ

রাবণের বাসগৃহ বর্ণন, পুষ্পক রথের ইতিবৃত্ত, হনুমানের পুষ্পক রথারোহণ, রাবণের শয়ন গৃহ বর্ণন

অনন্তর হনূমান ঐ জনসাধারণ গৃহের মধ্যে আর একটা গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় রাক্ষসরাজ রাবণ বাস করিয়া আছেন। ঐ গৃহ বহুসংখ্য প্রাসাদে বিভক্ত, অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ, ও এক যোজন দীর্ঘ।

হনূমান আকর্ণলোচনা সীতার অন্বেষণ-প্রসঙ্গে উহার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রাবণের বাসগৃহ একান্ত প্রশস্ত; উহার স্থানে স্থানে ত্রিদন্তসারী চতুর্দন্তমণ্ডিত মাতঙ্গেরা শোভমান; রক্ষকগণ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্বক উহার সর্বত্র নিরন্তর রক্ষা করিতছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষসী পত্নী এবং বীর্য্যসমাহৃত রাজকন্যাগণ বিরাজমান। ঐ গৃহকে দেখিলে যেন, তরঙ্গসঙ্কুল নক্রকুম্ভীরভীষণ তিমিঙ্গিলপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় নিতান্ত গম্ভীর বোধ হইয়া থাকে। যক্ষরাজ কুবেরের যে শোভা, চন্দ্রের মধ্যে যে শোভা, উহার মধ্যে তাহাই স্থিরভাবে নিয়তকাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কুবের, যম, ও বরুণের যেরূপ সমৃদ্ধি, রাবণের তদ্রূপ, বা তদপেক্ষাও অধিক হইবে। তাঁহার হর্ম্মের মধ্যস্থলে পুষ্পক রথ; পুষ্পকের নির্মাণবৈচিত্র দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সুরলোকে ব্রহ্মার নিমিত্ত ঐ দিব্য রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বহুরত্নখচিত; যক্ষাধিপতি কুবের তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্যে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া উহা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ দিব্য রথের স্তম্ভ সকল স্বর্ণময় ও সুরচিত, তদুপরি ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি খোদিত রহিয়াছে। রথ সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল; গগনস্পর্শী কূটাগার ও বিহারগৃহে শোভা পাইতেছে। উহা স্বর্ণময় সোপান, স্ফটিকময় গবাক্ষ এবং ইন্দ্রনীলময় বেদিসমূহে অলঙ্কৃত; মহামূল্য পদ্মরাগ এবং

নিরূপম মুক্তাস্তবকে খচিত আছে। উহার কুট্টিম সকল সুদৃশ্য এবং স্থানে স্থানে পবিত্রগন্ধী রক্তচন্দন অরুণরাগ বিস্তার করিতেছে।

তখন মহাবীর হনূমান ঐ তরুণসূর্য্য প্রকাশ পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন, এবং উহাতে উপবেশন পূর্বক অন্নপান সম্ভূত সর্বব্যাপী দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বায়ু স্বয়ংই যেন ঐ গন্ধসম্পর্কে গন্ধবৎ পদার্থের স্বরূপ লাভ করিয়াছেন। হনুমানের সর্বাঙ্গ সেই বায়ুসংসর্গে সুগন্ধি; তখন বন্ধু যেমন বন্ধুকে সেইরূপ তিনি তাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং কেবল ঐ গন্ধ দ্বারাই রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ অনুমান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ পূর্বক রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ একান্ত রমণীয়; উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ স্বর্ণময়, এবং কুট্টিম স্ফটিকময়, স্থানে স্থানে হস্তিদন্তনির্মিত প্রতিমূর্তি সকল শোভা পাইতেছে । চতুর্দিকে রচিত সরল ও সুদীর্ঘ স্তম্ভ; দেখিলে বোধ হয়, যেন ঐ দিব্য নিকেতন পক্ষসংযোগে গগনে উড্ডীম হইতেছে। উহার কুট্টিমতলে চতুষ্কোণ সুবিস্তীর্ণ চিত্র অস্তরণ, স্থানে স্থানে বিহঙ্গের হর্ষভরে কলরব করিতেছে। উহা হংসধবল ও অগুরুধূপে ধূম্রবর্ণ। উহা পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত বলিয়া বশিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় নানাবর্ণ রঞ্জিত আছে। ঐ গৃহে দৃষ্টিপাতমাত্র সকলেই উল্লসিত হয়। উহার প্রভায় লোকের কান্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে উহা জননীর ন্যায় রূপ,

রস প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দ্বারা হনুমানের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। তিনি ঐ দিব্য-গৃহ দর্শনে মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভূমি স্বর্গ, না বরুণাদি লোক, ইন্দ্রপুরী অমরাবতী না কোন গন্ধর্বের মায়া? দেখিলেন, স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপশিখা মহাধূর্তের কপটে পাশ ক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে। তৎকালে দীপালোক, রাবণের তেজ ও ভূষণজ্যোতিতে সমস্ত গৃহ যার পর নাই উজ্জ্বল রহিয়াছে।

তপায় বহুসংখ্য সুরূপা রমণী নানাবিধ বসন ভূষণ ও উৎকৃষ্ট মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া, চিত্র আস্তরণে শয়ন করিয়া আছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত; উহারা ক্রীড়াকৌতুকে বিরত হইয়া, পানভরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। উহাদের ভূষণশব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং সমস্ত গৃহ ভৃঙ্গরবশূন্য পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহাদের নেত্র মুদিত, মুখে পদ্মগন্ধ; ঐ সকল মুখশ্রী দিবসে বিকসিত এবং রাত্রিকালে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। তদৃষ্টে হনূমান এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি, মদমত্ত ভ্রমরেরা এই সমস্ত মুখ পদ্মবোধে নিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলত তৎকালে তিনি গুণগৌরবে উহাদের মুখ পদ্মেরই অনুরূপ বোধ করিতে লাগিলেন।

রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল রমণীতে পূর্ণ; সুতরাং উহা নক্ষত্রখচিত শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীসমূহে সততই পরিবৃত; তিনি তারকাবেষ্টিত শ্রীমান

শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত আছেন। তখন হনূমান রাজপত্নীগণকে দেখিয়া মনে করিলেন, পুণ্যক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্খলিত হয়, তাহারাই বুঝি এস্থলে মিলিত হইয়াছে। ফলত উহাদিগের রূপ লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা তারকারই অনুরূপ। পানপ্রমোদে উহাদের কেশপাশ আলুলিত ও অলঙ্কার শ্লথ হইয়াছে। সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন; কাহারও তিলক বিলুপ্ত, কাহারও নূপুর চরণচ্যুত, কাহারও হার পার্শ্বলম্বিত, কাহারও মুক্তাদাম ছিন্ন, কাহারও বসন স্খলিত, এবং কাহারও বা কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহারা আসবরসে অলস হইয়া, ভারবহনক্লান্ত বড়বার ন্যায় শয়ান। কোন রমণীয় কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও মদিত হইয়াছে। সকলেই অরণ্যে মাতঙ্গ দলিত পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রিয়দর্শন। কাহারও জ্যোৎস্না ধবল মুক্তাহার স্তনযুগলের মধ্যে স্তুপাকার হইয়া নিদ্রিত হংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের ন্যায়, এবং কাহারও বা স্বর্ণহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহারা নদীবৎ শোভিত; উহাদিগের জঘনস্থান পুলিন, কিঙ্কিণীজাল তরঙ্গ, মুখ কনকপদ্ম, এবং বিলাসই নকুকুম্ভীররূপে অনুমিত হইতেছে। কামিনীগণের মধ্যে কাহারও সুকুমার অঙ্গে এবং কাহারও বা গুনমণ্ডলে বিহারচিহ্ন ভূষণের ন্যায় শোভিত। কাহারও অঞ্চল মুখমারুতে চঞ্চল হইয়া বারংবার মুখেরই উপর পড়িতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন মুখমূলে স্বর্ণসূত্ররচিত নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর

কুণ্ডল শ্বাসপবনে মৃদু মন্দ আন্দোলিত। তৎকালে এ মধুগন্ধী স্বভাবসুরভি সুখকর নিশ্বাসবায়ু রাবণকে সেবা করিতেছে। কেহ নিদ্রাবেশে রাবণবোধ করিয়া পুনঃপুন স্বপত্নীর মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সকলেই রাবণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, এবং সকলেই পানসম্পর্কে হতজ্ঞান; সুতরাং ঐ স্বপত্নীও আবার উহাকে রাবণবোধে চুম্বন করিতেছে। কেহ বলয়মণ্ডিত ভুজলতা এবং রমণীয় বন উপধান করিয়া শয়ান; এক জন অন্যের বক্ষস্থলে মস্তক রাখিয়াছে; আর এক জনও আবার উহার বাহুমূলে আশ্রয় লইয়াছে; এক জন অন্যের ক্রোড়ে নিপতিত, আর এক জনও আবার উহার স্তনমণ্ডলের উপর নিদ্রিত। এইরূপে সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আশ্রয় পূর্বক ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহ সংস্পর্শে সুখী। উহারা ভূজসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হইয়া, মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন, লতা সকল বসন্তের প্রাদুর্ভাবে কুসুমিত, বায়ুভরে পরস্পর মালাকারে গ্রথিত, বক্ষের স্কন্ধে সংসক্ত এবং ভৃঙ্গসঙ্কুল হইয়া শোভিত আছে। তৎকালে কামিনীগণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া শয়ান, উহাদের অঙ্গ প্রত্যক্ষ ও বসন ভূষণের আর কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। রাবণ নিদ্রিত, সুতরাং প্রজ্জ্বলিত স্বর্ণ-প্রদীপ নির্ণিমেষলোচনে নির্ভয়েই যেন ঐ সমস্ত রমণীকে দেখিতেছে।

রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব ও রাক্ষসের কন্যা সকল উহার তদীয় শ্রীসৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া, স্মরাবেশে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে এক জানকী ব্যতীত কেহই অন্য পুরুষে অননুরাগিণী নহে। ঐ সকল রাজপত্নী সৎকুলোৎপন্ন ও রূপসম্পন্ন। উহারা রূপগুণে রাবণের একান্ত মনোহারিণী হইয়া আছে। তখন হনূমান এইরূপ অনুমান করিলেন, যদি রামের সহধর্মিণী এই সমস্ত রাজপত্নীর ন্যায় রাজভোগ্য হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে রাবণের পক্ষে একপ্রকার শ্রেয় ছিল; কিন্তু একান্ত পতিপরায়ণ, রাবণ মায়ারূপ ধারণ পূর্বক তাঁহাকে অতিক্লেশেই হরণ করিয়াছে।

১০ম সর্গ

রাবণের পর্য্যঙ্ক বর্ণন, হনুমানের রাবণ দর্শন, রাবণ ও রাবণের পত্নীগণ বর্ণন

পরে হনূমান শয়নগৃহের ইতস্তত দৃষ্টি প্রসারণ পূর্বক এক স্ফটিকনির্মিত বেদি নিরীক্ষণ করিলেন। উহা রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়, ভুলোকে উহার উপমা বিরল। ঐ বেদির উপর নীলকান্তময় পর্য্যাঙ্ক বিন্যস্ত রহিয়াছে। পর্য্যাঙ্কের পদ কল হস্তিদন্তরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত, সর্বোপরি মহামূল্য আস্তরণ অপূর্ব শোভা পাইতেছে। পর্য্যঙ্ক একান্ত উজ্জ্বল ও অশোক মাল্যে অলঙ্কৃত; উহার একদেশে একটি শশাঙ্কসদৃশ শত ছত্র

আছে; সর্বত্র যন্ত্রনির্মিত পুত্তলিকা কুচযুগল বাহুপাশে বেষ্টন, এবং কেহ বা অন্যকে আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রিত।

অনন্তর হনূমান ঐ সমস্ত কামিনীর মধ্যে রাবণের প্রিয় মহিষী মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ান, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত, আপনার সৌন্দর্য্যে যেন শয়নগৃহ শোভিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কনকগৌর; তিনি সমস্ত অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। হনূমান ঐ মন্দোদরীকে দেখিয়া উহার রূপ ও যৌবন প্রভাবে এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি ইনিই জানকী হইবেন।

তখন হনুমানের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইল, এবং মনের হর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শন পূর্বক কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন পুচ্ছচুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান, ও কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

১১শ সর্গ

রাবণের পানভূমি বর্ণনা, হনূমান কর্তৃক রাবণের অন্তঃপুর পর্য্যটন

অনন্তর হনূমান কপিবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক স্থিরভাবে ভাবিলেন, জানকী রামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনি যে এই বিরহদশায় পানাহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ভোগসুখে আসক্ত হইবেন, এরূপ কখন বোধ হয় না; বেশবিন্যাস তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্য ব্যক্তিকে, অধিক কি, সুররাজ ইন্দ্রকেও যে তিনি প্রার্থনা করিবেন, ইহাও বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ

হইতেছে না। রাম সর্বপ্রধান, দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তুল্যকক্ষ নাই। সুতরাং, এক্ষণে এই যে রমণীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয়, অন্য কেহ হইতে পারেন।

মহাবীর হনূমান এইরূপ অনুমান করিয়া, পানভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথায় কোন কামিনী পাশক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান, কেহ নৃত্য, কেহ গীতে ক্লান্ত, এবং কেহ বা অতিপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নবেশে কাহারও রূপবর্ণনা করিতেছে; কেহ গীতার্থ সুসঙ্গতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে; এবং কেহ বা দেশকাল সংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করিতেছে ঐ পানগৃহে বিবিধরূপ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত; মৃগ, মহিষ, ও বরাহমাংস স্তুপাকারে সঞ্চিত আছে। প্রশস্ত স্বর্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুটমাংস, দধিলবণসংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীনসমাংস, শূলপক্ক মৃগমাংস, নানারূপ কৃকল, ছাগ, অর্দ্ধভুক্ত শশক, এবং সুপক্ক একশল্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে আহৃত আছে। এক স্থানে বিবিধ লেহ্য ও পেয়, অন্যত্র লবণাম্লমিশ্রিত পূপ, এবং কোথাও বা নানারূপ ফলমূল দৃষ্ট হইতেছে। পানভূমি পুষ্পোপহারে সুরভিত এবং ঘনসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত; তৎকালে উহা অগ্নিসংযোগ ব্যতীতও যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। উহার কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণকলশ এবং কোথাও বা মণিময় ও স্ফটিক পানপাত্র। ঐ সমস্ত পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ আছে। সুরা শর্করা, মধু, পুষ্প, ও ফল হইতে উৎপন্ন, এবং

চুর্ণ গন্ধদ্রব্য সমূহে সুবাসিত। তথায় কোন পাত্রের মদ্য অর্দ্ধাবশিষ্ট, কোন পাত্রের সমস্তই নিঃশেষে পীত এবং কোন এককালে অস্পৃষ্ট আছে। তৎসমুদায় লোক ব্যবস্থাক্রমে প্রণালী পূর্বক স্থাপিত। তথায় বহুসংখ্য শয্যা লোকশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; কামিনীগণ পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বঙ্গ, এক জন অন্যের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্বারা আপনার সর্বাঙ্গ আবরণ পূর্বক নিদ্রিত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, মধুর মদ্য, এবং বিবিধ প্রকার মাল্য ও ধূপের গন্ধ হরণ পূর্বক প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে হনূমান ঐ অন্তঃপুরের সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্নীগণকে দেখিয়া ধর্মলোপভয়ে শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্রাবস্থায় পরস্ত্রীদর্শন অবশ্যই আমার দোষাবহ হইবে। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন পরনারী দেখি নাই; বিশেষত আজ এই পরদারপরায়ণ রাবণকেও নিরীক্ষণ করিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার পাপস্পর্শ হইবে। তিনি আরও ভাবিলেন, আমি এই স্থানে রাবণের পত্নীদিগকে অসঙ্কুচিত অবস্থায় দেখিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার ত কিছুমাত্র চিত্ত বিকার উপস্থিত হইল না। মনই পাপপুণ্যে ইন্দ্রিয়কে প্রবর্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মন অটল। আরও স্ত্রীজাতির মধ্যে স্ত্রীকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অনুদিষ্ট স্ত্রীলোককে কে কোথায় মৃগীর মধ্যে অন্বেষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে কদাচই আমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। আমি পবিত্র মনে এ স্থানে প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে এই

অন্তঃপুরের সকল স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না।

হনূমান দেবকন্যা ও নাগকন্যা সকল অবলোকন করিলেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে জানকীর উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অন্যত্র সীতার অন্বেষনার্থ প্রস্থান করিলেন।

১২শ সর্গ

সীতার দর্শন না পাইয়া হনুমানের আক্ষেপ

অনন্তক হনূমান তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই লঙ্কাপুরীর নানা স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে বোধ হয়, সাধ্বী সীতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষায় একান্ত যত্নবতী, হয় ত দুরাচার রাবণ তজ্জন্য ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে। রাবণের পত্নীগণ দীর্ঘাঙ্গী, উহাদের দৃশ্য বিকট এবং আস্য বিশাল, হয় তা জানকী ঐ সমস্ত রাক্ষসী মূর্তি নিরীক্ষণ পূর্বক ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হা! এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইবার উপায়ান্তর নাই! আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইল, এবং অন্বেষণের নিরূপিত কালও অতিক্রান্ত হইয়া গেল; অতঃপর সেই উগ্রস্বভাব সুগ্রীবের নিকট গমন করা আমার পক্ষে নিতান্তই দুষ্কর হইতেছে। আমি এই অন্তঃপুরের সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, রাবণের পত্নীদিগকে দেখিলাম, কিন্তু কোথাও

সেই পতিপ্রাণাকে পাইলাম না। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইল! আমি সমুদ্র পার হইলে, বৃদ্ধ জাম্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ আমায় কি বলিবেন! আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াই বা উহাদিগের নিকট কি প্রত্যুত্তর করিব। এক্ষণে অন্বেষণের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে, অতএব প্রয়োপবেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়। অথবা নিজের দেহ নষ্ট করা সুসঙ্গত নহে। উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্বচনীয় সুখ, উৎসাহ কার্য্য সম্পাদক, সুতরাং উৎসাহ অবলম্বন করা আমার উচিত হইতেছে । আমি পানগৃহ, পুষ্পগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভুমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান, এবং উদ্যান ও প্রসাদের মধ্যবর্ত্তী পথসকল অনুসন্ধান করিয়াছি, এক্ষণে যে সমস্ত স্থান দেখি নাই, তাহাই অম্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।

হনূমান এইরূপ অবধারণ পূর্বক লঙ্কার ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন উর্দ্ধে উত্থিত, কখন বা নিপতিত হইতে লাগিলেন; কখন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, কখন বা কয়েক পদ গমন করিলেন, কখন কোথাও দ্বাররোধ করিয়া দিলেন, কখন বা কোথাও দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। এইরূপে ঐ মহাবীর অন্তঃপুরের তিলার্দ্ধ ভূমিও দেখিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। চৈত্যবেদি, ভূবিবর ও সরোবর অনুসন্ধান করিলেন; বিকৃত বিরূপ নানারূপ রাক্ষসী, সর্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরী, এবং পূর্ণচন্দ্রাননা নাগকন্যা অবলোকন করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই পতিপ্রাণা

সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি বানরগণের উদ্যোগ ও সমুদ্রলঙ্ঘন বিফল দেখিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

১৩শ সর্গ

হনুমানের নানারূপ চিন্তা ও অশোকবনাতি মুখে গমন

অনন্তর হনূমান রাবণের অন্তঃপুর হইতে প্রকারে আরোহণ পূর্বক তড়িতের ন্যায় ঝটিতি কিয়দ্দূর গমন করিলেন। ভাবিলেন, আমি রামের শুভসংকল্পে এই লঙ্কার সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও জানকীর সন্দর্শন পাইলাম না। আমরা পৃথিবীর সরিৎ, সরোবর, ও দুর্গম পর্বত সকল পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে দেখিতে পাইলাম না। বিহগরাজ সম্পাতি কহিয়াছিলেন, এই লঙ্কাতেই জানকী আছেন, এ কথা কি মিথ্যা হইবে? রাবণ বল পূর্বক সীতাকে আনিয়াছে; সীতা এখন ত সম্পূর্ণ পরাধীন, তথাচ যে রাবণের ভোগ্যা হইবেন, ইহা সম্ভবপর হইতেছে না। বোধ হয়, দুরাত্মা রাবণ জানকীরে অপহরণ পূর্বক অপসরণকালে রামের সুতীক্ষ্ণ-শর-পাতে ভীত হইয়া, মহাবেগে গগনপথে উত্থিত হইয়াছিল, সেই সময় সীতা পথিমধ্যে উহার করভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন; অথবা তিনি ব্যোমমার্গ হইতে মহাসাগর নিরীক্ষণ পূর্বক স্ত্রীজনসুলভ ভয়েই বিনষ্ট হইয়াছেন; কি সেই সুকুমারী, রাবণের গমনবেগ ও বাহুপীড়নে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জানকী

রাবণের রথে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, গতিপথে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, বোধ হয়, তিনি রথ হইতে স্খলিত হইয়া ঐ গভীর জলে নিপতিত হইয়া থাকিবেন। না,--দুর্দান্ত রাবণ নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয়, সে ঐ অনাথাকে পাতিব্রত্য রক্ষায় যত্নবতী দেখিয়া, কুপিত মনে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাবণের পত্নীগণ অত্যন্ত দুষ্ট—স্বভাব, হয় ত তাহারাই সেই অসিতলোচনাকে গ্রাস করিয়া থাকিবে। হা! জানকী আর নাই। তিনি পপলাশলোচন রামের দুঃসহ বিরহ-তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারই মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বলিয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণান্ত করিয়াছেন। অথবা যদিও তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে পঞ্জরস্থ শারিকার ন্যায় এই স্থানে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছেন। সেই জনকনন্দিনী রামের সহধর্মিণী তিনি যে রাবণের বশবর্তিনী হইবেন কখনই এরূপ বোধ হয় না। হা! এক্ষণে আমি পত্নীগতপ্রাণ রামের নিকট গিয়া কি কহিব? জানকীরে দেখি নাই, কি দেখিয়াছি, অথবা তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন, এই সমস্ত কথার কোনটিই তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি কোন কথা বলি তাহাতে দোষ, যদি না বলি তাহাতেও দোষ। হা! এক্ষণে আমার গ্রহবৈগুণ্যে কি সঙ্কটই উপস্থিত হইল!

অনন্তর হনূমান পুনর্বার মনে করিলেন, যদি আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করি, তাহাতে আমার পুরুষার্থ কি? শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার শ্রম ও যত্ন ব্যর্থ হইল; লঙ্কা প্রবেশ, এবং নিশাচর দর্শনও নিষ্ফল হইয়া গেল। জানি না, এক্ষণে কিষ্কিন্ধায় গমন করিলে, সুগ্রীব আমায় কি বলিবেন! বানরগণ কি কহিবে! এবং সেই রাম ও লক্ষ্মণই বা কি কহিবেন! হা! যদি আমি রামকে গিয়া বলি, যে, জানকীরে কোথাও দেখিতে পাইলাম না, তবে তদণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই কথা নিতান্ত নিদারুণ, বলিতে কি, রাম শ্রবণ করিলে কোন ক্রমেই আর বাঁচিবেন না। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভক্তিপরায়ণ রামের মৃত্যু হইলে তিনিও নিশ্চয় মরিবেন। অনন্তর ভরত এই দুঃসংবাদে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এবং শত্রুঘ্ন ও উহার অনুগামী হইবেন। পরে দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রা পুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া শরীরপাত করিবেন। সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি উপকারী নামের বিয়োগদুঃখে ব্যাকুল হইয়া, কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। পরে রুমা পতিশোকে দুর্ম্মনা ও দীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। তারা একে বালির জন্য কাতরা আছেন, তাহাতে আবার সুগ্রীবের বিচ্ছেদ; তিনি এই অপ্রীতিকর ঘটনায় নিশ্চয়ই মরিবেন। কুমার অঙ্গদ জনক জননীর অদর্শন এবং সুগ্রীবের লোকান্তরগমন এই দুই কারণে দেহবিসর্জন করিবেন। অনন্তর বানরগণ প্রভুবিরহে কাতর হইয়া, মুষ্টিপ্রহার ও

চপেটাঘাতে স্ব স্ব মস্তক চূর্ণ করিবে। কপিরাজ সুগ্রীব সাম, দান, ও সম্মানে ঐ সকল বানরকে প্রতিনিয়ত লালন পালন করিতেন; এক্ষণে তাহারা বন, পর্ব্বত, বা গুহায় আর বিহার করিবে না, এবং ভর্ত্তৃবিনাশশোকে পুত্রকলত্রের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষমস্থলে দেহপাত করিবে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিষপানে, কেহ উদ্বন্ধনে কেহ অগ্নিপ্রবেশে, কেহ উপবাসে, এবং কেহ বা শস্ত্রাঘাতে মৃত্যুলাভ করিবে। বোধ হয়, আমি কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলে একটা তুমুল রোদন শব্দ উত্থিত হইবে, সুতরাং এক্ষণে তথায় গমন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। আমি জানকীর উদ্দেশ না লইয়া, সুগ্রীবের নিকট কোনক্রমেই যাইতে পারিব। বরং যদি কিষ্কিন্ধায় না যাই, তাহা হইলে ধর্ম্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণ আশাবলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং আমি এই স্থানে বাণপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক তরুতলে বাস করিব; বৃক্ষ হইতে যে সমস্ত ফল আমার হস্তে ও মুখে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইবে, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি সাগরতীরে জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভস্মসাৎ করিব; কিম্বা তথায় এই সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব; প্রয়োপবিষ্ট হইলে শৃগাল, কুকুর ও কাকেরা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। জলপ্রবেশই ঋষিনির্দ্দিষ্ট মৃত্যু, আমি তাহা স্বীকার করিব। হা! আমার সমুদ্রলঙ্ঘনরূপ যশস্কর ও সুন্দর

কীর্ত্তি সীতার অদর্শনে চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। আত্মহত্যা মহাপাপ; জীব দেহ রক্ষা করিলে সর্বপ্রকারে শুভ ফল উপভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং আমি প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অনন্তর হনূমান ধৈর্য্য ও সাহস আশ্রয় পূর্বক পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মহাবল রাবণকে বিনাশ করিব। ঐ দুরাচার, সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে উহার বধসাধন পূর্বক নিশ্চয়ই বৈরশুদ্ধি করিব। অথবা উহার দেহ সমুদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পর পারে লইয়া পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব। আমি যতদিন না জানকীর সন্দর্শন পাইতেছি, তাবৎ এই লঙ্কাপুরী বারংবার অনুসন্ধান করিব। যদি সম্পাতির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই স্থানে রামকে আনয়ন করি, আর তিনি আসিয়া যদি জানকীরে দেখিতে না পান, তবে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। সুতরাং এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তরুতলে বাস করাই আমার পক্ষে শ্রেয় হইতেছে। একমাত্র আমার ব্যতিক্রমে যে, সমস্ত নর বানরের প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। ঐ অদূরে একটা সুবিস্তীর্ণ ও বৃক্ষবহুল অশোক বন দেখিতেছি, উহা আমার অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে আমি ঐ বনে গমন করিব। বসু, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু, ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে নমস্কার করিয়া ঐ বনে গমন

করিব। আমি রাক্ষসদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক, তাপসকে তপসিদ্ধির ন্যায়, নিশ্চয়ই রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিব।

মহাবীর হনূমান এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, উদ্বিগ্নমনে উত্থিত হইলেন, এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ও সুগ্রীবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক অশোক বনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঐ নিবিড় বন বৃক্ষ রক্ষা করিতেছে। পবনদেবও ঐ বনে প্রবলবেগে বহমান হইতে পারেন না। আমি রাবণের দৃষ্টিপরিহার ও রামের উপকার সঙ্কল্পে দেহসংক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা ও ঋষিগণ আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমার আমার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া দিন। ভূতগণ, প্রজাপতি, এবং আর আর অনির্দ্দিষ্ট দেবতা সকল আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন। হা! কবে আমি জানকীর সেই অকলঙ্ক চন্দ্রমুখ— সেই উন্নত নাসা, শুভ্র দন্ত, মধুর হাস্য, ও বিশাললোচনে শোভিত মুখ চন্দ্র নিরীক্ষণ করিব। ক্ষুদ্রাশয় নিকৃষ্ট ক্রূররূপী রাবণ সেই অবলাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, আজ আমি কিরূপে তাঁহার সন্দর্শন পাইব।

১৪শ সর্গ

অশোকবন বর্ণন

অনন্তর হনূমান মুহূর্ত কাল ধ্যান এবং জানকীরে স্মরণ পূর্ব্বক অশোক কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত

হইয়া উঠিল। দেখিলেন, নানারূপ বৃক্ষ বসন্তাদি সমস্ত ঋতুর ফুলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। শাল, অশোক, চম্পক, উদ্দালক, নাগকেসর, ও আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং নানারূপ লতাজাল পুস্প বিস্তার করিতেছে। হনূমান শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে বৃক্ষবাটিকায় লম্ফ প্রদান করিলেন। ঐ স্থান সুরম্য, ইতস্তত স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে; সর্বত্র মৃগ ও বিহঙ্গের কলরব; ভৃঙ্গ ও কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীত করিতেছে। বৃক্ষশ্রেণী ফলপুষ্পে অবনত; ময়ুরগণ কেকারবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তথাকার জন প্রাণী সকলই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; হনূমান ঐ বৃক্ষবাটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া জানকীর অনুসন্ধার্থ সকল উড্ডীন হইল, উহাদের পক্ষপবনে বৃক্ষশাখা কম্পিত এবং নানাবর্ণের পুষ্প পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে হনূমান ঐ সমস্ত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া, পুষ্পময় পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে জীবগণ উহাকে সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। বনভূমি বৃক্ষচ্যুত পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সুবেশা রমণীর ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পত্র সকল স্খলিত এবং পুষ্প ও ফল পতিত হইতে লাগিল, তৎকালে উহা ক্রীড়ানির্জিত বিবস্ত্র ধূর্তের ন্যায় সম্পূর্ণই হতশ্রী হইয়া গেল। মহাবীর হনূমান কর চরণ ও লাঙ্গূল দ্বারা ঐ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গেরা পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, বৃক্ষ সকল শাখাপত্রশূন্য এবং স্কন্ধমাত্রাবশিষ্ট হইয়া, বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে বায়ু

যেমন জলদজালকে লইয়া যায়, তদ্রূপ হনূমান অসংলগ্ন লতা সকল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশোক বনের কোন স্থানে মণিভূমি, কোথাও রজতভূমি ও কোথাও বা স্বর্ণভূমি; স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ দীর্ঘিকা আছে, উহার চারিদিকে মণি-সোপান, মুক্তা-রেণু, প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম; তীরে স্বর্ণময় তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে, পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে স্বচ্ছসলিল স্রোতস্বতী, কোথাও কুসুমিত করবীর, কোথাও কল্পবৃক্ষ, কোথাও গুল্ম, এবং কোথাও বা লতাজাল। অদূরে একটা মেঘশ্যামল গগনস্পর্শী পর্বত আছে। উহা রমণীয় এবং নানারূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার স্থানে স্থানে শিলাগৃহ আছে, এবং উহা হইতে প্রিয়তমের অঙ্কচ্যুত রমণীর, ন্যায় একটা নদী নিপতিত হইতেছে। উহার প্রবাহবেগ তীরস্থ বৃক্ষের সন্নত শাখায় রুদ্ধ, যেন কোন ক্রুদ্ধ কামিনীকে তদীয় বন্ধুজন গমনে নিবারণ করিতেছে। ঐ নদীর অদূরে বিহঙ্গসঙ্কুল সরোবর, এবং কোথাও বা সুশীতলসলিলপূর্ণ কৃত্রিম দীর্ঘিকা, উহার অবতরণ-পথ মণিময়, তীরে রমণীয় কানন, মৃগগণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তৎসমুদায় নির্মাণ করিয়াছেন। ইতস্তত কৃত্রিম কানন, তন্মধ্যে বৃক্ষ সকল চ্ছত্রাকার ও ফলপুষ্পে পূর্ণ, মূলে স্বর্ণময় বেদি নির্মিত আছে। অদূরে একটি স্বর্ণবর্ণ শিংশপা বৃক্ষ, উহা লতাজাল জড়িত ও পত্রবহুল, উহার মূলদেশে একটি

কনকরচিত বেদি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্য সুদৃশ্য স্বর্ণবৃক্ষ, তৎসমুদায় নিরবচ্ছিন্ন অনলের ন্যায় জ্বলিতেছে। হনূমান ঐ সকল বৃক্ষের প্রভাপুঞ্জে আপনাকে সুমেরু পর্বতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন। স্বর্ণবৃক্ষ বায়ুভরে কম্পিত এবং উহাতে নৈসর্গিক কিঙ্কিণীজাল ধ্বনিত হইতেছিল, উহা কুসুমিত এবং কোমল অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত; তদ্দর্শনে হনূমান যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, জানকী রামের দর্শনলাভ লালসায় দুঃখিতমনে স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন, আমি এই বৃক্ষ হইতে সেই অনাথাকে নিরীক্ষণ করিব। এই ত দুরাত্মা রাবণের সুরম্য অশোক কানন, এই বিহগসঙ্কুল সরোবর, রামমহিষী জানকী নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। তিনি অরণ্য-সঞ্চারে সুনিপূণ, এই বনও তাঁহার অপরিচিত নহে, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। সেই সাধ্বী রাম-চিন্তায় ব্যাকুল, এবং রামের শোকে একান্ত কাতর, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। বনচরগণ তাহার প্রীতিভাজন, সন্ধ্যা বন্দন কালও উপস্থিত, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই নদীতে আগমন করিবেন। এই অশোক তাঁহারই বিচরণের যোগ্য স্থান। এক্ষণে যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শীতলসলিলা নদীতে আগমন করিবেন। হনূমান এইরূপ অনুমান করিয়া, তথায় সীতার

প্রতীক্ষায় থাকিলেন, এবং বৃক্ষের পাত্রাবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দিক দেখিতে লাগিলেন।

১৫শ সর্গ

অশোকবন বর্ণন, হনুমানের জানকী দর্শন, জানকীর অবস্থা বর্ণন

হনূমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া, জানকীরে দেখিবার জন্য ইতস্তত দৃষ্টিপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোক বন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দন কানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হর্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলের মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহূরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান, অশোক বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে সকল রূপ ফলপুষ্পই সুলভ, নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্র কম্বল ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ রহিয়াছে। কাননভূমি সুবিস্তীর্ণ; বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশূন্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অঙ্গসংলগ্ন পুষ্পে অপূর্ব ধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কর্নিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে; কিংশুক সকল পুষ্পস্তবকে শোভিত; কাননভূমি ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত। কাননমধ্যে বহুসংখ্য অশোক

নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, এবং কোনটা নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। ঐ অশোক বন দেবকানন নন্দনের ন্যায় এবং ধনাধিপতি কুবেরের উদ্যান চিত্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য, বলিতে কি, উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্প সকল গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারূপ পুষ্পই যেন রত্নশ্রী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোক বনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রসাদ, উহা গিরিবর কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে; সোপান সকল প্রবালরচিত, এবং বেদি সকল স্বর্ণময়; উহা শ্রীসৌন্দর্য্যে নিরম প্রদীপ্ত হইতেছে, এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগনস্পর্শী ও নির্ম্মল।

মহাবীর হনূমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটা কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসিগণে পরিবৃত; উপবাসে যার পর নাই কৃশ ও দীন। ঐ রমণী পুনঃপুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নানারূপ সংশয় ও অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজাল জড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল; সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মল লিপ্ত, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায়

নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখ সন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতুগ্রহনিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয় মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তৎকালে তিনি মুখভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত কুরঙ্গীর স্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত, তিনি বর্ষার অবসানে সুনীল বনরেখায় অঙ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।

হনূমান ঐ বিশালোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্ব নির্দিষ্ট কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে অবলাকে বল পূর্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন।

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; স্তনযুগল বর্তুল ও সুন্দর। তিনি স্বীয় প্রভাপুঞ্জে সমস্ত দিক তিমিরমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আর, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুদৃশ্য। তিনি স্বসৌন্দর্য্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি পৌর্ণমাসী চন্দ্রপ্রভার ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং এক এক বার কালভুজঙ্গীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক

স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিতশ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্কাম আশার ন্যায়, বিঘ্নবহুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায়, এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্তির ন্যায়, যার পর নাই শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত, এবং নিশাচরগণের উপদ্রবে নিপীড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত, এবং পক্ষরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।

হনূমান জানকীরে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিমাত্র সন্দিহান হইলেন। জানকী অভ্যাসদোষে বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায়, এবং সংস্কারহীন অর্থান্তরগত বাক্যের ন্যায় দুর্বোধ হইয়া আছেন। হনূমান ঐ অনিন্দনীয়া নৃপনন্দিনীকে দেখিয়া এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, রাম যে সমস্ত অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, সেগুলি জানকীর অঙ্গে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহার কর্ণে সুরচিত কুণ্ডল ও ত্রিকর্ণ, এবং হস্তে প্রবালখচিত আভরণ। এই সকল অলঙ্কার দৈহিক মলসংশ্রবে মলিন হইয়াছে। যাহাই হউক, রাম যেগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এইই সেই সমস্ত অলঙ্কার। তিনি যে অঙ্গে যে আভরণের কথা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তন্মধ্যে জানকী ঋষ্যমুকে যাহা নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই দেখিতেছি না। পুর্বে এই কামিনীই অত্যুকৃষ্ট ভূষণসকল ভুতলে ঝন ঝন রবে

নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং বানরগণ ইহারই অঙ্গ হইতে একখানি পীতবর্ণ উত্তরীয় খলিত ও বৃক্ষে আসক্ত দেখিয়াছিল। জানকী এই বস্ত্র বহুদিন যাবৎ পরিধান করিয়া আছেন, তজ্জন্য ইহা মলিন ও ম্লান হইয়াছে, কিন্তু ইহা সেই উত্তরীয়বৎ সুদৃশ্য এবং ইহার পীতরাগও অবিকৃত রহিয়াছে। এই কনককান্তি কামিনী রামের প্রণয়িনী, ইনি এক্ষণে দূরবর্তিনী হইলেও তাঁহার মনে নিরন্তর বাস করিতেছেন। ইহাঁর বিরহে করুণা, শোক, দয়া ও কাম, মহাত্মা রামের হৃদয়কে বারংবার অধিকার করিতেছে। সঙ্কটকালে স্ত্রী রক্ষিত হইল না বলিয়া করুণা, একান্ত আশ্রিতের প্রতি উচিত ব্যবহার না হইবার জন্য দয়া, পত্নীবিয়োগ নিবন্ধন শোক, এবং প্রণয়িনী দুরান্তরে আছেন বলিয়া কাম, মহাত্মা রামকে যার পর নাই কষ্ট প্রদান করিতেছে। এই দেবীর যেরূপ রূপ, এবং যে প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামেরও তদ্রূপ; সুতরাং ইনি যে তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না! ইহাঁর মন রামের প্রতি এবং রামের মন ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত, তজ্জন্য রাম জীবিত রহিয়াছেন, নচেৎ মুহূর্তের জন্যও বাঁচিতেন না। তিনি ইহাঁর বিয়োগদুঃখ সহ্য করিয়া যে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে যে অবসন্ন হইতেছেন না, বলিতে কি, ইহা অত্যন্তই দুষ্কর।

হনূমান তৎকালে সীতার দর্শন লাভ করিয়া হৃষ্টমনে রামকে চিন্তা এবং বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৬শ সর্গ

জানকী দর্শনে হনুমানের চিন্তা

অনন্তর মহাবীর হনূমান জানকী ও রামের পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সজলনয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, জানকী সুশিক্ষিত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী ও পূজা, তিনিও যে দুঃখে এইরূপ কাতর হইয়াছেন, ইহা কেবল দুরতিক্রমণীয় কালেরই মহিমা। জানকী, রাম ও লক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয়, বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর ন্যায় স্থির ও গম্ভীরভাবে কাল যাপন করিতেছেন। ইহার আভিজাত্য কুলশীল ও বয়স রামের অনুরূপ, সুতরাং ইহাঁরা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, ইহা উচিতই হইতেছে। এই আকর্ণলোচনা জানকীর জন্য মহাবল বালী এবং রাবণসম কবন্ধ নিহত হইয়াছে। ইহাঁরই জন্য রাম স্ববীর্য্যে মহাবীর বিরাধকে বধ করিয়াছেন; ইহারই জন্য খর, দূষণ, ও ত্রিশিরা, চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত সুশাণিত শরে জনস্থানে নিহত হইয়াছে; ইহাঁরই জন্য যশস্বী সুগ্রীব, মহাবল বালী হইতে দুর্লভ কপিরাজ্য অধিকার করিয়াছেন, এবং ইহাঁরই জন্য আমি মহাসাগর লঙ্ঘন ও এই লঙ্কাপুরীও দর্শন করিলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মহাবীর রাম এই জানকীর নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী, অধিক কি, যদি বিশ্বসংসারও সংহার করেন, তাহা অনুচিত হইবে না। এক দিকে বিশ্বরাজ্য, অন্য দিকে জানকী, কিন্তু

বিশ্বরাজ্য ইহার শতাংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারে না। এই কামিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা এৰং পতিপরায়ণ; ইনি হলকর্ষিত যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পদ্ম পরাগতুল্য ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইনি প্রবলপ্রতাপ পূজ্যস্বভাব রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ, ধর্ম্মশীল রামের প্রণয়িনী; ইনি ভর্তৃস্নেহের বশবর্তিনী হইয়া, ভোগস্পৃহা বিসর্জ্জন পূর্বক নির্জ্জন অরণ্যের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। যিনি স্বামী সেবার জন্য ফলমূলমাত্র দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া, গৃহের ন্যায় বনেও সুখানুভব করিতেন, এবং যিনি ক্লেশের লেশও জ্ঞাত নহেন, হা! এক্ষণে তিনিই এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বলবতী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলে যেমন সরোবর দর্শনের ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রাম এই সুশীলাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পূর্বসমৃদ্ধি পাইলে যেমন প্রীত হন, সেইরূপ রাম ইহাকে প্রাপ্ত হইলে, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইবেন। এই জানকী স্বজনহীন এবং ভোগসুখে বঞ্চিত, এক্ষণে কেবল রামের সমাগম লাভ উদ্দেশ করিয়াই জীবিত রহিয়াছেন। ইনি এই সমস্ত রক্ষসীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন না, এবং এই বৃক্ষ পুষ্প ও ফলও দেখিতেছেন না, ইনি একান্তমনে কেবল রামকেই হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন। স্বামী স্ত্রীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভাবর্দ্ধন, এক্ষণে এই জানকী তদ্ব্যতীত হতশ্রী হইয়াছেন। রাম ইহার বিরহে যে দেহ ধারণ করিতেছেন, এবং দুঃখাবেগে যে অবসন্ন হইতেছেন না, ইহা অত্যন্ত দুস্কর। এই কৃষ্ণকেশী

সীতাকে দুঃখিতা দেখিয়া, বলিতে কি, আমারও মন, একান্ত ব্যথিত হইতেছে। যিনি ক্ষমা গুণে পৃথিবীর তুল্য, যাহাকে রাম ও লক্ষ্মণ সতত রক্ষা করিতেন, এক্ষণে তাহাকে বিকৃতনয়না রাক্ষসীরা বৃক্ষমূলে বেষ্টন করিয়া আছে। এই জানকী দুঃখে নিপীড়িত, সুতরাং নীহারহত নলিনীর ন্যায় ইহাঁর শোভা নষ্ট হইয়াছে। ইনি সহচরবিহীন চক্রবাকীর ন্যায় দীন দশায় নিপতিত; এই পুষ্পভাবনত অশোক বসন্তকালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ইহাঁর শোক একান্ত উদ্দীপিত করিতেছে।

১৭শ সর্গ

রাক্ষসী বর্ণন, জানকীর অবস্থা বর্ণন

অনন্তর এক দিবস অতীত হইয়া গেল। পরদিন রাত্রি কাল উপস্থিত, কুমুদধবল ভগবান শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক হনূমানকে সাহায্য দিবার জন্যই যেন সুনীল সলিলে হংসের ন্যায় নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তিনি সুশীতল করজালে ঐ মহাবীরকে পুলকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী গুরুভারে মগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় শোকভরে আচ্ছন্ন আছেন। উহার অদূরে বহুসংখ্য ঘোররূপা রাক্ষসী। উহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষু একমাত্র, কেহ এককর্ণ, কাহারও কর্ণ নাই, কাহারও কর্ণ সুবিস্তীর্ণ এবং কাহারও বা কর্ণ শঙ্কুতুল্য। কোন নিশাচরীর নাসারন্ধ্র, উর্দ্ধভাগে নিবিষ্ট আছে; কাহারও দেহের উত্তরার্দ্ধ অতিপ্রমাণ; কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ; কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত; কেহ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী কেশে যেন কম্বলে সংবৃত হইয়া আছে; কাহারও ললাটদেশ সুপ্রশস্ত; কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সন্নিবিষ্ট আছে; এবং কাহারও বা মুখ ও জানু সুদীর্ঘ। উহাদিগের মধ্যে কেহ দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট, এবং কেহ বা বামন। কাহারও চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, কাহারও মুখ বিকৃত; কেহ ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করিতেছে; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, এবং কেহ বা কলহপ্রিয়। কেহ লৌহশূল উদ্যত করিয়া আছে, কেহ কুটাস্ত্র এবং কেহ বা মুদ্গর। ঐ সমস্ত রাক্ষসীর মুখ নানারূপ দৃষ্ট হইতেছে; কেহ বরাহ-মুখ, কেহ মৃগ-মুখ, কেহ শার্দ্দূল-মুখ, কেহ মহিষমুখ, কেহ ছাগ-মুখ ও কেহ বা শৃগাল-মুখ। কাহারও মস্তক বক্ষে নিবিষ্ট আছে। কেহ গোপদ, কেহ হস্তিপদ, কেহ অশ্বপদ এবং কেহ বা উষ্ট্রপদ; কেহ একহস্ত, এবং কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ বিভিন্ন প্রকার; কাহারও কর্ণ গর্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও কর্ণ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও কর্ণ হস্তীর ন্যায়, এবং কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কোন রাক্ষসীর নাসা সুদীর্ঘ, কাহারও বা বক্র; কাহারও নাসা করিশূণ্ডাকার এবং কাহারও বা উহা এককালে নাই। কোন রাক্ষসীর কেশপাশ পদতল স্পর্শ করিতেছে। কাহারও জিহ্বা লোল ও দীর্ঘ; এবং কাহারও কেশ করাল ও ধুম্র। উহারা নিরন্তর সুরা পান করিতেছে। সুরা মাংস ও শোণিত উহাদিগের একান্ত প্রিয়। কেহ মাংস ও শোণিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে।

মহাবীর হনূমান প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ঐ সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগিলেন। উহারা শাখাপ্রশাখা সম্পন্ন শিংশপাকে বেষ্টন পূর্বক দণ্ডায়মান আছে। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে জানকী; তিনি শোকসন্তাপে একান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছেন; তাঁহার কেশপাশ মললিপ্ত এবং চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন একটি তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। ভর্তৃদর্শন তাঁহার ভাগ্যে যারপরনাই অসুলভ; তিনি পাতিব্রত্যকীর্তিতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য, তিনি কেবল ভর্তৃবাৎসল্যে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নিকট আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, তিনি রাবণের অশোক বনে অবরুদ্ধ, সুতরাং যূথভ্রষ্ট সিংহ নিরুদ্ধ করিণীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি শারদীয় মেঘে আবৃত শশিকলার ন্যায় প্রিয়দর্শন; তাঁহার সর্বাঙ্গ, মলদিগ্ধ, সুতরাং পঙ্কলিপ্ত কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ক্লিষ্ট ও মলিন, মুখে দীনভাব, এবং হৃদয় ভর্তৃপ্রভাব স্মরণে একান্ত ওজস্বী। পাতিব্রত্যই নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি চকিত মৃগীর ন্যায় চতুর্দিক দেখিতেছেন, এবং নিশ্বাসে যেন শাখা পল্লবপূর্ণ বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং শোকের মূর্তি, এবং দুঃখের উত্থিত তরঙ্গ। তিনি বিনা বেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃশ ও সুপ্রমাণ। মহাবীর হনূমান ঐ পতিপ্রাণাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে

আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; তিনি উদ্দেশে রাম ও লক্ষ্মণকে বারংবার নমস্কার করিলেন, এবং শিংশপা বৃক্ষের আবরণে বিলীন হইয়া রহিলেন।

১৮শ সর্গ

রাবণের অশোক বনে গমন

শর্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট। রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত মঙ্গলগীত উত্থিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম ছিন্ন ভিন্ন এবং পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়াছে। তিনি গাত্রোত্থান পূর্বক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত জানকীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, ঐ সময় স্মরবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুস্কর হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোক বনে চলিলেন। তথাকার বৃক্ষ সকল সর্বপ্রকার ফলপুষ্পে শোভিত; স্থানে স্থানে সুপ্রশস্ত সরোবর; সুদৃশ্য পক্ষিগণ মধুমদে মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে; তরুতল যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত ফলপুষ্পে আচ্ছন্ন, রমণীয় মৃগ ও পক্ষিগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ কামমদে বিহ্বল; দেবগন্ধর্ব-কামিনীরা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্য রমণী উহাঁর অনুগমন করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে স্বর্ণপ্রদীপ, কাহারও করে চামর, এবং কাহারও বা তালবৃন্ত ; কোন

রমণী জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে; কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণ্ডলাকার স্বর্ণাসন বহন করিতেছে; কেহ মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র, এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত হংসধবল পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র লইয়া চলিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য রাজপত্নী; সৌদামিনী যেমন জলদের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহারা স্নেহ ও অনুরাগভরে উহাঁর অনুসরণ করিতেছে। উহাদের হার ও কেয়ূর কিঞ্চিৎ স্খলিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত কেশপাশ আলুলিত এবং নয়নযুগল নিদ্রাবেশ ও পানাবশেষে বিঘূর্ণিত হইতেছে। উহাদিগের মুখমণ্ডল ঘর্ম্মজলে আর্দ্র, মাল্য ম্লান এবং কটাক্ষ উন্মাদকর; কামাসক্ত রাবণ জানকীচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মৃদুমন্দ গমনে যাইতেছেন।

ইত্যবসরে হনূমান সহসা রমণীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুর ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। দেখিলেন, অচিন্ত্যবিক্রম রাক্ষসরাজ রাবণ অশোক বনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অত্যুজ্জ্বল বহুসংখ্য গন্ধতৈলের প্রদীপ, তিনি কাম, দর্প ও মদ্যে বিহ্বলপ্রায়; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরক্ত; তিনি যেন স্বয়ং কন্দর্প; তাঁহার হস্তে শরাসন নাই, স্কন্ধে পুষ্পবাসসুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্ত্র, উহা এক এক বার স্কন্ধ হইতে স্খলিত ও অঙ্গদকোটিতে সংলগ্ন হইতেছে, আর তিনি তাহা বিমুক্ত করিয়া দিতেছেন। তৎকালে হনূমান শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যেন বিলীন, তিনি দেখিলেন, ঐ বীর ক্রমশই সন্নিহিত হইতেছেন। হনূমান

ব্যক্তিগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। রাবণের সঙ্গে বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী; তিনি উহাদিগকে লইয়া ঐ মৃগবহুল পক্ষিসঙ্কুল স্ত্রীজনযোগ্য অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় শঙ্কুকর্ণনামা এক জন মদমত্ত অলঙ্কৃত দ্বাররক্ষক ছিল। সে দেখিল, রাবণ রমণীগণের সহিত তারকাবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় আসিতেছেন। হনূমান এতক্ষণ উহাকে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে রাবণ বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভাবিলেন, আমি পুরমধ্যে যাহাকে সেই সুরম্য গৃহে শয়ান দেখিয়াছিলাম, ইনিই সেই বীরপুরুষ। তখন ঐ ধীমান এক লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় উত্থিত হইলেন। তৎকালে রাবণের তেজ তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাবণও সীতাদর্শনার্থী হইয়া, ক্রমশই সন্নিহিত হইতে লাগিলেন।

১৯তম সর্গ

জানকীর অবস্থা বর্ণন

অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র বায়ুভরে কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং উরুযুগলে উদর ও করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্বক জলধারাকুললোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একান্ত দীন, এবং শোকে যার পর নাই কাতর; রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। রাবণ ঐ বিশাল লোচনার

সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অর্ণবোপরি জীর্ণ নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষণ্ন, কুঠারচ্ছিন্ন ভূতলপতিত বৃক্ষশাখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাহার সর্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, বেশভূষার লেশমাত্র নাই। তিনি পঙ্কলিপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, এবং নাও পাইতেছেন। রাবণের মৃত্যুকামনাই তাঁহার একান্ত ব্রত; তিনি মানস-রথে সংকল্প-অশ্ব যোজনা করিয়া যেন রাজকেশরী রামের নিকট চলিয়াছেন। শোকতাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ; তিনি ধ্যানে নিমগ্ন, একাকিনী কেবলই রোদন করিতেছেন। রামের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ, তিনি তৎকালে আপনার দুঃখসাগরের অন্ত দেখিতেছেন না; যেন কোন একটা কালভুজঙ্গী মন্ত্রবলে নিরুদ্ধ হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি ধূমকেতু নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় শোচনীয়। তাঁহার পিতৃকুল ধর্ম্ম নিষ্ঠ ও সদাচারনিরত, তাহার ঐরূপ বংশে জন্ম এবং বিবাহাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু বেশমালিন্য দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি কোন নীচ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ রাজনন্দিনী অবসন্ন কীর্তির ন্যায়, অনাদৃত শ্রদ্ধার ন্যায়, ক্ষীণ বুদ্ধির ন্যায়, উপহত আশার ন্যায়, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদীপ্ত দিক্‌বধূর ন্যায়, বিঘ্ন বিনষ্ট পূজার ন্যায়, ম্লানকমলিনীর ন্যায়, নির্বীর সৈন্যের ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সুপ্রভার ন্যায়, দূষিত বেদির ন্যায়, এবং প্রশান্ত অগ্নি শিখার ন্যায় একান্ত শোচনীয় হইয়া আছেন। তিনি রাহু গ্রস্তচন্দ্রচ পূর্ণিমা রজনীর ন্যায় মলিন ও ম্লান। তিনি

করি করদলিত ছিন্নপত্র ও ভৃঙ্গশূন্য পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় হতশ্রী হইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি একটি নদী, উহা প্রবাহপ্রতিরোধ নিবন্ধন অন্যত্র অপনীত ও শুষ্ক হইয়াছে। তিনি ভর্ত্তৃশোকে একান্ত কাতর ও অঙ্গসংস্কার শূন্য, সুতরাং কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির ন্যায় মলিন হইয়া আছেন। তিনি সুকুমারী, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃশ্য, রত্নগর্ভ গৃহে বাস করাই তাঁহার অভ্যাস। তিনি উত্তাপতপ্ত অচিরোদ্ধৃত পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান ও মসৃণ; যেন একটা করিণী ধৃত স্তম্ভে বদ্ধ ও যূথপতিশূন্য হইয়া, দুঃখভরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। জানকীর পৃষ্ঠে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, শরতে ঘননীল বনরেখায় অবনী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তিনি তদ্বারা অযত্নসুলভ শোভায় দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি অনাহার শোক ও চিন্তায় যার পর নাই কৃশ। তাহার মনে নিরন্তর নানারূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। তিনি দুঃখে একান্ত কাতর, যেন কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণ বধ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত এবং উহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শুক্ল। তিনি সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

২০তম সর্গ

রাবণ কর্তৃক জানকীকে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক প্রসাদন চেষ্টা

অনন্তর রাবণ ঐ রাক্ষসীপরিত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি

করিকরজঘনে! তুমি আমাকে দেখিবামাত্র স্তনদ্বয় ও উদর গোপন করিলে, এক্ষণে বোধ হয়, যেন ভয়েই লুশয়িত হইবার ইচ্ছা করিতেছ। বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর; এই অশোক বনে মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস কেহ নাই, সুতরাং অন্য পুরুষের সঞ্চারভয় দূর কর। পরস্ত্রীগমন এবং পরস্ত্রীকে বল পূর্ব্বক হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম্ম, কিন্তু বলিতে কি, তুমি অনিচ্ছুক, আমি এই জন্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছি না। এক্ষণে অনঙ্গদেব যতই কেন আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করুন না, তথাচ আমা হইতে কদাচ কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দেবি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুমাত্র ভীত হইও না; আমাকে সম্মান কর, কিছু মাত্র শোকাকুল হইও না। একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্ত্র পরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ভোগসুখে আসক্ত হও। সুচারু মাল্য, অগুরু চন্দন, উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কারে বেশ রচনা কর। শয্যা, আসন, মদ্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি বিলাস সামগ্রী লইয়া সুখে কালহরণ কর। তুমি একটি স্ত্রীরত্ন, ভোগবসন পরিত্যাগ করিও না, সর্ব্বাঙ্গ সুবেশে সজ্জিত কর, আমার প্রণয়প্রার্থিনী হইলে, তোমার আর কোন বিষয়েরই অনির্বৃতি থাকিবে না। তোমার এই যৌবনশ্রী সুন্দর জন্মিয়া অল্পে অল্পে অতিক্রম করিতেছে, ইহা নদীস্রোতের ন্যায় একবার গেলে আর ফিরিবে না। বোধ হয়, রূপস্রষ্টা বিধাতা

তোমাকে নির্মাণ পূর্বক স্বকার্যে বিরত হইয়াছেন, এই জন্যই জগতে তোমার এই রূপের আর উপমা দৃষ্ট হয় না। তুমি সুরূপা ও যুবতী, তোমাকে পাইলে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার ও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রিয়ে। আমি তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, বলিতে কি, সেই সেই অঙ্গ হইতে চক্ষু আর কিছুতেই প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর। আমার অন্তঃপুরে অনেকানেক সুরূপা রমণী আছে, তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি বিক্রমে যে সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদায় এবং বিশ্বসাম্রাজ্যও তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তোমার প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া, তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া থাক। দেখ, আমার সহিত প্রতি দ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠে, ত্রিভুবনে এমন আর কেহই নাই। দেবি! তুমি আমার অপ্রতিহত বলবীর্য্যের পরিচয় শুন। একদা সমস্ত সুরাসুর আমার প্রতিযোদ্ধা হইয়া রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে নাই। আমি তাহাদের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়াছি; এবং তাহাদিগকে বারংবার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছি। সুন্দরি! আজ তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হও, এবং অঙ্গে বেশ বিন্যাস কর; আমি তোমাকে সুবেশে একটিবার চক্ষে দেখিব। তুমি কৃপা করিয়া বাসনানুরূপ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও, এবং পানাহার কর। নানারূপ ধন রত্ন ও বিশ্বরাজ্য আমার অধিকারে আছে, তুমি যে রূপ ইচ্ছা বিতরণ কর, অশঙ্কিত মনে আমার

প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষী হও, এবং এই প্রগল্‌ভকে আজ্ঞা কর। প্রেয়সি! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য যে কিরূপ, তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ, চীরবাসী রামকে লইয়া আর কি হইবে। সে এখন হত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে; জয়লাভ তাহার পক্ষে সুদুর পরাহত; সে ব্রতপরায়ণ ও স্থণ্ডিলশায়ী; সে জীবিত আছে কি না সন্দেহ, যদিও থাকে, তাহা হইলে সমাগমের কথা কি, তোমাকে দেখিবারও সুযোগ পাইবে না; বকপক্ষী কিরূপে মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নাকে নিরীক্ষণ করিবে? হিরণ্যকশিপু যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইতে ভার্য্যাকে লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ রাম তোমাকে আমার হস্ত হইতে কদাচ পাইবে না। অয়ি বিলাসিনি! বিহগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ। তোমার এই কৌশেয় বস্ত্র অতিশয় মলিন, দেহ উপবাসে কৃশ ও অলঙ্কারশূন্য, তথাচ তোমাকে দেখিয়া আর আমার স্বভার্য্যায় অনুরাগ নাই। এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উহাদের অধিশ্বরী হও। অঙ্গরোগ যেমন দেবী কমলার পরিচারণা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোকসুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি, যক্ষেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তৎসমুদায় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম, তপস্যা বল বিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নয়, এবং তাহার তেজ এবং যশও আমার সদৃশ হইবে না। ঐ সমুদ্রতীরে সুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিত হইয়া, তন্মধ্যে আমার সহিত বিহার কর।

২১তম সর্গ

রাবণের প্রতি জানকীর ভৎসনা

তখন জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক। তিনি একটি তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উহাকে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, রক্ষসাধিনাথ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্য্যায় অনুরাগী হও; পাপাত্মার পক্ষে মুক্তিপদার্থের ন্যায় তুমি আমাকে সুলভ বোধ করিও না। পরপুরুষস্পর্শ পতিতার একান্তই দূষণীয়, আমি মহৎ বংশে জন্মিয়া এবং যৌনসম্বন্ধে পবিত্র কুলে পড়িয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।

পরে জানকী রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন, এবং পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি অন্যের সহধর্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্য ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করি না। ধর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর, এবং সৎব্রতচারী হ। রাক্ষস! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত, তুই আত্মপ্রমাণ লক্ষ্য করিয়া আপনার স্ত্রীতে অনুরাগী হ। যে পুরুষ স্বভার্য্যায় সন্তুষ্ট নয়, সেই অজিতেন্দ্রিয় চঞ্চল পরস্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া থাকে, এবং সজ্জনেরাও তাহার বুদ্ধিতে ধিক্কার করেন। যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদিগের কোনরূপ সংশ্রব রাখিস্ না। কিম্বা বিচক্ষণেরা

তোকে যা কিছু হিত কথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসার বোধে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকিস্। দেখ, কুক্রিয়াসক্ত নির্বোধের রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে এই ধনরত্নপূর্ণ লঙ্কা একমাত্র তোর দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। অদুরদর্শী দুরাচার স্বীয় কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইলে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং অনেকে তোর বিপদ দেখিয়া হৃষ্টমনে এইরূপ কহিবে, ভাগ্যক্রমেই এই নিষ্ঠুর শীঘ্র উৎসন্ন হইল।

রাবণ! প্রভা যেমন সূর্য্যের আমিও সেইরূপ রামের, সুতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। আমি সেই লোকনাথের হস্ত মস্তকের উপধান করিয়া, এক্ষণে বল, কিরূপে অন্যের বাহু আশ্রয় পূর্বক শয়ন করিব। ব্রতপারগ বিপ্রের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়, আমাতে সেই তত্ত্বদর্শী মহারাজের সম্পূর্ণ অধিকার। রাবণ! তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষায় ইচ্ছা থাকে, যদি স্ববংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর। দেখ, যদি তুই আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস্, তবেই তোর মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ। বজ্রাস্ত্র তোকে সংহার নাও করিতে পারে, কৃতান্ত চিরদিনের জন্য তোরে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ ইন্দ্রেরবজ্রনির্ঘোষের ন্যায়

রামের ভীষণ শরাসনের টঙ্কার শুনিতে পাইবি। এই লঙ্কায় তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল জ্বলন্ত উরগের ন্যায় মহাবেগে আসিয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত শর কঙ্কপত্রলাঞ্ছিত, তদ্বারা এই স্থান আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এবং রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সেই রামরূপ বিহঙ্গরাজ রাক্ষসরূপ ভুজঙ্গদিগকে মহাবেগে লইয়া যাইবেন। যেমন বামনদেব ত্রিপদ নিক্ষেপে অসুরগণ হইতে সুরশ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম তোর হস্ত হইতে শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন। দেখ, জনস্থান উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাক্ষাসৈন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তুই ত অক্ষম, সুতরাং যে কার্য্য করিয়াছিস্, তাহা নিতান্তই গর্হিত। সেই নরবীর মৃগগ্রহণের জন্য ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই তাঁতাহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিস তাহা অত্যন্ত ঘৃণিত। তুই তাঁতাহাদিগের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, ব্যাঘ্রের নিকট কুকুরের ন্যায় কদাচ তিষ্ঠিতে পারিতিস্ না। বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল তোর অদৃষ্টে নিশ্চয় সেইরূপই ঘটিবে। যখন রামের সহিত বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায় সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্যের পক্ষে যেমন জল বিন্দু শোষণ, সেইরূপ আমার প্রাণনাথের পক্ষে তোর প্রাণ হরণ। এক্ষণে তুই কৈলাসে যা, বা পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে বাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় তোর কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

২২তম সর্গ

জানকী রাবণ সংবাদ, রাক্ষসীগণের প্রতি রাবণের আদেশ

অনন্তর রাবণ প্রিয়দর্শনা জানকীরে প্রিয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি। পুরুষ স্ত্রীলোককে যেরূপ সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু আমি তোমাকে যতটুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। যেমন সুনিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেইরূপ কাম তোমার প্রতি ক্রোধ এককালে রোধ করিতেছে। বলিতে কি, কাম নিতান্তই বাম, ইহা যে রমণীর আসল ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। সুন্দরি! তুমি অকারণ আমার উপর বীতরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট কামই আমাকে এই সংকল্প হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে। তুমি এক্ষণে যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্তব্য।

অনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে পুনর্বার কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথা প্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব, কিন্তু পরে আমার পর্য্যঙ্কোপরি তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষ্য বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।

তখন দেবগন্ধর্ব্বরমণীগণ রাবণের এই বাক্যে যার পর নাই বিষণ্ন হইল, এবং কেহ ওষ্ঠাগ্র উৎক্ষেপণ, কেহ নেত্রের ইঙ্গিত ও কেহ বা মুখভঙ্গী করিয়া, জানকীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, রাবণের শুভসংকল্প পূর্ব্বক পাতিব্রত্য তেজ ও পতির বীর্য্যগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, রে নীচ! তোর শুভাকাঙ্ক্ষা করে, বোধ হয়, এই নগরীতে এমন কেহই নাই, থাকিলে সে তোরে অবশ্যই এই গর্হিত কার্য্যে নিবারণ করিত। শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের, আমিও সেইরূপ ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে না। রে পামর! তুই এক্ষণে আমায় যে সকল পাপ কথা কহিলি, বল কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? রাম গর্ব্বিত মাতঙ্গ, আর তুই তাঁহার পক্ষে একটা ক্ষুদ্র শশক, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোরে অবশ্যই পরাস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যাবৎ না রামের দৃষ্টিপথে পড়িতেছি, তাবৎ তাঁহার নিন্দা করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস্, তোর ঐ বিকৃত ক্রূর চক্ষু ভূতলে কেন স্খলিত হইল না। আমি রামের ধর্ম্মপত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইয়া গেল না? আমি পাতিব্রত্য তেজে এখনই তোকে ভস্ম করিতে পারি, কিন্তু তপোরক্ষা এবং রামের অনুমতির অপেক্ষায় তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম। দেখ, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না, যত দূর

করিয়াছিস্, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। তুই কুবেরের ভ্রাতা এবং বীর পুরুষ, তুই কি জন্য মারীচের মায়ায় রামকে দূরবর্ত্তী করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আনিলি।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রূর দৃষ্টি বিঘূর্নিত করিয়া জানকীকে দেখিলেন। তার দেহ কৃষ্ণমেঘাকার, বাহুযুগল প্রকাণ্ড, গ্রীবা অত্যুচ্চ, জিহ্বা প্রদীপ্ত এবং নেত্র বিকট। তাঁহার বল বিক্রম সিংহের ন্যায় এবং গতি অত্যন্ত মন্থর; তিনি রক্ত মাল্য ও রক্ত বনে শোভা পাইতেছেন; তাঁহার হস্তে স্বর্ণ কেয়ূর, মস্তকে কম্পিত কনক-কিরীট, এবং কটিতটে রত্ন কাঞ্চী, তিনি ঐ কাঞ্চীযোগে সমুদ্র মন্থনকালীন উরগ পরিবৃত মন্দরের ন্যায় শোভিত আছেন। তাঁহার কর্ণে মণি কুণ্ডল, তিনি তদ্বারা অশোকের রক্তবর্ণ পুষ্পপল্লবে প্রদীপ্ত পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষের অনুরূপ এবং দেখিতে যেন মূর্তিমান বসন্ত, তিনি সুবেশও শ্মশানস্থ চৈত্যের ন্যায় ভীষণ হইয়া আছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত, তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মুখ কুটকুটিল, তিনি রোষভরে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি দুর্নীতিনিষ্ঠ, তোমার ভাল মন্দ কিছুমাত্র বিচার নাই; এক্ষণে সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার বধ সাধন করিব। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তথায় একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তিকর্ণী,

লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা, একপদী, পৃথুপদী, অপদী, দীর্ঘশিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘ নখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী, ও শূকরীমুখী প্রভৃতি নিশাচরী দণ্ডায়মান ছিল। রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসীগণ! জানকী যেরূপে শীঘ্র আমার বশবর্ত্তিনী হন, তোমরা স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া তাহার উপায় বিধান কর। প্রতিকুল বা অনুকুল কার্য্য এবং সাম দান ভেদ ও দণ্ডে ইহারে আমার প্রীতিপ্রবণ করিয়া দেও। রাবণ রাক্ষসীদিগকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ আদেশ দিয়া, কাম ও ক্রোধে জানকীরে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ধান্যমালিনী নাম্নী এক রাক্ষসী রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! তুমি আমার সহিত ক্রীড়া কর, এই দীনা বিবর্ণা মানুষীকে লইয়া তোমর কি হইবে? দেখ, দেবগণ ইহার ভাগ্যে ভোগ বিধান করেন নাই। এই নারী নিতান্ত বামা, তুমি ইহাকে কামনা করিতেছ বলিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। যে স্ত্রী ইচ্ছুক, তাহারে প্রার্থনা করিলেই উৎকৃষ্ট প্রীতি জন্মে। এই বলিয়া ধান্যমালিনী রাবণকে প্রণয়ভরে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া দিল। রাবণও হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ প্রতি নিবৃত্ত হইলেন, এবং নারীগণে বেষ্টিত হইয়া, পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করত তথা হইতে চলিলেন।

২৩তম সর্গ

জানকীর প্রতি রাক্ষসীগণে অনুরোধ ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ

অনন্তর রাবণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, বিকৃতাকার রাক্ষসীরা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উহাকে ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, জানকি! তুমি মোহক্রমে পুলস্ত্যকুলোৎপন্ন মহামান্য রাবণের নিকট পত্নীভাব স্বীকার করা গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ না। পরে একজটা নাম্নী অপর এক রাক্ষসী তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্বক, রোষরক্ত লোচনে কহিল, দেখ, পুলস্ত্যদেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, ছয় জন প্রজাপতির মধ্যে তিনিই চতুর্থ, প্রজাপতিকল্প মহর্ষি বিশ্রবা ঐ পুলত্যেরই মানস পুত্র, মহাবীর রাবণ এই বিশ্রবা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই রাবণের পত্নী হও, কি জন্য আমার বাক্যে অনাস্থা করিতেছ? পরে হরিজটা নাম্নী এক বিড়ালাক্ষী রাক্ষসী ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল, যিনি দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন, তুমি সেই রাবণের প্রণয়িনী হও। যিনি বলগর্বিত রণদক্ষ ও বীর, তাঁহার প্রতি কেন তোমার অনুরাগ নাই? মহারাজ রাবণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণপ্রিয়া মন্দোদরীকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন। তিনি রত্নসজ্জিত রমণীপূর্ণ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরে বিকটা নাম্নী আর একটি রাক্ষসী কহিল, দেখ, যিনি নাগ গন্ধর্ব ও দানবগণকে পুনঃ পুনঃ জয় করেন, তিনিই তোমার পার্শ্বে আসিয়া

ছিলেন। রে অধমে! মহান মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে কেন তোর ইচ্ছা নাই? পরে দুর্মুখী কহিল, দেখ, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেন না, বায়ু সঞ্চরণ করেন না, তরুরাজি পুষ্প বৃষ্টি করিয়া থাকে, এবং যাঁহার ইচ্ছাক্রমে পর্বত ও মেঘ বারি বর্ষণ করে, তুমি কি জন্য সেই রাজাধিরাজ রাবণের পত্নী হইতে অভিলাষী নও? জানকি! আমি তোমাকে ভালই কহিতেছি, তুমি কথা রক্ষা কর, অন্যথা মরিবে।

২৪তম সর্গ

জানকীর প্রতি রাক্ষসীগণের তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভয় প্রদর্শন

অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, দেখ, রাক্ষস রাজ রাবণের রমণীয় অসুর বহুমূল্য শয্য সকল সুসজ্জিত আছে, তথায় বাস করিতে কি জন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, মনুষ্যের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীতরাগ হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তুমি তাহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কথা শ্রবণ পূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, দেখ, তোমরা যে আমাকে পরপুরুষ সংশ্রবের কথা কহিতেছ, এই ঘৃণিত পাপ কিছুতেই আমার মনে স্থান পাইতেছে না। মানুষী কি

প্রকারে রাক্ষসের পত্নী হইবে? বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, কিন্তু আমি কোন মতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম দীন বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সুবর্চলা যেমন সূর্য্যের, সেইরূপ আমি রামের পক্ষপাতিনী হইয়া আছি। শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বসিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের, এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী হইয়া আছি।

তখন রাক্ষীগণ জানকীর এই বাক্য শুনিয়া, ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং রুক্ষভাবে তাঁহারে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর হনূমান শিংশপা বৃক্ষে নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি স্বকর্ণে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। জানকী ভয়ে কম্পিত, নিশাচরীগণ তাহার নিকট হইয়া ক্রোধভরে জ্বালাকরাল লম্বিত ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং শীঘ্র পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল, এই হতভাগিনী কোন অংশেই মহারাজ রাবণের যোগ্য নয়।

অনন্তর জানকী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্বার চতুর্দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিল। উহাদের মধ্যে বিনতা নাম্নী এক করালদর্শন

নিম্নোদরী নিশাচরী ছিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জানকীরে কহিতে লাগিল, ভদ্রে! তুমি ভর্ত্তৃস্নেহ যত দূর দেখাইলে, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, অতিবৃদ্ধি কষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। তুমি কুশলে থাক, আমি তোমার ব্যবহারে যার পর নাই পরিতোষ পাইলাম। মনুষ্যজাতির যাহা কর্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আমার একটা কথা আছে, শুন। রাক্ষসরাজ রাবণ একান্ত প্রিয়বাদী অনুকুল বদান্য ও বীর, তুমি দীন মনুষ্যের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে গিয়া আশ্রয় কর। আজ হইতে দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, স্বাহা ও শচীর ন্যায় সকলের অধীশ্বরী হও। নির্জীব দীন রামকে লইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এক্ষণে যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে এই মুহূর্তেই আমরা তোমাকে ভক্ষণ করিব।

অনন্তর লম্বিতস্তনী বিকটা ক্রোধভরে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্বক কহিতে লাগিল, জানকি! আমি দয়া ও সৌজন্যে তোমার অনেক বিসদৃশ কথা সহ্য করিলাম, কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না। দেখ, তুমি দুর্গম সমুদ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের ঘোর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ, এই অশোক বনে রুদ্ধ এবং আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইতেছ; সুতরাং এক্ষণে তোমাকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং দেবরাজেরও সাধ্য নাই। তুমি আমার কথা শুন, অকারণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিও না, এবং এই চির দীনতা

দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। জানই ত, স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, এক্ষণে যত দিন এই যৌবন আছে সুখভোগ করিয়া লও। তুমি রাবণের সহিত সুরম্য উদ্যান, উপবন, ও পর্বতোপরি বিচরণ কর। অসংখ্য নারী তোমার বশবর্তিনী হইবে, তুমি রাবণকে কামনা কর। দেখ, যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন পূর্বক নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।

অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী এক প্রকাণ্ড শূল বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিল, এই রমণী অত্যন্ত ভীত, ইহাকে দেখিয়া অবধি আমার বড়ই সাধ হইতেছে, যে, আমি ইহার যকৃৎ, প্লীহা, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া খাই।

পরে প্রঘসা কহিল, তোমরা কি জন্য নিশ্চিন্ত আছ? আইস, আমরা এই নিষ্ঠুর নারীকে গলা টিপিয়া মারি। পরে মহারাজকে গিয়া বলিও, সেই মানুষী মরিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই কহিবেন, তোমরা তাহাকে খাও।

অজামুখী কহিল, দেখ, এই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লও; ইহার সঙ্গে এইরূপ বিবাদ আমার ত ভাল লাগিতেছে না। এক্ষণে যাও, শীঘ্র পানার্থ জল ও প্রচুর মাল্য লইয়া আইস।

শূর্পণখা কহিল, দেখ, অজামুখী ভালই বলিতেছে, আমারও ঐ মত। এক্ষণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী সুরা আন, আজ আমরা মনুষ্যমাংস খাইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।

তখন সুরনারীশম সীতা ঐ সমস্ত বিরূপ রাক্ষসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

২৫তম সর্গ

জানকীর অবস্থা বর্ণন ও বিলাপ

অনন্তর তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলেন, দেখ, আমি মানুষী, বল, কিরূপে রাক্ষসের পত্নী হইব? বরং তোমরা আমাকে খাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি কিছুতেই তোমাদের কথা রাখিতে পারি না।

জানকীর চতুর্দিকে রাক্ষসী, তিনি ভয়ে নিরন্তর কম্পিত হইতেছেন, এবং ভয়েই যেন নিজের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি অরণ্যে যূথভ্রষ্ট ব্যাঘ্রনিপীড়িত মৃগীর ন্যায় একান্ত বিহ্বল। তৎকালে রাক্ষসীগণের লাঞ্ছনায় তাঁহার মন যার পর নাই অশান্ত হইয়াছে। তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত শাখা অবলম্বন পূর্বক ভগ্ন মনে রামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জলধারায় স্তনযুগল সিক্ত হইয়া গেল। কিরূপে যে শোকের শান্তি হইবে, তিনি কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে তাহার আর অন্ত পাইতেছেন না। তাঁহার মুখশ্রী ভয়ক্ষোভে নিতান্ত মলিন; তিনি বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সততই কম্পিত

হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, ঐ কম্পিত নিবন্ধন তাহা গমনশীল ভুজঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তিনি শোকে জ্ঞানশূন্য এবং দুঃখে একান্ত কাতর; তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন, এবং হারাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যা! হা সুমিত্রে! এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, অকালমৃত্যু কাহারই ভাগ্যে সুলভ নহে, এই যে লোকপ্রবাদ আছে ইহা যথার্থ, নচেৎ কি জন্য আমাকে এই সকল ক্রূর রাক্ষসীর উৎপীড়ন সহিয়া রাম ব্যতীত ক্ষণকালও বাঁচিতে হইবে? আমি অতি মন্দভাগিনী, সমুদ্রে ভারাক্রান্ত নৌকা যেমন প্রবল বায়ুবেগে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ আমি নিতান্ত অনাথার ন্যায় বিনষ্ট হইতেছি। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের বশবর্তিনী আছি, রামকেও আর দেখিতেছি না, সুতরাং প্রবাহবেগে নদীর কুল যেমন স্খলিত হয়, সেইরূপ আমি শোকে অতিশয় অবসন্ন হইতেছি। রাম প্রিয়বাদী ও কৃতজ্ঞ, ধন্য ও কৃতপুণ্যেরাই সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখিতেছেন। সুতীক্ষ্ণ বিষপানে যেরূপ হয়, আত্মজ্ঞ রাম ব্যতীত আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে। জানি না, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাপ করিয়া ছিলাম, তাহারই ফলে আমায় এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে। এই মনুষ্যজন্মে ধিক্, পরাধীনতাকেও ধিক্, আমি স্বেচ্ছাসে প্রাণত্যাগ করিব, কেবল এই জন্যই তাহা ঘটিতেছে না।

২৬তম সর্গ

জানকীর বিলাপ ও রাক্ষসীগণের প্রতি তাঁহার বাক্য

জানকী যেন উন্মত্তা, শোকভয়ে যেন উদ্ভ্রান্ত। তিনি পরিশ্রান্ত বড়বার ন্যায় এক একবার ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুঃখাশ্রুতে পরিপূর্ণ, তিনি অবনত মুখে কেবলই এইরূপবিলাপ করিতেছেন, রাম মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হন, এই সুযোগে রাবণ আমাকে বল পূর্বক হরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের হস্তে, উহাদের বিস্তর বাক্যযন্ত্রণা সহিতেছি। বলিতে কি, এইরূপ দুঃখ চিন্তায় আর আমার বাঁচিতে সাধ নাই; আমি যখন রামবিহীন হইয়া এইরূপ নিদারুণ ক্লেশে আছি, তখন আমার আর জীবনে কাজ কি? ধন রত্ন ও অলঙ্কারেই বা প্রয়োজন কি? বোধ হয়, আমার এই হৃদয় পাষাণময় এবং অজর ও অমর, কারণ, এরূপ দুঃখেও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি অনার্য্যা ও অসতী, আমাকে ধিক্, আমি রামব্যতীত মুহুর্তকালও জীবিত রহিয়াছি। রাবণকে কামনা করা দূরে থাক, আমি তাহাকে বামপদেও স্পর্শ করিতেছি না। ঐ দুরাত্মা প্রত্যাখ্যান বুঝে না, এবং আত্মগৌরব ও আপনার কুল মর্য্যাদাও জানে না। সে স্বীয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরতন্ত্র, এক্ষণে অন্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করিতেছে। রাক্ষসীগণ! তোমরা অধিক আর কেন বল, আমাকে ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতেই দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের প্রতি অনুরাগিণী হইব না। রাম কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ, সুশীল ও দয়ালু,

বলিতে কি, তিনি কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষে এইরূপ নির্দয় হইয়াছেন। যিনি জনস্থানে একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করেন, তিনি কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছেন না। হীনবল রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ করিয়াছে, রাম যুদ্ধে অনায়াসেই তাহাকে বিনাশ করিবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ করিয়া ছিলেন, তিনি কি জন্য আমার উদ্ধারার্থ আসিতেছেন না। এই মহানগরী লঙ্কার চতুর্দিকে মহাসমুদ্র, সুতরাং ইহা অন্যের অগম্য, কিন্তু রামের শর সর্বত্রগামী, এখানে কদাচই উহার গতিরোধ হইবে না। আমি রামের প্রাণসম পত্নী, দুরাত্মা রাবণ আমাকে বল পূর্বক হরণ অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। আমি যে এই স্থানে আছি, বোধ হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন, জানিলে কি এইরূপ অবমাননা সহ্য করিতেন? হা! যিনি তাঁহাকে আমার হরণ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন, রাবণ সেই জটায়ুকেও বধ করিয়াছে। জটায়ু বৃদ্ধ হইলে ও আমার রক্ষার্থ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। আমি এখানে রুদ্ধ হইয়া আছি, আজ রাম এ কথা শুনিলে নিশ্চয়ই রোষভরে ত্রিলোক রাক্ষশূন্য করিতেন; লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া ফেলিতেন; সমুদ্র শুষ্ক করিতেন এবং নীচপ্রকৃতি রাবণের কীর্তি বিলুপ্ত করিয়া দিতেন। আমি যেমন এক্ষণে কাতর প্রাণে কাঁদিতেছি, প্রতি গৃহে রাক্ষসীগণ অনাথা হইয়া এইরূপে রোদন করিত। অতঃপর মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাপুরী অন্বেষণ করিয়া

রাক্ষসদিগের এইরূপ দুরবস্থা করিবেন। বিপক্ষ একবার তাঁহাদের চক্ষে পড়িলে আর ক্ষণকালও বাঁচিবে না। এই লঙ্কার রাজপথ অচিরাৎ চিতাধূমে আকুল হইয়া উঠিবে, গৃধ্রগণে সঙ্কুল হইবে; অচিরাৎ ইহা শ্মশানতুল্য হইয়া যাইবে এবং অচিরাৎই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। রাক্ষসীগণ! আমার এই বাক্য অলীক বোধ করিও না, ইহাতে তোমাদেরই অদৃষ্টে বিপদ ঘটিবে। দেখ, এক্ষণে এই লঙ্কায় নানারূপ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা শীঘ্রই হতশ্রী হইবে। পাপাত্মা রাবণ বিনষ্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। আজ ইহাতে নানারূপ আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু অবিলম্বেই ইহা নিষ্প্রভ হইবে। আমি শীঘ্রই গৃহে গৃহে রাক্ষসীদিগের দুঃখ শোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইব। আমি যে এস্থানে আছি, যদি মহাবীর রাম কোন প্রসঙ্গে ইহা জানিতে পারেন, তখন দেখিবে, এই লঙ্কাপুরী তাঁহার শরে ছিন্ন ভিন্ন ও ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে এবং রাক্ষসকুলেও আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। নির্দয় নীচ রাবণ আমার সহিত যে সময়ের সীমা স্থির করিয়াছে, তাহা ত প্রায় অবসান হইয়া গেল, এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। রাক্ষসগণ পাপাচারী ও বিবেকশূন্য, এক্ষণে ইহাদিগেরই হস্তে আমাকে মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত মাংসাসী পামর ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহাদিগেরই অধর্মে এই লঙ্কায় একটা ঘোরতর উৎপাত ঘটিবে। আমি ত এখন রাক্ষসের প্রাতর্ভক্ষ্য হইতেছি, কিন্তু প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে

না পাইলে মৃত্যুকালে কি করিব? তাঁহাকে না দেখিলে সকাতরে কিরূপেই বা প্রাণত্যাগ করিব। আমি যে জীবিত আছি, বোধ হয়, রাম তাহা জানেন না, জানিলে নিশ্চয়ই সমস্ত পৃথিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা তিনিই হয় ত আমার শোকে দেহপাত করিয়া থাকিবেন। হা! দেবলোকে দেবগণ এবং ঋষি সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণই ধন্য; তাঁহারা সেই রাজীবলোচনকে দর্শন করিতেছেন। ধীমান রামের ধর্ম্মসাধনই উদ্দেশ্য, তিনি জীবন্মুক্ত রাজর্ষি, বোধ হয়, ভার্য্যাসঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেই জন্যই তিনি আমার অনুসন্ধান লইতেছেন না। চক্ষে চক্ষে থাকিলে প্রীতি এবং অন্তরালে থাকিলেই স্নেহের উচ্ছেদ হয়, এইরূপ একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু কৃতঘ্নের পক্ষে এ কথা সঙ্গত, রামের ইহা কদাচই সম্ভবিতেছে না। আমি যখন তাঁহার স্নেহভষ্ট হইয়াছি, তখন বোধ হয়, আমারই কোন দোষ আর্শিয়া থাকিবে, কিম্বা আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার বাঁচিবার আর আবশ্যক নাই। হা! বোধ হয়, সেই দুই ভ্রাতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক ফল মূল ভক্ষণ ও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা দুরাত্মা রাবণ কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়া থাকিবে। এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু দেখিতেছি, এরূপ দুঃখেও আমার অদৃষ্টে মৃত্যু নাই। হা! ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বাধীনচিত্ত মহাভাগ মুনিগণই ধন্য, তাঁহারা প্রিয় ও অপ্রিয় কোন বিষয়েরই অনুরোধ রাখেন না। প্রিয় হইতে দুঃখোৎপত্তি হয় না, অপ্রিয় হইতেই তাহা অধিক হইয়া

থাকে; যাহারা সেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের কোন অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত মহাত্মাকে নমস্কার। আমি প্রিয় রামের স্নেচ্যুচত হইয়া রাবণের বশবর্ত্তী হইয়াছি, সুতরাং প্রাণত্যাগ করাই আমার শ্রেয় হইতেছে।

২৭তম সর্গ

ত্রিজটার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন ও জানকীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত রাক্ষসীগণের প্রতি উপদেশ

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই সমস্ত বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল, এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল কথা দুরাত্মা রাবণের গোচর করিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর অন্যান্য রাক্ষসীগণ জানকীর সন্নিহিত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিতে লাগিল, অনার্য্যে তুই আর এক মাস অপেক্ষা করিয়া থাক্, পরে আমরা তোরে পরম সুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইব।

ইত্যবসরে ব্রিজটা নাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং ঐ সমস্ত রাক্ষসীকে সীতার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া কহিল, দেখ, জানকী জনকের কন্যা এবং দশরথের পুত্রবধূ, তোমরা ইহাকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি রাত্রিশেষে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি; বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবেন।

তখন রাক্ষসীগণ ত্রিজটার মুখে এই দারুণ স্বপ্নের কথা শুনিয়া যার পর নাই ভীত হইল, কহিল, বল, তুমি আজ রাত্রিশেষে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ? ত্রিজটা কহিল, আমি দেখিলাম, যেন রাম শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্য ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত গজদন্তনির্ম্মিত গগনগামী বিমানে আরোহণ করিয়াছেন, এবং সহস্র অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতেছে। ঐ সময় জানকী শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত পর্ব্বতের উপর উপবেশন করিয়া আছেন, এবং সূর্য্যের সহিত প্রভা যেমন মিলিত হয়, সেইরূপ তিনি রামের সহিত সমাগত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে এক শৈলপ্রমাণ দংষ্ট্রাকরালপ্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়াছেন। উহাঁরা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং স্বতেজে যেন প্রদীপ্ত; উহারা শুক্ল বসন পরিধান পূর্ব্বক জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম, রাম ঐ শ্বেত পর্ব্বতের শিখরদেশে এক হস্তীকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কমল লোচনা জানকী তাঁহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতেছেন। তিনি স্বহস্তে চন্দ্রসূর্য্যকে স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কার উর্দ্ধে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় আছেন। রাম এক খানি উৎকৃষ্ট রথে আটটি শ্বেতবর্ণ বৃষভে বাহিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে লইয়া, অত্যুজ্জ্বল পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। দেখিলাম, রাবণ মুণ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত; তিনি উন্মত্ত

হইয়া মদ্য পান করিতেছেন; তাহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে করবীর মাল্য; আজ তিনি পুষ্পক রথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি কৃষ্ণাম্বর পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য এবং অঙ্গে রক্তচন্দন; একটি স্ত্রীলোক বল পূর্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি এক গর্দভযুক্ত রথে আরূঢ় আছেন, তাঁহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত, তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, এবং কখন বা তৈল পান করিতেছেন। তিনি গর্দভে আরোহণ পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। আবার একস্থলে দেখিলাম, রাবণ অধঃশিরা হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে গর্দভ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সম্ভ্রমে পুনরায় উঠিলেন। তাঁহার কটিতটে বস্ত্র নাই, মুখাগ্রে কেবলই দুর্বাক্য; তিনি অনতিবিলম্বে এক দুর্গন্ধ মলপূর্ণ পঙ্কবহুল দুঃসহ ঘোর অন্ধকারময় গর্তে নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক শুষ্ক হ্রদে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, তাঁহার নিকট একটা রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্দমাক্ত হইয়া উপস্থিত, সে তাঁহার কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন পূর্বক উত্তরাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। আরও দেখিলাম, কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণ মুণ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত হইয়াছেন। রাবণ বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমারপৃষ্ঠে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণপূর্বক দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম, একমাত্র বিভীষণ মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া, চারি জন মন্ত্রীর সহিত গগনতলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে সুসজ্জিত

সভা, তন্মধ্যে নানারূপ গীত বাদ্য হইতেছে। আবার দেখিলাম, এই হত্যশ্বপূর্ণ সুরম্য লঙ্কাপুরীর পুরদ্বার ভগ্ন, ইহা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে; রাক্ষসীরা তৈল পান পূর্ব্বক প্রমত্ত হইয়া অট্টহাস্যে হাসিতেছে। লঙ্কার সমস্তই ভস্মাবশিষ্ট এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের রক্তবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গোময় হ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছেন। রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এই স্থান হইতে পলায়ন কর, দেখ, মহাবীর রাম জানকীরে নিশ্চয়ই পাইবেন। এক্ষণে যদি তোমরা সীতাকে যন্ত্রণা দেও, রাম তাহা সহ্য করিবেন না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। জানকী তাঁহার প্রাণসমা পত্নী, অরণ্যের সহচরী হইয়াছেন, তোমরা যে ইহাঁকে কখন ভৎসনা এবং কখন যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ, রাম তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। অতঃপর রুক্ষ কথা পরিত্যাগ কর, ইহাকে স্নেহবচনে সান্ত্বনা করা আবশ্যক; আইস, সকলে ইহাঁর নিকট মঙ্গল ভিক্ষা করি; আমার ত ইহাই ভাল বোধ হইতেছে। জানকী শোক সন্তাপে একান্ত কাতর, আমি ইহাঁরই অনুকুল স্বপ্ন দেখিয়াছি; ইনি সমস্ত দুঃখ বিমুক্ত হইয়া প্রিয়লাভে সন্তুষ্ট হউন। রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, এক্ষণে অধিক আর কি, তোমরা যদিও জানকীরে ভৎসনা করিয়াছ, তথাচ এক্ষণে ইহার প্রসাদ ভিক্ষা কর। ইনি প্রণিপাতে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তোমাদিগকে গুরুতর ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেখ, ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে কোনরূপ কুলক্ষণ দেখিতেছি না, কেবল অঙ্গসংস্কার নাই

বলিয়া, যেন ইহাকে কিঞ্চিৎ দুঃখিত বোধ হইতেছে। বলিতে কি, এক্ষণে অচিরাৎই ইহার মনোরথ পূর্ণ হইবে; রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু এবং রামেরও জয়শ্রী লাভ হইবে। আমরা শীঘ্রই যে জানকীর প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইব, এই স্বপ্নই তাঁহার মূল। ঐ দেখ, ইহার পদ্মপলাশবৎ বিস্ফারিত চক্ষু স্ফুরিত হইতেছে; বাম হস্ত অকস্মাৎ কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে; এবং এই করি শুণ্ডাকার বাম ঊরু স্পন্দিত হইয়া, যেন রামের আগমনবার্তা সূচনা করিতেছে। আর ঐ সমস্ত পক্ষীও বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া, বারংবার শান্তস্বরে ডাকিতেছে এবং হৃষ্টমনে রামের প্রত্যুদমনের জন্য যেন সঙ্কেত করিতেছে।

তখন লজ্জাবতী জানকী এই স্বপ্ন-সংবাদে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ত্রিজটে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

২৮তম সর্গ

জানকীর বিলাপ ও কণ্ঠে বেণী বন্ধন পূর্বক প্রাণ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত শিংশপা বৃক্ষের শাখা ধারণ

পরে তিনি রাবণের এই অমঙ্গল সংবাদে শঙ্কিত হইয়া, অরণ্যে সিংহভয়ভীত করিণীর ন্যায় কম্পিত হইলেন, এবং বিজন বনে পরিত্যক্ত বালিকার ন্যায় কাতর হইয়া, এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! অকাল মৃত্যু যে কাহারই সুলভ নয়, সাধুগণ এ কথা সত্যই

কহিয়া থাকেন; তাহা না হইলে, এই পাপীয়সী এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ক্ষণ কালও জীবিত থাকিতে পারি না। হা আজ আমার এই দুঃখপূর্ণ কঠিন হৃদয় বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। অপ্রিয়দর্শন রাবণ কয়েক দিন পরেই ত আমারে বধ করিবে; কিন্তু এক্ষণে যদি আমি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করি, তজ্জন্য কেন আমি দোষী হইব। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন না, তদ্রূপ আমিও ঐ দুরাচারকে মন সমর্পণ করিতে পারিব না। এক্ষণে রাম যদি এ স্থানে না আইসেন, তাহা হইলে চিকিৎসক যেমন অস্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, সেইরূপ ঐ নীচ, শাণিত শরে শীঘ্রই আমারে খণ্ড খণ্ড করিবে। আমি একে দীন ও ভর্তৃহীন, ইহার উপর আবার আমাকে এই বধযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। যে তস্কর রাজাজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মে, এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আমারও সেইরূপ হইবে। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা মাতৃগণ! বুঝি, এই মন্দভাগিনী সমুদ্রে প্রবল বায়ু-প্রতিঘাতে তরণীর ন্যায় বিনষ্ট হয়। হা! রাম ও লক্ষ্মণ আমারই কারণে মৃগরূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন; আমিই সেই দুই রাক্ষসের মায়ায় প্রলোভিত ও মোহের বশীভূত হইয়া, উহাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। রাম! তুমি সত্যনিষ্ঠ, ও হিতকারী, এক্ষণে আমি এই স্থানে রাক্ষসের বধ্য হইয়া

আছি, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই জানিতেছ না। হা! আমার এই পাতিব্রত্য, ক্ষমা, ভূমিশয্যা, ও নিয়ম সমস্তই নিরর্থক হইল। কৃতঘ্নে কৃত উপকার যেমন নিষ্কল হইয়া যায়, সেইরূপ এ সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। আমি দুঃখশোকে বিবর্ণ, দীন ও কৃশ হইয়াছি, ভর্তৃসমাগমে আমার কিছুমাত্র আশা নাই। রাম! বোধ হয়, তুমি নির্দিষ্ট নিয়মে পিতৃনির্দেশ পালন ও ব্রতাচরণ পূর্বক গৃহে প্রতিগমন করিয়াছ, এবং তথায় নির্ভয় ও কৃতার্থ হইয়া, বহুসংখ্য আকর্ণলোচনা কামিনীর সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু আমি তোমার একান্ত অনুরাগিণী, এক্ষণে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি নিরর্থক তপ ও ব্রত অনুষ্ঠান করিলাম, অতঃপর প্রাণত্যাগ করিব! হা! আমি অতি মন্দভাগিনী, আমাকে ধিক। আমি বিষ পান বা শাণিত কৃপাণ দ্বারা আত্মহত্যা করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা করে, এই রাক্ষসপুরীতে এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না।

জানকী রামকে স্মরণ পূর্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক; সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল যার পর নাই প্রবল; তিনি অনন্য মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং পৃষ্ঠলম্বিত বেণী গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, আমি শীঘ্রই কণ্ঠে বেণীবন্ধন পূর্বক প্রাণ ত্যাগ করিব। পরে তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ, ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

২৯তম সর্গ

জানকীর সঙ্গে শুভ লক্ষণের প্রাদুর্ভাব

জানকী নিতান্ত নিরানন্দ ও দীন; তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্বক দণ্ডায়মান আছেন; ইত্যবসরে নানারূপ শুভ লক্ষণ তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার কুটিলপক্ষ কৃষ্ণতারক উপান্তশুক্ল প্রান্তলোহিত একমাত্র বাম নেত্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাম এত দিন যাহা আশ্রয় করিয়া ছিলেন, সেই অগুরুচন্দনযোগ্য সুবৃত্ত স্থূল বাম হস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহা করিশুণ্ডাকার ও স্থূল সেই বাম ঊরু পুনঃ পুনঃ স্পন্দন পূর্বক যেন রাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ সূচনা করিয়া দিল; এবং যে বস্ত্র স্বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ মলিন, তাহাও কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পড়িল।

তখন শিখরদশনা জানকী এই সমস্ত বিশ্বাস্য লক্ষণে রৌদ্রবায়ুপ্রণষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিজলে স্ফীত হয়, সেইরূপ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি বীতশোক হইলেন, এবং তাঁহার জড়তামুক্ত বিদূরিত হইল। তখন রজনী যেমন শুক্ল পক্ষে চন্দ্র দ্বারা উদ্ভাষিত হয়, সেইরূপ মুখপ্রসাদ তাঁহাকে একান্তই উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

৩০তম সর্গ

হনুমানের চিন্তা ও মনে মনে তর্ক বিতর্ক

হনূমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্ন ও রাক্ষসীদিগের গর্জ্জনও শুনিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর সুরনারীসম জানকীরে নিরীক্ষণ পূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর তাঁহার জন্য দিক দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি যাঁহার জন্য সুগ্রীবের প্রচ্ছন্নচারী চর হইয়া শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করিতে ছিলাম, আজ তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্বক রাক্ষগণের বিভব, লঙ্কাপুরী, ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীমশক্তি সকরুণচিত্ত রামের এই অনুরাগিণী পত্নীকে আশ্বস্ত করিব। এই চন্দ্রাননা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আমি ইহাঁকে আশ্বস্ত করিব। যদি আজ ইহাঁকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে আমার প্রতিগমনে সম্পূর্ণই এই দোষ অর্শিতে পারে। আর এই রাজকুমারীও পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন। রাম ইহাঁকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা যেমন আবশ্যক, ইহাঁকেও তদ্রূপ। কিন্তু দেখিতেছি, জানকীর চতুর্দ্দিক রাক্ষীগণে বেষ্টিত, সুতরাং ইহারা থাকিতে ইহাঁর সহিত বাক্যালাপ করা আমার শ্রেয় হইতেছে না। এক্ষণে কি করি, আমি কি সঙ্কটেই পড়িলাম।

যদি আমি এই রাত্রিশেষে ইহাঁকে আশ্বাস দান না করিয়া যাই, তবে ইনি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইবেন। যদি আমি ইহাঁর সহিত কথোপকথন না করিয়া যাই, তাহা হইলে রাম যখন জিজ্ঞানিবেন, সীতা আমার উদ্দেশে কি কহিলেন, তখন কি বলিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব। তিনি এইরূপ ব্যতিক্রমে আমাকে নিশ্চয়ই ক্রোধজ্জ্বলিত নেত্রে ভস্মীভূত করিবেন। আমি যদি সুগ্রীবকে বিশেষ সংবাদ না দিয়া সংগ্রামের উদ্‌যোগ করিতে বলি, তবে তাহারও এই স্থানে সসৈন্যে আগমন ব্যর্থ হইবে। যাহাই হউক, এক্ষণে সতর্ক হইলাম, এই সমস্ত রাক্ষসী কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলে আজ মৃদুবচনে এই দুঃখিনীকে সান্ত্বনা করিব। আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর, তথাচ আজ মনুষ্যৎ সংস্কৃত কথা কহিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা কই, তাহা হইলে হয় ত সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীত হইবেন। বস্তুতও এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষী বাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপে ইহাঁকে সান্তনা করা সহজ হইবে না। জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার আমার এই মূর্তি দর্শন এবং বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইবেন। পরে আমাকে মায়ারূপ রাবণ অনুমান করিয়া চকিতমনে চীৎকার করিতে থাকিবেন। ইহার চীৎকার শব্দ শুনিবামাত্র করালদর্শন রাক্ষীগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইবে, এবং ইতস্তত অনুসন্ধানে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বধ বন্ধনের চেষ্টা

করিবে। তৎকালে আমিও নিজ মূর্তি ধারণ পূর্বক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ও স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিতে থাকিব। তদ্দর্শনে রাক্ষসীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইবে, এবং বিকৃতস্বরে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত প্রহরীদিগকে আহ্বান করিবে। পরে প্রহরীরা উহাদিগের উদ্বেগ দর্শনে শূল শর ও অলি গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে উপস্থিত হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইব এবং রাক্ষসসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে থাকিব, কিন্তু বলিতে কি ঐ সময় আমি যে পুনর্বার সমুদ্র লঙ্ঘন করিব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন রাক্ষসগণ আমাকে অনায়াসে গ্রহণ করিবে, এবং জানকীও আমার এই স্থানে আগমন করিবার কারণ কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ হিংসাপরায়ণ, উহারা ঐ প্রসঙ্গে জানকীর প্রাণনাশেও পরাঙ্মুখ হইবে না। সুতরাং এই সূত্রে রাম ও সুগ্রীবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। দেখিতেছি, এই লঙ্কায় আসিবার কোনরূপ পথ নাই, ইহা সমুদ্র বেষ্টিত রাক্ষরক্ষিত ও অত্যন্ত্‌ গুপ্ত, জানকী এই স্থানে বাস করিতেছেন, সুতরাং ইহার উদ্ধার সাধনের আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকিবে না। আর আমি যদি বধবন্ধনে আত্ম সমর্পণ করি, তাহা হইলে রামের একটি. উত্তরসাধক বিনষ্ট হইবে। আমার অভাবকালে এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে, বিশেষ অনুসন্ধানেও এমন আর কাহাকে দেখিতেছি না। আমি এক্ষণে সহজেই অসংখ্য রক্ষসকে রণশায়ী করিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধশ্রমের পর পুনর্বার যে এই সমুদ্র পার হইব কিছুতেই এরূপ সম্ভব হয় না।

আরও যুদ্ধে যে কোন পক্ষ জয়ী হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি? সুতরাং সংশয়মূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জানি না, অতঃপর কোন বিচক্ষণ এই সংশয়ের কার্য্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবেন? এক্ষণে আমি যদি জানকীর সহিত কথোপকথন করি, তাহাতে এই সমস্ত বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; আর যদি না করি, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সিদ্ধপ্রায় কার্য্যও দূতের বুদ্ধিবৈগুণ্যে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কার্য্যাকার্য্যে কোনরূপ মন্ত্রণা নির্ণীত হইলেও অপটু দূতের দোষে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। ফলত পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্য্যক্ষতির মূল। এক্ষণে কিসে কার্য্যে ব্যাঘাত না জন্মে, কিসে বুদ্ধিদোষ উপস্থিত না হয় এবং কিসেই বা এই সমুদ্র লঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। এই জানকী অশঙ্কিত মনে আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন এমন কোন সংঙ্কল্প স্থির করা আমার আবশ্যক।

হনূমান এইরূপ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করিলেন, জানকী অনন্যমনে রামকে চিন্তা করিতেছেন, এক্ষণে যদি সেই মহা বীরের নাম কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে ইনি কদাচ শঙ্কিত হইবেন না। সেই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাম যে সমস্ত ধর্মানুকুল শ্রেয়স্কর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তৎসমুদায়ের প্রসঙ্গ করিয়া স্ববক্তব্য শান্ত ও মধুরভাবে জ্ঞাপন করিব।

জানকী যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, আমি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিব।

৩১তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক রামচরিত কীর্ত্তন ও সীতার বিস্ময়

হনূমান এইরূপ অবধারণ পূর্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন, এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। তিনি সুসম্পন্ন রাজশ্রীযুক্ত ও পরম সুন্দর। সর্বশ্রেষ্ঠ ঈক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার উৎপত্তি, সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিত্রগণকে অত্যন্ত সুখী করিতেন। রাম সেই দশরথের একমাত্র প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য স্বজনপালক ও সুশীল। এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি ধর্ম্মরক্ষক ও জ্ঞানবান। ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্যে বহুসংখ্য রাক্ষসীর নিহত হয় এবং খর দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয় এবং মৃগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীরে অপহরণ করে। পরে রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন, এবং বালীকে বিনাশ করিয়া, সুগ্রীবকে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান

করেন। অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের নিয়োগে চতুর্দিকে জানকীর অন্বেষণে নির্গত হয়, এবং আমিও এই উপলক্ষ করিয়া সম্পাতির বাক্যে মহাবেগে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকট জানকীর যেরূপ, রূপ বর্ণ, এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয়, এক্ষণে জানকীরেই পাইলাম। মহাবীর হনুবান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, এবং অলকসংকুল মুখকমল উত্তোলন পূর্বক সভয়ে শিশংপা বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তৎকালে তিনি কখন ঊর্দ্ধে কখন অধোতে এবং কখন বা তির্য্যক ভাবে দৃষ্টি প্রসারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে উদয়োম্মুখ সূর্য্যের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল ধীমান হনূমান তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইলেন।

৩২তম সর্গ

হনূমান দর্শন সীতার মনের ভাব বর্ণন

হনূমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। হনূমান প্রিয়বাদী ও বিনীত, তাঁহার কান্তি অশোক পুষ্পবৎ আরক্ত এবং চক্ষু স্বর্ণপিঙ্গল। জানকী উহাঁকে বৃক্ষের পত্রাবরণে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, ভাবিলেন, এই বানর অত্যন্ত ভীমদর্শন? তিনি উহাকে

দুর্নিরীক্ষা বোধ করিয়া ভয়ে অতিশয় বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখ ভরে অস্ফুটস্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্বার ঐ বানরকে দেখিলেন; মনে করিলেন, বুঝি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। তিনি ঐ বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপন্ন ও মৃতকল্প হইলেন। পরে বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ পূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটি নিষিদ্ধদর্শন বানর আমার দৃষ্টিপথে পড়িল। যাহাই হউক, রাম, লক্ষ্মণ ও রাজা জনকের সর্বাঙ্গীন স্বস্তি ও শান্তি হউক। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে, আমি দুঃখ শোকে নিপীড়িত হইয়া আছি, নিদ্রা আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে, রামের অদর্শনে আমার মনে সুখই নাই। আমি তাঁহাকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি, তাঁহার কথা সততই আলাপ করিতেছি, সুতরাং যাহা কিছু শুনি, তাহা ঐ চিন্তা ও আলাপের অনুরূপ করিয়া লই। এক্ষণে যাহা দেখিলাম ইহা কল্পনা নহে, কারণ, কল্পনায় বুদ্ধির সংশ্রব থাকেনা, এবং তাহাতে রূপও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সুস্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার, এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সত্যই হউক।

৩৩তম সর্গ

হনূমান জানকী সংবাদ

অনন্তর হনূমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ হইলেন, এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? কি জন্য মলিন কৌশেয় বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্বক এই স্থানে দণ্ডায়মান আছ? যেমন কমলদল হইতে জল নিঃসৃত হয় সেইরূপ তোমার নেত্রযুগল হইতে কি জন্য দুঃখের বারিধারা বহিতেছে! তুমি সুরাসুর, নাগ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নর মধ্যে কোন্ জাতীয় হইবে? রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের সহিত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে? বোধ হয়, তুমি দেবী। বোধ হয়, তুমি তারাপ্রধান সর্বশ্রেষ্ঠা গুণবতী রোহিণী হইবে, এক্ষণে চন্দ্রের স্নেহভ্রষ্ট হইয়া সুরলোক হইতে স্খলিত হইয়াছ? কল্যাণি! তুমি কে? তুমি কি দেবী অরুন্ধতী? ক্রোধ বা মোহ বশত কি বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করিয়াছ? তোমার পুত্র কে? এবং তোমার ভ্রাতা, পিতা, ও ভাই বা কে? তুমি কি ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও বিয়োগে এইরূপ শোকাকুল হইয়াছ? রোদন, দীর্ঘনিশ্বাস, ভূমিস্পর্শ, এবং রামের নাম গ্রহণ এই সমস্ত চিহ্নে তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার সর্বাঙ্গে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি, তদ্বারা তোমাকে রাজকন্যা ও রাজমহিষী বলিয়াই আমার

হৃৎপ্রত্যয় জন্মিতেছে। রাবণ জনস্থান হইতে যাঁহাকে বল পূর্ব্বক আনিয়াছে, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা, এবং ধীমান রামের ধর্ম্মপত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে এয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেকের সংকল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কহিলেন, আমি আজ হইতে পানাহার পরিত্যাগ করিলাম; যদি তুমি রামকে রাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাক, পূর্ব্বে তুমি প্রীতিভরে আমাকে যে কথা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক।

তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর এই ক্রূর নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ এবং বরপ্রদান বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন। সত্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা, তিনি জলধারাকুললোচনে রামকে এইরূপ কহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্য ভার দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও। তৎকালে পিতার এই

আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল, এবং তিনি অবিচারিত চিত্তে উহা বাক্যমনে স্বীকার করিলেন। দানেই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রতিগ্রহ করেন না, সত্যেই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তে মিথ্যা কহেন না। পরে ঐ ধর্ম্মশীল, মহামূল্য উত্তরীয় রাখিয়া, রাজ্যসংকল্প বিসর্জ্জন পূর্বক জননীর হস্তে আমায় অর্পণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না, এবং শীঘ্রই নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত বনচারী হইলাম। বুলিতে কি, রাম ব্যতীত স্বর্গসুখেও আমার স্পৃহা নাই। তখন মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য সর্বাগ্রে কুশচীর ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্য্য করিয়া অদৃষ্টপূর্ব গভীরদর্শন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা কিছুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া আছি, এই অবসরে দুরাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সে দুই মাস আমার প্রাণ রক্ষায় অনুগ্রহ করিয়াছে, এই নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আমি নিশ্চয়ই দেহ ত্যাগ করিব।

৩৪তম সর্গ

হনূমান ও জানকীর কথোপকথন, জানকীর সন্দেহ

তখন কপিবর হনূমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সত্ত্ববাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দূতস্বরূপ আসিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি ব্রাহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি

তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্তার প্রিয় অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তখন জানকী রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যার পর নাই পুলকিত হইলেন। কহিলেন, জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে, এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। ফলতঃ সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইলে যেরূপ প্রীত হন, হনুমানের বাক্যে সেইরূপ প্রীতি লাভ করিলেন এবং বিশ্বস্ত মনে উহাঁর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে হনূমান ক্রমশঃ উহাঁর সন্নিকষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হন, অমনি সীতার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। রাবণ যে ছলনা করিতে আসিয়াছে, এই বিশ্বাসই ক্রমশঃ তাঁহার সুদৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি দুঃখিত মনে এইরূপ কহিলেন, হা ধিক্! আমি কেন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিলাম, দেখিতেছি, সেই রাবণই মায়াবলে রূপান্তর গ্রহণ পূর্বক আগমন করিয়াছে।

তখন জানকী শিংশপা বৃক্ষের শাখা উন্মোচন পূর্বক ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন হনূমানও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; কিন্তু তৎকালে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, উহার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেম না, এবং এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বোধ হয়, তুমি মায়াবী রাবণ, পুনরায় মায়া অবলম্বন

করিয়া আমাকে পরিতাপিত করিতে আসিয়াছ, কিন্তু দেখ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জ্জন এবং পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি সেই রাবণ, সন্দেহ নাই। রাক্ষস! এক্ষণে আমি উপবাসে কৃশ এবং অত্যন্ত দীন হইয়া আছি, এ সময় তুমি যে আমাকে যন্ত্রণা দিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা আমার এইরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে বিলক্ষণ প্রীতি সঞ্চার হইতেছে। এক্ষণে তুমি যদি যথার্থই রামের দূত হও, তবে আমি তাঁহার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বল, তোমার মঙ্গল হউক, রামের কথা আমার একান্তই প্রীতিকর। সৌম্য! তুমি আমার সেই প্রিয়তমের গুণ কীর্ত্তন কর; প্রবল জলবেগ যেমন নদীকুল শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাস এক এক বার হ্রাস করিয়া দিতেছ। হা! স্বপ্ন কি সুখকর! বহুদিন হইল, আমি অপহৃত হইয়াছি, কিন্তু স্বপ্ন প্রভাবেই আজ এই রামদূতকে দেখিলাম; এক্ষণে যদি একবার প্রিয়তম রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পাই, তাহা হইলে আমাকে আর এই রূপ অবসন্ন হইতে হয় না। কিন্তু বলিতে কি, অদৃষ্টদোষে স্বপ্নও আমার শুভদ্বেষী শত্রু হইয়াছে। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে; স্বপ্নে বানরকে দেখিয়া এই রূপ অভ্যুদয় লাভ সম্ভব হয় না। ইহা কি মনের ভ্রম? না বায়ুর ব্যাপার? ইহা কি উন্মাদবৎ বিকার? না মরীচিকা? অথবা না, ইহা উন্মাদ নহে, উন্মাদবৎ

মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং নিকটস্থ বানরকেও সম্যকরূপ বুঝিতেছি।

জানকী নানা বিতর্কের পর ঐ বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন, এবং তৎকালে উহাঁর সহিত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন। তখন হনূমান জানকীর মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া, শ্রুতি-সুখকর বাক্যে হর্ষোৎপাদন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা রাম সূর্য্যেয় ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। সকলেই তাঁহার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এবং মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় বীর্য্যবান। তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় সত্য নিষ্ঠ ও মিষ্টভাষী; তিনি অত্যন্ত রূপবান, যেন মূর্তিমান কন্দর্প; তাঁহার রাজদণ্ড যথাস্থানেই উদ্যত হইয়া থাকে। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবলোক তাঁহারই বাহুছায়ায় সুখী হইয়া আছে। দেবি! যে দুরাত্মা সেই মহাবীরকে মৃগরূপে অপসারণ পূর্বক শূন্য আশ্রম হইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিল, দেখি, সে অচিরাৎই ইহার ফল লাভ করিবে। তিনি জলন্তঅগ্নিকল্প ক্রোধনির্মুক্ত শরে শীঘ্র তাহারে বিনাশ করিবেন। আমি তাঁহারই আদেশে তোমার সকাশে আসিয়াছি। তিনি তোমার বিরহে অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তেজস্বী লক্ষ্মণ অভিবাদন পূর্বক তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রামের মিত্র কপিরাজ সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রতিনিয়তই তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তুমি রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়া ভাগ্যবলেই জীবিত রহিয়াছ! তুমি অবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইবে। অসংখ্য বানরসৈন্যের মধ্যে কপিরাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবে। আমি তাঁহারই নিয়োগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছি, এবং স্ববীর্য্যে রাবণের মস্তকে পদার্পণ পূর্বক তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। দেবি! আমি মায়াবী রাবণ নহি। তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ এবং আমার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর।

৩৫তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক সীতাহরণ অবধি জানকী সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানকী সমীপে কীর্ত্তন

তখন জানকী হনুমানের নিকট রামের কথা শুনিয়া শান্ত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার সংশ্রব? তুমি কিরূপে লক্ষ্মণকে জ্ঞাত হইলে? এবং নরবানরের সমাগমই বা কোন সূত্রে সংঘটন হইল? আরও, রাম ও লক্ষ্মণের অঙ্গে যে সমস্ত অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে, তুমি পুনরায় সেই সকল উল্লেখ কর, শুনিলে অবশ্যই আমি বীতশোক হইব।

তখন হনূমান কহিলেন, দেবি! তুমি যে আমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে আমি, রাম ও লক্ষ্মণের যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াছি কীর্ত্তন করি, শুন। রাম পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার

মুখশ্রী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয় দর্শন, তিনি আজন্ম সুরূপ ও সবল। তিনি তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি জীবলোকের রক্ষক ও স্বজন পালক। তিনি ধর্ম্মশীল ও সুশীল, বর্ণচতুষ্টয় তাঁহারই আশ্রয়ে কাল যাপন করিতেছে। তিনি স্বতঃ পরতঃ লোকের মর্যাদা বন্ধন করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান্, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা; তিনি সাধুগণের উপকারও সৎকার্য্যের প্রচার করিয়া থাকেন। রাজ নীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ, বিপ্র সেবায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ; তিনি জ্ঞানী ও বিনীত; যজুর্বেদ ধনুর্বেদ ও বেদাঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি বেদবিৎগণের পূজিত; তাঁহার স্কন্ধ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা মনোহর, আনন সুন্দর, জত্রুদ্বয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তাম্রবর্ণ। তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ। তাঁহার মণিবন্ধ, মুষ্টি ও ঊরু স্থির, মুষ্ক ও বাহু লম্বিত, কেশাগ্র ও জানু সমান। তাঁহার নাভি মধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, নেত্রান্ত নখ ও করচরণতল আরক্ত, পদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ। তাঁহার স্বর গতি ও নাভি গভীর, উদর ও কণ্ঠে ত্রিবলী, পদমধ্য, পদরেখা ও স্তনচূচুক নিমগ্ন; তাঁহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব, মস্তকে তিনটি কেশের আবর্ত, অঙ্গুষ্ঠমূল ও ললাটে চারিটি রেখা, দেহপ্রমাণ চারি হস্ত। তাঁহার বাহু, জানু, ঊরু ও গণ্ড সমান, ভ্রু, নেত্র ও কর্ণ প্রভৃতি চতুর্দশ স্থান এরূপ, দন্তপংক্তির পার্শ্বে অপর দন্ত। তাঁহার গতি সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বৃষের অনুরূপ; ওষ্ঠ,

হনু ও নাসা প্রশস্ত; মুখ নখ ও লোম স্নিগ্ধ । তাঁহার বাহু অঙ্গুলী ও ঊরু দীর্ঘ, মুখাদি দশ স্থান পদ্মকার, ললাটাদি দশ স্থান প্রশস্ত, অঙ্গুলি পর্ব প্রভৃতি নয়টি স্থান সূক্ষ্ম । সত্যধর্মে তাঁহার নিষ্ঠা আছে; তিনি দেশকালজ্ঞ ও প্রিয়বাদী। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার এক বৈমাত্র ভ্রাতা আছেন। তিনি অনুরাগ রূপ ও গুণে জ্যেষ্ঠের অনুরূপ। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের মত; তিনি মহাবীর। দেবি! ঐ দুই ভ্রাতা তোমার উদ্দেশ লাভের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন, এই প্রসঙ্গে বানরজাতির সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় হয়। ঐ সময় কপিরাজ সুগ্রীব বালীর বলবীর্য্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে বালীর উৎপীড়ন-ভয় তাঁহাকে নিতান্তই কাতর করিয়া তুলে। আমরা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম। তিনি প্রিয়দর্শন ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি ঋষ্যমূক পর্বতে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে ধনুর্ধারী চীরবসন রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হন। কিন্তু তিনি উহাঁদিগকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক শৈলশিখরে আরোহণ করেন। পরে আমি তাঁহার আদেশে ঐ দুই মহাবীরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইলাম এবং উহাঁরা যে কি জন্য ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন, তাঁহার কারণও জানিলাম। দেবি! উহাঁদিগকে দেখিলে অত্যন্ত সুরূপ ও সুলক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়। পরে ঐ দুই রাজকুমার আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। আমিও উহাঁদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণ পূর্বক কপিরাজ

সুগ্রীবের সন্নিহিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট উহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলাম। তখন উহাঁরা পরস্পর কথাবার্তায় যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পূর্ব বৃত্তান্তের প্রসঙ্গ করিয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বালী স্ত্রীলাভের জন্য সুগ্রীবকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। দেবি! ঐ সময় লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট তোমার বিরহজ শোকের প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব তাহা শ্রবণ পূর্বক রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইলেন। যখন রাবণ আকাশপথে তোমাকে লইয়া যায়, তখন তুমি অঙ্গের কয়েকখান অলঙ্কার পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর। আমি তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে হৃষ্ট হইয়া সেই গুলি রামকে প্রদর্শন করিল। রাম তোমার সেই সুদৃশ্য অলঙ্কার অঙ্কদেশে লইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার শোকানল যার পর নাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রবল দুঃখে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার ধৈর্য্যও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া বহুকষ্টে পুনরায় উত্থাপিত করি। পরে তিনি ঐ সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার বারংবার সকলকে দেখাইতে লাগিলেন এবং পুনর্বার সুগ্রীবের হস্তে তৎসমুদায় রাখিয়া দিলেন। দেবি! দেবপ্রভাব রাম তোমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আগ্নেয় গিরি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি তোমার বিচ্ছেদে নিরন্তর জ্বলিতেছেন।

অনিদ্রা শোক ও চিন্তা তাঁহাকে যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছে। ভূমিকম্পে প্রকাণ্ড পর্বত যেমন বিচলিত হইয়া উঠে, সেই রূপ তোমার বিরহশোক তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে। তিনি রমণীয় কানন নদী ও প্রস্রবণ পর্য্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে সেই মহাবীর রাম, রাবণকে সগণে সংহার করিয়া শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনি ও সুগ্রীব পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া, বালী বধ ও তোমার অন্বেষণ এই দুই কার্য্যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। পরে রাম স্বীয় বল বীর্য্যে বালীকে বিনাশ পূর্বক সুগ্রীবকে বানর ভল্লুকের রাজা করিয়া দেন। দেবি! এইরূপেই নর বানরের সমাগম সংঘটন হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগের দূত, আমার নাম হনূমান। কপিরাজ সুগ্রীব রাজ্য অধিকার করিয়া, বানরদিগকে তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য দশ দিকে নিয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছে। শ্রীমান অঙ্গদ সৈন্যসমষ্টির তৃতীয়াংশ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। আমি এই অঙ্গদেরই সমভিব্যাহারে আসিয়াছি। আমরা নির্গত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতে অত্যন্ত বিপদস্থ হই, এবং তথায় দৈবদুর্বিপাক বশত আমাদিগের বহু দিন অতীত হইয়া যায়। পরে আমরা কার্য্যে নৈরাশ্য, কালাতিপাত, এবং রাজভয় এই কয়েকটি কারণে শোকাকুল মনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই। আমরা গিরিদুর্গ নদী ও প্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পরিশেষে তোমার উদ্দেশ না পাইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই এবং সেই পর্বতে প্রায়োপবেশন করিয়া

থাকি। তদ্দৃষ্টে অঙ্গদ কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করেন এবং তোমার অদর্শন, বালীবধ ও আমাদিগের প্রয়োপবেশন পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত কথার উল্লেখ করেন। ঐ সময় কোন এক মহাবল মহাকায় বিহঙ্গ কার্য্যপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাতি। তিনি জটায়ুর সহোদর। সম্পাতি অঙ্গদের মুখে ভ্রাতৃবধবার্তা পাইবামাত্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, বল, কে আমার কনিষ্ঠ জটায়ুকে কোন স্থানে বিনাশ করিল? তখন দুরাত্মা রাবণ তোমার জন্য জনস্থানে জটায়ুকে যে বধ করিয়াছিল, অঙ্গদ এই কথা উল্লেখ করেন। পরে সম্পাতি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তুমি যে লঙ্কায় বাস করিতেছ তাহাও কহিয়া দিলেন।

অনন্তর আমরা বিহগরাজের এই প্রীতিকর কথায় পুলকিত হইয়া বিন্ধ্য গিরি হইতে সমুদ্রতীরে আগমন করিলাম। তৎকালে তোমার দর্শন পাইবার জন্য আমাদিগের বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়া ছিল। কিন্তু আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলাম। বানরসৈন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন হইল। পরে আমি ভয় দূর করিয়া ঐ শত যোজন অক্লেশে লঙ্ঘন করিলাম এবং রাত্রিকালে রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া রাবণকে ও তোমাকে দেখিলাম।

দেবি! যেরূপ ঘটিয়াছে, আমি আনুপূর্বিক সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হও। আমি রামের দূত; আমি রামের

জন্যই এইরূপ সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি, এবং তোমার উদ্দেশ লাভার্থই এই স্থানে আসিয়াছি। পবনদেব আমার পিতা, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। এক্ষণে রাম কুশলে আছেন, যিনি জ্যেষ্ঠের পরিচর্য্যায় অনুরক্ত এবং জ্যেষ্ঠেরই হিতসাধনে আসক্ত, সেই সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণও কুশলে আছেন। এক্ষণে কেবল আমিই সুগ্রীবের আদেশে এই স্থানে আসিয়াছি। কেবল অমিই তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য এই দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়াছি। বানরসৈন্যরা তোমার অদর্শনে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া আছে। এক্ষণে আমি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে পুলকিত করিব। সৌভাগ্যক্রমেই আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না।

দেবি! অতঃপর আমি তোমার উদ্দেশকৃত যশ অধিকার করিব এবং মহাবীর রামও রাবণকে সগণে সংহার করিয়া অবিলম্বে তোমায় লাভ করিবেন। আমি হনূমান, কপিবর কেশরীর পুত্র। ঐ কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্বতে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্বতে প্রস্থান করেন। তিনি তথায় পবিত্র সমুদ্রতীর্থে দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন নামে এক অসুরকে সংহার করিয়া ছিলেন। আমি এই কেশরীর ক্ষেত্রজাত ও বায়ুর ঔরস পুত্র। স্ববীর্য্যে হনূমান নামে প্রথিত হইয়াছি। আমি রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের এই সমস্ত গুণ

উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি চিন্তিত হইও না, তিনি অচিরাৎ নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে তোমাকে লইয়া যাইবেন।

তখন শোকার্তা সীতা এই সকল বিশ্বস্ত কারনে হনূমানকে রামদূত ৰলিয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হইল, নেত্রযুগল হইতে অনর্গল আনন্দবারি নির্গত হইতে লাগিল, এবং মুখমণ্ডলও উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি হনূমানকে বানরই বোধ করিলেন। উহাকে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে নানা রূপ কুতর্ক উপস্থিত হইতেছিল, তাহাও দূর হইয়া গেল।

তখন হনূমান ঐ প্রিয়দর্শনাকে কহিলেন, দেবি! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমি কি করিব এবং তোমার অভীষ্টই বা কি? বল, আমি আর এ স্থানে থাকিতেছি না। বায়ুর ঔরসে আমার জন্ম এবং আমার প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমি স্বীয় বলবীর্যে তাহা অবশ্যই সাধন করিব।

৩৬তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক জানকীকে রামের অঙ্গুরীয় প্রদর্শন, হনুমানের প্রতি সীতার বাক্য, জনকীর প্রতি হনুমানের সান্ত্বনা বাক্য

অনন্তর হনূমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমি ধীমান রামের দূত জাতিতে বানর। এক্ষণে তুমি

এই রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত হও দেখিও শীঘ্রই তোমার এই দুখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনুমানের হস্ত হইতে রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং রামের সমাগম লাভে যেরূপ প্রীত হন, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেই রূপই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহুগ্রাসনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমাদর পূর্ব্বক হনূমানকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বানর! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিয়াছ তখন তুমি বীর, সমর্থ ও বিজ্ঞ সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্রমকরপূর্ণ ও শতযোজন বিস্তীর্ণ, তুমি যখন ইহা গোষ্পদবৎ জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। বীর! আমি তোমাকে সামান্য বোধ করি না। তুমি সমুদ্র দর্শনে ভীত এবং রাবণ হইতেও শঙ্কিত হও নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নির্দ্দেশে আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত কথোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীর্য্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। বলিতে কি, আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মশীল রাম ও লক্ষ্মণের কুশল বার্তা জানিতে পারিলাম। দূত! যদি রামের কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইয়া, ক্রোধভরে এই সসাগরা পৃথিবীকে কেন

ভস্মসাৎ করিতেছেন না? অথবা দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে, কিন্তু বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর! এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন? দীনতা ও ভয় তাঁহাকে ত অভিভুত করে নাই? কার্য্যকালে ভারত কোন রূপ বুদ্ধি মোহ উপস্থিত হয় না? পৌরুষ প্রকাশে তাহার ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে? তিনি ত জয় লাভের জন্য মিত্রবর্গে সম দান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন? তাঁহার ত প্রকৃত মিত্র আছে, এবং তাঁহার প্রতি মিত্রগণের ত যথোচিত অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে? দেবপ্রসাদ লাভ করিতে তার ত ঔদাস্য নাই? দূরবাস নিবন্ধন তিনি ত আমার উপর বীতরাগ হন নাই? সেই রাজকুমার কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, তিনি নিয়ত সুখেই কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন, এক্ষণে ক্লেশের পর ক্লেশসহ্য করিয়া ত অবসন্ন হইতেছেন না? আর্য্যা কৌশল্যা দেবী, সুমিত্রা ও ভারতের কুশল বার্তা ত সর্বদাই শ্রুত হওয়া যায়? রাম কি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন? তিনি কি নিরবচ্ছিন্ন বিমনা হইয়া আছেন? ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার উদ্ধার-সংকল্পে কি মন্ত্রিরক্ষিত সৈন্যগণকে নিয়োগ করিবেন? কপিরাজ সুগ্রীব তীক্ষ্নদশন খরনখ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কি এই স্থানে আসিবেন। মহাবীর লক্ষণ কি শরনিকরে নিশাচরগণকে সংহার করিবেন? আমি কি শীঘ্র রামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে রাবণকে স্ববংশে বিনষ্ট দেখিতে পাইব? প্রচণ্ড

রৌদ্রতাপে জল শোষণ হইলে পদ্ম যেমন ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ রামের সেই পদ্মগন্ধি মুখ আমার বিরহে কি শুষ্ক হইয়াছে? তিনি যখন ধর্মের উদ্দেশে রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং যখন পাদচারে আমাকে লইয়া অরণ্যে নিষ্ক্রান্ত হন, তৎকালে যেমন তাঁহার ভয়, শোক কিছুমাত্র ছিল না, এখনও কি তিনি সেইরূপ আছেন? দূত! মাতা পিতা বা যে কেহ হউন না, রামের পক্ষে আমা অপেক্ষা অধিক বা আমার সমান কেহই স্নেহের পাত্রী নাই। আমি যতক্ষণ তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও তাবৎকাল আমার জীবন। জানকী এই বলিয়া রামসংক্রান্ত সুমধুর কথা কর্ণগোচর করিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন হনূমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি যে এই লঙ্কায় বাস করিতেছ পদ্মপলাশ লোচন রাম তাহা জ্ঞাত নহেন; জানিলে নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতেন। এক্ষণে তিনি আমার নিকট তোমার সংবাদ পাইলে বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং অক্ষোভ্য সমুদ্রকে শরজালে স্তম্ভিত করিয়া এই লঙ্কা নগরী রাক্ষসশূন্য করিবেন। যদি এই বিষয়ে স্বয়ং মৃত্যুও অন্তরায় হন, যদি সুরাসুর ও কোনরূপ ব্যাঘাত দেয়, তবে তিনি তাহাদিগকেও বিনাশ করিবেন। দেবি! রাম তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া সিংহনিপীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছেন। আমি মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, ও দর্দুর পর্বতের নামোল্লেখ পূর্বক শপথ করিতেছি,

ফলমূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সেই রামের কুণ্ডলশোভিত উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ মণ্ডল শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। দেবি! তুমি রামকে ঐরাবতপৃষ্ঠে উত্থিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শীঘ্রই প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। তিনি তোমার বিরহে আর মদ্য মাংস স্পর্শ করেন না, যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্য ফল-মূলে দিন পাত করিয়া থাকেন। সেই রাজকুমার সমস্ত রাত্রি কেবল তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন, দংশ মশক কীট ও সরীসৃপের উপদ্রপ কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি নিয়ত শোকাক্রান্ত ও চিন্তিত হইয়া আছেন, তোমার বিরহে অন্য কোনরূপ ভাবনা তাঁহার মনে কদাচই উদিত হয় না। একে তিনি নিরবচ্ছিন্ন জাগরণক্লেশ সহিতেছেন, তাহাতে যদিও কখন নিদ্রিত হন, তাহা হইলে সীতা এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্বক সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি ফল পুষ্প বা অন্য কোন স্ত্রীজনকমনীয় পদার্থ দেখিলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক হা প্রিয়ে বলিয়া রোদন করেন। দেবি! সেই বীর এই রূপে পরিতপ্ত হইতেছেন এবং তোমাকে পাই বার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন।

৩৭তম সর্গ

জানকী ও হনুমানের কথোপকথন

অনন্তর চন্দ্রাননা জানকী হনূমানকে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দূত তোমার কথা বিষমিশ্রিত অমৃত; রাম অনন্যমনে আছেন

এই বাক্য অমৃত, আর তিনি নিতান্ত শোকাকুল রহিয়াছেন, এই কথা বিষ। প্রভূত সম্পদ বা ঘোর বিপদেই হউক, দৈব সকল ব্যক্তিকেই যেন রজ্জু দ্বারা কঠোর বন্ধন পূর্বক আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেহ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না; এই দৈব দুর্বিপাকেই আমরা বিপদে পড়িয়াছি। এক্ষণে সমুদ্রে তরণী জলমগ্ন হইলে সন্তরণ বলে যেমন তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ রাম সবিশেষ যত্নে শোকের পরপার দেখিতে পাইবেন। জানি না, কবে সেই মহাবীর, রাবণকে রাক্ষসগণের সহিত সংহার ও লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। যাহাতে শীঘ্র এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে অনুরোধ করিও; দেখ, যাবৎ না এই সংবৎসর পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণধারণ করিব। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দিষ্ট করিয়াছে, তদনুসারে এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবর্তী হইয়াছে, কৃতান্ত তাঁহাকে যুদ্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। ঐ বিভীষণের কলা নাম্নী সর্বজ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছে। সে মাতৃনিয়োগে একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, এই লঙ্কাপুরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস বাস করেন। তিনি ধীমান বিদ্বান সুশীল ও সুধীর। তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ঐ অবিন্ধ্য একদা উহাকে এইরূপ

কহিয়াছিলেন, তুমি যদি রামকে জানকী প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবেন, কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাঁহার এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই।

বানর! এক্ষণে বোধ হয়, রাম শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন; এই বিষয়ে আমার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। তাঁহার যেরূপ বলবীর্য্য তাহা পর্য্যালোচনা করিলে আমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্যই বোধ হয়। দেখ, উৎসাহ পৌরুষ ও প্রভাব এই কয়েকটি গুণ তাঁহাতে দীপ্যমান। যিনি লক্ষ্মণের সাহায্য না লইয়া জনস্থানে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ শত্রু তাঁহার ভয়ে শঙ্কুচিত না হইবে? রাক্ষসগণ যদিও তাঁহাকে বিপদস্থ করিয়াছে কিন্তু তাঁহার সহিত উহাদিগের কোন অংশেই উপমা হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব অবগত আছেন, সেইরূপ আমিও রামের প্রভাব সম্যক জানিয়াছি। তিনি দীপ্ত দিবাকর তুল্য, শরজালই তাঁহার কিরণ, এক্ষণে তিনি তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই রাক্ষসময় সলিল শুল্ক করিবেন।

তখন হনূমান কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র বানর ভল্লুক সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। অথবা তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদুঃখ হইতে উদ্ধার করিব; তোমায় পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া অক্লেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সন্তরণ করিব; এবং রাবনের সহিত লঙ্কা নগরীও লইয়া

যাইব। অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ আমি সেই শৈলবিহারী রামের হস্তে তোমায় অর্পণ করিব। আজ তুমি দৈত্যবধোদ্যত বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক, তিনি শৈলশিখরে সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এ বিষয়ে ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিও না। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তুমি রামের সহিত সমাগম ইচ্ছা কর। তোমার সমস্ত সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার প্রীতি হইতেছে যেন তুমি শীঘ্রই রামের সহিত মিলিত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, চল, আমি তোমাকে লইয়া আকাশপথে সমুদ্র পার হই। গমন কালে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। দেবি! আমি যেরূপে এখানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়া গগনমার্গে আবার সেইরূপেই প্রস্থান করিব।

তখন জানকী হনুমানের কথায় হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন বীর! তুমি এই দূর পথে কি রূপে আমায় লইয়া যাইবে? বলিতে কি, এইরূপ বুদ্ধিতেই তোমার বানরত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি যার পর নাই ক্ষুদ্রাকার, এক্ষণে বল, কিরূপে আমাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইবে।

তখন হনূমান মনে করিলেন, জানকী আমায় যেরূপ কহিলেন, এইরূপ কথা আমার পক্ষে নূতন পরাভব। ইনি আমার বল ও প্রভাবের কিছুই জানেন না। আমি ইচ্ছা করিলে কি প্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, এক্ষণে ইনি তাহাই প্রত্যক্ষ করুন।

হনূমান এইরূপ চিন্তা করিয়া জানকীকে আপনার পূর্বরূপ প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিলেন এবং ঐ শিংশপা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্বক সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মেরু-মন্দরাতুল্য ও প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প। তাঁহার আকার ভীষণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং দংষ্ট্রা ও নখ বজ্রসার ও সুদৃঢ়। তিনি এই রূপ পূর্বরূপ ধারণ পূর্বক জানকীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি এই লঙ্কাপুরী, বন, পর্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, অধিক কি, রাবণের সহিত অক্লেশে লইয়া যাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুতেই সন্দিগ্ধ হইও না এবং আমার সহিত গমন পূর্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বীতশোক কর।

তখন কমললোচনা জানকী হনুমানের ঐ ভীম মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বীর! আমি তোমার বলবীর্য্য বুঝিলাম; তোমার গতিবেগ বায়ুতুল্য এবং তেজ অগ্নিকল্প, তাও জানিতে পারিলাম। ফলত সামান্য লোক কিরূপেই বা এই স্থানে আসিবে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে আমায় লইয়া অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমার

কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। কিন্তু সবিশেষ বুঝিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। দেখ, তুমি যখন আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া প্রস্থান করিবে, তখন তোমার গতিবেগে হয়তো আমি বিমোহিত হইতে পারি। আমি মহাসমুদ্রের উপর আকাশপথে অবস্থান করব, কিন্তু তৎকালে হয়তো বেগবশাৎ তোমার পৃষ্ঠ হইতে আমি পতিত হইতে পারি। সমুদ্র জলজন্তুতে পরিপূর্ণ, আমি পতিত হইলে নক্রকুম্ভীরগণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বীর! আমি স্ত্রীলোক, তুমি যদি আমাকে লইয়া প্রস্থান কর, তাহা হইলে রাক্ষসগণের মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং উহারা আমাকে হ্রিয়মাণ দেখিয়া দুরাত্মা রাবণের নিয়োগে তোমার অনুসরণ করিবে। পরে ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক তোমাকে এবং আমাকে প্রাণসঙ্কটে ফেলিবে। উহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র, তুমি আকাশে নিরস্ত্র, উহারা বহুসংখ্য, তুমি একাকী, সুতরাং এই রূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে উহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক আমায় রক্ষা করিবে? বোধ হয়, রাক্ষসগণের সহিত তোমার যুদ্ধ ঘটিবে যুদ্ধ ঘটিলে আমি সভয়ে কম্পিতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। রাক্ষসগণ নিতান্ত ভীষণ, হয়তো উহারা কথঞ্চিৎ তোমাকে জয় করিতে পারে। অথবা যদি তুমি জয়ী হও, তথাচ যুদ্ধের সময় আমার রক্ষা বিধানে বিমুখ হইলে আমি নিশ্চয়ই পতিত হইব এবং পাপাচার রাক্ষসেরাও আমাকে লইয়া প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তৎকালে উহারা তোমার হস্ত হইতে

আমাকে বিনাশও করিতে পারে। আরও, যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। রণস্থলে রাক্ষসগণ তর্জ্জন গর্জন করিবে, ইহাতে আমি নিশ্চয়ই ভীতও বিপন্ন হইব এবং তোমার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়া যাইবে। বীর! যদি তুমি রাক্ষসদিগকে সহজে সংহার করিতে সমর্থ হও, কিন্তু ইহা দ্বারা রামের যশঃক্ষয় হইবে সন্দেহ নাই। আরও, রাক্ষসেরা তোমার হস্ত হইতে আমায় আচ্ছিন্ন করিয়া এমন এক প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিতে পারে, যে রাম ও বানরগণ তাঁহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সুতরাং একমাত্র আমারই জন্য তোমার সমুদ্র লঘঘন প্রভৃতির সমস্ত ক্লেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যদি রামের সহিত এখানে উপস্থিত হও, তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ, তুমি ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ তোমাদের সকলেরই জীবন সম্পূর্ণ আমার অধীন, কিন্তু তোমরা আমার উদ্ধার-সঙ্কল্পে নিরাশ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। বীর! আমি পতিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। দুরাত্মা রাবণ বল পূর্বক আমাকে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব, তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য্য করা হইবে। আমি সেই মহাবীরের বলবীর্য্য দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; দেব, গন্ধর্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। তিনি যখন

রণমূলে শরাসন গ্রহণ পূর্বক প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষিত হন, তখন কে তাঁহাকে সহিতে পারিবে? তিনি যখন রণস্থলে বীর লক্ষ্মণের সহিত মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় বিচরণ করেন, তখন যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া থাকে। দূত! তুমি সুগ্রীবের সহিত সেই দুই মহাবীরকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর, আমি রামের শোকে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আছি, তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।

৩৮তম সর্গ

জানকীর নিকট রামের জন্য হনুমানের অভিজ্ঞান প্রার্থনা, রামের প্রতি জানকীর বাক্য ও হনুমানের নিকট অভিজ্ঞান স্বরূপ চূড়ামণি প্রদান

অনন্তর কপিপ্রবীর হনূমান জানকীর এই বাক্যে অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি সঙ্গত কথাই কহিতেছ; ইহা স্ত্রীস্বভাব পাতিব্রত্য ও বিনয়ের সম্যক উপযোগী হইতেছে। তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে যে অসম্ভব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জানকী! রাম ব্যতীত পুরুষান্তর স্পর্শ কর তোমার অকর্তব্য, তুমি এই যে একটা কারণ উল্লেখ করিতেছ ইহা সেই মহাত্মা রামের সহধর্মিণীর উপযুক্তই হইতেছে। তোমা ব্যতীত এইরূপ আর কে বলিতে পারে? এক্ষণে তুমি

যে সমস্ত কথা কহিলে, রাম আমার নিকট এই গুলি অবশ্যই শুনিতে পাইবেন। আমি রামের প্রিয়চিকীর্য্যা ও স্নেহে প্রবর্তিত হইয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছিলাম। এই লঙ্কাপুরী নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য, মহা সমুদ্র যার পর নাই দুর্লঙ্ঘ্য, এবং আমার শক্তিও অসাধারণ, এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছিলাম। আমি আজি রামের সহিত তোমাকে সম্মিলিত করিয়া দেই এই আমার ইছা; ফলত তাঁহার প্রতি স্নেহ ও তোমার প্রতি ভক্তি এই দুই কারণে আমি তোমাকে ঐ রূপ কহিতেছিলাম। অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া যে ঐ কথা কহিয়াছি এরূপ সম্ভাবনা করি না। এক্ষণে যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে উৎসাহী না হও, তাহা হইলে রামের প্রত্যয়ের জন্য কোন একটি অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, দূত! তুমি এই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান রামের নিকট উল্লেখ করিও। চিত্রকুটের পূর্বোত্তরভাগে একটি প্রত্যন্ত পর্বত আছে। উহা ফলমূলবহুল ও সিদ্ধজনসঙ্কুল; উহার অদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। আমি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, ঐ স্থানে সেই ঘটনা উপস্থিত হয়। এক্ষণে তুমি গিয়া আমার বাক্যে রামকে কহিবে, নাথ! তুমি চিত্রকূট পর্বতের পুষ্পসৌরভপূর্ণ উপবনে জলবিহার করিয়া আর্দ্রদেহে আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে। একদা একটি কাক মাংসলোলুপ হইয়া আমাকে তুণ্ডপ্রহার করিয়াছিল। আমি লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া উহাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে সে

কোনক্রমেই আমার প্রতিষেধে ক্ষান্ত হয় নাই। তদৃষ্টে আমি উহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছি, ব্যস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে এবং আমি কাঞ্চীদাম পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও এবং আমাকে তদবস্থাপন দেখিয়া উপহাস কর। তোমার উপহাসে আমি ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম। তখন তুমি উপবিষ্ট ছিলে, আমি ক্ষতদেহে নিকটস্থ হইয়া শ্রান্তি নিবন্ধন তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তুমি হৃষ্টমনে আমায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলে। নাথ! আমার মুখে অশ্রুধারা, আমি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিতেছি এবং সেই কাকের উপর যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও। পরে আমি শ্রান্তিভরে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলাম। তুমিও বৈপরীত্যে আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে।

অনন্তর আমি জাগরিত ও উত্থিত হইলাম। ঐ কাকও পুনর্বার আমার সন্নিহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া দিল। তুমি উত্থিত হইলে এবং আমাকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জন করিতে লাগিলে। কহিলে, বল, কে তোমার মধ্য এইরূপ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলে, এবং সহসা ঐ কাককে রক্তাক্তনখে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য, সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্ত্তিত করিয়া উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে, এবং দর্ভান্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল লোক পর্য্যটন করিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্র এবং অন্যান্য মহর্ষিগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি শরণাগতবৎসল, তুমি উহাকে পদতলে নিপতিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং কহিলে, বায়স! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, ইহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে; এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার কি নষ্ট করিব? পরে তুমি ঐ বয়সের দক্ষিণ চক্ষু বিদ্ধ করিলে। সে দক্ষিণ চক্ষু দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে বারংবার নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় লইল।

নাথ! তুমি যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলে, তখন যে দুরাত্মা আমাকে অপহরণ করিয়াছে, জানি না,

তাঁহাকে কি কারণে ক্ষমা করিতেছ? তুমি যাহার নাথ, সে আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছে; এক্ষণে তুমি আমাকে দয়া কর। দয়া যে পরম ধর্ম্ম, ইহা তোমারই মুখে শুনিয়াছি। তুমি মহাবল ও মহোৎসাহী; তোমার গাম্ভীর্য্য সাগরের অনুরূপ। তুমি আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, এবং ইন্দ্রপ্রভাব। তুমি বীরপ্রধান ও মহাবীর্য্য। তুমি কি জন্য রাক্ষস বিনাশ করিতেছ না? দূত! দেবগন্ধর্বগণের মধ্যেও কেহ প্রতিযোদ্ধা হইয়া রামের যুদ্ধ বেগ নিবারণ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি আমার প্রতি সেই মহাবীরের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে, তবে তিনি কি জন্য তীক্ষ্ণ শরে রাক্ষস বিনাশ করিতেছেন না। লক্ষ্মণই বা কি জন্য তাঁহার নির্দেশক্রমে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না? ঐ দুই রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও যখন এইরূপ উদাসীন হইয়া আছেন, তখন বোধ হয়, আমারই কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তখন হনূমান সজলনয়না জানকীরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষণও তাঁহার ঐরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যার পর নাই অমুখী আছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না ; বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য

উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে বন্ধু বান্ধবের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরকে যদি কিছু বলিবার থাকে ত বলিয়া দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি আমার হইয়া রামকে কুশল প্রশ্ন সহকারে অভিবাদন করিবে। যিনি দুর্লভ ঐশ্বর্য্য, দিব্য স্ত্রী ও ধনরত্ন পরিত্যাগ পূর্বক পিতামাতাকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন, যিনি আমার সহিত মাতৃনির্বিশেষ ব্যবহার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ মর্য্যাদা করিয়া থাকেন, যিনি আমাকে অপহরণ করিবার কথা অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, যিনি নিরন্তর বৃদ্ধগণকে সেবা করিয়া থাকেন, যিনি আমা অপেক্ষা রামের প্রীতি ও স্নেহের পাত্র, যিনি সর্বাংশে আমার পূজ্য শ্বশুরের অনুরূপ হইয়াছেন, যিনি বিসদৃশ কার্য্যের ভারগ্রহণেও কুণ্ঠিত হন না, যিনি একান্ত প্রিয়দর্শন ও অত্যন্ত মিতভাষী, রাম যাঁহার মুখ চাহিয়া পিতৃবিয়োগ শোক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার হইয়া কুশল প্রশ্ন পূর্বক কহিবে, তিনি যেন আমার এই দুঃখ দুর করিয়া দেন। দূত! তুমিই কার্য্য সিদ্ধির মূল; তোমার যত্ন ও উদ্‌যোগেই রাম আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখবেন। তুমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহাই কহিও যে, আমি আর এক মাস কাল জীবিত থাকিব। আমি সত্যই কহিতেছি, এই এক মাস অবসান হইলে আমি কিছুতেই আর

প্রাণ রাখিব না। পাপাত্মা রাবণ আমাকে অপমান পূর্বক অবরুদ্ধ করিয়াছে, এক্ষণে নারায়ণ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন।

অনন্তর জানকী একটা উৎকৃষ্ট চূড়ামণি উন্মোচন এবং হনুমানের হস্তে সমর্পন পূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রামকে এই চূড়ামণি প্রদান করিও। তখন হনুমান্ অভিজ্ঞান চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলি মূলে ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তৎকালে প্রকাশ আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি জানকীরে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া, তাঁহার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতার সন্দর্শন লাভে তাঁহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। লোকে শৈলশিখরের সুশীতল বায়ু দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাৎ উন্মুক্ত হইলে যেমন সুখ লাভ করে তিনি সেই রূপই সুখী হইলেন, এবং চুড়ামণি লইয়া তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

৩৯তম সর্গ

জানকী ও হনুমানের কথোপকথন

তখন জানকী হনূমানকে কহিলেন, দূত! এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে; তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে, ও রাজা দশরথকে পরখ করিবেন। বীর! বোধ হয়, অতঃপর রাম আমার

উদ্ধারের জন্য পুনর্বার তোমাকেই নিয়োগ করিবেন। তুমি নিযুক্ত হইলে কিরূপে সমস্ত সুসম্পন্ন হইতে পারে এক্ষণে তাহাই নির্ণয় কর; কিরূপে রামের দুঃখ শান্তি হইতে পারে তুমি তাহাই স্থির কর, এবং কিরূপেই বা আমার এই বিপদ দূর হইয়া যায় তুমি তাহাই অবধারণ কর।

অনন্তর হনূমান জানকীর এই বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তদ্দৃষ্টে জানকী বাষ্পগদগদ স্বরে পুনর্বার কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে; অমাত্যসহ সুগ্রীব ও অন্যান্য বৃদ্ধ বানরকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমি যেরূপে এই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমার জীবনসত্ত্বে যাহাতে এই দুঃখের অবসান হয়, রাম যেন তাহাই করেন। বীর! তুমি কথামাত্রে সাহায্য করিয়া ধর্ম্ম লাভ কর। রাম অত্যন্ত উৎসাহী, তিনি সমস্ত শুনিতে পাইলে আমার উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই বিক্রম প্রকাশ করিবেন।

তখন হনূমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম বানরভল্লুকে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সমরে শত্রুসংহার পূর্ব্বক তোমার শোকসন্তাপ দূর করিবেন। তিনি যখন যুদ্ধে অনবরত শরবর্ষণ করিয়া থাকেন, তখন সুরাসুরের মধ্যেও তাঁহার সম্মুখে তিষ্টিতে পারে এমন আর কাহাকে দেখি না। তিনি তোমার জন্য সূর্য্য ইন্দ্র ও কৃতান্তের সহিতও প্রতিদ্বন্দিতা করিবেন এবং তিনি তোমারই

জন্য এই সসাগরা পৃথিবীকে অধিকার করিবেন। বলিতে কি, এক্ষণে তাঁহার জয়লাভের উদ্বেগ কেবল তোমারই জন্য সন্দেহ নাই।

তখন জানকী হনুমানের এই সমস্ত সত্য কথা সবহুমানে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত বুঝিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রামের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন পুনর্বার কহিলেন, দূত! যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত তুমি এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত এক দিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে নানারূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে। তুমি এই দুর্গম পথে পুনর্বার কিরূপে আসিবে, তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে। কিন্তু তুমি না আইলেও প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিতেছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমাকে আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব, ও ঐ দুই রাজকুমার কি রূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। গরুড়, বায়ু ও তোমা ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল, ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য্য সাধন করিতে পার এবং

যশস্কর জয়ও সহজে তোমর হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রুবিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হইবে। দূত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তুমি তাহাই করিও।

তখন হনূমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি। সুগ্রীব সত্যনিষ্ঠ, তিনি তোমার উদ্ধার সংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে সেই মহাবীর রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য; উহারা মহাবল ও মহাবীর্য্য। উহাদিগের গতি কোন দিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্য্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না; উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে।

অপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা শরনিকরে লঙ্কা ছারখার করিবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিয়া তোমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও ক্রমান্বয়ে দিন গণনা কর। আমি নিশ্চয় করিতেছি, তুমি অচিরেই জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় রামকে নিরীক্ষণ করিবে।

হনূমান জানকীরে এই বলিয়া প্রতিগমনমানসে পুনর্ব্বার কহিলেন; দেবি! তুমি শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্মণকে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। যাহাদিগের খর, নখ ও তীক্ষ্ণ দন্তই অস্ত্র, বলবিক্রম সিংহ ব্যাঘ্রকেও পরাস্ত করিতে পারে, তুমি সেই সমস্ত বানরকে এইস্থানে শীঘ্রই সমাগত দেখিতে পাইবে। মেঘাকার বানরযূথ মলয়গিরির শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক সমরস্পৃহায় শীঘ্রই সিংহনাদ করিবে। দেবি! রাম তোমার বিরহতাপে নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার মনে আর কিছুতেই শান্তি নাই। এক্ষণে তুমি রোদন করিও না, তোমার মনে যেন কিছু মাত্র ভয় উপস্থিত না হয়। ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় তুমি শীঘ্র রামের সহিত সমাগত হইবে। রাম ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা বীর আর কে আছে? তাঁহারা তেজে অগ্নিকল্প এবং বেগে বায়ুসদৃশ; সেই দুই মহা বীরই তোমার আশ্রয়।

এক্ষণে তোমায় এই ভীষণ রাক্ষস ভূমিতে আর অধিক কাল বাস করিতে হইবে না। রাম শীঘ্রই আসিবেন। আমি যাবৎ তাঁহার নিকট না যাই তাবৎ তুমি প্রতীক্ষা কর।

৪০তম সর্গ

জানকী হনূমান সংবাদ

অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গলসংকল্পে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি প্রিয়বাদী; উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপে দুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি তোমার সন্দর্শনে যার পর নাই পুলকিত হইয়াছি। এক্ষণে এই শোকশীর্ণ দেহে যেরূপ রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর। আমি যে জলজ চূড়ামণি তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে। তিনি ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকুমার কাকের যে এক চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট এ কথা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে ইহাও কহিবে, "নাথ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্বকার তিলক বিলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর এক তিলক রচনা করিয়া দেও। তুমি মহাবীর ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণতুল্য, এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া রাক্ষস পুরীতে বাস করিতেছে, জানি না, তুমি ইহা কিরূপে সহ্য করিয়া আছ। আমি এতদিন এই চূড়ামণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম, দুঃখশোকে তোমায় পাইলে যেমন আহ্লাদিত

হইয়া থাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে অত্যন্তই সুখী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এস্থানে না আইল, তাহা হইলে আমি শোকভরে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য দুর্বিষহ দুঃখ, মর্ম্মভেদী বাক্যও রাক্ষস-সহবাস সহিয়া আছি। আমি আর এক মাস প্রাণ রক্ষা করিব, এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই, দেহ পাত করিব। দুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি ভোমার কালবিলম্ব হয় তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।

তখন হনূমান সজলনয়না জানকীর এই রূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে পুনর্বার কহিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যার পর নাই অসুখে কালযাপন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না, বলিতে কি, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখ দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে পাত্রমিত্রের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে রাম দৃষ্টিপাত মাত্র যাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার পক্ষে যাহা

সবিশেষ প্রীতিকর হইবে, তুমি আমাকে আরও এইরূপ কোন অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই দিয়াছি। রাম ইহা সাদরে দেখিয়া তোমার যাক্যে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন।

অনন্তর হনূমান চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীরে নতশিরে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজলনয়নে গদগদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্যসহ সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন কৃপা করিয়া অবিলম্বে আমায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তীব্র শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভৎসনার কথা পুনঃ পুনঃ কহিবে। দূত! অধিক আর কি কহিব, এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর।

৪১তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞান কল্পনা ও অশোকবন ভগ্ন করণ

অনন্তর মহাবীর হনূমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ভাবিলেন, আমি ত দেবী জানকীর সন্দর্শন পাইলাম, এক্ষণে এস্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। এই কার্য্য শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞান; কিন্তু ইহাতে সামাদি তিন উপায় কোন কার্য্যকর হইবে না। এক্ষণে দণ্ড দ্বারা সমস্ত নির্ণয়

করাই আবশ্যক হইতেছে। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি ফলপ্রদ হইবে না, সুসমৃদ্ধ পক্ষে দাম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং বলগর্বিত বীরগণকে সুযোগ ক্রমে ভেদকরাও সহজ নয়। সুতরাং এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করাই আমার উচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞানের আর কোনরূপ সম্ভাবনা দেখি না। আরও আমার হস্তে রাক্ষসগণ পরাস্ত হইলে রাবণ ভাবী যুদ্ধে অবশ্য সঙ্কুচিত হইবে। যদিচ এই বিষয়ে কপিরাজ সুগ্রীব আমাকে কোন রূপ আদেশ দেন নাই, কিন্তু যে দূত প্রধান উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে অবিরোধে অবান্তর কার্য্য সাধন করেন, তিনি কোন অংশে নিন্দনীয় হইতে পারেন না। আমি জানকীর অন্বেষণ পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুদ্ধসংক্রান্ত বিশেষ তত্ব বুঝিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, ইহাতে তাঁহারই অভিপ্রায় সম্যক্ সাধিত হইবে। যাহা হউক, আজ আমার আগমন কিরূপে সুফল উৎপাদন করিবে, রাক্ষসগণের সহিত কিরূপে সহসা সুদ্ধ ঘটিবে, এবং কি রূপেই বা আমার এবং আমার পক্ষ বীরগণের বীর্য্য যথার্থত বুঝিতে পারিবে। আমি আজ সংগ্রামে উহাকে পাত্রমিত্রের সহিত দেখিতে পাইব এবং উহার ইচ্ছা সামর্থ্য সহজে বুঝিতে পারিয়া পুনর্বার এস্থান হইতে প্রতিগমন করিব। এই অশোক বন বৃক্ষলতাবহুল এবং সুরকানন নন্দনতুল্য, ইহা সকলের নেত্র পরিতৃপ্ত এবং মন পুলকিত করিতেছে। অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দগ্ধ করিয়া থাকে সেইরূপ আমি আজ

ইহা ছারখার করিয়া ফেলিব। এই কার্য্যে রাবণ অবশ্যই কুপিত হইবে এবং চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। তখন আমিও ভীমবল রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং রাবণের সৈন্য সকল বিনাশ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করিব।

মহাবীর হনূমান এইরূপ সংকল্প করিয়া ক্রোধভরে অশোক বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন এবং বায়ুবৎ মহাবেগে বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পক্ষিগণ আর্তরবে কোলাহল আরম্ভ করিল; তাম্রবর্ণ পত্র সকল ম্লান হইয়া গেল; বিহারশৈলের সুদৃশ্য শিখর চূর্ণ এবং জলাশয়ের অন্তস্তল বিদীর্ণ হইল; বৃক্ষ ও লতা মসৃণ হইয়া পড়িল; লতা গৃহ, চিত্রগৃহ ও শিলাগৃহ ভগ্ন হইয়া গেল; হিংস্র জন্তুগণ দ্রুত বেগে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; অশোক বন দাবানলদগ্ধ কাননের ন্যায় হতশ্রী হইল এবং মদবিহালা স্খলিত বসনা কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ফলত মহাবীর হনুমানের হস্তে উহা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিল, এবং হনূমানও একাকী বহুবীরের সহিত, সংগ্রামার্থী হইয়া উদ্যানের তোরণে আরোহণ করিলেন।

৪২তম সর্গ

রাক্ষসগণের ভয়, রাবণের নিকট অশোকবন ভঙ্গের সংবাদ প্রদান ও রাবণ কর্তৃক হনূমানকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষস প্রেরণ, রাক্ষসগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ, রাক্ষসগণের পরাভব

অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ বৃক্ষভঙ্গের শব্দ ও পক্ষিগণের কোলাহলে চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল; মৃগপক্ষি সকল সভয়ে ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল; চতুর্দিকে কুলক্ষণ; অনেক রাক্ষসী নিদ্রিত ছিল; তাহারা গাত্রোত্থান পূর্বক দেখিল, মহাবীর হনূমান অশোক বন ভগ্ন করিয়া, তোরণের উপর উপবেশন করিয়া আছেন।

ঐ সময় মহাবাহ মহাবীর্য্য মহাবল হনূমান রাক্ষসীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তখনরাক্ষসীরা হনুমানের ঐ ভীম মূর্তি দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত মনে জানকীরে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, জানকি। এই বানর কে? কাহার চর? কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা কি নিমিত্ত উহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে? বিশাললোচনে! তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই; বল, ঐ বানর তোমায় কি কহিয়া গেল?

তখন জানকী কহিলেন, দেখ, আমার কি সাধ্য যে, আমি কামরূপ, রাক্ষসদিগের ভাবগতি বুঝিয়া উঠি। এই বানর কে, এবং উহার অভিপ্রায়ই বা কি, তাহা তোমরাই জান। দেখ, সর্পই সর্পের পদ চিনিতে

পারে। ফলত আমি ঐ বানরের বিষয় কিছুই জানি না; কোন রাক্ষস মায়ারূপ ধারণ পূর্বক আগমন করিয়াছে আমি এই মাত্র বুঝিয়াছি, এবং উহাকে দেখিয়া অবধি যার পর নাই ভীত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! একটি ভীমমূর্তি বানর তোরণে উপবেশন করিয়া আছে। আমরা জানকীরে নির্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসিলাম, কিন্তু তিনি ঐ বানরের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিলেন না। বানর আপনার অশোক বন ভাঙ্গিয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইন্দ্রের, না হয় কুবেরের দূত হইবে, অথবা রাম সীতার উদ্দেশ লইবার নিমিত্ত তাঁহাকে পাঠাইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ অদ্ভুতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোক বন ভগ্ন করিয়াছে। সে ঐ বনের সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে; কেবল যে বৃক্ষতলে দেবী জানকী আছেন তাহা স্পর্শমাত্র করে নাই। বোধ হয়, জানকীর রক্ষা বা শ্রান্তি, ইহার অন্যতরই বৃক্ষ না ভাঙ্গিবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার শ্রান্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা করিয়াছে। জানকী স্বয়ং যাহার মূলে বাস করেন, সে কেবল সেই পত্রবহুল প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষটা নষ্ট করে নাই। রাক্ষসরাজ! আপনি তাঁহাকে কোমরূপ কঠোর দণ্ড করুন। সে প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্তা কহে, সেই দুর্বৃত্তই প্রমদ বন ভয় করিয়াছে।

সীতা আপনার মনোমতা, যাহার প্রাণে মমতা নাই, তদ্ব্যতীত উহার সহিত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ নিবামাত্র ক্রোধভরে চিতাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈল বিন্দু নিপতিত হয় তদ্রূপ তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ হনূমানকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিঙ্কর নামক বীরগণকে নিয়োগ করিলেন। অশীতি সহস্র কিঙ্কর তদীয় নির্দেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র কুটমুদ্‌গর হস্তে নির্গত হইল। উহারা লম্বোদর ও করালদশন। ঐ সমস্ত বীর হনূমানকে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহের সহিত যাইতে লাগিল।

তখন মহাবীর হনূমান যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া তোরণে উপবিষ্ট আছেন; কিঙ্করগণ জ্বলন্ত পাবকের মধ্যে যেমন পতঙ্গ পতিত হয়, সেইরূপ উহার সম্মুখীন হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে বিচিত্র গদা, কাহারো স্বর্ণপট্টমণ্ডিত অর্গল, কাহারও সুতীক্ষ্ণ শর, কাহারো মুদ্‌গর, কাহারও পট্টিশ, কাহারও শূল এবং কাহারও বা প্রাস ও তোমর। ঐ সমস্ত বীর হনুমানের চতুর্দিক বেষ্টন পূর্বক দণ্ডায়মান হইল। তদৃষ্টে পর্বতপ্রমাণ হনূমান ভুপৃষ্ঠে অনবরত লাঙ্গূল আস্ফালন পূর্বক ঘোররষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সমরোৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া লাল আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। উহার চটচটা শব্দে গগনতল হইতে বিহঙ্গের পতিত হইতে লাগিল। হনূমান রণোৎসাহে উম্মত্ত; তিনি উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি পবন দেবের পুত্র এবং অযোধ্যাধিনাথ রামের ভৃত্য, নাম হনূমান। আমি যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষ শিলা নিক্ষেপ করিব, তখন সহস্র সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ সকল রাক্ষসই দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন পূর্বক প্রতি গমন করিব।

তখন রাক্ষসগণ হনুমানের ঘোর নিনাদে অতিমাত্র ভীত হইল; দেখিল, ঐ বীর সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। উহার মুখে নিরবচ্ছিন্ন রামের নাম উচ্চারিত হইতেছে; তন্নিবন্ধন রাক্ষসেরা তিনি যে রামের দূত তদ্বিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইল, এবং ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চতুর্দিক হইতে উহাকে রোধ করিল। তখন হনূমান ঐ সমস্ত বীরে পরিবৃত হইয়া তোরণের এক প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণ পূর্বক উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অসুরসংহারে প্রবৃত্ত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় অর্গলপ্রহারে উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; কখনও বা অজগরবাহী বিহগরাজ গরুরের ন্যায় অর্গলহস্তে নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঙ্করগণ বিনষ্ট হইল, তিনিও সমরাভিলাষে পুনর্বার তোরণে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতপদে পলায়ন পূর্বক রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! কিঙ্করগণ সেই বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহস্তের পুত্র মহা বল জম্বুমালীকে কহিলেন, বীর! তুমি অনতিবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

৪৩তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করণ

এদিকে মহাবীর হনূমান কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদ বন ভগ্ন করিলাম, এক্ষণে ঐ সুমেরুশৃঙ্গবৎ উচ্চ চৈত্যপ্রসাদ চূর্ণ করিব। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া এক লম্ফে কুলদেবতাপ্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তৎকালে বিভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বল প্রদর্শন পূর্বক ঐ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিলেন এবং স্বপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রুতিবিদারক শব্দে লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ গগনতল হইতে পতিত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া গেল। ইত্যবসরে হনূমান উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি রামের কিঙ্কর, নাম মহাবীর হনূমান। আমি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব তখন সহস্র রাবণও

আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ রাক্ষসেরা দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছার খার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন পূর্বক প্রতিগমন করিব।

হনূমান এই বলিয়া বীৱনাদ করিতে লাগিলেন। চৈত্যপালগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উহাকে আক্রমণ করিল এবং চতুর্দিক হইতে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে উহারা ভাগীরথীর বিপুল আবর্তের ন্যায় চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হনূমান ক্রোধভরে প্রাসাদের এক স্বর্ণখচিত প্রকাণ্ড শতধার স্তম্ভ উৎপাটন পূর্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। স্তম্ভের ঘর্ষণে সহসা অগ্নি উত্থিত হইল এবং তদ্বারা সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে হনূমান বৃক্ষশিলা প্রহারে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া, অন্তরীক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, দেখ, মাদৃশ বহুসংখ্য বীর কপিরাজ সুগ্রীবের বশবর্তী হইয়া আছেন। তাঁহার সুগ্রীবের আদেশে আমারই ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। উহাঁদিগের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অনুরূপ হইবে। কেহ বায়ুবল এবং কেহ বা অপ্রমেয়বল। কপিরাজ তোমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত মাদৃশ বহুসংখ্য বীরে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই আসিবেন। যখন মহাত্মা রামের সহিত বৈরিতা জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষস এবং এই লঙ্কাপুরী কিছুই থাকিবে না।

৪৪তম সর্গ

হনুমানের সহিত জম্বুমালীর যুদ্ধ, জম্বুনালী বধ

এ দিকে মহাবীর জম্বুমালী রাবণের নির্দ্দেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে রক্তমাল্য, কর্ণে রুচির কুণ্ডল; তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে নিরবচ্ছিন্ন বিঘূর্ণিত হইতেছে; তিনি উগ্রস্বভাব ও দুর্জ্জয়; তিনি চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাণ্ড শরাসন বজ্ররবে টঙ্কার প্রদান করিলেন।

তখন হনূমান যুদ্ধার্থে তোরণে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি মহাবীর জম্বুমালীকে গর্দভবাহিত রথে সমুপস্থিত দেখিয়া মনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জম্বুমালী হনূমানকে লক্ষ্য করিয়া শানিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উহার মুখের উপর অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে একমাত্র কর্ণি, এবং ভুজদ্বয়ে দশ নারাচ প্রহার করিলেন। হনুমানের মুখমণ্ডল স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা শরবিদ্ধ হইয়া শরৎকালে সূর্য্যরশ্মিরঞ্জিত বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড দেখিতে পাইয়া তাহা উৎপাটন পূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর জম্বুমালী ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম হনূমান শিলাখণ্ড বিফল হইল দেখিয়া বৃহৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে জম্বুমালী উহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চার শরে শাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া পাঁচটি শর ভুজদ্বয়ে একটি বক্ষে ও দশটি স্তনমধ্যে প্রহার করিলেন। তখন হনূমান শরপূর্ণকলেবর হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই পরিঘ গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া উহাঁর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পরিঘের আঘাতে জম্বুমালীর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, ইস্ত ও জানু ছিন্ন ভিন্ন এবং শর শরাসন রথ ও অশ্ব এককালে অদৃশ্য হইল। জম্বুমালী নিহত হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জম্বুমালীর বধবার্তা শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আরক্ত নেত্র বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তিনি হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকুমারগণকে নিয়োগ করিলেন।

৪৫তম সর্গ

মন্ত্রিকুমারগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ

অনন্তর অগ্নিকল্প মন্ত্রিকুমারগণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা অস্ত্রবিদ্যায় সুপটু এবং অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই জয়শ্রী লাভার্থ উৎসুক হইয়াছে। উহারা স্বর্ণজালজড়িত ধ্বজদণ্ড মণ্ডিত পতাকাশোভিত ও অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্বক মেঘগম্ভীর রবে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের

সমভিব্যাহারে চলিল; উহারা স্বর্ণখচিত শরাসন হৃষ্টমনে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের জননীরা কিঙ্করগণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়াপন্ন ও অতিমাত্র শোকাকুল হইল।

অনন্তর স্বর্ণালঙ্কারধারী মন্ত্রিপুত্রগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর অতিশয় সত্বর হইয়া তোরণস্থ হনুমানের সন্নিহিত হইল এবং চতুর্দ্দিক হইতে শর বর্ষণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনূমান উহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টিপাতে শৈল রাজ হিমাচলের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষসগণের শর ও রথবেগ বিফল করিয়া মহাবেগে নির্ম্মল গগনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন আকাশে সুরধনুশোভিত মেঘের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ তিনি ঐ সমস্ত ধনুর্ধারী বীরের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে ঘোর সিংহনাদে সমস্ত রাক্ষসকে চকিত ও ভীত করিয়া মন্ত্রিকুমারদিগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কোন বীরকে চপেটাঘাত, কাহাকে মুষ্টিপ্রহার, এবং কাহাকেও বা খর নখরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কোন বীরকে বক্ষের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল ঊরুবেগে বিনষ্ট করিলেন। অনেকে তাঁহার সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; মাতঙ্গেরা বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; অশ্ব সকল ভূপৃষ্ঠে

পতিত হইল; রথের ভগ্ন নীড়, ভগ্ন ধ্বজ, ও ছিন্ন ছত্রে রণমূল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সর্বত্র রক্তনদী প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হনূমানও যুদ্ধার্থ পুনর্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

৪৬তম সর্গ

রাক্ষস সেনাপতিগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও রাক্ষস বধ

অনন্তর রাবণ মন্ত্রিপুত্রগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্য্যসহকারে চিত্তবিকার সম্বরণ করিলেন। পরে বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘষ, ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন নীতিনিপুণ সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সেনাপতিগণ! তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ শীঘ্রই নির্গত হও এবং সেই বানরকে গিয়া যথোচিত শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হইও এবং দেশকাল বুঝিয়া কার্য্য করিও। আমি উহার ভাব গতিকে বুঝিলাম, সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবল পরাক্রান্ত অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! উহাকে বানরজাতি বলিয়া কিছুতেই আমার হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে না। বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্র আমার কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি ত অনেক বার তোমাদিগের সাহায্যে সুরাসুর নাগ যক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণকে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের কিছু অনিষ্ট করিতে পারে। এক্ষণে এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তোমরা

অচিরেই ঐ বানরকে বল পূর্বক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এখনই যাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। ঐ ভীমবিক্রম মহাবীরকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। আমি ইতিপূর্বে অনেকানেক বানর দেখিয়াছি; মহাবল বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিধ প্রভৃতি বানরকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের গতিশক্তি ইহার মত নয়, তাহাদিগের তেজ বলবীর্য্য বুদ্ধি ও উৎসাহও এরূপ নয় এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে এই প্রকার দীর্ঘ আকারও ধারণ করিতে পারে না। নিশ্চয়, আর কোন জীব বানররূপে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যত্ন সহকারে উহাকে শাসন করিও। সুরাসুর মানব রণস্থলে তোমাদের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য, তথাপি তোমরা জয়ী হইবার জন্য সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিও। দেখ, যুদ্ধসিদ্ধি যে কোন পক্ষে হয়, ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সর্বদা সতর্ক হওয়াই আবশ্যক।

তখন মন্ত্রিকুমারগণ প্রভুর আদেশমাত্র জ্বলন্ত অগ্নি সমতেজে নির্গত হইল। উহাদিগের সহিত বহুসংখ্য রথ, মত্ত হস্তী, মহাবেগ অশ্ব, এবং শস্ত্রধারী সৈন্য সকল চলিল।

এ দিকে মহাবীর হনূমান প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় খরতেজে তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাবুদ্ধি মহাকায়; তিনি যুদ্ধোৎসাহে পূর্ণ হইয়া তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইত্যবসরে মন্ত্রিকুমারেরা উহাকে দেখিতে পাইয়া উহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল

এবং ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উহাকে আক্রমণ করিল। মহাবীর দুৰ্দ্ধর, হনুমানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণফলক পদ্মপলাশকল্প সুতীক্ষ্ণ পাঁচ শর প্রয়োগ করিল। হনূমানও ঐ সমস্ত শরে বিদ্ধ হইবামাত্র ঘোর গৰ্জ্জনে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। অনন্তর দুৰ্দ্ধর শর বর্ষণ পূর্বক উহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। হনূমান এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক লম্ফে সহসা বহুদূরে উত্থিত হইয়া পর্বতে যেমন বিদ্যুৎপাত হয় সেইরূপ দুৰ্দ্ধরের রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। রথ তৎক্ষণাৎ আটটি অশ্ব অক্ষ ও কুবরের সহিত চূর্ণ হইয়া গেল, দুৰ্দ্ধরও বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইল।

অনন্তর হনূমান পুনর্বার গগনতলে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার সন্নিহিত হইল এবং উহার বক্ষে মহাবেগে দুই মুদ্‌গর প্রহার করিল। হনূমান উহাদের মুদ্‌গর ব্যর্থ করিয়া বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে পুনর্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক উহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন।

পরে মহাবল প্রঘষ হাস্যমুখে মহাবীর হনুমানের সন্নিহিত হইল। ভাসকর্ণও ক্রোধভরে শূল ধারণ এবং উহার পার্শ্ব আক্রমণ পূর্বক

দাঁড়াইল। প্রঘষ উহাঁর প্রতি পট্টিশ এবং ভাসকর্ণ শূল নিক্ষেপ করিল। হনূমান ঐ পট্টিশ ও শূলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে শোণিত শ্রাব হইতে লাগিল, এবং কান্তিও নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক উহাদিগকে প্রহার করিলেন। উহারাও তিলপ্রমাণ চূর্ণ হইয়া রণশায়ী হইল।

তখন হনূমান হতাবশিষ্ট সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশ্ব দ্বারা অশ্ব, হস্তী দ্বারা হস্তী, এবং পদাতি দ্বারা পদাতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও রাক্ষসের মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং ভগ্নরথে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হনূমানও সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় পুনর্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

৪৭তম সর্গ

রাবণ কর্তৃক অক্ষকে যুদ্ধে প্রেরণ, অক্ষের সহিত হনুমানের যুদ্ধ, অক্ষ বধ

অনন্তর রাবণ সেনাপতিগণ সসৈন্যে সবাহনে বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সম্মুখীন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অক্ষ অত্যন্ত যুদ্ধোৎসাহী, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি রাবণের ঈঙ্গিত প্রাপ্ত, হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ হুতহুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং তরুণসূর্য্যকান্তি স্বর্ণজালবেষ্টিত রথে আরোহণ ও স্বর্ণখচিত

শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার রথ তপঃপ্রভাব পতাকাসজ্জিত ও রত্নধ্বজে শোভিত; আটটি অশ্ব বায়ুবেগে উহা বহন করিতেছে; উহা ব্যোমচর, ও অস্ত্রপূর্ণ। ঐ রথের আট দিকে ফলকোপরি সুতীক্ষ্ণ খড় স্বর্ণরজ্জুতে লম্বিত আছে এবং যথাস্থানে তূণ শক্তি ও তোমর চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। উহা সুরাসুরের অধৃষ্য ও বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল। দেববিক্রম কুমার অক্ষ উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, ও রথের ঘর্ষর শব্দে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; তিনি সসৈন্যে হনুমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর তোরণে, উপবিষ্ট হইয়া সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে ছিলেন। তিনি অক্ষকে দেখিতে পাইলেন। উহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আদরবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তৎকালে কুমার অক্ষও উহাঁকে সিংহবৎ ক্রূর চক্ষে সাদরে দেখিতে লাগিলেন। তিনি উহার বেগ বিক্রম এবং স্বীয় শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রলয়সূর্য্যের ন্যায় তেজে বর্দ্ধিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হনূমান অত্যন্ত দুর্নিবার, তাঁহার বলবীর্য্য দর্শনযোগ্য; রাজকুমার অক্ষ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিন শরে তাঁহাকে সংগ্রামার্থ সঙ্কেত করিলেন। হনূমান রণগর্ব্বিত, যুদ্ধশ্রান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি শত্রুজয়ে সুপটু; কুমার অক্ষ নির্নিমেষলোচনে উহাকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ উগ্রপৌরুষ বীর যুদ্ধার্থ হনুমানের নিকটস্থ হইলেন। উভয়ের অনুপম সমাগম দেবাসুরগণেরও মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিল। উহাদের বীর্য্যপ্রবৃত্ত যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া প্রাণিগণ আর্তনাদ করিতে লাগিল, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইলেন, বায়ু স্থির ও নিশ্চল, পর্বত বিচলিত হইয়া উঠিল, আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রও যার পর নাই ভিত হইলেন। কুমার অক্ষ সমরদক্ষ; তিনি লক্ষ্য দর্শন শরসন্ধান ও শরমোচনে বিলক্ষণ সুপটু, তাঁহার ক্রোধবেগ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি স্বর্ণপুষ্পশোভিত সর্পাকার। তিন শরে হনুমানের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। তখন হনুমানের মস্তক হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, নেত্রদ্বয় বিবৃত্ত হইয়া গেল; তিনি নবোদিত, সুর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, রাবণকুমার অক্ষকে নিরীক্ষণ পূর্বক অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল; তিনি দৃষ্টিপাতে বল বাহনের সহিত অক্ষকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অক্ষ যেন বর্ষার মেঘ, তাঁহার শাসন যেন ইন্দ্রধনু, তিনি হনুমানের দেহপর্বতে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম অতিপ্রচণ্ড এবং তেজ নিতান্ত দুঃসহ; হনূমান উহাকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাহর্ষে মেঘগম্ভীর রবে ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ

বালকস্বভাব, বলগর্ব্বিত, তাঁহার নেত্রযুগল রোষভরে আরক্ত হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন তৃণাচ্ছন্ন কূপের তদ্রূপ ঐ অপ্রতিমবল হনুমানের নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনূমান তন্নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া ঘোর রবে সিংহনাদ করিলেন এবং বাহু ও ঊরু নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিকটাকারে উৎসাহের সহিত নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। রাক্ষসবীর অক্ষ উহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি শিলাবৃষ্টি করে সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমবল হনূমান মনোবৎ শীঘ্রগামী, তিনি শরনিকরের অন্তরে বায়ুবৎ নিপতিত হইয়া গগনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপও ব্যর্থ হইতে লাগিল।

অনন্তর হনূমান সবহুমানে উহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তৎকালে কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক, মনে মনে কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া উহার বক্ষ বিদ্ধ করিল। হনূমান অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন। তিনি সমরদক্ষ, ভাবিলেন, এই বীর তরুণসূর্য্যকান্তি ও বালক, তথাচ ইনি প্রৌঢ়ের ন্যায় বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যুদ্ধবিদ্যায় ইহার দক্ষতা আছে, কিন্তু এক্ষণে ইহাঁকে বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। ইনি মহাবল সাবধান ও ক্লেশসহিষ্ণু;

নাগ যক্ষ ও মুনিগণও ইহাঁর বলবীর্য্যের উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হন। ইনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী, এক্ষণে আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আমার প্রতি অকাতরে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলিতে কি, ইহাঁর পৌরুষে সুরাসুরেরও ত্রাস জন্মে । যদি আমি ইহাঁকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে নিশ্চয় পরাভুত হইব। আরও এই বীরের বিক্রম ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে, সুতরাং ইহাঁকে বধ করাই শ্রেয়। বর্দ্ধনশীল অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।

মহাবীর হনূমান এইরূপে বিপক্ষের বলাবল অবধারণ এবং আপনার কর্ম্মযোগ উদ্ভাবন পূর্ব্বক কুমার অক্ষকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটটি অশ্ব অত্যন্ত ভারসহ এবং মণ্ডলপরিভ্রমণে সুদক্ষ, হনূমান এক চপেটাঘাতে তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া রথোপরি এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রথ তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইল, উহার নীড় ভগ্ন ও কুবর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবীর অক্ষ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং এক সুশাণিত অসি ধারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপা ঋষি তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন।

তখন বায়ুবিক্রম হনূমান ঐ ব্যোমচারী বীরের পদযুগল সুদৃঢ়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিঘূর্ণিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন, তিনি তদ্রূপ উহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া

মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষের ভুজদ্বয় ভগ্ন হইল, ঊরু কটি ও বক্ষ এককালে চূর্ণ হইয়া গেল, সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, অস্থি নিষ্পিষ্ট হইল, চক্ষের চিহ্নমাত্র রহিল না এবং সন্ধিবন্ধনও বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল; তিনি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইলেন।

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ উরগ মহর্ষি ও গ্রহগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবিস্ময়ে হনূমানকে দেখিতে লাগিলেন। মহাবীর হনূমানও পুনর্বার সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় তোরণে আরোহণ করিলেন।

৪৮তম সর্গ

ইন্দ্রজিকে যুদ্ধ প্রেরণ, ইন্দ্রজিৎ ও হনূমান যুদ্ধ, হনূমানকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অক্ষের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং ধৈর্য্যবলে চিত্তবিকার সংবরণ পূর্বক সরোষে সুর প্রভাব ইন্দ্রজিৎকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বীরপ্রধান, স্ববীর্য্যে সুরাসুরগণকেও শোকাকুল করিয়া থাক; তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রাসাদে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছ; দেবগণ বারংবার তোমার বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন, উহাঁরা ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়াও রণস্থলে তোমার অস্ত্রবল সহ্য করিতে পারেন নাই। বীর! কেবল তুমিই যুদ্ধশ্রমে কাতর হও না; তুমি স্বীয় ভুজবলে রক্ষিত, এবং স্বীয় তপোবলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপেক্ষিত হয় না; তুমি ধীমান; যুদ্ধে তোমার অসাধ্য

কিছুই নাই, তুমি বুদ্ধিবলে সমস্তই সমাধান করিতে পার; তোমার অস্ত্রবল ও বল জ্ঞাত নহে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ; তোমার তপস্যা বিক্রম ও শক্তি সর্বাংশে আমারই অনুরূপ, সন্দেহ নাই; সঙ্কট যুদ্ধেও তুমি জয়ী হইবে এই অশ্বাসে মন তোমার জন্য ক্লান্ত হয় না। বৎস! এক্ষণে কিঙ্করগণ নিহত হইয়াছে; রাক্ষস জাম্বুমালী, পঞ্চ সেনাপতি, এবং মন্ত্রিকুমারগণ দেহপাত করিয়াছে, বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অশ্ব রথ নষ্ট হইয়াছে। বীর মহোদর, এবং কুমার অক্ষও রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু দেখ, আমি যেমন তোমার প্রতি সেইরূপ উহাদের প্রতি কোন অংশে নির্ভর করি না। এক্ষণে তুমি এই সৈন্যক্ষয়, বানরের বিক্রম এবং নিজের শক্তি অনুধাবন পূর্বক কার্য্য কর। তুমি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেরূপে শত্রুশান্তি হয়, স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল বুঝিয়া সেইরূপই করিও। আরও আমি তোমায় নিবারণ করি, তুমি সসৈন্যে যাইও না; উহারা ঐ বানরের হস্তে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে। বাজ্রসার অস্ত্র ও গ্রহণ করিও না; ঐ অগ্নিকল্প বানরের শক্তি অপরিচ্ছিন্ন, সে অস্ত্রের বধ্য নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা সবিশেষ বুঝিয়া দেখ, এবং যুদ্ধসিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হও। বিবিধ দিব্যাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে তুমি তাহা স্মরণ কর এবং আত্মরক্ষায় সাবধান হও। বীর! আমি যে তোমায় সঙ্কটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও আমাদিগের অনুমোদিত। শত্রুর যে যে শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে এবং

তাহার যেরূপ সমরপটুতা ইহা অনুসন্ধান করা যোদ্ধার আবশ্যক এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া জয়লাভে যত্ন করা কর্তব্য।

তখন সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সভাস্থ্ আত্মীয় স্বজন উহাঁকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ সমরোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রথ তীক্ষ্ণদশন ভীমবেগ ভুজঙ্গচতুষ্টয়ে যোজিত হইয়া আনীত হইল। ঐ মহাবীর তদুপরি আরোহণ পূর্বক পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে নির্গত হইলেন। উহার রথের ঘর্ঘর রব এবং শরাসনের টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া হনুমানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎও উহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি হৃষ্টমনে নির্গত হইলে, দশ দিক অন্ধকারে আবৃত হইল; শৃগালগণ চীৎকার করিতে লাগিল; নাগ যক্ষ মহর্ষি সিদ্ধ ও গ্রহগণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন, এবং পক্ষিগণ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পুলকিত মনে কলরব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন হনূমান ইন্দ্রজিৎকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিতের হস্তে বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল বিচিত্র শরাসন; তিনি ভীমরবে উহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর মহা বল ও মহাবেগ; উহাদের মন যুদ্ধভয়ে

কিছুমাত্র অভিভুত হয় নাই; বোধ হইল যেন, দেবাসুরের অধীশ্বর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনূমানকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হনূমান তৎসমস্ত বিফল করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণফলক স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর বজ্রবৎ বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে রথের ঘর্ঘর রব, মৃদঙ্গ ভেরী ও পটহের শব্দ এবং শরাসনের টঙ্কার নিরন্তর শ্রুত হইতে লাগিল। হনূমান পুনর্বার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য বিফল করিয়া শরপাতের অন্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বাগ্রে শরপাতমুখে দণ্ডায়মান হন, পরে শরত্যাগ মাত্র বাহু প্রসারণ পূর্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকেন। দুই বীরই বেগবান, দুই বীরই সমরক্ষ; তৎকালে উহাদের এই ঘোরতর যুদ্ধ সকলেরই মনোমত হইতে লাগিল। উহারা পরস্পরের কতদূর অন্তর কিছুই জানেন না, কিন্তু ক্রমশ উভয়ের পক্ষে উভয়েই দুঃসহ হইয়া উঠিলেন।

তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শর সমস্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্থিরমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন হনূমানকে বধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু কোন রূপে একবার নিশ্চেষ্ট হইলে উহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং উহাকে ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে উহা প্রয়োগ

করিলেন। তখন হনুমানের করচরণ নিবদ্ধ হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপুত, হনূমান উহা দ্বারা বদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মার মহিমায় নির্ভয় হইলেন এবং আপনার প্রতি ব্রহ্মার বরদানরূপ অনুগ্রহ পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, চরাচরগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে এই অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ করা আমার অসাধ্য। সুতরাং ক্ষণকালের জন্য আমাকে এই বন্ধনদশা সহ্য করিতে হইবে।

তখন হনূমান এই স্থির করিয়া মনে মনে অস্ত্রবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি ব্রহ্মার অনুগ্রহ স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধনমুক্তিও বুঝিতে পারিলেন। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়া ব্রহ্মার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া রহিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন, এই জন্য আমি ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেও নির্ভয়ে নিপতিত আছি। আরও এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিস্তর উপকার দর্শিবে এই প্রসঙ্গে আমি রাবণের সহিত কথোপকথন করিয়া লইব সুতরাং শত্রুপক্ষ আমাকে এখনই গ্রহণ করুক।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের নিকটস্থ হইয়া উহাকে বল পূর্বক গ্রহণ করিল এবং নানারূপ কটুক্তি প্রয়োগ সহকারে উহাকে ভৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনূমান সমীক্ষ্যকারী, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ শণ ও বল্কলের রজ্জু দ্বারা উহাঁকে বন্ধন

করিল। হনূমান মনে করিলেন, যদি রাবণ কৌতুহলক্রমে একবার আমাকে দেখিবার বাসনা করেন তাহা হইলে আমার উদ্দেশ অনেকাংশেই সুসিদ্ধ হইবে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রবল বন্ধন ও ভৎসনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তিনি সহসা ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উন্মুক্ত হইলেন। মন্ত্রবন্ধন অপর কোনরূপ বন্ধনের সংশ্রবে থাকিতে পারে না। তদৃষ্টে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন, রাক্ষসগণ মন্ত্রগতি কিছুমাত্র বুঝিল না, আমি যে দুস্কর সাধন করিলাম তাহা সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়া গেল; এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শিবে না, সুতরাং আমাদিগের জয়লাভে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। এক্ষণে হনূমান নিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট ও নিপীড়িত হইতেছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তি কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেছে না।

অনন্তর কালমুষ্টি ক্রূর রাক্ষসগণ হনূমানকে আকর্ষণ পূর্বক প্রহার করিতে লাগিল। রাবণ সভাস্থলে পাত্রমিত্রের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আছেন, ইত্যবসরে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনূমানকে লইয়া উহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। হনূমান যেন শৃঙ্খলবদ্ধ মত্ত হস্তী, সভাস্থ সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে দেখিয়া কেবল ইহাই কহিতে লাগিল, এই বানর কে? কাহার পুত্র। কোথা হইতে কোন উদ্দেশে আইল? এবং কাহার আশ্রয়েই বা এইরূপ নির্ভয় হইল? অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, ঐ দুর্বত্তকে

এখনই সংহার কর, কেহ কহিল, উহাকে দগ্ধ কর এবং কেহবা কহিল, উহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। তৎকালে বিকৃতাকার রাক্ষসেরা হনূমানকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে লাগিল। হনূমান তেজস্বী মহাবল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন, এবং বৃদ্ধ পরিচারক ও রত্নখচিত গৃহও দর্শন করিলেন। রাবণের চক্ষু ক্রোধভরে আরক্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি হনূমানকে নিরীক্ষণ পূর্বক মহাবংশোৎপন্ন সুশীল মন্ত্রিগণকে উহার পরিচয় গ্রহণে সঙ্কেত করিলেন। উহাঁরাও হনূমানকে কাহার প্রবর্তনায় এবং কোন উদ্দেশে আসা হইয়াছে আনুপূর্বিক এই সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তখন হনূমান কহিলেন, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের দূত। এক্ষণে তাঁহারই নিয়োগে এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

৪৯তম সর্গ

রাবণ ও তাঁহার সভা বর্ণন

রাক্ষসরাজ রাবণ সভাস্থলে উপবিষ্ট; তাঁহার মস্তকে মুক্তাজালখচিত স্বর্ণকিরীট এবং সর্বাঙ্গে হীরক শোভিত মণিময় অলঙ্কার; তিনি রক্তচন্দনে রঞ্জিত হইয়া, মহামূল্য পট্টবসন পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও ভীষণ, দন্ত সুতীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠ লম্বিত। মন্দর যেমন হিংস্রজন্তু সঙ্কুল শৃঙ্গসমূহে শোভা পায় সেইরূপ তিনি দশটা মস্তকে অতিমাত্র শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় নীল এবং বক্ষে সুদৃশ্য স্বর্ণহার, তিনি অরুণরাগরক্ত জলদের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার বাহু

চন্দনচর্চিত ও অঙ্গ শোভিত, উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার আসন স্ফটিকময় রত্নখচিত ও আস্তরণমণ্ডিত। বহুসংখ্য সুবেশা রমণী চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে চামর বীজন করিতেছে। দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন মন্ত্রী তাঁহার অদূরে উপবিষ্ট, অন্যান্য মন্ত্রণানিপুণ প্রিয়দর্শন মন্ত্রিগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। মহাবীর হনূমান বল বন্ধনে নিপীড়িত ও বিস্মিত হইয়া রোষরক্ত লোচনে উহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উহার তেজে বিমোহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বীরের কি রূপ! কি ধৈর্য্য! কি শক্তি! কি কান্তি সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ। যদি অধর্ম্ম ইহার বলবৎ না হইত তাহা হইলে ইনি সুরলোক অধিক কি ইন্দ্রের রক্ষক হইতেন। ইহার কার্য্য ক্রূর ও কুৎসিত, এই কারণে সুরাসুর দানবও ইহাকে দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন। এই মহা বীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জগৎকে সমুদ্রে প্লাবিত করিতে পারেন।

৫০তম সর্গ

হনুমানের প্রতি রক্ষসগণের প্রশ্ন ও হনুমানের পরিচয় প্রদান

তখন রাবণ তেজস্বী হনূমানকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে নানারূপ শঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন, পূর্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রূদ্ধ হইয়া, আমাকে গিরিবর কৈলাসে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর কি সেই ভগবান নন্দী,

তিনিই কি বানররূপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা ইনি স্বয়ং অসুর রাজ বাণ।

রাবণ এইরূপ বিতর্ক করিয়া রোষকষায়িত লোচনে মন্ত্রী প্রহস্তকে কহিলেন, দেখ, ঐ দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে? বন ভগ্ন করিবার কারণ কি? আমার এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, ইহার মধ্যে কোন উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছে? এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা হেতু কি?

তখন প্রহস্ত রাবণের আদেশে হনূমানকে কহিলেন, বানর! তুমি আশ্বস্ত হও, সত্য বল, ইন্দ্র তোমাকে এই লঙ্কা পুরীতে প্রেরণ করিয়াছেন কি না? ভয় নাই, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। বল, তুমি কুবের যম না বরুণের দূত? তুমি কি তাঁহাদেরই নিয়োগে বানররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছ? না জয়লাভার্থী বিষ্ণু তোমাকে পাঠাইয়াছেন? তুমি রূপমাত্রে বানর, কিন্তু তোমার তেজ বানর জাতির অনুরূপ নহে। তুমি সত্য বল, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। মিথ্যা কহিলে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড করিব; বল, তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ?

তখন হনূমান রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি ইন্দ্র, যম, ও বরুণের প্রচ্ছন্নধারী চর নহি, কুবেরের সহিত আমার সখ্যতা নাই, এবং ভগবান বিষ্ণুও আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজাতি, প্রকৃত বানরই তোমায় দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু

আমি দেখিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত দুষ্কর, এই জন্য প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছি। পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থী হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষার্থ প্রতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মার বরে দেবাসুরগণও আমায় অস্ত্র পাশে বন্ধন করিতে পারেন না; কিন্তু তোমারে দেখিবার প্রত্যাশায় যেন বদ্ধ রহিলাম। পরে রাক্ষসের আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের দূত, এক্ষণে আমি তোমর হিতার্থ যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

৫১তম সর্গ

রাবণের প্রতি হনুমানের বাক্য

রাজন্! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশক্রমে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। তিনি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক শুভ সংকল্পে তোমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাগণের প্রতিপালক। রাম তাঁহার প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি পিতৃনির্দেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাম অতি ধার্মিক, তাঁহার পত্নী জানকী জনস্থানে অনুদ্দেশ হন। রাম তাঁহার অন্বেষণ প্রসঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করেন, এবং কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সমাগত হন। সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন, রামের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন,

এবং রামও তাঁহাকে কপিরাজ্য অর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন। পরে তিনি একমাত্র শরে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানর ও ভল্লুকের আধিপত্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! তুমি মহাবল বালীকে বিলক্ষণ জান, রাম তাঁহাকে এক শরেই সংহার করিয়া ছিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণে ব্যর্থ হইয়া চতুর্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে পর্য্যটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গরুড়ের তুল্য এবং কেহ বা বায়ুর অনুরূপ, উহারা অপ্রতিহতগতি ও মহাবল। আমিও জানকীর জন্য শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক তোমার দর্শনার্থী হইয়া এই স্থানে আইলাম। আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, নাম হনূমান। আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে তোমার গৃহে জানকীরে দেখিতে পাইলাম। তুমি ধর্মার্থদর্শী, তপোবলে ধনধান্য সংগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং পরস্ত্রীকে অবরোধ করিয়া রাখা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টমূলক, তদ্বিষয়ে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান কখনই প্রবৃত্ত হন না। রাজন্! মহাবীর রামের অপ্রিয় আচরণ পূর্বক সুখী হইতে পারে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। দেবাসুরগণও রাম ও লক্ষ্মণের ক্রোধনির্মুক্ত শরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। অতএব তুমি এই ত্রিকালহিতকর ধর্মানুগত কথায় আস্থাবান হও এবং নরবীর রামকে জানকী সমর্পণ কর।

আমি এইস্থানে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি, যাহার দর্শন নিতান্ত দুর্লভ, আমি তাঁহাকেই দেখিয়াছি, অতঃপর রাম কার্য্যাবশেষ সমাধান করিবেন। জানকী অতিমাত্র শোকাকুল, তিনি যে পঞ্চমুখ ভুজঙ্গীর ন্যায় তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন তুমি তাহা জানিতেছ না। দেখ, আহারশক্তি বলে বিষাক্ত অন্ন যেমন জীর্ণ করা যায় না, তদ্রূপ তাহারে অবরুদ্ধ করিয়া পরিপাক করা, সুরাসুরগণের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি তপোবলে দিব্য ঐশ্বর্য্য ও সুদীর্ঘ আয়ু অধিকার করিয়াছ, কিন্তু পরস্ত্রীপরিগ্রহরূপ অধর্ম্মে তাহা বিনষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি স্বয়ং সুরাসুরেরও অবধ্য, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মই কারণ। কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব দেব, যক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবীর রামও মনুষ্য, বল, তুমি কিরূপে তাঁহাদিগের হইতে আত্ম রক্ষা করিবে। সুখ ধর্ম্মের ফল, তাহা অধর্ম্মফল দুঃখের সহিত ভোগ করা নিতান্ত দুষ্কর, এবং পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম পরবর্তী অধর্ম্মকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। রাজন্! তুমি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে শীঘ্রই তোমাকে বিলক্ষণ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর বালি রণশায়ী হইয়াছেন, এবং রামও সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে কি শ্রেয় হইতে পারে, তুমিই তাহা চিন্তা কর। দেখ, আমি একাকী হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার করিতে পারি, কিন্তু রাম এই কার্য্যে

আমায় অনুজ্ঞা দেন নাই। তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভার্য্যাপহারক শত্রুকে বিনাশ করিবেন, বানর ও ভল্লুকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি ত সামান্য ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপ্রিয় আচরণ পূর্ব্বক সুখী হইতে পারেন না। তুমি যাহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলয়ে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন, তিনি স্বয়ং লঙ্কানাশিনী কালরজনী, তুমি সেই সীতারূপী মৃত্যুপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখিও না; কিসে আপনার মঙ্গল হয় এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর। অতঃপর এই লঙ্কা জানকীর তেজ ও রামের ক্রোধে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইবে। তুমি আপনার পুত্রকলত্র মন্ত্রীমিত্র ও প্রভূত ধনসম্পদ স্বদোষে উচ্ছিন্ন করিও না। আমি জাতিতে বানর, রামের দূত এবং রামের কিঙ্কর, সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। মহাবীর রাম চরাচর জগৎ সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার বলবীর্য্য বিষ্ণুর তুল্য; সুরাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর ও পক্ষীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। সেই ত্রিলোকীনাথ রাজাধিরাজের অপকার করিয়া প্রাণ রক্ষা করা তোমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠে, ত্রিজগতে এমন কেহ নাই, স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক রুদ্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার শরমুখে তিষ্ঠিতে পারেন না।

৫২তম সর্গ

রাবণ কর্তৃক হনুমানের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান, রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানের এই সগর্ব বাক্যে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র রক্তিম রাগ বিস্তার পূর্বক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাতকগণকে উহার প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। হনূমান দৌত্যে নিযুক্ত, তৎকালে বিভীষণ উহার বধদণ্ড কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন, দূতবধও আসন্ন, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া, স্থির ভাবে ইতিকর্তব্য চিন্তা করিলেন এবং পূজ্য অগ্রজকে সান্ত্ববাদ পূর্বক হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং প্রসন্নমনে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। যে সকল মহীপাল কার্য্যের গৌরব ও লাঘব বুঝিতে পারেন দূতবধে তাঁহাদের কদাচই প্রবৃত্তি জন্মে না। এই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিদ্বিষ্ট, সুতরাং ইহা কিছুতেই আপনার সমূচিত হইতেছে না। আপনি রাজনীতিনিপুণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ; যদি ভবাদৃশ লোকও ক্রোধের বশীভূত হন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, ন্যায়ান্যায় সম্যক্ বিচার করুন।

তখন রাবণ বিভীষণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বীর! পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। অতএব আমি এই রাজবিদ্রোহী বানরকে এখনই বিনাশ করিব।

তখন ধীমান বিভীষণ রাবণের এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া, তত্ত্বোপদেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজন্ আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্মার্থপূর্ণ বাক্যে কর্ণপাত করুন। সাধু ব্যক্তিরা কহেন যে, যে দূত প্রভুর নিয়োগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহাকে বধ করিতে নাই। সত্য বটে, এই শত্রু বিলক্ষণ প্রবল এবং ইহা দ্বারা যথেষ্টই অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দূতবধে কেহই অনুমোদন করিবে না। অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন, কষাভিঘাত ও মুণ্ডণ এই সমস্ত দণ্ডের একটা বা সমগ্রই হউক, দূতের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড করা আমরা কখনই শুনি নাই। আপনি ধর্ম্মদর্শী, কার্য্য ও অকার্য্য সম্যক বুঝিতে পারেন, সুতরাং ভবাদৃশ লোকের পক্ষে ক্রোধ নিতান্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই; যাঁহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা ক্রোধকে কদাচই প্রশ্রয় দেন না। কি ধর্ম্মবিচার, কি লোকব্যবহার, কি শাস্ত্রবোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহই আপনার সদৃশ নহে, সুরাসুরের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে এই বানরকে বধ করিলে আপনার কোনও ফল দর্শিবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাঁহাকেই দণ্ড করা কর্তব্য হইতেছে। দেখুন, এই বানর অন্যের প্রেরিত, অন্যের কথা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি পরাধীন, সুতরাং ইহাকে বধ

করা সুসঙ্গত নহে। আপনি যদি ইহাকে সংহার করেন তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই দেখিতেছি না; সুতরাং ইহাকে বধ করিবেন না। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে নির্মূল করুন, তাহাতে আপনার বিলক্ষণ পৌরুষ প্রকাশ পাইবে। আর সেই দুই মনুষ্যজাতীয় রাজপুত্র দুর্বিনীত ও আপনার বিরোধী, এই বানর বিনষ্ট হইলে তাহাদিগকে গিয়া যুদ্ধে উদ্যত করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে রাক্ষসগণ বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসুক হইয়া আছে, আপনি যুদ্ধের ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না। উহারা আপনার বশীভূত ভৃত্য, নিরন্তর আপনার হিতচিন্তা করিয়া থাকে; তাহারা সদ্বংশীয় ও বীরগণের অগ্রগণ্য। ঐ সমস্ত রুষ্টপ্রকৃতি বীর সত্ত্বে জয়শ্রী অবশ্যই আপনার হইবে। এক্ষণে আদেশ করুন, উহাদিগের কিয়দ্দংশ নির্গত হইয়া শীঘ্র সেই দুই মূর্খ রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। মহারাজ! শত্রুকে প্রভাব প্রদর্শন করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য হইতেছে।

৫৩তম সর্গ

হনুমানের লাঙ্গূল দগ্ধ করিবার জন্য রাবণের আদেশ, রাক্ষসগণ কর্তৃক নুমানের লাঙ্গলে অগ্নি প্রদান, জানকী কর্তৃক অগ্নি উপাসনা

তখন দশকণ্ঠ রাবণ বিভীষণের এই হিতকর কথা শ্রবণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি যথার্থই কহিতেছ, তাকে বধ করা নিতান্ত দূষণীয়। কিন্তু এই দুষ্টের কোনরূপ নিগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ,

বানরজাতির লাঙ্গুলই প্রিয় ভূষণ, অতএব ইহার লাঙ্গুল শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া দেও। এই দুর্বৃত্ত দগ্ধ লাল লইয়া প্রস্থান করিলে, ইহার বন্ধুবান্ধব ইহাকে দীনদশাপন্ন ও বিকলাঙ্গ দেখিবে। রাবণ হনুমানের এইরূপ ও নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এই বানরের পুচ্ছে শীর্ষ অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া দেও এবং ইহাকে স্কন্ধে লইয়া সমস্ত পুরপ্রাজন পর্য্যটন কর।

তখন রোষকর্কশ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমাত্র জীর্ণ কার্পাস বস্ত্র দ্বারা হনুমানের পুচ্ছ বেষ্টন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অগ্নি যেমন অরণ্যে শুল্ক কাষ্ঠসংযোগে বর্জিত হয়, সেইরূপ হনুমানের দেহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পরে রাক্ষসেরা উহাঁর পুচ্ছে তৈলসেক করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। হনূমান কোষাবিষ্ট হইয়া ঐ প্রদীপ্ত পুচ্ছ ধারা রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরাও সমবেত হইয়া উহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরীর আবাল বৃদ্ধ-বনিতা এই ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন হনূমান ভাবিলেন, যদিও আমি এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছি, তথাচ রাক্ষসগণ আমার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। আমি শীঘ্রই এই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করিব। এই দুরাত্মারা রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি রামের শুভোদ্দেশে লঙ্কার যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিলাম, ইহারা আমাকে তদনুরূপ কিছুমাত্র প্রতিফল দিতে পারিল না।

বলিতে কি, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারি, কিন্তু রাম স্বয়ং আসিয়া ইহাদিগকে বধ করিবেন, সুতরাং কিয়ৎক্ষণের জন্য আমায় এই বন্ধন সহ্য করিতে হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ করুক। আমি রাত্রিকালে ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্গে তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করুক, ইহারা আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার মন কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনূমানকে গ্রহণ পূর্বক মনে চলিল, এবং শঙ্খ ও ভেরী বাদন পূর্বক সর্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। হনূমান পরম সুখে রাক্ষসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক বিচিত্র বিমান, বৃতিবেষ্টিত ভূবিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথ্যা, ও চতুপথ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসগণও রাজমার্গের সর্বত্র উহাকে গূঢ় চর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা দেবী জানকীর নিকট গিয়া কহিল, জানকি! তুমি যে রক্তমুখ বানরের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলে, রাক্ষসগণ তাঁহার পুচ্ছে অগ্নি প্রদান করিয়াছে এবং তাঁহাকে লইয়া রাজপথের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

তখন জানকী এই অপ্রীতিকর সংবাদে অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং সন্নিহিত জ্বলন্ত হুতাশনকে পবিত্র মনে উপাসনা করিয়া কহিলেন,

দেব। যদি আমি পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি আমি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং যদি আমার কিছুমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সঞ্চয় থাকে, তবে তাঁহার প্রভাবে তুমি হনুমানের অঙ্গে শীতস্পর্শ হও।

অনন্তর জ্বালাকরাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিলেন। পুচ্ছাগ্নিদীপক বায়ু তুষারশীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া বহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হনূমান মনে করিলেন, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই অগ্নির শিখা অতিমাত্র প্রদীপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না। পুচ্ছাগ্রে অগ্নিস্পর্শ শিশিরৎ শীতল বোধ হইল, ইহার কারণ কি? অথবা ইহা সে রামের প্রভাব, তাহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করি, তখন তাঁহার প্রভাবেই তন্মধ্যে গিরিবর মৈনাককে দর্শন করিয়া ছিলাম । যদি রামের জন্য সমুদ্র ও মৈনাক তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে অগ্নি যে শীতস্পর্শে প্রদীপ্ত হইবেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহাই হউক, জানকীর বাৎসল্য, রামের তেজ, এবং আমার পিতা পবনের সহিত সখ্যতা এই কয়েকটি কারণে এক্ষণে, অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না।

হনূমান পুনর্বার মনে করিলেন, কি, নীচ রাক্ষসেরা মাদৃশ ব্যক্তিকেও বন্ধন করিল! এক্ষণে যদি আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া

তৎক্ষণাৎ বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং মহাবেগে এক লম্ফ প্রদান পূর্বক ঘোর রবে সমস্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমাত্র জনতা নাই। তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে দেহ সংকোচ করিলেন। তাঁহার বন্ধনরজ্জুর অবশেষ স্বতই উন্মুক্ত হইয়া গেল। তিনি পুনর্বার দীর্ঘাকার হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণ পূর্বক তোরণ সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড অর্গল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ লৌহময় অর্গল গ্রহণ পূর্বক ঐ সমস্ত রক্ষকদিগকে সংহার করিলেন। তাঁহার লাঙ্গুল প্রদীপ্ত, তিনি ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপ্রভাবে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার লঙ্কাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

৫৪তম সর্গ

হনুমানের লঙ্কা দাহন

তখন হনুমানের উৎসাহ বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তিনি ভাবিলেন, এক্ষণে আমার কার্য্যের কি অবশেষ আছে, আমি আর কিরূপে রাক্ষসগণকে অধিকতর পরিতপ্ত করিব। প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছি, রাক্ষণবীরগণকে বিনাশ করিয়াছি, সৈন্যের কিয়দ্দংশও নিঃশেষিত করিলাম, এক্ষণে দুর্গবিনাশ অবশিষ্ট; এই কার্য্যটি সমাধা করিলেই আমার যাবতীয় প্রয়াস সফল হয়। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতি যা কিছু করিলাম,

আর অল্প প্রযত্নেই তাহা সুসিদ্ধ হয়। আমার পুচ্ছদেশে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত গৃহ দগ্ধ করিয়া ইহার সন্তর্পন করিব।

তখন হনূমান লঙ্কার পৃহোপরি বিচরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি নির্ভয়ে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্বক গৃহ হইতে গৃহে, উদ্যান ও প্রসাদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বায়ুবেগে মহাবীর প্রহস্তের গৃহে লম্ফ প্রদান পূর্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। উহার অদূরে মহাবীর মহাপার্শ্বের গৃহ, হনূমান তদুপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। গৃহ প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পরে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ও ব্রহ্মশত্রু, অনুক্রমে এই সমস্ত রাক্ষসের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। তিনি বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমশঃ সকলেরই গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীর রাক্ষসের গৃহ বহুব্যয়ে নির্মিত, তৎসমুদায় বিপুল সম্পদের সহিত ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ হনূমান রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইলেন। উহা রত্নখচিত মঙ্গলদ্রব্যসজ্জিত ও মেরু মন্দরবৎ উচ্চ; হনূমান তদুপরি পুচ্ছাগ্রলগ্ন প্রদীপ্ত অগ্নি প্রদান পূর্বক প্রলয়জলদের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। হুতাশন প্রবল বায়ুবেগে প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইয়া উঠিল; তদৃষ্টে বোধ হইল যেন, যুগান্ত কালের অগ্নি সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। তখন

মুক্তামণিজড়িত স্বর্ণজালশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; বোধ হইল যেন, পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্তনাদ, রাক্ষসেরা স্ব স্ব গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধন সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে কহিল, হা! বুঝি, অগ্নিই বানররূপে আগমন করিয়াছেন; রমণীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে কক্ষে লইয়া জলধারাকুল লোচনে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিখাজালবেষ্টিত, ব্যস্ততায় কাহারও কেশপাশ স্খলিত হইয়াছে। উহারা পতনকালে মেঘনির্ম্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রতিগৃহে প্রচুর হীরক, প্রবাল, ইন্দ্রনীল মণি, মুক্তা ও স্বর্ণ, তৎসমুদায় অগ্নি সংযোগে দ্রবীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন, অগ্নি তৃণ কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হইল না তৎকালে সেইরূপ রাক্ষসবিনাশে হনুমানের কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ হইল না। রাক্ষসগণের দগ্ধ দেহে লঙ্কার ভূবিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর হনূমান ত্রিপুরদাহে প্রবৃত্ত ভগবান রুদ্রের ন্যায় লঙ্কাদাহে কৃতকার্য্য হইলেন। অগ্নি লঙ্কার আধারভূত ত্রিকূট পর্বতের শিখরে উত্থিত হইয়া, শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমবলে জ্বলিতে লাগিল। উহার জ্বালা সকল গগনস্পর্শী ও ধূমশূন্য; উহা কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিল এবং বজ্রবৎ কঠোর ঘোর চটচটা শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। উহার প্রভা বিলক্ষণ রুক্ষ এবং শিখা কিংশুক

পুষ্পবৎ রক্তবর্ণ; উহা হইতে ধূমজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া নীল মেঘাকারে পরিণত হইল এবং আকুলভাবে গগনতলে প্রসারিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাক্ষসেরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, এই বানর স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র হইবে, অথবা যম, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, কুবের, বা চন্দ্র হইবে। বোধ হয়, রুদ্রদেবের নেত্রাগ্নি প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে আসিয়াছে। কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য বানরমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত একমাত্র বৈষ্ণব তেজ মায়াবলে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবে।

লঙ্কাপুরী ক্রমশঃ হস্ত্যশ্ব রথ বৃক্ষ ও পক্ষীর সহিত দগ্ধ হইয়া গেল; চতুর্দ্দিকে তুমুল রোদন ধ্বনি উত্থিত হইল; হা পিতঃ! হা পুত্র! হা স্বামিন্! হা জীবিতেশ্বর! সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইল, কেবল এই বলিয়াই সকলে ভীতমনে চীৎকার করিতে লাগিল। লঙ্কা হনুমানের ক্রোধে শাপগ্রস্তবৎ নিরীক্ষিত হইল। রাক্ষসগণ ভীত ব্যস্ত সমস্ত ও বিষয়, ইতস্তত অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; লঙ্কা ব্রহ্মার ক্রোধদগ্ধ পৃথিবীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইল। মহাবীর হনূমান বৃক্ষসঙ্কুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। পরে লঙ্কা পুরীতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ মহাবীর হনুমানের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও উরগেরা এই ব্যাপারে যার পর নাই প্রীত ও

প্রসন্ন হইলেন। তখন হনূমান এক প্রাসাদশিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইতেছে; তিনি উহার প্রভাবে সূর্য্যে ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং স্বকার্য্য সাধন পূর্বক লাঙ্গুলের অগ্নি সমুদ্রজলে নির্বাণ করিয়া ফেলিলেন।

৫৫তম সর্গ

লঙ্কা দগ্ধ করণান্তর জনকীর জন্য হনুমানের চিন্তা, হনুমানের জানকী সংবাদ লাভ

অনন্তর হনূমান অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি ভয় জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, আমি লঙ্কা দগ্ধ করিয়া কি কুকার্য্যই করিলাম। যেমন জলসেক দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিকে নির্বাণ করা যায়, তদ্রূপ যাঁহারা উক্তি ক্রোধকে বুদ্ধিবলে নির্বাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ক্রোধীর পাপভয় নাই; সে গুরুলোককে সংহার করিতে পারে এবং কঠোর বাক্যে সাধুগণকেও ভৎসনা করিতে পারে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে বাচ্যাবাচ্য কিছুমাত্র বোধ পাকে না। রুষ্ট ব্যক্তির অকার্য্য কিছুই নাই। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি ক্ষমা দ্বারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে দূর করেন, তিনিই পুরুষ। এক্ষণে আমি জানকীর বিপদ না ভাবিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিলাম, আমি স্বামিঘাতক ও পাপাচার, আমাকে ধিক্। আমি নির্বোধ ও নির্লজ্জ; যদি সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আর্য্যা জানকী অবশ্যই দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আমি অজ্ঞানত প্রভুর

কার্য্যক্ষতি করিলাম। যে জন্য এত দূর যত্ন ও চেষ্টা তাহাই ব্যর্থ হইল। হা! আমি লঙ্কাদাহে ব্যাপৃত থাকিয়া জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। লঙ্কা দগ্ধ করা ত নিঃসন্দেহ সামান্য কার্য্য, কিন্তু আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই মূলোচ্ছেদ করিলাম। হা! জানকী নিশ্চয়ই নাই। লঙ্কা এককালে ভস্মসাৎ হইয়াছে, ইহাতে দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট আছে এমন স্থানই দেখিতেছি না । হা! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্য্যক্ষতি হইল। এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব, না সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নক্রকুম্ভীরগণকে দেহ অর্পণ করিব। আমি ত কার্য্যের সর্বস্ব নাশ করিলাম, সুতরাং আর কোন্ মুখে গিয়া সুগ্রীব এবং রাম লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানর যে নিতান্ত চপল, ত্রিলোকে ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, এক্ষণে আমি ক্রোধদোষে সেই জাতিস্বভাবই প্রদর্শন করিলাম। রাজসিক ভাবে ধিক, উহা চপলতাজনক ও কার্য্যনাশক, আমি সর্বাংশে অপটু হইয়াও কেবল রজোগুণমূলক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হা! জানকীর অভাবে রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ প্রাণে বাঁচিবেন না। ঐ দুই মহাবীর বিনষ্ট হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে দেহপাত করিবেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভরত এবং বীর শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠের এই দুঃসংবাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ঈক্ষ্বাকুকুল ক্ষয় হইলে প্রজারা শোক সন্তাপে অতি মাত্র কষ্ট পাইবে। আমি অত্যই দুর্ভাগ্য ও অধার্মিক। আমিই ক্রোধদোষে এই ভীষণ লোকক্ষয় করিলাম। হনূমান এইরূপ চিন্তা

করিতেছেন, ইত্যবসরে পুর্ব্বদৃষ্ট শুভ লক্ষণ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তিনি পুনর্বার ভাবিলেন, সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী জানকী স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন, তিনি কখনই বিনষ্ট হইবেন না; অগ্নিকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। জানকী ধর্ম্মপরায়ণ রামের পত্নী, তিনি আপনার চরিত্রে রক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাকে দগ্ধ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে সত্য, কিন্তু জানকীর পুণ্যবল এবং রামের প্রভাবে তিনি আমাকে দগ্ধ করেন নাই। কিন্তু যিনি ভরত প্রভৃতি রাজকুমারের আরাধ্য দেবতা, যিনি মহাত্মা রামের মনোমতা পত্নী, কেন তিনি বিনষ্ট হইবেন। অবিনশ্বর অগ্নি সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু যিনি আমার পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, কেন তিনি সীতাকে বিনষ্ট করিবেন।

পরে হনূমান সমুদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন বিস্ময়ভরে স্মরণ পূর্বক মনে করিলেন, জানকী তপস্যা, সত্য বাক্য, ও পাতি ব্রত্যে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অগ্নি কদাচই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

হনূমান এইরূপে জানকীর ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে চারণগণ কহিতে লাগিলেন, এই মহাবীর, রাক্ষনগণের গৃহ তীব্র অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া কি ভীষণ কার্য্যই করিলেন। লঙ্কা হইতে রাক্ষস পলায়ন করিয়াছেন, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলেই ব্যাকুল, চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল, বোধ হয়, যেন লঙ্কাপুরী দুঃখশোকে রোদন করিতেছে!

কিন্তু আশ্চর্য্য! এই পুরী এককালে ভস্মীভূত হইল তথাচ জানকী দগ্ধ হন নাই।

তখন হনূমান এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রুতিমাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন, তিনি বিশ্বস্ত নিমিত্ত ও ঋষিবাক্যে জানকী জীবত আছেন বুঝিয়া, পুনর্বার শিংশপামূলে যাইতে লাগিলেন।

৫৬তম সর্গ

জানকী ও হনূমান সংবাদ, অরিষ্ট পর্বত বর্ণন

অনন্তর মহাবীর হনূমান শিংশপামূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জানকী তথায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, দেবি! আমি ভাগ্যক্রমেই তোমাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলাম।

তখন জানকী হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি একদিনের জন্যও এইখানে থাক। তুমি কোন গুপ্ত প্রদেশে বিশ্রাম করিয়া না হয় পরদিন প্রস্থান করিও। তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর দুঃসহ শোক কিয়ৎক্ষণের জন্যও দূর হইবে। তুমি পুনরায় আসিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। আমার মন অত্যন্ত বিরস, আমি দুঃখের পর দুঃখ সহিতেছি, এক্ষণে তোমার অদর্শনে আরও যন্ত্রণা পাইব। বীর! আমার একটা বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে; দেখ;

মহাবল সুগ্রীবের বহুসংখ্য বানর ও ভল্লুক সহায় আছে বটে, কিন্তু তিনি কিরূপে সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণের সহিত অপার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবেন। তুমি, বায়ু, ও বিহগরাজ গড়ুর ভিন্ন এই বিষয়ে আর কাহাকেই সমর্থ দেখিতেছি না। তুমি সকল কার্য্যেই সুপটু, এক্ষণে এই জটিল বিষয় কিরূপে সম্পন্ন হইবে। তোমার পৌরুষ সর্বাংশে প্রশংসনীয়, তুমি একাকী অক্লেশে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার, কিন্তু রাম যদি স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁহার বীরত্বের সমুচিত হইবে। বৎস! অধিক কি, এক্ষণে তুমি এই জন্যই তাঁহাকে উদ্‌যোগী করিও।

তখন হনূমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, দেবি! মহাবীর সুগ্রীব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি। তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অসংখ্য বানরের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সেই নরপ্রবীর রাম ও লক্ষ্মণও শরনিকরে এই লঙ্কাপুরী ছারখার করিবেন।

দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম রাক্ষসকুল নির্ম্মল করিয়া অচিরাৎ তোমাকে উদ্ধার করিবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও এবং সময় প্রতীক্ষা কর। রাবণ শীঘ্রই স্ববংশে ধ্বংস হইবে। রাম বানরসৈন্যের সহিত অনতিকাল মধ্যে আসিবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমার শোক অপনীত করিবেন।

হনূমান জানকীরে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রতিগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাক্ষসবধ, স্বনাম কীর্তন, বল প্রদর্শন, লঙ্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীরে প্রবোধ দান ও অভিবাদন পূর্ব্বক সুগ্রীবসন্দর্শনার্থে প্রস্থান করিলেন। লঙ্কার উপান্তে অরিষ্ট পর্বত, তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে ঐ পর্বতে উত্থান করিলেন। উহার নিম্নে নীল বনশ্রেণী, এবং ঊর্দ্ধে গাঢ় মেঘ, তদ্বারা বোধ হয় যেন, উহা বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। উহার সর্বত্র সূর্য্যকিরণ, যেন উহা তদ্দ্বারা প্রবোধিত হইতেছে। উহার চতুর্দিকে ধাতু সকল উড্ডীন, স্বয়ং পর্বত যেন নেত্র উন্মীলন করিতেছে। উহার ইতস্ততঃ নির্ঝরের গম্ভীর শব্দ, উহা যেন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পর্নতের শিখরে অত্যুচ্চ দেবদারুবৃক্ষ, তদ্বারা বোধ হয় যেন উহা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে শারদীয় সপ্তপর্ণের নিবিড় বন তৎসমুদায় আন্দোলিত হওয়াতে যেন উহা কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কীচক বংশ, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে যেন উহা মধুর শব্দ করিতেছে। কোথাও ঘোর অজগর, সমুদায় গর্জ্জন করাতে যেন উহা রোষভরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। গহ্বর সকল নীহারজালে আচ্ছন্ন, যেন উহা ধ্যানে নিমগ্ন আছে। নিম্নে মেঘখণ্ডতুল্য গণ্ড শৈল, যেন উহা গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং শিখর সকল আবৃত, যেন উহা জৃম্ভাত্যাগ করিতেছে। ঐ অরিষ্ট পর্বত শাল তাল ও বংশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার ইতস্ততঃ কুসুমিত লতা, সর্বত্র মৃগের বিচরণ করিতেছে,

চতুর্দ্দিকে গৈরিক ধাতুদ্রব, নির্ঝর সকল মহাবেগে নিপতিত হইতেছে, সর্বত্র প্রস্তরস্তুপ, স্থানে স্থানে মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণ বাস করিয়া আছেন। কোন প্রদেশ বৃক্ষ লতায় নিতান্ত নিবিড়, সিংহেরা গুহামধ্যে শয়ান রহিয়াছে, এবং ব্যাঘ্রগণ সঞ্চরণ করিতেছে। মহাবীর হনূমান সত্বর হইয়া মহাহর্ষে ঐ পর্বতে আরোহণ পূর্বক ঘোর উরগপূর্ণ সহাসমুদ্র সন্দর্শন করিলেন। তখন পর্বতস্থ শিলাখণ্ড সকল তাঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিল। হনূমানও সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তখন ঐ গিরির অরিষ্ট হনুমানের পদভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল এবং জীবজন্তুগণের সহিত রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ পর্বতের শৃঙ্গ সকল কম্পিত হইল, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল বজ্রাহতের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কন্দরবাসী সিংহেরা নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং ভীষণ গর্জ্জনে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ ভীত হইয়া স্খলিতবসনে গলিত ভষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দীর্ঘাকার দীপ্তজিহ্ব মহাবিষ অজগরের, গ্রীবা ও মস্তক নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল এবং ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং কিন্নর গন্ধর্ব যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্বত পরিত্যাগ পূর্বক আকাশে উত্থিত হইল। ঐ পর্বত দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিংশৎ যোজন উন্নত, উহা হনুমানের পদভরে তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

মহাবীর হনূমানও তরঙ্গাকুল ভীষণ সহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য মহাবেগে গগনতলে উত্থিত হইলেন।

৫৭তম সর্গ

প্রত্যাগমন কালীন হনুমনের সমুদ্র লঙ্ঘন, বানরগণের হর্ষ, হনুমানের বানর সমাগম ও জানকীর সংবাদ প্রদান

নভোমণ্ডল যেন গভীরদর্শন সমুদ্র; উহার মধ্যে গন্ধর্ব ও যক্ষগণ বিকসিত পদ্মের ন্যায়, চন্দ্র কুমুদের স্থায়, সূর্য্য কারণ্ডবের স্যায়, তিষ্য ও শ্রবণ হংসের ন্যাম, ঘনাবলী শৈবলের ন্যায়, পুনর্বসু মৎস্যের ন্যায়, ভৌম কুম্ভীরের ন্যায়, ঐরাবত মহাদ্বীপের ন্যায়, বাত্যা তরঙ্গের ন্যায় এবং জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ জলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হনূমান ঐ গগন রূপ সমুদ্র অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া চলিলেন। গতিবেগে তিনি যেন গ্রহগণের সহিত মহাকাশকে গ্রাস করিতেছেন এবং চন্দ্রমণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। তিনি স্ববেগে নীল পীতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণ পূর্বক যাইতেছেন এবং গতি প্রসঙ্গে কখন মেঘের আবরণে কখন বা বাহিরে অবস্থান করিতেছেন; তৎকালে তিনি একবার দৃশ্য আবার অদৃশ্য চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘগম্ভীর, তিনি হুঙ্কারে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশ সমুদ্রের মধ্যস্থলে উত্তীর্ণ হইলেন। পথিমধ্যে গিরিবর মৈনাক অবস্থিত; তিনি উহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে চলিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ পর্বত দূর

হইতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি মহা উৎসাহে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হনূমান বন্ধুসমাগমের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তীরের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। তিনি ঘনঘন লাঙ্গুল কম্পিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। ঐ ভীষণ শব্দে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত আকাশ যেন চূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

ঐ সময় বানরগণ হনূমানকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব হইতেই দীনমনে সমুদ্রের উত্তর তীরে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা দূর হইতে বায়ুক্ষুভিত মেঘের গভীর নির্ঘোষের ন্যায় উহাঁর গতিবেগ এবং সিংহনাদ শুনিতে পাইল। এই শব্দ শুনিবামাত্র সকলেই উহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে জাম্ববান সমস্ত বানরকে আমন্ত্রণ পূর্বক প্রীতমনে কহিলেন, দেখ, হনূমান নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নচেৎ এইরূপ উৎসাহের শব্দ কখনই শুনা যাইত না।

তখন বানরগণ মহাহর্ষে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। অনেকে হনূমানকে দর্শন করিবার জন্য বৃক্ষের এক শাখা হইতে অপর শাখায় এবং এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষের শিখরে আরোহণ ও শাখা ধারণ পূর্বক হৃষ্টমনে উপবেশন করিল এবং অনেকেই নির্ম্মল বস্ত্র কম্পিত করিতে লাগিল। এ দিকে হনূমান গিরিগহ্বরগত বায়ুর ন্যায় মহা গর্জ্জন পূর্বক আগমন করিতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। মহাবীর হনূমান

মহাবেগে ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় বক্ষসঙ্কুল গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হইলেন। বানরেরা যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। সকলেরই মুখ হর্ষে প্রফুল্ল; অনেকে ফলমূল লইয়া তাঁহাকে উপহার দিল; কেহ কেহ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল, অনেকে কিলকিলা রব করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বসিবার জন্য বৃক্ষের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া আনিল।

অনন্তর হনূমান জাম্ববান প্রভৃতি গুরুজন ও কুমার অঙ্গদকে প্রণাম করিলেন। উহাঁরাও ঐ মহাবীরকে সমাদর পূর্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে হনূমান জানকীর সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া অঙ্গদের হস্ত ধারণ পূর্বক মহেন্দ্র গিরির রমণীয় বনবিভাগে উপবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া সংক্ষেপে স্বীয় কার্য্যবৃত্তান্ত কহিলেন, বানরগণ! আমি অশোক বনে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি; ঘোর রাক্ষসীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। তিনি উপবাসে অত্যন্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে একটিমাত্র জটিলবেণীভার, তিনি রামের দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

তখন বানরগণ মহাবীর হনুমানের মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ পূর্বক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ সিংহনাদ কেহ কেহ গর্জ্জন, কেহ কেহ প্রতিগর্জন এবং কেহ কেহ বা কিলকিলা রব করিতে লাগিল। কোন কোন বানর লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিল, কেহ কেহ সুদীর্ঘ লাঙ্গুল কম্পিত

করিতে লাগিল এবং অনেকে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক হৃষ্টমনে হনূমানকে গিয়া স্পর্শ করিল।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বীর! তুমি যখন এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্বার উপস্থিত হইলে, তখন বলবীর্য্যে তোমার তুল্য আর কাহাকেই দেখি না। বলিতে কি, এক মাত্র তুমিই আমাদিগের প্রাণদাতা। এক্ষণে আমরা তোমারই কৃপায় কৃতকার্য্য হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইব। আশ্চর্য্য তোমার প্রভুভক্তি! বিচিত্র তোমার শক্তি। অদ্ভুত তোমার ধৈর্য্য! ভাগ্যবলেই তুমি জানকীর উদ্দেশ পাইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই রাম সীতাবিরহদুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

পরে বানরগণ কুমার অঙ্গ হনূমান ও জাম্ববানকে বেষ্টন পূর্বক পুলকিত মনে প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং জানকীর দর্শনবৃত্তান্ত আনুপূর্বিক শ্রবণ করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে হনুমানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৫৮তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক সমুদ্র লজ্ঘন, লঙ্কা দর্শন, জানকী সাক্ষাৎ ও লঙ্কা দাহন বৃত্তান্ত কীর্তন

অনন্তর জাম্বমান প্রীতমনে হনূমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর! তুমি কিরূপে অশোক বনে দেবী জানকীরে দেখিলে? তিনি তথায় কিরূপে আছেন এবং নিষ্ঠুর রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে?

তুমি কোন্ উপায়ে জানকীর উদ্দেশ পাইলে? এবং তিনিই বা কি কহিলেন? তুমি এই সমস্ত কথা অবিকল কীর্ত্তন কর। শুনিয়া আমরা ইতি কর্তব্য অবধারণ করিব। এক্ষণে রামের নিকট কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিব এবং কোন্ কথাই বা গোপন করিয়া রাখিব, তুমি তাহাও বলিয়া দেও।

তখন হনূমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি সমুদ্র লঙ্ঘনার্থ তোমাদের সমক্ষেই মহেন্দ্র পর্বত হইতে আকাশে উত্থিত হই। গতি পথে আমার বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। আমি এক স্থলে দেখিলাম, একটি মনোহর স্বর্ণপর্বত আমার পথরোধ করিয়া আছে। তৎকালে আমি উহাকে দেখিয়া ঘোর বিঘ্ন বোধ করিলাম। পরে ঐ শৈলের সন্নিহিত হইয়া ভাবিলাম, এক্ষণে ইহাকে মহাবেগে ভেদ করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। আমি এই স্থির করিয়া উহার শৃঙ্গে এক লাঙ্গুল প্রহার করিলাম। প্রহারবেগে উহার উজ্জ্বল শিখ তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর ঐ পর্বত মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্বক পুত্রসম্বোধনে আমাকে পুলকিত করিয়া কহিল, দেখ আমি বায়ুর সখা, তোমার পিতৃব্য; আমি এই মহাসমুদ্রেই বাস করিয়া আছি, আমার নাম মৈনাক। পূর্বে পর্বতদিগের পক্ষ ছিল। উহারা চতুর্দিকে স্বেচ্ছানুরূপ পর্য্যটন পূর্বক উপদ্রব করিত। পরে সুররাজ ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রাস্ত্রে উহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। বৎস! ঐ সময় তোমার পিতার প্রসাদে

আমার পক্ষ ছিন্ন হয় নাই এবং তিনিই আমাকে এই অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। এক্ষণে রামের সাহায্য করা আমার কর্তব্য হইতেছে। রাম মহাবীর ও ধর্ম্মশীল।

অনন্তর আমি গিরিবর মৈনাককে স্বকার্য্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মতিক্রমে পুনর্বার চলিলাম। মৈনাক অন্তর্হিত হইলেন। আমিও মহাবেগ আশ্রয় পূর্ব্বক গতিপথের অবশেষ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। পরে সমুদ্রমধ্য হইতে নাগজননী সূরসা আমার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে ভক্ষণ করি।

মুরসাব এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমার মুখবর্ণ মলিন হইয়া গেল, আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, দেবি! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই রামেরই অনুক্রমে জানকীর নিকট দূতস্বরূপ চলিয়াছি। দেবি! তুমি রামের অধিকারে বাস করিয়া আছ, অতএব তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করা তোমার উচিত হইতেছে। অথবা সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকী ও রামকে দর্শন করিয়া তোমার নিকট পুনর্বার আসিব। তখন সুরসা কহিল, দেখ দেবদত্ত বরপ্রভাবে কেহই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, সুতরাং আমি আজ

তোমাকে ভক্ষণ করিব। সুরসা এই বলিয়া দশযোজন দীর্ঘ হইল। আমিও তৎক্ষণাৎ দশযোজন বর্দ্ধিত হইলাম। সুরসা আমার দৈহিক বিস্তারের অনুরূপ মুখব্যাদান করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ দেহসঙ্কোচ করিলাম এবং অকুষ্ঠপরিমিত হইয়া উহার মুখমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন সুরসা পুর্বরূপ ধারণ পূর্বক আমাকে কহিল বীর! এক্ষণে তুমি স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমি যথেষ্টই প্রীত হইলাম। তুমি রামের সহিত জানকীরে মিলিত করিয়া দেও এবং স্বয়ং সুখে থাক।

তখন গগনচর জীবগণ আমাকে সাধুবাদ সহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল। আমিও তৎক্ষণাৎ গরুড়বৎ মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ইত্যবসরে আমার গতি সহসা প্রতিহত হইল। কিন্তু তৎকালে ইহার কারণ কি, কোন দিকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি দুঃখিত মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, এক্ষণে ত সুস্পষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিতেছি না, কিন্তু কি কারণে আমার গমনের এইরূপ বিঘ্ন ঘটিল। ইত্যবসরে আমি সহসা অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিলাম, এবং এক জলচরী ভীমা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলাম। আমি নির্ভয় ও নিশ্চেষ্ট, সে ভীমরবে হাস্য করিয়া ক্রূর বাক্যে আমায় কহিতে লাগিল, দেখ, আমি ক্ষুধার্ত, তোমাকে ভক্ষণের ইচ্ছা করিয়াছি এক্ষণে তুমি আর কোথায় যাও। আমি বহুকাল যাবৎ আহার করি নাই, এক্ষণে তুমি আমার দৈহিক তৃপ্তি বিধান কর।

তখন আমি ঐ ঘোর রাক্ষসীর কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম এবং উহার মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর দেহবিস্তার করিলাম। রাক্ষসীও আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভীষণ মুখব্যাদান করিল। আমি যে কামরূপী, তৎকালে সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আমি নিমেষমধ্যে দেহসঙ্কোচ করিয়া উহার মুখে প্রবেশ করিলাম এবং উহার বক্ষ ভেদ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলাম। পর্বতাকার রাক্ষসীও কর প্রাসারণ পূর্বক সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। তদৃষ্টে গগন চর, জীবজন্তুগণ সাধুবাদ সহকারে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি নানারূপ বিঘ্নে ক্রমশঃ কালবিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মহাবেগে চলিলাম এবং অচিরে পর্বতশোভিত সমুদ্রের দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম । ঐ স্থানে লঙ্কাপুরী, আমি তন্মধ্যে সূর্য্যাস্তের পর প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে প্রলয়জলবৎ কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী অট্টহাস্যে হাসিতে হাসিতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। উহার কেশজাল জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, সে আসিয়া আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। আমিও বাম মুষ্টি আঘাত করিয়া উহাকে পরাস্ত করিলাম। তখন ঐ রমণী নিতান্ত ভীত হইয়া আমাকে কহিল, বীর! আমি স্বয়ং লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমি যখন আমাকে বলবীর্য্যে পরাস্ত করিলে তখন রাক্ষসগণের নিশ্চয়ই প্রাণসঙ্কট উপস্থিত।

পরে আমি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি জানকীরে দেখিতে পাইলাম না । তখন আমার মনে অত্যন্ত দুঃখোদ্রেক হইল। পরে একটা বর্ণকারবেষ্টিত বৃক্ষসঙ্কুল উপবন দেখিলাম এবং ঐ উচ্চ প্রাকার লঙ্ঘন পূর্বক অশোক বনে প্রবেশ করিলাম। উহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষ আছে। আমি ঐ বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক স্বর্ণবর্ণ কদলীবন দেখিলাম। উহার অদূরেই কমললোচনা জানকী ছিলেন। তিনি একবস্ত্রা, তাঁহার কেশপাশ ধূলিধূসরিত, তিনি একমাত্র বেণীধারণ করিতেছেন, তাঁহার শয্যা ভূমিতল, তিনি অনাহার ও শোকে যার পর নাই কৃশ হইয়াছেন। তিনি ভর্তৃচিন্তায় বিমনা, শীতকালে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দিকে সমস্ত বিকৃতাকার ক্রূর রাক্ষসী, উহারা নিরন্তর তাঁহাকে ভৎসনা করিতেছে। তিনি শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রীগণে বেষ্টিত হরিণীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয়। রাবণের প্রতি তাঁহার অতান্ত ঘৃণা, তিনি প্রাণত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমি ঐ শিংশপামূলে সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। ইত্যবসরে তথায় কাঞ্চীরব ও নুপুরধ্বনি জনকোলাহলের সহিত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আমি এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া দেহাসঙ্কোচ করিলাম এবং পক্ষীর ন্যায় পত্রাবরণে লুক্কায়িত রহিলাম।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পত্নীগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। জানকী উহাকে দেখিয়া ঊরুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বাহুবেষ্টনে স্তনযুগল

আবৃত করিলেন। তিনি নিতান্ত ভীত ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কম্পিত দেহে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অভয় দান করে, তথায় এমন আর কেহই নাই। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, জানকি! আমি নতমস্তকে তোমায় প্রণিপাত করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। যদি তুমি অহঙ্কারভরে আমায় সমাদর না কর, তবে দুইমাস পরে আমি নিশ্চয়ই তোমার রুধিরপান করিব।

তখন জানকী দুরাত্মা রাবণের এই কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, নীচ! আমি মহাবীর রামের ভার্য্যা এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমার প্রতি অকথ্য কথা প্রয়োগ করিয়া তোর জিহ্বা কেন ছিন্নভিন্ন হইল না। রে পাপ! যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না। সেই সময় তুই আমাকে অপহরণ করিয়া আনিস্, তোর বলবীর্য্যে ধিক্। তুই কোন অংশে রামের তুল্য হইতে পারিস্ না, তুই তাঁহার ভৃত্য হইবারও যোগ্য নহিস্। রাম মহাবীর দুর্জ্জয় ও সত্যবাদী।

রাবণ জানকীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোষভরে চিতাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্রূর নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক জানকীরে প্রহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে উহার সহচারিণীরা হা কার করিয়া উঠিল। এই অবসরে উহার ভার্য্য ধান্যমালিনী রমণীগণের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ কামোন্মত্তকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, বীর! এই জানকীর লইয়া তোমার কি হইবে। তুমি আমার সহিত

সুখসম্ভোগ কর। জানকী রূপগুণে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। এই সমস্ত দেবকন্যা ও যক্ষকন্যা আছেন, তুমি ইহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক; জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে।

অনন্তর রমণীগণ রাবণকে উত্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে গৃহে লইয়া গেল। পরে বহুসংখ্য রাক্ষসী নিদারুণ ক্রূর বাক্যে জানকীরে ভৎসনা করিতে লাগিল। জানকী উহাদিগের বাক্য তৃণবৎ বোধ করিলেন। উহাদিগের গর্জ্জনও সম্যক্ নিষ্ফল হইয়া গেল। তখন উহারা নিরুপায় হইয়া এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল। উহাদিগের আশা ভরসা আর কিছুই রহিল না, যত্নও এককালে বিলুপ্ত হইল, উহারা শ্রান্তিনিবন্ধন ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী সহসা জাগরিত হইয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! তোমরা সাধ্বী সীতাকে ভক্ষণ করিও না, পরস্পর পরস্পরের শোণিতে তৃপ্তি লাভ কর। আমি আজ এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। অচিরেই রাক্ষসকুলের সহিত রাবণ উৎস হইবে। অতঃপর সীতা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আইস, আমরা গিয়া এই জন্য ইহাঁর পদানত হই। সীতা অতিমাত্র দুঃখিতা, যদি তিনি আজ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। তিনি প্রণিপাতে প্রসন্ন হইলে আমাদিগের বিপদ অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিবেন।

তখন জানকী স্বপ্নদৃষ্ট ভর্ত্তৃবিজয়ে হৃষ্ট হইয়া সলজ্জভাবে কহিলেন, ত্রিজটার এই স্বপ্নরাবৃত্তান্ত যদি অলীক না হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অনন্তর আমি জানকীর দারুণ অবস্থা চক্ষে দর্শন করিয়া তা চিন্তিত হইতাম, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিরূপে তাঁহার সহিত তথোপকথন করিব আমি তাঁহার উপায় উদ্ভাবন করিলাম এবং ইক্ষ্বাকু রাজবংশের যশোগান করিতে লাগিলাম। তখন জানকী আমার বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র বাষ্পকুল নেত্রে জিজ্ঞাসলেন, বানর! তুমি কে? কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? এবং রামের সহিই বা তোমর কিরূপে সদ্ভাব জন্মিয়াছে? তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব রামের সুহৃৎ ও সহায়, আমি তাঁহারই ভৃত্য, নাম হনূমান, রাম তোমার উদ্দেশ লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি দিয়াছেন। দেবি! বল, আমি এক্ষণে তোমার কোন কার্য্য করিব। রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থান করিতেছেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত আমি এখনই তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। তখন জানকী কহিলেন, দূত! মহাবীর রাম সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া আমায় উদ্ধার করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

অনন্তর আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহার নিকট রামের কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি

রামের জন্য এই চূড়ামণি লইয়া যাও, রাম ইহা দর্শন করিলে তোমায় বিলক্ষণ সমাদর করিবেন। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে এক মণি সমর্পণ পূর্বক কাতর মনে বাচনিক অনেক কথাই কহিলেন। পরে আমি প্রত্যাগমনের জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলাম। বিদায়কালে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে পুনর্বার কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রামকে আমার বৃত্তান্ত জানাইও এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার কথা শুনিয়া যেরুপে সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র আইসেন তুমি তাহাই করিও। আর দুই মাস কাল আমার জীবনের সীমা, যদি ইহার মধ্যে রাম না আইসেন তবে আমি নিশ্চয়ই অনাথার নায় প্রাণত্যাগ করিব।

বানরগণ! আমি জানকীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলাম এবং লঙ্কা পুরী উৎসন্ন করাই স্থির করিলাম। তৎকালে আমার দেহ পর্বত প্রমাণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন আমি যুদ্ধার্থী হইয়া রাবণের অশোক বন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃগপক্ষিগণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিকৃতাকার, রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং চতুর্দিক হইতে মিলিত হইয়া শীঘ্র এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল; কহিল, রাক্ষসরাজ! এক দুর্বৃত্ত বানর তোমায় বলবীর্য্য বিচার না করিয়া দুর্গম অশোক বন ছারখার করিয়াছে। ঐ অপকারী শত্রু অতি নির্বোধ, সে যেন আর ফিরিয়া না যায়।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। অশীতি সহস্র কিঙ্কর শূল মুদগারহস্তে অশোক বনে উপস্থিত হইল। আমি এক অর্গল গ্রহণ পূর্বক উহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে অবশিষ্ট কয়েকটি রাক্ষস দ্রুতপদে গিয়া রাবণকে এই ব্যাপার নিবেদন করিল। ইত্যবসরে আমি চৈত্যপ্রসাদ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং এক স্তম্ভ উৎপাটন পূর্বক তত্রত্য রাক্ষনগণকে বিনাশ করিয়া রোষভরে ঐ রমণীয় প্রাসাদ চূর্ণ করিলাম।

অনন্তর রাবণ প্রহস্তের পুত্র মহাবীর জম্বমালিকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। জম্বমালি বহুসংখ্য ভীষণ রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। আমি অর্গল দ্বারা ঐ বীরকে সবলে বিনষ্ট করিলাম। পরে রাবণ পদাতিসৈন্যের সহিত মন্ত্রিপুত্রগণকে প্রেরণ করিল। আমিও ঐ অর্গল দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে রাবণ সসৈন্যে চারিজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমিও অচিরাৎ সকলকে নির্মূল করিলাম। পরে রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত কুমার অক্ষকে প্রেরণ করিল। অক্ষ মন্দোদরীর পুত্র, অত্যন্ত রণদক্ষ, সে যখন বিক্রম প্রদর্শনার্থ নভোমণ্ডলে উত্থিত হয় তৎকালে আমি তাঁহার পদ গ্রহণ করি এবং তাঁহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলি। পরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ নামে আর একটি পুত্রকে প্রেরণ করে। ঐ বীর অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, আমি উহাকে সৈনগণের সহিত হীনবল করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট

হইলাম। রাবণ বড় বিশ্বাসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়োগ করে কিন্তু সে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া আমার বলবীর্য্য অসহ্য বোধ করিল এবং মহাবেগে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রজ্জু দ্বারা আমাকে সংযত করিয়া রাবণের নিকট লইয়া যায়। তথায় ঐ দুরাত্মার সহিত আমার বাক্যালাপ হয়। আমি কি জন্য লঙ্কায় আগমন করিয়াছি এবং কেনই বা রাক্ষসগণকে বধ করিলাম সে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমি কহিলাম, কেবল জানকীর জন্যই আমার এইরূপ অনুষ্ঠান; আমি তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া লঙ্কায় আসিয়াছি, আমার নাম হনূমান, আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, এবং কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী। আমি রামের দৌত্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। কপিরাজ সুগ্রীব তোমারে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন এবং তিনিই তোমার নিকট এই ধর্মার্থসঙ্গত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন। ঐ মহাবীর যখন বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূকে ছিলেন তখন রামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ কহেন, কপিরাজ! এক নিশাচর আমার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণে জানকীর উদ্ধার আবশ্যক, তুমি এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর। পরে মহাবীর রাম অগ্নিসাক্ষী করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা বন্ধন করেন। পূর্বে বালী বল পূর্বক কপিরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিয়া

সুগ্রীবকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে সর্ব প্রকারে সেই কামের সাহায্য করা আমাদিগের কর্তব্য। তিনি তোমার নিকট দূতস্বরূপ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্র জানকীরে আনয়ন এবং রামের জন্য তাঁহাকে অর্পণ কর, নচেৎ বানরগণ অচিরাৎ তোমার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিবে। যাহারা দেবগণের নিকটও নিমন্ত্রিত হইয়া যায় সেই সকল বানরের প্রভাব জগতে আজিও কেহ জানিতে পারে নাই।

বানরগণ! অনন্তর ঐ দুরাত্মা রাবণ ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিল এবং আমার প্রভাব সবিশেষ না জানিয়াই আমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। মহামতি বিভীষণ রাবণের ভ্রাতা, তিনি আমার জন্য উহাকে নানারূপ অনুনয় পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইহার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিবেন না। আপনি যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন ইহা রাজনীতির বহির্ভূত। দূতবধ কোন রাজশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। প্রভুর বাক্য যথাবৎ বহন করা দূতের কার্য্য, যদি তাঁহার কোনরূপ অপরাধ থাকে তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন করাই আবশ্যক, বধদণ্ড শাস্ত্র সঙ্গত নহে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাচরগণকে আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিবার অনুজ্ঞা দিল। নিশাচরেরা তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত এইমাত্র শণ ও কার্পাস বস্ত্র দ্বারা আমার পুচ্ছ বেষ্টন করিল এবং তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্বক কাষ্ঠবৎ মুষ্টি দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে আমি যদিও পাশবন্ধ

ছিলাম, কিন্তু দিবালোকে নগরী দর্শন করিবা জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলাম না। আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রবল বেগে প্রদীপ্ত হইতেছে, করচরণ পাশবদ্ধ, নিশচরগণ রাজপথে আমার অপরাধ ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ পুরদ্বারের সন্নিহিত হইলাম, এ তৎক্ষণাৎ দেহসঙ্কোচ করিয়া আপনার বন্ধন মোচন করিলাম। পরে পূর্ব্বরূপ ধারণ ও লৌহময় অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ করিলাম। আমার পুচ্ছে অগ্নি স্বয়ং সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিল, ইত্যবসরে আমি মহাবেগে পুরদ্বার লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিলাম। ভাবিলাম আমি প্রাচীর ও অট্টালিকাদির সহিত সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ করিলাম, বোধ হয় এক্ষণে ইহার সঙ্গে জানকীও বিনষ্ট হইয়াছে। হা! আমারই বুদ্ধিদোষে রামের এইরূপ কার্য্যক্ষতি হইল।

বানরগণ! আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পুনঃ পুন এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ্য হইতে চারণগণ এইরূপ কহিলেন, দেখ, লঙ্কা ছারখার হইয়াছে কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই। আমি এই বিস্ময়ক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলাম এবং তৎকালে অন্যান্য সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিল। মনে করিলাম আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমি দগ্ধ হইতেছি না। আমার অন্তরে হর্ষ সঞ্চার হইতেছে, এবং বায়ু ও

সৌরভ বহন করিতেছে, আমি এই সমস্ত শুভ লক্ষণ, রাম ও জানকীর প্রভাব এবং ঋষিবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

অনন্তর আমি জানকীর নিকট পুনর্বার গমন করিলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক বিদায় লইয়া, সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য অরিষ্ট পর্বতে উত্থিত হইলাম। বানরগণ! আমি তোমাদিগকে বহুদিন দেখি নাই, তজ্জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল, আমি আকাশপথ আশ্রয় পূর্বক অবিলম্বেই আগমন করিলাম। আমি রামের কৃপা ও তোমাদের তেজে কপিরাজ সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই সমস্তই অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমা দ্বারা যাহা হয় নাই তোমরা তাহাই সাধন কর।

৫৯তম সর্গ

বানরগণের নিকট হনুমানের জানকীচরিত্র কীর্তন

হনূমান এইরূপে স্বীয় কার্য্যবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিয়া পুনর্বার কহিলেন, বানরগণ! জানকীর চরিত্রদৃষ্টে বোধ হইয়াছে, রামের উদ্‌যোগ ও সুগ্রীবের উৎসাহ সমস্তই সফল, ইহাতে আমারও মন যার পর নাই প্রীত হইয়াছে জানকীর চরিত্র আর্য্যা অরুন্ধতীরই অনুরূপ। তিনি তপোবলে বিশ্বরক্ষা করিতে পারেন এবং ক্রোধভরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতে পারেন। রাবণের বিলক্ষণ পুণ্যবল, সে জানকীরে স্পর্শ করিয়াছিল, কেবল পুণ্যপ্রভাবেই বিনষ্ট হয় নাই। জানকী করস্পৃষ্টা হইলে রোষভরে যাহা করিবেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা তাহা পারেন না। বীরগণ!

তোমরা ধীমান ও মহাবীর এবং অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র, আমি একাকীই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার। করিয়া দিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য ও বারুণ অঙ্গ অত্যন্ত প্রখর ও দুর্ণিবার তথাচ আমি স্ববীর্য্যে সমস্তই বিফল করিব! দেখ, তোমাদের আদেশ ছিল না তজ্জন্যই আমি বিক্রম প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। মহাসমুদ্র তীরভূমি উলঙ্ঘন করিতে পারে, পর্বতবর মন্দর বিকম্পিত হইতে পারে, কিন্তু শত্রুসৈন্য বীর জাম্ববানকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। বালী তনয় কুমার অঙ্গদ একাকীই সর্বপ্রধান রাক্ষসগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিবেন। বীর প্লবগ ও নীলের প্রবল বেগে রাক্ষসগণের কথা দূরে থাক, হিমাচলও চূর্ণ হইবে। সুরাসুর ও যক্ষ এবং গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীর মধ্যে মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কে আছে? একমাত্র আমি লঙ্কা ভস্মসাৎ ও অনেক বীরকে নিপাত করিয়াছি। রামের জয়, লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত সুগ্রীবের জয়; আমি মহারাজ রামের ভৃত্য নাম পবনপুত্র হনূমান আমি এইরূপে লঙ্কার রাজপথে নাম ঘোষণা করিয়াছি। আমি সেই দুর্বৃত্ত রাবণের অশোক বনে শিংশপা বৃক্ষমূলে দেবী জানকীরে দেখিলাম। উহার চতুর্দিকে বিকটদর্শনা রাক্ষসী, তিনি শোকসন্তাপে বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার মূর্তি মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন, তিনি বলগর্বিত রাবণকে অবমাননা করিতেছেন, রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের প্রতি সেইরূপ

তিনি রামের প্রতি প্রীতিমতী হইয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, তিনি দীনমনে ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। প্রাণত্যাগেই তাঁহার সঙ্কল্প, তিনি হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছেন। বানরগণ! আমি অতিকষ্টে সেই জানকীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেই এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া সমস্ত কথাই নিবেদন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত রামের মৈত্রীবন্ধনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামিভক্তি উৎকৃষ্ট এবং আচারও প্রশংসনীয়। তিনি যে স্ব-প্রভাবে রাবণকে বিনাশ করিতেছেন না, ইহা রাবণের পরম সৌভাগ্য। বলিতে কি, এক্ষণে রাক্ষসবধে রাম কারণমাত্র হইবেন, বস্তুত জানকীই ইহার মূল। হা! তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার ভর্তৃবিরহে প্রতিপদে পাঠশীল ছাত্রের বিদ্যার ন্যায় আরও ক্ষীণ হইয়াছেন। বানরগণ! এই আমি তোমাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। এক্ষণে যাহা ইতিকর্তব্য তোমরাই তাহা অবধারণ কর।

৬০তম সর্গ

অঙ্গদ জাম্ববান সংবাদ

তখন অঙ্গদ কহিলেন, দেখ, এই দুই অশ্বিতনয় অত্যন্ত মহাবলপরাক্রান্ত, পুর্বে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বির সম্মান বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহাদিগকে সকলের অবধ্য করিয়াছেন। তদবধি ইহাঁরা বলগর্বিত হইরা সর্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকেন। একদা এই দুই

মহাবীর সুরসৈন্য পরাজয় করিয়া অমৃত পান করিয়াছিলেন। বানরগণ! তোমরা আর কেন নিরর্থক চেষ্টা পাইবে, ইহাঁরাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত সৈন্যের সহিত লঙ্কাপুরী উৎস করিবেন। অথবা ইহাঁর থাকুন, আমি একাকীই রাবণের বধ সাধন করিব। তোমরা অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, আমি তোমাদের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমি শুনিলাম, হনূমান দেবী জানকীরে দেখিয়াছেন, কিন্তু জানি না ইনি তাঁহাকে কি জন্য আনয়ন করেন নাই। তোমরা বীরপুরুষ, এক্ষণে রামের নিকট গিয়া এই অপ্রীতিকর কথা কিরূপে কহিবে? বীরত্ব প্রদর্শনে দেবদানবগণের মধ্যেও তোমাদের সদৃশ কেহ নাই। এক্ষণে চল, আমরা রাবণবধ ও লঙ্কা জয় করিয়া, হৃষ্টমনে জানকীরে লইয়া আলি। মহাবীর হনূমান ত রাক্ষসগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন, সুতরাং জানকীর উদ্ধার ব্যতীত আমাদের আর কি করিবার আছে। যে সকল বানর দিক দিগন্ত হইতে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? চল আমরাই অবশিষ্ট রাক্ষসের বধ সাধন পূর্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করি।

তখন মহাবীর জাম্ববান প্রীতমনে কহিলেন, কুমার! তুমি যেরূপ কহিতে ইহা সুসঙ্গত বোধ হইল না। দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব ও মহাত্মা রাম জানকীর উদ্দেশ লইবার জন্যই আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করা আবশ্যক এরূপ ত কিছু বলিয়া দেন নাই। এক্ষণে যদিও আমার কষ্টেসৃষ্টে রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু হয় ত

ইহা তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না। রাজাধিরাজ রাম স্বয়ংই সর্বসমক্ষে স্বীয় বীরবংশের উল্লেখ করিয়া জানকীর উদ্ধার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ের ব্যাঘাত করা তোমার শ্রেয় হইতেছে না। তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ তদ্বারা সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে এবং রামেরও কোনরূপ প্রীতিলাভ হইবে না। এক্ষণে চল, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি এবং তাঁহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহি।

৬১তম সর্গ

বানরগণের কিষ্কিন্ধা যাত্রা, মধুবন বর্ণন, বানরগণের মধুপান

অনন্তর বানরগণ মহাবীর জাম্ববানের এই বাক্যে সম্মত হইল এবং প্রীতমনে মহেন্দ্র পর্বত হইতে অবতরণ পূর্বক কিষ্কিন্ধার দিকে যাত্রা করিল। উহারা মহাবল ও মহাকায়, তৎকালে মত্ত মাতঙ্গবৎ সকলে গগনতল আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবীর হনূমান সুধীর ও মহাবেগ, বানরগণ গমনপথে যেন তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বহন করিয়া চলিল। সকলেই রামের কার্য্যসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে এবং সকলেরই মনে তজ্জনিত যশঃস্পৃহা বলবতী হইতেছে। উহার জানকীর সংবাদলাভে হৃষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ কামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত বানর গগনপথ আশ্রয় পূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সুরম্য মধুরনে উপস্থিত হইল। উহা বৃক্ষপূর্ণ এবং সুরকানন নন্দনতুল্য;

সুগ্রীবের মাতুল কপিপ্রধান দধিমুখ ঐ বন নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। উহা অত্যন্ত দুর্গম, বানরেরা তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্বক একান্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল এবং রাজকুমার অঙ্গদের সন্নিধানে মধুপানের প্রার্থনা করিল। তখন অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধগণের অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। বানরেরাও ভ্রমরসঙ্কুল বৃক্ষে উত্থিত হইল এবং হৃষ্টমনে মধুবনের সুগন্ধী ফলমূল সমস্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা মধুপানে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং কেহ পুলকিত মনে নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ পাঠ এবং কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ বিচরণ ও কেহ বা প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। কেহ নিরবচ্ছিন্ন প্রলাপ ও কেহ বা অন্যের সহিত কলহ করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে, ও কেহ বা ভূপৃষ্ঠ হইতে বৃক্ষাগ্রে মহাবেগে গিয়া পড়িল। কোন বানর সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল, আর এক জন অট্টহাস্যে তাঁহার সন্নিহিত হইল। কোন বানর অজস্র রোদন করিতেছিল, আর এক জন অশ্রুপাত পূর্বক তাঁহার নিকটস্থ হইল। কোন বানর নখাঘাত করিতেছিল, আর এক জন তাঁহাকে প্রতিপ্রহার আরম্ভ করিল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য যার পর নাই উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তখন বনরক্ষক দধিমুখ বানরগণকে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও পত্রপুষ্প ছিন্নভিন্ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে নিবারণ করিলেন। কিন্তু

বানরেরা উহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া উহাকে ভৎসনা করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ উহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য অধিকতর উদ্‌যোগী হইলেন। তিনি কাহাকে নির্ভয় দেখিয়া তিরস্কার করিলেন, দুর্বলকে চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা শান্ত বাক্যে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। বানরগণ একান্ত মদবিহ্বল হইয়াছে, তখন দধিমুখ উপায়ান্তর না দেখিয়া বল পূর্বক উহাদিগের বেগশান্তির ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে বানরগণের আর কিছুমাত্র রাজদণ্ডের ভয় নাই, উহারাও মহাবেগে দধিমুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ তাহারে নখরে ক্ষতবিক্ষত করিল, কেহ তীক্ষ্ণ দন্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ বা পাদপ্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানরের দধিমুখকে চারিদিক হইতে মৃতকল্প করিয়া ফেলিল।

৬২তম সর্গ

বানগণের মধুপান ও আনন্দ, বনরক্ষক দধিমুখের সহিত কলহ, দধিমুখের সুগ্রীব সমীপে গমন

তখন মহাবীর হনূমান বানরগণকে উৎসাহ প্রদান পূর্বক কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদিগের শত্রু নিবারণ করিতেছি, তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর। তখন কপিপ্রবীর অঙ্গদ হনুমানের এইরূপ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, এই মহাবীর কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি যেরূপ কহিলেন তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে, যদি কোন

অকার্য্যও হয় আমরা অবশ্যই তাহা করিব। বানরগণ! তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর।

অনন্তর বানরেরা হৃষ্টমনে কুমার অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং নদীপ্রবাহ যেমন বন মধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ মহাবেগে মধুবনে প্রবেশ করিল। হনুমানের কার্য্যসিদ্ধি এবং মধুপানের অনুজ্ঞালাভ এই দুই কারণে উহারা ভয়শূন্য হইল এবং বল পূর্ব্বক রক্ষকগণকে বন্ধন করিয়া বৃক্ষের সুস্বাদু ফলগ্রহণ ও মধুপান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বহুসংখ্য বনরক্ষক উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নির্ভয়ে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ স্বহস্তে দ্রোণপরিমিত মধু লইল, কেহ হৃষ্টমনে পান করিতে লাগিল, কেহ পানাবশেষ দূরে নিক্ষেপ করিল, কেহ উচ্ছিষ্ট মধু দ্বারা অন্যকে প্রহার করিল। কেহ শাখা গ্রহণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল এবং কেহ বা অবসাদ হেতু পর্ণশয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। সকলেই অতিমাত্র উন্মত্ত, উহাদের বেগ বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কেহ মহাবেগে কাহাকে নিক্ষেপ করিল, কাহারও বা পদস্খলন হইতে লাগিল। কেহ প্রমোদভরে বিহঙ্গস্বরে কুজন আরম্ভ করিল, কেহ ধরাশায়ী হইল, কেহ অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, কেহ অট্টহাস্যে হাসিতে লাগিল, কেহ রোদনে প্রবৃত্ত হইল, কেহ স্বকার্য্য গোপন করিয়া অন্যপ্রকার কহিল এবং কেহ বা সে কথার বিপরীত অর্থ লইল।

ইত্যবসরে বনরক্ষক দধিমুখের ভৃত্যেরা ভীমরূপ বানরগণের হারবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও এক একটাকে গ্রহণ পূর্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ভৃত্যগণ উদ্বিগ্ন মনে দধিমুখকে গিয়া কহিল, দেখ, বানরেরা হনুমানের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বল পূর্বক মধু নষ্ট করিয়াছে এবং আমাদিগের জানু ধারণ পূর্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে।

তখন দধিমুখ বানরগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং উহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, দেখ, বানরগণ অত্যন্ত বল গর্বিত হইয়াছে, চল আমরা গিয়া বল পূর্বক তাহাদিগকে নিবারণ করি।

অনন্তর ভৃত্যেরা পুনর্বার মধুবনে চলিল। দধিমুখ উহাদিগের মধ্যস্থলে, তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ভৃত্যেরাও বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে চলিল এবং মুহুর্মুহু ওষ্ঠপুট দংশন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অঙ্গদ দধিমুখকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজপঞ্জর গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বমতবিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত জানিয়া, মহাবেগে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। দধিমুখের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি শোণিতাক্ত কলেবরে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে ঐ বীর বানরগণের হস্তে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ পূর্বক

বিরলে আসিয়া ভৃত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, যথায় কপিরাজ সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, চল, আমরা সেই স্থানেই যাই। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, অঙ্গদের সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করি। তিনি অতি কোপনস্বভাব, আমার মুখে এই সমস্ত শুনিলে নিশ্চয়ই বানরগণকে বিনাশ করিবেন। এই মধুবন তাঁহার পৈতৃক, ইহা নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য, তিনি ইহার এইরূপ দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত মধু লোলুপ অল্পায়ু বানরকে দণ্ডাঘাতে চূর্ণ করিবেন। ইহারা রাজাজ্ঞার বিরোধী, বলিতে কি, ইহাদিগকে বন্ধন করিলে আমার অসহিষ্ণুতাজনিত রোষ নিশ্চয়ই সফল হইবে।

মহাবল দধিমুখ ভৃত্যগণকে এইরূপ কহিয়া উহাদিগেরই সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিলেন এবং অবিলম্বে আকাশপথ আশ্রয় পূর্বক তথায় উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার মুখ বিষাদে ম্লান, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

৬৩তম সর্গ

দধিমুখ কর্তৃক সুগ্রীবের নিকট মধুবন ভঙ্গ সংবাদ প্রদান; রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের কথোপকথন

অনন্তর সুগ্রীব দধিমুখকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া উদ্বিগ্ন, মনে কহিলেন, দধিমুখ! উঠ উঠ, কি জন্য এইরূপে পদতলে পড়িলে? আমি

তোমায় অভয় দান করিতেছি, সত্য বল, তুমি কি কারণে ভীত হইয়াছ? মধুবনের কুশল ত?

তখন দধিমুখ সুগ্রীবের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! বালী ও তুমি তোমরা উভয়েই বানরগণের অধিপতি; তোমরা কখন বানরদিগকে মধুবন ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিতে দেও নাই, কিন্তু আজ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ ঐ বন এককালে ভগ্ন করিয়াছে। আমি এই সমস্ত রক্ষকের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহাদিগকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলাম, কিন্তু উহারা আমাকেও লক্ষ্য না করিয়া হৃষ্টমনে পানভোজন করিতেছে এবং নিবারণ করিলে আমাদিগকে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহারা কাহাকে ক্রোধভরে যথোচিত অবমাননা করিয়াছে; কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত এবং কাহাকেও বা মহাবেগে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন! তুমি বানরগণের প্রভু, তুমি বিদ্যমানে ইহাদের এইরূপ দুর্দশা হইল!

তখন লক্ষণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, কপিরাজ! এই বন রক্ষক কি জন্য আসিয়াছেন? এবং কি ই বা এইরূপ দুঃখিত হইয়াছেন?

তখন সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ মধুবনের মধুপান করিয়াছে, বীর দধিমুখ আসিয়া আমাকে এই কথাই জ্ঞাপন করিতেছেন। এক্ষণে বোধ হয়, আমি যে সমস্ত বীরকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন

করিয়াছেন, নচেৎ এইরূপ ব্যতিক্রমে তাঁহাদের কদাচই সাহস হইত না। যখন তাঁহারা মধুবনে উপস্থিত তখন বোধ হইতেছে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সমস্ত বনরক্ষক তাঁহাদের উপদ্রব শান্তির চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইহাঁদিগকে প্রহার করিয়াছেন। বীর দধিমুখ মধুবনের প্রধান রক্ষক, আমরাই ইহাকে তথায় নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ বীরগণ ইহাকেও লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে অপর কেহ নয়, একমাত্র হনূমানই দেবী জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত। সাহস, বলবীর্য্য ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। দেখ, জাম্ববান, হনূমান ও অঙ্গদ যে কার্য্যের নেতা তাঁহার কদাচই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীর নিয়োগ পালন পূর্ব্বক মধুবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বনরক্ষকেরা তাঁহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল ইহারা অপমানিত হইয়াছে, এই মধুবাদী দধিমুখ আমাকে এই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন। বীর! বানরেরা যখন পানপ্রমোদে উম্মত, তখন নিশ্চয় জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে। দেখ, আমরা দেবগণের প্রীতি-দানস্বরূপ ঐ ধন প্রাপ্ত হইয়াছি, বানরেরা অকৃতকার্য্য হইলে কখন তন্মধ্যে উপদ্রব করিত না।

তখন রাম ও লক্ষণ সুগ্রীবের এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সুগ্রীবও হৃষ্টমনে বনরক্ষক

দধিমুখকে কহিলেন, মাতুল! বানরগণ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া যে, মধুবনের ফলমূল ভক্ষণ করিতেছে আমি তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকা আবশ্যক, তুমি গিয়া পূর্ব্ববৎ মধুবনের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাক এবং হনূমান প্রভৃতি বানরগণকে শীঘ্র এই স্থানে পাঠাইয়া দেও। কিরূপে জানকীর উদ্দেশ লাভ হইল তাহা শুনিবার জন্য আমরা অত্যন্তই উৎসুক রহিলাম ।

৬৪তম সর্গ

অঙ্গদ ও বানগণের কথোপকথন, বানরগণের রাম, লক্ষণ ও সুগ্রীব সমীপে গমন

অনন্তর বনরক্ষক দধিমুখ হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে অভিবাদন করিয়া বানরগণের সহিত পুনর্বার আকাশ পথ আশ্রয় পূর্ব্বক মধুবনে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, বানরগণ মদবেগ হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং মুত্রদ্বার দিয়া অনবরত মদরস পরিত্যাগ করিতেছে; তখন দধিমুখ কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং একান্ত পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুমার! এই সমস্ত বনরক্ষক অজ্ঞানতই তোমাদিগকে মধুপানে নিষেধ করিয়াছিল, এক্ষণে সকলকে ক্ষমা কর। তুমি যুবরাজ এবং এই মধুবনের অধিপতি, তুমি দুরপথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে মধুপান কর। আমি অগ্রে মূর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। তুমি ও সুগ্রী উভয়েই ভূতপুর্ব

বালীর ন্যায় বানরগণের অধিপতি, এক্ষণে ক্ষমা কর। আমি সুগ্রীবের নিকট তোমাদের সমস্ত সংবাদ দিয়াছি; তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মধুবনের অত্যাচারের কথা কর্ণগোচর করিয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। তিনি আমাকে কহিলেন, দধিমুখ! তুমি গিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেও।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ! এই দধিমুখ আসিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুগ্রীবের কথা নিবেদন করিতেছেন, ইহাতেই বোধ হয়, রাম আমাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে আমরা ত বিস্তর অকার্য্য করিলাম, সুতরাং এই স্থানে থাকা আর আমাদিগের উচিত হইতেছে না। চল, অতঃপর সকলে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি তোমাদের অধীন, তোমরা আমায় যেরূপ কহিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহাই করিব। আমি যদিও যুবরাজ, তথাচ তোমাদিগকে আদেশ করিতে সাহসী নহি।

বানরগণ অঙ্গদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক হৃষ্টমনে কহিল কুমার! প্রভু হইয়া কে এরূপ কহিতে পারে? অন্যে ঐশ্বর্য্যগর্বে নিজের প্রভুত্ব দর্শাইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র, তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা তোমার বিনীত ভাবের সমুচিত হইল, বলিতে কি, এইরূপ সন্নতিই তোমার ভাবী ভাগ্যোন্নতি সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, আমরা

কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। সত্যই কহিতেছি, আমরা তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কুত্রাপি এক পদও যাইতে সাহসী নহি।

অনন্তর বানরগণ গগনতল আবৃত করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিল। সর্বাগ্রে যুবরাজ-অঙ্গদ ও হনূমান। উহারা যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উৎপলবৎ মহাবেগে চলিল এবং বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় ঘোর ও গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আশ্বস্ত হও, বানরগণ অবশ্যই জানকীর উদ্দেশ লাভ করিয়াছে, নচেৎ এইরূপ কালবিলম্বে কেহই এস্থানে আসিত না। আমি অঙ্গদের হর্ষ দেখিয়া সুস্পষ্টই বুঝিতেছি, কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলে ইনি কখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্যান্য বানরেরা কৃতকার্য্য না হইলেও স্বভাবদোষে চাপল্য প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে অঙ্গদ নিশ্চয়ই ভগ্নমনে ও দীনবদনে আসিতেন। মধুবন আমাদিগের পৈতৃক, কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অঙ্গদ কদাচ তথায় প্রবেশ করিতেন না। রাম! তুমি আশ্বস্ত হও, অপর কেহ নয়, একমাত্র হনূমানই জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; বল উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। হনূমান, জাম্ববান ও অঙ্গদ যে কার্য্যের নেতা তাঁহার কাচই অন্যথা হইবে না। সখে! এক্ষণে চিন্তা নাই, বনভঙ্গ ও মধুপানেই অনুমান করিতেছি, বানরগণ কৃতকার্য্য হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভগর্বিত বানরগণের কিলকিলা রব ক্রমশঃ নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীব হৃষ্টমনে লাঙ্গুল প্রসারিত করিয়া দিলেন। অনন্তর বানরগণ ক্রমান্বয়ে রামদর্শনার্থ হইয়া আগমন করিল এবং সুগ্রীব ও রামকে প্রণাম করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনূমান রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীরে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেছেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ কপিরাজ সুগ্রীবকে প্রীতমনে সবহুমানে নিরীক্ষণ করিলেন এবং রামও প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

৬৫তম সর্গ

হনূমান কর্তৃক রামের হস্তে অভিজ্ঞান প্রদান ও জানকী বৃত্তান্ত কীর্তন

অনন্তর সকলে কাননশোভিত প্রবণ শৈলে গমন করিলেন। তথায় বানরগণ রাম লবণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্বক জানকীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তপুরমধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসীগণও ভৎসনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণনির্দিষ্ট জীবিত কাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

তখন রাম জানকীর সর্বাঙ্গীন কুশল শ্রবণে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরগণ! এক্ষণে দেবী কোথায় আছেন এবং আমার প্রতি তার কিরূপ অনুরাগ?

তথন বানরেরা জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণনে হনূমানকে অনুরাধ করিল । হনূমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া রামের হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমনি প্রদান পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোঙ্গন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী। আমি তপায় দেবী জানকীরে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে নিরুদ্ধ, রাক্ষসীগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। তিনি তোমার অনুরাগেই প্রাণধারণ করিয়া আছেন। বিকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষক। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহর পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিত। তিনি দীনমনে নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা ধরাতল, বর্ণ হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিদ্বেষ বশত প্রাণত্যাগের সংঙ্কল্প করিয়াছেন। দেব! আমি ইক্ষাকু রাজকুলের খ্যাতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া বক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্যতার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার প্রতিই নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার উদ্দেশেই তাঁহার সমস্ত কার্য্য। রাম! আমি সেই

তপঃপরায়ণ সীতাকে এইরূপই দেখিলাম। চিত্রকূটে তোমারই সমক্ষে একটি কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনুপূর্বিক সেই কথা কহিয়াছেন এবং আমি লঙ্কাপুরীতে স্বচক্ষে যাহা কিছু দেখিলাম তিনি তৎসমুদায়ও কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যত্ন পূর্বক এই চূড়ামণি আনয়ন করিলাম, তিনি কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে ইহা তোমাকে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তুমি মনঃশিলা দ্বারা তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও কহিলেন, আমি আর এক মাসকাল জীবিত থাকিব, পরে রাক্ষসগণের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইরূপই কহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার তাঁহারই উপায় কর।

৬৬তম সর্গ

জানকী প্রদত্ত মণি-রত্ন লাভে রামের মনের অবস্থা বর্ণন

অনন্তর রাম জানকীপ্রদত্ত ঐ মণি-রত্ন হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক মন্দ মন্দ রোদন করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণ পূর্বক অপূর্ণ লোচনে কপিরাজ সুগ্রীকে কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু বৎসদর্শনে যেমন স্নিগ্ধ হয় এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন জানকীরে অর্পণ করিয়াছিলেন; ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণপূজিত। পূর্বে দেবরাজ

ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে প্রদান করেন। আজ এই মণি-রত্ন দেখিয়া পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার বারংবার স্মরণ হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ যেন বোধ হইতেছে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম। সৌম্য! তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জলসেক দ্বারা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যেমন চৈতন্য হইয়া থাকে তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ! আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার কি কষ্টকর আছে। এক্ষণে যদি কষ্টে সৃষ্টে আর একমাস অতীত হয় তবেই তিনি বহুকাল বাঁচিবেন। বীর! আমি সেই কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারি না। এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছ আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই কালবিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কালহরণ করিতেছেন। অন্ধকার মুক্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া যায় সেইরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে। হনূমান! জানকী কি কহিলেন তুমি আমাকে যথার্থ বল; রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ তাঁহার বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল সেই মধুরভাষিণী কি বলিলেন। বল, তিনি দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া কিরূপে জীবিত আছেন।

৬৭তম সর্গ

রামের নিকট হনুমানের জানকী বৃত্তান্ত কীর্তন

তখন হনূমান কহিতে লাগিলেন, রাম! চিত্রকূট পর্বতে বায়সসংক্রান্ত যে ঘটনা হয়, জানকী অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি ঐ পর্বতে তোমার সহিত সুখে নিদ্রিত ছিলেন এবং তুমি জাগরিত হইবার পূর্বেই স্বয়ং গাত্রোত্থান করেন। ইত্যবসরে এক কাক আসিয়া সহসা তাঁহার স্তনতট ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। তৎকালে তুমি জানকীর ক্রোড়ে প্রসুপ্ত ছিলে, সুতরাং ঐ কাক নির্ভয়ে আবার আসিয়া তাঁহার স্তনযুগল অতিমাত্র ক্ষত বিক্ষত করে। তোমার সর্বাঙ্গ শোনিতসিক্ত, জানকী যন্ত্রণায় তোমাকে জাগরিত করিলেন। তখন তুমি স্বচক্ষে তাঁহার ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জন পূর্বক কহিলে, বল, নখাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তননট ক্ষত বিক্ষত করিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে এবং সহসা ঐ বায়সকে রক্তাক্ত নখে সীতার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য। সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্তিত করিয়া, উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণ পূর্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজন। করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং

তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য ত্রিলোক পর্য্যটন করিল, কিন্তু দেবতারাও তোমার ভয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি উহাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং দণ্ডার্হ হইলে ও রক্ষা করিলে। কিন্তু তোমার ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নয়, এই কারণে তুমি তদ্বারা কেবল ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিলে। অনন্তর কাক রাজা দশরথ ও তোমাকে নমস্কার পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বীর ! জানকী আরও কহিলেন "জানি না তুমি কি জন্য রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিতেছ। যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে দেব দানব ও গন্ধর্বের মধ্যেও এমন কেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রতি যদি তোমার কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে তবে শীঘ্রই সুশাণিত শরে দুবৃত্ত রাবণকে সংহার কর। বীর লক্ষ্মণই বা কি জন্য ভ্রাতৃনির্দেশে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না। ঐ দুই তেজস্বী রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন। যখন তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও উদাসীন হইয়া আছেন তখন বোধ হয় আমারই কোন দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

রাম! আমিজানকীর এইরূপ দীনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, দেবি! আমি সত্য শপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহ-দুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহা বীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া, অসুখে কালহরণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না। বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমায় দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কা ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হয় এইরূপ কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান থাকে তাহা আমাকে অর্পণ কর।

অনন্তর জানকী একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এই উৎকৃষ্ট চূড়ামণি বস্ত্রাঞ্চল হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি তোমার জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, এই মণি গ্রহণ ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রাত্যগমনে ইচ্ছুক হইলাম। তদৃষ্টে জানকী অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাষ্পগদগদ বচনে পুনর্ব্বার আমাকে কহিলেন, দূত! তুমি যখন পদ্মপলাশ লোচন রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতেছ তখন তোমার সুখসৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

পরে আমি কহিলাম, দেবি! তুমি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি সেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না, ইহা অত্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পূর্বে যে আমায় রাক্ষসের গাত্র স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহা কেবল কালপ্রভাবে, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব? দূত! তুমি এক্ষণে সেই দুই রাজকুমারের নিকট শীঘ্র প্রস্থান কর। তুমি তাহাদিগকে এবং অমাত্য সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। কহিও মহাবীর রাম এই দুঃখক্লেশ হইতে শীঘ্র যেন আমাকে উদ্ধার করেন। দূত! অধিক আর কি, অতঃপর তুমি নির্বিঘ্নে যাও।

৬৮তম সর্গ

জানকীর বাক্য ও হনুমানের প্রবোধ প্রদান বৃত্তান্ত রামের নিকট কীর্তন

দেব! জানকী তোমার প্রতি স্নেহ এবং আমার প্রতি সৌহার্দ নিবন্ধন ব্যস্তসমস্ত হইয়া পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, দূত! মহাবীর রাম যুদ্ধে দুর্বৃত্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করেন। দেখ, তোমাকে দেখিয়ে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্যও উপশম হইতে পারে, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত এক দিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিও। আমি একদৃষ্টে তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব বটে কিন্তু তদবধি

জীবিত থাকি কি না সন্দেহ হইতেছে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিয়া আছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমায় আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও ঐ দুই রাজকুমার কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। তুমি, গরুড় ও বায়ু এই তিন জন ব্যতীত এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য্য সাধন করিতে পার এবং তোমার এইরূপ বলবীর্য্য অবশ্যই প্রশং নীয়, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রু বিনাশ করেন তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য করা হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য করা হইবে। দূত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন তুমি তাহাই করিও।

তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব মহাবীর, তিনি. তোমার উদ্ধারসংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য, উহারা মহাবল ও মহাবীর্য্য, উহাদিগের গতি কোন দিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্য্যেও উহাদিগের

কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না। উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে; দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু, আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টরা কখন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাঁহারই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তুমি অচিরাৎ সেই সিংহসঙ্কাশ মহাবীরকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাদ্বারে দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ সিংহব্যাঘ্রবিক্রান্ত করালনখ তীক্ষ্ণদশন বানরগণকে সমাগত দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ লঙ্কার পর্ব্বতশিখরে ঐ সকল মেঘাকার বীরগণের সিংহনাদ শুনিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন ইহা তুমি শীঘ্রই দেখিবে।

রাম! জানকী তোমার শোকে অতিমাত্র আকুল হইলেও আমার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্যে বীতশোক হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।

সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ

বাল্মীকি রামায়ণ

যুদ্ধকাণ্ড

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

বৈদ্যুতিন সংস্করণ

শিশির শুভ্র

মার্চ ২০২২

www.debalay.com

যুদ্ধকাণ্ড সূচিপত্র

১ম সর্গ

রাম কর্তৃক হনুমানের প্রশংসা ও হনূমানকে সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় জিজ্ঞাসা

মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি মনেও যে কার্য্যসাধনে সাহস করিতে পারে না, হনূমান সেই দুষ্কর কার্য্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে বিহগরাজ গরুড়, বায়ু এবং এই মহাবীর ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। লঙ্কাপুরী রাবণরক্ষিত এবং দেবদানবেরও দুর্গম, কোন্ বীর বিক্রমে তন্মধ্যে গিয়া জীবনসত্তে বহির্গত হইতে পারে? যে ব্যক্তি হনুমানের তুল্য বীর্য্যবান নয়, এই বিষয়ে কদাচই তাহার সাহস হইতে পারে না। ইনি এক্ষণে দুষ্করসাধন পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের ভৃত্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যিনি কষ্টসাধ্য ভর্তৃনিয়োগ পালন করিয়া, অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্তৃনিয়োগ পালন পূর্ব্বক সাধ্য পক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরূষ। আর যিনি, ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধম পুরুষ। এই মহাবীর ভর্ভৃনিয়োগ পালন করিয়াছেন, বিজয়ী হইয়াছেন এবং সুগ্রীবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আজ ইনি জানকীর সংবাদ আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি,

রঘুবংশকেও ধর্মত রক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি ইহার এই কার্য্যের অনুরূপ প্রীতিদান করিতে পারিলাম না, এই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার যথাসর্বস্ব, অতঃপর আমি এই মহাত্মাকে প্রীতিভরে তাহাই দান করব।

এই বলিয়া রাম রোমাঞ্চিত কলেবরে হনূমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, সুগ্রীবের সমক্ষে পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে মন উদাস হইয়া উঠে। অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, জানি না, বানরগণ কিরূপে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। হনূমান! তুমি ত জানকীর উদ্দেশ আনিলে, এক্ষণে বল, সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় কি? মহাত্মা রাম এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

২য় সর্গ

রামের প্রতি সুগ্রীবের সান্ত্বনা ও উপদেশ

তখন কপিয়াজ সুগ্রীব রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি সামান্য লোকের ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছ? কৃতঘ্ন যেমন বন্ধুতা ত্যাগ করে সেইরূপ তুমি শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে, অতঃপর তোমার এইরূপ শোক করিবার আর কারণ কি? তুমি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, এক্ষণে এইরূপ বুদ্ধিদৌর্বল্য দূর কর। আমরা নিশ্চয়ই

নক্রকুম্ভীরপূর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লঙ্কাপ্রবেশ ও শত্রুসংহার করিব। বীর! যে ব্যক্তি শোক বলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় তাহার কার্য্যক্ষতি হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে বিপদও দুর্নিবার হইয়া উঠে। এই সমস্ত যূথপতি বানর মহাবল পরাক্রান্ত; ইহারা তোমার প্রিয়সাধনের জন্য অগ্নিপ্রবেশও স্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগের হর্ষ দৃষ্টে অনুমান হয় এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শত্রুনাশ করিয়া, দেবী জানকীরে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব। বীর! অতঃপর তুমি ইহার উপায় অবধারণ কর। যেরূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, যেরূপে লঙ্কানগরীতে সুখসঞ্চার লাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্রবক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সুরাসুরও লঙ্কা আক্রমণে সাহসী হন না। লঙ্কার সম্মুখ পর্য্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক, বানরসৈন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে, আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার করিব। বলিতে কি, এই সমস্ত বীরের উৎসাহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমার এইরূপ হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে। এক্ষণে তুমি এই সর্বনাশক অবসাদ পরিত্যাগ কর, শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য্য বিফল করিয়া দেয়। তুমি পৌরুষ প্রকাশ কর, পুরুষকারই অলঙ্কার। প্রিয় পদার্থ নষ্ট বা অনুদ্দিষ্ট হউক, বীরের পক্ষে শোকতাপ কার্য্যের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে। তুমি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, এক্ষণে মাদৃশ সমরসহায় সচিবদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া শত্রুজয়ের উদ্‌যোগ কর। তুমি যখন যুদ্ধার্থ শরাসনহস্তে দণ্ডায়মান হও,

তখন তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। এই সমস্ত বানরের উপর যাবদীয় কার্য্যভার, ইহাদিগের প্রতি নির্ভর করিলে কিছুতেই হতাশ হইতে হয় না। এক্ষণে তুমি ক্রোধ আশ্রয় কর, শান্তশীল ক্ষত্রিয়ই উৎসাহশূন্য ও অকর্মণ্য হইয়া থাকে। আরও দেখ, যে ব্যক্তি উগ্রস্বভাব, তাহাকে ভয় করে না এমন লোক অত্যন্ত বিরল। যাহাই হউক, অতঃপর তুমি আমাদিগের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় কর। এই উপায় স্থিরীকৃত হইলে নিশ্চয় জয় লাভ হইবে। এই সমস্ত বানর মহাবল পরাক্রান্ত, ইহারা বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিয়া, অনায়াসেই তোমার শত্রুসংহার করিবে। আমি নানারূপ সুলক্ষণ এবং আপনার মনের হর্ষে অনুমান করিতেছি, যে, জয়শ্রী অচিরাৎ তোমার হস্তগামিনী হইবেন।

৩য় সর্গ

রামের হনূমানকে লঙ্কার বিষয় জিজ্ঞাসা, হনুমানের লঙ্কা বর্ণন

অনন্তর রাম সুগ্রীবের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক হনূমানকে কহিলেন, বীর! তপোবল, সেতুবন্ধ বা শোষণ, যে কোন উপায়েই হউক, আমি সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে পারিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লঙ্কাপুরীর কতগুলি দুর্গ? সৈন্যসংখ্যা কিরূপ? দ্বারদেশ দুষ্প্রবেশ কি না? রক্ষাবিধান কিরূপ? এবং গৃহসন্নিবেশই বা কি প্রকার? তুমি স্বচক্ষে

যেরূপ দেখিয়াছ, বল, আমি এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষবৎ জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনূমান কহিলেন, রাম! যে বিধানে লঙ্কা দুর্গম, উহা যেরূপে সুরক্ষিত, রাক্ষসেরা যেরূপ রাজভক্ত, যেরূপ সৈন্যবিভাগ, যেরূপ বাহনসমাবেশ এই সমস্ত এবং রাবণের প্রভাববর্জিত উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ও মহাসাগরের ভীম ভাবও কীর্তন কবিতেছি শ্রবণ কব। লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলমুক্ত; উহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্র সকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্র তদ্বারা নিবায়িত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্র সজ্জিত লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শত শত শতঘ্নী আছে। লঙ্কার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লজ্ঘ্য। উহার পরই একটা ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ নক্রকুম্ভীর পূর্ণ ও মৎস্যসমাকীর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্রলম্বিত, প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং শত্রুসৈন্য ঐ যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত সেতুর মধ্যে একটা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়, উহা বহুসংখ্য স্বর্ণস্তম্ভ ও বেদি দ্বারা সুশোভিত আছে। দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু অত্যন্ত ধীরস্বভাব ও সাবধান। তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্যপর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নগরী গিরিশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, নিরবল হইয়া তথায় আরোহণ

করিতে হয়। উহা দেবনির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ। উহাতে নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও চতুর্ব্বিদ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের পারে নির্ম্মিত। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দ্দিক নিরুদ্দেশ। অযুত রাক্ষস লঙ্কার পূর্ব্বদ্বার, নিযুত রাক্ষস দক্ষিণ দ্বার, প্রযুত রাক্ষস পশ্চিম দ্বার, এবং ন্যর্ব্বুদ রাক্ষস উত্তর দ্বার নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও দুর্দ্ধর্ষ; উহারা খড়্গচর্ম্ম ও শূল ধারণ করিয়া আছে; উহাদের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য। বহুসংখ্য রথী ও অশ্বারোহী লঙ্কার মধ্য স্কন্ধাবার রক্ষা করিতেছে। উহারা বীরবংশীয় ও রাবণের কিঙ্কর। রাম! আমি লঙ্কার সেতু ভগ্ন ও পরিখা পূর্ণ করিয়াছি। সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ ও প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে আইন, যে কোন উপায়ে হউক সমুদ্র পার হই। বানরবীরেরা নিশ্চয়ই লঙ্কা জয় করিবে। সকলের কথা কি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, জাম্ববান, পনস, নল ও সেনাপতি নীল ইহাঁরাই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন। ইহাঁরা সেই শৈলকাননশোভিত প্রাকারবেষ্টিত তোরণমণ্ডিত রাক্ষসপুরী চূর্ণ করিবেন। এক্ষণে যদি সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র পার হওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে শীঘ্র সমুচিত মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করা আবশ্যক হইতেছে।

৪র্থ সর্গ

রামের যুদ্ধযাত্রা বর্ণন, রামের সমুদ্রতীরে উপনীত হওয়া, সমুদ্র বর্ণনা

রাম মহাবীর হনুমানের মুখে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি যে রাক্ষসপুরী লঙ্কা চূর্ণ করিতে পার, তোমার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এখন ত মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, এই বিজয়প্রদ মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর হইতেছে না। অতএব আইস আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। দুরাত্মা রাবণ জানকীরে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণসত্ত্বে আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে। আসন্ন কালে স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্বস্ত হয়, সেইরূপ জানকী আমার এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তর ফাল্গুনী, কল্য হস্ত নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। সুগ্রীব! চল, আমরা এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যুদ্ধার্থ নির্গত হই। দেখ, চতুর্দ্দিকেই শুভ লক্ষণ, আমার চক্ষের উর্দ্ধভাগ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব; আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রামের এই উৎসাহকর বাক্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শতসহস্র বানর লইয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমূল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং

মধুও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্যসকল লইয়া চল। বিপক্ষের বিষসংযোগ দ্বারা গন্তব্যপথের ফল মূল দূষিত করিতে পারে, সুতরাং তুমি সৈন্যরক্ষার্থ সতত সাবধান হইয়া থাক। বানরগণ নিবিড় অরণ্যে গিয়া বিপক্ষের গুপ্ত সৈন্য অনুসন্ধান করুক। যে সকল বানরের অন্তঃসার নাই, তাহারা এই স্থানে থাকুক। দেখ, উপস্থিত কার্য্য বলবীর্য্যসাধ্য, ইহাতে বীরসৈন্যের সমাবেশ আবশ্যক হইতেছে; অতএব বানরবীরগণ সাগরবক্ষবৎ-প্রসারিত সৈন্য সকল লইয়া প্রস্থান করুন। পর্বতাকার গজ, মহাবল গবয়, ও গবাক্ষ গর্বিত বৃষভের ন্যায় সর্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুদ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব রক্ষা করুন। আমি সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিব এবং কৃতান্তদর্শন মহাবীর লক্ষ্মণও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন। আমরা সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন পূর্বক গজারূঢ় ইন্দ্র এবং কুবেরের ন্যায় গমন করিব। এবং মহাবীর জাম্বমান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন জন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব বানরগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বানরেরা পর্বতের গহ্বর ও শিখর হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। রাম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। মাতঙ্গতুল্য বানর বীরসকল তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। মহাবল কপিবল তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেনাপতি সুগ্রীব উহাদের রক্ষা ভার

গ্রহণ করিলেন। সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; কেহ গর্জ্জন আরম্ভ করিল; কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ পথের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য অগ্রে অগ্রে চলিল; কেহ সুগন্ধী মধু পান ও ফলমূল ভক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ মঞ্জরীপুঞ্জ শোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ করিল; কেহ সগর্বে এক জনকে বহন এবং কেহ বা অন্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমরা বলবীর্য্যে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিব, এই বলিয়া সকলেই রামের সমক্ষে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ গতিবিঘ্ন পরিহারের জন্য বানরগণের সহিত অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মহাবল শতবলি দশ কোটি বানর লইয়া সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক শত কোটি বানর সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের পার্শ্বরক্ষা এবং সুষেণ ও জাম্ববান বহুসংখ্য ভল্লুকের সহিত উহাদের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি নীল নানারূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত সৈন্যগণকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন এবং বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও রভস ইহাঁরা সকলকে দ্রুতগমনের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ গতিপ্রসঙ্গে শতশৈলসঙ্কুল সহ্য পর্ব্বত, প্রফুল্লসরোজ সরোবর, ও উৎকৃষ্ট তড়া সকল দৃষ্ট হইল। বানরসৈন্য সমুদ্রবক্ষবৎ দূর প্রসারিত, উহারা প্রচণ্ডক্রোধ রামের উগ্র শাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদ সকল পরিহার পূর্বক তুমুল রবে যাইতেছে। মহাবীর রামের পার্শ্ববর্তী বানরগণ কষাহত অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মহাত্মা রাম

হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরূঢ়, উহার রাহু ও কেতুর করাল কবলে অর্ধগ্রস্ত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সকলেই হর্ষে উন্মত্ত; ইত্যবসরে লক্ষ্মণ চতুর্দিকে সমস্ত সুলক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্বক মধুর বচনে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি অচিরেই রাবণকে সংহার ও জানকীরে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন। আমি ভূলোক ও অন্তরীক্ষে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি। বায়ু একান্ত সুগন্ধী ও সুখস্পর্শ, উহা মৃদুমন্দ গমনে সৈন্যের অনুকূলে বহিতেছে; মৃগপক্ষিগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কলরব করিতেছে; চতুর্দিক সুপ্রসন্ন, সূর্য্য নির্মল; শুক্র উজ্জ্বল, ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন। সপ্তর্ষি মণ্ডল দীপ্ত জ্যোতিতে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্বপিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা উপদ্রবশূন্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নির্ঋৃতিদৈবত মূল নক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতু দ্বারা স্পষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র, বলিতে কি, এই সমস্ত ঘটনা রাক্ষসগণেরই বংশনাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে; লোকের আসন্ন কালে কুলনক্ষত্র গ্রহ পীড়িত হইয়া থাকে। এক্ষণে জল নির্মল ও সুরস, এবং বৃক্ষ সকল নানারূপ সাময়িক ফলপুষ্পে পূর্ণ রহিয়াছে। সুরসৈন্যে তারকাসুরসংহারক সংগ্রামে যেমন শোভা পাইয়া ছিল, সেইরূপ এই বিপুল বানরবল অপূর্ব শোভা ধারণ

করিয়াছে। আর্য্য! অধিক আর কি, এক্ষণে আপনি এই সমস্ত দেখিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

অনন্তর বানরগণের করচরণসমুত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিজাল চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল; সুপ্রভা তিরোহিত হইয়া গেল; সমস্তই যেন অন্ধকারময়; জলদজাল যেমন গগনতলে চলিয়া যায়, তদ্রূপ উহারা পর্বত বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া চলিল। উহাদের গতিপ্রভাবে নদী সকল যেন প্রতিস্রোতে যাইতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। উহারা স্থানে স্থানে নির্মল জলাশয়, বৃক্ষবহুল পর্বত, সমতল ভূতল ও ফলপূর্ণ বলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সকলের মুখ হর্ষে প্রফুল্ল এবং সকলেরই গতিবেগ বায়ুর অনুরূপ। উহারা রামের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনে মনে বিক্রমপ্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিল। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, কেহ দ্রুতপদে যাইতেছে, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে, কেহ কিলকিলারব, কেহ পুচ্ছ আস্ফালন, এবং কেহ বা ভূতলে পদাঘাত করিতেছে। কেহ বাহু বিক্ষেপ পূর্বক বৃক্ষ সকল চূর্ণ কেহ বা গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন করিল। কেহ উত্তুঙ্গ শৈল শিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং কেহ বা সিংহ নাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কেহ বেগে লতাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং কেহ বা বৃক্ষশিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত যাইতে লাগিল। জানকীর উদ্ধারই

উহাদের মুখ্য সংকল্প, তৎকালে আর কাহারই মনে বিশ্রাম বাসনা রহিল না।

অদূরে সহ্য ও মলয় পর্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা প্রফুল্ল মনে তদুপরি আরোহণ করিতে লাগিল। মহাবীর রাম ঐ দুই পর্বতের বিচিত্র বন, নদী ও প্রস্রবণ সকল নিরীক্ষণ পূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরগণ গতিপ্রসঙ্গে চম্পক, তিলক, আম্র, প্রসেক, সিন্দুবার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে উত্থিত হইল; কেহ কেহ অশোক, করঞ্জ, বট, জম্বু ও আমলক বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিল; অনেকে সুরম্য শিল তলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের পুষ্প সকল বায়ুবেগে স্খলিত ও উহাদের মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতেছে, মধুগন্ধী বনমধ্যে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার দিতেছে। ক্রমশঃ সহ্য পর্বতের ধাতুস্তূপ হইতে রেণুকণা উত্থিত ও বায়ুসংযোগে ঘনীভূত হইয়া সৈন্য সকল আচ্ছন্ন করিল। তথায় নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। কেতকী, সিন্দুবার, বাসন্তী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধুক, বল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল, অশোক, সরল, অঙ্কোল ও পদ্মক এই সকল বৃক্ষের পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। বানরেরা পুষ্প দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া বৃক্ষ সকল আকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্বত রমণীয় সরোবর ও পল্লবে সুশোভিত। তন্মধ্যে চক্রবাক, হংস ও ক্রৌঞ্চগণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং বরাহ ও

মৃগযূথ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও ভীষণ সিংহ; উহা সৌরভপূর্ণ বিকচ পদ্ম, কুমুদ ও অন্যান্য জলজ পুষ্পে সুশোভিত আছে। গিরিশিখর সুরম্য ও সুদৃশ্য, তথায় বিহঙ্গগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কুজন করিতেছে।

বানরগণ ঐ সমস্ত সরোবরে স্নান ও জলপান পূর্বক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। অনেকে মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের অমৃতাস্বাদ ফলমূল ও পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, এবং সুস্থ মনে দ্রোণ প্রমাণ লম্বিত মধুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ বৃক্ষ ভগ্ন কেহ বা লতাজাল আকর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ মদগর্বে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিল। ক্রমশঃ সহ্যগিরি উহাদের পদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভূমিখণ্ড যেমন সুপক্ক ধান্যে, উহা সেইরূপ ঐ সমস্ত পিঙ্গলবর্ণ বানরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম মহেন্দ্রশিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি তদুপরি আরোহণ পূর্বক কুর্মমীনসঙ্কুল তরঙ্গক্ষুভিত মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন, এবং তথা হইতে অবতরণ পূর্বক কপিরাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত বেলাবনে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ প্রস্তরতল নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গের আস্ফালনে স্খলিত হইতেছে। রাম তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, সুগ্রীব! এই ত আমরা মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে মনোমধ্যে কোন অভূতপূর্ব চিন্তার আবি ভাব হইতেছে। এই

ভীষণ সমুদ্রের পরপর অদৃশ্য, উপায় ব্যতীত ইহা উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন; এক্ষণে এইস্থানে সেনা সন্নিবেশ কর। দেখ, রাক্ষসেরা মায়াবী, প্রতিপদেই অতর্কিতপূর্ব বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব যূথপতিগণ সৈন্যরক্ষার্থ গমন করুন। স্বীয় স্বীয় সৈন্যবিভাগ পরিত্যাগ পূর্বক কেহই যেন কোথাও না যান।

অনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র সমুদ্রতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বানরসৈন্য বর্ণসাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদসঞ্চারশব্দ সাগরের গম্ভীর রব তিরোহিত করিয়া শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। উহারা তিন ভাগে বিভক্ত; সকলেই রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্‌গার পূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জল-জন্তুসকল প্রচণ্ড বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ

জ্যোতির্ম্ময়; সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

৫ম সর্গ

রামের বিলাপ

সেনাপতি নীল সমুদ্রতটে সুপ্রণালী পূর্ব্বক স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদ সৈন্যরক্ষার্থ উহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন। এই অবসরে রাম লক্ষ্মণকে পার্শ্ববর্তী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! শোক কাল প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় সত্য, কিন্তু যদবধি প্রেয়সী আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, তদবধি আমার শোক দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। জানকী দূরে আছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাক্ষস তাহাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্যও দুঃখিত নহি, কিন্তু তাহার জীবনকাল সক্ষিপ্ত হইতেছে, এই আমার দুঃখ। বায়ু! যথায় জানকী তুমি

সেই স্থানে বহমান হও এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ স্পর্শ পূর্বক আমাকেও স্পর্শ কর; দেখ তোমাতে জানকীর স্পর্শ এবং একমাত্র চন্দ্রে উভয়ের দৃষ্টিসমাগম আমার শান্তিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। হা! জানকী হরণকালে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া কতই চীৎকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তা বিষবৎ আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। বিরহ যাহার কাষ্ঠ, প্রিয়চিন্তা যাহার নির্মল শিখা, সেই কামানল দিবারাত্রি আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে। বৎস! আমি আজ একাকী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিব, তাহা হইলে জ্বলন্ত কাম আর আমার প্রতি বাম হইতে পারিবে না। দেখ, আমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আমি এই প্রবোধেই প্রাণধারণ করিয়া আছি। শুষ্ক ভূমিখণ্ড যেমন সজল ক্ষেত্রের উপস্নেহে আর্দ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি জানকী জীবিত আছেন এই সংবাদেই প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। হা! কবে আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সেই পদ্মপলাশ লোচনা জানকীরে ঋদ্ধিমতী রাজশ্রীর ন্যায় দেখিতে পাইব। কবে আমি তাঁহার রক্তোষ্ঠ চারুদশন মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া উৎফুল্লমনে চুম্বন করিব। কবেই বা তিনি তালফলবৎ বর্তুল স্তনযুগল হাস্যভরে ঈষৎ কম্পিত করিয়া, আমাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিবেন। হা! আমি যাহার নাথ, এক্ষণে তিনি কোথায় অনাথার ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন। জানকী রাজা জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং আমার প্রেয়সী; এক্ষণে তিনি কিরূপে রাক্ষীগণের মধ্যে কালক্ষেপ করিতেছেন।

শরৎকালে চন্দ্রকলা যেমন সুনীল জলদপটল ভেদ করিয়া উদিত হন, সেইরূপ জানকী আমার ভুজবলে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে দুর করিয়া দৃষ্ট হইবেন। তিন একেই ত ক্ষীণাঙ্গী তাহাতে আবার দেশকাল বৈপরীত্যে শোক ও অনশনে আরও কৃশ হইয়াছেন। কবে আমি রাবণের বক্ষে শরবিদ্ধ করিয়া, হৃষ্টমনে তাহার শোক দূর করিব। কবে সেই সাধ্বী আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিবেন। এবং কবেই বা আমি এই ঘোর বিরহশোক মলিন বস্ত্রের ন্যায় এককালে পরিত্যাগ করিব।

ইত্যবসরে সূর্য্যদেব অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রাম নিরন্তর জানকীচিন্তায় নিমগ্ন; তিনি লক্ষ্মণের প্রবোধ বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

৬ষ্ঠ সর্গ

রাক্ষসগণের প্রতি রাবণের কর্তব্য নিরুপণের পরামর্শ করিবার আদেশ, রাবণ কর্তৃক ত্রিবিধ পুরুষ ও ত্রিবিধ মন্ত্রণার লক্ষণ কীর্ত্তন

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ যার পর নাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে; কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীরে দেখিতে পাইল; চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিল; বীর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট এবং লঙ্কাকেও আকুল

করিয়া গেল। এক্ষণে কর্তব্য কি, এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর? যাহা আমার যোগ্য ও শ্লাঘ্য হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর। বীরেরা কহেন, জয় লাভ মন্ত্রণাপেক্ষ, আইস, সকলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। দেখ, এই জনসমাজে ত্রিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উত্তম, মধ্যম ও অধম; লক্ষণজ্ঞান ব্যতীত ইহাদিগকে নির্বাচন করা যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি এই তিন প্রকার পুরুষেরই গুণদোষ উল্লেখ করিতেছি শুন। মিত্র, বন্ধু ও এককার্য্যার্থী এই ত্রিবিধ লোক লইয়া মন্ত্রণা করিবে; কর্তব্য বোধে অতিরিক্ত ব্যক্তিকেও মন্ত্রিমধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের পরামর্শ লইয়া কর্ম করেন এবং যাঁহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্য্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন এবং একাকীই সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যে ব্যক্তি দোষ গুণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে এবং কার্য্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সেই অধম পুরুষ। কার্য্যভেদে যেমন পুরুষভেদ হইতেছে, মন্ত্রণাও এইরূপ ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সকলে যে মন্ত্রণায় ঐকমত্য অবলম্বন পূর্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হন, তাহা উত্তম মন্ত্র। সকলে যে মন্ত্রণায় মতদ্বৈধ আশ্রয় পূর্বক পুনর্বার একমত হইয়া থাকেন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর, সকলে যে মন্ত্রণায় বিভিন্ন বুদ্ধি প্রবর্তিত হইয়া বিচার করেন এবং কথঞ্চিত ঐকমত্য ঘটিলেও শ্রেয়োলাভ হয় না, তাহাই

অধম মন্ত্র। তোমরা বুদ্ধিমান, এক্ষণে যাহা শ্রেয়, একমত আশ্রয় পূর্বক তাহাই নির্ণয় কর। দেখ, রাম আক্রমণের উদ্দেশে অসংখ্য বানরের সহিত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে আসিতেছে। তপোবল, বাহুবল বা দিব্যাস্ত্রবলেই হউক, সসৈন্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সে সমুদ্রশোষণ বা সেতুবন্ধনও করিতে পারে। মন্ত্রিগণ! এই ত ঘটনা উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে সর্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাভ হয়, তোমরা তাহাই স্থির কর।

৭ম সর্গ

রাক্ষসগণ কর্তৃক রাবণ ও ইন্দ্রজিতের বীরত্বের প্রশংসা

রাক্ষসগণ দুর্নীতিদর্শী ও নির্বোধ; উহারা শত্রুপক্ষের বলাবল কিছুই বিচার না করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমাদের অস্ত্রবল ও সৈন্যবল যথেষ্ট আছে, সুতরাং এক্ষণে এইরূপ বিষাদের কারণ ত কিছু দেখিতে পাই না। আপনি ভোগবতীতে গিয়া উরগগণকে পরাজয় করিয়াছেন। কৈলাসবাসী যক্ষেশ্বর কুবের ভগবান ব্যোমকেশের সহিত সখ্যতানিবন্ধন গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি লোকপাল ও মহাবল, আপনি ক্রোধভরে তাহাকে এবং যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই পুষ্পক রথ আহরণ করিয়াছেন। দানবরাজ ময় সন্ধি বন্ধনের উদ্দেশে স্বদুহিতা মন্দোদরীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করেন। তিনি বলগর্বিত ও দুর্দ্ধর্ষ, আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া

তাহাকে পরাজয় করিয়াছেন। রসাতলে নাগরাজ বাসুকী, তক্ষক, শঙ্খ, ও জটীকে বশীভুত করিয়াছেন। কালকেয় নামক দানবগণ বরলাভগর্বিত ও দুর্জ্জয়, আপনি সংবৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাজয় করেন এবং উহাদেরই সংশবে মায়াবিদ্যা অধিকার করিয়াছেন। নীরাধিপতি বরুণের পুত্রগণ মহাবল পরাক্রান্ত, তাঁহরা চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে আপনার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন। যমের অধিকার মহাসমুদ্রতুল্য; যমদণ্ড উহার নক্রকুম্ভীর, কালপাশ খর তরঙ্গ, যমকিঙ্কর ভীষণ ভুজঙ্গ, মহাজ্বর ভীমভাব এবং শাল্মলী দ্বীপবৃক্ষ; আপনি সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অবগাহন পূর্বক জয়সিদ্ধি ও মৃত্যুবোধ করিয়াছেন। সকল লোক এবং সকল রাক্ষসই আপনার যুদ্ধদর্শনে পরিতুষ্ট হয়। এই বসুমতী যেমন বৃক্ষসমূহে পুর্ণ আছে সেইরূপ পূর্বে বহুসংখ্য ক্ষত্রিয় বীরে পরিপূর্ণ ছিল; রাম বল ও উৎসাহে কদাচই তাহাদের তুল্যকক্ষ হইবেন না। আপনি সেই সমস্ত দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয় বীরকেও বাহুবলে পরাজয় করিয়াছেন। রাজন! এক্ষণে আপনারই এইরূপ শ্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

আপনি নিশ্চিন্ত হউন; এই একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎই বানর সৈন্য বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইনি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ পূর্বক দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন। একদা ইহারই বলবীর্য্যে সুরসৈন্য ভিত হইয়াছিল; শক্তি ও তোমার ঐ সৈন্যসমুদ্রের বৃহৎ মৎস্য, বিকীর্ণ অস্ত্র রাশি শৈবল, মাতঙ্গেরা কচ্ছপ, অশ্বগণ মণ্ডুক, আদিত্য

ও রুদ্র নক্র কুম্ভীর, মরুৎ এবং বসু ভীম অজগর, হস্তশ্বরথ অগাধ জল এবং পদাতিই তীরদেশ; এই মহাবীর সেই সৈন্যসাগর মন্থন পূর্বক সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দীভাবে লঙ্কায় আনয়ন করিয়া ছিলেন। পরিশেষে ইন্দ্র সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশে বিমুক্ত হইয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন। রাজন। এক্ষণে আপনি এই ইন্দ্রজিৎকেই নিয়োগ করুন; এই মহাবীর কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত, ইহার জন্য আপনার বিশেষ চিন্তা কি? রাম নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে।

৮ম সর্গ

প্রহস্ত, দুর্ম্মুখ ও বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতি রাক্ষসগণের বীরত্বের আস্ফালন

অনন্তর জলদকায় সেনাপতি প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! মনুষ্য ত সামান্য কথা, আমি স্বয়ং সুরাসুরগন্ধর্ব্বকেও পরাজয় করিতে পারি। যে সময় আমরা বিশ্বস্তমনে সুখসম্ভোগে আসক্ত ছিলাম তখনই হনূমান পুরপ্রবেশ পূর্বক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া যায়। এক্ষণে সেই দুর্বৃত্ত আমার প্রাণসত্তে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এই শৈলকাননপূর্ণা পৃথিবীকে বানরশূন্য করিব। আমিই বানরভয় হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চিত হউন, সীতাহরণদোষে আপনার কোন বিপদই উপস্থিত হইবে না।

পরে মহাবীর দুর্ম্মুখ শান্তভাবে কহিল, রাজন্! বানরকৃত পরাভব সহ্য করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। আজ আমি একাকীই বানরগণের বধসাধন পূর্বক আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ করুক, আকাশ বা পাতালেই প্রস্থান করুক, আজ আমার হস্তে তাহাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রক্ত মাংসদূষিত পরিঘ গ্রহণ পূর্বক কহিতে লাগিল, রাজন্! রাম, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীব এই তিন জন থাকিতে কেবল দীন হনূমানকে বধ করিয়া কি ফল দর্শিতে পারে? বলিতে কি, আজ আমি একাকীই এই পরিঘের আঘাতে বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঐ তিন দুরাচারকে সংহার করিব। রাজন্! আমার আর একটা কথা আছে, শুনুন। যিনি উপায় কুশল ও উদেমাগী, তাহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে সেই উপায়ই নির্দেশ করিতেছি। দেখুন, রাক্ষসগণ ময়াবী ও মহাবীর; তাহারা সুস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হউক এবং তাহাকে গিয়া শান্তভাবে এই কথা বলুক, রাজকুমার! ভরত আমাদিগকে যুদ্ধসাহায্য করিবার উদ্দেশে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন করিবে। তখন আমরাও শূল শক্তি ও গদা গ্রহণ পূর্বক উহাকে মধ্যপথে আক্রমণ করিব, এবং দলে দলে নভোমণ্ডলে থাকিয়া অস্ত্র ও প্রস্তর দ্বারা উহাকে নিপাত করিব।

পরে কুম্ভকর্ণতনয় নিকুম্ভ রোষকষায়িত লোচনে কহিল, রাক্ষসগণ! তোমর মহারাজের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, আমি স্বয়ংই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর পর্বতাকার বজ্রহনু ক্রোধভরে সৃক্কণী লেহন পূর্বক কহিল, দেখ, তোমরা আলস্য দূর করিয়া শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে উদ্‌যোগী হও আমি এককীই সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিব। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মদ্যপান কর। আমিই আজ বানরগণকে সংহার করিব।

৯ম সর্গ

রাবণের প্রতি বিভীষণের হিতোপদেশ

পরে মহাবীর নিকুম্ভ, রভস, সূর্য্যশত্রু, সুপ্ত, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ, মহোদর, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, ও দুর্ম্মূখ, ইহারা পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, শর শরাসন, ও স্বচ্ছ খড়্গ গ্রহণ পূর্বক ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিল, এবং তেজে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আজ আমরা রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে, নিশ্চয় বিনাশ করিয়া আসিব এবং যে দুরাত্মা এই লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায় তাহারেও খণ্ড খণ্ড করিব।

তখন বিভীষণ উহাদিগকে নিবারণ পূর্বক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! সাম, দান ও ভেদ

এই ত্রিবিধ উপায়ে যে কার্য্য সুসিদ্ধ না হয় তৎপক্ষেই যুদ্ধব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রমত্ত, পীড়িত, বা অবরুদ্ধ হয়, বিশেষ কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু রাম প্রমাদী নহেন; তিনি দৈবদর্শী সুধীর ও মহাবীর, তোমরা কি বলিয়া তাহাকে আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছ। দেখ, বীর হনূমান ভীষণ সমুদ্র লমন পুর্বক এই স্থানে আগমন করিবে, অগ্রে ইহা কে জানিত এবং কেই বা অনুমান করিয়াছিল? রাক্ষসগণ! বিপক্ষের বল অপরিচ্ছিন্ন, না বুঝিয়া তদ্বিষয়ে সহসা অবজ্ঞা প্রদর্শন শ্রেয়স্কর হইতেছে না। বল দেখি, রাম এই রাক্ষসপতির কি অপকার করিয়াছিলেন? ইনিই বা কি কারণে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন? নিশাচর খর আপনার সীমা লঙ্ঘন পূর্বক অগ্রে গিয়া উৎপাত করে; তজ্জন্যই রাম তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন; কারণ প্রাণীর পক্ষে প্রাণরক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য। এক্ষণে এই খরবধ অপরাধেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ সম্ভবত রামের জানকীরে হরণ করিয়াছেন; কিন্তু এই কার্য্য যার পর নাই গর্হিত; ইহার এই দোষেই আমাদের সর্বনাশ ঘটিবে। আমি বারংবার কহিতেছি, এক্ষণে জানকীরে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। অন্যের সহিত অকারণ বিবাদে কোন ফল দর্শিতে পারে? রাম সাধুদর্শী ও মহাবীর; তাঁহার সহিত নিরর্থক বৈরপ্রসঙ্গ উচিত হইতেছে না। রাজন্! এক্ষণে তোমায় অনুরোধ করি, তুমি তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ তিনি এই অশ্ব রথপূর্ণা

সমৃদ্ধিমতী লঙ্কাকে শরনিকরে ধ্বংস না করেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ বানরেরা আগমন পূর্বক লঙ্কাপুরী অবরোধ না করিতেছে তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমি তোমার ভ্রাতা, এই জন্য বারংবার তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি আমার এই হিতকর অনুরোধ রক্ষা কর। রাম যাবৎ তোমাকে বধ করিবার জন্য শারদীয় সূর্য্যবৎ প্রখর দীপ্তপুঙ্খ দীপ্তফলক অমোঘ সুদৃঢ় শর সকল পরিত্যাগ না করিতেছেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। রাজন্! ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্মনাশের কারণ, তুমি এখনই তাহা পরিত্যাগ কর; ধর্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্তির নিদান, তুমি এখনই তাহা রক্ষা কর; প্রসন্ন হও, ইহাতে আমরাও স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখী হইব।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও সকলকে বিসর্জ্জন পূর্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

১০ম সর্গ

বিভীষণের লঙ্কায় অমঙ্গলের আবির্ভব বর্ণনা ও রাবণকে জানকী প্রত্যর্পনের অনুরোধ

অনন্তর ধর্মপরায়ণ বিভীষণ প্রত্যুষকালে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাসাদ নিবিড় সন্নিবেশে নির্মিত এবং শৈলশিখরের ন্যায় উচ্চ; উহার বিস্তীর্ণ কক্ষ-সমুদায় সুপ্রণালীক্রমে বিভক্ত; পরিমিত ও বিশ্বস্ত প্রহরী সকল নিরন্তর উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা অনুরক্ত

ও ধীমান মহাজনে অধিষ্ঠিত; মত্ত মাতঙ্গগণের নিশ্বাসবেগে তথাকার বায়ু চপলভাবে বিচরণ করিতেছে। উহার কোথাও শঙ্খধ্বনি, কোথাও বা তূর্য্যরব; বরস্ত্রীসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত; উহার সন্নিহিত সুপ্রশস্ত রাজপথে বহুসংখ্য লোক, দলবদ্ধ হইয়া নানারূপ জল্পনা করিতেছে। উহা যেন দেবতা ও গন্ধর্ব্বের নিকেতন, যেন ভুজঙ্গের বাসভবন; বিভীষণ উজ্জ্বল বেশে সূর্য্য যেমন জলদে তদ্রূপ ঐ সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশকালে বেদবিৎ বিগণের মুখে রাবণের বিজয়সংক্রান্ত পূণ্যাহ ঘোষ শুনিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন।

পরে তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসন রাবণকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজসঙ্কেতলব্ধ স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহ নির্জ্জন, কেবল কয়েকটিমাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ রাবণকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেশকালোচিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যদবধি জানকী লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াছেন সেই পর্য্যন্তই নানা রূপ অমঙ্গল নিরীক্ষিত হইতেছে। অগ্নি মন্ত্র আহুতি লাভে সম্যক বর্দ্ধিত হয় না। উহা জ্বলিবার মুখে ধূমাকুল, পরে স্ফুলিঙ্গ যুক্ত, ও ধূমজড়িত। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হোমদ্রব্যে পিপীলিকা, ধেনু সকল দুগ্ধহীন এবং মাতঙ্গের মদস্রাবশূন্য। অশ্বগণ বুভুক্ষিত হইয়া

দীনভাবে হ্রেসারব করিতেছে। খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত দেহে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে; এক্ষণে চিকিৎসা দ্বারাও উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না। বায়সগণ প্রাসাদোপরি দলে দলে উপবিষ্ট; উহারা সর্বত্র একত্র হইয়া রুক্ষস্বরে ডাকিতেছে। গৃধ্রুগণ অত্যন্ত আর্ত, উহারা প্রাসাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া আছে। শিবাগণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সন্নিহিত হইয়া অশুভ চীৎকার করিয়া থাকে এবং পুরদ্বারে মৃগ ও হিংস্রজন্তুগণের বজ্রধ্বনি-সদৃশ ভীম রব নিয়তই শ্রুত হওয়া যায়। রাজন্! এক্ষণে এই আপদশান্তির জন্য রামকে জানকী অর্পণ করাই শ্রেয়। আমি যদিও লোভ ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া থাকি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সৎপরামর্শ দেন নাই, তথচ আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এই যুক্তিসঙ্গত কথা শ্রবণ পূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, আমি কুত্রাপি কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতেছি না; রামকে জানকী অর্পণ করা আমার অভিপ্রেত নয়। বলিতে কি, সে যদিও দেবগণের সহিত রণস্থলে উপস্থিত হয় তথাচ আমার অগ্রে কদাচ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

১১শ সর্গ

রাবণের সহিত রাক্ষসগণের রাজসভায় আগমন, বিভীষণের সভাপ্রবেশ

রাবণ জানকীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং তাঁহার চিন্তাতেই আসক্ত। তিনি পাপের গ্লানি এবং স্বজনের নিকট মানহানি এই দুই কারণে ক্রমশই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে যদিও যুদ্ধপ্রসঙ্গ বিহিত হইতেছে না তথাচ তিনি মন্ত্রী ও মিত্রগণের পরামর্শক্রমে তাহাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর রথ সুজ্জিত ও আনীত হইল, উহা স্বর্ণজাল জড়িত মুক্তামণিশোভিত ও সুশিক্ষিত অশ্বে যোজিত। তিনি উজ্জ্বল বেশে ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্বক মেঘগম্ভীর রবে রাজসভায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসবীরগণ বিবিধ আয়ূধ ধারণ করিয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলিল। বিকৃতবেশ রাক্ষসেরা তাঁহার পার্শ্বদেশ ও পশ্চাৎভাগ আশ্রয় পূর্বক যাইতে লাগিল। অতিরথ সকল সশস্ত্রে রথ, মত্ত হস্তী ও ক্রীড়াপটু অশ্বে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তুমুল শঙ্খ ধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে পূর্ণচন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত্র; দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে স্ফটিকধবল স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ চামরযুগল আন্দোলিত হইতেছে। পথপ্রান্তে বহুসংখ্য রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা রাবণকে প্রণাম করিয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অদূরেই

সভামণ্ডপ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা প্রযত্নের সহিত উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার কুট্টিমতল স্বর্ণ ও রজতে গ্রথিত; মধ্যভাগে শুদ্ধ স্ফটিক, ও স্বর্ণখচিত উত্তরচ্ছদ; ছয় শত পিশাচ নিরন্তর ঐ গৃহ রক্ষা করিতেছে। রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার উপবেশনার্থ মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন আস্তীর্ণ ছিল; উহা কোমল মৃগচর্ম্মে মণ্ডিত ও উপধানযুক্ত; রাবণ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সম্মুখীন দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দূতগণ! এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত কোন কার্য্য উপস্থিত, তোমরা শীঘ্রই এই স্থানে রাক্ষসগণকে আনয়ন কর।

অনন্তর দূতেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র লঙ্কামধ্যে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রতিগৃহে গিয়া বিহারশয্যা ও উদ্যানে ভোগপ্রসক্ত রাক্ষসগণকে নির্ভয়চিত্তে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রাক্ষসদিগের মধ্যে কেহ রথে কেহ অশ্বে কেহ হস্তিপৃষ্ঠে এবং কেহ বা পাদ চারে বহির্গত হইল। গগনমণ্ডল যেমন বিহঙ্গে পূর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ লঙ্কাপুরী হস্তী অশ্ব ও রথে অবিলম্বেই পূর্ণ হইয়া গেল।

পরে উহারা গিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রণাম করিল। রাবণ ও উহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। উহাদের মধ্যে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে ও কেহ বা ভূতলে উপবিষ্ট হইল। মন্ত্রী সকল অর্থনিশ্চয় কার্য্যে সুপণ্ডিত, তাঁহারা মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ধীমান

অমাত্যগণ আসিয়া বসিতে লাগিল এবং অন্যান্য বহুসংখ্য লোক কার্য্য সৌকার্য্যের জন্য তথায় উপস্থিত হইল।

ইত্যবসরে বিভীষণ এক স্বর্ণখচিত অশ্বশোভিত সুপ্রশস্ত রথে আরোহণ পূর্বক সভাপ্রবেশ করিলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ রাবণকে প্রণাম করিলেন। শুক ও প্রহস্ত সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক আসন প্রদান করিতে লাগিল। সকলেই স্বর্ণমণিশোভিত ও দিব্যাম্বরধারী, উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও মাল্যের গন্ধ বায়ুভরে সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না। সকলেই রাবণের মুখে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। উহারা শস্ত্রধারী ও মহাবল; তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বসুগণের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় সভাস্থলে উহাদিগের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।

১২শ সর্গ

প্রহস্তের প্রতি রাবণের নগর রক্ষার আদেশ, রাবণ কর্তৃক জানকীর রূপ বর্ণন

অনন্তর রাবণ সমগ্র পারিষদগণকে নিরীক্ষণ পূর্বক সেনাপতি প্রহস্তকে কহিলেন, বীর! আমার চতুরঙ্গ সৈন্য, যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, এক্ষণে তাহারা যাহাতে সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, তুমি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ কর। তখন সেনাপতি প্রহস্ত রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিবার

জন্য লঙ্কা পুরীর অন্তর্বাহ্যে সৈন্যসংস্থাপন করিল এবং পুনর্বার রাবণের সম্মুখে উপবেশন পূর্বক কহিল, রাজন্! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে নগরের অন্তর্বাহ্যে সৈন্য রক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন।

তখন রাবণ রাজ্যহিতৈষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ পূর্বক সুহৃদগণকে কহিলেন, দেখ, সঙ্কটকালে প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, ক্ষতি লাভ এবং হিতাহিত এই সমস্ত অবগত হওয়া তোমাদের কার্য্য। তোমরা পরস্পর পরামর্শ পূর্বক যে সমস্ত অনুষ্ঠান কর তাহা কদাচ বিফল হয় না। বলিতে কি, আমি তোমাদিগের সাহায্যেই নির্বিঘ্নে রাজশ্রী ভোগ করিতেছি। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয় মাসকাল নিদ্রিত ছিলেন; এই জন্য আমি তাঁহাকে কিছুই বলি নাই; এক্ষণে তিনি জাগরিত হইয়াছেন। আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিয় মহিষী জানকীরে আনিয়াছি। সেই অলসগামিনী আমার প্রতি কিছুতেই অনুরক্ত হইতেছেন না। ত্রিলোকমধ্যে জানকীর তুল্য রূপবতী আর নাই। তাঁহার কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল ও মুখ শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তিনি হেমময়ী প্রতিমার ন্যায় মনোহারিণী এবং ময়নির্ম্মিত মায়ার ন্যায় চমৎকারিণী। তাঁহার চরণতল আরক্ত ও কোমল এবং নখর তাম্রবর্ণ; তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। তিনি হুত হুতাশনশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সূর্য্য প্রভার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী। তাঁহার নাসিকা উচ্চ, নেত্রযুগল আয়ত এবং মুখ সুচারু। আমি তাহাকে দেখিয়া

অবধি অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অনঙ্গ আমার ক্রোধ ও হর্ষ অতিক্রম করিয়া নিরন্তর অন্তরে জাগিতেছে, লাবণ্য মলিন করিতেছে এবং মনোমধ্যে শোক ও সন্তাপ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে। জানকী রামের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন, আমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছি। আমি পথশ্রান্ত অশ্বের ন্যায় কামবশে যার পর নাই ক্লান্ত। আরও দেখ, সমুদ্র নক্রকুম্ভীরপূর্ণ, জানি না রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণ মমভিব্যাহারে কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইবেন। অথবা যখন একটা মাত্র বানর তাদৃশ কাণ্ড বাঁধাইয়া যায় তখন কার্য্যগতি বুঝিয়া উঠা নিতান্ত সুকঠিন। যদিও আমাদের পক্ষে মনুষ্য-ভয় অমূলক হইতেছে, তথাচ তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও। পূর্বে আমি দেবাসুরযুদ্ধে তোমাদিগেরই সহায়তায় জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তোমরা এই বিষয়ে আমায় আনুকুল্য কর। আমি শুনিয়াছি, রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ দূতমুখে জানকীর উদ্দেশ পাইয়া, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমুদ্রের পূর্বপারে উপস্থিত। এক্ষণে জানকীরে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং তাহাদিগকেও বধ করিতে পারা যায়, তোমরা এইরূপ কোন একটা পরামর্শ কর। এক জন মনুষ্য বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক আমাকে যে পরাজয় করিবে আমি সে আশঙ্কা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, জগতে কোন ব্যক্তির এই বিষয়ে সাহস হয়? এক্ষণে নিঃসন্দেহ আমারই জয় হইবে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কালেই আপনার হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্র-সঙ্গমের পর আর কিরূপে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে। তুমি যখন দর্শন মাত্র মোহিত হইয়া জানকীরে হরণ করিয়াছ তখন ত বিচার-কাল অতীত হইয়াছে। ফলত বল পূর্বক পরস্ত্রীকে আনয়ন করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে। যদি তুমি ইহাতে প্রবৃত্তি বিধানের পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে, তবে অবশ্যই ইহার একটা প্রতিকার হইত। যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অনুতাপ তাহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না। যদি পরামর্শ ব্যতীত কোন অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, অপবিত্র যজ্ঞে আহুত হবির ন্যায় তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়া উঠে। যে মহীপাল কার্য্যের পৌর্বাপৌর্য্য বুঝেন না, তাঁহার নীতিজ্ঞান যৎসামান্য। ফলতঃ যিনি এইরূপ চপলস্বভাব, অধিকবল হইলেও বিপক্ষেরা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। রাজন্! তুমি পরিণাম না বুঝিয়া এই কার্য্য করিয়াছ, মহাবীর রাম বিষাক্ত অন্নবৎ প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও নষ্ট করেন নাই, ইহা কেবল তোমারই ভাগ্যবল! অতঃপর আমি তোমার শত্রুবিনাশে সহায়তা করিব। ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ, যিনিই হউন না, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আমার দেহ পর্বতপ্রমাণ ও দন্ত সুতীক্ষ্ণ; আমি যখন প্রকাণ্ড অর্গলহস্তে নিংহনাদ করিতে থাকিব, তখন সাক্ষাৎ পুরন্দরও

ভয়ে বিহ্বল হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, রাম একটি শরের পর দ্বিতীয়টা পরিত্যাগ না করিতেই আমি তাহার শোণিত পান করিব। আমি তাহার বধসাধন পূর্ব্বক সুখকরী জয়শ্রী তোমাকে দিব, এবং বানর-বীরগণকে ভক্ষণ করিব। রাজন! তুমি উৎকৃষ্ট মদ্যপান কর এবং নির্ভয়ে হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইলে জানকী তোমারই হইবেন।

১৩শ সর্গ

জানকীর প্রতি বল প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত রাবণকে মহাপার্শ্বের উৎসাহ প্রদান, রাবণ কর্তৃক ব্রহ্মার শাপ বৃত্তান্ত কীর্তন

অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, রাজন্! যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অযত্নসুলভ মধু পান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। প্রভুরও কি প্রভু থাকা সম্ভব? আপনি স্বচ্ছন্দে রামের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত কালহরণ করুন। আপনি কুক্কুটবৎ বল পূর্ব্বক প্রবর্তিত হউন এবং জানকীরে গিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়? যদিও ভয়ের কোন কারণ, উপস্থিত হয়, আপনি অনায়াসে প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ এই দুই মহাবীর ইন্দ্রকেও দমন করিতে পারেন। দেখুন, নীতি নিপুণ ব্যক্তির কার্য্যসিদ্ধির চারিটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন-সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।

তন্মধ্যে আমরা পূর্বোক্ত তিনটি পরিত্যাগ পূর্বক দণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে অধিক আর কি, বিপক্ষেরা নিশ্চয়ই আমাদিগের শস্ত্রবলে পরাজত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্শ্বের বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বীর! এস্থলে একটি পূর্বঘটনার উল্লেখ করিতেছি শুন। আমি একদা দেখিলাম, পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী কোন এক অপ্সরা আকাশপথে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিতেছিল। সে অগ্নিজ্বালার ন্যায় উজ্জ্বল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র ভয়ে যেন আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। পরে আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিবসনা করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর সে দলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা উহার মুখে আমার দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া ক্রোধভরে আমায় এইরূপ অভিশাপ দেন, দুষ্ট! আজ অবধি যদি তুই কোন স্ত্রী, প্রতি বলপ্রকাশ করি, তবে নিশ্চয়ই তোর মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। বীর! সেই পর্য্যন্ত আমি ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া আছি এবং এই কারণেই জানকীর প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছি না। আমি বেগে সমুদ্রের ন্যায় এবং গতিবশে বায়ুর ন্যায়। রাম আমার বল বিক্রম কিছুই জানে না, তজ্জন্য সে লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। যে সিংহ ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় গিরি গহ্বরে শয়ান আছে, কে তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? রাম আমার শরাসনচ্যুত দ্বিজিহ্ব সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শর

সকল দেখে নাই, তজ্জন্যই সে আমার নিকট আসিতেছে। যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করা যায় সেইরূপ আমি বজ্রসদৃশ শরে রামকে দগ্ধ করিব। যেমন সূর্য্যদেব উদিত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা লোপ করেন সেইরূপ আমি সসৈন্যে গিয়া তাহাকে বলশূন্য করিব। সহস্রচক্ষু ইন্দ্র এবং বরুণও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। এই পুরী পূর্বে ধনাধিপতি কুবেরের ছিল, আমি স্বীয় ভুজবলে ইহা অধিকার করিয়াছি।

১৪শ সর্গ

বিভীষণের রাবণকে ভয় প্রদর্শন, রাক্ষসগণকে ভৎসনা ও আশ্বাস প্রদান

অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী একটা ভীষণ সর্পবিশেষ; তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঐ ভুজঙ্গের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষ্ণ দন্ত, এবং হস্তের অঙ্গুলি দল পাঁচটি মস্তক; তুমি সেই কালসর্পকে কেন কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছ? এক্ষণে তীক্ষ্ণদশন খরনখর পর্বতাকার বানরের যাবৎ লঙ্কা অবরোধ না করিতেছ, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। যাবৎ মহাবীর নামের বজ্রসার শর-নকল বায়ুবেগে রক্ষণগণের মস্তক ছেদন না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। কুম্ভ কর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ ও অতিকায় ইহারা রণস্থলে রামের সম্মুখে কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি এক্ষণে সূর্য্য ও বায়ুকেই প্রশ্ন কর, ইন্দ্র ও যমেরই

ক্রোড় আশ্রয় কর, আকাশ বা পাতলেই প্রবিষ্ট হও, প্রাণ সত্ত্বে কখনই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

তখন প্রহস্ত বিভীষণকে কহিল, বীর! আমরা যুদ্ধে দেব ও দানবকে ভয় করি না। আমরা যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীকেও ভয় করি না; অতএব এক্ষণে মনুষ্য রাম হইতে আমাদের ভয়সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রাবণের শুভোদ্দেশ্যে পুনর্বার কহিলেন, প্রহস্ত! মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুমি ও মহারাজ, তোমরা রামের উদ্দেশে যেরূপ কহিতেছ, অধার্মিকের পক্ষে স্বর্গসুখলাভের ন্যায় তাহা কদাচই সফল হইবার নহে। প্রহস্ত! আমাদের মধ্যে যে কেহ হউক না, কে রামকে বধ করিতে পারিবে? ভেলাযোগে সমুদ্র অতিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার? রাম ঈক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্মশীল ও কার্য্যকুশল, দেবতারাও তাঁহার সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া যান। প্রহস্ত! রামের সুতীক্ষ্ণ শর এখনও তোমার মর্মভেদ করে নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রামের শর প্রাণান্তকর এবং বজ্রতুল্য, তাহা এখনও তোমার দেহভেদ করিয়া তুণীরে প্রবিষ্ট হয় নাই তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবল ত্রিশীর্ষ, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ ও তুমি তোমাদের মধ্যে রামের বিক্রম সহিতে পারে এমন কে আছে? দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায় ও অকম্পন, ইহারাও রামের অস্ত্রে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বলিতে কি, তোমরা

রাবণের মিত্ররূপী শত্রু, ইনি তোমাদেরই প্রভাবে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্যই ইহার অনুবৃত্তি করিতেছ। ইনি অসমীক্ষাকারী ও উগ্রস্বভাব। যাহার দৈহিক বল অপরিচ্ছিন্ন, মস্তক সহস্র, সেই ভীম ভুজঙ্গ রাবণকে বল পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়াছে, এক্ষণে তোমরা সেই নাগপাশ হইতে ইহাকে বিমুক্ত কর। ইনি রামস্বরূপ সমুদ্র জলে নিমগ্ন, ইনি রামস্বরূপ পাতালমুখে নিপতিত, তোমরা সমবেত হইয়া কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে উদ্ধার কর। আমি অকপটে স্বমত ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, এখনই রাজকুমার রামকে জানকী অর্পণ কর, ইহাতে এই রাক্ষসপুরীর মঙ্গল এবং সবান্ধব মহারাজেরও মঙ্গল হইবে। যিনি স্বপক্ষ ও পর পক্ষের বলবীর্য্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধি পূর্ব্বক বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ দেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।

১৫শ সর্গ

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণ সংবাদ

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সুরাচার্য্যকল্প বিভীষণের বাক্য কথঞ্চিৎ শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, কনিষ্ঠ তাত! আপনি ভয়শীলের ন্যায় অকারণ কি কহিতেছেন? যে ব্যক্তি রাক্ষসকূলে জন্মে নাই সেও এইরূপ বাক্য বলিতে এবং এইরূপ কার্য্য করিতে পারে না। আমাদের বংশে বল ও বীর্য্য, তেজ ও ধৈর্য্য কেবল আপনারই নাই। ভীরু! রাক্ষসকুলের কোন এক সামান্য বীরও সেই দুই রাজকুমারকে বধ করিতে পারে, তবে আপনি কিজন্য

আমাদিগকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। সুররাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি, আমি তাহাকে বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছি। দেবগণ আমার এই লোমহর্ষণ কার্য্য দেখিয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করেন। আমি গম্ভীরগর্জ্জনশীল সুরগজ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুইটি দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমি দেবগণের দর্পনাশক এবং দানবগণের শোককারক, আমায়ও কি আবার সেই সামান্য দুইটি মনুষ্যকে ভয় করিতে হইবে?

তখন মহাবীর বিভীষণ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি বালক, আজিও তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই এবং তোমার কার্য্যাকার্য্য-বোধও যৎসামান্য, তজ্জন্যই তুমি আত্মনাশার্থ এইরূপ অসমৃদ্ধ কথা কহিতেছ। তুমি যখন রাবণের ঈদৃশ বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশে ইহাকে নিবারণ করিতেছ না, তখন তুমি ত ইহাঁর নামত পুত্র; বলিতে কি, তুমি ইহাঁর মিত্ররূপী শত্রু। তোমার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সাহসিক ও বালক, আজ যে ব্যক্তি তোমাকে মন্ত্রিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, সে ও তুমি উভয়েই রামের হস্তে নিহত হইবে। দুরাত্মন্! তুমি মূর্খ অবিনয়ী ও উগ্রপ্রকৃতি, তুমি বালস্বভাব বশতই এইরূপ কহিতেছ। রামের শর ব্রহ্মদণ্ডৎ উগ্র ও উজ্জ্বল এবং উহা প্রলয়বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করাল, সেই যমদণ্ডতুল্য শরদণ্ড উম্মুক্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাক্ষসরাজ! অধিক আর কি; তুমি গিয়া এক্ষণে রামকে ধন-

রত্ন ও বসন-ভূষণের সহিত সীতা সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমরা এই লঙ্কা পুরীতে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব।

১৬শ সর্গ

রাবণের বিভীষণকে ভৎসনা, রাবণের প্রতি বিভীষণের হিতোপদেশ ও সভা পরিত্যাগ

অনন্তর দুর্মতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, বরং শত্রু ও রাষ্ট্র সর্পের সাইত বাস করিবে কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই; একটা জাতি আর একটা জাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান, এবং জ্ঞান ও ধর্মে অলঙ্কৃত, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি এক জন বীর পুরুষ হয় তবে সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপটতাপূর্ণ, এবং ইহারা ভয়ানক পদার্থ। পূর্বে পদ্মবনে কয়েকটি হস্তী পাশহস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল এস্থলে আমি সেই কথার উল্লেখ করিতেছি শুন। হস্তীরা কহিল দেখ, আমরা অস্ত্র অগ্নি ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। তাহারাই আমাদিগের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্বাপেক্ষা কষ্টকর। ধেনুতে গর্ব্য, জ্ঞাতিতে ভয়, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে।

বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, শত্রুবিজয়ী ও ত্রিলোকপূজিত, বোধ হয় তোমার চক্ষে ইহা সহ্য হইতেছে না। অনার্য্যের সহিত সৌহার্দ্য পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তরল; উহা শারদীয় মেঘবৎ কেবল গর্জ্জন ও বর্ষণ করে কিন্তু জলক্লেদ কোনক্রমে করিতে পারে না। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ পুষ্পরস পান পূর্বক পলায়ন করে, অনার্য্যের সৌহার্দ্য সেইরূপ অস্থির হইয়া থাকে। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ কাশ পুষ্প চর্বণ পূর্বক রসলাভে বঞ্চিত হয় সেই রূপ অনার্য্যের সহিত সৌহার্দ্য কদাচই ফলপ্রদ হয় না। হস্তী যেমন স্নানের পর শূণ্ড দ্বারা ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গ দূষিত করে সেইরূপ অনার্য্য ব্যক্তি পূর্বসঞ্চিত স্নেহ পরে স্বয়ংই উচ্ছেদ করিয়া-ফেলে। রে কুলকলঙ্ক! তোরে ধিক্, যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে দেখিতিস্ তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতাম।

তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ পূর্বক গদাহস্তে চারি জন রাক্ষসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন এবং অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেম রাজন্! তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্মদৃষ্টি নাই। তুমি অতিশয় ভ্রান্ত; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু আমি এই সময় কঠোর কথা কিছুতেই সহ্য করিতেছি না। আমি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে হিতই কহিতেছিলাম, আসন্ন মৃত্যু অধীর ব্যক্তিই আমার এইরূপ কথায় বিরক্ত হইয়া থাকে। রাজন! প্রিয়বাদী হওয়াই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয়

অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি সর্বভূতাপহারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে আমি প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার মহাবিনাশ কিরূপে উপেক্ষা করিব। রামের শর শাণিত, স্বর্ণখচিত ও প্রদীপ্ত, তুমি সেই শরে নিহত হইবে আমি ইহা স্বচক্ষে কিরূপে দেখিব। যে ব্যক্তি মহাবল মহাবীর ও কৃতাস্ত্র সেও কালপাশে জড়িত হইয়া বালুকা রচিত সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শুভসঙ্কল্পে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমা কর এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান হও। আমি চলিলাম, তুমি আমা ব্যতীত সুখে থাক। রাজন্! আমি শুভোদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রীতিকর হইল না। যাহার আয়ুঃশেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

১৭শ সর্গ

বিভীবণের রামের সমীপে গমন, আত্মপরিচয় প্রদান, বিভীষণ সম্বন্ধে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতির মন্ত্রণা।

মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্ত মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সুমেরুশিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত। বানরবীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটি অনুচর, উহাঁরা মহাবল ও মহাবীর, উহাদের অঙ্গে বর্ম ও উৎকৃষ্ট

ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র। সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচ জন রাক্ষসকে দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং হনূমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটা সর্বাস্ত্রধারী রক্ষস অপর চারিটি রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশাই আসিতেছে সন্দেহ নাই।

বানরগণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিবামাত্র শাল ও শৈল উৎপাটন পূর্বক কহিল, রাজন্! তুমি অনুজ্ঞা কর আমরা অবিলম্বেই ঐ সমস্ত দুরাত্মাকে বধ করিব। উহারা অল্পপ্রাণ, আমাদের এই শাল ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ভয় ও নিরাকুল, অদূরেই সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উহাদিগকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, লঙ্কা দ্বীপে রাবণ নামে কোন এক দুর্বৃত্ত ও রাক্ষস আছে। সে রাক্ষসগণের রাজা, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম বিভীষণ। সে বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকীরে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণা তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, বহুসংখ্য রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সুসঙ্গত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, রাজন্! তুমি গিয়া রামের হয়ে জানকী অর্পণ কর। কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী, মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর বাক্য, তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল এবং দাস নির্বিশেষে

অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীঘ্রই তাহাকে গিয়া বল যে বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ত্বরিত পদে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিত ভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সুযোগ পাইয়া উলূক যেমন বায়সগণকে বধ করিয়া ছিল সেই রূপ বানরগণকে বধ করিবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় কার্য্য, মন্ত্রণা, সেনানিবেশ ও দূত এই কয়েকটিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রাক্ষসেরা কামরূপী ও বীর; উহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কুট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যের অপকার করে, সুতরাং উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন উচিত হইতেছে না। আগন্তুক ব্যক্তি নিশ্চয় রাবণেরই চর, সে একবার প্রবেশে অধিকার পাইলে আমাদের পরস্পরকে ভেদ করিতে পারে। অথবা আমরা বিশ্বাস-ভরে অসাবধান থাকিব, সেই সুযোগে ঐ বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। দেখ, কেবল শত্রুপক্ষ ব্যতীত মিত্র, আরণ্যক, আপ্ত বন্ধু ও ভৃত্য ইহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তির নাম বিভীষণ, সে বিপক্ষ রাবণের কনিষ্ঠ ভাতা, আমাদিগেরই শত্রু, সুতরাং তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিব। ঐ ব্যক্তি, রাবণের নিয়োগে চারি জন সহচরের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে বধ করাই শ্রেয়। তুমি

বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্তব্য। সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মহামতি রাম হনূমান প্রভৃতি বানরগণকে কহিলেন, দেখ, কবিরাজ সুগ্রীব বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা কহিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে? যিনি অবিনশ্বর সম্পদ চান, যিনি সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান, সন্দেহস্থলে সুহৃদকে উপদেশ দেওয়া তাহার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায়, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি।

তখন হিতার্থী বানরগণ উপচার বাক্যে রামকে কহিল, বীর! ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, এক্ষণে তুমি কেবল সুহৃদ্ভাবে আমাদিগের সম্মান বর্দ্ধনের জন্যই এইরূপ কহিতেছ। তুমি সত্যব্রত বীর ও ধর্মপরায়ণ, সুহৃদের প্রতি তোমার বিশ্বাস অটল এবং তুমি বিবেচক। এক্ষণে তোমার নিকট ধীমান সুদক্ষ সচিবগণ স্ব স্ব মত প্রকাশ করুন।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! বিভীষণ শত্রুপক্ষ হইতে উপস্থিত সুতরাং সে বিশেষ আশঙ্কার মূল; তাহাকে বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নয়। দেখ, শঠেরা প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচরণ করে এবং সুযোগ অন্বেষণ পূর্বক প্রহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনর্থ অতি ভয়ানক। হিতাহিত বুঝিয়া কার্য্য করা

আবশ্যক; গুণদৃষ্টে সংগ্রহ ও দোষদৃষ্টে পরিত্যাগই কর্তব্য। এক্ষণে যদি বিভীষণের কোন মহৎ দোষ থাকে তবে তুমি নির্বিচারে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং যদি তাহার বিশেষ গুণ থাকে তবে তাহাকে সংগ্রহ কর।

পরে মহাবীর শরভ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর! তুমি বিভীষণের পরীক্ষার্থ শীঘ্রই চর নিয়োগ কর। অগ্রে সুক্ষ্মবুদ্ধি চরের দ্বারা তাহাকে যথাবৎ পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিও।

অনন্তর বিচক্ষণ জাম্বুবান শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন পূর্বক কহিলেন, রাম! রাবণ আমাদিগের পরম শত্রু, পাপস্বভাব বিভীষণ তাহারই নিয়োগে অসময়ে ও অস্থানে উপস্থিত, সুতরাং সে অবশ্যই আশঙ্কার পাত্র।

পরে বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রে তাহাকে শান্ত বাক্যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর। সে দুষ্টস্বভাব কি না অগ্রে তাহাও পরীক্ষা কর। পরে বুদ্ধি বলে কর্তব্য স্থির করিয়া যেরূপ হয় করিও।

অনন্তর শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রিপ্রধান হনূমান মধুর বাক্যে কহিতে লগিলেন, রাম! তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বক্তা, সুরগুরু বৃহস্পতিও বাক্-বৈভবে তোমা অপেক্ষা অধিক নহেন। এক্ষণে আমি. বাকপটুতা, পরস্পর-স্পর্দ্ধা, অধিক-বুদ্ধিমত্তা, ও ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্তিত না হইয়া কেবল কার্য্যানুরোধে কিছু কহিতেছি ষুন। তোমার মন্ত্রিবর্গ বিভীষণের গুণদোষ পরীক্ষার জন্য যাহা কহিলেন আমার তাহা সঙ্গত বোধ হইল না। কারণ এ স্থলে

পরীক্ষাই ত একপ্রকার অসম্ভব। নিয়োগ ব্যতীত পরীক্ষা সম্ভবে না, এবং সহসা সেই নিয়োগও অসঙ্গত। চর প্রেরণের কথা যাহা হইল তাহাতেও বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে চরনিয়োগ নিষ্ফল। আর দেশকাল সম্পর্কে যে কথা হইল তদ্বিষয়েও আমার যথাজ্ঞান কিছু বলিবার আছে শুন। বিভীষণ প্রকৃত দেশ ও প্রকৃত কালেই উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ পাপস্বভাব তুমি ধার্মিক, সে দোষী তুমি নির্দোষ, সে দুরাত্মা তুমি মহাবীর; বিভীষণ এই সমস্ত নিশ্চয় করিয়া যে এই স্থানে আসিয়াছেন ইহা তাহার উচিতই হইয়াছে। আরও গুপ্ত চর নিয়োগ পূর্বক বিভীষণকে পরীক্ষা করা কর্তব্য, এইটি মৈন্দের অভিপ্রায়, এই বিষয়েও আমার কিছু বলিবার আছে। দেখ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধিমানের মনে সহসা আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। যদিও ইহা দ্বারা প্রকৃত বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যদি মিত্র হয় এবং যদি সুখলাভে তাহার ইচ্ছা থাকে তবে এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে তাহার মন কলুষিত হইবে। আরও দেখ, প্রশ্নমাত্রেই যে শত্রুর ভাবগতি পরীক্ষা করা যায় ইহা অতি অমূলক কথা, এক্ষণে তুমি স্বয়ংই তাহার সহিত কথাপ্রসঙ্গ কর এবং কণ্ঠস্বরে তাহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া লও। বলিতে কি, বিভীষণ আসিয়া যখন আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার দুষ্টতা কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় নাই এবং তাহার মুখপ্রসাদও লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। যে ব্যক্তি শঠ হয়, সে সম্পূর্ণ সুস্থ

হইয়া অশঙ্কিত মনে আইসে না। বিভীষণের বাক্য কুটার্থপূর্ণ নহে, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। দেখ, আন্তরিক ভাব প্রচ্ছন্ন রাখা কোন মতে সহজ হয় না, তাহা বল পূর্বক বিবৃত হইয়া পড়ে। বীর! বিভীষণের এই কার্য্য দেশকালের বিরোধী নহে। ইহা অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই তাহার উপকার দর্শিতে পারিবে। বিভীষণ তোমার যুদ্ধচেষ্টা, রাবণের বৃথা বলগর্ব, বালীবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজ্য কামনায় বুদ্ধি পূর্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে তাহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়। রাম! তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আমি বিভীষণের আন্তরিক অকপট ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাই কর।

১৮শ সর্গ

রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সংবাদ

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম হনুমানের এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন মনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমিও বিভীষণের উদ্দেশে কিছু কহিব শুন। দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাহার কোনরূপ দোষ দেখা যায় তথাচ আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর অযশস্কর কার্য্য নহে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব যুক্তি প্রদর্শন পুর্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত দেখিয়া তাকে পরিত্যগ করে, সে দোষী বা নির্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও উচিত নয়। সে যে সঙ্কটকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?

অনন্তর রাম বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রিয়সুহৃৎ সুগ্রীব যাহা কহিলেন, সবিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ও বৃদ্ধসেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি জানি, রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ লৌকিক এই দুই প্রকার সুক্ষ্মতর যুক্তি আছে, এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট তাহার উল্লেখ করিতেছি শুন। শত্রু দ্বিবিধ, জাতি ও আসন্ন দেশবর্ত্তী। এই দুই প্রকার শব্দ কোনরূপ সুযোগ পাইলে স্ববিরোধী জাতির যথোচিত অপকার করিয়া থাকে। বিভীষণ এই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যে সমস্ত জ্ঞাতি পরস্পরের হিতার্থী হয়, পরস্পরের কল্যাণ-কামনাই তাহাদের উদ্দেশ্য, এই ত লোক-ব্যবহার, কিন্তু রাজগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন। সখে! শত্রুপক্ষকে সংগ্রহ করিবার বিষয়ে তুমি যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিলে তাহারও সঙ্গত উত্তর আছে, শুন। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আমাদের সহিত তাহার শত্রুতাও কিছুমাত্র নাই। তিনি স্বয়ং রাজ্য লাভার্থী, স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনই তাহার উদ্দেশ্য। দেখ,

রাক্ষসদিগেরও কার্য্যাকার্য্য বিচারের শক্তি আছে। সুতরাং বিভীষণকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও সন্তুষ্ট থাকে, তবেই তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব নচেৎ অসদ্ভাব, পরে যুদ্ধ-কোলাহল ও ভীতি। এক্ষণে বিভীষণের ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই তাহার এই স্থানে আগমন; সুতরাং তাহাকে সংগ্রহ করা সঙ্গত হইতেছে। সখে! সকলেই কিছু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, সুতরাং আমার বোধ হয় তাহাকে নিগ্রহ করাই আবশ্যক। তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ আমরা তিন জন বিশ্বস্তমনে উদাসীন থাকিব, ইত্যবসরে সে কুট বুদ্ধি প্রবর্তিত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। বলিতে কি, তাহার এ স্থানে আসিবার উদ্দেশ্যই এই। সে ক্রূর প্রকৃতি রাবণের ভ্রাতা, সুতরাং এক্ষণে সচিবগণের সহিত তাহাকে বিনাশ করাই কর্তব্য হইতেছে।

তখন রাম কহিলেন, সখে! বিভীষণ দোষী বা নির্দোষই হউক, সে আমার অল্পমাত্রও অপকার করিতে পারিবে না। আমি মনে করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ, ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রাক্ষসকে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারি। শুনিয়াছি, একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ বৃক্ষে একটী কপোত বাস করিত। ব্যাধ তাহার ভার্য্যাকে

বিনষ্ট করে। কিন্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া যথোচিত আদর পূর্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এইরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক কিরূপে তাহার ব্যতিক্রম করিবে। পূর্বে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী কণ্ডু, যে গাথা কীর্তন করিয়াছিলেন আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি শুন। তিনি কহেন, যদি শত্রুও কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয় তবে ধর্মরক্ষার্থ তাহাকে অভয় দান করিবে। শত্রু ভীত বা গর্বিতই হউক, যদি অপর কোন ব্যক্তির নিপীড়নে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা ধার্মিকের কর্তব্য। যদি কেহ ভয়, মোহ, বা ইচ্ছা ক্রমে শরণাগতকে স্বশক্তি অনুসারে রক্ষা না করে, তবে সে তজ্জন্য পাপভাগী হয় এবং তাহার অযশও সর্বত্র প্রচার হইয়া থাকে। যদি শরণাপন্ন ব্যক্তি রক্ষকের সম্মুখে বিনষ্ট হয় তবে তাহার সমগ্র পাপ রক্ষকে সংক্রমিত হইয়া থাকে। বানরগণ! শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে এই সমস্ত দোষ জন্মে; ইহা অযশস্কর ও বলবীর্য্যনাশক এবং এই জন্যই লোকের সদ্‌গতি হয় না। অতঃপর আমি কণ্ডুর মতানুসারে কার্য্য করিব। যদি কেহ একবার উপস্থিত হইয়া বলে “আমি তোমার” তাহাকে অভয় দান করাই আমার ব্রত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ যেই কেন উপস্থিত হউন না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অভয় দান করিব।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া সুহৃৎ স্নেহে কহিলেন, রাম! তুমি ধার্মিক সত্ত্ব প্রধান ও সৎপথাবলম্বী, তুমি যে এইরূপ কল্যাণকর কথা কহিবে ইহা নিতান্ত আশ্বর্য্যের নহে। হনূমান বিশেষ অনুমান পূর্বক বিভীষণকে সর্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আমারও অন্তরাত্মা তাহাকে শুদ্ধসত্ব বলিয়াই বুঝিতেছে। ধার্মিক বিভীষণ সুবিজ্ঞ, এক্ষণে তিনি শীঘ্র আমাদের তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন।

১৯শ সর্গ

বিভীষণের নিকট হইতে রাক্ষসগণের বলাবল জিজ্ঞাসা, বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক, বিভীষণ কর্তৃক রামকে সমুদ্রের শবপন্ন হইবার মন্ত্রণা প্রদান

অনন্তর ভক্তিমান বিভীষণ রামের অভয়প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁর অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে তিনি রামকে ধর্মানুগত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যার পর নাই আমার অবমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য, আমি এই জন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধন, সম্পদ ও মিত্র

সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আয়ত্ত।

তখন রাম বিভীষণকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বিভীষণ! রাক্ষসগণের বলাবল কিরূপ, তুমি আমার নিকট যথার্থত তৎসমুদায় উল্লেখ কর।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে সুররাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। প্রহস্ত রাবণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম্ম ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইত্যবসরে সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ঐ মহাবীর সৈন্যসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া প্রতিপক্ষগণকে বধ করেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন ইহারা রাবণের উপ-সেনাপতি। ইহাদের বলবীর্য্য লোকপালগণেরই অনুরূপ। রাবণের প্রধান সেনা দশসহস্র কোটি হইবে। তাহারা লঙ্কানিবাসী ও রক্তমাংসাসী। রাবণ ঐ সমস্ত সেনা লইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে লোকপালেরা রাবণের বিক্রম অসহ্য বোধ করিয়া দেবগণের সহিত পলায়ন করেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত আন্দোলন পূর্বক কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের যেরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় দিলে আমি তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া তোমায় রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিব। অতঃপর রাবণ ভূগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ করুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হউক, সে প্রাণসত্তে আমার হস্তে কদাচই পরিত্রাণ পাইবে না। আমি ভ্রাতৃত্রয়ের উল্লেখ পূর্বক শপথ করিতেছি, তাহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় যাইব না।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাত পূর্বক কহিলেন, আমি রাক্ষনবধ ও লঙ্কাপরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।

অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইহাঁকে অচিরাৎ রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।

তখন সুশীল লক্ষণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্বক সর্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামের এইরূপ অনুগ্রহ দেখিয়া, সাধুবাদ সহকারে কিলকিলারব করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব ও হনূমান

বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমরা এই সমস্ত বানর সৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দেও।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে রাম ইহাঁর জ্ঞাতি, সুতরাং সমুদ্র ইহাঁর কার্য্যে কদাচ ঐদাস্য করিবেন না।

অনন্তর সুগ্রীব রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাম! বিভীষণের অভিপ্রায়, তুমি সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রেরই শরণাপন্ন হন। তখন ধর্মশীল রাম তাহার এই সৎ পরামর্শ শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে কার্য্যনিপুণ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে তাঁহার সবিশেষ পূজার আদেশ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই পরামর্শ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইল। সুগ্রীব সুপণ্ডিত এবং তুমিও বিচক্ষণ, এক্ষণে তোমরা একটি মন্ত্রণা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় কর।

তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উপচার বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য্য! ধর্মশীল বিভীষণ এসময়ে যে শ্রুতিসুখকর কথা কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমাদের প্রীতিপ্রদ। এই ভীষণ সমুদ্রে সেতুবন্ধন ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং মহাবীর বিভীষণের

কথাপ্রমাণ অনুষ্ঠান আবশ্যক হইতেছে। কালবিলম্ব অকর্তব্য। এক্ষণে তুমি গিয়া সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা কর।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া বেদি মধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

২০তম সর্গ

সুগ্রীবের নিকট শুকের দৌত্য, শুকের অবরুদ্ধ হওন

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দুল নামে এক চর ছিল। সে প্রভুর আদেশে সমুদ্রের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, সুগ্রীব-রক্ষিত বানরসৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিল এবং পুনর্বার মহাবেগে লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাবণকে কহিল, মহারাজ! বানর ও ভল্লুকসৈন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। এক্ষণে তাহারা লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত সুরূপ। তাঁহারা জানকীর উদ্ধার-কামনায় সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম বানরসৈন্য চতুর্দিকে দশযোজন স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের সংখ্যা কিরূপ, শীঘ্র তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আপনি দূত নিয়োগ করুন এবং সামদান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন পূর্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ তৎকালোচিত কর্তব্য অবধারণ পূর্বক ব্যগ্রভাবে শুককে কহিলেন, শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট যাও এবং আমার বাক্যক্রমে শান্ত ও মধুর বচনে বল, সুগ্রীব! রাজকুলে তোমার

জন্ম, তুমি ঋক্ষরজার পুত্র ও মহাবীর। রামের সহকারিতায় তোমার অর্থানর্থ কিছুই নাই। যদিও কিছু স্বার্থসম্পর্ক থাকে, কিন্তু দেখ, আমিও তোমার ভ্রাতৃতুল্য। আমি যদিও রামের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আইসে যায়। তুমি কিষ্কিন্ধায় প্রতিগমন কর। নরবানরের কথা কি, দেবগন্ধর্বও রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিতে পারে না।

অনন্তর শুক রাবণের আদেশে পক্ষিরূপ ধারণ পূর্বক শীঘ্র গগনতলে উত্থিত হইল এবং সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্বক সুগ্রীবের নিকটস্থ হইল। পরে সে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া উর্দ্ধ হইতে সুগ্রীবকে রাবণের আদিষ্ট সমস্ত কথা অনুক্রমে কহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা তাহাকে ঐরূপ সমস্ত কহিতে দেখিয়া, শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্বক তাহার পক্ষ ছেদন বা মুষ্টি প্রহারে হনন করিবার মানসে তাহাকে গিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে আনয়ন করিল। তখন শুক বানরগণের পীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, রাম! দূতকে বধ করা কর্তব্য নহে; এক্ষণে তুমি বানগণকে নিবারণ কর। যে দূত প্রভুর মত পরিত্যাগ করিয়া স্বমত প্রচার করে সে অনুক্তবাদী, তাহাকে বধ করা কর্তব্য।

তখন ধর্মশীল রাম শুকের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন। বানরেরাও শুককে অভয় দান করিল। অনন্তর শুক পক্ষবলে শীঘ্র অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্বক

পুনর্বায় কহিল, কপিরাগ! রাবণ ক্রূরস্বভাব, বল, আমি গিয়া তাঁহাকে কি বলিব।

মহাবীর সুগ্রীব অদীন স্বরে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাবণকে আমার কথায় এইরূপ কহিও, রাক্ষসরাজ! তুমি আমার মিত্র ও প্রিয়পাত্র নও। তোমাকে দয়া করিবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার উপকারক নও। তুমি রামের শত্রু, রাম তোমাকে জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত বিনাশ করিবেন। পামর! আমরা তোরে সগণে সংহার করিয়া রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছারখার করিব। এক্ষণে তুই আকাশ বা পাতালে প্রবেশ কর, ভগবান ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কর, বা সুরগণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাক্, মহাবীর রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব, কি অসুর তোকে পরিত্রাণ করিতে পারে আমি এই ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি মা। তুই জরাজীর্ণ বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়াছি এই ত তোর বলবীর্য্যের পরিচয়? যদি তোর সামর্থ্যই থাকিবে তবে রাম ও লক্ষণের অসমক্ষে জানকীরে কেন হরণ করিলি? রাম মহাবল এবং সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ। তিনি যে তোরে সংহার করিবেন ইহা তুই এখনও বুঝিতে পারিস্ নাই।

অনন্তর কুমার অঙ্গদ রামকে কহিলেন, ধীমন! ঐ দুরাচার দূত নয়, বোধ হয় গুপ্ত চর হইবে। এক্ষণে তোমার সৈন্যসংখ্যা বুঝিবার জন্যই

উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, উহাকে ধর, ঐ দুষ্ট আর যেন লঙ্কায় ফিরিয়া না যায়। আমার ত এই মত।

তখন বানরেরা কুমার অঙ্গদের আজ্ঞামাত্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শুককে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বানরেরাও তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। তখন শুক প্রহারবেগে যার পর নাই পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামকে কহিল, হা! বানরেয়া আমার পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন ও চক্ষু বিদীর্ণ করিতেছে। আমি যে রাত্রিতে জন্মিয়াছি এবং যে রাত্রিতে মরিব, ইতিমধ্যে যা কিছু পাপ করিয়াছি, যদি আমার প্রাণ যায় সেই পাপ তোমার।

তখন রাম বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক, কহিলেন, দেখ দূত উপস্থিত, উহাকে এখনই ছাড়িয়া দেও।

২১তম সর্গ

রাম কর্তৃক সমুদ্রের আরাধনা, রামের ক্রোধ ও শরত্যাগ, লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে শান্তকরণ

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্ব্বাস্য হইয়া সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কুশাসনে শয়ন করিলেন। তৎকালে ভুজগাকার ভুজদণ্ডই তাঁহার উপধান হইল। পূর্ব্বে ঐ হস্ত শ্বেত ও তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ রক্ত চন্দনে চর্চিত এবং নানারূপ স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত থাকিত, ধাত্রীগণের মুক্তামণিখচিত কর পল্লবে বারংবার স্পৃষ্ট হইত, এবং শয়নকালে জানকীর মস্তকে যার পর

নাই শোভা পাইত। ঐ হস্ত যেন জাহ্নবীজলশায়ী ভুজগরাজ তক্ষকের দেহ। উহা সংগ্রামে শত্রুবর্গের শোক বন্ধন এবং মিত্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া থাকে। উহা সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র আশ্রয়। পুনঃ পুনঃ জ্যাগুণঘর্ষণে উহার ত্বক একান্ত কঠিন হইয়া আছে। উহা আজানুলম্বিত ও অর্গতুল্য, এবং উহাই অসংখ্য গোদান করিয়া থাকে। মহাবীর রাম সমুদ্রতটে সেই দক্ষিণ হস্ত উপধান করিলেন এবং আজ হয় কার্য্যসাধন নয় সমুদ্রশোষণ মনে মনে এই রূপ অবধারণ পূর্বক মৌনভাবে শয়ন করিলেন। তিনি নিয়ম নিবন্ধন অপ্রমাদে সেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীত হইল। ধর্মবৎসল রাম এই কাল যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন, তথাচ নির্বোধ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন রামের অতিমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল, নেত্রপ্রান্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, সমুদ্র আমার সহিত এখনও সাক্ষাৎ করিল না, উহার কি গর্ব! শান্তভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার ও প্রিয়বাদিতা সাধুর এই সমস্ত সদ্‌গুণ ধৃষ্ট দাম্ভিকের নিকট অযোগ্যতামূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গর্বিত দুশ্চরিত্র ও অধর্মী, সর্বত্র স্বগুণ প্রখ্যাপনই যাহার কার্য্য, যে দুরাত্মা দোষগুণবিচারে বিমুখ হইয়া দণ্ডবিধান করে, লোকসমাজে তাহারই সমাদর। লক্ষ্মণ! শান্ত ভাবে কীর্তি, শান্তভাবে যশ, এবং শান্ত ভাবে জয় লাভ হয় না। এক্ষণে সমুদ্রের প্রতি বিক্রম প্রকাশ আবশ্যক। আজ আমার শরনিকরে মৎস্যগণ

বিনষ্ট হইবে এবং ভাসমান মৎস্যদেহে সমুদ্রজল রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আজ আমার শরজালে ভুজঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে। আজ আমি জল হস্তীদিগের শুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব এবং শঙ্খ ও শুক্তিকাদির সহিত সমুদ্রকে শোষণ করিব। দেখ, ক্ষমাশীল বলিয়াই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিতেছে, ফলত ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অবশ্যই দোষাবহ। বৎস! তুমি শীঘ্র আমার শরাসন ও সর্পাকার শর আনয়ন কর। আমি এখনই সমুদ্রশোষণ করিব। বানরসৈন্য এই দণ্ডেই পাদচারে ইহা পার হইবে। সমুদ্র তীরদেশে আবদ্ধ এবং তরঙ্গমালাসঙ্কুল, আজ আমি ইহার সীমাভেদ করিব। সমুদ্র দানবগণের নিবাসস্থল, আজ আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিচলিত করিব।

মহাবীর রাম এই বলিয়া ধনু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রোষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজ্জ্বলিত যুগান্তবহ্নির ন্যায় অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ হইলেন এবং ভীষণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক সমস্ত জগৎ কম্পিত করিয়া, বজ্ররবে শর ত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, শরসজ্ঘর্ষজনিত বায়ুর ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইল, তরঙ্গজাল শঙ্খ মকর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইতে লাগিল, ধুমরাশি দৃষ্ট হইল, দীপ্তমুখ দীপ্তলোচন ভূজঙ্গগণ ব্যথিত এবং পাতালতলবাসী দানবেরা অস্থির হইয়া উঠিল; তরঙ্গ সকল নক্র মকরের

সহিত বিন্ধ্য ও মন্দর পর্বতের ন্যায় চতুর্দিকে আস্ফালিত হইতে লাগিল; চতুর্দিকে ঘূর্ণা, নক্র কুম্ভীরগণ পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে, উরগ ও রাক্ষসেরা ভয়ে ব্যস্থ সমস্ত এবং সর্বত্রই তুমুল রব

ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সহসা উথ্থিত হইয়া কোষকম্পিত রামকে নিবায়ণ ও তাঁহার ধনু গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, আর্য্য! সমুদ্রকে এইরূপ ক্ষুভিত করা ব্যতীত আপনার কার্য্য সাধন হইতে পারে। ভবাদৃশ লোক কদাচই ক্রোধের বশীভূত হন না। এক্ষণে আপনি কার্য্যসিদ্ধির কোন উৎকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করুন। তৎকালে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মুক্তকণ্ঠে রামকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

২২তম সর্গ

রাম সমুদ্র সংবাদ, নীলের সেতু নির্মাণ, বানরগণের সমুদ্র অতিক্রম

অনন্তর মহাবীর রাম সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, আজ আমি পাতালের সহিত এই সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব। সমুদ্র! আমার শরে তোর জলশোষ হইবে, জলজন্তু সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং গর্ভ হইতে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে থাকিবে। আমার শর প্রভাবে বানরগণ এখনই পাদচারে পর পারে উত্তীর্ণ হইবে। তোর অতি বৃদ্ধি, তজ্জন্যই তুই আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতেছিস্ না। এক্ষণে এই অতিবৃদ্ধি বশত যার পর নাই তোর অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

মহাবীর রাম সমুদ্রকে এই বলিয়া ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরদণ্ড ব্রাহ্ম মন্ত্রে পূত এবং শরাসনে যোজিত করিলেন। সেই শরাসন সহসা আকৃষ্ট হইবামাত্র ভূলোক ও দ্যুলোক যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্বত কম্পিত হইয়া উঠিল, চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নদ নদী ও সরোবর আলোড়িত হইতে লাগিল, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত বিপরীত দিকে চলিল; গগনতল সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত, অথচ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অনবরত উল্কাপাত এবং ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল; বায়ু প্রবলবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন ও জলদজাল উড্ডীন করিয়া, ভীমরবে ঘনীভূত হইতে লাগিল। বজ্র হইতে বৈদ্যুতাগ্নি অনবরত নিঃসৃত হইতে দৃষ্ট হইল, দৃশ্য জীবসকল বজ্রসম স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, অদৃশ্য জীবসকল ভীম রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনেকে ভয়ে অভিভূত হইয়া কম্পিত দেহে শয়ন করিল, সকলেই ব্যথিত, সকলেই নিস্পন্দ। মহাসমুদ্র মহাপ্রলয় ব্যতীতও গর্ভস্থ জলজন্তুগণের সহিত বেলাভূমি লঙ্ঘন পূর্বক ভীমবেগে যোজন অতিক্রম করিল। তৎকালে রাম সমুদ্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ইত্যবসরে উদয় পর্বত হইতে সূর্য্য যেমন উদিত হন সেইরূপ সমুদ্রমধ্য হইতে মূর্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাসের ন্যায় আয়ত, এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি ধাতুমণ্ডিত হিমাচলের

ন্যায় আত্মজাত বিবিধ রত্নে শোভিত আছেন। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘবায়ুতে আকুল, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী এবং বহুসংখ্য দীপ্তমুখ ভুজঙ্গ। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃষ্ট পথ আশ্রয় পূর্ব্বক স্বভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দুস্তরতাই স্বভাব; ইহার বিপরীতই বিকার। এক্ষণে আমি অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ, বা ভয়ক্রমে এই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল জলরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। অতঃপর তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে আমি তাহা কহিব, এবং সহিয়াও থাকিব। যতক্ষণ বানরসৈন্য আমাকে অতিক্রম করিবে, তাবৎ জলজন্তুগণ তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। আমি সকলের সুখসঞ্চারের জন্য স্বয়ং স্থলের ন্যায় হইয়া থাকিব।

রাম কহিলেন, সমুদ্র! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, বল এক্ষণে ইহা তোমার কোন স্থানে প্রয়োগ করিব।

তখন সমুদ্র ব্রহ্মাস্ত্র দর্শন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাম! আমার অব্যবহিত উত্তরে দ্রুমকুল্য নামে একটি স্থান আছে। উহা তোমারই ন্যায় প্রসিদ্ধ ও পবিত্র। তথায় আভীর প্রভৃতি উগ্রদর্শম পাপস্বভাব দস্যুগণ আমার জলপান করিয়া থাকে। উহারা যে আমাকে স্পর্শ করে, আমি

সেই পাপ সহ্য করিতে পারি না। রাম! এক্ষণে তুমি সেই স্থানেই এই ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর।

তখন রাম মহাবেগে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বজ্রকল্প শর যেস্থানে গিয়া পড়িল তাহা পৃথিবীতে মরুকান্তার নামে প্রসিদ্ধ হইল। শর পতিত হইবামাত্র বসুমতী যার পর নাই পীড়িত ও কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ঐ ব্রহ্মাস্ত্রকৃত দ্বার দিয়া পাতাল হইতে অনবরত জল উত্থিত হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দ্বার ব্রণকুপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রণকুপে সমুদ্রেরই ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জল উত্থিত হইতেছে। তৎকালে একটা দারুণ ভূমি-বিদারণ-শব্দ শ্রুত হইল। ঐ ভীষণ শব্দ ও শরপাত এই উভয় কারণে তথায় পূর্বাসঞ্চিত যে জল ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। তখন মরুবিক্রম রাম মরুকান্তারকে এই রূপ বর দান করিলেন, এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশুগণের হিতকর হইবে, এই স্থানে ফল মূল প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে, এবং তৈল ক্ষীর সুগন্ধি দ্রব্য ও বিবিধ ঔষধি যথেষ্টই সৃষ্ট হইবে। ফলত রামের বর প্রভাবে মরুকান্তার অতি উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর সমুদ্র সর্বশাস্ত্রবিৎ রামকে কহিলেন, সৌম্য! এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে নির্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইহার যথেষ্টই প্রীতি। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু নির্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুরশিল্পী

বিশ্বকর্মার ন্যায় ইহাঁরও নিপুনতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল গাত্রোত্থান পূর্বক রামকে কহিলেন, বীর! সমুদ্র যথার্থই কহিয়াছেন; পিতা বিশ্বকর্মা আমায় বরদান করিয়াছিলেন, আমি সেই বর প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিব। এক্ষণে বোধ হয়, কার্য্য সিদ্ধিকল্পে দণ্ডই উৎকৃষ্ট; অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা সাধুতা বা দান শ্রেয়স্কর নহে। দেখ, এই ভীষণ সমুদ্র কেবল দণ্ডভয়েই তলস্পর্শী হইল। পূর্বে বিশ্বকর্মা মন্দর পর্বতে আমার জননীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, দেবী! তোমার পুত্র সর্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে। আমি সেই বিশ্বকর্মার ঔরস পুত্র, এবং গুণে তাঁহারই সমকক্ষ। আমি পৃষ্ঠ না হওয়াতে এতাবৎ কাল তোমাদের নিকট কোন কথার প্রসঙ্গ করি নাই। অতঃপর আমি সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিব। বানরগণ আজই এই কার্য্যে আমায় সাহায্য করুন।

তখন রাম বানরগণকে মহাবীর নলের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। পর্বতাকার বানরেরা হৃষ্ট হইয়া অরণ্য প্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপাটন পূর্বক সমুদ্র তটে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। ক্রমশঃ শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিশ্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত, ও অশোক বৃক্ষে সমুদ্রতীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরের বৃক্ষ সকল সমূল ও নির্ম্মূলে উৎপাটন ও ইন্দ্রধ্বজের

ন্যায় উত্তোলন পূর্বক আনয়ন করিতে লাগিল। দাড়িমগুল্ম, নারিকেল, বিভীতক, করীর বকুল, ও নিম্ব বহু পরিমাণে আনীত হইল। মহাবল বানরগণ হস্তি প্রমাণ পাষাণ ও পর্বত সকল উৎপাটন পূর্বক যন্ত্রযোগে বহন করিতে লাগিল। এই সমস্ত পাষাণ ও পর্বত বেগে যেমন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে সমুদ্রের জল অমনি উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে এবং ঊর্দ্ধ হইতে আবার তৎক্ষণাৎ নিম্নদিকে নামিতেছে। ফলত তৎকালে মহা সমুদ্র প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্বতে অত্যন্ত আলোড়িত হইতে লাগিল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে শত যোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সূত্র এবং কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। অনেকে কেবল বৃক্ষশিলা বাহিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেই মেঘবৎ শ্যামল, কেহ বা শৈলের ন্যায় কৃষ্ণ। উহারা সমবেত হইয়া তৃণ কাষ্ঠ ও মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত বৃক্ষ দ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে সকলেরই যারপর নাই উৎসাহ। দানবাকার বানরগণ বিপুল শিলাখণ্ড ও প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দিকে কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শৈল ও শিলাপাতের তুমুল শব্দ। সকলেই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনে অতিমাত্র ব্যগ্র। ক্রমশঃ প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে এক বিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম দিনে এয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে

পিতা বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত সমুদ্রের পর পার পর্য্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে ঐ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ ঐ অদ্ভুত সেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। নল নির্মিত সেতু দশযোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ। সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। বানরেরা মহা হর্ষে গর্জ্জন পূর্বক লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ অপূর্ব সেতু অচিন্তনীয় অসুকর লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত; উহা সুবিস্তীর্ণ ও সুকৃত; তৎকালে উহা মহাসাগরে সীমান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বিভীষণ বিপক্ষের প্রতিরোধ নিবারণার্থ গদাধারণ পূর্বক সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া চারি জন অমাত্যের সহিত অবস্থান করিলেন। তখন সুগ্রীব রামকে কহিলেন, বীর! তুমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে উত্থিত হউন। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ; এই দুই গগনচর বানর তোমাদিগকে পর পারে লইয়া যাইবে।

পরে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে সুগ্রীবের সহিত চলিলেন। অনেকে মধ্যে মধ্যে এবং অনেকে পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। কেহ সমুদ্রজলে পড়িতেছে, কেহ সেতুপথে যাইতেছে এবং কেহ বা আকাশচর পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইতেছে। গতিপ্রসঙ্গে তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

তৎকালে ঐ গগনস্পর্শী শব্দে সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ক্রমশঃ সকলে সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইল। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ ফলমূলবহুল প্রদেশে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তখন সুর সিদ্ধ ও চারণগণ রামের এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্বক তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, এবং মহর্ষিগণের সহিত একত্র হইয়া পবিত্র জলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদন পূর্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার জয় হউক, তুমি চিরকাল এই সসাগরা পৃথিবীকে পালন কর। এই বলিয়া সকলে সেই রাজগণরাজ রামের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

২৩তম সর্গ

লঙ্কায় দুর্লক্ষণের প্রাদুর্ভাব বর্ণনা

অনন্তর মহাবীর রাম চতুর্দিকে সমস্ত দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, বৎস! আইস, এক্ষণে আমরা শীতল জল ও ফলপূর্ণ বনের নিকট এই সমস্ত সৈন্য বিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। দেখ, চারি দিকে লোকক্ষয়কর ভয়ে ভীষণ কারণ উপস্থিত। বায়ু ধূলিজাল লইয়া বহিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প; শৈল শিখর কম্পিত ও বৃক্ষ সকল পতিত হইতেছে। মেঘ ধূসরবর্ণ ও রুক্ষ, উহা ঘোর ও কঠোর গর্জ্জন পূর্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনবৎ অরুণ ও ভীষণ জ্বলন্ত সূর্য্য হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। ক্রূর মৃগপক্ষিগণ

ভয় সঞ্চার পূর্বক সূর্য্যাভিমুখে দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রকাশ নাই। উহার কিরণ উষ্ণ এবং পরিবেশ কৃষ্ণ ও রক্ত। চন্দ্র যেন লোকক্ষয় করিবার জন্য উদিত হইয়াছেন। সূর্য্য অতিমাত্র প্রখর। উহার পরিবেশ সূক্ষ্ম রুক্ষ ও রক্ত। উহাঁর গাত্রে একটি নীল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন। এক্ষণে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, কাক, স্যেন ও নিকৃষ্ট গৃধ্রগণ চতুর্দ্দিকে উড্ডীন। শৃগালেরা ভয়ঙ্কর অশুভ চীৎকার করিতেছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়্গে পৃথিবী মাংস-শোণিত-পঙ্কে আচ্ছন্ন হইবে। চল, আজি আমরা বানরসৈন্যের সহিত মহাবেগে রাবণের লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করি।

মহাবীর রাম এই বলিয়া শরাসন ধারণ পূর্বক লঙ্কার অভিমুখে সর্বাগ্রে চলিলেন। বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরেরা সিংহনাদ সহকারে যাইতে লাগিলেন। বানরগণ শত্রুসংহারে কৃতসংকল্প। তৎকালে রাম উহাদিগের ধৈর্য্যে ও কার্য্যে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন।

২৪তম সর্গ

রামের ব্যূহরচনা ও সৈন্য বিভাগ, শুক কর্তৃক রাবণের নিকট রামের লঙ্কায় আগমন সংবাদ প্রদান, রাবণের রোষ

অনন্তর মহাবীর রাম ব্যূহরচনা করিলেন। তখন নক্ষত্র খচিত শারদীয় রজনী যেমন পূর্ণ চন্দ্র শোভা পায় সেইরূপ ঐ বীরসমাগম রামের

অধিষ্ঠানে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। বসুমতী সমুদ্রবৎ প্রসারিত বানরসৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তৎকালে লঙ্কায় তুমুল কোলাহল এবং ভেরীরব ও মৃদধ্বনি হইতেছিল। বানরগণ তাহা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং অসহ্য বোধে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ রব মেঘগর্জ্জনবৎ ঘোর ও গভীর, রাক্ষসেরাও দূর হইতে উহা শুনিতে লাগিল।

অনন্তর রাম ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ পূর্বক সন্তপ্ত মনে ভাবিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা জানকী গ্রহভিভূত রোহিণীর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। পরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! দেখ, এই লঙ্কাপুরী গগনস্পর্শী, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পর্বতোপরি যেন কল্পনায় ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। এই পুরীর সর্বত্র সপ্ততল গৃহ, ইহা শুভ্রমেঘাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ইতস্ততঃ ফলপুষ্পপূর্ণ রমীয় কানন। এই সমস্ত কাননে মধুমত্ত বিহঙ্গগণ কোলাহল করিতেছে। বৃক্ষের পল্লব বায়ুভরে আন্দোলিত, পুষ্পে ভৃঙ্গ বিলীন এবং কোকিলের কুহুরবে সমস্ত মুখরিত করিতেছে।

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগ পূর্বক কহিলেন, মহাবীর অঙ্গদ ও নীল স্ব স্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম

পার্শ্ব আশ্রয় করিবেন। আমি সবিশেষ সাবধানে লক্ষ্মণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্বুবান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই কয়েকটি বীর সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন এবং কপিবর সুগ্রীব সূর্য্য যেমন পৃথিবীর পশ্চিম পার্শ্ব রক্ষা করেন সেইরূপ উহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সুব্যবস্থায় বানরসৈন্য ব্যূহবিভাগে রক্ষিত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করিবার সংকল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল।

অনন্তর. রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালীতে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দেও।

তখম সুগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যার পর নাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাবণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, শুক! তোমার দুইটি পক্ষ কি বদ্ধ? বোধ হয় যেন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি কি চপলচিত্ত বানরের হস্তে পড়িয়াছিলে?

তখন শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি সমুদ্রের উত্তর তীরে গিয়া সুগ্রীবকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা পূর্বক আপনার কথা সম্যক্ কহিয়া ছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ আমায় দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং আমার পক্ষ ছেদন ও আমাকে

মুষ্টি প্রহারে হনন করিবার সঙ্কল্পে এক লম্ফে আসিয়া ধরিল। রাজন! বানরেরা অত্যন্ত উগ্র ও স্বভাবত রুষ্ট, পরাজয় দূরে থাক্, তাহাদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করাই দুষ্কর। যিনি মহাবীর বিরাধ, কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন, এক্ষণে সেই রাম জানকীর অন্বেষণক্রমে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেতুনির্মাণ পূর্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে বসুমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্বতাকার ভল্লুকসৈন্যে আচ্ছন্ন। সুরাসুরের ন্যায় বানর ও রাক্ষসের সন্ধি একান্ত অসম্ভব। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। অতঃপর আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ নয় সীতা সমর্পণ যা হয় একটা করুন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রোষারুণ লোচনে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যদি সুরাসুর ও গন্ধর্বেরও আমার প্রতিপক্ষ হন, যদি লঙ্কার রাক্ষসেরাও আমার যুদ্ধ সাহায্যে ভীত হন, তথাচ আমি রামকে সীতা সমর্পণ করিব না। এক্ষণে উন্মত্ত ভ্রমরেরা যেমন বসন্তকালে পুষ্পিত বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয় তদ্রূপ কবে আমার শরজাল রামকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইবে। কবে আমি শোণিতলিপ্ত রামকে শরাসনচ্যুত প্রদীপ্ত শরে উল্কাযোগে কুঞ্জরবৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। সূর্য্য যেমন উদিত হইবামাত্র জ্যোতির্মণ্ডলের প্রভা আচ্ছন্ন করেন, তদ্রূপ কবে আমি রাক্ষসসৈন্যের সহিত উদ্যত হইয়া রামকে নিষ্প্রভ করিয়া

ফেলিব। আমার বেগ মহাসমুদ্রের ন্যায় এবং বল বায়ুর ন্যায়, রাম ইহার কিছুই অবগত নয়, সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রাম আমার বিষাক্ত সর্পাকার তূণীরস্থ শরনিকর আজিও নিরীক্ষণ করে নাই সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। আমি সৈন্যরূপ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া, এই শরাসন রূপ বীণা বাদন করিব। শরের অগ্রভাগ ইহার বাদন-দণ্ড, টঙ্কার তুমুল শব্দ, হাহাকার গীতি এবং নারচ ও তলশব্দই অনুরণন। আমার বিক্রমের কথা অধিক আর কি কহিব। সুররাজ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।

২৫তম সর্গ

রামের বলাবল পরীক্ষার নিমিত্তে শুক ও সারণকে প্রেরণ

অনন্তর লঙ্কাপতি রাবণ শুক ও সারণ নামে দুই জন অমাত্যকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন এবং বানরসৈন্যের সমুদ্রলঙ্ঘন উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতুবন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব। যাহাই হউক, প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কে কেই বা বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। স্কন্ধাবার

কিরূপ? রাম ও লক্ষ্মণের বলবীর্য্য ও অস্ত্র শস্ত্র কি প্রকার, এবং সেনাপতিই বা কে? তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ রক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর গুহা ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। অনেকে বসিয়া আছে অনেকে বসিতেছে এবং অনেকে বসিবে। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল। শুক ও সারণ ছদ্ম ভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা ঐ প্রচ্ছন্নচারী চরকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণ পূর্ব্বক রামের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর।

তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, বীর! আমরা দুই জন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্যসংখ্যা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, যদি আমাদিগের যথাযথ সমস্ত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভুর নিয়োগ সম্যক রক্ষা হইয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা পুনর্বার দেখ। কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই তোমাদিগকে সমস্ত দর্শাইতে পারেন। তোমরা গৃহীত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাহাতে আবার গৃহীত হইয়াছ, বিশেষত তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটি রাক্ষস যদিও গূঢ় চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বলিও, তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবান্ধবে যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্য প্রাতেই প্রকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিব। আমি কল্য প্রাতেই ইন্দ্র যেমন দানবগণের প্রতি বর্জ্র পরিত্যাগ করেন। সেইরূপ তোমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্মবৎসল রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লঙ্কায় আগমন পূর্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষস রাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া ছিল, কিন্তু ধর্মশীল রাম আমাদিগকে

ছাড়াইয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব এই চারি জন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন এক স্থানে মিলিয়াছেন তখন বানরগণ দূরে থাক, তাঁহারই সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্বক আবার স্বস্থানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার অস্ত্র শস্ত্র, অন্য তিন জনের কথা কি, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্! যুদ্ধার্থী প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, এক্ষণে বিরোধ করা আপনার উচিত নহে, আপনি এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ পূর্বক সন্ধি করুন।

২৬তম সর্গ

বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য রাবণের প্রাসাদ শিখরে আরোহণ, রাবণের নিকট সারণকর্তৃক প্রতিপক্ষীয় যূথপতিগণের পরিচয় প্রদান

তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, দেখ, যদি দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবেরা আমায় আক্রমণ করে; যদি চরাচর জগতের সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ তজ্জন্য অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, কোন শত্রু আমাকে পরাজয় করিতে পারে?

রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া বানর সৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত তুষার ধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমুদ্র, পর্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানরসৈন্য, উহা ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাবণ ঐ অসংখ্য ও দুর্বিষহ সৈন্য নিরীক্ষণ পূর্বক সারণকে জিজ্ঞাসিলেন, সারণ! ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কে কে প্রধান, কে কে বীর, এবং কে কেই বা সকল বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রসর? যূথপতির মধ্যে কে কে সর্বপ্রধান? সুগ্রীব কোন্ কোন্ বীরের মতানুবর্তী হইয়া চলেন এবং উহাদের প্রভাবই বা কিরূপ? এক্ষণে তুমি সবিস্তারে এই সমস্ত কীর্তন কর।

সারণ কহিল, রাজ! যে বীর ঘন ঘন সিংহনাদ পূর্বক লঙ্কার অভিমুখে অবস্থান করিতেছেন, শতসহস্র যূথপতি যাহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে, যাহার বীরনাদে শৈল কানন ও প্রাচীর তোরণের সহিত লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতেছে, উনি সুগ্রীবের সেনাপতি, নাম নীল। যিনি বাহুদ্বয় লম্বিত করিয়া পদযুগে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছেন, যিনি গিরি শিখরের ন্যায় উচ্চ এবং পদ্মপরাগের ন্যায় পিঙ্গল, যিনি লঙ্কার সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে ঘন ঘন জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতেছেন, যাঁহার লাঙ্গুলের আস্ফোটন-শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উহার নাম অঙ্গদ। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ মহাবীরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি বালীর অনুরূপ পুত্র এবং সুগ্রীবের প্রিয় পাত্র। বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য

যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ ঐ মহাবীর রামের জন্য বলবীর্য্য প্রদর্শন করিবেন। দেখুন, উনি যুদ্ধার্থ অপনাকে আহ্বান করিতেছেন। রামের হিতৈষী বেগবান হনূমান যে জানকীর সংবাদ লইয়া যান তা কেবল উহারই বুদ্ধিবলে। উনি আপনাকে আক্রমণ করিবার জন্য বহুসংখ্য বানরের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। উহার পশ্চাতে সৈন্যপরিবৃত মহাবীর নল। ঐ নলই সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।

রাজন্! অদূরে যে রজতবর্ণ চপলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উনি শ্বেত। উহাঁর ইচ্ছা যে উনি একাকীই স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা ছারখার করেন। যে সমস্ত চন্দনবাসী বীর সর্বাঙ্গ স্তম্ভিত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে, উহারা শ্বেতের অনুচর। উনি বুদ্ধিমান ও সুবিখ্যাত। ঐ দেখুন, উনি ব্যূহ বিভাগ পূর্বক সৈন্যগণকে পুলকিত করিয়া সুগ্রীবের নিকট দ্রুতপদে গমনাগমন করিতেছেন।

এই দিকে যূথপতি কুমুদ। গোমতীতীরে সংকোচন নামে যে বৃক্ষপূর্ণ পর্বত আছে উনি তথায় রাজ্য শাসন করেন। যাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গূলে বিচিত্র বর্ণের সুদীর্ঘ কেশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, যাহার সঙ্গে অসংখ্য বানর, উনি মহাবীর চণ্ড। উহাঁর অভিপ্রায় যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন।

যিনি সিংহপ্রতাপ কপিলবর্ণ ও দীর্ঘ-কেসর-যুক্ত, যিনি নিভৃতে জ্বলন্ত চক্ষে লঙ্কা নিরীক্ষণ করিতেছেন, যিনি বিন্ধ্য, কৃষ্ণ, সহ্য ও সুদর্শন পর্বতে সতত বাস করিয়া থাকেন, ঐ সেই যূথপতি সংরম্ভ। ঐ দেখুন, ত্রিংশৎ

কোটি প্রচণ্ডবিক্রম ভীষণ বানর বল পূর্বক লঙ্কা বিমর্দিত করিবার জন্য উহার অনুসরণ করিতেছে। আর ঐ যিনি কর্ণযুগল বিস্তার পূর্বক ঘন ঘন জৃম্ভা ত্যাগ করিতেছেন, মৃত্যুতে যাহার ভয় নাই, যিনি স্বসৈন্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যিনি রোষে কম্পিত হইয়। পুনঃ পুনঃ বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, উনি মহাবীর শরভ। দেখুন উহাঁর কিরূপ লাঙ্গূলা অস্ফালন। উনি ভেজস্বী ও নির্ভয় উনি সুরম্য সালেয় পর্বতে রাজত্ব করিয়া থাকেন। বিহার নামক চত্বরিংশৎ লক্ষ যূথপতি এই মহাবীরের আজ্ঞাধীন।

ঐ যে উন্নতকায় বীর মেঘ যেমন গগনতল আবৃত করে সেইরূপ দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া সুরসমাজে ইন্দ্রের ন্যায় বানরগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার বীরনাদ ভেরীরবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, উহাঁর নাম পনস। পারিযাত্র পর্বত উহার বাসস্থান। পঞ্চাশৎ লক্ষ যূথপতি স্ব স্ব যূথ লইয়া উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। যিনি ঐ সাগর তীরস্থ কলরবপূর্ণ ভীষণ বানরসৈন্য শোভিত করিয়া দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উনি দর্দুর পর্বতবৎ দীর্ঘাকার যূথপতি বিনত। ঐ বীর পরিদ্বরা বেণার জলপান পূর্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। উহার সৈন্যসংখ্যা ষষ্টি লক্ষ।

ঐ দিকে মহাবীর ক্রথন। উনি আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। উহার যূথপতিগণ মহাবল ও মহাবীর। উহাদের আবার প্রত্যেকেরই যূথ আছে। ঐ যে গৈরিকবর্ণ বানরকে দেখিতেছেন, যিনি বলগর্বে অন্যান্য

বীরকে লক্ষ্যই করিতেছেন না, উহার নাম গবয়। উনি ক্রোধভরে আপনার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। সপ্ততি লক্ষ যূথপতি উহার আজ্ঞাধীন। উহার ইচ্ছা যে, উনিই স্বীয় সৈন্য লইয়া লঙ্কা উৎসন্ন করেন। রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত যূথপতির সংখ্যা নাই। ইহাঁরা মহাবল ও মহাবীর্য্য।

২৭তম সর্গ

সারণ কর্তৃক প্রতিপক্ষীয় বীরগণের পরিচয় প্রদান

রাজন্! যে সমস্ত যূথপতি রামের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপণে বিক্রম প্রদর্শনে প্রস্তুত, আমি তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিব। ঐ যে মহাবীরের দীর্ঘ লাঙ্গূলে নানাবর্ণের সুবিস্তীর্ণ চিক্কণ লোম উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক এক বার ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া যাইতেছে, উহার নাম বীরবর হর। লক্ষ যূথপতি বৃক্ষ উদ্যত করিয়া লঙ্কায় আরোহণার্থ উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত আছে। ঐ যে সকল বীরকে নীল নীরদের ন্যায় দেখিতেছেন উহারা ভীষণ ভল্লুক। উহারা সমুদ্রের রেণুকণার ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দ্দেশ্য। উহাদের বল বীর্য্য বলিবার নহে। উহারা জনপদ, পর্বত ও নদী আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। জাম্বুবান উহাদের অধিনায়ক। ঐ মহাবীর ভীমচক্ষু ও ভীমদর্শন, পর্জ্জন্য যেমন মেঘে সেইরূপ উনি ভল্লুকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া আছেন। জাম্ববান ঋক্ষবান পর্বতে অধিষ্ঠান পূর্বক নর্মদার জল পান করিয়া থাকেন। উহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধুম্র। উনি রূপে তাহার অনুরূপ এবং বলবীর্য্যে তাঁহা

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। উনি শান্তস্বভাব গুরুসেবাপর ও বীর। ঐ ধীমান দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্রকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং দেবপ্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ইহার সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা গিরিশৃঙ্গে আরোহণ পূর্বক মেঘাকার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত সৈন্য মৃত্যুভয়শূন্য। উহারা নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ও পিশাচ, উহাদের সর্বাঙ্গ লোমে আবৃত। যে বীর কখন লম্ফ প্রদান করিতেছেন, কখন বা উপবিষ্ট, বানরেরা যাহাকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে, উহার নাম রম্ভ। উনি সর্বদা সুররাজ ইন্দ্রের সন্নিহিত থাকেন। উহার সৈন্য বহুসংখ্য। এই মহাবীরের নাম সন্নাদন। উনি বানরগণের পিতামহ। উনি গমনকালে যোজনস্থিত পর্বতকে দেহপার্শ্বে স্পর্শ করেন এবং দণ্ডায়মান হইলে যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ হন। চতুষ্পদের মধ্যে ইহার তুল্য রূপ আর কাহারই নাই। পূর্বে একবার সুররাজের সহিত ইহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ইনি পরাজিত হন নাই।

ঐ দেখুন মহাবীর ক্রথন। উনি দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্যার্থ অগ্নির ঔরসে কোন এক গন্ধর্বকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। উহার বিক্রম ইন্দ্রের অনুরূপ, যথায় যক্ষাধিপতি কুবের জম্বূ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে পর্বত কিন্নরসেবিত পর্বতগণের রাজা, উনি সেই কৈলাসে বাস করিয়া থাকেন। উনি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পরিচারক। উনি কার্য্যে স্বীয় বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। উনি কোটি সহস্র বানরের

অধিনায়ক। উহার অভিপ্রায় এই যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন। ঐ দিকে মহাবীর প্রমাথী। উনি হস্তী ও বানরের পূর্ব্ববৈর স্মরণ এবং গজযূথপতিগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক গঙ্গার উপকূলে পর্য্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা। উনি বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া, বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিয়া থাকেন। ঐ মহাবীর গঙ্গার উপকুলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্ব্বতের এক শাখা আশ্রয় পূর্ব্বক সুরলোকে ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সহস্র লক্ষ বানর উহাঁর অনুগামী। উনি বিপক্ষের অজেয়।

ঐ যে মহাবীর বাতাহত জলদের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন, যাঁহার সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট, যাঁহার নিকট রক্তবর্ণ ধূলিজাল উড্ডীন ও বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উনিই প্রমাথী। এই দিকে মহাবীর গবাক্ষ। ইনি গোলাঙ্গুলের রাজা। ইনিই সেতুবন্ধনে বিস্তর সহায়তা করেন। ঐ সমস্ত শুভ্রমুখ ভীষণ মহাবল গোলাঙ্গুলগণ লঙ্কা নির্ম্মূল করিবার আশয়ে উহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতেছে। ঐ মহাবীর কেশরী। যথায় বৃক্ষশ্রেণী সর্ব্বদা ফলপুষ্পে শোভিত আছে; ভ্রমরেরা নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য যাহাকে সতত প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার অরুণ বর্ণে মৃগপক্ষিগণ রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে, মহর্ষিরা যাহার উচ্চ শিখর পরিত্যাগ করেন না, যথায় উৎকৃষ্ট মধু বিলক্ষণ সুলভ, সেই সুরম্য সুমেরু পর্ব্বতে এই বানরবীর বাস করিয়া থাকেন।

ঐ মহাবল শতবলী। ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ শৈলের মধ্যে সাবর্ণি মেরু নামে যে পর্বত আছে উনি তথায় বাস করিয়া থাকেন। উহার সহিত বহুসংখ্য শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণ বানর উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মুখ রক্তবর্ণ, নখ ও দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সিংহের ন্যায় তাহাদের দন্ত চারিটি এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ। ঐ সমস্ত বানর হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী এবং ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। উহাদের লাঙ্গূল অভিমাত্র দীর্ঘ এবং দেহ পর্বতপ্রমাণ। উহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর নেত্র বর্তুলাকার ও পিঙ্গল। উহারা দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা ছরখার করিতেছে। শতবলী ঐ সমস্ত বানরের অধিনায়ক। ঐ বীর জয়লাভার্থ নিয়ত সূর্য্যোপস্থান করিয়া থাকেন। উনি মহাবল ও মহাবীর্য্য। উনি স্বীয় পৌরুষে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। রাজন! একমাত্র ঐ বীরই স্বসৈন্যে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। উনি রামের প্রিয়সাধনে প্রাণপণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বীর ভিন্ন গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানর আছে। তাহারা প্রত্যেকেই দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত। এতদ্ব্যতীতও বিন্ধপর্বতবাসী অনেকানেক বীর উপস্থিত আছে, বহুত্ব নিবন্ধন তাহাদের সংখ্যা করাই দুষ্কর। রাজন্! ঐ সমস্ত বীর পতাকার ও মহাপ্রভাব। তাহারা ক্ষণমাত্রে পৃথিবীর পর্বত সকল বিপর্য্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে।

২৮তম সর্গ

শুক কর্তৃক রাবণের নিকট রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও সুগ্রীবের মন্ত্রীগণের পরিচয় প্রদান

অনন্তর শুক কহিতে লাগিল, রাজন্! ঐ অর্থে যে সমস্ত বীর উপবিষ্ট, যাঁহাদিগকে মত্ত হস্তীর ন্যায়, গঙ্গাতটস্থ্ বটের ন্যায় এবং হিমাচলের শাল বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকার দেখিতেছেন, উহারা কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। উহাদের নিবাস স্থান কিষ্কিন্ধা। ঐ সমস্ত বানর দুঃসহবীর্য্য দৈতদানবতুল্য ও উহাঁরা যুদ্ধে দেববিক্রমে অবতীর্ণ হন। উহাঁদের সংখ্যা সহস্র কোটি, সহস্র শঙ্কু শত বৃন্দ। উহাঁরা দেবতা ও গন্ধর্বের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর ঐ যে দেবরূপী দুইটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উহাদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। বলবীর্য্যে উহাঁদিগের তুল্যকক্ষ আরর কেহই নাই। উহাঁরা ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন করিয়া ছিলেন। উহাদের ইচ্ছা যে কেবল উহারাই লঙ্কা ছারখার করেন। ঐ অদূরে যে মহাবীর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, উনি পনকুমার হনূমান। উনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বল পূর্বক সমুদ্রকেও বিচলিত করিতে পারেন। উনি জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য লঙ্কামধ্যে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে সেই বীরই আবার আসিয়াছেন। উনি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমুদ্রলঙ্ঘন উহাঁরই কার্য্য। উনি মহাবল কামরূপী ও সুরূপ। উহার গতি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। উনি যখন বালক ছিলেন তখন একদা উদীয়মান সূর্য্যকে

দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যত হন। আমি তিন সহস্র যোজন লঙ্ঘন পূর্ব্বক সূর্য্যকে আহরণ করিব, পৃথিবীর ফলে আমার ক্ষুধাশান্তি হইতেছে না, উনি এইরূপ সংকল্প করিয়া বলগর্ব্বে লম্ফ প্রদান করিলেন। সূর্য্য দেবর্ষি ও রাক্ষসেরও অধৃষ্য, এই বীর তাঁহাকে না পাইয়াই উদয় পর্ব্বতে পতিত হন। ইহাঁর হনুদেশ সুদৃঢ়, কিন্তু ঐরূপঃ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবামাত্র শিলাতলে তাহার একটি ভগ্ন হইয়া যায়, তদবধি ইহার না হনূমান হইয়াছে। আমি ইহাঁকে জানি এবং ইহাঁর পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছি। ইহাঁর বলবীর্য্য রূপ ও প্রভাব কীর্ত্তন করা যায় না। যিনি জ্বলন্ত অগ্নি লঙ্কায় নিক্ষেপ করেন, রাজন্! আজ কেন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছেন। এই বীর একাকীই স্বতেজে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন।

ঐ হনুমানের পরেই যে শ্যামকান্তি পদ্মপলাশলোচন বীর উপবিষ্ট উনি রাম। উনি ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে অতিরথ। উহার পৌরুষের কথা সর্ব্বত্র প্রথিত। উহাঁতে ধর্ম্ম স্খলিত হয় না এবং উনিও ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন না। উনি বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য। ব্রাহ্ম অস্ত্র উহাঁর অধিকৃত আছে। ঐ মহাবীরের শর স্বর্গ মর্ত্য পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে। কৃতান্তের ন্যায় উহার ক্রোধ এবং ইন্দ্রের ন্যায় উহার বল বিক্রম। আপনি জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনেন এক্ষণে তিনিই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আর উহার দক্ষিণ পার্শ্বে যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বীরপুরুষ উপবিষ্ট আছেন, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আরক্ত এবং কেশ সুনীল ও

কুঞ্চিত, উনিই লক্ষ্মণ। উনি জ্যেষ্ঠের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিয়তই নিযুক্ত আছেন। উনি নীতিনিপুণ ও যুদ্ধ কুশল। উনি বীরগণের অগ্রণী অসহিষ্ণু দুর্জ্জয় ও জয়শীল। উনি রামের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এবং বহিশ্চর প্রাণ। উনি রামের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। একমাত্র এই বীরই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করতে পারেন। যিনি ঐ রামের বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, কয়েকটি রাক্ষস যাহার সহচর, উনি রাজা বিভীষণ। রাজাধিরাজ রাম উহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি ক্রোধনিবন্ধন আপনার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আর যে মহাবীরকে মধ্যস্থলে অচল পর্বতের ন্যায় দেখিতেছেন উনি বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব। উনি তেজ যশ বুদ্ধিবল ও আভিজাত্যে গিরিবর হিমাচলের ন্যায় সমস্ত বানর অপেক্ষা উচ্চ। গহন দুর্গম কিষ্কিন্ধা উহার বাসস্থান। ঐ গিরিসঙ্কটে উনি প্রধান যূথপতিগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। উহার গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার লম্বিত। ঐ হার দেব মনুষ্যের স্পৃহনীয় এবং উহাতে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছে। রাম বালীবধ করিয়া সুগ্রীবকে ঐ হার, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। রাজন্! শত লক্ষ এক কোটি, লক্ষ কোটি এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কু এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কু এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দ এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দ এক পদ্ম, লক্ষ পদ্ম এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্ম এক খর্ব, লক্ষ খর্ব এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্র এক মহৌঘ। মহাবীর সুগ্রীব সহস্র কোটি, শত শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু,

শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব, শত সমুদ্র ও শত মহৌষ বানর, বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রাজন্! এই বানরসৈন্য জ্বলন্ত গ্রহতুল্য, আপনি ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধার্থ যত্নবান হউন এবং যাহাতে জয় লাভ হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হউন।

২৯তম সর্গ

শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে দেখিয়া রাবণের উদ্বেগ ও ক্রোধ

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দ্দেশক্রমে যূথপতি বানরগণ, মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল সুগ্রীব, বালীতনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনূমান, দুর্জ্জয় জাম্ববান, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি শুক ও সারণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শুক ও সারণ সভয়ে তাহাকে প্রণিপাত পূর্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন রাবণ ক্রোধগদ্‌গদ স্বরে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, প্রভুর ভয় বিপদে কোন রূপ অপ্রিয় বলা অনুজীবি ভৃত্যের অত্যন্ত অনুচিত। যাহারা যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত আছে সেই সমস্ত শত্রুর অপ্রসঙ্গত উৎকর্ষের কথা বলা ভৃত্যের কর্তব্য হইতেছে না। তোমরা যখন রাজনীতির সার গ্রহণ কর নাই তখন আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণকে বৃথা সেবা করিয়াহ। হয়ত এক সময়

নীতিশাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়াছিলে এক্ষণে বিস্তৃত হইয়াছ। তোমরা কেবল অজ্ঞানেরই বোঝা বহিতেছ। আমি যে এইরূপ মূর্খ মন্ত্রিগণে বেষ্টিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি তাহা কেবল আমার ভাগ্যবল। আমি স্বয়ং শাসনকর্তা, আমার মুখেই অন্যের শুভাশুভ; তোরা যে আমায় এইরূপ নিদারুণ কথা কহিতেছিস্ তোদের কি মৃত্যু ভয় নাই? বনের বৃক্ষ দাবানলস্পর্শে দগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধে অপরাধীর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোরা শক্রর স্তুতিবাদক ও পাপিষ্ঠ, এক্ষণে পূর্বোপকার স্মরণে যদি আমার ক্রোধ মন্দীভূত না হয় তবে এখনই তোদের শিরচ্ছেদন করিব। রে দুর্বৃত্ত! তোরা মর্, আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যা। তোরা বিস্তর উপকার করিয়াছিস্ তজ্জন্যই তোদের ক্ষমা করিলাম। তোরা কৃতঘ্ন ও নিঃস্নেহ তোদের আর মরিবার অবশিষ্ট কি আছে।

তখন শুক ও সায়ণ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া রাবণকে জয়শব্দে অভিনন্দন পূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইল।

অনন্তর রাবণ সন্নিহিত মহোদরকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কয়েকজন বিশ্বস্ত চরকে আনয়ন কর। মহোদর রাক্ষস রাজ রাবণের আদেশমাত্র, চর সকলকে আহ্বান করিল। চরেরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া রাবণকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। উহারা বিশ্বস্ত বীর সুধীর ও নির্ভয়। রাবণ উহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা

গিয়া রামের সমস্ত কার্য্য পরীক্ষা কর। যাহারা রামের অন্তরঙ্গ মন্ত্রী, যাহারা প্রতিনিবন্ধন তাহার সহিত সমবেত হইয়া আছে তাহাদেরও পরিচয় লইয়া আইস। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, কিরূপে জাগরিত থাকে, আজই বা কোন কাজ করিবে, তোমরা নিপুণতার সহিত এই সমস্ত জ্ঞাত হও। যিনি গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রুর গুঢ় বৃত্তান্ত অবগত হন সেই সুপণ্ডিত রাজা অনায়াসেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

তখন ঐ সমস্ত চর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং শার্দূলকে অগ্রবর্তী করিয়া হৃষ্টমনে রাবণকে প্রদক্ষিণ পূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়া দেখিল, রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণকে লইয়া সুবেল পর্বতের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বানরসৈন্য অসংখ্য, চরেরা ঐ সমস্ত সৈন্য দেখিবামাত্র ভয়ে অতিমাত্র বিহ্বল হইল।

ইত্যবসরে ধর্মপরায়ণ বিভীষণ উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং গিয়া অবলীলাক্রমে ধরিলেন। শার্দূল অত্যন্ত দুরাত্মা ও পাপস্বভাব, বিভীষণ কেবল তাহাকেই রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। বানরেরা উহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ধর্মশীল রাম একান্ত কৃপাপরতন্ত্র, তিনি উহাকে মুক্ত করিলেন। অপর দুই জনও উন্মুক্ত হইল। চরেরা প্রহারপীড়িত ও হতজ্ঞান, ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ করিল এবং রাবণের নিকটে গিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত কহিতে লাগিল।

৩০তম সর্গ

রাবণ শার্দ্দূল সংবাদ

অনন্তর রাবণ রাম উপস্থিত শুনিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। কহিলেন, শার্দূল! তোমার মুখশ্রী বিবর্ণ ও দীন হইয়াছে, বল, তুমি কি শত্রুর ক্রোধে পড়িয়াছিলে?

তখন ভয়বিহ্বল শার্দূল মৃদু বচনে কহিতে লাগিল, রাজন্! বানরগণ মহাবল পরাক্রান্ত, স্বয়ং রাম তাহাদিগের রক্ষক, সুতরাং চরের সাহায্যে তাহাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বলিতে কি, উহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিবারই যো নাই, সে স্থলে প্রশ্ন কি রূপে সম্ভবিতে পারে? ঐ সমস্ত পর্বতাকার বানর চতুর্দিকে পথরক্ষা করিতেছে। আমি সৈন্যমধ্যে গিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার উপক্রম করিয়াছি ইত্যবসরে রাক্ষসগণ আমায় চিনিতে পারিল এবং আমাকে বল পূর্বক ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ আমাকে পদাঘাত কেহ বা মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা পুনঃপুনঃ দংশন করিতে লাগিল। ক্ষমা করে উহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। উহারা আমায় সদর্পে সৈন্যমধ্যে লইয়া চলিল এবং আমাকে ইতস্ততঃ প্রচার পূর্বক রামের সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমার সর্বাঙ্গে রুধির ধারা, আমি ভয়বিহ্বল ও ব্যাকুল, তৎকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে কাকুতি মিনতি করিতে ছিলাম, ইত্যবসরে রামকে হঠাৎ

দেখিতে পাইলাম। তিনিও 'আহা আহা কর কি' বলিয়া বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক আমায় রক্ষা করিলেন। এই মহাবীরই শিলাশৈলে সমুদ্র পূর্ণ করিয়া সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বাররোধ করিয়া আছেন। তিনি গরুড় ব্যূহ আশ্রয় পূর্ব্বক লঙ্কার দিকেই আসিতেছেন। তিনি শীঘ্রই প্রাকারের নিকটস্থ হইবেন, এক্ষণে আপনি হয় সীতা প্রদান করুন, নয় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ এই বাক্য শ্রবণে মনে মনে নানারূপ আন্দোলন পূর্ব্বক শার্দ্দূলকে কহিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বল, তন্মধ্যে কে কে বীর এবং তাহারা কাহারই বা পুত্র পৌত্র? আমি তাহাদের বলাবল বুঝিয়া কার্য্যনির্ণয় করিব। যাহারা যুদ্ধার্থী এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য।

তখন শার্দ্দূল কহিল, রাজন্! সুগ্রীব ঋক্ষরজার পুত্র, জাম্ববান গদ্গদের পুত্র, গদ্গদের অপর পুত্রের নাম ধূম্র। কেসরী বৃহস্পতির পুত্র, হনূমান এই কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। এই একমাত্র বীরই এই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যান। সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র, দধিমুখ সোমের পুত্র, সুমুখ দুর্ম্মূখ ও বেগদর্শী ব্রহ্মার পুত্র, ইহাঁরা বানররূপী স্বয়ং কৃতান্ত। সেনাপতি নীল অগ্নির পুত্র, মহাবল যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ অশ্বিপুত্র, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচ জন যমের পুত্র। অপর দশ কোটি যুদ্ধার্থী বানর দেবগণের পুত্র, অবশিষ্ট বানরের পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। যিনি খর

দূষণ ও ত্রিশিরকে বিনাশ করিয়াছেন সেই রাম দশরথের পুত্র। পৃথিবীতে ইহার তুল্য বীর আর নাই। ইনিই কৃতান্ততুল্য বিরাধ ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন। ইহাঁর গুণ অশেষ। ইনিই বাহুবলে জনস্থানের সমস্ত রাক্ষকে সংহার করেন। দেখিলাম, লক্ষ্মণ হস্তিমধ্যে যূথপতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; ইহার শরে ইন্দ্রেরও নিস্তার নাই। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মূখ সূর্য্যের পুত্র, হেমকুট বরুণের পুত্র, নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এবং দুর্ধর বসুর পুত্র। আপনার সহোদর বিভীষণ রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি লঙ্কাপুরী আক্রমণ পূর্বক রামের হিতানুষ্ঠানে তৎপর আছেন। রাজন্! আমি আপনাকে বানরসৈন্যের কথা সমস্তই কহিলাম, ইহারা সুবেল পর্বতে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে যাহা কার্য্যাবশেষ তদ্বিষয়ে আপনিই প্রভু।

৩১তম সর্গ

রাবণের জানকীকে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করণ

অনন্তর রাবণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উপমন্ত্রিগণকে কহিলেন, এক্ষণে মন্ত্রিগণ শীঘ্র আগমন করুন, অতঃপর আমাদিগের মন্ত্রকাল উপস্থিত। তখন মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ এবং তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন পূর্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মস্তক এবং প্রকাণ্ড ধনুর্বাণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীরে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করিব।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের আদেশ পাইবামাত্র মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান পূর্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশোক বনে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন; জানকী দীনা ও শোকপরায়ণ। তিনি অবনতমুখে ভূতলে উপবিষ্ট, নিরন্তর রামকে চিন্তা করিতেছেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ তাহাকে নানারূপ প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্বক গর্বিত বাক্যে কহিলেন, জানকী! আমি নানারূপে তোমায় সান্ত্বনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার মূলোচ্ছেদ করিলাম, তোমার গর্ব খর্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্য্যা হও। মূঢ়ে! রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায় আর কি হইবে। অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধীশ্বরী হইয়া থাক। তুমি নিতান্ত অল্পপুণ্য, তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বৃথা অভিমান কর, তুমি হতাশ। এক্ষণে ঘোর বৃত্রাসুর-বধের ন্যায় তোমার ভর্তৃবধের বৃত্তান্তটি শুন।

রাম আমার বধসংকল্পে সুগ্রীবসংগৃহীত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্র প্রান্তে উপস্থিত হন। তিনি সূর্য্যাস্তের পর সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই পথশ্রান্ত ও সুখে নিদ্রিত, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরে সর্বপ্রথমে ঐ সৈনামধ্যে আমার একটা চর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত রাক্ষসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈন্যগণকে বিনাশ করে। উহারা পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, কুটমুদ্গার, যষ্টি, তোমর, প্রাস, চক্র ও মুষল উদ্যত করিয়া উহাদিগকে বধ করে। তৎকালে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভুত, মহাবীর প্রহস্ত, ক্ষিপ্র হস্তে অসিপ্রহার পূর্বক তাহার শিরচ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদৃচ্ছাক্রমে পলায়ন করিতেছিল ইত্যবসরে বল পূর্বক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সহিত অনুদ্দিষ্ট; সুগ্রীবের গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনুমানের হনু চূর্ণ এবং সে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্ববান জানুদ্বয়ে উত্থিত হইতেছিল, ইত্যবসরে পট্টিশ দ্বারা বৃক্ষবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতলিপ্ত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া রোদন করিতেছিল ইত্যবসরে খড়্গাঘাতে নিহত হয়। পনস পনসবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। দধিমুখ নারাচচ্ছিন্ন হইয়া গুহায় শয়ন করিয়া আছে। কুমুদ শরাহত হইয়া নীরবে পতিত এবং অঙ্গদ শরচ্ছিন্ন হইয়া রুধির উদ্গার পূর্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানরসৈন্য হস্তীর পদ ও রথচক্রে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

উহাদের মধ্যে কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হন্যমান। সিংহের যেমন হস্তিযূথের অনুসরণ করে সেই রূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে পতিত কেহ বা আকাশে লুকায়িত হইল; ভল্লুকগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর পর্বত ও কাননে যত বানর ছিল, সমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার স্বামী রাম সসৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ, তাহার শোণিতলিপ্ত ধূলিধূসর মস্তক আনিয়াছি।

এই বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাবণ এক রাক্ষসীকে কহিলেন, ভদ্রে, তুমি ক্রূরকর্মা বিদ্যুজ্জিহ্বকে আহ্বান কর। সেই বীরই রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনয়ন করে।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ামুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাবণ কহিলেন, বিদ্যুজ্জিহ্ব! তুমি রামের মুণ্ড জানকীর সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর এই দীন দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের প্রিয়ঙ্গম মুণ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপ পূর্বক শীঘ্র তথা হইতে অন্তর্ধান করিল। রাবণও ত্রিলোকপ্রথিত ভাস্বর শরাসন 'ইহা রামের' বলিয়া তথায় নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, মহাবীর প্রহস্ত রাত্রিকালে তোমার সেই মনুষ্য রামকে বিনাশ করিয়া এই শরাসন

আনিয়াছে। রাবণ এই বলিয়া জানকীরে কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে আমার ভার্য্যা হও।

৩২তম সর্গ

সীতার বিলাপ ও পরিতাপ, অশোকবন হইতে রাবণের প্রস্থান

জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দেখিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব যে যুদ্ধসম্পর্কে রামের সহিত মিলিয়াছেন, হনুমানের একথাও স্মরণ করিলেন। সেই নেত্র, সেই বর্ণ, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই ললাট ও সেই চুড়ামণি; তিনি এই সমস্ত লক্ষণে ঐ চ্ছিন্ন মস্তক সর্বাংশে পরীক্ষা করিলেন এবং কাতরা কুররীর ন্যায় যার পর নাই দুঃখিত হইয়া উদ্দেশে কৈকেয়ীকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়! এত দিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, কুলপুত্র রাম বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি কলহস্বভাব, তৎপ্রভাবেই কূল উৎসম হইল। তুমি চীর বস্ত্র দিয়া আমার সহিত রামকে বনবাসী কর, বল, তিনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন।

অনন্তর জানকী কম্পিত দেহে মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্থির মুণ্ড সম্মুখে স্থাপন পূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! আমি মরিলাম! বীর! তোমার বিনাশে শেষে আমার এই দশা ঘটিল? আমি বিধবা হইলাম। বৈধব্য অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দুরদৃষ্ট আর কি আছে, আমার তাহাই ঘটিল! তুমি সুশীল আমি পতিব্রতা, কিন্তু আমার অগ্রে তোমারই

মৃত্যু হইল। আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমার দুঃখ ক্লেশের আর অবধি নাই, যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, আজ তিনিই বিনষ্ট হইলেন! আর্য্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা, এক্ষণে বৎসল ধেনুর ন্যায় তাহাকে বিবৎসা করিল! হা নাথ! দৈবজ্ঞেরা কহিতেন তোমার পরমায়ু অধিক কিন্তু তাদের এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বুঝিলাম তুমি নিতান্ত অল্পায়ু। তুমি বুদ্ধিমান, তোমারও কি বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল? অথবা কাল উৎপত্তির কারণ, এবং কালই কর্ম্মের ফলদাতা, তন্নিবন্ধন এইরূপ বিপৎপাত হইল। দেখ তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিপদ নিবারণের উপায় এবং তার অনুষ্ঠান উভয়ই জ্ঞাত আছ, জানি না তথা কেন তোমার এইরূপ অসম্ভাবিত মৃত্যু ঘটিল? আমি সাক্ষাৎ করাল কাল রাত্রি, আমিই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বল পূর্ব্বক আনিয়া ছিলাম, বুঝি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে। বীর! আমি একান্ত নিরপরাধ, তুমি আমায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়তমার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানে শয়ান আছ। আমি তোমার এই স্বর্ণখচিত শরাসন অতি যত্নে গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চনা করিয়াছি, এক্ষণে ইহার পরিণাম কি এই হইল! নাথ! তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ প্রভৃতি পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। পিতৃসত্য পালন তোমার অতি মহৎ কার্য্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষত্র হইয়াছ। তুমি অত্যন্ত পুণ্যবান, কিন্তু স্বীয় পবিত্র রাজর্ষি বংশকে উপেক্ষা করা তোমার কি উচিত হইতেছে। রাজন্! আমি তোমার সহচারিণী ভার্য্যা, তুমি কি নিমিত্ত আমায় দর্শন

এবং কি জন্যই বা আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি পাণিগ্রহণকালে আমার সহিত ধর্মাচরণ করিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখভাগিনীকে সঙ্গিনী করিয়া লও। জানি না তুমি কোন অপরাধে আমায় ফেলিয়া লোকান্তরে যাত্রা করিয়াছ। হা! আমি তোমার যে মঙ্গল-দ্রব্য-চর্চিত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতাম আজ শৃগাল কুকুরেরা নিশ্চয়ই তাহা ছিন্নভিন্ন করিতেছে। তুমি সমারোহে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলে কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নিতে কেন তোমার দেহসংস্কার হইল না? এক্ষণে শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা নির্বাসিত তিন জনের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণকেই উপস্থিত দেখিবেন। তিনি জিজ্ঞাসিলে লক্ষ্মণ নিশাকালে তোমার এবং সমস্ত বানর সৈন্যের রাক্ষসহস্তে বিনাশের কথা সমস্তই কহিবেন। হা! তোমার বিনাশ এবং আমার রাক্ষসগৃহবাস এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইবে। আমি অতি অনার্য্যা, আজ আমারই জন্য নিষ্পাপ মহাবীর রাম সাগর উত্তীর্ণ হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। তিনি মোহবশে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কুলের কলঙ্ক, আমি তাঁহার ভার্য্যারূপী মৃত্যু। বোধ হয় আমি পূর্বজন্মে কাহাকে কিছু দান করি নাই তজ্জন্য আজ অতিথিপ্রিয় রামের পত্নী হইয়াও শোক করিতেছি। রাবণ! তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃত দেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দেও এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার

মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাহার অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন দর্শন পূর্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক, রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম কিন্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ আছে, আপনি গিয়া উহাদিগকে একবার দর্শন দিন।

অনন্তর রাবণ দ্বাররক্ষকের এই কথা শুনিয়া অশোক বন পরিত্যাগ পূর্বক মন্ত্রিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশ পূর্বক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশোক বন হইতে প্রস্থান করিবার পরই ঐ মায়ামুণ্ড ও শরাসন অন্তর্হিত হইল। পরে ঐ বীর, মন্ত্রিগণের সহিত রামসংক্রান্ত কার্য্যের মন্ত্রণা শেষ করিয়া অদূরবর্ত্তী হিতৈষী সেনাপতিদিগকে কহিলেন, দেখ তোমরা ভেরীরকে শীঘ্র সৈনগণকে আহ্বান কর, কিন্তু উহাদিগের নিকট আহ্বানের কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করিও না।

তখন দূতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ সৈনগণকে আনয়ন করিল এবং যুদ্ধার্থী রাবণকে গিয়া উহাদের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল।

৩৩তম সর্গ

জানকীর প্রতি সরমার সান্ত্বনা

রাক্ষসী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন। তিনি রাক্ষস রাজ রাবণের আদেশে তাহারে রক্ষা করিতেন। জানকী ভর্তৃশোকে হতচেতন; বড়বা যেমন শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিবন্ধন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া উত্থিত হয় সরমা তাহারে সেইরূপই দেখিলেন। জানকী রাক্ষসী মায়ায় মোহিত; স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সখিস্নেহে আশ্বাস প্রদান পূর্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! আমি এতক্ষণ তোমার জন্য জনশূন্য নিবিড় বনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে ভয় করি না। তিনি যে কারণে শশব্যাস্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি বহির্গত হইয়া তাহাও জানিলাম। দেখ, রামের নিদ্রা ও আলস্য-দোষ কিছুমাত্র নাই। সৌপ্তিক যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক, বলিতে কি, রামের বধ সম্ভবপর হইতেছে না। সুরগণ যেমন সুররাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হন তদ্রূপ বানরেরা রামের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ প্রস্তর তাহাদের অস্ত্র, তাহাদিগকে সংহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মহাবীর রামের ভুজযুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল

বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম। তিনি স্ব পর সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্মশীল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বলবীর্য্য অচিন্তনীয়, তিনি সদ্বংশীয় ও নীতি কুশল; জানকি! সেই বিজয়ী বীর বিনষ্ট হন নাই। উগ্র প্রকৃতি রাবণ কুমতি ও কুকার্য্যকারী, সে সর্বভুতবিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়া প্রভাবে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে তোমার সমস্ত শোক অপনীত এবং শুভ উপস্থিত, ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। দেবি! আমি তোমাকে একটি শুভ সংবাদ দিতেছি, শুন; দেখিলাম মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে সমুদ্রপার হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পূর্ণকাম এবং স্বমহিমায় রক্ষিত; বানরসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাবণ এইমাত্র রাক্ষসগণকে তথায় পাঠাইয়া ছিল। তাহারা রামের সমুদ্রপার হইবার সংবাদ আনিয়াছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

ইত্যবসয়ে জলগম্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভীষণ, সিংহনাদ উত্থিত হইল। তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীরে কহিতে লাগিলেন, সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভীম রবে রণসজ্জার সংকেত করিতেছে। এক্ষণে যুদ্ধের উদ্‌যোগ। মত্ত মাতঙ্গগণ সুসজ্জিত এবং অশ্ব সকল রথে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বারূঢ় বহুসংখ্য বীর যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রাশহস্তে ইতস্তত ধাবমান; বেগবাহী জলস্রোত যেমন ভীম রবে

সাগর পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য রাক্ষসসৈন্যে রাজপথ পূর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অগ্নির যাদৃশ নানারূপ রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাণিত শস্ত্র, চর্ম ও বর্মের নানাবর্ণসমুত্থিত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। সমরগামী চতুরঙ্গ সৈন্য যার পর নাই ব্যস্ত সমস্ত। ঐ গুন ঘন্টানিনাদ, ঐ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি, ঐ তুর্য্যরব এবং ঐ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুমুল কলরব। জানকি! এক্ষণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী ভাগ্যশ্রী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন; কিন্তু রাক্ষসগণের বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত। পদ্মপলাশলোচন রামের বলবীর্য্য বলিবার নয়। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমায় উদ্ধার করিবেন। বিজয়ী ইন্দ্র যেমন উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; সেইরূপ তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। তিনি যখন শত্রুবিনাশ পূর্বক এই স্থানে আসিবেন; তখন দেখিব তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়াছ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার বিশাল বক্ষে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছ। তুমি এই যে জঘনস্পর্শী একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শীঘ্রই ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তুমি অচিরে তাহা নিরীক্ষণ পূর্বক স্থূলধারে শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। সখি! রাম শীঘ্রই তোমার সমাগমে সুখী হইবেন এবং তুমিও সুবর্ষাপ্রভাবে শস্যপূর্ণা পৃথিবীর ন্যায় রামের সমাদরে

সুখী হইবে। দেবি! যিনি গিরিবর সুমেরুকে অশ্ববৎ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সুর্য্যদেবের শরণাপন্ন হও, তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের একমাত্র কারণ।

৩৪তম সর্গ

জানকী ও সরমার কথোপকথন

মেঘ যেমন উত্তাপদগ্ধ পৃথিবীকে জলধারায় পুলকিত করে, সেইরূপ সরমা শোকসন্তপ্তা জানকীরে এইরূপ বাক্যে পুলকিত করিলেন এবং প্রকৃত অবসরে তাঁহার শুভ সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আমি রামকে গিয়া তোমার কুশল-বার্তা নিবেদন পূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে পুনরায় আসিতে পারি। আমি যখন নিরালম্ব আকাশ অতিক্রম করিব, তখন বিহগরজ গরুড় ও বায়ুও আমার অনুসরণ করিতে পারিবেন না।

তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সরমাকে মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, সখি! তুমি অবশ্যই আকাশ ও পাতাল পর্য্যটন করিতে পার, কিন্তু আমার পক্ষে যাহা কর্তব্য আমি তাহা কহিতেছি, শুন; যদি তুমি আমার কোনরূপ প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, যদি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য না থাকে, তবে রাবণ কি করিতেছে, তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া আইস। সেই দুষ্ট অত্যন্ত ক্রূর ও মায়াবী; তাহার মায়া পীত মদিরার ন্যায় সদ্যই আমায় মোহিত করিয়াছে। এই সমস্ত ঘোর রূপা রাক্ষসী নিরবচ্ছিন্ন আমাকে

তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভৎসনা করিতেছে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত এবং আমার মন নিতান্ত অসুস্থ। এক্ষণে রাবণ আমার মুক্তিসংকল্পে কোন কথা বলে কি না, তুমি ইহার তথ্য জানিয়া আইস। সখি! ইহাই আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ। এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সরমা বস্ত্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুজল মুছাইয়া মৃদু বাক্যে কহিলেন, সখি! এই যদি তোমার সংকল্প হয় তবে আমি শীঘ্রই যাইতেছি এবং রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া পুনরায় আসিতেছি।

অনন্তর সরমা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐ দুরাত্মা মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিতেছিল সমস্তই শুনিলেন। তিনি উহার নিশ্চিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় অশোকবনে প্রতিগমন করিলেন। দেখিলেন, জানকী অপয়া লক্ষ্মীর ন্যায় উপবিষ্ট। তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তখন জানকী সরমাকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্বক স্বয়ং বসিবার আসন আনিয়া দিলেন এবং কম্পিতদেহে কহিলেন, সখি! তুমি এই স্থানে বইস, এবং সেই নিষ্ঠুর রাবণের কিরূপ সংকল্প সমস্তই বল।

তখন সরমা কহিলেন, সখি! দেখিলাম, রাজমাতা এবং স্নেহবান মন্ত্রিবৃদ্ধ তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য রাক্ষসরাজ রাবণকে নানারূপ বুঝাইতেছেন। তাঁহারা কহিতেছেন, বৎস! তুমি মহাবীর রামকে সম্মান

পূর্ব্বক সীতা সমর্পণ কর। তিনি জনস্থানে যেরূপ অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন, তোমার পক্ষে সেই নিদর্শনই যথেষ্ট। হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতা দর্শন ও রাক্ষসবধ যার পর নাই বিস্ময়কর; নর বা বনরই হউক, বল, এ কার্য্য কে করিতে পারে? সখি! রাজমাতা ও মন্ত্রিবৃদ্ধ প্রবোধ বাক্যে এইরূপ অনেক বুঝাইতে ছিলেন; কিন্তু কৃপণ যেমন অর্থত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণ তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহে না। সে যুদ্ধে না মরিলে কখনই তোমায় পরিত্যাগ করিবে না। সেই নিষ্ঠুরের ইহাই স্থির সংকল্প; ফলত তাহার এই বুদ্ধি মৃত্যুলোভেই ঘটিয়াছে। সে সবংশে ধ্বংস না হইলে, কেবলমাত্র ভয়ে তোমায় ছাড়িবে না। সখি! অতঃপর মহাবীর রাম যুদ্ধে উহাকে বধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।

সরমা ও জানকী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল কোলাহল ধরণীতল কম্পিত করিয়া শ্রুত হইতে লাগিল। রাবণের ভৃত্যগণ বানরসৈন্যের ঐ সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। তৎকালে উহারা রাজার ব্যতিক্রমে আর কোন দিকে কিছুমাত্র শ্রেয় দেখিতে পাইল না।

৩৫তম সর্গ

রাবণের প্রতি মাল্যবানের হতোপদেশ

এ দিকে মহাবীর রাম শঙ্খ ও ভেরীরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কার অভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন। বিশ্বপীড়ক ক্রূর রাবণ

ঐ শঙ্খ ও ভেরীরব শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত কাল চিন্তা করিয়া সচিবগণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক রামের সমুদ্র অতিক্রম ও বলবিক্রমের যথোচিত নিন্দা করিয়া, সভাভবন প্রতিধ্বনিত করত কহিলেন, দেখ, তোমরা রামের বিষয় যাহা বলিতেছিলে, সমস্তই শুনিলাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরা মহা বীর, তোমরা রামের বলবীর্য্যের কথা শুনিয়া তূষ্ণীংভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ বুঝিলাম না।

তখন তদীয় মাতামহ সুবিজ্ঞ মাল্যবান কহিতে লাগিলেন, রাজন্! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী, যিনি নীতিসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি চিরকাল ঐশ্বর্য্যশালী থাকেন এবং শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। যিনি প্রকৃত অবসরে শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করেন, স্বপক্ষীয়ের বৃদ্ধিকল্পে যাঁহার দৃষ্টি, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হন। রাজা যদি শত্রু অপেক্ষা হীন বল বা তাহার সহিত তুল্যবল হন তবে সন্ধি করা আবশ্যক, আর যদি শত্রু অপেক্ষা অধিক বল হন তবে যুদ্ধ করা উচিত। ফলত শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। রাজন্! তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তিনি যে নিমিত্ত তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন তুমি তাঁহার হস্তে সেই জানকীরে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বেরাও তাঁহার জয়শ্রী আকাঙ্ক্ষা করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত সন্ধি কর। দেখ, ভগবান সর্ব-লোক-পিতামহ দেবাসুরের জন্য বিধিনিষেধরূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি

করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহাঁর বিষয়ীভূত। ধর্ম্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্ম্ম অসুরগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয় তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে, যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। রাজন্! তুমি ত্রিলোক-পর্য্যটন-কালে ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়াছ তজ্জন্যই শত্রুপক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। এক্ষণে অধর্ম্মরূপ ভীষণ ভুজঙ্গ তোমার প্রমাদে বর্দ্ধিত হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করিতেছে এবং সুর-সুরক্ষিত ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষবৃদ্ধি করিতেছে। তুমি ঘোর বিষয়াসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, তুমি এক সময় তেজস্বী ঋষিগণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিলে। তাঁহারা ধর্ম্মশীল ও তপঃপরায়ণ; তাঁহাদের প্রভাব প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহারা যে বেদোচ্চারণ, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম এবং একান্ত মনে ধ্যান ধারণা করেন, রাক্ষসেরা তদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া, গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে। ঐ সকল অগ্নিকল্প ঋষির অগ্নিহোত্রসমুত্থিত ধূম রাক্ষসগণের তেজ আচ্ছন্ন করিয়া দিগন্তে প্রসারিত হয়। তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানে যে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাই রাক্ষসদিগকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাজন! তুমি ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরাসুর ও যক্ষের অবধ্য হইয়া আছ সত্য, কিন্তু মনুষ্য, বানর ও গোলাঙ্গুলগণ স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারাই লঙ্কায় আসিয়া সিংহনাদ করিতেছে। দেখ, এক্ষণে চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত। ঘোর ঘনঘটা কঠোয় গর্জ্জন পূর্ব্বক উষ্ণ রক্তবৃষ্টি

করিতেছে; দিঙ্মণ্ডল ধুলিজালে আচ্ছন্ন ও বিবর্ণ; উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। বাহনগণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতেছে। হিংস্রজন্তু, শৃগাল ও গৃধ্রগণ ভীমরবে চীৎকার করিতেছে, এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক উদ্যানে যূথবদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান; উহারা গৃহেয় দ্রব্যজাত অপহরণ পূর্ব্বক প্রতিকুল কহিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে। কুক্কুরেরা দেবপূজার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গর্দ্দভ গোগর্ভে এবং মূষিক নকুলের উদরে জন্মিতেছে। মার্জ্জার ব্যাঘ্রে, কুক্কুরে, শূকরে এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যে প্রসক্ত হইতেছে। পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ কালের নিয়োগে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহের শারিকা অপর কোন কলহপ্রিয় পক্ষী দ্বারা পরাজিত ও বিদ্ধ হইয়া অস্ফুট শব্দ পূর্ব্বক পিঞ্জর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। মৃগ পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া রুক্ষ স্বরে রোদন করিতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাজন্! এক্ষণে এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত, মহাবীর রাম সামান্য মনুষ্য নন, বোধ হয় তিনি মনুষ্যরূপ বিষ্ণু। যিনি মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন তিনি একটি পরম অদ্ভুত পদার্থ। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার কার্য্য পরীক্ষা করিয়া পরিণামে যাহা শ্রেয়স্কর এইরূপ অনুষ্ঠান কর।

উৎকৃষ্টপৌরুষ মাল্যবান এই বলিয়া রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া মৌনী হইলেন।

৩৬তম সর্গ

মাল্যবানের প্রতি রাবণের ভৎসনা ও নগর রক্ষার জন্য সেনা নিয়োগ

তখন মাল্যবানের এই হিতকর বাক্য আসন্নমৃত্যু রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্বক বিঘূর্ণিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, তুমি শত্রুপক্ষকে অধিক বল স্বীকার করিয়া হিতবোধে আমায় রুক্ষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে আমি এরূপ আর কখনও স্বকর্ণে শুনি নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য ও দীন, যে পিতার ত্যজ্য পুত্র, যে বনবাসী, কেবলমাত্র বনের বানর যাহার আশ্রয়, তুমি তাহাকে কি জন্য এত প্রবল জ্ঞান করিতেছ? আর যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়ঙ্কর, তুমি তাহাকেই বা কি জন্য এত দুর্বল জ্ঞান করিতেছ? আমি মহাবীর, হয় ত এই কারণে আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষবুদ্ধি আছে, হয় ত তুমি বিপক্ষের পক্ষপাতী, হয়ত আমার যুদ্ধোৎসাহ বৃদ্ধি করাই তোমার ইচ্ছ। তুমি কোন মিগূঢ় কারণে আমাকে এইরূপ কঠোর কহিতেছ। কিন্তু কোন সুপণ্ডিত যুদ্ধে উত্তেজিত করা ব্যতীত সুযোগ্যও পদস্থ প্রভুকে এইরূপ কহিতে পারে? যাহাই হউক, জানকী সাক্ষাৎ পদ্মহীনা লক্ষ্মী, আমি তাঁহাকে অরণ্য হইতে আনিয়াছি, এক্ষণে কিজন্য রামের ভয়ে তাঁহাকে প্রতিদান করিব। দেখ, রাম দিন কয়েকের মধ্যেই সুগ্রীব ও

লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে। দেবগণ যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, সেই মহাবীরের আবার কিসের ভয়? এক্ষণে আমি বরং দ্বিখণ্ডে ভগ্ন হইব তথা নত হইব না, এই আমার স্বাভাবিক দোষ, স্বভাব অতিক্রম করাও সহজ, নয়। যদি রাম সমুদ্র বন্ধন করিয়া থাকে তাহা ত দৈবাধীন, তদ্বিষয়ে আর বিশেষ বিস্ময় প্রকাশের কি আছে? রাম সসৈন্যে লঙ্কায় উপস্থিত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সে প্রাণসত্তে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

তখন মাতামহ মাল্যবাম রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীর্বাদ পূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ পূর্বক নগররক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূর্ব দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণ দ্বারে, এবং মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিম দ্বারে নিযুক্ত করিলেন। পরে শুক ও সারণকে উত্তর দ্বার রক্ষার আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, না, আমিই এই উত্তর দ্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি মহাবল বিরুপাক্ষকে কহিলেন, তুমি বহু সংখ্য রাক্ষসের সহিত পুরের মধ্যগুল্ম রক্ষা কর। তৎকালে আসন্নমৃত্যু রাবণ লঙ্কার এইরূপ গুপ্তিবিধান পূর্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্ত মন্ত্রিগণ তাঁহাকে জয়াশীর্বাদ পূর্বক প্রস্থান করিল। তিনিও সকলকে বিদায় দিয়া সুসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

৩৭তম সর্গ

বিভীষণ কর্তৃক রামকে রাবণের নগর রক্ষার ব্যবস্থা বৃত্তান্ত অবগত করণ, লঙ্কা আক্রমণের জন্য রামের সৈন্য বিভাগ করণ

এদিকে, সুগ্রীব, হনূমান, জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ, লক্ষণ, শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ; কুমুদ, নল, পনস, প্রভৃতি বীরগণ প্রতিপক্ষের অধিকার মধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ যাহার রক্ষক ঐ সেই লঙ্কাপুরী দৃষ্ট হইতেছে; অসুর উরগ ও গন্ধর্বেরাও উহা আক্রমণ করিতে পারে না। যে স্থানে স্বয়ং রাবণ অধিবাস করিতেছেন ঐ সেই লঙ্কা। এক্ষণে আইস, আমরা কার্য্যসিদ্ধি সংকল্প করিয়া পরস্পর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হই।

তখন বিভীষণ অপশশূন্য সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! ইতিপুর্বে আমি অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি এই চারিটি অমাত্যকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়া ছিলাম। তাঁহারা পক্ষিরূপ প্রতিগ্রহ পূর্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিলেন এবং শত্রুপক্ষ নগররক্ষায় যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্বার আসিয়াছেন। রাম! আমি তাঁহাদের মুখে দুরাত্মা রাবণের যে প্রকার উদ্‌যোগের কথা শুনিয়াছি এক্ষণে তাহা যথাযথ কহিতেছি শুন। প্রহস্ত বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া লঙ্কার

পূর্ব দ্বার রক্ষা করিতেছে। মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বার এবং ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। উহার সহিত বহুসংখ্য বীর পট্টিশ, অসি, শরাসন, শূল ও মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আছে। রাবণ স্বয়ংই উদ্বিগ্ন মনে উত্তর দ্বার রক্ষায় দণ্ডায়মান; বহুসংখ্য রাক্ষস অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে। বিরূপাক্ষ শুলমুরধারী রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মধ্যম গুল্ম রক্ষা করিতেছে। আমার সচিবগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, দুই অযুত অশ্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যূথপতি। তাহারা অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রান্ত। রাক্ষসরাজ রাবণ ইহাদিগকে নিয়ত প্রতিদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রাক্ষসীর লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে বেষ্টিত হন। এই বলিয়া বিভীষণ মন্ত্রিচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি রামের শুভাভিলাষে পুনরায় কহিলেন, রাম! যখন দুরাত্মা রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার সহিত নির্গত হইয়াছিল। উহারা তেজ শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য ও দর্পে রাবণেরই অনুরূপ। রাম! ইহাতে তুমি বিষণ্ন হইও না, আমি রাবণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তোমায় কুপিত করিতেছি, ভয় প্রদর্শন করিতেছি না। তুমি স্বশক্তিতে সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে পার, এক্ষণে এই সমস্ত

সৈন্য লইয়া উৎকৃষ্ট ব্যূহ রচনা কর, রাৰণ নিশ্চয়ই তোমার হস্তে বিনষ্ট হইবে।

তখন রাম শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লঙ্কারপূর্ব দ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালিতনয় অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন এবং হনূমান পশ্চিম দ্বার নিপীড়ন পূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও ঋষিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টাচরণ পূর্বক বরদর্পে পর্য্যটন করিয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, অতএব আমি সে যথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে, লক্ষ্মণের সহিত সেই উত্তর দ্বার অবরোধ করিব। এবং কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ এই তিন জন মধ্য গুল্ম আক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটা সঙ্কেত রহিল যে, বানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা দুই ভ্রাতা, মিত্র বিভীষণ এবং তাঁহার চারি জন অমাত্য এই সাত জন মনুষ্যরূপেই থাকিব।

ধীমান রাম সিদ্ধিলংকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, সুবেল শৈলের সুরম্য শিখরে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন এবং বিস্তীর্ণ বানরসৈন্যে সমস্ত ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টমনে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

৩৮তম সর্গ

লঙ্কা নিরীক্ষণ করিবার জন্য রাম প্রভৃতির সুবেল পর্বতে আরোহণ ও লঙ্কা দর্শন

পরে রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এবং বিধিবিধানবিৎ অনুরাগী ভক্ত বিভীষণকে কহিলেন, আইস, আমরা এই ধাতু শোভিত সুবেল শৈলে আরোহণ করি। আজ এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। যে দুরাচার কেবল মরিবার জন্য আমার পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম সদাচার ও কুলের কিছুমাত্র অনুরোধ রক্ষা করে না, যে দুষ্ট, নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এক্ষণে আইস আমরা এই স্থান হইতে সেই রাবণের বাসভূমি লঙ্কা নিরীক্ষণ করি।

রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্দেশে রাবণকে এইরূপ কহিতে কহিতে সুবেল পর্বতে আরোহণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ শর ও শরাসন ধারণ পূর্বক সাবধানে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ সমস্ত গিরিচারী বীর, বায়ুবেগে শীঘ্র সুবেল পর্বতে আরোহণ পূর্বক দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাপুরী যেন অন্তরীক্ষে নির্মিত, উহার দ্বার সকল প্রকাণ্ড, চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর, কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ঐ প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীরের উপর অপর একটা প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। তৎকালে বানরগণ

ঐ সমস্ত যুদ্ধার্থী রাক্ষসকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দিবাকর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ রাজাধিরাজ রামকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত যূথপতিগণে বেষ্টিত হইয়া সুবেল শৈলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

৩৯তম সর্গ

লঙ্কার বন ও উপবন বর্ণন, রামের বহুসংখ্য যূথপতির লঙ্কা প্রবেশ, ত্রিকূটশৃঙ্গ বর্ণন

পর দিন যূথপতিগণ লঙ্কার বন ও উপবন সকল দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত স্থান সমতল উপবনশূন্য সুরম্য ও বিস্তীর্ণ বানরগণ তদ্দৃষ্টে যার পর নাই বিস্মিত হইল। উহার কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল ও তমাল। কোথাও বা হিন্তাল, পনস, নাগবীথি, অর্জুন, কদম্ব, সপ্তবর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটল। এই সমস্ত বৃক্ষ বিকসিত পুষ্প, রমণীয় লতাজাল এবং রক্ত ও কোমল পল্লবে শোভিত হইতেছে। বনশ্রেণী সুনীল, প্রত্যেক বৃক্ষ সুগন্ধী ও সুদৃশ্য ফল পুষ্পে অলঙ্কৃত মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব শোভ ধারণ করিয়াছে। বন চৈত্ররথ ও নন্দনের অনুরূপ। উহাতে সমস্ত ঋতু বিরাজ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য নির্ঝর। দাহ, কোষষ্টি,

বক, নৃত্যমান ময়ূর ও কোকিলগণের সুমধুর কণ্ঠ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিহঙ্গের উন্মত্ত, ভৃঙ্গেরা গুণ গুণ রবে গান করিতেছে। সমস্ত বৃক্ষ কোকিলে আকুল, কুররগণ কলকণ্ঠে সকলকে মোহিত করিতেছে। কামরূপ বানরবীরগণ হৃষ্টমনে ঐ সমস্ত বন ও উপবনে প্রবেশ করিল। তৎকালে পুষ্পগন্ধী প্রাণসম বায়ু মৃদুমন্দ বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর বহুসংখ্য যূথপতি স্ব স্ব যূখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের অনুক্রমে পতাকামণ্ডিত লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। উহাদের সিংহনাদে লঙ্কার ভূবিভাগ কম্পিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ ভীত ও মৃগসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। বীরগণের গতিবেগে পৃথিবী যার পর নাই পীড়িত এবং ধূলিপটলে নভোমল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সিংহ, ভল্লুক, মহিষ, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিগণ উহাদের পদশব্দে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিকুটশৃঙ্গ অত্যুচ্চ অখণ্ডিত ও গগনস্পর্শী; উহা স্বর্ণকান্তি কুসুমাচ্ছন্ন ও চারুদর্শন এবং বিস্তারে শত যোজন, পক্ষীরও উহার শিখর স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। উহা কার্য্যত দূরে থাক্, মনেরও দুরারোহ। ঐ শিখর অত্যন্ত রমণীয়; রাবণ রক্ষিত লঙ্কাপুরী তদুপরি নির্মিত হইয়াছে। উহা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও বিশ যোজন দীর্ঘ। উহার ধবল-মেঘাকার অত্যুচ্চ পুরদ্বার এবং স্বর্ণরজতনির্মিত প্রাচীর সুরচিত ও সুন্দর। বর্ষাগমে নভোমণ্ডল যেমন মেঘে শোভা পায়। তদ্রূপ উহা বিমান ও প্রাসাদে শোভিত হইতেছে। যে প্রাসাদ কৈলাস

শিখরাকার ও অত্যুচ্চ, যাহাতে সহস্র সহস্র স্তম্ভ বিরাজিত আছে উহা চৈত্য। উহা পুরের অলঙ্কার-স্বরূপ, বহুসংখ্য রাক্ষস সতত উহা রক্ষা করিতেছে। লঙ্কা স্বর্ণখচিত ও মনোহর, উহা পর্বতশোভিত ও নানা ধাতুযুক্ত। মহাবীর রাম ঐ সুসমৃদ্ধ স্বর্গোপম পুরী নিরীক্ষণ পূর্বক অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।

৪০তম সর্গ

সুবেল পর্বত হইতে রামের রাবণকে দর্শন, সুগ্রীবের রাবণ সমীপে গমন, সুগ্রীব ও রাবণের যুদ্ধ রাবণের পরাভব

অনন্তর রাম যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণ সুবেল পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং তথায় মুহূর্ত কাল অবস্থান পূর্বক ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সুরম্য ত্রিকূটশৃঙ্গে বিশ্বকর্মনির্মিত সুরচিত লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ করিলেন। লঙ্কার পুরদ্বারে স্বয়ং রাক্ষস রাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাজচিহ্ন শ্বেত চামর, মস্তকে শ্বেতছত্র, সর্বাঙ্গে রক্ত চন্দন, ও রক্ত আভরণ এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দণ্ডাঘাতে অঙ্কিত। তিনি নীল নীরদের ন্যায় কৃষ্ণকায়। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণখচিত, উত্তরীয় শশশোণিতবৎ উজ্জ্বল। তিনি নভোমণ্ডলে সন্ধ্যা রাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব রাবণকে দেখিবামাত্র ক্রোধ বেগে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার বল ও উৎসাহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি পর্বতশিখর হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক লঙ্কার উত্তর দ্বারে লম্ফ

প্রদান করিলেন এবং মুহূর্তকাল অবস্থান ও নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিরীক্ষণ পূর্বক অনাদরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস! আমি সর্বাধিপতি রামের সখা ও দাস, আমি তাঁহার তেজে অনুগৃহীত, বলিতে কি, আজ আমার হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সুগ্রীব পুরদ্বার হইতে এক লম্ফে রাবণের উপর পড়িলেন, এবং তাহার মস্তক হইতে বিচিত্র কিরীট আকর্ষণ পূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ কহিলেন, দেখ, তুই আমার পরোক্ষে সুগ্রীব ছিলি, সমক্ষে এখনই ছিন্নগ্রীব হইবি।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সুগ্রীবকে বল পূর্বক গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব ক্রীড়া-কন্দুকবৎ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন এবং রাবণকে গ্রহণ পূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েই গলৎঘর্মকলেবর, উভয়েরই সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট, উভয়েই শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কখন মুষ্টি প্রহার, কখন চপেটাঘাত, পরস্পরের দুর্বিষহরূপ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। উহাদের বেগ উগ্র, দেহ পুনঃপুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও অবনত হইতেছে। ক্রমশঃ পদবিক্ষেপ-ক্রমে উভয়েই ভূতলে পতিত হইলেন। পরে আবার উঠিলেন এবং পরস্পরকে পীড়ন পূর্বক প্রকার ও পরিখার মধ্যে পড়িলেন।

শ্রান্তিবশত উভয়েরই ঘনঘন নিশ্বাস বহিতেছে। উভয়ে মুহূর্তকাল বিশ্রাম পূর্বক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আবার উঠিলেন। উহারা কখন বাহুপাশে পরস্পরকে বেষ্টন করিতেছেন এবং কখন বা ক্রোধ, বল ও শিক্ষাগুণে প্রাণোদিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। উহাঁরা উদ্ভিন্নদন্ত শাল, সিংহ এবং করি শাবকের ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত, উহারা পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বয়ে আকর্ষণ ও বিক্ষেপ পূর্বক এককালে ভূতলে পতিত হইলেন। পরে পুনর্বার উত্থিত হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ভৎসনা করত ব্যায়াম, শিক্ষা ও বলবীর্য্যের উৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে উহাদের কিছুতেই আর শ্রান্তি বা ক্লান্তি নাই। ঐ দুই মত্ত-মাতঙ্গ সদৃশ মহাবীর করিশুণ্ডাকার ভুজদণ্ডে পরস্পরকে নিবারণ পূর্বক মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের বিনাশাধনই উহাদের লক্ষ্য, দুইটি মার্জার যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য লাভার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট থাকে উহারাও তদ্রূপ। কখন বিচিত্র মণ্ডল, [মণ্ডল চার প্রকার—চারি, করণ, খণ্ড ও মহামণ্ডল। এক পদে গতির নাম চারি মণ্ডল। দ্বিপদে গতির নাম করণ মণ্ডল, করণ সহযোগে খণ্ড মণ্ডল হইবে এবং তিন বা চার খণ্ডে মহামণ্ডল হইবে।] কখন বিবিধ স্থান, [পায়ের পূর্বাপর বিক্ষেপ ও তির্য্যক বিক্ষেপাদি বিন্যাস বিশেষের নাম স্থান। ইহা ছয় প্রকার-বৈষ্ণব, সম্পাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীঢ় ও অনালীঢ়] কখন গোমূত্রক [গোমূত্র-রেখাকার কুটিলগতি] গতি, কখন গত প্রত্যাগত, কখন তির্য্যক গতি, কখন

বক্রগতি, কখন প্রহারের পরিমোক্ষ বা ব্যর্থীকরণ, কখন বর্জন, কখন পরিধাবন, কখন অভিদ্রবণ,[অভিমুখে শীঘ্র গমন] কখন আপ্লাবন,[অল্পে অল্পে গমন] কখন সবিগ্রহ অবস্থান,[যুদ্ধ বাঁধাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা] কখন পরাবৃত্ত,[পরাঙ্মুখ গমন] কখন অপাবৃত্ত,[পার্শ্ব হইতে সরিয়া যাওয়া] কখন অপদ্রুত,[জানুগ্রহণের নিমিত্ত অবনত দেহে ধাবন] কখন অবপ্লুত,[প্রতিযোদ্ধাকে পাদপ্রহার করিবার জন্য গমন] কখন উপন্যাস,[শত্রু আসিয়া বাহুগ্রহণ না করিতে পারে এ জন্য বুক চিতিয়ে থাকা] এবং কখন বা অপন্যাস [শত্রুর বাহু গ্রহণ করিবার জন্য বাহু প্রসারণ] উহাঁরা এই সমস্ত যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন পূর্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। তখন জিতক্লম সুগ্রীব উহাঁর অভিসন্ধি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক আকাশে উত্থিত হইলেন। রাবণ তাঁহার গতি অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সুগ্রীবের জয়শ্রী লাভ হইল। তিনি রাবণকে যুদ্ধশ্রমে কাতর করিয়া বায়ুবেগে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামের সমরোৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে বৃক্ষ ও মৃগপক্ষিগণও সুগ্রীবকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল।

৪১তম সর্গ

রামের আদেশে লঙ্কাপুরী অবরোধ, রাবণের নিকট অঙ্গদের দৌত্য, বানর সৈন্য দর্শনে রাক্ষসগণের ভয়

তখন রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট যুদ্ধচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই এইরূপ সাহস করিয়াছিলে কিন্তু এইরূপ সাহসের কার্য্য করা রাজগণের সমুচিত নহে। বীর! তুমি এই সমস্ত সৈন্যকে, বিভীষণকে এবং আমাকে, যার পর নাই ব্যাকুল করিয়া স্বয়ং ক্লেশ ও সাহস স্বীকার করিয়াছিলে। তুমি অতঃপর আর এইরূপ করিও না। দেখ, যদি দৈবাৎ তোমার কোন রূপ ভালমন্দ ঘটে তবে আমার জানকীরে লইয়া কি হইবে। ভরত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অধিক কি, নিজের শরীর লইয়াই বা কি হইবে? বীর! আমি যদিচ তোমার বলবীর্য্য সম্যক জানি, তথাচ তোমার অনুপস্থিতিকালে নিজের মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি রাবণকে পুত্র মিত্রাদির সহিত বিনাশ, বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক এবং ভরতকে অযোধ্যায় স্থাপন পূর্বক স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি নিজের বলবীর্য্য জ্ঞাত আছি, সুতরাং তোমার ভার্য্যাপহারক দুরাত্মা রাবণকে দেখিয়া বল কিরূপে সহ্য করিয়া থাকি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে অভিনন্দন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আইস, আমরা ফলমূল বহুল বন ও সুশীতল জল আশ্রয় পূর্ব্বক সৈন্য বিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। এক্ষণে আমি চতুর্দ্দিকে লোকক্ষয়কর ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। অতঃপর বানর, ভল্লুক ও রাক্ষস বিস্তর ক্ষয় হইবে। দেখ, বায়ু উগ্রভাবে বহমান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, পর্ব্বত সশব্দে কম্পিত, ভয়ঙ্কর মেঘ কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে, সন্ধ্যা রক্তবর্ণ ও ভীষণ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে, অশুভ মৃগপক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে, রজনীর চন্দ্র একান্ত হীনপ্রভ এবং প্রলয়কালের ন্যায় উহার একটি কৃষ্ণ ও রক্ত পরিবেশ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন এবং উহারও একটি হ্রস্ব রুক্ষ প্রশস্ত ও রক্ত পরিবেশ দৃষ্ট হয়; নক্ষত্রগণের গতি আর পূর্ব্ববৎ নাই। বৎস! এক্ষণে এইরূপ দুর্লক্ষণ যেন মহাপ্রলয়ের পুর্বসূচনা করিতেছে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিম্নে নিপতিত হইতেছে। ঐ শৃগালগণের অশুভ তার স্বর। অতঃপর রণভূমি বানর ও রাক্ষসের শেল, শূল ও খড়্গে আবৃত হইয়া রক্ত মাংসময় কর্দমে পূর্ণ হইবে। চল, আজ আমরা বানরগণের সহিত দুষ্প্রবেশ লঙ্কায় শীঘ্রই গমন করি।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সত্বর শৈলশিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ কপিসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগকে সুসজ্জিত

করিয়া শুভক্ষণে শুভলগ্নে যুদ্ধ যাত্রায় আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং শরাসন গ্রহণ পূর্বক লঙ্কার দিকে চলিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান, জাম্বুবান, নীল ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বশেষে কপিসৈন্য লঙ্কার ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। ঐ সমস্ত বীর কুঞ্জরাকার; উহাদের হস্তে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সকলে অনতিবিলম্বে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। লঙ্কাপুরী পতাকামণ্ডিত প্রকারশোভিত ও তোরণসজ্জিত; উহা অত্যুচ্চ ও দুরারোহ; উহা সুরগণেরও অধৃষ্য। বানরগণ রামের নির্দেশে ঐ পুরী আক্রমণ করিল। নীরাধিপতি বরুণ যেমন সাগরে তদ্রূপ রাবণ উহার উত্তর দ্বারে অবস্থিত আছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বার অবরোধ করিলেন। রাম ব্যতীত উহা রক্ষা করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। দানবগণ যেমন পাতাল পুরী রক্ষা করে, তদ্রূপ অস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসেরা উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা নির্বীর্য্যের ত্রাসজনন। তথায় বীরগণের অস্ত্র ও বর্ম সঞ্চিত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মহাবল অঙ্গদ, ঋষভ গজ গবয় ও গবাক্ষর সহিত দক্ষিণ দ্বারে গমন করিলেন। মহাবীর হনূমান পশ্চিম দ্বার এবং কপিরাজ সুগ্রীব, প্রজঙ্ঘ তরস ও অন্যান্য বীরের সহিত মধ্যগুল্ম অবরোধ করিলেন। উহাদের গতিবেগ গরুড় ও বায়ুর অনুরূপ। যথায় কপিরাজ সুগ্রীব সেই স্থানে ষট্‌ত্রিংশৎ কোটি বানর গিয়া সমবেত হইল। মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ

রামের আদেশক্রমে প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানরকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। সুষেণ ও জাম্ববান অদূরে রামের পশ্চাদ্ভাগে মধ্য গুল্মে অবস্থান করিলেন। বানরগণ দংষ্টাকরাল শার্দুলের ন্যায় ভীষণ, তাহারা বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। উহাদের নখ ও দন্তই অস্ত্র, মুখ বিকৃত, লাঙ্গল ক্রোধবশে স্ফীত হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর, কাহারও সহস্র হস্তীর, এবং কাহারও বা অসংখ্য হস্তীর অনুরূপ। অনেকেরই বলবীর্য্যের পরিমাণ হয় না। উহাদের সমাগম বিচিত্র ও অদ্ভুত। উহাদিগকে দেখিলে উৎপাতকালীন শলভ সমাগমের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে অনেকে আসিতেছে এবং অনেকেই উপস্থিত; বোধ হইল যেন বানরসৈন্য আকাশ আচ্ছন্ন ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বানর ও ভল্লুক চতুর্দিক হইতে লঙ্কাদ্বারে আসিতে লাগিল। ত্রিকূট পর্বত সমাগত সমস্ত সৈন্যে সমাবৃত; বানরের লঙ্কার চতুর্দিক পর্য্যটন করিতে লাগিল। লঙ্কাপুরী বায়ুর অগম্য, তথাচ উহারা বৃক্ষশিলাহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাক্ষসগণ ঐ সমস্ত ইন্দ্রবিক্রম মেঘাকার বানরে উৎপীড়িত হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। সমুদ্রের সেতু ভেদ হইলে যেমন জলরাশির ভয়ঙ্কর শব্দ হয় তদ্রূপ ঐ সর্বব্যাপী বানরসৈন্যের একটা তুমুল কলরব হইতে লাগিল। লঙ্কাপুরী শৈল কাননের সহিত বিচলিত হইল। বানরসৈন্য

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে উহা সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃপুনঃ কার্য্যনির্ণয় করিতে লাগিলেন। সামাদি চারিটি উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ, তৎসাধ্য অর্থ ও তৎপ্রয়োজন তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি মনে করিলেন দণ্ডব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি করা রাজধর্ম। পরে বিভীষণের অভিপ্রায় অনুসারে তৎসাধনে উদ্যত হইয়া কুমার অঙ্গদকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সৌম্য! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাহাকে গিয়া বল, রাক্ষসরাজ! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছি; তুই হতশ্রী নষ্টৈশ্বর্য্য ও মৃত্যুমোহে উপহত; তোরে বলি, তুই এতকাল মোহ ও গর্বপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও রাজগণকে যে উৎপীড়ন করিয়াছিস আজ তোর সেই ব্রহ্মার বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইল। এক্ষণে আমি ভার্য্যাপহরণ-দুঃখে তোর পক্ষে সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ হইয়া দ্বাররোধ করিয়া আছি। যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিস্ তবে নিশ্চয়ই দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের গতিলাভ করিবি। তুই যে বলবীর্য্যে আমাকে অতিক্রম পূর্বক মায়াবলে জানকীরে হরণ করিয়াছিস্ এক্ষণে তাহা প্রদর্শন কর। রাক্ষস! যদি তুই জানকীরে প্রতিদান পূর্বক আমার শরণাপন্ন না হোস্ তবে নিশ্চয়ই আমি শাণিত শরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্মশীল বিভীষণ আমার অনুগত,

অতঃপর তিনি নিষ্কণ্টকে লঙ্কায় ঐশ্বর্য্য অধিকার করুন। তুই পাপী অনাত্মজ্ঞ, মূর্খেরাই তোর কার্য্যসহায়, তুই অধর্ম বলে ক্ষণমাত্রও ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে পাইবি না। তুই শৌর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধ কর, আমার শরে বিনষ্ট হইলে তোর আজন্মসঞ্চিত পাপ ক্ষালন হইয়া যাইবে। বলিতে কি, যদি তুই পক্ষিরূপ পরিগ্রহ পূর্বক ত্রিলোক পর্য্যটন করিস্ তথাচ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিবি না। এক্ষণে আমি তোরে হিতই কহিতেছি ; তুই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। তোর জীবন আমারই আয়ত্ত। অতঃপর তুই লঙ্কাপুরী আর দেখিতে পাইবি না, এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ দেখিয়া ল।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় দীপ্ততেজে গগনমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্ত মধ্যে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন, রাবণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন অঙ্গদ উহার অদূরে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক সর্বসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি অযোধ্যাধিপতি রামের দূত, কপিরাজ বালীর পুত্র, নাম অঙ্গদ; বোধ হয় আমি তোমার অপরিচিত নহি। এক্ষণে মহাবীর রাম তোমাকে কহিয়াছেন, নিষ্ঠুর! তুই বহির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর এবং পুরুষ হ। আমি তোরে পুত্র মিত্রের সহিত বিনষ্ট করিয়া ত্রিলোক নিরুদ্বিগ্ন করিব। তুই

ঋষিগণের কণ্টক এবং দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও উরগ্‌গণের শত্রু, আজ আমি তোকে উৎসন্নে দিব। তুই যদি আমাকে প্রণিপাত করিয়া জানকী প্রত্যর্পণ না করিস্ তবে নিশ্চয় লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বিভীষণেরই হইবে।

অঙ্গদ এইরূপ শ্রুতিকঠোর কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ! তোমরা এখনই ঐ নির্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর।

তখন চারিজন ভীষণ রাক্ষস রাবণের আদেশমাত্র জলন্ত অঙ্গারকল্প অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। মহাবীর অঙ্গদও রাক্ষসগণের সমক্ষেও আপনার বলবীর্য্য প্রদর্শনের জন্য গ্রহণের কোনরুপ বিঘ্নাচরণ করিলেন না এবং ঐ পতঙ্গবৎ বাহুসংলগ্ন চারিটি রাক্ষসকে লইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উৎপতন-বেগে উহারাও স্খলিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গেল।

অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদ-শিখর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেখিয়া পদভরে আক্রমণ করিলেন। পূর্বে হিমাচল-শৃঙ্গ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে যেমন চূর্ণ হইয়া ছিল তদ্রূপ ঐ প্রাসাদ শিখর উহার পদভরে চূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গদ পুনঃপুনঃ স্বনাম কীর্ত্তন ও সিংহনাদ পূর্বক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও বানরদিগকে পুলকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা তাহার এই অদ্ভুত বীরকার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন প্রাসাদশিখর চূর্ণ হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণের যৎপরোনাস্তি ক্রোধ জন্মিল এবং তিনি আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে জয়ার্থী রাম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গিরিকূট প্রমাণ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশে সর্ববৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কামরূপ বানরে বেষ্টিত হইয়া, চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বানরসৈন্য লঙ্কায় পরিপূর্ণ এবং উহা আসমুদ্র বিস্তীর্ণ; রাক্ষসেরা এই শত শত অক্ষৌহিণী সেনা নিরীক্ষণ পূর্বক অতিমাত্র বিস্মিত, অনেকে ভীত হইল এবং অনেকে যুদ্ধহর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপরি অসংখ্য বানরসৈন্য; রাক্ষসেরা দেখিল উহা যেন বানররূপ উপাদানে নির্মিত হইয়াছে। তখন সকলে ভীত হইয়া দীন মনে হাহাকার করিতে লাগিল। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; বীর রাক্ষসগণ সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া যুগান্ত বায়ুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

৪২তম সর্গ

বানরগণের প্রতি রামের যুদ্ধের আদেশ, উভয় সৈন্যের যুদ্ধারম্ভ

অনন্তর রাক্ষসগণ সর্বাধিপতি রাবণের গৃহপ্রবেশ পূর্বক তাহাকে কহিল, মহারাজ! রাম সসৈন্যে আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছেন। রাবণ এই সংবাদ পাইবামাত্র যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দ্বিগুণ

বিধানে দ্বাররক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য বানরসৈন্যে লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ, বানরগণের ঘনসন্নিবেশে লঙ্কা পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতি মাত্র চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে শত্রুবিনাশ করিবেন মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধৈর্য্যের সহিত এই সমস্ত চিন্তা করিয়া রাম ও বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাম সসৈন্যে ক্রমশঃ প্রকারের সন্নিহিত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, পুরীর চতুর্দিক রাক্ষসে পরিবৃত ও সুরক্ষিত। ঐ বীর ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কা নিরীক্ষণ পূর্বক জানকীর উদ্দেশে দীন মনে কহিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা আমারই জন্য দুঃখ সহিতেছেন। জানকী শোকা কুল এবং অনাহারে কৃশ; ভূমিশয্যাই তাঁহার আশ্রয়। রাম এই ভাবিয়া অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং বিলম্ব না করিয়া শত্রুবধে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অনন্তর বানরগণ যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রত্যেকে মনে করিল, সর্বাগ্রে আমিই যুদ্ধ করিব—আমিই গিরিশৃঙ্গ দ্বারা লঙ্কা চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং আমিই মুষ্টি প্রহারে সমস্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া দিব। এই ভাবিয়া বানরগণ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উত্তোলন ও বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক রণক্ষেত্রে দাঁড়াইল। ঐ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদে আরোহণ পূর্বক সৈন্যগণের ব্যূহবিভাগ

নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, বানরেরা তাঁহাকে তৃণ জ্ঞান করিয়া রামের প্রিয়োদ্দেশে দলে দলে, লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ সকল স্বর্ণকান্তি বানরের মুখ অরুণবর্ণ, উহারা প্রাণপণে রামের কার্য্যসাধনে উদ্যত। সকলে বৃক্ষ শিলা গ্রহণ পূর্বক লঙ্কার অভিমুখে যাইতে লাগিল; মুষ্টি প্রহার ও শিলাঘাতে উহার প্রাচীর ও তোরণ চূর্ণ করিতে লাগিল এবং প্রস্তর তৃণ কাষ্ঠ ও ধুলি দ্বারা স্বচ্ছ-সলিলবাহী পরিখা সকল পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন বীর সহস্র যূথের অধিপতি, কেহ কোটি যূথের এবং কেহ বা শত কোটি যূথের অধিনায়ক। ঐ সমস্ত মাতঙ্গাকার মহাবীরের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাসশৃঙ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন করিতে উদ্যত, কেহ কেহ বা প্রকারাভিমুখে মহাবেগে যাইতেছে, কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান, এবং কেহ কেহ বা বীরনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মহাবীর রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাজা সুগ্রীবের জয়; চতুর্দিকে কেবলই এই জয়ধ্বনি। বানরগণ জয় জয় রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাচীরের দিকে চলিল, বীরবাহু, সুবাহু, অনল ও পনস, ইহারা বহিঃপ্রাকার ভগ্ন করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইল।

পরে বানরগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাবল কুমুদ দশকোটি সৈন্য লইয়া পূর্বদ্বার অবরোধ করিলেন। বীর প্রসভ ও পনস বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহারই সাহায্যে প্রস্তুত রহিল। মহাবীর শতবলি বিংশতি কোটি সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দ্বার, তারাপিতা সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া

পশ্চিম দ্বার এবং মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব উত্তর দ্বার অবরোধ করিলেন। মহাকায় গোলাঙ্গূল ও ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের পার্শ্ববর্ত্তী হইল। শত্রুঘাতী ধুম্র ভীমকোপ কোটি ভল্লূকে পরিবৃত হইয়া রামের অপর পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মহাবীর্য্য বিভীষণ গদাহস্তে চারি জন সচিবের সহিত রামের সন্নিহিত হইলেন এবং গজ, গবাক্ষ, গয়, শরভ ও গন্ধমাদম এই কয়েকটী বীর সমস্ত বানরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সৈন্যগণকে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ, পাইবামাত্র সহসা তুমুল কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। চন্দ্রবৎ-পাণ্ডুরমুখ ভেরী সর্বত্র স্বর্ণদণ্ডভোগে আহত হইতে লাগিল। অসংখ্য শঙ্খ ভীম রাক্ষসগণের মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া ঘোররবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা শুকপক্ষিবৎ নীল-কলেবর, উহারা মুখসংলগ্ন শঙ্খে বক পংক্তিযুক্ত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং মহাপ্রলয়ের উচ্ছলিত সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে হৃষ্টমনে নির্গত হইল।

বানরসৈন্য ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে। উহাদের ভীম রবে মলয় পর্বত প্রতিধ্বনিত হইল। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিরব ও সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র নিনাদিত হইতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেসা, রথের ঘর্ঘর রব এবং রাক্ষসগণের পদশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব স্ব বলবীর্য্যের গর্ব প্রকাশ পূর্বক প্রদীপ্ত গদা এবং সুতীক্ষ্ণ শূল শক্তি ও পরশু দ্বারা বানরদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহাদিগকে গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ নখ ও দন্ত দ্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেবল সুগ্রীবের জয় এবং রাক্ষসগণের মধ্যে কেবল রাবণের জয়, চতুর্দিকে কেবলই এই জয় জয় শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উল্লেখ পূর্বক স্ব স্ব বীরখ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর এবং বানরগণ নিম্নে ভূপৃষ্ঠে, রাক্ষসেরা বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূল প্রহার করিতে লাগিল এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফ প্রদান পূর্বক উহাদিগকে বাহুবলে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রক্ত মাংসের কর্দমে পূর্ণ হইয়া গেল।

৪৩তম সর্গ

বানর ও রাক্ষস সৈন্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বর্ণনা

অনন্তর দুই পক্ষে সৈন্যদর্শনজাত দারুণ ক্রোধ জন্মিল। বীর রাক্ষসেরা স্বর্ণমণ্ডিত অশ্ব, অগ্নিশিখার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হস্তী ও সূর্য্যসঙ্কাশ রথ লইয়া দশ দিক প্রতিধ্বনিত করত নির্গত হইল। উহাদের সর্বাঙ্গে রুচির বর্ম এবং উহাদের কর্মও লোমহর্ষণ। উহারা প্রত্যেকেই রাবণের জয় কামনা করিতেছে। বানরসৈন্য জয়লাভার্থ উহাদিগের অভিমুখে

মহাবেগে চলিল। দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। অন্ধকার যেমন ভগবান ব্যোমকেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিল সেইরূপ মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্দ্ধর্ষ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত এবং হনূমান জম্বুমালির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ডকোপ বিভীষণ বেগবান শত্রুঘ্নের সহিত, মহাবীর গজ তপনের সহিত, তেজস্বী নীল নিকুম্ভের সহিত, সুগ্রীব প্রঘসের সহিত এবং লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্র ও যজ্ঞকোপ ইহারা রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ভীষণ তপন নলের সহিত, এবং বলবান সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষস ও বানরগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশজাল ঐ নদীর শাদ্বল এবং দেহ কাষ্ঠকাশি। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রপ্রহার করেন সেইরূপ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদা প্রহার করিলেন। অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ তন্নিক্ষিপ্ত গদা গ্রহণ পূর্বক তাহার স্বর্ণখচিত রথ অশ্ব ও সারথি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজঙ্ঘ সম্পাতিকে তিন শরে বিদ্ধ করিল। মহাবীর অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে বিনাশ করিলেন। রথারূঢ় জম্বুমালী ক্রোধভরে হনুমানের বক্ষে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর হনূমান তাঁহার রথে লম্ফপ্রদান পূর্বক চপেটাঘাতে রথ চূর্ণ এবং তাহাকেও বিনষ্ট করিলেন। প্রতপন সিংহনাদ

পূর্বক নলের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহাকে ক্ষিপ্রহস্তে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। নলও তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু উৎপাটন পূর্বক তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিলেন। তৎকালে মহাবীর প্রঘস যেন রণস্থলে বানরগণকে গ্রাস করিতেছিল, সুগ্রীব তাহাকে মহাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ প্রহার পূর্বক বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মণ ভীমদর্শন বিরূপক্ষকে শর নিকরে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্র ও যজ্ঞকোপ রামকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, রাম প্রদীপ্ত শরনিকরে ঐ চারিটি রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারে নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরবিমানের ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে পতিত হইল। সূর্য্য যেমন রশ্মিদ্বারা জলদজাল ভেদ করেন সেইরূপ নিকুম্ভ নীলাঞ্জনতুল্য নীলকে সুতীক্ষ শরে ভেদ করিতেছিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে নীলের প্রতি শত শর নিক্ষেপ পূর্বক হাস্য করিতে লাগিল। নীল রথচক্র দ্বারা সারথির সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি দ্বিবিদ রাক্ষসগণের সমক্ষে অশনিপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল। অশনিপ্রভও ঐ বানরকে বজ্রসঙ্কাশ শরে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শাল বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে রথ ও অশ্বের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বিদ্যুন্মালী স্বর্ণখচিত শর দ্বারা সুষেণকে প্রহার পূর্বক বারংকার সিংহনাদ করিতে লাগিল। সুষেণ, এক

প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ পূর্বক তাহার রথ চূর্ণ করিলেন। রথ চূর্ণ হইবামাত্র বিদ্যুন্মালী তৎক্ষণাৎ গদাগস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। সুষেণও অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ইত্যবসরে বিদ্যুন্মালী উহার বক্ষে গদা প্রহার করিল। সুষেণ ঐ ভীষণ গদাঘাত তুচ্ছ করিয়া নিঃশব্দে উহার বক্ষস্থলে শিলা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিদ্যুন্মালী শিলাখণ্ড দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণ হৃদয়ে সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। এইরূপে রাক্ষসেরা দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় ঐ সমস্ত বানরবীর দ্বারা যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। রণস্থল ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, শর, বিপর্য্যস্ত রথ, সাংগ্রামিক অশ্ব, নিহত হস্তী, ভগ্ন বিক্ষিপ্ত চক্র, অক্ষ, যুগ, দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসের খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল।

চতুর্দিকে শৃগালও কুক্কুর সকল ধাবমান; বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণ শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তৎকালে কেবল রাত্রিকাল অপেক্ষা করিতে লাগিল।

৪৪তম সর্গ

বানর ও রাক্ষসগণের নিশাযুদ্ধ, অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পরাজয়

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইল; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত। জাতবৈর জয়ার্থী বানর ও রাক্ষসের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দিকে ঘোরতর অন্ধকার, তুই বানর, তুই রাক্ষস, এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। মার্, বিদীর্ণ কর্, আয়, পলাস্ কেন, সৈন্যমধ্যে কেবলই এইরূপ তুমুল শব্দ। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণবর্ণ ও স্বর্ণকবচধারী; সুতরাং উহারা প্রদীপ্ত-ওষধি-যুক্ত পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ পূর্বক মহাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক স্বর্ণসজ্জিত অশ্ব ও ভুজঙ্গাকার ধ্বজদণ্ড তীক্ষ্ণ দন্তে খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল; হস্তী, হস্ত্যারোহী ও ধ্বজপতাকামণ্ডিত রথ আকর্ষণ ও দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণমধ্যে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে ক্ষুভিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণ ভুজঙ্গাকার শরে দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অশ্বক্ষুরোদ্ধূত রথচক্রসমুত্থিত ধূলি যোদ্ধাদিগের নেত্র ও কর্ণ রোধ করিয়া ফেলিল। ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও শঙ্খের ধ্বনি, রথচক্রের

ঘর্ষর রব, অশ্বের হ্রেষা, নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের শন শন শব্দ এবং, বানর ও রাক্ষসের কলরবে সর্বত্র একটা তুমুল হইয়া উঠিল। রণস্থলে কোথাও নিহত বানর, কোথাও পতিত পর্বতপ্রমাণ রাক্ষস এবং কোথাও বা শক্তি শূল ও পরশু; উহার সর্বত্র রক্তের কর্দম, উহা নিতান্ত দুর্জ্জেয় ও একান্ত দুর্নিবেশ। ফলত ঐ বীর ঘাতিনী ঘোরা রাত্রি তৎকালে কালরাত্রির ন্যায় একান্ত দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে রাক্ষসেরা অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক দুষ্ট মনে রামের অভিমুখে চলিল। উহারা ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহাদের ঘোর নিনাদ প্রলয়কালীন সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইল। রাম যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষমাত্রে প্রদীপ্ত ছয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমর্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। উহাদের কেবল প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট। মহারথ রাম জ্বলন্ত অগ্নিকল্প খরজালে তৎক্ষণাৎ দিক বিদিক নির্মল করিয়া দিলেন। সে সমস্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে ছিল তাহারা বহ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরে ঐ রাত্রি খদ্যোতচিত্রিত শারদীয় রজনীর ন্যায় অনুমিত হইল। যুদ্ধরাত্রি একেই ত ঘোর, তাহাতে রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ভেরীরবে আরও ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের কোলাহল চতুর্দিকে বর্দ্ধিত হইতেছে, তদ্দারা গহ্বরবহুল ত্রিকূট পর্বত

প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় গোলাঙ্গূলগণ বাহুবেষ্টনে রাক্ষসগণকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল, তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহা কষ্টে তথায় অন্তর্ধান করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ অঙ্গদের এই অদ্ভুত বীরকার্য্য নিরীক্ষণ পূর্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধপ্রভাব সকলেই জানিত, তাঁহার পরাজয়ে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর-বীরগণ অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। সে ব্রহ্মার বরে গর্বিত এবং মায়া প্রভাবে অদৃশ্য, তৎকালে বজ্রকল্প সুশাণিত শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে কূটযোধী, সে ঐ দুই ভ্রাতাকে ক্ষণকাল মধ্যে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সম্মুখ যুদ্ধে উহাঁদিগকে পরাভূত করা নিতান্ত দুষ্কর। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলপ্রয়োগ পূর্বক সর্বসমক্ষে উহাদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিল।

৪৫তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশে বদ্ধ হওন

অনন্তর রাম ইন্দ্রজিতকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সুষেণের দুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনূমান, সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ এই দশ জন যূথপতিকে আদেশ করিলেন। যূথপতিগণ রামের এই আদেশ পাইবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভীষণ বৃক্ষ উত্তোলন পূর্বক ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধানার্থ আকাশের চতুর্দিকে মহাবেগে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও দিব্যাস্ত্রজালে ঐ সমস্ত বানরের গতি বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যূথপতিগণ তন্নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় গাঢ় তিমিরে অদৃশ্য; তাঁহারা উহাঁকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে নাগাস্ত্রে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং ব্রণমুখ হইতে অনর্গল রুধির ধারা বহিতে লাগিল। উহারা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। ইত্যবসরে কজ্জলবৎ-কৃষ্ণকায় রক্ত প্রান্ত-নেত্র ইন্দ্রজিৎ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ তোমাদের কথা দূরে থাক, আমি যুদ্ধকালে যখন মায়াবলে তিরোহিত হই তখন সুররাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না; প্রাপ্ত হওয়া ত স্বতন্ত্র। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রশোভিত শরে

অতিমাত্র বিদ্ধ করিয়াছি, অতঃপর রোসভরে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রকাণ্ড শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক পুনর্বার ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উহাদের মর্মভেদ করিয়া পুনঃপুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, উহার নিমেষমধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না উহাদের সাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। উহাঁরা রজ্জুমুক্ত ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় কম্পিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। উহাঁদের দেহ হইতে বিলক্ষণ রক্তস্রাব হইতেছে, উহারা নাগপাশে নিতান্ত পীড়িত, বলিতে কি, তৎকালে উহাদের দেহে এক অঙ্গুলি স্থানও শরবিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট নাই। সর্ব প্রথমে রাম শরনিকরে বিদ্ধমর্ম হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের শর রুক্মপুঙ্খযুক্ত ও স্বচ্ছমুখ; উহা যখন যায় তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজালবৎ সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া যায়। রাম নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা আহত হইয়া জ্যাশূন্য কার্ম্মূক পরিত্যাগ পূর্বক বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মুষ্টি গ্রহণের আর সামর্থ্য রহিল না। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ প্রাণরক্ষার সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। কমললোচন রাম অন্যের শরণ্য, লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন।

বানরেরাও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইল, এবং রামকে বেষ্টন পূর্বক জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিল।

৪৬তম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রজিতের আস্ফালন, ইন্দ্রজিতের লঙ্কা প্রবেশ ও রাবণকে যুদ্ধ সম্বাদ অবগত করণ

বানরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতেছিল, রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ, ইত্যবসরে সুগ্রীব ও বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ ও হনূমান ইহাঁরাও শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের সর্বাঙ্গ শোণিতে লিপ্ত, নিশ্বাস মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাঁহারা শরশয্যায় স্তব্ধভাবে শয়ান, হীনবিক্রম ভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ দুই মহাবীর রক্তাক্ত দেহে হেমময় ধ্বজদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, যূথপতিগণ জল ধারাকুল লোচনে উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণ অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তৎকালে বানরেরা ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় মুহুর্ম্মুহু চতুর্দিক ও আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে প্রচ্ছন্ন, বানরেরা কিছুতেই তাহাকে দেখিতে পাইল না। মহাবীর বিভীষণ মায়া বিদ্যা জানিতেন। তিনিই কেবল মায়াভাবে তাঁহাকে সম্মুখস্থ দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজিতের বীরকার্য্য তুলনা রহিত

এবং যুদ্ধে কেহই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বিভীষণই কেবল অন্বেষণপ্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন পাইলেন।

অনন্তর তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া স্বীয় বীর-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেন এবং প্রীতমনে রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যাহারা খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে সেই দুই ব্যক্তি আমার শরে বিনষ্ট হইল। ইহারা এই নাগপাশ বন্ধন কিছুতেই ছেদন করিতে পারিবে না। সমস্ত ঋষি ও সুরাসুর সমবেত হইলেও আজ ইহাদের এই নাগপাশ হইতে মুক্তি নাই। আমার পিতা যে ভয়ে শোক ও চিন্তায় কাতর ছিলেন, তিনি যে ভয়ে শয্যা স্পর্শ না করিয়াই রাত্রিযাপন করিতেন, যে ভয়ে লঙ্কার সমস্ত লোক বর্ষানদীর ন্যায় অত্যন্ত আকুল ছিল, আজ আমি সেই মূলহর অনর্থ এক কালে নষ্ট করিলাম। এখন শত্রুগণের বলবিক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ যূথপতি বানরদিগকে লক্ষ্য করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি নীলের প্রতি নয় শর এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে এক শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া হনুমানের প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে গোলাঙ্গূলেশ্বর ও অঙ্গদের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ বীর অগ্নিশিখাকার শরে

বানরবীরগণকে এইরূপে ভেদ করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন এবং বানরগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অট্টহাস্যে রাক্ষসদিগকে কহিলেন, বীরগণ! ঐ দেখ, আমি রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগপাশে বন্ধন করিয়াছি। এখন উহারা হতচেতন ও নিশ্চেষ্ট।

তখন কূটযোধী রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ ও নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা উহাদিগকে বিনষ্ট বোধ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া মহা হর্ষে পুরপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রযুগল আকুল এবং মুখ অশ্রু জলে সিক্ত। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! ভীত হইও না, বাস্পবেগ সম্বরণ কর, যুদ্ধ প্রায়ই এই প্রণালীতে হইয়া থাকে, জয়লাভ কদাচই নিত্য ও নিয়ত হয় না। এক্ষণে যদি আমাদের অদৃষ্টবল থাকে ত এই দুই বীর এখনই মোহমুক্ত হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও।

বিভীষণ এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নেযুগল জল হস্তে মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। পরে এক গণ্ডূষ জল বিদ্যা বলে মন্ত্রপুত করিয়া তদ্দারা

তাঁহার দুইটি নেত্র প্রক্ষালন করিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মুখমার্জ্জন পূর্ব্বক প্রকৃত অবসরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! এখন শোকবেগ সংবরণ কর। এই সঙ্কটকালে অতিস্নেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তুমি এই কার্য্যনাশক চিত্তবৈকল্য দূর কর। রামের সম্মুখস্থ এই সমস্ত সৈন্য, ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছে, ইহাদের শুভচিন্তা করা তোমার আবশ্যক। অথবা যতক্ষণ রাম এইরূপ বিচেতন থাকিবেন তাবৎ তুমি ইহাঁকে রক্ষা কর। ইনি ও লক্ষ্মণ উভয়ে সংজ্ঞা লাভ করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। দেখ, এইরূপ অবস্থা ত রামের পক্ষে কিছুই নয়, লক্ষণ দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় ইনি কদাচ মরিবেন না। যে শ্রী মৃত লোকের দুর্লভ, ইহার সর্বশরীরে তাহা কিছুই পরিহীন হয় নাই। সুগ্রীব! শান্ত হও, এবং স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বস্ত কর। আমিও সমস্ত সৈন্যকে পুনরায় সুস্থির করিতেছি। ঐ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর কর্ণে কর্ণে কি বলাবলি করিতেছে। এক্ষণে ইহারা ভুক্তপূর্ব মাল্যের ন্যায় ভয় দূর করিয়া ফেলুক। বিভীষণ সুগ্রীবকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ছিন্ন ভিন্ন পলায়মান সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে লঙ্কা প্রবেশ করিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হইয়াছে।

রাবণ এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া যেরূপ নিষ্প্রভ ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন রাবণকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামের ভয় তাঁহার বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি হৃষ্টবাক্যে বারংবার ইন্দ্রজিৎকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

৪৭তম সর্গ

রাক্ষসীগণের প্রতি রাবণের আদেশ, জানকীকে লইয়া ত্রিজটার রণস্থলে আগমন

বানরগণ রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে। মহাবীর হনূমান, অঙ্গদ, নীল, কুমুদ, সুষেণ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু, ইহাঁরা যত্নের সহিত রামকে রক্ষা করিতেছেন। বহুসংখ্য সৈন্য বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক তথায় দণ্ডায়মান আছে। উহারা চতুর্দ্দিক ও আকাশ ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে এবং একটি মাত্র তৃণ নড়িলেও রাক্ষস বলিয়া অনুমান করিতেছে।

এদিকে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বিদায় করিয়া, হৃষ্টমনে সীতা রক্ষক রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। ত্রিজটা প্রভৃতি রক্ষীরা তাঁহার আদেশে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। রাবণ পুলকিত মনে উহাদিগকে কহিলেন,

রাক্ষসীগণ! তোমরা এক্ষণে জানকীরে গিয়া বল, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছেন। আর তাহারে একবার পুষ্পক রথে লইয়া রণস্থলে ঐ দুই জনকে দেখাইয়া আন। জানকী যাহার আশ্রয়গর্বে আমার প্রতি এতদিন বিমুখ হইয়া আছে, তাহার সেই ভর্তা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। এখন রামের আশা তাহার আর নাই এবং রামের শঙ্কাও তাহার আর নাই, এখন সে নিরুদ্বেগে সুবেশে আমার হইবে; আজ সে অগত্যা আমারই হইবে।

তখন রাক্ষসীগণ পুষ্পক রথ লইয়া অশোক বনবাসিনী সীতার নিকট গমন করিল। সীতা ভর্তৃশোকে পরাজিত; রাক্ষসীগণ তাঁহাকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্বক ধ্বজ পতাকাশোভিত লঙ্কায় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচার হইয়া উঠিল।

অনন্তর জানকী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য বিনষ্ট এবং রাক্ষসেরা একান্ত হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। দেখিলেন, বানরবীরেরা দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং রাম ও লক্ষণ অচৈতন্ম হইয়া শরশয্যায় পতিত আছেন। তাঁহাদের বর্ম ছিন্ন ভিন্ন; শবাসন বিক্ষিপ্ত এবং সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ। তৎকালে তাঁহারা যেন কেবল শরময় হইয়া আছেন। জানকী ঐ দুই পুণ্ডরীকলোচন বীরকে কুমারের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ান দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন

এবং উহাদিগকে ধূলিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া জল-ধারাকুললোচনে করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

৪৮তম সর্গ

জানকীর বিলাপ, ত্রিজটা কর্তৃক জানকীকে আশ্বাস প্রদান, ত্রিজটার সহিত জানকীর অশোকবনে প্রতিগমন

অনন্তর জানকী শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আমায় কহিতেন তুমি অবিধবা ও পুত্রবতী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন তুমি যজ্ঞশীল রাজার মহিষী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন তুমি বীর রাজগণের পত্নীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। কুলস্ত্রীর যে লক্ষণে রাজ্যেশ্বর স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হন, আমার কর চরণে সেই পদ্মচিহ্ন বিদ্যমান। দুর্ভাগা স্ত্রী যে সমস্ত দুর্লক্ষণে বিধবা হয়, বলিতে কি, আমার তাহা কিছুই নাই; কিন্তু সুলক্ষণ সত্বেও আজ আমার সকলই মিথ্যা হইল। সামুদ্রিক শাস্ত্রে কহে, যদি স্ত্রীলোকের করচরণে পদ্মচিহ্ন থাকে তবে তার ফল অব্যর্থ, কিন্তু রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত শাস্ত্র ও লক্ষণ মিথ্যা হইল। আমার কেশপাশ সূক্ষ্ম, সম ও নীল; ভ্রূযুগল পরস্পর বিশ্লিষ্ট; জঙ্ঘা রোমশূন্য ও গোলাকার; দন্তপংক্তি ঘন ও সংশ্লিষ্ট;

ললাট ঈষৎ উচ্চ; নেত্র, হস্ত পদ, গুল্ফ ও উরু সমপ্রমাণ; অঙ্গুলিদল স্নিগ্ধ সমমধ্য ও যবরেখায় অঙ্কিত; নখর গোলাকার, স্তনদ্বয় নিবিড় ও কঠিন, চূচুক নিমগ্ন; নাভি মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত; বক্ষ উচ্চ; বর্ণ মণিবৎ উজ্জ্বল। গাত্রলোম কোমল; এবং হাস্য মৃদুমন্দ; এই সমস্ত চিহ্নে স্ত্রীলক্ষণজ্ঞেরা আমায় সুলক্ষণা বলিত। জ্যোতিঃশাস্ত্র নিপুণ ব্রাহ্মণগণও কহিতেন, আমি রাজরাজেশ্বরের সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইব, এখন সে সমস্তই মিথ্যা হইল। হা! এই দুই ভ্রাতা জনস্থানের কন্টক দূর করিলেন, আমার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন এবং মহাসমুদ্র পার হইলেন; এই সমস্ত দুষ্করসাধন করিয়া পরিশেষে কি গোষ্পদে বিনষ্ট হইলেন! এই দুই বীর বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র অধিকার করিয়াছেন; ইহাঁরা সঙ্কটকালে সেই সকল অস্ত্র কেন স্মরণ করিলেন না। এই দুই বীর এই অনাথার নাথ, হা! ইন্দ্রজিৎ কেবল মায়াবলে অদৃশ্য হইয়াই ইহাঁদিগকে বিনাশ করিয়াছে। শত্রু যদি মনোবৎ বেগগামী হয় তথাচ রামের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ লইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। কালের পক্ষে অতিভার কিছুই নাই, কৃতান্ত একান্ত দুর্নিবার, নচেৎ রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ বিনষ্ট হইতেন না। এক্ষণে আমি ইহাঁদের জন্য শোকাকুল নহি, জননীর জন্যও শোক করি না, কেবল শ্বশ্রুর জন্যই আমার দুঃখ। তিনি কেবলই ভাবিতেছেন, হা! কবে আমি জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিতে পাইব।

তখন রাক্ষসী ত্রিজটা জানকীরে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, দেবি! তুমি বিষণ্ন হইও না, তোমার ভর্তা রাম জীবিত আছেন, আমি যে জন্য এইরূপ কহিতেছি তাহার উপযুক্ত কারণ শুন। ঐ দেখ, যোদ্ধাদিগের মুখ কোপাকুলিত ও হর্ষে একান্ত উৎসুক। যদি অধিনায়ক রাম বিনষ্ট হইতেন তাহা হইলে উহাদের ঐরূপ ভাব কদাচই দৃষ্ট হইত না এবং এই দিব্যবিমান পুষ্পকও তোমাকে ধারণ করিত না। আমি প্রীতি পূর্বক তোমাকে কহিতেছি, রাম বিনষ্ট হইলে বানরসৈন্য এইরূপ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিত না। ইহারা এতক্ষণে কর্ণধারশূন্য নৌকার ন্যায় নিরুৎসাহে ভ্রমণ করিত। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও; আমি সুখকর অনুমানে বুঝিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন নাই। দেবি! তুমি চরিত্র গুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। আমি পূর্বে তোমায় কখন মিথ্যা প্রবোধ দেই নাই, এখনও দিতেছি না; বলিতে কি, সুরাসুর ইন্দ্রও ঐ দুই বীরকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহেন। আমি তাঁহাদের তাদৃশ আকার দৃষ্টেই তোমায় এইরূপ কহিলাম। জানকি! এইটিই আশ্চর্য্য যে ইহার নাগপাশে হতচৈতন্য হইয়া নিপতিত আছেন কিন্তু ইহাঁদিগের শ্রীসৌন্দর্য্য কিছুমাত্র পরিহীন হয় নাই। যাহার প্রাণ নষ্ট হয় তাহার মুখ নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগের জন্য আর শোক করিও না এবং দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর।

তখন সুরকন্যারূপিণী জানকী ত্রিজটার এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সখি! তুমি যেরূপ কহিতেছ এক্ষণে তাহাই সত্য হউক।

অনন্তর জানকী মনোবৎ বেগগামী বিমান প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক ত্রিজটার সহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোক বনে লইয়া গেল। জানকী ঐ বৃক্ষবহুল রাক্ষসরাজের বিহার-ভূমি অশোক বনে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন।

৪৯তম সর্গ

রামের বিলাপ, বানরগণের ভয়

রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর নাগপাশে বদ্ধ; উহাঁরা শোণিত লিপ্ত দেহে শয়ান হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ শোকাকুল মনে ঐ দুই ভ্রাতাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ইত্যবসরে মহাবীর রাম যদিও নাগ পাশে দৃঢ়তর বদ্ধ, তথাচ দৈহিক দৃঢ়তা ও বলের আতিশয্য হেতু শীঘ্রই সচেতন হইলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দীন বদনে শয়ান দেখিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! আজ যখন বীর লক্ষ্মণকে পরাজিত ও ভূতলে পতিত দেখিলাম তখন আমার জানকীলাভে কাজ কি এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি এই মর্ত্যলোক অনুসন্ধান করিলে জানকীর তুল্য নারী অবশ্যই পাইতে পারি কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য

ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আর পাইব না। এক্ষণে যদি ইনি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমিও সর্বসমক্ষে দেহপাত করিব। হা! আমি কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও পুত্রদর্শনার্থিনী সুমিত্রাকে কি বলিব। আমি যদি লক্ষ্মণ ব্যতীত অযোধ্যায় যাই তবে সেই বিবৎসা শোকে কুররীবৎ কম্পমানা সুমিত্রাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব এবং ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা কিরূপে এই কথা বলিব লক্ষ্মণ অরণ্যবাসে আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন এক্ষণে আমি তদ্ব্যতীত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বলিতে কি, সুমিত্রা যখন এই উপলক্ষে আমায় ভৎসনা করিবেন আমি তাহা কদাচ সহ্য করিতে পারি না; অতএব এই স্থানে দেহপাত করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প। হা! আজ কেবল আমারই জন্য বীর লক্ষ্মণ শরশয্যায় মৃতবৎ পতিত আছেন, আমি অত্যন্ত কুকর্মান্বিত ও নীচ, আমাকে ধিক্। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি শোক দুঃখের সময় আমাকে প্রবোধ দিতে, কিন্তু আজ আমি কাতর হইয়াছি, তুমি মৃতকল্প ও পতিত আছ বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতে পারিতেছ না। বীর! যথায় তুমি স্বহস্তে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনষ্ট করিলে আজ স্বয়ংই সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছ? তোমার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, তুমি শরাচ্ছন্ন ও শরশয্যায় শয়ান, এই জন্য অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছ! তুমি মর্মে মর্মে শরবিদ্ধ, তন্নিবন্ধন নীরব হইয়া আছ, কিন্তু তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগে প্রহরপীড়া ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অরণ্যবাসে আমার তনুগামী হইয়াছিলে আজ আমি ও যমালয়ে তোমার অনুসরণ

করিব! তুমি স্বজনবৎসল এবং আমারই নিত্য অনুগত; এক্ষণে কেবল এই অনার্য্য নীচেরই দুর্নীতি নিবন্ধন তোমায় এই দশা সহিতে হইল। বীর! তুমি অতিক্রোধেও যে আমায় কখন কটুক্তি করিয়াছ ইহা মনে হয় না। তোমার বিক্রম অসাধারণ; তুমি এক বেগে পাঁচশত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক সুতরাং কার্তবীর্য্য অপেক্ষাও তোমার বলবীর্য্য অধিক। হা! যিনি শরজালে সুররাজেরও শরবেগ বারণ করিতে পারেন সেই উৎকৃষ্ট-শয্যাশায়ী আজ মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। আমি যে বিভীষণকে রাক্ষসগণের অধিরাজ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে এই মিথ্যা-প্রলাপ, নিশ্চয়ই আমায় দগ্ধ করিবে। সুগ্রীব! আমি শোকাকুল বলিয়া তুমি দুর্বলপক্ষ হইয়াছ, এক্ষণে রাবণের হস্তে নিশ্চয় পরাভূত হইবে অতএব এই মুহূর্তেই প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদ নীল নল এবং সোপকরণ সমস্ত সৈন্য লইয়া সাগর পার হইয়া যাও। তুমি অতি দুষ্করসাধন করিয়াছ। ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গূলেশ্বর, অঙ্গদ, মৈন্দ, ও দ্বিবিদ ইহাঁরা অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। মহাবীর কেশরী, সম্পাতি, গয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ ও অন্যান্য বানরও প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য্য অবশ্যই আমার পরিতোষের হইয়াছে কিন্তু মনুষ্য কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি আমার মিত্র ও ধর্মভীরু, এক্ষণে তোমার যতদূর সাধ্য তুমি তাহা করিলে কিন্তু তাহা

আমারই ভাগ্যদোষে বিফল হইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য্য করিয়াছ এক্ষণে আমি কহিতেছি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন বানরগণ রামের এই কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্বক অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ঐ সময় বিভীষণ সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া গদাহস্তে শীঘ্র রামের নিকট আসিতে ছিলেন। বানরগণ ঐ কৃষ্ণকায় মহাবীরকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎবোধে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

৫০তম সর্গ

গরুড়ের আগমন, রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ মোচন, বানরগণের আনন্দ ও সিংহনাদ

তখন সুগ্রীব কহিলেন, দেখ, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে নৌকা যেমন অস্থির হইয়া থাকে সেইরূপ এই সৈন্য সহসা কি জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

অঙ্গদ কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া শয়ান আছেন।

সুগ্রীব কহিলেন, না, অপর কোন নিগুঢ় কারণ থাকিবে, বোধ হয় ভয়ই কারণ। ঐ দেখ, সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক ভয়-বিস্ফারিত লোচনে বিষণ্ন বদনে পলায়ন করিতেছে। উহারা এই ভীরুজনোচিত কার্য্যে কিছুতেই লজ্জিত নহে, কেহই পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না,

পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলে পতিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

ইত্যবসরে বিভীষণ আগমন পূর্বক সুগ্রীব ও রামকে জয়াশীর্বাদ করিলেন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব বানরভীষণ বিভীষণকে নিরীক্ষণ করিয়া জাম্ববানকে কহিলেন, মহাত্মা বিভীষণ উপস্থিত, বানরেরা ইহাঁকে দেখিয়াই ইন্দ্রজিৎ আশঙ্কা করিয়াছিল এবং সেই জন্যই সভয়ে মহাবেগে পলায়ণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহাদিগকে সুস্থির কর, বল, ধর্মাত্মা বিভীষণ উপস্থিত।

তখন জাম্ববান আশ্বাস বাক্যে বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বানরেরা বিভীষণকে নিরীক্ষণ পূর্বক নির্ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং জলার্দ্র হস্তে উহাদের নেত্রযুগল মার্জ্জনা করিয়া শোকাকুল মনে সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, হা! এই দুই বীর মহাবল ও যুদ্ধপ্রিয়, রাক্ষসেরা কেবল কুট যুদ্ধে ইহাঁদিগকে এইরূপ শোচনীয় দশায় ফেলিয়াছে। ইহাঁরা ধর্মযুদ্ধে রত, কিন্তু আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অতি কুসন্তান। সে কুটিল রাক্ষসী বুদ্ধি প্রভাবে ইহাঁদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। ইহাঁরা শরবিদ্ধ ও শোণিত লিপ্ত, এক্ষণে ধরাতলে শয়ন পূর্বক কণ্টকাকীর্ণ শল্বকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বাহুবলে রাজ্যপদ কামনা করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বলিতে কি আজ আমার জীবন্মৃত্যু,

রাজ্যকামনা দূর হইল এবং পরম শত্রু রাবণেরও জানকীর অপরিহার-সঙ্কল্প পূর্ণ হইল।

তখন সুগ্রীব বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ধর্মশীল! তুমি নিশ্চয়ই লঙ্কা অধিকার করিবে। সপুত্র রাবণ কদাচই পূর্ণকাম হইবে না। এই দুই ভ্রাতা গরুড়ের উপাসক, ইহাঁরা অবিলম্বেই বীতমোহ হইবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিবেন।

সুগ্রীব বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান পূর্বক পার্শ্বস্থ শশুর সুষেণকে কহিলেন, আর্য্য! যাবৎ রাম ও লক্ষ্মণ অচেতন থাকেন তাবৎ তুমি ইহাদিগকে লইয়া অন্যান্য বানরের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন কর। এই অবসরে আমি স্বয়ংই রাবণকে পুত্রমিত্রের সহিত বিনাশ করিব এবং ইন্দ্র যেমন পরহস্তগত দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই রূপ জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন সুষেণ কহিলেন, বৎস! আমি পূর্বকালে দেবাসুর সংগ্রাম দেখিয়াছি। ঐ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদ দানবের মহাবীর সুরগণকে দানবী মায়ায় মোহিত করিয়া বিনাশ করে। সুর গুরু বৃহস্পতি মন্ত্রাত্মক বিদ্যা ও ঔষধিপ্রভাবে ঐ সমস্ত পীড়িত হতজ্ঞান ও বিনষ্ট দেবতাকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই ঔষধির জন্য মহাবেগে ক্ষীরোদ সাগরে যাত্রা করুন। ঐ ঔষধির নাম বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী, উহা দেবনির্মিত ও পার্বত্য, উহা বানরগণের অপরিচিত নহে।

যে স্থানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল সেই ক্ষীরোদ সমুদে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দেবনির্মিত দুইটি পর্বত আছে। তথায় ঐ ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে এই পবননন্দন হনূমানই সেই স্থানে যাত্রা করুন।

ইত্যবসরে সহসা নভোমণ্ডলে মেঘ উত্থিত হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল এবং বায়ু প্রবলবেগে সমুদ্রকে ভিত ও পর্বত সকল কম্পিত করিয়া তুলিল। দ্বীপসমূহের অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল প্রবল পক্ষপাতে চূর্ণ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় অজরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ মুহূর্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মহাবল গরুড়কে দেখিতে পাইল। বিহগরাজ গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র যে সমস্ত ভীমবল সর্প শররূপী হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করে তৎসমুদায় পলায়ন করিল। তখন গরুড় ঐ দুই মহাবীরকে অভিনন্দন পূর্বক উহাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া উহাঁদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শ মাত্র উহাঁদের ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্রীলাবণ্যে শোভিত ও স্নিগ্ধ হইল এবং তেজ বলবীর্য্য, কান্তি, উৎসাহ, বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর গরুড় ঐ দুই ইন্দ্রতুল্য মহাবীরকে উত্থাপন পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাম হৃষ্টমনে তাঁহাকে কহিলেন, বীর! আমরা তোমার

প্রসাদে ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ বল পাইলাম। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখিলে যেরূপ হয় আজ সেইরূপ তোমাকে পাইয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইতেছে। তুমি সুরূপ, তোমার সর্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য; তুমি দিব্য আভরণ ও নির্মল বস্ত্রে অপূর্ব শোভা পাইতেছ। এক্ষণে বল তুমি কে?

তখন গরুড় হর্ষোৎফুল্ললোচনে রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমি তোমার সখা ও বহিশ্চর প্রিয়তর প্রাণ। আমার নাম গরুড়। আমি এই সঙ্কটে তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াভাবে তোমাদিগকে যে দারুণ শরে বন্ধন করিয়াছে মহাবীর্য্য অসুর, বানর অথবা ইন্দ্রাদি দেবগন্ধর্ব, যে কেহ হউন না, ইহা হইতে মুক্ত করা কাহারই সাধ্য নয়। এই সমস্ত নাগ তীক্ষ্ণদশন ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজিতের একান্ত আশ্রিত এবং তাহারই মায়ায় শররূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। রাম! তুমি ও সমর বিজয়ী লক্ষ্মণ তোমাদের বিলক্ষণ ভাগ্যবল। আমি এই বন্ধন সংবাদ পাইবামাত্র স্নেহসুত্রে শীঘ্রই তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং স্নেহনিবন্ধনই তোমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা নিরন্তর সাবধানে থাকিও। রাক্ষসেরা স্বভাবতই কুটযোদ্ধা, আর অকুটিল ভাবই তোমাদের বল, তোমরা যার পর নাই অমায়িক। অতএব রণস্থলে রাক্ষসগণকে কিছুতেই বিশ্বাস করিও না।

উহারা যে অত্যন্ত কুটিল, এক এই ইন্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে তাহা অনুমান করিয়া লও।

মহাবল গরুড় এই বলিয়া রামকে আলিঙ্গন পূর্বক সস্নেহে পুনর্বার কহিলেন, রাম! তুমি ধর্মজ্ঞ, শত্রুর প্রতিও তোমার বাৎসল্য, এক্ষণে অনুমতি কর আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমার সহিত যে কি সূত্রে তোমার সখ্যতা তুমি তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হইও না। যখন লঙ্কাসমর জয় করিয়া প্রতিগমন করিবে তখনই ইহা সম্যক জানিতে পারিবে। বীর! অতঃপর তোমার শরে এই লঙ্কায় বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং তুমি অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিবে।

বিহগরাজ গরুড় এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন পূর্বক বায়ুবেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। তখন যূথপতি বানরের রাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া ঘন ঘন লাঙ্গূল কম্পন পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীনাদ উত্থিত হইল, মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল এবং অনেকে হৃষ্ট মনে শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর বানরগণ বাহ্বাস্ফোটন ও বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক দলে দলে দাঁড়াইল এবং অনেকে ঘোরতর গর্জ্জন সহকারে রাক্ষসগণকে চকিত ও ভীত করিয়া সংগ্রামার্থ লঙ্কাদ্বারে চলিল। বর্ষা-রজনীতে মেঘ গর্জ্জন যেমন গম্ভীর ও ভীষণ হয় তৎকালে বানরগণের সিংহনাদ তদ্রূপই বোধ হইতে লাগিল।

৫১তম সর্গ

বানরগণের গর্জ্জনে রাবণের আশঙ্কা, রাবণ কর্তৃক বানরগণের হর্ষের কারণ নির্ণয়, ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে প্রেরণ ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ যাত্রা

এদিকে রাবণ বানরগণের স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনধ্বনি শুনিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, যখন বানরগণের মেঘগর্জ্জনবৎ বীরনাদ শুনা যাইতেছে তখন ইহাদের নিশ্চয়ই হর্ষ উপস্থিত। দেখ, ইহাদেরই এই সিংহনাদে সমুদ্র অতিমাত্র ভিত হইতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ আছে তথাচ বানরগণের ঘন ঘন সিংহনাদ, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মিতেছে।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সমীপবর্তী রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, সঙ্কটকালে বানরেরা কি জন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে।

তখন রাক্ষসের রাবণের আজ্ঞামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া নির্গত হইল এবং প্রাকারে আরোহণ পূর্বক দেখিল, কপিরাজ সুগ্রীব বানরসৈন্যরক্ষায় নিযুক্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ ভীষণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও উত্থিত। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা যার পর নাই বিষণ্ন হইল, উহাদের মুখকান্তি মলিন ও দীন হইয়া গেল। অনন্তর উহারা ভীতমনে প্রকার হইতে অবরোহণ পূর্বক রাবণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্বক নিশ্চেষ্ট ও অসাড় করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া

দেখিলাম সেই দুই গজেন্দ্রবিক্রম বীর হস্তী যেমন বন্ধনমুক্ত হয় সেইরূপ সর্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে।

রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ দুষ্কর তপশ্চর্য্যা দ্বারা যে শর অধিকার করেন তাহা সর্পসদৃশ সূর্য্যসঙ্কাশ ও অমোঘ। তিনি সেই শরে আমার দুই শত্রুকে বন্ধন করিয়া আইসেন। এক্ষণে যদি বস্তুতই তাহারা সেই শরবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে তবে ত দেখিতেছি আমার সমস্ত সৈন্যেরই সংশয়-দশা উপস্থিত। যে শর অমোঘ তাহাও কি নিষ্ফল হইয়া গেল।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই বলিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং ধূম্রাক্ষকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্য শীঘ্রই নির্গত হও।

অনন্তর মহাবীর ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, 'আমি যুদ্ধযাত্রা করিব, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আন।

তখন সেনাপতি, মহাবীর ধূম্রাক্ষের আদেশে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের নির্দেশে শীঘ্রই সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। ঘোররূপ রাক্ষসেরা

হৃষ্টমনে সিংহনাদ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিল। উহারা মহাবল পরাক্রান্ত, উহাদের কটিতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে, হস্তে বিবিধ আয়ুধ। ঐ সমস্ত বীরসৈন্য শূল, মুদ্গার, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুসল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু ধারণ পূর্ব্বক জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সহকারে নির্গত হইল। কেহ বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক ধ্বজদণ্ডশোভিত মুক্তামণিখচিত রথে আরোহণ করিল, কেহ স্বর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দ্দভে উঠিল, কেহ বেগগামী অশ্বে কেহবা মদমত্ত হস্তিপৃষ্ঠে চলিল। এইরূপে রাক্ষস সৈন্যগণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় দলে দলে নির্গত হইতে লাগিল। মহাবীর ধূম্রাক্ষ সুসজ্জিত এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দ্দভে যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঘর রবে নির্গত হইলেন এবং যে স্থানে হনূমান হাস্যমুখে দণ্ডায়মান আছেন সেই পশ্চিম দ্বারে মহাবেগে চলিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষচর পক্ষিগণ ঐ ভীমদর্শন রাক্ষসকে নির্গত দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিল এবং উহার রথচূড়ায় একটি ভীষণ গৃধ নিপতিত হইল। পরে অন্যান্য শবভোজী পক্ষী রথের ধ্বজাগ্রে পতিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড কবন্ধ রুধিরে লিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িল। পর্জ্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবী কম্পিত হইল, বায়ু বজ্রবেগে প্রতিস্রোতে বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তখন ধূম্রাক্ষ এই সমস্ত ভীষণ উৎপাত দর্শন করিয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অগ্রবর্ত্তী বীরেরাও বিমোহিত হইল।

অনন্তর ঐ মহাবীর সংগ্রামস্পৃহায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য রামের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

৫২তম সর্গ

বানর সৈন্যের সহিত ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ, হনূমান কর্তৃক ধূম্রাক্ষ বধ

তখন বানরগণ ভীমবিক্রম ধূম্রাক্ষকে নির্গত দেখিয়া যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত; পরস্পর পরস্পরকে বৃক্ষ এবং শূল ও মুদ্‌গর প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণকে ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল এবং বানরেরাও রাক্ষসগণকে বৃক্ষাঘাতে সমভূম করিয়া ফেলিল। তখন রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সরলগামী শাণিত শরে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। কেহ ভীষণ গদা, কেহ পট্টিশ, কেহ কুটমুদ্‌গর, কেহ ঘোর পরিঘ এবং কেহবা বিচিত্র ত্রিশূল প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবল বানরের ক্রোধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল, এবং নির্ভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। উহাদের সর্বাঙ্গ শূল ও শরে ছিন্ন ভিন্ন, উহারা বৃক্ষ ও শিলা লইয়া ভীমবেগে লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং স্ব স্ব নাম গ্রহণ পূর্বক রাক্ষসগণকে মন্থন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল অতিশয় তুমুল হইয়া উঠিল। নির্ভীক বানরেরা প্রকাণ্ড শিলা ও শাখাবহুল বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা অনবরত

রক্তবমন করিতে লাগিল। কাহারও পার্শ্ব ছিন্ন, কেহ দন্তাঘাতে খণ্ডিত, কেহ শিলাপ্রহারে চূর্ণ এবং অনেকে বৃক্ষ দ্বারা নিহত ও রাশীকৃত হইল। কেহ ভগ্ন ধ্বজদণ্ড, কেহ হস্তলিত খড়্গা এবং রথ দ্বারা বিনষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল মৃত পর্বতাকার হস্তী, বানরনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ, ছিন্নভিন্ন অশ্ব ও অশ্বারোহিগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ভীমবিক্রম বানরেরা মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্বক রাক্ষসগণের মুখ ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ নখে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের মুখ বিষণ্ন, কেশ বিকীর্ণ। উহারা শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বানরগণকে বজ্রবৎবেগে চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বানরেরাও উহাদিগকে মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মুষ্টি প্রহার পদাঘাত, দংশন ও বৃক্ষ দ্বারা উহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

তখন মহাবীর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগকে পলাইতে দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর প্রাস অস্ত্রে আহত ও রুধির ধারায় সিক্ত হইল। কেহ মুদ্গর প্রহারে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। কেহ পরিঘ, কেহ ভিন্দিপাল ও কেহবা পট্টিশ দ্বারা বিবশ ও বিনষ্ট হইল। অনেকে রোষাবিষ্ট রাক্ষসদিগের ভয়ে দ্রুতপদে পলাইতে আরম্ভ করিল। কাহারও হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়াছে সে এক পার্শ্বে শয়ান, কেহ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছে, কাহারও অন্ত্রনাড়ী নির্গত। এইরূপে ঐ কপিরাক্ষসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। তৎকালে

রণস্থলে যুদ্ধরূপ সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন হইতে লাগিল; শরাসনের জ্যা ঐ সঙ্গীতের মধুর বীণা, হন্যমান সৈন্যগণের কণ্ঠনলী-নিঃসৃত হিক্কা তাল, এবং মন্দ নামক মাতঙ্গগণের বৃংহিত রবই সঙ্গীত। মহাবীর ধূম্রাক্ষ অবলীলাক্রমে বানরগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হনূমান ধূম্রাক্ষের শরজালে বানরগণকে নিপীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্বক ক্রোধভরে উহার সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরক্ত। তিনি বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। ঐ মহাবীর উদ্যত শিলাখণ্ড ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক গদা উদ্যত করিয়া ভূতলেদণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উহার চক্র, কুবর, ধ্বজ ও কোদণ্ডের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হনূমান শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক রাক্ষসগণকে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা চূর্ণ মস্তক ও রক্তাক্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনূমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহনাদ পূর্বক গদাহস্তে উহার অভিমুখে গমন করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার মস্তকে ঐ কণ্টকাকীর্ণ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন হনূমান শৈলশৃঙ্গ দ্বারা ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধূম্রাক্ষ সর্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া

বিক্ষিপ্ত পর্বতবৎ সহসা ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতি মাত্র ভীত হইয়া মহাবেগে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

এইরূপে মহাবীর হনূমান শক্রসংহার ও রক্ত নদী বিস্তার পূর্বক অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বানরেরাও তাহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

৫৩তম সর্গ

বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ যাত্রা, বানরসৈন্যগণের সহিত বজ্র দংষ্ট্রের যুদ্ধ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর ধূম্রাক্ষের বধসংবাদে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদংষ্ট্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শক্র রামের বিনাশসাধন করিয়া আইস।

মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র রাবণের নির্দেশে অবিলম্বেই নির্গত হইলেন। উহার সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকাশোভিত অসংখ্য হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও গর্দভ চলিল। বীর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ূর ও কিরীটে অলঙ্কৃত; তাঁহার সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট বর্ম। তিনি পতাকাশোভিত তপ্তকাঞ্চনখচিত রথ প্রদক্ষিণ পূর্বক শরসনহস্তে আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ ঋষ্টি, তোমর, চিক্কণ মুসল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা ও শাণিত পরশু গ্রহণ

পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে নির্গত হইল। রাক্ষসগণ বিচিত্র বস্ত্রধারী ও উজ্জ্বলবেশ; মদমত্ত মাতঙ্গের গমনকালে জঙ্গম পর্বতবৎ শোভা ধারণ করিল। ঐ সমস্ত হস্তীর পৃষ্ঠে সমরনিপুণ তোমর ও অঙ্কুশধারী মহাবীর চলিয়াছে। সুলক্ষণাক্রান্ত মহাবল অশ্বে বহুসংখ্য বীর যুদ্ধবেশে যাইতেছে। তখন ঐ রাক্ষসসৈন্য বর্ষাকালে বিদ্যুদ্দামশোভিত গর্জ্জনশীল জলদের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যেস্থানে মহাবীর অঙ্গদ দণ্ডায়মান রাক্ষসেরা সেই দক্ষিণ দ্বারে যাইতে লাগিল। উহাদের যাত্রা কালে পথিমধ্যে নানারূপ অশুভ উপস্থিত। মেঘশূন্য রুক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদার পূর্বক চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভয়ঙ্কর মৃগেরা রাক্ষসনিধন অভিব্যক্ত করিতে লাগিল। যোদ্ধৃগণস্থলিত পদে নিদারুণরূপে পতিত হইল। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত উৎপাত চিহ্ন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ও যুদ্ধোৎসাহে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরেরাও রাক্ষসদিগকে আগমন করিতে দৈখিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত সিংহনাদ আরম্ভ করিল।

অনন্তর ভীমরূপ বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর সংহারার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমরোৎসাহী বীরেরা রুধির-ধারায় স্নাত হইয়া ছিন্ন দেহে ছিন্ন মস্তকে রণস্থলে পতিত হইতে লাগিল। অর্গলবৎ ভুজদণ্ড-যুক্ত যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ কোন কোন বীর প্রতিপক্ষীয় বীরগণের প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণস্থলে কেবলই বৃক্ষ শিলা ও

শস্ত্রের হৃদয়বিদারক ঘোরতর শব্দ, রথের ঘর্ঘর রব, কামুকের টঙ্কার এবং শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বীর অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে চপেটাঘাত পদাঘাত মুষ্টি প্রহার বৃক্ষ প্রহার ও জানুতাড়ন দ্বারা চূর্ণ ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস সমর-মদ-মত্ত বানরগণের শিলাঘাতে পিষ্টপেশিত হইয়া গেল।

তদৃষ্টে মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র ভয়প্রদর্শন পূর্বক লোকসংহার প্রবৃত্ত পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, এবং সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন ধৃষ্ট হনূমান সংবর্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ রোষে আরক্তলোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন পূর্বক সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে সেইরূপ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমবল রাক্ষসসৈন্য চূর্ণমস্তক হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তখন রণভূমি রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব ও উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মৃত দেহে এবং রুধির প্রবাহে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। উহার ইতস্ততঃ হার কেয়ূর বস্ত্র ও ছত্র নিপতিত, তৎকালে উহা শারদীয় রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাক্ষসেরা অঙ্গদের বাহুবেগে পবনকম্পিত মেঘের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল।

৫৪তম সর্গ

যুদ্ধ বর্ণন, অঙ্গদ কর্তৃক বজ্রদংষ্ট্র বধ

তখন মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসসৈন্যের বিনাশ ও অঙ্গদের বল প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বজ্রকল্প শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক বানরগণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথারূঢ় প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরেরাও অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বীর বানরগণ চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসের উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, মত্তমাতঙ্গতুল্য বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও বৃক্ষ, মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। কাহারও মস্তক অভগ্ন কিন্তু হস্ত পদ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গ শরপীড়িত ও শোণিতে সিক্ত। দুই পক্ষে বহুসংখ্য বীর রণশায়ী হইতে লাগিল। কাক কঙ্ক গৃধ্র ও শৃগালেরা আসিয়া উহাদের মৃতদেহোপরি নিপতিত হইল এবং ভীরু জনের ভয়জনক কবন্ধগণ অনবরত উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বৃক্ষ ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে মহাপ্রতাপ বজ্রদংষ্ট্র রোষারুণ নেত্রে ভয় প্রদর্শন পূর্বক বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কঙ্কপত্রখচিত সরলগামী একমাত্র শরে এক কালে বহুসংখ্য বানরবীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ

বজ্রদংষ্ট্রের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যেমন প্রজারা ধাবমান হয় সেইরূপ অঙ্গদের নিকট সভয়ে মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন অঙ্গদ বানরগণকে ভীত ও সমরে পারাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধভরে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও তাহাকে ঘনঘন রুক্ষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুই মহাবীরের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁরা রণস্থলে মত্ত মাতঙ্গবৎ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখাকার শরে অঙ্গদের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। অঙ্গদের সর্বাঙ্গ শোণিতে সিক্ত হইয়া গেল, তিনি বজ্রদংষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও অবলীলাক্রমে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের এই বীরকার্য্য নিরীক্ষা পূর্বক ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহার প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ ও গদাগ্রহণ পূর্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইল। অঙ্গদনিক্ষিপ্ত শিলাও অশ্ব চক্র ও কুবরের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মহাবীর অঙ্গদ অন্য এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ঐ বৃক্ষ প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, উহার মুখ দিয়া অনবরত রক্তবমন হইতে লাগিল। সে গদা আলিঙ্গন পূর্বক বিমোহিত হইয়া ঘনঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর সংজ্ঞা লাভ পূর্বক ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত করিল।

অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাঁরা পরস্পরের মুষ্টি প্রহারে অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই প্রহারজনিত বিলক্ষণ শ্রান্তি উপস্থিত। উহাঁরা রণস্থলে শুক্র ও বুধের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পরে ঐ দুই মহাবীর ঋষভচর্মনির্মিত ফলক এবং কিঙ্কিণীজালজড়িত নিষ্কোসিত অসি গ্রহণ পূর্বক বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভার্থী হইয়া সিংহনাদ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সর্বাঙ্গ খড়গাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। উহারা ব্রণমুখনির্গত রুধিরে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং উভয়েই জানুসঙ্কোচ পূর্বক বীরাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নিমেষমাত্রে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় জ্বলন্ত নেত্রে উত্থিত হইলেন এবং সুশাণিত খড়্গ দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল এবং নেত্র উদ্বর্তিত হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেরা বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে অত্যন্ত ভীত হইল। এবং বানরগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া লজ্জাবনত মুখে দীন ভাবে লঙ্কার দিকে ধাবমান হইল।

মহাবীর অঙ্গদ শত্রুবিনাশ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সুররাজ যেমন সুরগণে পরিবৃত হন সেইরূপ তিনি বানরগণে বেষ্টিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন।

৫৫তম সর্গ

অকম্পনের যুদ্ধ যাত্রা, বানরগণের বীরত্ব প্রকাশ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশসংবাদে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ সর্বাবিৎ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক। এই অকম্পন শত্রুদমনে সুনিপুণ; ইনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং যুদ্ধের অধিনায়ক। যে কার্য্যে আমার শুভসাধন হয় ইনি প্রাণপণে তাহাই ইচ্ছা করেন। যুদ্ধে ইহার অত্যন্ত উৎসাহ; এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়া আসিবেন।

অনন্তর প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিলেন। ভীমদর্শন ভীমলোচন সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক নির্গত হইল। মহাবীর অকম্পন জলদকায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর; সুরগণও তাহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেন না। ঐ মহাবীর তপ্তকাঞ্চনখচিত রথ আরোহণ পূর্বক রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ঐ সময় সহসা নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত; অকম্পনের অশ্ব সকল অকস্মাৎ হীনবল হইয়া পড়িল, বাম নেত্র মুহুর্ম্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল। সুদিনে দুর্দিন উপস্থিত; বায়ু রুক্ষভাবে বহমান হইল এবং ভয়ঙ্কর

মৃগপক্ষিগণ ক্রূরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহস্কন্ধ শার্দূলবিক্রম মহাবীর ঐ সমস্ত দুর্লক্ষণ লক্ষ্য না করিয়াই নির্গত হইলেন। উহার নির্গমনকালে রাক্ষসেরা সমুদ্রকে ভিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে বানরসৈন্য বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত; তৎকালে উহারা রাক্ষসগণের সিংহনাদে অত্যন্ত ভীত হইল।

অনন্তর দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। দুই পক্ষই রাম ও রাবণের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে সকলেই পর্বতাকার ও মহাবলপরাক্রান্ত। উহারা পরস্পর সংহারার্থী হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে কেবলই সিংহনাদের গভীর শব্দ। বীরগণের চরণসমুত্থিত ধূম্রবর্ণ ধূলিজাল, দশদিক আবৃত করিল। কেহই আর কোন ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না; সমস্তই অন্ধকারময়; ধ্বজদণ্ড, পতাকা, চর্ম, অস্ত্র, অশ্ব ও রথ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। কেবলই দ্রুতগামী বীরগণের পদশব্দ ও সিংহ না শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বানরেরা বানরগণকে এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসগণকে ক্রোধভরে বিনাশ করিতে লাগিল। অন্ধকারে স্বপর পক্ষ আর কিছুমাত্র বিচার করিবার সামর্থ্য রহিল না। ক্রমশঃ রণস্থল শোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, ধূলিজাল অপনীত হইল এবং বীরগণের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর উভয় পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরা পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ ও তোমর দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অধিনায়ক অকম্পন ক্রোধভরে ভীমবল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা রাক্ষণদিগের হস্ত হইতে বল পূর্বক অস্ত্র শস্ত্র আচ্ছিন্ন করিয়া লইল এবং বৃক্ষ শিলা দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুমুদ নল ও মৈন্দ ক্রোধভরে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা বৃক্ষ শিলা নিক্ষেপ পূর্বক অবলীলা ক্রমে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

৫৬তম সর্গ

অকম্পনের যুদ্ধ বর্ণন, হনূমান কর্তৃক অকম্পন বধ

তখন অকম্পন বানরগণের এই বীরকার্য্য নিরীক্ষণ পূর্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্বক সারথিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সমস্ত মহাবল বানর বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতেছে; উহার বৃক্ষ শিলা গ্রহণ পূর্বক প্রচণ্ড ক্রোধে ঐ অদূরে দণ্ডায়মান আছে। তুমি শীঘ্রই ঐ স্থানে আমার রথ লইয়া যাও। উহারা সমরস্পর্দ্ধী, আমি

উহাদিগকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব; দেখিতেছি উহারাই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিল।

তখন সারথি মহাবীর অকম্পনের আজ্ঞাক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে রথ লইয়া চলিল। অকম্পন দূর হইতে শরবর্ষণ পূর্ব্বক বানরগণের নিকট হইতে লাগলেন। তখন বানরেরা যুদ্ধ ত দূরের কথা, ঐ মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না! উহারা রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতে লাগিল। তখন মহাবল হনূমান বানরগণকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া উহাদের সন্নিহিত হইলেন। বানরেরাও সমবেত হইয়া উহাকে বেষ্টন করিল এবং ঐ বলবানের আশ্রয়ে সমধিক সবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর অকম্পন হনুমানের প্রতি বৃষ্টিপাতের ন্যায় অনবরত শরপাত করিতে লাগিল। হনূমান তন্নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য না করিয়াই উহাকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মেদিনীকে কম্পিত করিয়া অট্টহাস্যে তদভিমুখে চলিলেন। তিনি স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘনঘন সিংহনাদ করিতেছেন। উহার মূর্ত্তি জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া মহাবেগে পর্বত উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ মহাবীর এক হস্তে পর্বত গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন সেইরূপ তিনি উহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন অকম্পন ঐ শৈলশৃঙ্গ

উদ্যত দেখিয়া দূর হইতে অর্ধচন্দ্র বাণে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে হনুমানের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি সগর্বে শীঘ্র শৈলশিখরবৎ উচ্চ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং পরম প্রীতির সহিত উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে সেই বৃক্ষ গ্রহণ ও পদক্ষেপে পৃথিবী বিদারণ পূর্বক ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিবেগে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি হস্তী হস্ত্যারোহী রথরথী ও পদাতি রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরও সেই কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট মহাবীরকে দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

তখন অকম্পন ঐ ভীমদর্শন হনূমানকে আগমন করিতে দেখিয়া শশব্যস্তে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্বক দেহবিদারণ সুতীক্ষ্ণ চতুর্দশ বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিল। মহাবীর হনূমান তন্নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তিতে বিদ্ধকলেবর হইয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং তিনি বিধুম পাবক ও পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। পরে ঐ মহাকায় মহাবল একটা বক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত বেগ প্রদর্শন পূর্বক ক্রোধভরে তারা অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অকম্পনও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইল।

তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সভয়ে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণও দ্রুতপদে উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসসৈন্য,

পরাজিত এবং অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত, ভয়ভাবে উহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত এবং কেশপাশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। উহারা পশ্চাদ্ভাগে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে মর্দন করিয়া লঙ্কার দ্বার দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে অকম্পন নিহত হইলে বানরেরা মহাবীর হনূমানকে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনূমানও সবিশেষ সম্মানিত হইয়া উহাদিগকে অনুরাগের সহিত সমুচিত বিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ আরম্ভ করিল এবং অবশিষ্ট রাক্ষসকে সংহার করিবার জন্য পুনর্বার তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণু যেমন মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ হনূমান রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া বীরশোভা অধিকার করিলেন। তৎকালে দেবগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবাদি বানর ও বিভীষণ মহাবীর হনুমানের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৫৭তম সর্গ

প্রহস্তের সহিত রাবণের মন্ত্রণা, প্রহস্তের যুদ্ধ যাত্রা বর্ণন

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের বধসংবাদ পাইয়া দীনমুখে সচিবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুহূর্তকাল চিন্তা ও উহাদের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ পূর্বক ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পূর্বাহ্নে নগরমধ্যে নির্গত হইলেন। দেখিলেন, ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী বহু

ব্যূহে বেষ্টিত ও রাক্ষসগণে রক্ষিত হইতেছে। পরে তিনি যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি প্রহস্তকে আহ্বান পূর্ব্বক আত্মহিতোদ্দেশে কহিলেন, বীর! এই লঙ্কাপুরী বিপক্ষসৈন্যে অবরুদ্ধ, এবং ইহা বল পূর্ব্বক নিপীড়িত হইতেছে, এক্ষণে যুদ্ধব্যতীত ইহার উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুম্ভ এই কয়েকজন ব্যতীত এই কার্য্যভার আর কে বহন করিবে। অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভুত সৈন্য লইয়া শীঘ্র নির্গত হও। বানরগণ তোমায় দর্শনমাত্র নিশ্চয় প্রস্থান করিবে। উহারা তোমার সমভিব্যাহারী বীরগণের সিংহনাদ শুনিবামাত্র ভীত মনে নিশ্চয়ই পলাইবে। বানরেরা চপল ও দুর্ব্বিনীত, সিংহের গর্জ্জন যেমন হস্তীর পক্ষে দুঃসহ তদ্রূপ উহারা তোমার বীরনাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। দেখ, এইরূপে উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইলে রাম ও লক্ষ্মণ নিরাশ্রয় ও বিবশ হইয়া আমাদেরই বশীভূত হইবে। বীর! যুদ্ধে তোমার মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু জয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্তিবিধান আবশ্যক। অথবা তুমিই বল, আমি যাহা কহিলাম তাহার অনুকুল বা প্রতিকুল কোন পক্ষ শ্রেয়?

তখন শুক্রাচার্য্য যেমন অসুররাজকে কহিয়া থাকেন, সেইরূপ সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! পূর্বে আমরা সুনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এই প্রসঙ্গে তুমুল আন্দোলন করিয়া ছিলাম। তখন আমাদিগের মতঘটিত পরস্পর বিরোধ জন্মে। সীতাপ্রদানে শ্রেয়,

অপ্রদানে যুদ্ধ, বিচারে ইহাই ত নির্ণীত হইয়াছিল। এখন সেই যুদ্ধ উপস্থিত। আপনি অর্থদান সম্মান ও শান্তবাদে সততই আমায় বাধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি এই বিপদকালে আপনার হিতকর কার্য্যে অবশ্যই সাহায্য করিব। আমি নিজের প্রাণ চাহি না এবং স্ত্রীপুত্র ও অর্থও চাহি না; দেখুন আমি আপনারই জন্য এই জীবন যুদ্ধে আহুতি প্রদান করিব।

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখস্থি সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্রই সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন; আজ আমার শরবেগবিনষ্ট প্রতিপক্ষীয় বীরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী পশুপক্ষিরা তৃপ্তিলাভ করুক।

তখন সেনাপতিগণ প্রহস্তের আদেশমাত্র সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। মুহূর্তমধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে, এবং কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে। তৎকালে বায়ু আহুতিধূম গ্রহণ পূর্বক বহমান হইতে লাগিল; সৈন্যগণ বর্ম ধারণ করিয়া সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল; এবং হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা হস্ত্যাশ্বে আরোহণ পূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া শরাসনহস্তে মহাবীর প্রহস্তকে গিয়া বেষ্টন করিল। তখন প্রহস্ত রাবণকে আমন্ত্রণ ও ভীম ভেরী বাদন পূর্বক দিব্য রথে আরোহণ

করিলেন। ঐ রথ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, বেগবান অশ্বে যোজিত ও চন্দ্রবৎ উজ্জ্বল। উহার গমনশব্দ জলদগম্ভীর এবং সারথি সুপটু। উহা বরূথ ও উপস্করে শোভিত হইতেছে। ঐ সর্পধ্বজ রথ স্বর্ণজালে জড়িত হইয়া সমৃদ্ধিতে হাস্য করিতে লাগিল। সেনাপতি প্রহস্ত তদুপরি আরোহণ পূর্বক সসৈন্যে নির্গত হইলেন। প্রলয়ের মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর দুন্দুভিরব হইতে লাগিল। অন্যান্য বাদ্যের তুমুল শব্দে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অনবরত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা সিংহনাদ পূর্বক সেনাপতি প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারি জন রাক্ষস প্রহস্তের সচিব। ইহাঁরা ভীমকায় ও ভীমরূপ। এই সকল যোদ্ধা সেনাপতি প্রহস্তকে বেষ্টন পূর্বক যাইতে লাগিল। কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্ত্তি মহাবীর প্রহস্ত সাগর বিস্তীর্ণ গজমুখতুল্য ভীষণ সৈন্য লইয়া পূর্ব দ্বার অতিক্রম পূর্বক ক্রোধভরে চলিলেন। উহাঁর নির্গমনশব্দ ও বীরগণের সিংহনাদে লঙ্কার জীবগণ বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত; মাংসপ্রিয় পক্ষিগণ নির্মল নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্‌গার পূর্বক চীৎকার আরম্ভ করিল; অন্তরীক্ষে অনবরত উল্কাপাত হইতে লাগিল; বায়ু নিরন্তর রুক্ষভাবে বহমান হইতে লাগিল; গ্রহগণ পরস্পর কুপিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল; মেঘ গভীর গর্জ্জন সহকারে প্রহস্তের

রথ ও সৈন্যগণের উপর রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল; গৃধ্র ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক প্রহস্তের মুখশ্রী মলিন করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্মুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের হস্ত হইতে বারংবার অশ্বতাড়নী প্রতোদস্খলিত হইয়া পড়িল। যে নির্গমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ, মুহূর্ত মধ্যে তাহাও বিনষ্ট হইল এবং সমতল ভূতলেও অশ্বেরা স্খলিত পদে পতিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে বানরগণ প্রখ্যাতপৌরুষ প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া বৃক্ষশিলাহস্তে উহার সম্মুখীন হইল। কোন বানর প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন এবং কেহ বা বিপুল শিলা গ্রহণ করিল। তৎকালে এই যুদ্ধসম্ভ্রমে উহাদিগের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। বীর বানর ও রাক্ষসেরা যুদ্ধহর্ষে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সংহারার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে দুর্মতি প্রহস্ত মুমূর্ষু পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ ঐ বানরসৈন্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল।

৫৮তম সর্গ

প্রহস্তের যুদ্ধ বর্ণন, নীল কর্তৃক প্রহস্ত বধ

অনন্তর রাম প্রহস্তকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে মহাবীর বহুসংখ্য সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে? এবং উহার বলবীর্য্যই বা কিরূপ?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ঐ বীর রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি, উহার নাম প্রহস্ত। লঙ্কার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য সঞ্চিত আছে তাহার তৃতীয় ভাগ ইহাঁরই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্ত্র ও বীর, ইহাঁর বলবিক্রম সর্বত্রই প্রথিত আছে।

অনন্তর বানরেরা প্রহস্তকে দেখিতে পাইল। প্রহস্ত ভীমবল ও ভীমমূর্তি। ঐ বীর, রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছেন। তখন বানরগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; উহারা প্রহস্তের সম্মুখীন হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র; কেহ খড়্গ, কেহ শক্তি, কেহ ঋষ্টি, কেহ শূল, কেহ বাণ, কেহ মুশল, কেহ গদা, কেহ পরিঘ, কেহ প্রাস, কেহ পরশু ও কেহ বা ধনু গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে উহার বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে চলিল। বানরেরাও পুষ্পিত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ধাবমান হইল। উভয় পক্ষীয় বীর একত্র হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ এবং রাক্ষসেরা শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা বহুসংখ্য রাক্ষসকে এবং রাক্ষসের বহুসংখ্য বানরকে বিনাশ করিতে লাগিল। উহারা পরস্পর পরস্পরকে শূল চক্র পরিঘ ও পরশু দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। অনেক বীর প্রহার বেগে নিরুচ্ছাস হইয়া ভূতলে পড়িল, অনেকে খণ্ডিত হৃদয়ে ধরাশায়ী হইল, এবং অনেকেই খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বীর রাক্ষসেরা পার্শ্বদেশ হইতে

বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল, এবং বানরেরাও সরোষে প্রস্তর ও বৃক্ষ প্রহার পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে পিষ্টপেষিত করিয়া দিল। কেহ কেহ বজ্রস্পর্শ মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে রক্ত বমন করিতে লাগিল এবং অনেকেরই মুখ চক্ষু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমশঃ রণস্থলে আর্ত্তস্বর ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা বীরাচরিত পথের অনুবর্ত্তী। উহারা ক্রোধবেগে নির্ভয় হইয়া বক্রগ্রীবায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরন্তক, কুম্ভহনু, মহানদ ও সমুন্নত এই চারি জন প্রহস্তের সচিব; তৎকালে ইহাদের হস্তে অনেক বানর বিনষ্ট হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্বিবিদ প্রস্তুরাঘাতে নরান্তককে, দুর্ম্মুখ উত্থিত হইয়া বৃক্ষাঘাত পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্ত সমুন্নতকে, বীর জাম্ববান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড শিলাপাতে মহানাদকে এবং কপিপ্রবীর তার বৃক্ষাঘাতে কুম্ভহনুকে বধ করিলেন। তখন সেনাপতি প্রহস্ত বানরগণের এই সমস্ত বীরকার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৈন্যগণের নিরবচ্ছিন্ন পরিভ্রমণহেতু রণস্থলে যেন একটী ঘোর আবর্ত দৃষ্ট হইল এবং তথায় তরঙ্গবহুল অসীম সমুদ্রবৎ গভীর শব্দ হইতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রহস্ত শরনিকরে বানরগণকে অতিমাত্র কাতর করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ সৈন্যগণের মৃতদেহে রণভূমি পূর্ণ হইয়া গেল এবং উহা যেন ভীষণ পর্ব্বতে আকীর্ণ বোধ হইতে লাগল। রক্তনদী প্রবাহিত হইল। বসন্তকালে কুসুমিত বৃক্ষ দ্বারা বনস্থলী যেমন শোভিত হয়, রণস্থল

সেইরূপ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। তৎকালে যুদ্ধভূমি একটি দুস্তর নদীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। নিহত বীরগণ উহার তট, খণ্ডিত অস্ত্র শস্ত্র বৃক্ষ, রক্ত প্রবাহ জলরাশি, যকৃৎ ও প্লীহা ঘনীভূত পঙ্ক, বিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি শৈবল, ছিন্ন মস্তক সকল মৎস্য, অঙ্গবিশেষ শাদ্বলপ্রদেশ, রক্তমাংসাশী গৃধ্রেরা হংস, মেদরাশি ফেন এবং বীরনাদ আবর্তশব্দ। ঐ যমসাগরগামিনী নদী কাপুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুস্তর। করিযূথ যেমন পদ্মরেণুপুর্ণ সরোবর পার হয় বীরগণ সেইরূপ উহা অনায়াসে পার হইতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতি নীল বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে প্রবাহিত হয় সেইরূপ তিনি প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণ পূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রহস্তের শরজাল নীলকে বিদ্ধ করিয়া রুষ্ট সর্পের ন্যায় বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে নীল এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ক্রোধভরে সিংহনাদ পূর্বক উহার প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নীল ঐ দুরাত্মাকে নিরস্ত করতে না পারিয়া, বৃষ যেমন শরৎকালে ঝটিতি আগত বৃষ্টিপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করে, সেইরূপ তিনি উহার শরপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শাল বৃক্ষের আঘাতে প্রহস্তের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিলেন এবং বল পূর্বক

উহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রহস্ত রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক এক ভীষণ মুসল লইয়া উহাঁর সম্মুখীন হইল। ঐ দুই জাতবৈর মহাবীর প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, রক্তাক্ত দেহে মদস্রাবী মাতঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ দশনে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উহারা দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমমূর্তি, এবং দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র; দুই জন জয়শ্রী প্রায় তুল্যাংশে অধিকার করিয়াছেন এবং দুই জনই ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ইত্যবসরে সেনাপতি প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক মুসলাঘাত করিল। মুসল প্রহার মাত্র তাঁহার ললাটপট ভেদ করিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ঐ বৃক্ষ প্রহার লক্ষ্য না করিয়া মুসল গ্রহণ পূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল। নীলও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। সে হতশ্রী হতবল হতজীবন ও নিরিন্দ্রিয় হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িল এবং তাহার সর্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় রক্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে রাক্ষসসৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া লঙ্কার দিকে পলাইতে লাগিল। সেতুভঙ্গ হইলে জল যেমন আর রুদ্ধ থাকিতে পারে

না, সেইরূপ উহারা সেনাপতির বিনাশে রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। সকলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং চিন্তায় মৌনাবলম্বন পূর্বক নিবিড়তর শোকে যেন বিচেতন হইয়া পড়িল।

এদিকে মহাবীর নীল জয়লাভ পূর্বক হৃষ্টমনে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার এই বীরকার্য্যে তাঁহাকে যার পর নাই প্রশংসা করিতে লাগিল।

৫৯তম সর্গ

রাবণের যুদ্ধযাত্রা, রাবণের সৈন্য বর্ণন, রাম রাবণের যুদ্ধ, রাবণের পরাভব

অনন্তর সৈন্যগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহস্তের বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; তাঁহার মন শোকে অভিভূত হইল; তিনি উহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! যাহারা আমার সেনাপতি সুরসৈন্যনিহন্তা প্রহস্তকে সসৈন্যে বিনাশ করিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। অতএব আমি স্বয়ংই তাহাদের বধসাধনের জন্য অশঙ্কুচিত মনে সেই অদ্ভুত যুদ্ধভূমিতে যাত্রা করিব। দীপ্ত হুতাশন যেমন বনস্থল দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে দগ্ধ করিব।

এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু রাবণ সদশ্বযোজিত অঙ্গারকল্প রথে আরোহণ করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের মধ্যে কেহ বাহ্বাস্ফোটন কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা স্ব স্ব বলবীর্য্যের আস্ফালন করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ পুণ্যস্তবে পূজিত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন এবং পর্বতপ্রমাণ দীপ্তমূর্তি জ্বলন্তনেত্র রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া ভূতপরিবৃত রুদ্র দেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর নির্গত হইবা মাত্র দেখিলেন, বানরসৈন্য বৃক্ষ পর্বত উদ্যত করিয়া, মেঘবৎ গভীর ও সমুদ্রবৎ ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে।

তখন ভুজগরাজবৎ প্রকাণ্ড দোর্দ্দণ্ডশালী রাম অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য নিরীক্ষণ পূর্বক বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে সমস্ত সৈন্য পতাকা ধ্বজ ও ছত্রে শোভিত হইতেছে; যাহাদের হস্তে প্রাস অসি শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র; যাহারা অতিমাত্র সাহসী এবং মহেন্দ্র পর্বততুল্য হস্তিসমূহে পরিপূর্ণ; ঐ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন মহাবীরের?

মহামতি বিভীষণ কহিলেন, রাজন! ঐ যে বীর হস্তিপৃষ্ঠে অধিরূঢ়, যাঁহার মুখ তরুণ সূর্য্যবৎ রক্তবর্ণ, যিনি শরীর ভারে স্ববাহন হস্তীর মস্তক কম্পিত করিয়া আসিতেছেন, উহার নাম অকম্পন। ঐ যিনি রথারোহণ পূর্বক ইন্দ্রধনু তুল্য শরাসন বারংবার আস্ফালন করিতেছেন, সিংহ যাঁহার কেতু, যিনি করালদশন হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উনি রাক্ষস প্রধান ইন্দ্রজিৎ। যিনি বিন্ধ্য, অস্ত ও মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি অতিরথ

ও মহাবীর, যিনি বিশাল ধনু মুহুর্ম্মুহু আকর্ষণ করিতেছেন, উনি অতিকায়। ঐ যাঁহার নেত্রদ্বয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি ঘণ্টানিনাদী মাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক মুহুর্ম্মুহু গর্জন করিতেছেন উনি মহাবীর মহোদর। ঐ যিনি সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ, যিনি স্বর্ণালঙ্কাখচিত অশ্বের উপর উজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া আছেন, উনি বজ্রবেগ পিশাচ। যিনি ঐ বিদ্যুৎ কান্তি সুতীক্ষ্ণ শূল গ্রহণ পূর্বক প্রিয়দর্শন বৃষবাহনে মহাবেগে আসিতেছেন উনি যশস্বী ত্রিশিরা। ঐ যে মহাবীর কৃষ্ণকায়, যাঁহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিশাল, সর্প যাঁহার কেতু, যিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক আসিতেছেন উনি কুম্ভ। যিনি ঐ মণিমুক্তাখচিত দীপ্ত পরিঘ লইয়া আগমন করিতেছেন, যাহার বীর কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য উনি রাক্ষসসৈন্যকেতু মহাবীর নিকুম্ভ। ঐ যে শিখরধারী বীর অস্ত্রপূর্ণ পতাকাশোভিত উজ্জ্বল রথে বিরাজমান আছেন, উনি নরান্তক। আর যিনি ঐ দেবগণেরও দর্পহারী; যিনি হস্ত্যশ্ব ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও মৃগের ন্যায় বিকৃতমুখ বিবৃত্তচক্ষু ঘোররূপ ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যথায় সূক্ষ্মশলাকা শোভিত চন্দ্রাকার শ্বেতছত্র দৃষ্ট হইতেছে, উনি রাক্ষসরাজ রাবণ। ঐ দেখ উহার মস্তকে শোভন কিরীট এবং কর্ণে রত্নকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। উহার দেহ হিমালয় ও বিন্ধের ন্যায় ভীষণ; উনি ইন্দ্র ও যমেরও দর্পনাশ করিয়াছেন; এবং উনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী।

তখন রাম কহিলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী। ঐ বীর স্বীয় প্রভাজালে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া আছেন। বলিতে কি, উহার সর্বাঙ্গ তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিয়া আমি উহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। উহাঁর যেমন দেহভাগ্য, দেব ও দানবেরও এইরূপ নহে। ইহার অনুগামী বীরগণ দীর্ঘাকার পর্বতযোধী ও তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী। রাবণ ঐ সমস্ত বীরে বেষ্টিত হইয়া ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবৃত কৃতান্তবৎ শোভিত হইতেছেন। বলিতে কি, আজ ভাগ্যক্রমেই পাপিষ্ঠ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আজ আমি সীতাহরণজনিত ক্রোধ উহার উপর বর্ষণ করিব। রাম এই বলিয়া শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে শর উত্তোলন পূর্বক দাঁড়াইলেন।

এদিকে রাবণ মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া লঙ্কার চারিটি পুরদ্বার, রাজপথ ও গৃহে শঙ্কাশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত যুদ্ধস্থলে আসিয়াছ; বানরেরা এই ছিদ্র পাইলে নিশ্চয়ই শূন্য পুরীতে প্রবেশ পূর্বক নানারূপ উপদ্রব করিবে।

সচিবগণ রাবণের আদেশ মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। তখন বৃহৎ মৎস্য যেমন পূর্ণ সমুদ্রের প্রবাহ ভেদ করে সেইরূপ রাবণ ঐ বানরসৈন্যের মধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাবণকে শরশরাসন হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে

শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শরে সুগ্রীবনিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অজগরভীষণ কৃতান্তদর্শন এক শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বিস্ফূলিঙ্গাক্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং উহার গতিবেগ বায়ু ও বজ্রের অনুরূপ। রাবণ সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে শরপ্রয়োগ করিলেন। তখন কুমারনিক্ষিপ্ত শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিল সেইরূপ ঐ শর বজ্রদেহ সুগ্রীবকে অক্লেশে ভেদ করিল। সুগ্রীবও আর্তরবে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরাও হৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্ম্মুখ ও নলগিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক রাবণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানরনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ শিলা ব্যর্থ করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ভীমকায় বানরগণের মধ্যে অনেকে রাবণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইল, অনেকে আহত ও অনেকে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকেই ভীত হইয়া কাতর স্বরে শরণাগতরক্ষক রামের আশ্রয় লইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধনুর্বাণ হস্তে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য!

দুরাত্মা রাবণের সংহারকল্পে একমাত্র আমিই পর্য্যাপ্ত। এক্ষণে আপনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি।

তখন তেজস্বী রাম কহিলেন, বৎস! তবে যাও, রাবণের সহিত সাবধানে যুদ্ধ করিও। সে মহাবল ও মহাবীর্য্য; তাহার পরাক্রম অদ্ভুত; সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকেরও দুঃসহ হইয়া উঠে। তুমি যুদ্ধকালে সততই তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবে এবং স্বছিদ্রের প্রতিও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। বৎস! অধিক আর কি, চক্ষু ও ধনু দ্বারা সর্বদাই আত্মরক্ষা করিও।

তখন বীর লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন পূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অদূরে ভীমবাহু রাবণ ভীষণ ধনু আকর্ষণ ও শর বর্ষণ পূর্বক বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে হনূমান তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে উহার রথের নিকটস্থ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ও উহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, দুবৃত্ত! ব্রহ্মার বরে তুই দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া আছিস্, কেবল বানর হইতেই তোর ভয়। এক্ষণে, এই আমি পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছি, আজ ইহাই তোর দেহ হইতে বহুদিনের প্রাণ কাড়িয়া লইবে।

তখন ভীমবল রাবণ রোষারুণ নেত্রে কহিলেন, বানর! তুই নির্ভয়ে শীঘ্রই আমায় প্রহার কর; ইহার বলে তোর স্থির কীর্তি লাভ হোক। আজ আমি অগ্রে তোর বলবীর্য্য পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তোরে বধ করিব।

হনূমান কহিলেন, রাক্ষস! ভাবিয়া দেখ, আমি তোর পুত্র অক্ষকে অগ্রে বধ করিয়াছি।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং হনুমানের বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। হনূমান প্রহারবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্য্যবলে মুহূর্তকাল মধ্যে সুস্থির হইয়া ক্রোধভরে উহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাবণ ভূমিকম্পকালীন পর্বতবৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ঋষি সিদ্ধ সুরাসুর ও বানরেরাও এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল।

পরে রাবণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু, তোমার বিলক্ষণ বলবীর্য্য আছে, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শত্রু।

হনূমান কহিলেন, রাক্ষস! তুই যে আমার এই চপেটাঘাতে এখনও জীবিত আছিস্ ইহাতেই আমার বলবীর্য্যে ধিক্। নির্বোধ! বৃথা কি আস্ফালন করিতেছিস্, তুই এক বার আমায় মারিয়া দেখ। পরে আমি এক মুষ্টিতে তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্ত লোচনে হনুমানের বিশাল বক্ষে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। মুষ্টি বেগে বজ্রকল্প;

হনূমান তৎপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন রাবণ উহাকে পরিত্যাগ করিয়া নীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মর্ম্মবিদারণ ভুজগভীষণ শরে উহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেনাপতি নীল তন্নিক্ষিপ্ত শরে ক্লিষ্ট হইয়া এক হস্তেই তাঁহার প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ সময় তেজী হনূমান আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ পুনর্বার প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সরোষে কহিলেন, রাবণ! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোমাকে আক্রমণ করা সঙ্গত হইতেছে না।

অনন্তর রাবণ নীল নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ সাতটি সুতীক্ষ শরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সেনাপতি নীল ক্রোধে প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রতি অশ্বকর্ণ, শাল, মুকুলিত আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণ ও ঐ সমস্ত বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া নীলের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহাবীর নীল খর্বাকার হইয়া সহসা তাঁহার ধ্বজ দণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। রাবণ উহার এই দুঃসাহসের কার্য্য দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে নীল ও কখন তাঁহার ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগ, কখন ধনুর অগ্রভাগ এবং কখন বা কিরীটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও হনূমান মহাবীর নীলের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও নীলের এই ক্ষিপ্রকারিতায় স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার

জন্য প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎকালে বানরেরা রাক্ষসরাজকে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। রাবণ বানরগণের এই হর্ষনাদে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ব্যস্ততানিবন্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাহার হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র, তিনি ধ্বজাস্থিত নীলকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, বানর! তুই বঞ্চনাবলে ক্ষিপ্রকারী হইয়াছিস্, এক্ষণে যদি পারিস্ আপনার প্রাণরক্ষা কর। তুই পুনঃ পুনঃ নানারূপ রূপ ধারণ করিতেছি, এবং আপনার প্রাণরক্ষায় তৎপর হইয়াছিস্, এক্ষণে আমি এই আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করি, আজ ইহা নিশ্চয়ই তোর প্রাণ নষ্ট করিবে।

এই বলিয়া রাবণ নীলের বক্ষে আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র অগ্নিতে দহ্যমান হইয়া সহসা ভূতলে পড়িলেন। তিনি পিতৃমাহাত্ম্য ও স্বতেজে জানুর উপর ভর দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না। তখন রাবণ মহাবীর নীলকে বিচেতন দেখিয়া মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে লক্ষ্মণের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বানরগণকে নিবারণ ও স্বতেজে অবস্থান পূর্বক মুহুর্ম্মুহু ধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস রাজন্! তুমি আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর, বানরগণের সহিত যুদ্ধ তোমার ন্যায় বীরের কর্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাবণ মহাবীর লক্ষ্মণের এই বাক্য ও কঠোর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া সক্রোধে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুই ভাগ্যবলেই আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিস্, আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই; তুই নির্বোধ; আজ তোরে এখনই আমার শরে মৃত্যু মুখ দর্শন করিতে হইবে।

তখন লক্ষ্মণ দংষ্ট্রাকরাল রাবণকে নির্ভয়ে কহিলেন, রাজন্! মহাপ্রভাব বীরেরা কদাচই বৃথা আস্ফালন করেন না, রে পাপিষ্ঠ! তুই কেন নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিতেছি। আমি তোর বলবিক্রম জানি, তোর প্রভাব ও প্রতাপও অবগত আছি; এক্ষণে বৃথাগর্বে কি প্রয়োজন, আয়, এই আমি ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছি।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সাতটি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও সুশাণিত শরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ স্বনিক্ষিপ্ত বাণ ছিন্নদেহ উরগের ন্যায় সহসা খণ্ডখণ্ড হইতে দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ক্ষুর অর্ধচন্দ্র কর্ণ ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শর খণ্ডখণ্ড করিলেন এবং স্বস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রহস্ততা হেতু আপনার উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ব্যর্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্বার উহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রবিক্রম লক্ষ্মণও তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকল্প শর ভীমবেগে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া

ফেনিলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রদত্ত প্রলয়াগ্নিতুল্য শরদ্বারা উহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া লোল শরাসন গ্রহণ পূর্বক বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। পরে পুনর্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালভ পূর্বক উহাঁর শরাশন দ্বিখণ্ড করিয়া, তিন শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও প্রহারব্যথায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ শোণিতধারায় সিক্ত ও বসায় আর্দ্র। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বানরগণের পক্ষে অতিমাত্র ভীষণ এবং সধূম বহ্নির ন্যায় উগ্রদর্শন। রাবণ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া হুতাগ্নিকল্প শর দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তথাপি উহা বেগে আসিয়া তাহার বিশাল বক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি মহাবল কিন্তু শক্তিপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও বিহ্বল অবস্থায় তাঁহাকে গিয়া সহসা বল পূর্বক ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু এবং দেবগণের সহিত ত্রিলোক উৎপাটন করিতে সমর্থ, তিনি লক্ষ্মণকে কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ঐ সময় দানবদর্পহারী লক্ষ্মণ স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ করিলেন। ফলত তৎকালে রাবণ বাহুবেষ্টনে পীড়ন পূর্বক তাঁহাকে কিছুতেই সঞ্চালন করিতে পারিলেন না।

অনন্তর হনূমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাবণ ঐ মুষ্টি প্রহারে রথে পরি বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ চক্ষু ও কর্ণ দিয়া অনবরত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; সর্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল; তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল বিকল, তিনি যে তখন কোথায় আছেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঐ সময় সুরাসুর ঋষি ও বানরেরা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

পরে মহাবীর হনূমান ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্ধ লক্ষ্মণকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া রামের নিকট আনিলেন। লক্ষ্মণ যদিও শত্রুগণের অপ্রকম্প্য, কিন্তু হনুমানের সখিত্ব ও ভক্তিনিবন্ধন অত্যন্ত লঘুভার হইলেন। রাবণের শক্তিও উহাঁকে পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার স্বস্থানে উপস্থিত হইল। পরে রাবণ সংজ্ঞালাভ পূর্বক শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। লক্ষণও স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণপর্বক আশ্বস্ত ও নীরোগ হইলেন।

ইত্যবসরে রাম রাবণের হস্তে বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর হনূমান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! বিষ্ণু যেমন বিহগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক সুরবৈরী অসুরকে দমন করিয়াছিলেন সেইরূপ আজ তুমি আমার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ পূর্বক রাবণকে গিয়া শাসন কর।

তখন মহাবীর রাম হনুমানের পৃষ্ঠে উঠিলেন এবং রথস্থ রাবণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। বোধ হইল যেন ক্রোধাবিষ্ট বিষ্ণু, অস্ত্র উদ্যত করিয়া দানবরাজ বলির প্রতি চলিয়াছেন। রাম কার্ম্মুকে বজ্রধ্বনিবৎ কঠোর ভীষণ টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন এবং গম্ভীর বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তুই আমার এইরূপ অপকার করিয়া এক্ষণে আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইবি। যদি তুই আজ ইন্দ্র যম সূর্য্য ব্রহ্মা অগ্নি ও রুদ্রেরও শরণাপন্ন হইস, যদি তুই দিগন্তে পলায়ন করিস তথাচ কোথাও গিয়া তোর নিস্তার নাই। আজ তুই রণস্থলে লক্ষ্মণকে শক্তিপ্রহার করিয়াছিস, তিনি সেই প্রহারবেগে বিষণ্ন হইয়াছেন; এক্ষণে এই দুঃখশান্তির জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ আমি তোরে পুত্রপৌত্রের সহিত সমরে সংহার করিব। দেখ, আমিই সেই জনস্থানবাসী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।

অনন্তর মহাবল রাবণ পূর্ব্ববৈর স্মরণে জাতক্রোধ হইয়া যুগান্তের অগ্নিজালার ন্যায় করাল শরে বাহক হনূমানকে বিদ্ধ করিলেন। হনূমান স্বভাবতঃ তেজস্বী, শরপ্রহারমাত্র তাঁহার তেজ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রামও হনূমানকে শরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাণিত শরজালে রাবণের অশ্ব চক্র ধ্বজ ছত্র পতাকা সারথি শূল ও খড়্গের সহিত রথচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে সুররাজ ইন্দ্র যেমন সুমেরুকে বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি উহার

বিশাল বক্ষে এক শরাঘাত করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর ইন্দ্রের বজ্রও অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন তিনি রামের শরে কাতর ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার করস্থিত শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন রাম প্রদীপ্ত অর্ধচন্দ্র দ্বারা উহাঁর উজ্জ্বল কিরীট খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ নির্বিষ সর্প এবং নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় দুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং যারপরনাই হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। তখন রাম কহিলেন, রাবণ! তুমি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমাদের বিস্তর বীর বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তুমি পরিশ্রান্ত, এই কারণে আমি তোমায় বধ করিলাম না। অতঃপর অনুজ্ঞা দিতেছি এখনই প্রস্থান কর, তুমি রণস্থল হইতে বীরগণের সহিত নির্গত হও এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক বিশ্রাম কর, পশ্চাৎ রথারোহণে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করিও।

তখন রাবণ হতগর্ব ও বিষণ্ণ হইয়া সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। রামও বানরগণের সহিত লক্ষ্মণকে সুস্থ করিয়া দিলেন। তৎকালে দেবাসুর এবং ভূত উরগ ভূচর ও খেচর প্রাণিগণ রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল।

৬০তম সর্গ

রাবণের বিষাদ, কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার জন্য রাবণের আদেশ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ বিবরণ বর্ণন

রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্প ও বিমনা হইয়াছেন। সিংহের নিকট হস্তী ও গরুড়ের নিকট সর্প যেমন পরাস্ত হয়, তিনি সেইরূপ রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। রামের শর ধমকেতুর ন্যায় ভীষণ এবং শরজ্যোতি বিদ্যুৎবৎ দৃষ্টি-প্রতিঘাতক। রাবণ সেই সমস্ত শর স্মরণ পূর্বক পুনঃ পুনঃ ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, সচিবগণ! আমি প্রতাপে ইন্দ্রতুল্য, কিন্তু যখন একজন সামান্য মনুষ্যের নিকট পরাস্ত হইলাম, তখন বোধ হয় আমি যে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলাম তৎসমুদয় পণ্ড। পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে কহিয়াছিলেন, রাবণ! তুমি জানিও কেবল মনুষ্যজাতি হইতেই তোমার যা কিছু ভয়; এক্ষণে তাঁহার সেই তীব্রবাক্য আমাতে ফলিত হইল! আমি তাঁহার নিকট কেবল দেবদানব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও সর্প এই কয়েকটি জাতির হস্তে আপনার অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে মনুষ্যকে লক্ষ্যই করি নাই। এক্ষণে বোধ হয় এই দশরথতনয় রামই সেই মনুষ্য। পূর্বে ইক্ষ্বাকুনাথ অনরণ্য আমায় এই বলিয়া অভিশাপ দেন, রে কুলকলঙ্ক! আমার বংশে একজন বীরপুরষ উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোরে পত্রমিত্র ও বলবাহনের

সহিত সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। আমি পূর্বে একবার বেদবতীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছিলাম ; তিনিও সেই অবমাননায় কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে যে সেই বেদবতীই এই জানকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আরও দেবী উমা, নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলা ও রম্ভাও আমাকে যেরূপ অভিশাপ দেন এখন তাহা বিলক্ষণ ফলবৎ হইতেছে। বলিতে কি, ঋষিবাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা উপস্থিত এই সঙ্কট দূর করিবার জন্য যত্ন কর। সকলে রাজপথ পুরদ্বার ও প্রাকারে সমবেত হইয়া থাক। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাঁহাকে গিয়া এখনই জাগরিত কর। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের তুলনা নাই, তিনি দেবদানবদর্পনাশক, তিনি ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন, তাঁহাকে গিয়া জাগরিত কর। তিনি কামে অভিভূত ও নিশ্চিন্ত হইয়া এই যুদ্ধের নবম মাস পূর্ব হইতে পরম সুখে নিদ্রিত আছেন। সেই মহাবীর সমস্ত রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ; তিনিই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই বিনাশ করিবেন। যুদ্ধে তাঁহার বলবিক্রম সুপ্রসিদ্ধ, তিনি সুখাসক্ত হইয়া সর্বদাই শয়ান আছেন। আমি এই ঘোরতর সংগ্রামে রামের হস্তে পরাস্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাকে জাগরিত করিলে আমার এই পরাজয়দুঃখ কদাচই থাকিবে। দেখ, যদি এই বিপদে তিনি আমার কোন রূপ সাহায্য না করেন তবে তাঁহাকে লইয়া কি প্রয়োজন?

তখন রক্তমাংসাসী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞা পাইবামাত্র বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য ও গন্ধমাল্য লইয়া শশব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে চলিল। কুম্ভকর্ণের গুহা অতি রমণীয় এবং চতুর্দ্দিকে এক যোজন বিস্তৃত। উহার দ্বার প্রকাণ্ড এবং অভ্যন্তর পুষ্পগন্ধ পরিপূর্ণ! মহাবল রাক্ষসেরা প্রবেশকালে কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসবায়ুতে প্রতিহত হইয়া দূরে পড়িল এবং অতি কষ্টে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গুহার কুট্টিতমল কাঞ্চনময়; রাক্ষসেরা তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্ব্বতের ন্যায় শয়ান ও নিদ্রিত আছেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া উহাকে জাগরিত করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের শরীরলোম ঊর্দ্ধে উত্থিত; তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ নিশ্বাসবায়ুতে লোক সকল ঘূর্ণমান। তাঁহার নাশাপুট অতিভীষণ এবং আস্যকুহর পাতালের ন্যায় প্রশস্ত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মেদ ও শোণিতের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী এবং উজ্জ্বল কিরীটে সূর্য্যজ্যোতি বিস্তার করিতেছেন।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরের নিকট তৃপ্তিকর জীবজন্তু পর্ব্বতপ্রমাণ সঞ্চয় করিতে লাগিল। মৃগ মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য স্তূপাকার করিয়া রাখিল এবং রক্তকলশ ও বিবিধ মাংস আহরণ করিল। পরে উহারা, তাঁহার দেহে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে মাল্য ও চন্দনের সুবাস আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধূপগন্ধ বিস্তৃত, তৎকালে

অনেকে উহাঁর স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে জলদবৎ গভীর গর্জ্জন এবং অনেকে শশাঙ্কশুভ্র শঙ্খবাদন করিতে লাগিল, অনেকে সমস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক বাস্ফোটন এবং তাঁহার অঙ্গচালন আরম্ভ করিল। তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন বিহঙ্গগণ শঙ্খ ভেরী ও পণবের শব্দ, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে ব্যথিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘোর নিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন রাক্ষসগণ ভুশুণ্ডী গিরিশৃঙ্গ মুষল ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বীর কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসবেগে কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহাদের সংখ্যা দশ সহস্র, উহারা বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ অঞ্জনপুঞ্জনীল কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রবোধিত করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে অপেক্ষাকৃত দারুণ যত্ন ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহারা ঐ বীরের দেহোপরি সঞ্চরণ করিবার জন্য অশ্ব উষ্ট্র হস্তী ও গর্দভকে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিল, সবলে শঙ্খ ভেরী পণব কুম্ভ ও মৃদঙ্গ বাদন এবং সমস্ত প্রাণের সহিত মহাকাষ্ঠ মুসল ও মুদ্‌গর প্রহার আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ তুমুল প্রহারশব্দে বন পর্ব্বতের সহিত লঙ্কা পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু মুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগরিত হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ শাপাভিভূত মহাবীরের নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। কেহ কেহ উহাঁকে সচেতন করিবার জন্য বল প্রকাশ, কেহ কেহ ভেরী বাদন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ উহার কেশ ছেদন, কেহ কেহ উহার কর্ণ দংশন এবং কেহ কেহ বা উহার কর্ণে জলসেক করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে অনেকে তাঁহার মস্তক বক্ষ ও সমস্ত গাত্রে কুটমুদ্‌গারাঘাতে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে রজ্জুবদ্ধ শতঘ্নী প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অনন্তর সহস্র হস্তী তাঁহার দেহোপরি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। এই হস্তিগণের সঞ্চারে তিনি স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন, এবং ক্ষুধার্ত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ বীর ভুজগদেহতুল্য গিরিশিখরাকার বজ্রসার বাহুযুগল প্রসারণ এবং বড়বামুখসদৃশ মুখ ব্যাদান পূর্বক বিকৃতাকারে জৃম্ভাত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আস্যকুহর পাতালবৎ গভীর; মুখমণ্ডল সুমেরুশৃঙ্গে উদিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল, নিশ্বাস পর্বতনিঃসৃত বায়ুবৎ বেগে বহিতে লাগিল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার রূপ বিশ্বদাহোদ্যত যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, তাহা হইতে বিদ্যুতবৎ জ্যোতি

নির্গত হইতেছে, তৎকালে ঐ দুই নেত্র প্রদীপ্ত মহাগ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্মুখস্থ সুপ্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য দেখাইয়া দিল। তিনি বরাহ ও মহিষ আহার করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া শোণিত, বহু কলশ বসা ও মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত বুঝিয়া ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিল। কুম্ভকর্ণের নেত্র নিদ্রাবশে ঈষৎ উন্মীলিত ও কলুষিত; তিনি একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্বক তাহাদিগকে দেখিলেন, এবং এইরূপ জাগরণে বিস্মিত হইয়া সান্ত্ববাদ সহকারে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা কি জন্য আমাকে এইরূপ আদর পূর্বক প্রবোধিত করিলে? মহারাজ রাবণের কুশল ত? এখন ত কোন ভয় নাই? অথবা বোধ হইতেছে কোন শত্রুভয় উপস্থিত; তোমরা তজ্জন্যই আমাকে সত্বর জাগরিত করিলে। যাহা হউক, আজ আমি রাক্ষসরাজের শঙ্কা দূর করিব, মহেন্দ্র পর্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, এবং অগ্নিকে শীতল করিয়া দিব। আমি নিদ্রিত ছিলাম, তিনি অল্প কারণে আমাকে প্রবোধিত করেন নাই। এক্ষণে যথার্থতই বল তোমরা কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে?

তখন সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল, বীর! কোন রূপ দৈবভয় আমাদের কদাচ ঘটে নাই, এক্ষণে দারুণ মনুষ্যভয়ই আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। এই মনুষ্যভয় যেরূপ উপস্থিত, দেব দানব হইতেও আমরা কখন এ প্রকার দেখি নাই। এক্ষণে পর্বত প্রমাণ বানরগণ এই লঙ্কাপুরীর চতুর্দিক অবরোধ করিয়াছে। রাম সীতাহরণে যার পর নাই সন্তপ্ত; আমরা কেবল তাহাঁরই প্রতাপে ভীত হইতেছি। ইতিপূর্বে একটিমাত্র বানর উপস্থিত হইয়া সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায়। কুমার অক্ষ তাহারই হস্তে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট; রাম দেবকুলকণ্টক স্বয়ং রাক্ষসাধিপতিকেও যুদ্ধে অপহেলা করিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন। দেবতা ও দৈত্য দানব হইতেও যাহা কখন হয় নাই আজ এক রাম হইতে মহারাজের তাহাই হইল। তিনি উহাঁকে প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণের এইরূপ পরাভবের কথা শুনিয়া ঘূর্ণিতলোচনে যূপক্ষকে কহিলেন, সচিব! আমি অদ্যই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ আমি বানরগণের রক্তমাংসে রাক্ষসদিগকে পরিতৃপ্ত করিব, এবং স্বয়ংও রাম ও লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।

অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর ক্রোধাবিষ্ট গর্বিত কুম্ভকর্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, বীর! আপনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্বক গুণ দোষ সমস্ত বিচার করিয়া পশ্চাৎ শত্রুজয় করিবেন।

এদিকে রাক্ষসেরা সর্বাগ্রে রাবণের গৃহে দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। রাবণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট; রাক্ষসেরা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি তথা হইতেই যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, না আপনি এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন।

রাবণ হৃষ্টমনে কহিলেন, রাক্ষসগণ! আমি তাহাকে এই স্থানেই দেখিতে অভিলাষ করি। তোমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে আনয়ন কর।

তখন রাক্ষসেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে চলুন এবং তাহাকে গিয়া আনন্দিত করুন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। পরে হৃষ্ট মনে মুখ প্রক্ষালন পূর্বক কৃতস্নান হইয়া মদ্যপানে অভিলাষী হইলেন এবং বলবৃদ্ধিকর মদ্য আনিবার জন্য রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন। বাক্ষসেরা মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য শীঘ্র আনিয়া দিল। কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলশ মদ্য পান করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তিনি পান প্রভাবে ঈষৎ উষ্ণ ও মত্ত, তাঁহার তেজ ও বল অতিমাত্র স্ফূর্তি পাইতেছে। তিনি

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ভ্রাতা রাবণের গৃহে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য্য যেমন করজালে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন সেইরূপ তিনি দেহশ্রীতে রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; বোধ হইল যেন সুররাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আলয়ে গমন করিতেছেন। ঐ সময় বহিঃস্থ বানরেরা রাজপথে সহসা ঐ গিরি শিখরকার মহাবীরকে দেখিয়া ভীত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ আশ্রিতবৎসল রামের স্মরণ লইবার জন্য চলিল, কেহ দিগদিগন্তে পলাইতে লাগিল এবং কেহ বা ভয়ার্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ কিরীটধারী; তিনি স্বতেজে যেন সূর্য্যকেও স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা ঐ প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতদর্শন রাক্ষসকে নিরীক্ষণ পূর্বক সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

৬১তম সর্গ

রামের নিকট বিভষণ কর্তৃক কুম্ভকর্ণের ইতিবৃত্ত কীর্তন

অনন্তর রাম শরাসন হতে লইয়া মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ত্রিপাদনিক্ষেপে প্রবৃত্ত ভগবান নারায়ণের ন্যায় যেন আকাশে চলিয়াছেন। তিনি সজল জলবৎ কৃষ্ণকায়; তাঁহার বাহুদ্বয়ে স্বর্ণাঙ্গদ। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন রাম যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন,

বিভীষণ! ঐ পর্বতাকার পিঙ্গলনেত্র মহাবীর কে? উহাঁর মস্তকে স্বর্ণকিরীট, উনি লঙ্কামধ্যে বিদ্যুৎশোভিত জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত। ঐ মহান একমাত্র বীর পৃথিবীর কেতু স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছেন। বানরেরা উহাঁকে দেখিয়াই ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। ফলত আমি এইরূপ জীব কখন দেখি নাই, এক্ষণে বল উনি কে? উনি রাক্ষস না অসুর?

তখন বিজ্ঞ বিভীষণ কহিলেন; রাম! উনি বিশ্রবার পুত্র, মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্ণ; দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ইহার তুল্যকক্ষ নহে। উনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকেও পরাজয় করিয়াছেন। উনি বহুসংখ্য দেব দানব যক্ষ ভুজঙ্গ রাক্ষস গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরকেও পরাস্ত করেন। দেবগণ ঐ শূলপাণি বিরূপ নেত্র মহাবলকে সাক্ষাৎ কৃতান্তবোধে মোহিত হইয়া বিনাশ করিতে পারেন নাই। কুম্ভকর্ণ স্বভাবত তেজস্বী; অন্য রাক্ষসের কলবিক্রম বরলব্ধ, ইহাঁর সেরূপ নহে। ইনি জাত মাত্র অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রজা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তদ্দৃষ্টে প্রজাগণ প্রাণভয়ে যার পর নাই ভীত হইল এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া ভয়ের সমস্ত কারণ নিবেদন করিল। তখন ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই মহাবীরকে বজ্রাঘাত করেন। ইনি প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া মহাক্রোধে চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ শ্রবণভৈরব রবে আরও ভীত হইল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধ ভরে ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন পূর্বক ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র এই দন্তপ্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন,

তাঁহার সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দেব দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহসা বিষণ্ণ হইলেন। তখন ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক কুম্ভকর্ণকৃত আশ্রম ধ্বংস ও পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি উপদ্রব জ্ঞাপন করিলেন, এবং কহিলেন, ভগবন্! যদি ঐ মহাবীর এইরূপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে তবে অচিরাৎ ত্রিলোক লোকশূন্য হইয়া যাইবে।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক রাক্ষসগণকে আবাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। উহার বিকট মূর্তি দেখিবামাত্র তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। পরে তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উহাকে কহিলেন, রাক্ষস! বিশ্রবা নিশ্চয়ই লোকক্ষয়ের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি আজ অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে। তখন কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মশাপে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারই সম্মুখে পতিত হইলেন।

অনন্তর রাবণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! কাঞ্চন বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, আপনি ফলপ্রাপ্তিকালে কেন তাহা ছেদন করিতেছেন! কুম্ভকর্ণ আপনার পৌত্র, ইহাকে এইরূপ অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হইতেছে না। দেব! আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং ইনি নিশ্চয় নিদ্রিতই থাকিবেন, কিন্তু ইহাঁর নিদ্রা ও জাগরণের একটি কাল অবধারণ করিয়া দেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিবে এবং এক দিন মাত্র জাগরিত হইবে। এই বীর ঐ একটি দিন ক্ষুধার্ত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন ও দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মুখব্যাদান পূর্বক লোক সকল ভক্ষণ করিবে। রাম! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্রমে ভীত ও বিপদ হইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন। সেই বীর স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ পূর্বক ধাবমান হইয়াছেন। আজ বানরেরা তাঁহাকে দেখিয়াই ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। ফলত উহাকে নিবারণ করা উহাদের অসাধ্য। এক্ষণে বানরসৈন্যমধ্যে এইটা প্রচার করা আবশ্যক যে উহা কোন জীব নহে একটি যন্ত্র উচ্ছ্রিত হইয়াছে; বানরগণ এইরূপ বুঝিতে পারিলে নিশ্চয় নির্ভয় হইবে।

রাম বিভীষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ পূর্বক সেনাপতি নীলকে কহিলেন, নীল! তুমি যাও, গিয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া অবস্থান কর, এবং গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও শিলা সংগ্রহ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার রাজপথ ও সংক্রম অবরোধ করিয়া থাক।

তখন নীল রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র বানরগণকে কহিলেন, সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ একটি যন্ত্র উচ্ছ্রিত করিয়াছে, অতএব তোমরা ভীত হইও না।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, শরভ, হনূমান ও অঙ্গদ গিরি শৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বানরসৈন্যগণও সেনাপতি নীলের বাক্যে

নির্ভয় হইয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা যখন বৃক্ষ শিলা লইয়া লঙ্কার নিকটস্থ হইল তখন উহাদিগকে পর্বতসন্নিহিত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

৬২তম সর্গ

রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ

এদিকে নিদ্রামদবিহ্বল মহাবীর কুম্ভকর্ণ সুশোভন রাজ পথে যাইতেছেন। রাক্ষসেরা তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত গমন করিতেছেন। নিকটেই রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; উহা স্বর্ণজালজড়িত ও উজ্জ্বল এবং বিস্তীর্ণ ও রমণীয়। মেঘমধ্যে সূর্য্য যেমন প্রবেশ করে সেইরূপ কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন। গৃহ প্রবেশকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গৃহদ্বার অতিক্রম পূর্বক দেখিলেন, রাবণ পুষ্পক বিমানে নিষণ্ণ ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

অনন্তর রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিরীক্ষণ ও সত্বর আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক হৃষ্টমনে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। পরে তিনি উপবেশন করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার পাদবন্দন পূর্বক কহিলেন, রাজন্! কোন্ কার্য্য উপস্থিত? তখন রাবণ পুনর্বার উত্থিত হইয়া পুলকিত মনে তাকে আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও যথাবৎ অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট

হইলেন এবং ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি কি জন্য আমায় আদর পূর্বক জাগরিত করিলেন? বলুন আপনার কিসের ভয় উপস্থিত; এক্ষণে কেই বা বিনষ্ট হইবে?

রাবণ কহিলেন, বীর! বহুকাল হইল তুমি নিদ্রিত আছ, তজ্জন্যই উপস্থিত ভয়ের বিষয় জানিতে পার নাই। দশরথ তনয় রাম সুগ্রীবের সহিত সহাসমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। সে সেতুযোগে পরম সুখে আসিয়া বন ও উপবন সকল বানরের একার্ণব করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা রণস্থলে প্রতিপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাদৃশ ক্ষয় কদাচই দেখিতেছি না। ক্ষয়ের কথা দূরে থাক, রাক্ষসগণ একবারও উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। বীর! এক্ষণে এই সঙ্কট উপস্থিত; তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আজ শত্রুনাশ করিয়া আইস; আমি এই জন্যই তোমাকে প্রবোধিত করিয়াছি। আমার কোষাগার শূন্য প্রায় হইয়াছে, এক্ষণে এই লঙ্কায় কেবল বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট; তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া ইহাকে রক্ষা কর। তুমি ভ্রাতৃদুঃখ দূর করিবার জন্য এই দুস্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। বীর! আমি কখন তোমায় এইরূপ অনুরোধ করি নাই; তোমাতেই আমার স্নেহ এবং তোমাতেই আমার সম্পূর্ণ জয়সিদ্ধির সম্ভাবনা। পূর্বে সুরাসুরযুদ্ধে তুমিই প্রতিযোদ্ধা হইয়া সুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলে। জীবগণের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ

বলবান নাই, তুমি সমস্ত বল আশ্রয় পূর্বক আমার এই কার্য্যসাধন কর। বান্ধবপ্রিয়! উত্থিত বায়ু যেমন শারদীয় মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি শত্রুসৈন্যকে স্বতেজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেল। এক্ষণে এই কার্য্যই আমার প্রীতিকর এবং এই কার্য্যই আমার হিতজনক।

৬৩তম সর্গ

রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্বক হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন! পূর্বে বিভীষণের সহিত মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম আপনি হিতবাক্যে অনাদর করিয়া তাহাই অধিকার করিয়াছেন। ফলত কুকর্মী যেমন শীঘ্রই নিরয়গামী হয় সেইরূপ পরস্ত্রীহরণরূপ পাপকার্য্যের ফল শীঘ্রই আপনাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। অগ্রে আপনি বীর্য্যমদে এই গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফল লক্ষ্য করেন নাই; তজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত। দেখুন, যে রাজা প্রভুত্ব লাভ করিয়া পূর্বকার্য্য পশ্চাতে এবং পরকার্য্য পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি নীতিজ্ঞানশূন্য। যিনি দেশকালের কোন অপেক্ষা রাখেন না, তাহার কার্য্য অসংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পাঁচটি অবস্থা [কর্ম্মের আরম্ভোপায় পুরুষদ্রব্যসম্পৎ দেশকালবিভাগ বিপত্তি প্রতিকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচ অবস্থা] বিচার করিয়া সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রকৃত পথে

অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলত যিনি সচিবের সাহায্য ও স্ববুদ্ধিবলে সমস্ত কার্য্য বুঝিয়া থাকেন, যিনি শত্রুমিত্র সম্যক পরীক্ষা করেন; যিনি যথাকালে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করেন তাঁহারই সিদ্ধি। কিন্তু যে রাজা বা যুবরাজ ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বস্তমুখে শুনিয়াও বুঝিতে পারেন না তাহার শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই পণ্ড। যিনি সাম দান ভেদ ও বিক্রম, ইহার পাঁচ প্রকার প্রয়োগসাধন, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচই বিপদস্থ হইতে হয় না। যিনি বুদ্ধিজীবি অর্থতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত আপনার শুভ পরিণাম আলোচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার ভাগ্যশ্রী অচল হয়। দেখুন, অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষ মন্ত্রিগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রার্থ না জানিয়াও কেবল প্রগল্‌ভতা হেতু বাক্‌জাল বিস্তারের ইচ্ছা করেন। ফলত যে সকল লোক অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ অর্থলোলুপ, যাঁহারা ধৃষ্টতাদোষে হিতকল্প অহিত উপদেশ দেন মন্ত্রিমধ্যে সেই সমস্ত কার্য্যদূষক ব্যক্তিকে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। কোন কোন দুর্মন্ত্রি প্রভুকে উৎসন্ন দিবার জন্য বিপরীত কার্য্যে অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে এবং কেহ কেহ বা প্রভুর সর্বনাশ আশঙ্কা করিয়া সর্বজ্ঞ শত্রুর সহিত সমাগত হয়; রাজা সেই সমস্ত প্রতিপক্ষের বশীভূত মিত্রকল্প শত্রুকে মন্ত্রনির্ণয় করিবার সময় ব্যবহারে বুঝিয়া লইবেন। যে রাজা চপল স্বভাব,

যিনি সহসা সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষী যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতের রন্ধ্র পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষেরা ঐ সুযোগে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন তাহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তিনি অচিরাৎ পদষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন্! রাজ্ঞী মন্দোদরী ও অনুজ বিভীষণ পূর্বে এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছিলেন এক্ষণে সেই কথাই ত আমার হিতকর বোধ হয়; অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি তদনুসারে কার্য্য করুন।

তখন রাবণ কুম্ভকর্ণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্বক কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার গুরু ও আচার্য্যবৎ পূজ্য; তুমি কিনা আমাকে উপদেশ দিতেছ? তোমার এইরূপ বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা কি? এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আমি চিত্ত বিভ্রম বা বীর্য্যগন্ধেই হউক অগ্রে যাহা স্বীকার করি নাই এখন সে কথার পুনরুল্লেখ করা নিরর্থক। অতঃপর যাহা উচিত তুমি তাহারই উপায় চিন্তা কর। দেখ, যদি তোমার ভ্রাতৃস্নেহ থাকে, যদি তোমার দেহে বলবীর্য্য থাকে, এবং যদি এই কার্য্য তোমার একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হয় তবে আমার দুর্নীতিনিবন্ধন দুঃখ স্ববিক্রমে উপশম করিয়া দেও। যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন তিনিই সুহৃৎ, এবং যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন তিনিই বন্ধু।

তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া প্রবোধ বাক্যে সন্ত্বনা করিলেন এবং ধীর ও দারুণ বচনে তাঁহাকে হৃষ্টজ্ঞান করিয়া মৃদুমধুরভাবে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি আমার কথায় একবার মনোযোগ দিন, এবং দুঃখ ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃতিস্থ হউন। আপনি আমার জীবদ্দশায় এইরূপ দীনতা মনেই আনিবেন না। এক্ষণে যাহার জন্য আপনার বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত আমি আজ নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব। কিন্তু আপনি সুখে বা দুঃখেই থাকুন আপনাকে হিত কথা বলা আমার অবশ্যই কর্তব্য; এই জন্য ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুভাবে আমি আপনাকে এইরূপ কহিতে সাহসী হইয়াছিলাম। অতঃপর সঙ্কটকালে একজন স্নেহপরবশ বন্ধুর যে কার্য্য করা আবশ্যক আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। বলিতে কি, আজ বানরসৈন্য রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট দেখিয়া আপনাদিগকে নিরাশ্রয় জ্ঞানে চতুর্দিকে পলায়ন করিবে। আজ আপনি আমার হস্তে রামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া সুখানুভব করিবেন এবং জানকী যার পর নাই দুঃখিত হইবেন। লঙ্কার যে সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধে বন্ধুবান্ধব হারাইয়াছে আজ তাহারা স্বচক্ষে প্রীতিকর রামনিধন নিরীক্ষণ করুক। আজ আমি শত্রুনাশ করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাহাদের শোকাশ্রু মুছাইয়া দিব। আজ কপিরাজ সুগ্রীবের পর্বতাকার দেহ রণস্থলে সসূর্য্য জলদের ন্যায় প্রসারিত হইবে। রাজন্! আমি ও অন্যান্য রাক্ষস আমরা শত্রু, সংহারা পুনঃপুনঃ আপনাকে সান্ত্বনা করিতেছি তথাচ কিজন্য আপনার

দুঃখ উপশম হইতেছে না। রাম একজন সামান্য মনুষ্য; সে অর্থে আমাকে বধ করিবে, পচাৎ ত আপনাকে? কিন্তু আমারই মনুষ্যহস্তে বিনাশের আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বলুন, আমিই যুদ্ধযাত্রা করিব, এই অনুরোধে শত্রুপক্ষের সহিত রথস্থলে সাক্ষাৎ করা আপনার কি আবশ্যক। শত্রু মহাবল হইলেও আমিই তাহাকে সংহার করিব। যদি ইন্দ্র, বায়ু, যম, কুবের, অগ্নি ও বরুণ পর্য্যন্ত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হন আমি তাঁহাদিগকে বধ করিব। রাজন্! এই দীর্ঘাকার তীক্ষ্নদশন মহাবীর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সুশাণিত শূলধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিবে তখন ইহাকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্রও ভীত হইবেন। অথবা আমি যখন নিরস্ত্র হইয়া কেবল ভুজবলে প্রতিপক্ষকে মর্দন করিতে থাকিব তখন জানি না কেই বা প্রাণের আশঙ্কা না রাখিয়া আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। আমি অস্ত্র শস্ত্র চাহি না, আজ এই ভুজবলে ইন্দ্রকেও নিপাত করিব। বলিতে কি, রাম যদি আজ এই মুষ্টিবেগ সহিয়া থাকিতে পারে তবে শীঘ্রই আমার শর তাহার শোণিত পান করিবে। রাজন্! আমি বিদ্যমানে আপনি কেন এইরূপ চিন্তিত হইতেছেন। আপনি রামের ভয় পরিত্যাগ করুন, আমিই তাহাকে বিনাশ করিতে চলিলাম। আমি রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাদাহী রাক্ষসনিহন্তা হনূমানকেও বধ করিয়া আসিব। আমি ক্ষুধার্ত হইয়া যুদ্ধে বানরগণকে এককালে ভক্ষণ করিব। যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার ভয়ের কারণ হন তথাচ আমি জয়শ্রী অধিকার করিয়া

আপনাকে অসাধারণ যশঃপ্রদান করিব। আমার ক্রোধে সুরগণকেও ভূমিশায়ী হইতে হইবে। আমি যমরাজকে পরাস্ত করিব, অগ্নিকে ভক্ষণ করিব, নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত সূর্য্যকে ভূতলে পাড়িব, ইন্দ্রকে মারিব, সমুদ্র পান করিব, পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া দিব। জীবগণ আজ এই চিরনিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। আমার জঠরজ্বালা শান্তি করিতে স্বর্গও পর্য্যাপ্ত হয় না। রাজন্! এক্ষণে আমি শত্রুনাশ পূর্বক উত্তরোত্তর সুখাবহ সুখ আহরণার্থ চলিলাম। আপনি স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান করুন এবং সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বকার্য্যে দৃষ্টি রাখুন। আজ রাম বিনষ্ট হইলে জানকী চিরকালের জন্য আপনার বশবর্তিনী হইবেন।

৬৪তম সর্গ

কুম্ভকর্ণ ও রাবণের প্রতি মহোদরের বাক্য ও মন্ত্রণা প্রদান

অনন্তর মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণকে কহিতে লাগিল, কুম্ভ কর্ণ! তোমার সৎকুলে জন্ম সত্য, কিন্তু তুমি অত্যন্ত গর্বিত, তোমার আকার অতি কদর্য্য, তুমি সকল স্থলে সকল কথা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বুঝিতে পার না। রাক্ষসরাজের যে কার্য্যা কার্য্য বোধ নাই ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু তুমি বাল্যাবধি প্রগল্‌ভ, তজ্জন্যই কেবল অনর্থক বাক্যব্যয়ের ইচ্ছা করিয়া থাক। রাক্ষসরাজ দেশকালের বিধিব্যবস্থা বিলক্ষণ জানেন। ইনি স্বপক্ষে উন্নতি ও পরপক্ষে অবনতি বুঝিতে পারেন এবং এই স্বপরপক্ষে ক্ষয়

বৃদ্ধির অসদ্ভাবে যে কিরূপে অবস্থান করিতে হয় তাহাও জানেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞ বৃদ্ধের উপাসক নহে, যাহার বুদ্ধি সামান্য, কেবল বলই যাহার সর্বস্ব, সেও যে বিষয়ে ইতস্তত করে কোন্ সুপণ্ডিত রাজা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন? আর তুমি যে বিরোধী ধর্ম অর্থ ও কামের কথা উল্লেখ করিলে সেই সকল যথার্থত বুঝিতে তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। দেখ, কর্মই ধর্ম অর্থ ও কামের কারণ; নিষ্কিয় লোকের কোন রূপ পুরুষার্থ নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সংকল্পবিশেষের বলে তদ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। এই ধর্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করিলে লোক নিশ্চয় প্রত্যয়ভাগী হয় কিন্তু কাম উপেক্ষিত হইলেও কোনরূপ প্রত্যয় নাই। ধর্ম ও অর্থের ফল ইহলোক বা পরলোকে হয় কিন্তু কামের শুভ ফল তদ্দণ্ডেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কামের অনুষ্ঠান নৃপতির অবশ্য কর্তব্য। আর আমরাও মহারাজকে এই বিষয়ে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম, ফলত একজন বলবান যে শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি? কুম্ভকর্ণ! তুমি যে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিবার হেতু দেখাইতেছ তদ্বিষয়ে যাহা অসাধু ও অসঙ্গত তাহাও নির্দেশ করিতেছি শুন। যে ব্যক্তি জনস্থানে বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে তুমি গিয়া একাকী কিরূপে তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা কর। পূর্বে যে সমস্ত রাক্ষস জনস্থানে পরাজিত হইয়াছিল আজ কি তুমি এখানে

তাহাদিগকে অতিমাত্র ভীত দেখিতেছ না? তুমি মহাবীর রামকে কুপিত সিংহ ও প্রসুপ্ত ভুজঙ্গবৎ জানিয়া প্রবোধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং ক্রোধে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কোন্ মূর্খ সেই মৃত্যুবৎ দুর্বিষহ মহাবীরের নিকট হইতে ইচ্ছা করে। আমার বোধ হয় তাঁহার প্রতিমুখে থাকলে এই সমস্ত সৈন্য সংকটাপন্ন হইবে, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমার একাকী গমন আমি কিছুতেই অনুমোদন করি না। যাহার দলবল বিলক্ষণ পুষ্ট, যাহার প্রাণের মমতা নাই, কোন নির্বোধ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া সেই বিপক্ষকে সামান্যজ্ঞানে বশীভূত করিতে চায়। কুম্ভকর্ণ! মনুষ্যজাতিতে যাহার তুল্য কক্ষ আর কেহই নাই সেই ইন্দ্রপ্রভাব তেজস্বী মহাবীরের সহিত তুমি কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে চাও।

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! আপনি জানকীরে হস্তগত করিয়াও কি কারণে বিলম্ব করিতেছেন, যদি ইচ্ছা করেন, ত জানকী এখনই আপনার বশবর্তিনী হন। আমি এই বিষয়ে একটা উপায় স্থির করিয়াছি এক্ষণে আপনি তাহা শুনুন এবং সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, যদি প্রীতিকর হয় ত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমার প্রস্তাব এই যে দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভ কর্ণ, বিতর্দন ও আমি এই পাঁচ জন রামবধার্থে নির্গত হইতেছি আপনি অগ্রে এই কথা সর্বত্র রটনা করিয়া দিন। এই অবসরে আমরাও গিয়া রামের সহিত যত্ন

সহকারে যুদ্ধ করি। যদি তাহাকে জয় করিতে পারি তবে জানকীরে বশীভুত করিবার উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন নাই; আর যদি আমরা তাহাকে জয় করিতে না পারি, এবং যদি নিজে নিজে জীবিত থাকি তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহাই করা আবশ্যক। মহারাজ! আমরা রামনামাঙ্কিত শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত দেহে রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব। আসিয়া বলিব যে আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইলাম। পরে আপনার চরণে ধরিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিব। ইত্যবসরে আপনিও গজস্কন্ধ নামক চর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের এই বধবার্তা সর্বত্র রটনা করিয়া দিবেন। পরে আপনি সবিশেষ প্রীত হইয়াই যেন ভৃত্যগণকে খাদ্য দ্রব্য, দাস দাসী ও ধন বিতরণ করাইবেন, বীরগণকে বস্ত্র ও গন্ধ মাল্য দান করিবেন; এবং স্বয়ংও হৃষ্ট হইয়া মদ্যপান করিতে থাকিবেন। এইরূপে রামের বধবার্তা সর্বত্র উদ্ঘোষিত হইলে, আপনি অশোক বনে যাইবেন এবং সীতাকে নির্জ্জনে সান্ত্বনা করিয়া ধনধান্যে প্রলোভিত করিতে থাকিবেন। মহারাজ! জানকী এইরূপ শোকোদ্দীপক প্রতারণায় বঞ্চিত হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার বশবর্তিনী হইবেন। তিনি রমণীয় স্বামীকে বিনষ্ট জানিয়া নৈরাশ্য ও স্ত্রীসুলভ লঘুতা হেতু আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। পূর্বে তিনি পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন এক্ষণে দুঃখে ক্লিষ্ট, সুতরাং সুখ আপনার আয়ত্ত বুঝিয়া তিনি নিশ্চয়ই আপনার বশবর্তিনী হইবেন। রাজন্! আমার

বুদ্ধিতে ত ইহাই সুখ সাধনের উপায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রামের দর্শনমাত্রেই অনর্থ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সংগ্রামার্থ উৎসুক হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না; আপনি এই স্থানে থাকিয়া যে সুখ লাভ করিতে পারিবেন যুদ্ধে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতেছে না। রাজন্! সৈন্যক্ষয় ও প্রাণসংশয় না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রু জয় করুন, ইহাতে যশ পুণ্য শ্রী ও চিরকীর্ত্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

৬৫তম সর্গ

রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ যাত্রা

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আজ দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দূর করিব; আজ আপনি বৈরশুদ্ধি পূর্ব্বক সুখী হউন। বীরগণ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; আমি আজ রণস্বলে এই গর্জ্জন কার্য্যে প্রদর্শন করিব।

পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ মহোদরকে কহিলেন, ভীরু! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা পণ্ডিতাভিমানী নির্ব্বোধ ও অক্ষম রাজারই প্রীতিকর হইতে পারে। তোমরা যুদ্ধভীরু, চাটু বাক্যে কেবল মহারাজের অনুবৃত্তি করাই তোমাদের ব্যবসায়, ফলত তোমরাই ইহাঁর সমস্ত কার্য্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলে। এক্ষণে এই লঙ্কার কি দুরবস্থা, এখন ইহাতে কেবল রাজামাত্র অবশিষ্ট, সৈন্য সকল বিনষ্ট এবং কোষাগার শূন্য; বলিতে কি, তোমরা ইহাকে আশ্রয় করিয়া মিত্রব্যপদেশে যথার্থতই শত্রুর কার্য্য করিয়াছ।

অতঃপর এই আমি তোমাদের দুর্নীতিকৃত অনর্থ ক্ষালন করিবার জন্য এখনই যুদ্ধে চলিলাম।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, এই মহোদর রামের বিক্রমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এই জন্যই যুদ্ধ ইহার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। বীর! সৌহার্দ ও বলে তোমার তুল্য আর আমার কেহই নাই। এক্ষণে তুমি জয় লাভার্থে নির্গত হও। দেখ, আমি কেবল শত্রুবিনাশ করিবার জন্য তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছি, ফলত এইটা রাক্ষসগণের একটি সঙ্কটকাল। এক্ষণে তুমি শূলধারণ পূর্বক পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নির্গত হও এবং সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই ভীমমূর্তি দেখিবামাত্র চতুর্দিকে পলায়ন করিবে এবং রাম ও লক্ষ্মণের ও হৃদয় বিদীর্ন হইয়া যাইবে। এই বলিয়া রাবণ জয়লাভের বিশ্বাসে অনুমান করিলেন যেন দুঃখের জীবন অবসান হইয়া তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও বিক্রম জানিতেন। তন্নিবন্ধন হর্ষে তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় নির্মল বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বর্ণখচিত লৌহময় শাণিত শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ রক্ত মাল্যসুশোভিত শূল দৃশ্য ও গুরুত্বে বজ্রের অনুরূপ; উহা অনবরত অগ্নি উদগীরণ করিতেছে। কুম্ভকর্ণ সেই সুরাসুরহন্তা শত্রুশোণিতরঞ্জিত প্রকাণ্ড শূল বেগে গ্রহণ

পূর্বক কহিলেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই যুদ্ধে যাইব এবং ক্ষুধার্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব।

তখন রাবণ কহিলেন, বীর! বানরগণ বলবান ও সমর নিপুণ; উহারা তোমায় একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে দন্তাঘাতে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি শূলমুদ্গরধারী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর এবং নিশাচরগণের অহিতকর শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিয়া আইস।

অনন্তর রাবণ সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্বক কুম্ভকর্ণকে মধ্যমণিশোভিত শশাঙ্কোজ্জ্বল স্বর্ণহার পরাইয়া দিলেন। পরে অঙ্গদ অঙ্গুলিত্রাণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, কর্ণযুগলে কুণ্ডল এবং কণ্ঠে দিব্য সুগন্ধী মাল্য প্রদান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃহৎকর্ণ মহাবীর এইরূপ সুসজ্জিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কটিতটে কৃষ্ণশ্যামল শ্রোণীসূত্র, বোধ হইল যেন অমৃতমন্থনের সময় মন্দর গিরি উরগবেষ্টনে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াছেন। পরে ঐ বীর স্বর্ণময় বিদ্যুৎপ্রভ বর্ম ধারণ করিলেন। উহা জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ভারসহ ও দুর্ভেদ্য; ঐ বর্ম দ্বারা তাঁহার সন্ধ্যামেঘরঞ্জিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি যখন এইরূপে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া শূলহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন তখন তাঁহাকে ত্রিপদে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণে উদ্যত নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। . অনন্তর ঐ মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণকে আলিঙ্গন প্রদ ক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক প্রস্থানের

জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ তাহাকে মাঙ্গলিক আশীর্বাদ করিলেন। তৎকালে অনবরত শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। হস্তী অশ্ব মেঘনির্ঘোষ রথ রথী ও সশস্ত্র সৈন্য তাহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাক্ষসেরা সর্প উষ্ট্র গর্দভ সিংহ হস্তী মৃগ ও পক্ষীতে আরোহণ পূর্বক তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কুম্ভকর্ণের মস্তকে উৎকৃষ্ট ছত্র ; যুদ্ধ যাত্রাকালে সকলে তাহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ ভীমমূর্ত্তি মহাবীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া নির্গত হইলেন। বহু সংখ্য পদাতি উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা বিকটদর্শন ভীমনে মহাসার ও মহাবল; উহাদের দেহ বহুব্যাম দীর্ঘ ও অঞ্জনপুঞ্জবৎ নীল, এবং নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। উহাদের হস্তে শূল, শাণিত খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ ও গদা; অনেকে মুষল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয় গ্রহণ করিয়াছে। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত পদাতি-সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া করাল মূর্তি ধারণ পূর্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার দেহ প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধনু; এবং নেত্রদ্বয় শকটচক্রের অনুরূপ। ঐ দগ্ধশৈলসঙ্কাশ মহাবক্র বীর ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যগণকে অট্টহাস্যে কহিলেন, দেখ, অগ্নি যেমন পতঙ্গগণকে দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি রোষানলে প্রধান প্রধান বানরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অথবা ঐ সমস্ত বনচারী জীবজন্তুর অপরাধ কি, সেই জাতি ত মদ্বিধ লোকের উদ্যানের অলঙ্কার। রামই লঙ্কা অবরোধের হেতু, তাহার বিনাশেই সকলের বিনাশ, অতএব আজ তাহাকেই অগ্রে বধ করিব।

তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের এই আশ্বাসকর বাক্যে সমুদ্রকে কম্পিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দিকে ভীষণ দুর্নিমিত্ত সকল উপস্থিত। মেঘ গর্দভের ন্যায় ধুম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, অনবরত জ্বলন্ত উল্কাপাত ও ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, সমুদ্র ও বনের সহিত সমস্ত পৃথিবী কম্পিত, ভীষণ শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদন পূর্বক চীৎকার আরম্ভ করিল, বিহঙ্গের বাম ভাগে মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল, একটী গৃধ্র কুম্ভকর্ণের গমনপথে শূলোপরি পতিত হইল, ঐ বীরের বামনেত্র স্পন্দিত ও বাম বাহু কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ এবং সুখস্পর্শ বায়ু নিস্পন্দ হইলেন। কুম্ভকর্ণ কালমোহে মুগ্ধ; তিনি এই সমস্ত রোমহর্ষণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ পর্বতাকার বীর পদক্ষেপে প্রাকার লঙ্ঘন পূর্বক মেঘাকার অদ্ভুত বানরসৈন্য দেখিতে পাইলেন। বানরেরাও উহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ হর্ষভরে মেঘগম্ভীর রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরেরা আরও ভীত হইয়া ছিন্নমূল শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের হস্তে প্রকাণ্ড অর্গল; তিনি শত্রুসংহারার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যুগান্তে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

৬৬তম সর্গ

কুম্ভকর্ণ দর্শনে বানরগণের ভয় ও অঙ্গদ কর্তৃক বানরগণকে উৎসাহ প্রদান

অনন্তর কুম্ভকর্ণ সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ ঘোরতর শব্দে সমুদ্র নিনাদিত পর্বত কম্পিত ও বজ্রধ্বনি পরাজিত হইতে লাগিল, বানরগণ ঐ ইন্দ্র বরুণ ও যমের অবধ্য ভীমনেত্র রাক্ষসকে দেখিবামাত্র চতুর্দিকে ধাবমান হইল। তখন কুমার অঙ্গদ বানরগণকে ভীত মনে করিয়া মহাবল নল নীল গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব আভিজাত্য ও অনন্যসুলভ বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় পলায়ন করিতেছ? এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? ঐ যাহা দেখিতেছ উহা মহতী বিভীষিকা মাত্র। আমরা স্ববিক্রমে ঐ উত্থিত বিভীষিকা নষ্ট করিব। তোমরা প্রতি নিবৃত্ত হও।

তখন বানরগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও চতুর্দিক হইতে সমাগত হইয়া বৃক্ষ শিলা গ্রহণ পূর্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ বানরগণের গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল তাহার দেহে চূর্ণ হইতে লাগিল, পুষ্পিত বৃক্ষ স্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন দীপ্ত দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে তদ্রূপ ঐ মহাবীর ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে মর্দন

করিতে লাগিলেন। অনেক বানর রক্তাক্ত হইয়া কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল, অনেকে সমুদ্রে গিয়া পড়িল, অনেকে বনপ্রবেশ করিল এবং অনেকে সেতুপথে সমুদ্রের উপর ধাবমান হইল। তৎকালে কাহারই আর অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি করিবার অবসর নাই, সকলেরই মুখবর্ণ ভয়প্রভাবে মলিন, ভল্লুকগণ বৃক্ষ ও পর্বতে লুক্কায়িত হইল, কেহ কেহ মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করিল, এবং কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর অঙ্গদ কহিলেন বানরগণ! স্থির হও, অতঃপর আমরা যুদ্ধ করিব। তোমরা যদিও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতেছ কিন্তু আমি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তোমাদের থাকিবার স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাই না। এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষায় এত যত্ন কেন? তোমরা নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিলে পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে, সেইরূপ উপহাস সুজীবিদিগের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তোমরা বৃহৎ ও মহৎ কুলে জন্মিয়াছ, এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় ভীত হইয়া কোথায় যাও। যখন সকলে বীর্য্য প্রদর্শন না করিয়া সভয়ে পলায়ন করিতেছ তখন তোমরা নিশ্চয়ই নীচ। তোমরা যে স্ব স্ব মহত্ব প্রখ্যাপন পূর্বক প্রভুর হিতসাধন করি বলিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতে এক্ষণে তাহা কোথায় গেল? যে ব্যক্তি ধিক্কার সহ্য করিয়া জীবিত থাকে সেই ভীরু কাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ কথা রটনা হয়। অতএব তোমরা নির্ভয় হও এবং সৎপুরুষের পথ আশ্রয় কর। আমরা হয় প্রাণত্যাগ করিব, ভীরু

কাপুরুষের দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিব, বীরলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব, না হয় শত্রু নাশ পূর্বক ইহলোকে একটি স্থির কীর্তি রক্ষা করিয়া যাইব। দেখ, ঐ কুম্ভকর্ণ রামের হস্তে আজ বহ্নিমুখে পতিত পতঙ্গের ন্যায় কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আমরা বীরগণের গণনীয়, আমরা যদি পলাইয়া আত্মরক্ষা করি তাহা হইলে এক ব্যক্তির বিক্রমে ভীত হইয়া বহুসংখ্য লোক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে আমাদের এই অপকলঙ্ক সর্বত্র ঘোষিত হইতে থাকিবে।

তখন বানরগণ পলায়নকালেই বীরবিগর্হিত বাক্যে কহিল, যুবরাজ! কুম্ভকর্ণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, এখন রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকি এরূপ সময় নহে; চলিলাম, আমাদের প্রাণ অতি মাত্র প্রীতিকর। এই বলিয়া সকলে চতুর্দিকে দ্রুতপদে পালাইতে লাগিল। কিন্তু অঙ্গদ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা ও জয়ের আশা প্রদর্শন পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

৬৭তম সর্গ

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ বর্ণন, রাম কর্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ

অনন্তর মহাবীর বানরগণ স্থির বুদ্ধি আশ্রয় পূর্বক পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। উহারা অঙ্গদের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকে বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে তদভিমুখে চলিল। মহাকায় কুম্ভকর্ণ ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের বধসাধনে প্রবৃত্ত

হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য বানর বিনষ্ট হইয়া দেহপ্রসারণ পূর্বক ভূতলে শয়ন করিল। বিহগরাজ গরুড় যেমন উরগগণকে ভক্ষণ করেন সেইরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বিবিদ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি বিস্তীর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কুম্ভকর্ণকে না পাইয়া সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। বহুসংখ্য হস্তী অশ্ব ও রথ চূর্ণ হইয়া গেল। পরে দ্বিবিদ অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করলেন। ঐ শৃঙ্গ প্রহারে বহু সংখ্য অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইয়া গেল, রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। তখন রথ মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জ্জন পূর্বক কালকল্প শরে বানরদিগকে সংহার করিতে লাগিল। বানরেরাও বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক হস্ত্যশ্ব রথের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর হনূমান আকাশে আরোহণ পূর্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কুম্ভকর্ণও শূল দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ ছেদ ও বৃক্ষ সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সুশাণিত শূল হস্তে লইয়া বানরগণের অভিমুখে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে হনূমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক উহার প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে শৃঙ্গাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সর্বাঙ্গ মেদ ও রক্তে আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি প্রহারবেগে

অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে ঐ দীপ্তশিখরধারী গিরিবৎ দীর্ঘাকার মহাবীর বিদ্যুতভাস্বর শূল বিঘূর্ণিত করিয়া কুমার যেমন কঠোর শক্তি অস্ত্রে ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ তদ্বারা হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। হনূমান প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে লাগিল, তিনি যুগান্তকালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ব্যথিত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল নীল সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের মুষ্টি প্রহারে চূর্ণ এবং বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবীর বৃক্ষ শিলা উদ্যত করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কেহ তাঁহাকে বারংবার পদাঘাত কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রহারে কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব স্পর্শসুখ অনুভব হইতে লাগিল। পরে তিনি বেগে গিয়া ভুজপঞ্জরে ঋষভকে গ্রহণ করিলেন। ঋষভ তাহার বাহুবেষ্টনে আরক্তমুখ ও নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কুম্ভকর্ণ শরভকে মুষ্টিপ্রহার পূর্বক নীল ও গবাক্ষকে পদাঘাত ও চপেটাঘাত করিলেন। উহাঁদের

সর্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উহার তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। তখন সহস্র সহস্র বানর মহাবেগে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং লম্ফ দিয়া পর্বতবৎ তাঁহার উপর আরোহণ পূর্বক তাহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন এবং তাঁহাকে নখদন্তে ক্ষত বিক্ষত করিয়া মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। তখন সহজাত বৃক্ষে পর্বত যেমন শোভিত হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত দেহোপরি আরূঢ় বানরে কুম্ভকর্ণ অপূর্ব শোভা পাইলেন। পরে গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহার পাতালতুল্য আস্যকুহরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অনতিকাল মধ্যে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দমময় হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে সুশোভিত হইলেন এবং বহ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে সেইরূপ বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরেরা ভীত হইয়া বিকৃত স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভগ্নমনে রামের শরণাপন্ন হইল। ইত্যবসরে মহাবীর অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন

এবং ঘনঘন সিংহনাদ ও অনুবর্তী রাক্ষসগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করলেন। কুম্ভকর্ণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সিংহনাদে বানরগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক অঙ্গদের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে শূল নিক্ষেপ করিলেন। তখন সমরপটু মহাবল অঙ্গদ ঝটিতি স্বস্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপহৃত হইলেন, কুম্ভকর্ণের শূল ও ব্যর্থ হইয়া গেল। পরে অঙ্গদ লম্ফ প্রদান পূর্বক কুম্ভকর্ণের বক্ষে মহাবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বিদ্রুপ সহকারে অঙ্গদকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। অঙ্গদ প্রহারবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণ পূর্বক সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া এক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং শৈল শিখর গ্রহণ পূর্বক তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহবীর কুম্ভকর্ণ উহাকে বীরদর্পে আসিতে দেখিয়া হস্ত পদ প্রসারণ পূর্বক উহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুম্ভকর্ণের সর্বাঙ্গ বানর-রক্তে সিক্ত, তিনি অনবরত বানর ভক্ষণ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব উহাকে কহিলেন, রাক্ষস! আজ অনেক বীর তোমার হস্তে বিনষ্ট হইল, তুমি অতি দুস্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ এবং অনেক বানরকে ভক্ষণ করিয়াছ, এই বীরকার্য্যে তোমার যশ অবশ্যই বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এই বানরসৈন্য ছাড়িয়া

দেও, ক্ষুদ্রকে লইয়া বিশেষ কি ফল। আমি এই শৈলশিখর নিক্ষেপ করিতেছি তুমি আজ একবার ইহা সহ্য কর।

তখন কুম্ভকর্ণ কহিলেন বানর! তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরজার পুত্র তোমার ধৈর্য্য ও বীর্য্য উভয়ই আছে এই জন্যই তুমি এই রূপ আস্ফালন করিতেছ।

অনন্তর সুগ্রীব সেই বজ্রসার শৈলশৃঙ্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সহসা কুম্ভকর্ণের বক্ষে আঘাত করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষ স্পর্শ করিবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে বানরেরা অত্যন্ত বিষণ্ন হইল এবং রাক্ষসেরা মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ শিখরাঘাতে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং মুখ ব্যাদান পূর্বক সিংহনাদ করিয়া সুগ্রীবকে সংহার করিবার জন্য বিদ্যুৎপ্রকাশ শূল নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে হনূমান শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্বক ঐ স্বর্ণশৃঙ্খল নিবদ্ধ সুশাণিত শূল দুই হস্তে গ্রহণ পূর্বক বেগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি হৃষ্টমনে ঐ কৃষ্ণায় নির্মিত গুরুভার শূল জানুদ্বয়ে অরোপণ পূর্বক ভগ্ন করিলেন। বানরসৈন্য পুলকিত হইল। উহারা দম্ভভরে চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া সিংহনাদ এবং হনূমানকে বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং মলয় গিরির শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক সুগ্রীবকে প্রহার করিলেন। সুগ্রীব প্রহারব্যথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ কুম্ভকর্ণ মহাবীর সুগ্রীবকে লইয়া অপসৃত হইলেন। তাঁহার দেহ মেঘাকার; তিনি সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া অত্তুঙ্গশৃঙ্গধারী সুমেরুর ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইলেন। সুরগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ ও সুরগণের তুমুল নিনাদ শ্রবণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলাইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ এইরূপে সুগ্রীবকে হরণ করিয়া স্থির করিলেন অতঃপর ইহার বিনাশেই রামের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হইবে।

তখন ধীমান হনূমান স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব ত গৃহীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য। অতঃপর যাহা ন্যায্য আমি নিশ্চয় তাহাই করিব। আমি পর্বতাকার কুম্ভকর্ণকে গিয়া বিনাশ করি। কুম্ভকর্ণ আমার মুষ্টি প্রহারে বিনষ্ট এবং কণিরাজ সুগ্রীব বিমুক্ত হইলে সমস্ত বানর অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে। অথবা আমারই এইরূপ করিবার প্রয়োজন কি? যদি সুগ্রীব সুরাসুর ও উরগগণের হস্তেও পতিত হন তবে স্বীয় পৌরুষেই সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন। বোধ হয় এক্ষণে তিনি প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া আছেন এই জন্য নিজের অবস্থা সম্যক জানিতে পারেন নাই। তিনি অচিরাৎ সংজ্ঞা লাভ পূর্বক আপনার ও বানরগণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহারই

অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু আমি যদি তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া আনি ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না এবং এতন্নিবন্ধন তাহার একটি কলঙ্কও চিরকাল রহিয়া যাইবে। অতএব আমি কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করি, তিনি স্বয়ংই কুম্ভকর্ণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন। এক্ষণে এই সমস্ত বানরসৈন্য চতুর্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; আমি প্রবেধবাক্যে ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি। হনূমান এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্পন্দনশীল সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। বিমান রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মস্তকে উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীব রাজমার্গের শীতল বায়ু এবং লাজগন্ধ ও জলসেকে অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি মহাবল কুম্ভকর্ণের ভুজবেষ্টনে বদ্ধ, তিনি অতি কষ্টে সচেতন হইয়া লঙ্কার রাজপথ নিরীক্ষণ পূর্বক পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ত প্রতিপক্ষের হস্তে সম্পূর্ণ গৃহীত হইয়াছি, এক্ষণে ইহার কোনরূপ প্রতিকার আবশ্যক? এমন কোন অনুষ্ঠান করা চাই যাহা বানরগণের সম্পূর্ণ হিতকর ও প্রীতিকর হইতে পারে। মহাবীর সুগ্রীব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঝটিতি নখাঘাতে কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও তীক্ষ্ণ দশনে নাসা ছেদন পূর্বক পাদপ্রহরে উহার দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের দেহ অজস্রক্ষরিত রক্তধারায় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া

তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে সুগ্রীবও কন্দুকবৎ বেগে লম্ফ প্রদান পূর্বক রামের সহিত পুনর্বার সমাগত হইলেন।

কুম্ভকর্ণের নাসাবর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, পর্বত যেমন প্রস্রবণে শোভিত হয় তিনি সেইরূপ অজস্রক্ষরিত রক্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সর্বাঙ্গে রক্তধারা, তৎকালে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভীমাকার মহাবীরের পুনর্বার যুদ্ধেচ্ছা উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া এক ঘোর মুদ্গর লইলেন এবং ক্রোধভরে আবার রণস্থলে চলিলেন। তিনি পুরী হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মহাপ্রলয়ের প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় ভীষণ বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুধা অতিমাত্র প্রবল, তিনি অত্যন্ত রক্তমাংসলোলুপ। ঐ মহাবীর বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক সম্পূর্ণ অজানত নির্বিশেষে পিশাচ রাক্ষস বানর ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এককালে দুই তিনটি বানর ও রাক্ষসকে এক হস্তে গ্রহণ পূর্বক মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন যুগান্তকালে কৃতান্ত লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুম্ভকর্ণের সৃক্কণীদ্বয় হইতে রক্ত ও মেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্বাঙ্গ মেদ বসা ও রক্তে লিপ্ত, কর্ণে

অন্ত্রনাড়ির মাল্য, দন্ত সুতীক্ষ্ণ, তিনি মহাপ্রলয়ে বর্দ্ধিত করাল কালমূর্ত্তির ন্যায় বানরগণকে শূল প্রহার পূর্বক ধাবমান হইলেন। তখন বানরেরাও অতিমাত্র ভীত হইয়া দ্রুতপদে রামের শরণাপন্ন হইল।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত ইলেন। তিনি সর্বাগ্রে সাত শরে কুম্ভকর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পরে আবার অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের শরজালে নিপীড়িত হইয়া স্ববিক্রমে তৎসমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি উহার স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট বর্ম শরনিকরে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। নীলকলেবর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত শরে নিপীড়িত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য্য যেমন জলপটলে শোভিত হন সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মেঘগম্ভীর স্বরে অবজ্ঞা সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি অবলীলাক্রমে কৃতান্তকেও পরাস্ত করিয়াছি, এক্ষণে তুমি যখন নির্ভয়ে আমার সহিত এইরূপ যুদ্ধ করিতেছ তখন তোমার বীরকীর্ত্তি অবশ্যই ঘোষিত হইবে। আমি রণস্থলে অস্ত্রধারী কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি; যুদ্ধের কথা কি, তুমি যখন আমার সম্মুখে এই যাবৎ তিষ্টিয়া আহ ইহাতেই তোমার গৌরব। পূর্বে সুরগণপরিবৃত ঐরাবতাধিরূঢ় ইন্দ্রও কদাচ এইরূপ পারেন নাই। লক্ষ্মণ! তুমি বালক, আমি তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তুমি আমায় অনুজ্ঞা দেও আমি রামের নিকট সংগ্রামার্থ প্রস্থান করি। দেখ, রামকে

বিনাশ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, তাহার বিনাশে আর সমস্তই বিনষ্ট হইবে। রামের পর যে সকল বীর অবশিষ্ট থাকিবে আমি সর্বসংহারক বলবীর্য্যে তাহাদিগকে বধ করিব।

কুম্ভকর্ণ প্রশংসা বাক্যে এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তোমার বলবিক্রম যে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য তাহা অলীক নহে, আমিও তাহা সম্যক বুঝিতে পারিলাম। ঐ দেখ, মহাবীর রাম অচল পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের বাক্যে অনাদর পূর্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করত রামের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন রাম ভীষণ শাণিত শর দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। রোষাবিষ্ট কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্রিত অগ্নিশিখা উদ্‌গার হইতে লাগিল। তিনি রামের শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া ঘোরতর চিৎকার পূর্বক ক্রোধ ভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার গদা করভ্রষ্ট হইয়া গেল, অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইলেন তখন কেবল মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রামশরে ক্ষতবিক্ষত, তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্রধারে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তীব্র ক্রোধে মূর্চ্ছিত ও শোণিতগন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া বানর রাক্ষস ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ পূর্বক ধাবমান হইলেন এবং এক শৈল শৃঙ্গ মহাবেগে বিঘুর্ণিত করিয়া রামের

প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম স্বর্ণখচিত সরলগামী সাত শরে ঐ শৈলশৃঙ্গ অর্দ্ধ পথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গ দুই শত বানরকে চূর্ণ করিয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পতিত হইল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! এই বীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বানরও বুঝে না, রাক্ষসও বুঝে না আত্মপর সকলকেই নির্বিশেষে ভক্ষণ করিতেছে। ভাল, এক্ষণে বানরেরা উহার উপর গিয়া আরোহণ করুক, যূথপতিগণ স্ব স্ব মর্যাদা অনুসারে অগ্রগামী হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে উত্থিত হউক। আজ ঐ দুর্মতি গুরুভারে নিপীড়িত হইলে বিচরণ করিবার কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

অনন্তর মহাবল বানরগণ লক্ষ্মণের বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণের উপর গিয়া আরোহণ করিল। কুম্ভকর্ণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপককে ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দেহ কম্পিত করে সেইরূপ তিনি উহাদিগকে মহাবেগে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম কুম্ভকর্ণকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিলেন, এবং তিনি ধনু গ্রহণ পূর্বক রোষকষায়িত দৃষ্টিপাতে উহাকে দগ্ধ করিয়াই যেন উহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভকর্ণনিপীড়িত বানরগণ অত্যন্ত পুলকিত হইতে লাগিল। মহাবীর রামের হস্তে স্বর্ণখচিত সর্পাকার শরাসন, স্কন্ধে শরপুর্ণ তূণীর, তিনি বানরগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান

হইলেন। দুর্জ্জয় বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, কিরীট শোভিত শোণিত লিপ্তদেহ রক্তচক্ষু মহাবীর কুম্ভকর্ণ রুষ্ট দিকহস্তীর ন্যায় সকলের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। তিনি রাক্ষসগণে বেষ্টিত, তাঁহার দীর্ঘ দেহ বিন্ধ্য ও মন্দরাকার, তিনি স্বর্ণাঙ্গদে শোভিত হইতেছেন এবং মেঘ হইতে জল ধারার ন্যায় তাঁহার আদেশ হইতে অজস্র ধারে শোণিত ক্ষরণ হইতেছে। তিনি শোণিতসিক্ত সৃক্কণীদ্বয় জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন, তাঁহার জ্যোতি দীপ্ত বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। রাম ঐ কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্তি মহাবীরকে দেখিয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে ভুজগদেহবৎ দীর্ঘবাহু রাম উহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই আমি শরাসনহস্তে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আইস, বিষণ্ন হইও না, জানিও আমিই রাক্ষসকুলনাশক রাম, তুমি আমার হস্তে মুহূর্ত মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামের পরিচয় পাইয়া বিকৃত স্বরে হাস্য করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণকে বিদ্রাবণ পূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ঐ মহাবীর বানরগণের হৃদয় বিদারণ পূর্বক মেঘগর্জ্জনবৎ ভীম ও গম্ভীর স্বরে বিকৃতরূপ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি বিরাধ নহি, খর ও কবন্ধ নহি এবং বালী ও মারীচও নহি, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত। তুমি এই আমার লৌহময়

প্রকাণ্ড মুদ্গর দেখ, আমি পূর্বে ইহারই দ্বারা দেবাসুরকে পরাজয় করিয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যদিও ছিন্ন তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, এই নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে আমার বিশেষ কি কষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাকে স্বদেহের বলবীর্য্য প্রদর্শন কর, আমি অগ্রে তোমার বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।

তখন মহাবীর রাম কুম্ভকর্ণের এইরূপ সগর্ব বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ বজ্রবেগ শরে আহত হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। যে শর সপ্ত শাল বিদীর্ণ করিয়া ছিল এবং যদ্বারা বালীর ন্যায় মহাবীর নিহত হন সেই বজ্র তুল্য শর কুম্ভকর্ণকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারিল না। ঐ রক্তাক্তদেহ সুরসৈন্যের দৃষ্টিভীষণ মহাবীর বৃষ্টিপাতের ন্যায় রামের ঐ শরপাত অক্লেশে সহ্য করিলেন। পরে তিনি মহাবেগে মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাস পূর্বক বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর রাম শরাসনে এক বায়ব্য অস্ত্র যোজনা করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভকর্ণের মুদ্গর সহিত হস্ত অপহৃত হইয়া গেল, তিনি ভীমরবে চিৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ গিরিশৃঙ্গাকার ভুজদণ্ড ভূতলে পড়িবামাত্র বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট হইল। তখন হতাবশিষ্ট বানরগণ অতিশয় বিষণ্ন হইয়া এক পাশে অবস্থান পূর্বক রাম ও কুম্ভকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে

লাগিল। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকর্ণ শিখরশূন্য পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে তিনি অপর হস্তে এক তাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক দ্রুতবেগে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম ঐ উরগাকার উদ্যত হস্ত সুশাণিত ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন হস্ত ভূতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিল এবং তদ্বারা বৃক্ষ পর্বত শিলা বানর ও রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর চিৎকার পূর্বক রামের প্রতি দ্রুত পদে ধাবমান হইলেন। তখন রাম দুই সুশাণিত অর্দ্ধচত্র অস্ত্র দ্বারা উহার পদদ্বয় ছেদন করিলেন। পদদ্বয় তদ্দণ্ডে দিক বিদিক গিরিগুহা মহানসমুদ্র ও লঙ্কা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কুম্ভকর্ণের হস্ত পদ খণ্ডিত, তিনি বড়বামুখাকার মুখ ব্যাদান পূর্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে অন্তরীক্ষে রাহু যেমন চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয় সেইরূপ সহসা রামের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষ্ণ শরনিকরে উহাঁর মুখকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভ কর্ণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তিনি অতিকষ্টে অস্ফুট শব্দ পূর্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ভাস্করবৎ প্রখর জ্যোতি ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্তসদৃশ ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সুশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি বজ্রবৎ মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র বিধূম বহির স্থায় অতিমাত্র করালদর্শন, উহা নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র স্বতেজে দিকমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভীম বক্রমে চলিল এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডল সমলঙ্কৃত গিরিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ

বীরমুণ্ড পতিত হইবার কালে রথ্যাগৃহ, পুরদ্বার ও উচ্চ প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিল। কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড দেহ বেগে সমুদ্র জলে গিয়া পড়িল এবং নক্র কুম্ভীর মৎস্য ও উরগগণকে মর্দন পূর্বক ক্রমশঃ তলস্পর্শ করিল। ঐ দেব ব্রাহ্মণবৈরী মহাবীর এইরূপে নিহত হইলে পর্বত সহিত পৃথিবী সহসা কাঁপিয়া উঠিল সুরগণ হর্ষভরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি মহর্ষি পন্নগ পক্ষী গুহ্যক যক্ষ ও গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে রামের পরাক্রমে যারপর নাই হৃষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ পূর্বক এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণবধে অত্যন্ত ভীত হইল এবং মাতঙ্গেরা যেমন সিংহকে দেখিয়াই ব্যথিত হয় সেইরূপ উহারা রামকে দেখিয়া আর্তরবে চিৎকার করিতে লাগিল। সূর্য্য যেমন অন্তরীক্ষে রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাস পূর্বক শোভিত হন সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণের মুখ হর্ষে বিকসিত পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং উহারা বারংবার রামকে পূজা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হন নাই, তিনি সুরসৈন্যসংহারক, সুররাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন রাম সেইরূপ উহাঁকে বিনাশ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

৬৮তম সর্গ

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু সংবাদ রাবণের বিলাপ

অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাবণের নিকট গমন পূর্বক কহিল, মহারাজ! কৃতান্ততুল্য মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরগণকে বিদ্রাবণ ও ভক্ষণ পূর্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি মুহূর্তকাল উহাদিগকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কবন্ধমূর্ত্তি ভীমদর্শন সমুদ্রে অর্ধপ্রবিষ্ট, তাঁহার নাশাকর্ণ ছিন্ন, সর্বশরীর শোণিতলিপ্ত, তিনি এইরূপ বিকৃত দেহে লঙ্কাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাহার হস্তপদ কিছুই ছিল না, তিনি অনাবৃত দেহে দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণের বধসংবাদে অত্যন্ত সোকাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যবধে যার পর নাই আকূল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই দুই মহাবীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বধবার্তায় কাতর হইয়া অশ্রুপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ পূর্বক কুম্ভকর্ণকে উদ্দেশ করিয়া আকুলমনে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা শত্রুদর্পহারী মহাবীর! তুমি সহসা আমায় পরিত্যাগ পূর্বক মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিলে? তুমি আমার ও বান্ধবগণের হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাকে

পরিত্যাগ পূর্বক একাকী কোথায় গেলে? আমি যাহার অভয় আশ্রয়ে সুরাসুরকেও কিছুমাত্র ভয় করিতাম না আমার সেই দক্ষিণ হস্ত এত দিনে স্খলিত হইয়া পড়িল, এক্ষণে আমি আর জীবিত নহি। যিনি দেবদানবের দর্প চূর্ণ করিতেন, যিনি স্বতেজেপ্রলয়কালীন হুতাশনের অনুরূপ ছিলেন, হা! রাম সেই বীরকে কি রূপে বিনাশ করিল। বজ্রাঘাতও যাঁহার দেহে দুঃখ উৎপাদন করিতে পারিত না সেই তুমি রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে। আজ ঐ সমস্ত দেবতা ও ঋষি তোমার নিধন দর্শনে অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্বক হর্ষভরে কোলাহল করিতেছে। অতঃপর বানরের প্রকৃত অবসর বুঝিয়া চতুর্দিক হইতে হৃষ্টমনে লঙ্কার দুর্গম দ্বারে আরোহণ করিবে। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, জানকীরে লইয়াই বা আর কি হইবে, যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট হইলেন তখন আমার জীবনেই বা কাজ কি? যদি আমি ভ্রাতৃহন্তা রামকে বধ করিতে না পারি তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এক্ষণে যথায় কুম্ভকর্ণ গমন করিয়াছেন অদ্যই আমি সেই স্থানে যাইব, আমি ভ্রাতৃগণ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে চাহি না। আমি দেবগণের পুর্বাপকারী, এক্ষণে তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই উপহাস করিবেন। হা কুম্ভকর্ণ! তুমি ত বিনষ্ট হইলে অতঃপর আমি তোমার সাহায্য ব্যতীত আর কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় করিব। আমি পূর্বে মোহবশত বিভীষণের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহারই ফল সম্পূর্ণই আমাতে ফলিল। যাবৎ

কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের এই নিদারুণ বধসংবাদ পাইয়াছি তদবধি বিভীষণের বাক্য আমায় লজ্জিত করিতেছে। আমি সেই ধার্মিককে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই কর্মের এই শোকজনক পরিণাম উপস্থিত হইল।

তৎকালে রাজা রাবণ আকুল মনে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং অনুজ কুম্ভকর্ণকে ইন্দ্রের নিয়ন্তা জানিয়া সকাতরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

৬৯তম সর্গ

ত্রিশিরার রাবণকে সান্ত্বনা। ত্রিশিরার যুদ্ধযাত্রা। নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর ত্রিশিরা ও মত্ত বধ

অনন্তর ত্রিশির রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ শোকার্ত দেখিয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের মহাবীর্য্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন কিন্তু আপনার ন্যায় বীরপুরুষেরা কদাচ এইরূপ বিলাপ করেন না। আপনার বিক্রম বিশ্ব বিজয়ে সমর্থ তবে আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি আছে, অভেদ্য বর্ম শর ও শরাসন আছে এবং সহস্রগর্দভযুক্ত মেঘগম্ভীর নিঃস্বন রথও আছে। আপনি শস্ত্রবলে সুরাসুরকেও পুনঃপুনঃ সংহার করিয়াছেন, এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার আবশ্যক। রাজন্! অথবা আপনি থাকুন আমিই যুদ্ধে যাইতেছি; বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করেন

আমিই সেইরূপ আপনার শত্রুকে বিনাশ করিয়া আসিব। যেমন ইন্দ্রের হস্তে শরাসুর এবং বিষ্ণুর হস্তে নরকাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল আজ সেইরূপ রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইবে।

তখন আসন্নমৃত্যু রাবণ ত্রিশিরার এইরূপ বাক্যে যেন পুনর্জ্জন্ম লাভের আনন্দ অনুভব করিলেন। দেবান্তক নরান্তক ও অতিকায় ইহাঁরা যুদ্ধহর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রে আমি, অগ্রে আমি এই বলিয়া যুদ্ধোৎসুকে সকলে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা অন্তরীক্ষচর ও মায়াপটু, উহাঁরা সুরগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, উহাঁরা মহাবীর ও যুদ্ধোন্মত্ত, এবং উহাদের বীরকীর্তি সর্বত্র সুপ্রচার আছে। দেব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণের নিকট উহাঁদিগের পরাজয়ের কথা কদাচই শ্রুত হওয়া যায় না; উহাঁরা সর্বশাস্ত্রবিৎ ও সমরনিপুণ, উহাদের বিজ্ঞানবল প্রবল এবং উহাঁরা বর গর্বিত। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবদর্পহারী সুরগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পান, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্তি শত্রুনাশন পুত্রে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি উহাদিগকে বারংবার স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং উহাদিগের রক্ষাবিধানের জন্য মহোদর ও মহাপার্শ্বকে নিয়োগ করিয়া শুভ আশীর্বাদ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত মহাবল রাক্ষস বীরবেশে সজ্জিত হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহোদর সার্বাস্ত্রপূর্ণ তূণীর

গ্রহণ এবং এক ঐরাবতকুলোৎপন্ন নীরদ শ্যামল সুদর্শন হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক অস্তগামী সূর্য্যে ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাজকুমার ত্রিশিরা সদশ্বযোজিত অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ রথে আরোহণ পূর্বক সুরধনুলাঞ্চিত বিদ্যুৎশোভিত উল্কাভীষণ জ্বালাকরাল জলদের ন্যায় নিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। তিনটি স্বণপর্বতে হিমাচল যেমন শোভিত হন সেইরূপ তিনি তিন কিরীটে অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর অতিকায় রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতর পুত্র। তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুগঠিত, উহা অনুকর্ষ ও কুবর নামক অঙ্গবিশেষ দ্বারা শোভিত আছে, এবং উহাতে যুদ্ধোপকরণ শর শরাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবীর অতিকায়ের সুশোভন মস্তকে কনককিরীট এবং সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তিনি তৎকালে প্রভাভাস্বর সুমেরু পর্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে বীর রাক্ষস, তিনি সুরগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ স্বর্ণোজ্জ্বল মনোমারুতগামী বৃহৎ এক অশ্বে উঠিলেন। উল্কাবৎ প্রদীপ্ত একমাত্র প্রাসই তাঁহার অস্ত্র। ময়ুরোপরি কার্তিকেয় যেমন শক্তি হস্তে শোভা পান তিনি সেইরূপ ঐ সহস্তে শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর দেবায়ক কনকখচিত বৃহৎ পরিঘ গ্রহণ পূর্বক সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত মন্দরধারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় এবং

মহাপার্শ্ব এক ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঐ সমস্ত মহাবীর সুরপুরী অমরাবতী হইতে সুরগণের ন্যায় লঙ্কাপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য রাক্ষস হস্ত্যশ্ব রথে আরোহণ পূর্বক উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্তি রাজকুমার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। উহাঁদের উদ্যত অস্ত্রশস্ত্র আকাশে উড্ডীন শারদ মেঘধবল হংসশ্রেণীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উহাঁরা হয় মৃত্যু না হয় শত্রুজয় ইহার অন্যতর লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। উহাঁদের মধ্যে কেহ গর্জ্জন কেহ সিংহনাদ ও কেহবা বিপক্ষের প্রতি আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের তুমুল গর্জ্জন ও বাহাস্ফোটনে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদে অন্তরীক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

রাক্ষসেরা নির্গত হইয়াই দেখিল বানরগণ বৃক্ষশিলা হস্তে দণ্ডায়মান আছে। বানরেরাও দেখিল রাক্ষসৈন্য যুদ্ধে আগমন করিতেছে। ঐ সৈন্য মেঘশ্যামল হস্তশ্বসঙ্কুল ও কিঙ্কিনীনাদিত, তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে। বানরেরা উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈল গ্রহণ পূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাঁদের হর্ষ-কোলাহল সহ্য করতে না পারিয়া ভীম রবে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল।

অনন্তর বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা গ্রহণ পূর্বক শিখরধারী পর্বতের ন্যায় রাক্ষসসৈন্যে প্রবিষ্ট হইল। কেহ কেহ রাক্ষসগণের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আকাশে কেহ কেহ বা রণস্থলে পর্য্যটন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। বানরগণ রাক্ষসদিগের উপর বৃক্ষ শিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শরনিকরে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ সিংহনাদ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। বানরেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে বৃক্ষশিলাপ্রহারে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। কোন রাক্ষসের মস্তক শৈলশৃঙ্গে চূর্ণ কাহারও বা দুই চক্ষু মুষ্ট্যাঘাতে বহির্গত হইয়া পড়িল। উহারা এইরূপ দুর্বিসহ প্রহার ব্যথায় কাতর হইয়া আর্তরব করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর শূল মুদ্‌গর খড়্গ পাস ও সুতীক্ষ্ণ শক্তি দ্বারা বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরকে রণশায়ী করিতে লাগিল। উহাঁদের সর্বাঙ্গ শত্রুশোণিতে সিক্ত, রণভুমি নিপতিত বানর রাক্ষস শৈল ও খড়্গ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল; রক্তনদী প্রবাহিত হইল; যুদ্ধমদমত্ত চূর্ণীকৃত পর্বতাকার রাক্ষসে বসুমতী পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে চূর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বানরগণের হস্ত হইতে বৃক্ষশিলা এবং বানরেরা রাক্ষসগণের হস্ত্র হইতে অস্ত্র শস্ত্র বল পূর্বক লইয়া প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণের

বর্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, বৃক্ষ হইতে যেমন নির্যাস নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাঁদের সর্বাঙ্গ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ ক্ষুরপ্র অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল ও শাণিত শর দ্বারা বানরগণের বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত পর্বত, ছিন্ন বৃক্ষ ও নিহত রাক্ষস ও বানরে রণভূমি নিবিড় হইয়া উঠিল। বানরেরা বলগর্বিত, উহাঁদের যুদ্ধেচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল; উহাঁরা নির্ভয় হইয়া নখ, দন্ত ও বৃক্ষ শিলাদ্বারা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল, বানরেরা হৃষ্ট ও রাক্ষসের বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ও সুরগণ কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অবসরে অশ্বারূঢ় মহাবীর নরান্তক মৎস্য যেমন, সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ বায়ুবেগে বানরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হস্তে সুশাণিত শক্তি। ঐ মহাবীর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই একাকী সাত শত বানরকে প্রাস দ্বারা ক্ষণমাত্রে বিনাশ করিলেন। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অশ্বারোহী নরান্তকের ঘোরর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার বিচরণপথ মাংস ও শোনিতরক্তে কর্দমময় হইয়া উঠিল এবং পতিত পর্বতাকার বানরগণে পূর্ণ হইয়া গেল। বানরের যে সময় বিক্রম প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছে মহাবীর নরান্তক সেই ক্ষণেই, তাহাদিগকে শক্তি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। বহ্নি যেমন সমস্ত

বন দগ্ধ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপ বানরগণকে নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। বানরের যাবৎ বৃক্ষ ও শৈল উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাবৎকালমধ্যে প্রাসচ্ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় রণশায়ী হইতেছে। নরান্তক প্রদীপ্ত প্রাস উদ্যত করিয়া চতুর্দিক পর্য্যটন পূর্বক বর্ষাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত মর্দন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধচেষ্টা ত দূরের কথা তৎকালে বানরেরা তাঁহার বিক্রম দেখিয়া রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকিতে এবং বাক্যস্ফূর্তি করিতেও সমর্থ হইল না। নরন্তক কি যান কি অবস্থান কি উত্থান যে যে অবস্থায় আছে তাহাকে সেই অবস্থায় দীপ্ত প্রাস দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাস অস্ত্রের কোন একটি লক্ষ্যে নিপাত বজ্রপাতের ন্যায় অতিমাত্র ভীষণ, বানরেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তুমুল অর্তরব করিতে লাগিল এবং বজ্রচ্ছিন্নশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় ধরা শায়ী হইল। এই অবসরে, পূর্বে যে সমস্ত বানর কুম্ভকর্ণের বলবীর্য্যে নিপীড়িত হইয়াছিল তাঁহারা সুস্থ হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। সুগ্রীব দেখিলেন বানরসৈন্য নরন্তকের ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইয়াছে, এবং মহাবীর নরান্তক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রাস ধারণ পূর্বক আগমন করিতেছেন। তদৃষ্টে সুগ্রীব ইন্দ্রবিক্রম কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! ঐ যে বীর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছে তুমি গিয়া উহাকে শীঘ্র বিনাশ কর।

তখন অঙ্গদ কপিরাজের আদেশে সূর্য্যের ন্যায় মেঘসদৃশ স্বসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ নিবিড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণকায়, তাঁহার হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ, তিনি ধাতু রঞ্জিত পর্বতবৎ সুশোভিত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র, নখ ও দশনই তাঁহার অস্ত্র, তিনি সহসা নরান্তকের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, বীর! এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল। এক্ষণে তুমি আমার এই বক্ষঃস্থলে বজ্রস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

তখন মহাবীর নরান্তক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও উরগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অঙ্গদের। সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা প্রদীপ্ত প্রাস পরিত্যাগ করিলেন। প্রাস তৎক্ষণাৎ অঙ্গদের বজ্র কল্প বক্ষে চূর্ণ হইয়া ভূতলেপতিত হইল। তখন অঙ্গদ প্রাসাস্ত্র গরুড়চ্ছিন্ন সর্পের বলবীর্য্যের ন্যায় নিস্ফল দেখিয়া নরান্তকের বাহন অশ্বের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাত করিবামাত্র ঐ পর্বতাকার অশ্বের পদ ভূতলে প্রবিষ্ট হইল, চক্ষের তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল, জিহ্বা নির্গত হইল এবং মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; অশ্ব মৃত ও ভূতলে পতিত হইল।

তখন নরান্তক অশ্ব বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অঙ্গদের মস্তকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। অঙ্গদের মস্তক অতিমাত্র ব্যথিত হইল তাঁহার মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, তিনি নিপীড়িত ও বিমোহিত হইলেন এবং পুনর্বার সংজ্ঞালাভ

পূর্ব্বক বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি গিরিশিখর তুল্য এক মুষ্টি মৃত্যুবেগে নরান্তকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। নরস্তকের বক্ষ নিমগ্ন ও ভগ্ন হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মুখ দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, তিনি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

অঙ্গদ নরান্তককে বধ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণস্থলে বানরগণ অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলেন। অঙ্গদ এই তুষ্টিকর ও দুস্কর কার্য্য সাধন করিলে রাম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন মহাবীর দেবান্তক, ত্রিমূর্দ্ধা ও মহোদর এই তিন রাক্ষস নরান্তককে ধরাশায়ী দেখিয়া ঘোরতর গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। মহোদর মেঘাকার হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ়; তিনি দ্রুতবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবান্তক ভ্রাতৃবধে যার পর নাই ক্ষুব্ধ, তিনি ভীষণ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ত্রিশির অশ্বশোভিত সূর্য্য সঙ্কাশ রথে প্রতিষ্ঠিত, তিনিও ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। অঙ্গদ ঐ সমস্ত দেবদর্পহারী রাক্ষসকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় বেগে উহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন ত্রিশিরা সর্পাকার শরে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবীর অঙ্গদ উত্থিত হইয়া উহার প্রতি পুনরায় বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিশিরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

শাণিত শরে এবং মহোদরও পরিঘ প্রহারে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা শর বর্ষণ পূর্বক অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহোদর বেগে গিয়া ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে এক বজ্রসার তোমর প্রহার করিলেন। দেবান্তকও অঙ্গদের সন্নিহিত হইয়া মহা ক্রোধে এক পরিঘ আঘাত পূর্বক শীঘ্র তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রতাপ অঙ্গদ এই তিন ভীষণ রাক্ষসে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। পরে ঐ দুর্জ্জয় মহাবীর বেগে গিয়া মহোদরের হস্তীকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাতে হস্তীর দুই নেত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অঙ্গদ উহার বিশাল দন্ত উৎপাটন পূর্বক বেগে গিয়া দেবান্তককে প্রহার করিলেন। দেবান্তক তদ্দণ্ডে বাতকম্পিত বৃক্ষবৎ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দেহ হইতে লাক্ষারসতুল্য শোণিত প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। পরে তিনি অতি কষ্টে সুস্থ হইয়া এক ঘোর পরিঘ বিঘুর্ণিত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদকে প্রহার করিলেন। অঙ্গদ ঐ আঘাতে ব্যথিত এবং জানুযুগল সঙ্কোচ পূর্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে অবিলম্বেই সুস্থ হইয়া আবার গাত্রোত্থান করিলেন। উত্থান কালে ত্রিশিরা তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিয়া ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হনূমান ও নীল অঙ্গদকে রাক্ষসে বেষ্টিত দেখিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নীল ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গিরিশৃঙ্গ জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পড়িল। তখন মহাবল দেবান্তক পরিঘহস্তে হনুমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। হনূমানও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোর রবে রাক্ষসগণকে ভীত করিয়া উহার মস্তকে বজ্রবেগে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দেবান্তকের দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, জিহ্বা লম্বমান হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ত্রিশিরা অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নীলের বক্ষে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহোদর পর্বতাকার হস্তীর উপর পুনর্বার আরোহণ এবং মন্দর-গিরি-প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বিস্তার পূর্ব্বক ক্রোধভরে নীলের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, সুরধনুলাঞ্ছিত মেঘ পুনঃপুনঃ গর্জ্জন ও পর্বতোপরি অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সেনাপতি নীল উহার শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বৃক্ষবহুল পর্বত উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর ঐ, আঘাতে চূর্ণ হইয়া মৃত ও বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তীও তাঁহার সহিত বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নীলের হস্তে নিহত দেখিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে শাণিত করে হনূমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হনূমান ক্রুদ্ধ হইয়া উহার প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও সুশাণিত শরে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান গিরিশৃঙ্গ ব্যর্থ হইল দেখিয়া, মহাবেগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা শুন্যমার্গে তাহা ছেদন করিয়া ভীম রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ হনূমান ক্রোধভরে নখর প্রহারে উহার অশ্বকে বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর ত্রিশিরা কালরাত্রিবৎ করাল শক্তি লইয়া মহাবেগে হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হনূমান আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ত্রিশিরার ঐ অপ্রতিহতগতি শক্তি দুই হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোরদর্শন শক্তি ভগ্ন হইল দেখিয়া হৃষ্ট মনে মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ত্রিশিরা ক্রোধভরে খড়্গ উদ্যত করিয়া হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। হনূমানও উহার বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। ইত্যবসরে হনূমান উহার হস্ত হইতে খগড় আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাক্ষসগণের মনে ভয় সঞ্চার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ গর্জ্জন তৎকালে ত্রিশিরার আর কিছুতেই সহ্য হইল না, তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হনূমানকে মহাবেগে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। হনুমানের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

তিনি ত্রিশিরার কেশমুষ্টি গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্র যেমন বিশ্বকর্মাপুত্র বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন সেইরূপ উহার কিরীটশোভিত কুণ্ডলালঙ্কত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ দীর্ঘনাসাযুক্ত দীর্ঘকর্ণ দীপ্তচক্ষু রাক্ষসমুণ্ড আকাশচ্যুত গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল, পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর মত্ত দেবান্তক প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। ঐ লৌহময় গদা জ্বালাকরাল স্বর্ণপট্টশোভিত মাংসলি ও রক্তফেনযুক্ত শত্রুশোণিততৃপ্ত ও রক্তমাল্যবেষ্টিত; উহার অগ্রভাগ হইতে, নিরন্তর প্রখর তেজ নির্গত হইতেছে এবং উহা দেখিলে ঐরাবত, মহাপদ্ম ও সার্বভৌম প্রভৃতি দিগগ্‌জগণও কম্পিত হয়। বীর মত্ত ঐ ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক যুগান্তবহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বানরগণের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে কপি প্রবর ঋষভ রাক্ষসসৈন্যের নিকটস্থ হইয়া মত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মত্ত উহার বক্ষে ঐ বজ্রকল্প গদা বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঋষভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং রক্তস্রোত অনর্গল বহিতে লাগিল। ঋষভ বহুক্ষণের পর সচেতন হইয়া ক্রোধস্পন্দিত ওষ্ঠে ঘন ঘন মত্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে ঐ বীর বেগে মত্তের নিকটস্থ হইয়া উহার বক্ষে প্রবল

বেগে এক মুষ্টি প্রহার করিল। মত্তের সর্বশরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ঋষভ সহসা উহার হস্ত হইতে ঐ যমদণ্ডতুল্য ভীষণ গদা লইয়া তুমুল গর্জ্জন আরম্ভ করিল। মহাবীর মত্ত সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ; সে মুহূর্ত কাল প্রহার ব্যথায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, পরে সহসা সংজ্ঞালাভ পূর্বক ঋষভকে প্রহার করিতে লাগিল। ঋষভ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ এবং গাত্রোত্থান পূর্বক ঐ পর্বতাকার গদা বিঘূর্ণিত করিয়া মত্তকে প্রহার করিল। ভীষণ গদা-প্রহারে ঐ বিপ্রবৈরী যজ্ঞশত্রু রাক্ষসের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পর্বত হইতে ধাতুধারার ন্যায় অজস্র ধারে উহার সর্বাঙ্গ হইতে রক্ত বহিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋষভ ঐ গদা গ্রহণ পূর্বক রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং গদা পুনঃপুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া উহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। মত্তের সর্বশরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, উহার দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। সে বিনষ্ট হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক কেবল প্রাণভয়ে বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল।

৭০তম সর্গ

অতিকারের যুদ্ধবর্ণন, লক্ষ্মণ কর্তৃক অতিকায় বধ

অনন্তর দেবদানবদর্পহারী অতিকায় ইন্দ্রবিক্রম ভ্রাতৃগণ পিতৃব্য মহোদর ও মত্তকে নিহত এবং রাক্ষসসৈন্যকে ব্যথিত দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি সমবেত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে বানরগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, হস্তে বিস্ফারিত শরাসন; তিনি মুহুর্ম্মুহু স্বনাম প্রখ্যাপন পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ভীমরবে গর্জ্জন ও কোদণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক বানরদিগকে যার পর নাই শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। বানরেরা উহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শনে উহাকে কুম্ভকর্ণ বোধ করিয়া সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। অতিকায়ের মূর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ; বানরেরা উহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্তত পলাইতে লাগিল। উহাঁরা ঐ ভীম রাক্ষদর্শনে বিমোহিত হইয়া আশ্রিতপালক রামের আশ্রয় লইল। রাম উহাদিগকে অভয় প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, পর্বতপ্রমাণ মহাবীর অতিকায় এক উৎকৃষ্ট রথের উপর কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছেন। তিনি উহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ ! যিনি ঐ সূর্য্যসঙ্কাশ সহস্রঅশ্বযুক্ত প্রকাণ্ড রথে রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া আগমন

করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি সিংহদৃষ্টিবৎ স্থির ও গম্ভীর, যাঁহার দেহ পর্বত প্রমাণ, যাহার হস্তে বিশাল শরাসন; যিনি সুতীক্ষ শূল প্রাস ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যগত হইয়া ভূতপরিবৃত ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যিনি কালজিহ্বাকরাল শক্তি অস্ত্রে বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘের ন্যায় বিরাজমান; যাঁহার স্বর্ণখচিত শরাসন ইন্দ্রধনু যেমন অন্তরীক্ষকে সুরঞ্জিত করে সেই রূপ রথকে সুশোভিত করিতেছে; যাঁহার ধ্বজদণ্ডে রাজচিহ্ন; যাঁহার ধনুঃখণ্ড সুসজ্জিত মেঘ, গম্ভীরবারী স্থানত্রয়ে সন্নত, এবং শত সুরধনুর ন্যায় সুরম্য; যাহার রথ ধ্বজপতাকামণ্ডিত, ও অনুকর্ষযুক্ত, যে রথ চারিটি সারথি দ্বারা মেঘগম্ভীর রবে চালিত হইতেছে, যাহাতে অষ্ট ত্রিংশ শরাসন, তূণীর ও স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যা আছে; এবং চতুর্হস্ত মুষ্টিবিশিষ্ট, দশহস্তদীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ রথে ঐ মহাবীর কে? যাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য, যাহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, যিনি মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন, যিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী ভুজযুগলে শৃঙ্গদ্বয়শোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার ভীষণ মুখ কুণ্ডলযুগলে অলঙ্কৃত হইয়া পুনর্বসুর মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র বানরগণ সভয়ে পলাইতেছে, ঐ মহাবীর কে?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র, এবং বলবীর্য্যে তাহারই অনুরূপ, ইহার নাম অতিকায়, ইনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ, ও

বৃদ্ধমতানুবর্ত্তী, ইনি হস্তী ও অশ্বারোহণে সুপটু, অসিচর্য্যা ও ধনুর্গ্রহণে সুদক্ষ, সাম দান ও সন্ধিবিগ্রহে ইহাঁর নৈপুণ্য আছে; বলিতে কি, ইহাঁরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণ নির্ভয় রহিয়াছে। রাজমহিষী ধান্যমালিনী এই মহাবীরের জননী; ইনি তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সুপ্রসন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহারই প্রসাদলব্ধ অস্ত্রপ্রভাবে ইনি বিজয়ী ও দেবাসুরের অবধ্য। ইনি তপোবলে দিব্য কবচ ও উজ্জ্বল রথ অধিকার করিয়াছেন। বহু সংখ্য দেবদানব ইহার নিকট পরাস্ত, ইনি রাক্ষসগণকে রক্ষা ও যক্ষদিগকে সংহার করিয়াছেন। একদা ইনিই অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং বরুণের পাশ পরাহত করেন। তুমি শীঘ্রই এই মহাবীরকে বিনাশ করিতে যত্নবান হও, ইনি অচিরাৎ বানরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।

অনন্তর মহাবল অতিকায় বানরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ এই কয়েকজন বীর ঐ ভীমমূর্ত্তি রক্ষাকে নিরীক্ষণ ও বৃক্ষ শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। অতিকায় শরনিকরে ঐ সমস্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদিগকে লৌহময় শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা অতিকায়ের শরে বিদ্ধদেহ ও পরাজিত হইলেন, উহাঁদের প্রতিকার শক্তি আর কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না। তখন যৌবনগতি রুষ্ট সিংহ যেমন মৃগযূথকে ভীত করে সেইরূপ অতিকায় বানরসৈন্যকে

ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ তিনি প্রতি পক্ষের মধ্যে এমন আর কাহাকেই প্রহার করলেন না। পরে ঐ মহাবীর রামের নিকটস্থ হইয়া সগর্ব বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি শরশরাসন হস্তে রথারোহণ করিয়া আছি ; স্বল্পপ্রাণ সামান্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার অভীষ্ট নহে, যাহার শক্তি আছে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ উৎসাহী আজ সেইই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।

তখন লক্ষ্মণ অতিকায়ের এই গতি বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অসহিষ্ণু হইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক হাস্যমুখে ধনু গ্রহণ করলেন। পরে তূণীর হইতে শর উদ্ধার পূর্বক উহার সম্মুখে মুহুর্ম্মূহু ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের ঐ আকর্ষণ শব্দে সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, দশ দিক ও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল।

মহাবল অতিকায় ঐ ভীষণ জ্যাশব্দে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ উত্থিত দেখিয়া সুশাণিত শর গ্রহণ পূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি বালক, বীরত্বের কিছুই জান না; যাও, এই কালকল্প মহাবীরের সহিত কি জন্য যুদ্ধইচ্ছা করিতেছ? হিমালয়, ভূলোক ও অন্তরীক্ষও আমার এই শরবেগ সহিতে পারে না। তুমি কি জন্য সুখসুপ্ত প্রলয়বহ্নিকে প্রবোধিত করিবার ইচ্ছা কর। এক্ষণে ধনুঃখণ্ড রাখিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাও, আমার হস্তে প্রাণটি হারাইও না। অথবা দেখিতেছি তুমি একটি উদ্ধত স্বভাব, তোমার ফিরিতে ইচ্ছা নাই, ভালই

তবে তুমি এখনই যমালয়ে যাও। আমার এই সমস্ত শাণিত শর দেবাদিদেব রুদ্রের ত্রিশূলসদৃশ ও শত্রুর দর্পহারী, তুমি এখনই ইহার বেগ প্রত্যক্ষ কর। রুষ্ট সিংহ যেমন হস্তীর রক্ত পান করে সেইরূপ এই সর্পাকার শর অচিরাৎ তোমার রক্তপান করিবে। এই বলিয়া ঐ মহাবীর রোষভরে কার্ম্মুকে শর সন্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবল লক্ষণ অতিকায়ের এইরূপ সগর্ব বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কেবল কথামাত্রে প্রধান হইতে পার না, লোকে আত্মশ্লাঘা করিয়া কদাচ সৎপুরুষ হইতে পারে না। এই আমি ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রে দুরাত্মন্! তুই স্বীয় বলবীর্য্যের পরিচয় দে। তুই আর বৃথা আত্মগর্ব প্রকাশ করিস্ না, এক্ষণে কর্ম দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর্। যাঁহার পৌরুষ আছে তিনিই বীর পুরুষ। তুই সর্বাস্ত্রসম্পন্ন ও রথস্থ, এক্ষণে অস্ত্র বা শাস্ত্র যদ্দ্বারাই হউক স্ববিক্রম প্রদর্শন কর। পশ্চাৎ আমি বায়ু যেমন সুপক্ক তালফল বৃন্ত হইতে প্রচ্যুত করে সেইরূপ এই সমস্ত শরে তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। আজ আমার এই শর তোর ক্ষতমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই আমাকে সামান্য বালক-বোধে অবজ্ঞা করিস না; আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, তুই আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুজ্ঞান কর। দেখ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়াও ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ঐ দুই মহাবীর এইরূপ বাকবিতণ্ডা করিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও গুহ্যকগণ এই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণের বাক্যে অতিমাত্র কুপিত হইলেন এবং শরাসনে শরযোজনা করিয়া বেগে পরিত্যাগ করিলেন। শর প্রবল গতিবেগে আকাশে যেন সংক্ষিপ্ত হইয়া চলিল। তখন লক্ষ্মণ ঐ সর্পাকার শর অর্ধচন্দ্রাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর ছিন্ন সর্পের ন্যায় নিস্ফল দেখিয়া, ক্রোধভরে পুনরায় পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও অর্ধ পথে তৎসমুদায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বতেজঃপ্রজ্বলিত শর মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সন্নতপর্ব শরে অতিকায়ের ললাট বিদ্ধ হইল এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া পর্বতসংলগ্ন সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অতিকায় প্রহরব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া রুদ্রশরে ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারবৎ কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অব্যর্থ শর পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমিই আমার প্রশংসনীয় শত্রু; অতিকায় মুক্তকণ্ঠে এইরূপ কহিয়া হস্তদ্বয় স্ববশে স্থাপন ও রথের উপস্থ স্থানে উপবেশন পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এককালে এক, তিন, পাঁচ ও সাত শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত কাল কল্প সূর্য্যবৎ দুর্নিরীক্ষ্য

শর নিক্ষিপ্ত হইয়া নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া চলিল। লক্ষ্মণ ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর বিকল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে পুনর্বার তীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন! ঐ শর মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং মত্ত হস্তীর কুম্ভদেশ হইতে যেমন মদক্ষরণ হয় সেইরূপ উহাঁর বক্ষ হইতে খরধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া এক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন। উহার শর ও শাসন সহসা তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অতিকায় এক সাকার ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণও কালদণ্ডের ন্যায় ঐ প্রজ্জ্বলিত ঘোর আগ্নেয়াস্ত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও ঐ সুর্য্যাস্ত্রযোজিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দুইটি অস্ত্র তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ, উহাঁরা আকাশ পথে পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া ভূতলে পড়িল। ঐ দুই অস্ত্র যদিও প্রদীপ্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইল, এবং ক্রমশঃ ভস্মীভূত ও জ্বালাশূন্য হইয়া পড়িল।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে সৃষ্ট দৈবত ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অতিকায় ঐষীকাস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধভরে যাম্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে

অতিকায়ের উপর সেইরূপ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার হীরকখচিত বর্ম্মে স্পর্শ হইবামাত্র ভগ্নমুখ হইয়া ভূতলেপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ স্বনিক্ষিপ্ত সমস্ত শর বিফল হইল দেখিয়া পুনর্বার শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। অতিকায়ের সর্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত, ঐ সমস্ত শর তৎকালে কিছুতেই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারি না।

এই অবসরে বায়ু লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! এই অতিকায় ব্রহ্মার বরলব্ধ অভেদ্য বর্ম্মে আবৃত আছেন, অতএব তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইহাকে বিদ্ধ কর, তদ্ব্যতীত ইহাঁকে বধ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই মহাবল বর্ম্মে আবৃত থাকিলে কোনও অস্ত্র ইহার বধসাধনে কৃতকার্য্য হইবে না।

তখন ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর লক্ষ্মণ বায়ুর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক শরাসনে উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তিনি ঐ শাণিত শর সন্ধান করিলে দিঙ্মণ্ডল, চন্দ্রসূর্য্যাদি মহাগ্রহ, ও অন্তরীক্ষ বিত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ যমদূতকল্প বজ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র শরাসনে সন্ধান পূর্বক অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের পুঙ্খ হীরকখচিত, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং উহা গগনমার্গে বায়ুবেগে চলিল। তখন অতিকায় ব্রহ্মাস্ত্র আগমন করিতে দেখিয়া সুশাণিত শরনিকরে উহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা

পাইলেন কিন্তু অস্ত্র গরুড়বেগে ক্রমশঃ উহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালকল্প ব্রহ্মাস্ত্র বিহিত করিবার জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত শক্তি ঋষ্টি গদা কুঠার ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা তৎসমুদায় বিফল করিয়া তাঁহার কিরীটশোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। অতিকায়ের মুণ্ড হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল; তাঁহার বদন স্খলিত, ভূষণ বিক্ষিপ্ত; হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরকে রণশায়ী দেখিয়া যায় পর নাই ব্যথিত হইল। সকালে প্রহারশ্রমে ক্লান্ত এবং বিষণ্ন ও দীন; উহারা বিকৃতস্বরে তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং ভীত হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণের মুখ ভরে পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল; ভীমবল অতিকায় নিহত হইলে উহার বিজয়ী লক্ষ্মণের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিল।

৭১তম সর্গ

রাক্ষসগণের প্রতি রাবণের আদেশ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর অতিকায়ের বধসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, রাক্ষসগণ! ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বীরগণ শক্তহস্তে কখন পরাজিত হন না। ইহাঁরা মহাকায় অস্ত্রবিশারদ ও বিজয়ী। রাম ইহাঁদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসবীরকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে। সে দিবস প্রখ্যাতবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ অস্ত্রবলে রাম

ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব ও উরগেরাও সেই ঘোরবন্ধন উন্মোচন করিতে পারে না, কিন্তু জানি না, ঐ দুই বীর প্রভাব, মায়া বা মোহিনী শক্তির বলে সেই বন্ধন ছেদন করিয়াছে। যে সকল রাক্ষস আমার আদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। বলিতে কি, এখন আর এমন কোন বীরই নাই যে স্ববীর্য্যে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে বিনাশ করিয়া আইসে। রামের কি বিক্রম! তাহার অস্ত্রবলই বা কি অদ্ভুত। রাক্ষসগণ তাহারই হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লঙ্কার সর্বত্র রক্ষা করুক এবং যে স্থানে জানকী রাক্ষসীগণে বেষ্টিত আছে সেই অশোক বনকে রক্ষা করুক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিষ্ক্রমণ ও এবেশ সর্বদাই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে যে স্থানে গুল্ম আছে কথায় গিয়া তোমরা সসৈন্যে অবস্থান কর। কি প্রদোষ, কি অর্দ্ধরাত্রি, কি প্রত্যুষ যে কোন সময়েই হউক প্রতিপক্ষের মধ্যে কে কোথায় গতিবিধি করে সেইটি লক্ষ্য করা কর্তব্য; ইহাতে ঔদাস্য বিহিত নহে। বিপক্ষেরা উদ্যমযুক্ত, কি আগমনশীল, কি পূর্ববৎ অবস্থিত এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

তখন রাক্ষসগণ লঙ্কাধিপতি রাবণের আজ্ঞামাত্র সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। রাবণও হৃদয়ে শোকশল্য বহন পূর্বক দীনমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক পুত্রবিয়োগ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৭২তম সর্গ

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা নিকুম্ভিলার হোমে অনুষ্ঠান, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বানরগণের পরাভব। রাম-লক্ষ্মণের অবচেতন

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা শীঘ্র রাবণের নিকট হইয়া কহিল, মহারাজ! দেবান্তক প্রভৃতি মহাবীরগণ রণস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাবণের নেত্রযুগল বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইল, তিনি পুত্রনাশও ভ্রাতৃবিনাশ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ ইন্দ্রজিৎ মহারাজ রাবণকে দীন ও শোকার্ণবে লীন দেখিয়া কহিলেন, তাত! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি কেন এইরূপ বিমোহিত হন। যুদ্ধে আমার হস্তে জীবিত থাকিতে পারে এমন আর কেহই নাই। আজ দেখুন রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরে ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া রণশায়ী হইবে। আমি দৈব ও পৌরুষ আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে বিনষ্ট করিয়া আনিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরা বলি যজ্ঞে বামনরূপী বিষ্ণুর ন্যায় আমারও অনুরূপ বল প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদীন ভাবে রাবণকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিলেন। তাঁহার রথ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ গর্দ্দভবাহিত ও বায়ুবৎবেগগামী। ইন্দ্রজিৎ ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য বীর শরশরাসন হস্তে উহার

অনুসরণ করিতে লাগিল। উহাঁদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জার, কেহ গর্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্বতাকার শৃগাল, কেহ কাৰু, কেহ হংস ও কেই বা ময়ুরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ঐ সকল ভীমবল বীরের হস্তে প্রাস মুদ্‌গর অসি পরসু ও গদা। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীর হইতে লাগিল। আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভা পান সেইরূপ ইন্দ্রজিতের মস্তকে শশাঙ্কশঙ্খধবল ছাত্র শোভা পাইল। উভয় পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ডযুক্ত চামর আন্দোলিত হইতে লাগিল। গগনতল যেমন দীপ্ত সূর্য্যে সেইরূপ লঙ্কাপুরী ও অপ্রতিদ্বন্দী মহাবীরে অপূর্ব শ্রীধারণ করিল।

অনন্তর তিনি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানের নাম নিকুম্ভিলা, অগ্নিবৎ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তথায় জয়সম্পাদক হোমের অনুস্থানে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক গন্ধমাল্য ও লাজাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিকে বিধিবৎ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। শস্ত্রই পরিস্তরণ-কাশ, বিভীতক বৃক্ষের শাখা সমিধ, রক্ত, বস্ত্র ও কৃষ্ণলৌহময় স্রুব এই সমস্ত অভিচার-কার্য্যের উপযোগী পদার্থ সংগৃহীত ছিল। ইন্দ্রজিৎ তথায় বহ্নি স্থাপন পূর্বক শস্ত্ররূপ কাশ দ্বারা একটী জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। ঐ ছাগকে আহুতি প্রদান করিয়া মাত্র বিধুম বহ্নি জ্বালা বিস্তার পূর্বক জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির

যে সমস্ত জয়সূচক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ক্রমশঃ তৎসমুদায় অভিব্যক্ত হইল। তিনি তপ্তকাঞ্চনমূর্তিতে স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট পুনর্বার ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং ঐ সিদ্ধ অস্ত্র দ্বারা ধনু ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্র-দেবতাকে আহ্বান এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রের সহিত সমস্ত নভস্তল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎও শর শরাসন অসি শূল ও অশ্ব রথের সহিত অন্তরীক্ষে তিরোহিত হইলেন।

অনন্তর ধ্বজপতাকাধারী রাক্ষসসৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তোমর অঙ্কুশ ও তীব্রবেগে বিচিত্র শরে বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উহাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, তোমরা বানরগণকে সংহার করিবার জন্য হৃষ্টমনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন রাক্ষসেরা উৎসাহিত হইয়া গর্জ্জন পূর্বক বানরগণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎও উহাঁদের উপরিতন আকাশে থাকিয়া, নালীক নারাচ গদা ও মুসল দ্বারা বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। বানরেরা উহার প্রতি অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের একমাত্র শরে বহুসংখ্য বানর বিনষ্ট হইতে লাগিল। বানরেরা

শরপীড়িত ও ছিন্নদেহ হইয়া যুদ্ধেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরনিহত অসুরগণের ন্যায় রণশায়ী হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ প্রদীপ্ত সূর্য্য, শরজাল উহাঁর কিরণ; বানরেরা উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে আবার ধাবমান হইল এবং অনতিবিলম্বে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত ও বিচেতন হইয়া চতুর্দ্দিকে পালাইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে রামের জন্য প্রাণপণ করিয়া বৃক্ষশিলা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল এবং ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তৎসমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ অবলীলাক্রমে বানরগণের প্রাণহর শিলাপাত প্রতিহত করিয়া দিলেন এবং অগ্নিকল্প সর্পাকার শরনিকরে উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অষ্টাদশ বাণে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে- দূরবর্ত্তী নলকে ভেদ করিলেন। অনন্তর মর্ম্মপীড়ক সাত শরে মৈন্দকে পাঁচ শরে গজকে, দশ শরে জাম্ববানকে, ত্রিশ শরে নীলকে বিদ্ধ করিয়া বরলব্ধ ভীষণ শরে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি প্রলয়বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অন্যান্য বানর বীরকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এইরূপে বানরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হৃষ্ট মনে দেখিলেন, উহাঁরা শরপড়িত আকুল ও রক্তাক্ত হইয়াছে। পরে তিনি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে উহাদিগকে মন্থন পূর্ব্বক সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং নীল নিবিড় জলদাবলী যেমন জল বর্ষণ করে

সেইরূপ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পতাকার বানরেরা এইরূপে রাক্ষসী মায়ায় আহত হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলেপড়িতে লাগিল। তৎকালে উহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে কেবলই শাণিত শরনিকর নিরীক্ষণ করিল কিন্তু মায়াবলে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে আর দেখিতে পাইল না।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শাণিত শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প শূল খড়্গ ও পরশু প্রহার এবং বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বালা করাল অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানরেরা ইন্দ্রজিতের শরজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তাক্ত দেহে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। তৎকালে কেহ কেহ উর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতেছিল তাহাদের চক্ষু শরবিদ্ধ হইয়া গেল, অনেকে প্রাণভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল এবং অনেকে ভূতলে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শূল প্রাস ও মন্ত্রপূত শর নিক্ষেপ পূর্বক হনূমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্বমান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেসরী, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র সূর্য্যানন, জ্যোতিমুখ, দধিমুখ, পাবকক্ষা, নল ও কুমুদকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তিনি যূখপতি বানরগণকে এইরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর রাম ইন্দ্রজিতের শরপাত বৃষ্টিপাতের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিয়া সমস্ত পর্য্যালোচনা পূর্বক লক্ষ্মণকে কহি লেন, বৎস! ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যসংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে শরপ্রহার করিতেছেন। ঐ মহাবীর ব্রহ্মার বরে গর্বিত, উহার ভীম মূর্তি মায়াভাবে প্রচ্ছন্ন, সুতরাং এক্ষণে উহাকে বধ করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাঁহার বিভব অচিন্ত্য, যিনি চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিসংহারক, বোধ হয় সেই ভগবান স্বয়ম্ভরই এই মহাস্ত্র। ধীমান্! তুমি আমার সহিত তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আজ এই ব্রহ্মাস্ত্র সহ্য কর। বীরকেশরী ইন্দ্রজিৎ শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন করুন, এই সমস্ত বানরপ্রবীর রণশায়ী হইয়াছেন, এবং এই সমস্ত সৈন্য যার পর নাই হত হইয়াছে; এক্ষণে আইস্, আমরাও হর্ষ ও রোষ সংবরণ পূর্বক হতজ্ঞান নিশ্চেষ্ট ও ধরাশায়ী হইয়া থাকি। ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া জয়শ্রী অধিকার পূর্বক নিশ্চয়ই প্রস্থান করিবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবলে পীড়িত হইলেন। ইন্দ্রজিৎও উহাদিগকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্বক রাবণরক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, হৃষ্ট মনে, পিতৃসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

৭৩তম সর্গ

হনূমান ও বিভীষণের যুদ্ধক্ষেত্র অন্বেষণ। জাম্বুবান ও বিভীষণের কথোপকথন, হনূমান কর্তৃক ঔষধি পর্বত আনয়ন ও রাম, লক্ষ্মণ এবং সেনাগণের অবকাশ লাভ

রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট, সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ ও জাম্ববান নিশ্চেষ্ট, সমস্ত বানরসৈন্য নিশ্চেষ্ট; ধীমান বিভীষণ সকলকে এইরূপ বিষণ্ন ও অচৈতন্য দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, বীরগণ! ভীত হইও না, এখন বিষাদের কারণ নাই, আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ ভগবান ব্রহ্মাকে সম্মান করিবার জন্য বিবশ বিষণ্ন ও মৃতকল্প হইয়া আছেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহারই বরপ্রভাবে অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ মৃতকল্প হইয়া আছেন, সুতরাং এখন তোমাদের বিষণ্ন হইবার কারণ নাই।

তখন ধীমান হনূমান ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্মান করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল বানর ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে যাহারা জীবিত আছে, আইস, আমরা গিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি।

অনন্তর ঐ দুই মহাবীর সেই ঘোর রজনীতে জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণ পূর্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, পতিত পর্বতাকার বানর এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বানরগণের মধ্যে কাহারও লাঙ্গূল, কাহারও হস্ত, কাহারও ঊরু, কাহারও পদ,

কাহারও অঙ্গুলি এবং কাহারও বা গ্রীবাদেশ খণ্ডিত; উহাঁদের দেহ হইতে খরধারে রক্ত বহিতেছে, এবং কেহ কেহ বা ভয়ে মূত্রত্যাগ করিতেছে। মহাবীর সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, গন্ধ মাদন, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতিমুখ, ও দ্বিবিদ ইহাঁরা মৃতপ্রায় ও পতিত আছেন। ঐ যুদ্ধে দিবসের শেষ পঞ্চম ভাগে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবলে সপ্তষষ্টি কোটি বানর বিনাশ করিয়াছিলেন। বিভীষণ ঐ সমুদ্রবক্ষবৎ বিস্তীর্ণ বানর সৈন্যকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাম্ববান নৈসর্গিক জরায় জীর্ণ ও বৃদ্ধ; তিনি শরবিদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় শয়ান আছেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! আপনি কি জীবিত আছেন?

তখন জাম্ববান অতিকষ্টে বাক্য নিঃসারণ পূর্বক কহিলেন, বিভীষণ! আমি কেবল কণ্ঠস্বরে তোমায় চিনিলাম। আমি শরবিদ্ধ, তোমায় চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার দ্বারা অঞ্জনা ও বায়ুর মুখ উজ্জ্বল সেই কপি প্রবীর হনূমান ত জীবিত আছেন?

বিভীষণ কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আপনি আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের কোনও উল্লেখ না করিয়া হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আপনি যেমন তাঁহার প্রতি স্নেহ দেখাইতেছেন এমন ত কপিরাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও রামের প্রতি স্নেহ দেখাইলেন না?

জাম্ববান কহিলেন, বিভীষণ! আমি যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাসিলাম শুন। ঐ মহাবীর যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইলেও জীবিত, আর যদি তিনি বিনষ্ট হন তবে আমরা জীবিত থাকিলেও বিনষ্ট। বলিতে কি, সেই বেগে বায়ুসম, বীর্য্যে অগ্নিতুল্য বীরের জীবনেই আমাদের প্রাণের আশা সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তখন হনূমান বৃদ্ধ জাম্ববামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণিপাত করিলেম। জাম্ববান অত্যন্ত কাতর, তিনি উহার বাক্য শ্রবণ মাত্র দেহে আবার যেন প্রাণ পাইলেন; কহিলেন, বৎস! আইস, তুমি বানরগণকে রক্ষা কর, তুমি ইহাঁদিগের পরম বন্ধু, তোমা অপেক্ষা মহাবীর আর কেহই নাই। এক্ষণে তোমার বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত। আজ এই সঙ্কটে আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি বানর ও ভল্লুকগণকে প্রাণদান কর। রাম ও লক্ষ্মণ মৃতকল্প, এক্ষণে ইহাঁদিগের শল্য উদ্ধার কর। বৎস! তুমি মহাসমুদ্রের উপর দিয়া সুদূর পথ অতিক্রম পূর্বক হিমাচলে যাও। পরে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল স্বর্ণময় ঋষভগিরি; তথায় কৈলাসপর্বতও দেখিতে পাইবে। ঐ দুই পর্বতের মধ্যস্থলে সর্বৌষধিসম্পন্ন ঔষধিপর্বত আছে। বীর! তুমি উহার শিখরে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চারি প্রকার ঔষধি দেখিতে পাইবে। ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত ঔষধি দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া

আছে। তুমি ঐ চারিটী ঔষধি লইয়া শীঘ্র আইস -এবং বানরগণকে প্রাণদান পূর্বক পুল কিত কর।

তখন মহাবীর হনূমান ঋক্ষরাজ জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগে মহাসমুদ্র যেমন স্ফীত হয় সেইরূপ বলোদ্রেকে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিকুট পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ ও উহা পদদ্বয়ে পীড়ন পূর্বক দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ত্রিকূট গিরি উহার পদভরে আক্রান্ত হইবামাত্র সন্নত হইয়া পড়িল, আত্মধারণে উহার আর কিছুমাত্র শক্তি রহিল না। হনুমানের উৎপতনবেগে পার্বত্য বৃক্ষ সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, উহাঁদের পরস্পরসঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিত হইয়া উঠিল; শৃঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; শিলাস্তুপ চূর্ণ হইয়া গেল এবং পর্বত ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তত্রত্য বানরগণ তদুপরি আর তিষ্ঠিতে পারিল না। লঙ্কার গৃহ ও পুরদ্বার ভগ্ন ও কম্পিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন লঙ্কাপুরী নৃত্য করিতেছে। ঐ রাত্রিকালে সমস্ত জীবজন্তু ভয়ে আকুল, সসাগরা পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। মহাবীর হনূমান পদদ্বয়ে ত্রিকুট গিরিকে পীড়ন এবং বড়বামুখবৎ জাজ্বল্যমান মুখ ব্যাদান পূর্বক রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। হনূমান সমুদ্রকে নমস্কার পূর্বক রামের কার্য্যসাধনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সর্পাকার পুচ্ছ উদ্যত, পৃষ্ঠ সন্নত ও কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া মুখব্যাদান পূর্বক প্রচণ্ড বেগে

আকাশপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উত্থানবেগে বৃক্ষ শিলা শৈল ও পর্বতবাসী ক্ষুদ্র বানর সকল তাঁহার সঙ্গে উত্থিত হইল এবং তাঁহার বাহু ও উরুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্ষীণবেগে সমুদ্রজলে পড়িয়া গেল। মহাবীর হনূমান উরগাকার বাহুদ্বয় প্রসারণ এবং উগ্রবেগে দিক সকল যেন আকর্ষণ পূর্বক গরুড়বেগে হিমাচলে চলিলেন। মহাসমুদ্রের তরঙ্গ ঘূর্ণিত এবং ঐ আবর্তে জলজন্তুগণ উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল। হনূমান সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুর অঙ্গুলিবেগনির্ম্মুক্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। গতিপথে পর্বত, নানাবিধ পক্ষী, সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সমৃদ্ধ জনপদ সকল দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিছুতেই তাহার শ্রান্তি বোধ নাই, তিনি ঘোর গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আকাশপথে যাইতেছেন এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানের প্রদর্শিত স্থান অনুসন্ধান করিতেছেন। দেখিলেন, অদূরে হিমগিরি, উহার প্রস্রবণ ঝরঝর শব্দে পড়িতেছে, নানাস্থানে গভীর গহ্বর, ধবলমেঘাকার অত্যুচ্চ শিখর এবং নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী। হনূমান বায়ুবেগে হিমাচলে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন তথায় দেবর্ষিসেবিত বহুসংখ্য পবিত্র আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্মকোশ [হিরণ্যগর্ভের স্থান], কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শর নিক্ষেপস্থান [যথায় দাঁড়াইয়া রুদ্র ত্রিপুরসংহারার্থ শরক্ষেপ করিয়াছিলেন], কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির [ব্রহ্মাস্ত্র দেবতার স্থান] কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও বহ্নিস্থান,

কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দীপ্ত সূর্য্যসমাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মস্থান, কোথাও পিনাকস্থান এবং কোথাও বা ভূনাভি। হনূমান তথায় গিরিবর কৈলাস, রুদ্রদেবের সমাধি পীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বর্ণগিরি ও সর্বৌষধিদীপ্ত ঔষধি পর্বতও দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ অনলরাশিবৎ প্রদীপ্ত ঔষধি পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং তদুপরি লম্ফ প্রদান পূর্বক ঔষধি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

হনূমান সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রম পূর্বক ঔষধি পর্বতে বিচরণ করিতেছেন ইত্যবসরে ঔষধি সকল একজন প্রার্থীকে উপস্থিত দেখিয়া সহসা অদৃশ্য হইল। তখন হনূমান ঔষধি অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, তাঁহার আবেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু অগ্নিসমান জ্বলিতে লাগিল; তিনি ঘোরতর গর্জ্জন পূর্বক কহিলেন, পর্বত! তুমি কি জন্য রামকে অনুকম্পা করিলে না, তাঁহার প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনের হেতুই বা কি? আমি এই দণ্ডেই তোমার এই দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিতেছি, তুমি এখনই আমার ভুজবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখ।

এই বলিয়া তিনি পর্বতশৃঙ্গ বেগে উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ শৃঙ্গ বৃক্ষশোভিত ও স্বর্ণাদিধাতুরঞ্জিত, উহার শীর্ষস্থান প্রজ্বলিত, শিলাস্তূপ বিক্ষিপ্ত এবং উহাতে হস্তিযূথ বিচরণ করিতেছে। হনূমান ঐ শৃঙ্গ গ্রহণ

পূর্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমস্ত লোকের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। গগনচর জীবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করতে লাগিল। তিনি গরুড়বৎ উগ্রবেগে চলিলেন। তাঁহার হস্তে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ঔষধিশৃঙ্গ, স্বয়ং সূর্য্যে ন্যায় দুনিরীক্ষ; তৎকালে তিনি সূর্য্যের নিকট একটি প্রতিসূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ভগবান বিষ্ণু যেমন সহস্রধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্র ধারণ পূর্বক অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন সেইরূপ ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ঐ পর্বত ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরগণ তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল, তিনিও বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লঙ্কানিবাসী রাক্ষসেরাও উহাঁদের গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া ভীমরবে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অবিলম্বে হনূমান লঙ্কায় অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরকে অভিবাদন পূর্বক বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঐ ঔষধিগন্ধে নীরোগ হইলেন এবং বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিল। নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেমন প্রভাতে জাগরিত হয়, উহাঁরা সেইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। যদবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি যে সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার ভয়ে, তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য রাক্ষসগণের পুনর্জীবনের আর সম্ভাবনা ছিল না।

অনন্তর হনূমান ঐ ঔষধি পর্বত হিমালয়ে লইয়া চলিলেন এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পুনর্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

৭৪তম সর্গ

উল্কাহস্তে বানরগণের লঙ্কাদ্বার আক্রমণ, বানরগণের শঙ্কায় অগ্নি প্রদান, কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধযাত্রা

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব একটা কর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক হনূমানকে কহিলেন, বীর! যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট এবং কুমারগণ নিহত হইয়াছে তখন রাক্ষসরাজ রাবণ আর কিরূপে পুররক্ষা করিবেন। অতএব আমাদের পক্ষ হইতে মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্কা গ্রহণ পূর্বক শীঘ্র গিয়া লঙ্কায় পড়ুক।

সূর্য্য অস্তমিত হইল। ঐ ভীষণ প্রদোষকালে বানরেরা উল্কা গ্রহণ পূর্বক লঙ্কার অভিমুখে চলিল। যে সমস্ত বিরূপনেত্র রাক্ষস লঙ্কার দ্বাররক্ষা করিতেছিল তাহারা ঐ সকল উল্কাধারী বানরকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও হৃষ্ট হইয়া পুরদ্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ, অপ্রশস্ত পথ ও প্রাসাদে অগ্নি নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হুতাসন চতুর্দিকে করাল শিখা বিস্তার পূর্বক জ্বলিয়া উঠিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তা, সুচিক্কণ মণি, হীরক ও প্রবাল দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌশেয় বস্ত্র, মেষলোমজ ও ঊর্ণাতন্তুনির্মিত বিবিধ বস্ত্র,

স্বর্ণপাত্র, বিচিত্র অশ্বসজ্জা, পালঙ্কাদি গৃহোপকরণ, হস্তীর গ্রীবাবন্ধন, সুরচিত রথসজ্জা যোদ্ধা ও হস্তশ্বের বর্ম, চর্ম বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন, কস্তূরি, স্বস্তিকাদি গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা স্বর্ণখচিত বর্ম ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া ছিল, উহাঁদের গলে মাল্য এবং পরিধান উৎকৃষ্ট বস্ত্র; উহাঁরা মধুমদে উন্মত্ত হইয়া চঞ্চল চক্ষে স্খলিত পদে চলিয়াছে, এবং প্রেয়সীগণ উহাঁদের বস্ত্র ধারণ পূর্বক ভীতমনে নির্গত হইতেছে। এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাক্ষসগণের ক্রোধ যার পর নাই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল; কেহ গদা, কেহ শূল ও কেহ বা অসিহস্তে নির্গত হইতে লাগিল; কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ মদ্যপান করিতেছিল এবং কেহ বা রমণীয় শয্যায় প্রণয়িনীর সহিত মুখে নিদ্রিত ছিল; উহারা চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া ভীতমনে শিশুসন্তানের হস্তাধারণ পূর্বক শীঘ্র নির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে। লঙ্কার গৃহ বহুব্যয়ে নির্মিত ও সারবৎ, উহা দুর্গম ও গভীর, কোনটি দেখিতে পূর্ণচন্দ্রাকার এবং কোনটি বা অর্ধচন্দ্রাকার, উহার শিখরদেশে সুপ্রশস্ত শিরোগৃহ আছে, গবাক্ষ সকল বিচিত্র ও রমণীয় এবং মঞ্চ সুপ্রস্তুত। ঐ গৃহ স্বর্ণময়, মণি ও প্রবালে খচিত, ঔন্নত্যে সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছে, এবং ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বরে ও ভূষণের ঝন ঝন রবে নিনাদিত হইতেছে। অগ্নি ঐ সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রজ্বলিত তোরণদ্বার

বর্ষাকালে বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত গৃহ দাবাগ্নিদীপ্ত গিরিশিখরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। ঐ ঘোর রজনীতে যে সকল রমণীসপ্ততল গৃহের উপর মুখে শয়ান ছিল তাহারা দহ্যমান হইয়া অঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গৃহ সকল বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় পড়িতেছে এবং দূর হইতে দাবানলস্পৃষ্ট দহমান হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হর্ম্ম্যশিখর করাল অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত। তৎকালে লঙ্কা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অধ্যক্ষেরা অগ্নিভয়ে হস্তী ও অশ্ব বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে; তৎকালে লঙ্কা মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণমান-নক্রকুম্ভীর মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী অশ্বকে উন্মুক্ত দেখিয়া সভয়ে পলাইতেছে এবং কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া সভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তৎকালে অগ্নিশিখা মহাসমুদ্রে প্রতিফলিত হওয়াতে উহার জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অর্ধপ্রদীপ্ত গৃহের প্রতিবিম্ব রঙ্গচপল সমুদ্রের জল শোভিত করিয়া তুলিল। লঙ্কাপুরী এইরূপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয় কালে প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা উত্তাপদগ্ধ ও ধূমব্যাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, উহা শত যোজন দূর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে যে সমস্ত রাক্ষস দগ্ধদেহে বহির্গত হইতেছিল বানরেরা যুদ্ধার্থ সহসা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং

বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল নিনাদ দশ দিক সমুদ্র ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

ইত্যবসরে রাম ও লক্ষ্মণ বীতশল্য হইয়া প্রশান্ত মনে শরাসন গ্রহণ করিলেন। রাম কার্ম্মুকে টঙ্কার প্রদান করিবামাত্র একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। কুপিত রুদ্র যেমন বেদময় ধনু গ্রহণ পূর্বক শোভিত হইয়াছিলেন রাম কার্ম্মুকহস্তে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইল, এবং ঐ শব্দে এবং বানর ও রাক্ষসগণের নিনাদে দশ দিক ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার শরাসনচুত শরে কৈলাসশিখর তুল্য তোরণ ভূতলে চূর্ণ হইয়া পড়িল। রাক্ষসেরা বিমান ও গৃহে রামের শর প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম ধারণ পূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ রাত্রি উহাঁদের পক্ষে করাল কালরাত্রি।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে কহিলেন, দেখ, যে দ্বার যাহার নিকটস্থ্ সে সেই দ্বার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবে; তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পলাইয়া যাইবে সে আমার অবাধ্য, তোমরা সেই দুষ্টকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিও।

বানরগণ উল্কাহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান, রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার জৃম্ভণোত্থিত মুখমারুতে দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠিল এবং রুদ্রের মূর্তিমান ক্রোধ যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইতে

লাগিল। অনন্তর তিনি কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা দুই বীর বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধযাত্রা কর। কুম্ভ ও নিকুম্ভ সমরবেশে নির্গত হইলেন। যূপাক্ষ, শোণিতা, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন উহাঁদের সমভিব্যাহারী হইল। রাবণ সিংহনাদ করিয়া সকলকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান কর।

রাক্ষসেরা দীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ পূর্বক নির্গত হইল। উহাঁদের ভূষণ প্রভা, দেহপ্রভা এবং বানরগণের অগ্নিপ্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা নক্ষত্রপ্রভা এবং উভয় পক্ষীয় বীরগণের আভরণ প্রভা সেনাদ্বয়ের মধ্যগত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বানরেরা দেখিল রাক্ষসসৈন্যমধ্যে ধ্বজপতাকা, ভীষণ হস্তী, অশ্ব ও রথ; সকলের হস্তে উৎকৃষ্ট অসি, দীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও ধনু। উহারা পরশু ও অন্যান্য শস্ত্র অনবরত ঘুরাইতেছে, সমস্ত সৈন্য বীরপুরুষে পূর্ণ, উহাঁদের বিক্রম ও পৌরুষ অতি ভয়ঙ্কর; উহাঁরা কটিতটনিবদ্ধ, কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত হইতেছে; উহাঁদের শরাসন শর যোজিত, ভুজদণ্ডে স্বর্ণজাল এবং কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর; উহাঁদের গন্ধমাল্য ও মধুর আধিক্যে বায়ু সুগন্ধী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। বানরের ঐ দুর্জ্জয় ও ভীষণ রাক্ষসসৈন্য আসিতে দেখিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে

প্রবেশ করে সেইরূপ বেগে লম্ফ প্রদান পূর্বক প্রতিপক্ষে গিয়া পড়িল। যুদ্ধার্থী বানরেরা যেন উন্মত্ত, উহাঁরা রাক্ষসগণের উপর বৃক্ষ শিলা ও মুষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা শাণিত শরে উহাদের শিরচ্ছেদন করিতে লাগিল। কাহারও কর্ণ বানরের দণ্ডাঘাতে ছিন্ন, কাহারও মস্তক মুষ্টিপ্রহারে ভগ্ন এবং কাহারও বা সর্বাঙ্গ শিলাপাতে চূর্ণ। ঘোরাকার রাক্ষসেরা সুশাণিত অসি দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেহ এক জনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাকে আসিয়া অন্যে বধ করিল, কেহ অন্যকে ফেলিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে ফেলিয়া দিল, কেহ অন্যকে দংশন করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অনন্য দংশন করিল এবং কেহ অন্যকে তিরস্কার করিতে ছিল। তাহাকে আসিয়া অন্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ কহিতেছে যুদ্ধং দেহি, অন্যে যুদ্ধ করিতেছে, কোন বীর আসিয়া কহিল আমিই যুদ্ধ করিব, কেন ক্লেশ দেও, তিষ্ঠ, তৎকালে রণস্থলে কেবলই এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রাস, অসি, শূল ও কুম্ভাস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে, কাহারও বর্ম ছিন্ন ভিন্ন এবং কাহারও বা ধ্বজদণ্ড স্খলিত; দেখিতে দেখিতে দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল।

৭৫তম সর্গ

যুদ্ধবর্ণন, প্রজঙ্ঘ, যূপাক্ষ ও কুম্ভ বধ

এই সর্বসংহারক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর অঙ্গদ কম্পনের নিকটস্থ হইলেন। কম্পন যুদ্ধে আহুত হইবামাত্র ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে গিয়া এক গদাঘাত করিল। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ পূর্বক উহার প্রতি মহাবেগে এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কম্পন প্রহারবেদনায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইত্যবসরে শোণিতাক্ষ রথবেগে শীঘ্র অঙ্গদের নিকট হইল এবং শাণিত করে উহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। উহার শর সুতীক্ষ্ণ দেহবিদারণ ও কালাগ্নিকল্প। শোণিতাক্ষ অঙ্গদের প্রতি ক্ষুরধার ক্ষুর, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য ও বিপাঠ প্রভৃতি বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপ অঙ্গদ ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন এবং ভীম বিক্রমে উহার ভীষণ ধনু, শর ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শোণিতাক্ষ অসি ও চর্ম গ্রহণ করিল এবং ক্রোধে একান্ত হতজ্ঞান হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইল। অঙ্গদ এক লম্ফে উহাকে গিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং উহারই অসি লইয়া ঘোর সিংহনাদ পূর্বক যজ্ঞোপবীতবৎ তির্য্যক ভাবে উহার স্কন্ধ ছেদন করিলেন। পরে তিনি সেই করাল অসি করে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ গর্জন পূর্বক অন্যত্র চলিলেন।

এদিকে যূপাক্ষ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজঙ্ঘের সহিত শীঘ্র অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হইল। শোণিতাক্ষও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্বক তথায় আগমন করিল। অঙ্গদ শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বিশাখা নামক দুই নক্ষত্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ উহাঁর পার্শ্বরক্ষক, সকলে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহাকায় রাক্ষসগণ অসি শর ও গদা গ্রহণ পূর্বক ক্রোধভরে বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিল। অঙ্গদাদি তিন বীরের সহিত যূপাক্ষ প্রভৃতি তিন বীরের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বানরগণ উহাঁদের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়্গ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বানরেরা উহার রথ চূর্ণ করিবার জন্য অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, প্রজঙ্ঘও শরনিকরে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহুসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক রাক্ষসগণের প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিল, শোণিতাক্ষ মধ্যপথে গদাঘাতে তৎসমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর প্রজঙ্ঘ মর্মবিদারক প্রকাণ্ড খড়্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অঙ্গদ প্রজঙ্ঘকে সন্নিহিত দেখিয়া এক অশ্বকর্ণ বক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার কৃপাণধারী হস্তে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হস্তস্থিত খড়্গ ঐ আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে স্খলিত

হইয়া পড়িল। তখন প্রজঙ্ঘ খড়্গ করভ্রষ্ট দেখিয়া অঙ্গদের ললাটে বজ্রকল্প এক মুষ্টিপ্রহার করিল। অঙ্গদ ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে উহার মুণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর যূপাক্ষ পিতৃব্যকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রথ হইতে অবতরণ করিল। উহার তূণীরে শর নাই, সে সুশাণিত খড়্গ লইয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর দ্বিবিদ ক্রোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাত পূর্বক উহাকে গিয়া সবলে গ্রহণ করিল। অনন্তর শোণিতাক্ষের সহিত দ্বিবিদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত, শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষে এক গদাপ্রহার করিল। দ্বিবিদ প্রহারব্যথায় অস্থির, সে উহার গদা পুনর্বার উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইল।

ঐ সময় মহাবীর মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইল। তখন শোণিতাক্ষ ও যূপক্ষের সহিত উহাঁদের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও পীড়ন করিতে লাগিল। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখে নখাঘাত করিল, এবং তাহাকে ভূতলে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এ দিকে মৈন্দও ক্রোধভরে যূপাক্ষকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ ও পীড়ন পূর্বক বিনষ্ট করিল। তদৃষ্টে রাক্ষসসৈন্য যার পর নাই ব্যথিত। উহাঁরা ভগ্নমনে মহাবীর কুম্ভের নিকট উপস্থিত হইল। কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে প্রকৃত বীরগণ বানরহস্তে নিহত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি জাতক্রোধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ঐ ধনুর্ধরগ্রগণ্য মহাবীর ধনু গ্রহণ পূর্বক দেহবিদারণ উরগ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সশর শরাসন বিদ্যুৎ ও ঐরাবত সম্পর্কে দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুশোভিত। তিনি একটি স্বর্ণপুঙ্খ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক দ্বিবিদের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। দ্বিবিদ ঐ শরে সহসা আহত হইয়া পদদ্বয় প্রসারণ পূর্বক বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা হস্তে লইয়া কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইল এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কুম্ভ শাণিত পাঁচ শরে সেই শিলা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক সর্পাকার শর সন্ধান পূর্বক মৈন্দের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। মৈন্দও তৎক্ষণাৎ মর্মাহত ও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

অনন্তর অঙ্গদ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বিকল ও বিহ্বল দেখিয়া মহাবেগে কুম্ভের অভিমুখে চলিলেন। কুম্ভ হস্তীকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে সেইরূপ বহুসংখ্য শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। উহাঁর শর অকুণ্ঠিত শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ। মহাবীর অঙ্গদ ঐ সমস্ত শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি উহার মস্তকে অনবরত বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভের শরে তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ উহাকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া উল্কা দ্বারা যেমন হস্তীকে বিদ্ধ করে সেইরূপ দুই শরে উহাঁর ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদের ভ্রূ হইতে অজস্রধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল এবং

ঝটিতি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। তখন অঙ্গদ এক হস্তে ঐ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদন পূর্বক অপর হস্তে নিকটস্থ এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। ঐ শাল শাখাবহুল, তিনি উহা বক্ষঃস্থলে স্থাপন এবং এক হস্তে উহার শাখা কিঞ্চিৎ অবনমন পূর্বক উহাকে নিষ্পত্র করিয়া লইলেন। বৃক্ষ দেখিতে ইন্দ্রধ্বজ ও মন্দরতুল্য। মহাবীর অঙ্গদ কুম্ভের প্রতি উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভের শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ শাণিত সাত শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদও যার পর নাই ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

অঙ্গদ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত বানরেরা শ্রীরামকে গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিল। রাম অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য জাম্ববান প্রভৃতি বানরদিগকে নিয়োগ করিলেন। বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া রোষলোহিত নেত্রে তথায় উপস্থিত হইল। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভ শৈল দ্বারা যেমন জলস্রোত রুদ্ধ করে সেইরূপ শর দ্বারা উহাঁদের গতিরোধ করিলেন। উহাঁরা শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া মহাসমুদ্র যেমন তীরভূমি দেখিতে পায় না তদ্রূপ রণস্থলে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে পশ্চাতে লইয়া গিরিচারী নাগের প্রতি সিংহের ন্যায় কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বকর্ণ প্রভৃতি

বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক কুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কুম্ভও শরনিকরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। খণ্ডিত বৃক্ষ ঘোর শতঘ্নীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। কিন্তু সুগ্রীব বৃক্ষ বিফল দেখিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কুম্ভের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত, তিনি ধৈর্য্য সহকারে সমস্তই সহিয়া রহিলেন। পরে উহার ইন্দ্রধনুতুল্য ধনুঃখণ্ড কাড়িয়া লইয়া দ্বিখণ্ড করিলেন। কুম্ভ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় শোচনীয়। ইত্যবসরে সুগ্রীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুম্ভ! তোমার বলবীর্য্য ও শরবেগ অতি অদ্ভুত; তুমি ক্রমে প্রাহ্লাদ ও বলির তুল্য এবং শৌর্য্যে কুবের ও বরুণের তুল্য; রাক্ষসকুলের মধ্যে কেবল তোমার বা রাবণের বিনয় ও প্রতাপ আছে। একমাত্র তুমিই বলবান্ কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। মানসী পীড়া যেমন জিতেন্দ্রিয়কে সেই রূপ সুরগণ শূলধারী তোমাকে আক্রমণ করিতে পারেন না। ধীমন্! এক্ষণে তুমি বিক্রম প্রদর্শন কর এবং আমার ও বীরকার্য্য প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ দেববরে এবং তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ বলপ্রভাবে সুরাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তোমার বর ও বল উভয়ই আছে। তুমি ধনুর্ব্বিদ্যায় মহাবীর ইন্দ্রজিতের এবং প্রতাপে রাক্ষসরাজ রাবণের তুল্য; ফলত আজ তুমিই রাক্ষসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আজ জগতের লোক ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তোমার এবং আমার অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখুক। তুমি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছ,

বিলক্ষণ অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ এবং এই সমস্ত ভীমবল বানরকেও বিনাশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত, আমি এই অবস্থায় তোমাকে বধ করিলে লোকের তিরস্কারভাজন হইব কেবল এই ভয়ে ক্ষান্ত হইয়া আছি। এক্ষণে তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর।

তখন সুগ্রীবের এই ব্যাজস্তুতি দ্বারা কুম্ভের তেজ হুত হুতাসনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি গিয়া সুগ্রীবকে ভুজবেষ্টনে ধরিলেন। পরস্পর পরস্পরের গাত্রে প্রথিত, পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিতেছেন এবং মদ্রস্রাবী হীস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রান্তিনিবন্ধন উহাঁদের মুখে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। ভুভূ পদাভিঘাতে নিমগ্ন, সমুদ্র বিচলিত ও তরঙ্গ আকুল। ইত্যবসরে সুগ্রীব কুম্ভকে উর্দ্ধে তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রের পতাকার জলরাশি উৎসারিত ও তলদেশ দৃষ্ট হইল। অনন্তর কুম্ভ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে ফেলিলেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার বক্ষে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিলেন। সুগ্রীবের চর্ম ফুটিয়া গেল, অস্থিমণ্ডলে মুষ্টি প্রতিহত হইল এবং বেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। তখন বজ্রাঘাতে সুমেরু হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ ঐ মুষ্টিপ্রহরে সুগ্রীবের তেজ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুম্ভের বক্ষে এক বজ্রকল্প মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভও বিহ্বল হইয়া জ্বালাশুন্য অগ্নির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত ভৌমগ্রহ সহসা অন্তরীক্ষ হইতে স্খলিত হইল। মুষ্ট্যাঘাতে উহার বক্ষঃস্থল

ভয় ও চূর্ণ হইয়া গেল, এবং উহার রূপ রুদ্রতেজে অভিভুত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তিনি বিনষ্ট হইলেন, সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরও যার পর নাই ভীত হইল।

৭৬তম সর্গ

নিকুম্ভের যুদ্ধ, হনূমান কর্তৃক নিকুম্ভ বধ

নিকুম্ভ ভ্রাতা কুম্ভকে নিহত দেখিয়া ক্রোধজ্বলিত নেত্রে দগ্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। উহার হস্তে ঘোর পরিঘ। পরিঘের মুষ্টিস্থান লৌহপটে বেষ্টিত, উহা স্বর্ণ প্রবাল ও হীরকে খচিত, মাল্যদামজাড়িত, মহেন্দ্র শিখরাকার, যমদণ্ডতুল্য ও রাক্ষসগণের ভয়নাশক। উহা দৈর্ঘ্যে আবহ প্রভৃতি সপ্ত মহাবায়ুর সন্ধিস্থল বিশ্লেষিত করিয়া দিতেছে এবং বিধূম বহ্নির ন্যায় সশব্দে প্রজ্বলিত হইতেছে। ভীমবল নিকুম্ভ মুখব্যাদান পূর্বক ঐ ইন্দ্রধ্বজ ভীষণ পরিঘবিঘূর্ণিত করিতে করিতে সিংহনাদ আরম্ভ করিল। উহার বক্ষে নিষ্ক, হস্তে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল এবং গলে উৎকৃষ্ট মাল্য। ঐ মহাবীর বিদ্যুাদ্দামদীপ্ত গর্জ্জমান মেঘ যেমন ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভা পায় সেইরূপ ঐ পরিঘাস্ত্রে শোভা ধারণ করিল। পরিঘ পুনঃ পুনঃ বিমূর্ণিত হওয়াতে অন্তরীক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র ও গন্ধর্বনগরী অলকার সহিত যেন ঘুরিতে লাগিল। নিকুম্ভরূপ প্রদীপ্ত বহি সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত, ক্রোধ উহার কাষ্ঠ, পরিঘ ও আভরণে উহা জ্যোতিষ্মান। তৎকালে ঐ বীর সাধারণের অনভিগম্য হইয়া

উঠিল এবং রাক্ষস ও বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল।।

এই অবসরে মহাবীর হনূমান বক্ষ প্রসারণ পূর্বক নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দীর্ঘবাহু নিকুম্ভ উহাঁর বক্ষে সূর্য্যপ্রভ পরিঘ নিক্ষেপ করিল। পরিঘ হনুমানের স্থির ও বিশাল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সমস্ত চুর্ণাংশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে শত শত উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইল। ঐ পরিঘের আঘাতেও হনূমান ভূমিকম্পকালে পর্বতবৎ স্থির ও নিশ্চল। পরে তিনি মহাবেগে একটি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি নিকুম্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মুষ্ট্যাঘাতে নিকুম্ভের বর্ম ফুটিয়া গেল, তীব্রবেগে রক্ত বহিতে লাগিল এবং মেঘমধ্যে স্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় বক্ষে ঝটিতি একটা জ্যোতি উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অনন্তর নিকুম্ভ অবিলম্বে সুস্থ হইয়া হনূমানকে গিয়া বেগে ধরিল এবং উহাঁকে উর্দ্ধে তুলিয়া লঙ্কার অভিমুখে চলিল। তখন রাক্ষসেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল। পরে হনূমান তদবস্থায়, নিকুম্ভকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং উহার হস্তগ্রহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিকুম্ভকে ফেলিয়া পিষ্টপেষিত করিতে লাগিলেন। পরে মহাবেগে উহার বক্ষে উঠিয়া দুই হস্তে উহার গ্রীবা ধরিলেন। নিকুম্ভ ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিল। হনূমান উহার

গ্রীবা মোচড়াইয়া মুণ্ড উৎপাটন করিলেন। বানরের হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, পৃথিবী কম্পিত। আকাশ যেন খসিয়া পড়িল এবং রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইল।

৭৭তম সর্গ

মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা

রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভ ও নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া রোষে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরপুত্র বিশালনেত্র মকরাক্ষকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আদেশে সসৈন্যে নির্গত হও এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে সংহার করিয়া আইস।

শূরাভিমানী মকরাক্ষ হৃষ্টমনে রাবণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল। সম্মুখে সেনাপতি দণ্ডায়মান। মকরাক্ষ তাঁহাকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র রথ ও সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন। সেনাপতি অবিলম্বেই তাহা করিল। তখন মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ পূর্বক সারথিকে কহিল, সূত! তুমি শীঘ্র যুদ্ধভূমিতে রথ লইয়া চল। পরে ঐ মহাবীর, রাক্ষসগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিও। মহারাজ রাবণ আমায় রাম, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি আজ তাহাদিগকে বধ করিয়া আনিব। অগ্নি

যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি শূলপ্রহারে বানরসৈন্য ছারখার করিয়া আবিব।

রাক্ষসেরা বলবান নানাস্ত্রধারী ও সাবধান; উহাদের চক্ষু পিঙ্গল, দন্ত ভীষণ ; উহারা কামরূপী ও ক্রূর; উহাদের কেশ উন্মুক্ত, আকার ভয়ঙ্কর, উহারা মাতঙ্গের ন্যায় ঘোর রবে পুনঃপুনঃ গর্জ্জন করিতেছে। ঐ সকল রাক্ষসবীর, খর পুত্র মকরাক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্বক হৃষ্টমনে চলিল। উহাঁদের গতিদর্পে গগনতল আলোড়িত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি, ভেরীরব, বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কষাযষ্টি সারথির করভ্রষ্ট হইল, ধ্বজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। রথযোজিত অশ্বের আর পূর্ববৎ বিচিত্র পদবিন্যাস রহিল না। উহাঁরা জড়িতপদে সাশ্রুনেত্রে দীনমুখে যাইতে লাগিল। বায়ু ধূলিপূর্ণ তীব্র ও দারুণ। দুর্মতি মকরাক্ষের যাত্রাকালে এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইল। মহাবীর রাক্ষসের তৎসমস্ত তুচ্ছ করিয়া রণক্ষেত্রে চলিয়াছে। উহারা মেঘ হস্তী ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উহাঁদের দেহে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন, উহাঁরা প্রত্যেকেই রণমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭৮তম সর্গ

রাম ও মকরাক্ষের যুদ্ধ, মকরাক্ষ বধ

বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লম্ফ প্রদান পূর্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। দেবদানবের ন্যায় রাক্ষস বানরের রোমহর্ষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। উহাঁরা পরস্পর বৃক্ষ শূল গদা ও পরিঘ প্রহারে পরস্পরকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পাশ, মুদ্‌গর, দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বানরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ শরপীড়িত ও ভয়ার্ত; উহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বিজয়ী রাক্ষসগণ সিংহবৎ সগর্বে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম উহাদিগকে শরনিকরে নিবারণ পূর্বক বানরগণকে আশ্বস্ত করিলেন। ইত্যবসরে মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁকে কহিল, রাম! আইস, আজ তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, আজ আমি তোমায় শাণিত শরে বিনষ্ট করিব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতা খরকে বধ করিয়াছ, এই জন্য আজ তোমায় সম্মুখে দেখিয়া আমার রোষানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। দুরাত্মন্! তৎকালে আমি সেই মহারণ্যে তোরে পাই নাই এই জন্যই আমার সর্বশরীর দগ্ধ হইতেছে। আজ তুই ভাগ্যক্রমেই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছিস্। ক্ষুধার্ত সিংহের পক্ষে ইতর মৃগ যেমন প্রার্থনীয় সেইরূপ তুইও আমার পক্ষে যার পর নাই প্রার্থনীয়। পূর্বে তুই যে সমস্ত

বীরকে বিনাশ করিয়াছিস আজ আমার শরে বিনষ্ট হইয়া তাহাদেরই সহিত যমালয়ে বাস করিবি। এক্ষণে অধিক আর কি, আজ সকলেই এই রণস্থলে তোর এবং আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। তুই অস্ত্র শস্ত্র বা হস্ত যা তোর অভ্যস্ত তাহার সাহায্যেই যুদ্ধ কর।

তখন রাম বহুভাষী মকরাক্ষের কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি কেন বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ, যুদ্ধ ব্যতীত কেবল বাক্যবলে কাহাকেও পরাজয় করা যায় না। আমি দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছি। আজ তোমায় বধ করিয়া তোমার মাংসে তীক্ষ্ণতুণ্ড তীক্ষনখ গৃধ্র শৃগাল ও কাক প্রভৃতি পশু পক্ষিদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

অনন্তর মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মকরাক্ষের স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। তৎকালে ঐ দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁদের করাকৃষ্ট শরাসনের মেঘবৎ গম্ভীর টঙ্কার ও যোদ্ধাদিগের বীরনাদ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্বক এই অদ্ভুত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ তথাচ উহাঁদের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি। একজনের ক্রিয়া ও অপরের প্রতিক্রিয়া দ্বারা যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। চতুর্দিক

শরজালে আচ্ছন্ন, আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। এই অবসরে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মরাক্ষের ধনু দ্বিখণ্ড এবং আট নারাচে উহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রথ চূর্ণ ও অশ্ব বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন মকরাক্ষ ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া রামকে প্রহার করিবার জন্য এক ভীষণ শূল লইল। ঐ শূল রুদ্রপ্রদত্ত, প্রলয়াগ্নিবৎ দুর্নিরীক্ষ্য এবং বিশ্বসংহারের অপর অস্ত্র। উহা স্বতেজে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলিতেছে। দেবতারা তাহা দেখিবা মাত্র সভয়ে পলাইতে লাগিলেন। মকরাক্ষ ঐ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া সক্রোধে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। রাম চারিটি শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। স্বর্ণ মণ্ডিত শূল আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। পরে মকরাক্ষ রামকে তিষ্ঠতিষ্ঠ বলিয়া মুষ্টি প্রহারার্থ আবার ধাবমান হইল। রাম হাস্যমুখে অগ্ন্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মকরাক্ষ ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র ছিন্নহৃদয়ে ধরাশায়ী হইল।

পরে রাক্ষসেরা রামভয়ে ভীত ও যুদ্ধে বিমুখ হইয়া দ্রুতপদে লঙ্কার দিকে চলিল। দেবতারাও মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

৭৯তম সর্গ

রাবণের ইন্দ্রজিতের প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ, ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ও যুদ্ধযাত্রা, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে ক্রোধে অতিমাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন পূর্বক কটকটা শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে স্থিরচিত্তে একটি কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক বল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্য, এইজন্য অবজ্ঞা করিয়াই কি তাহাদিগকে বধ করিবে না?

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃআজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিরিবৃতি দৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় কয়েকটি রক্তোষ্ণীষধারিণী রাক্ষসী ব্যস্ত সমস্তচিত্তে উপস্থিত। উহারা যজ্ঞে নানারূপ পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে শস্ত্ররূপ শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব আহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ ঐ শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটি জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। বহ্নি শরহোমপ্রদীপ্ত জ্বালাকরাল ও মিধূম, উহা হইতে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পাবক স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত শিখায়

আহুতি গ্রহণ করিলেন। অভিচার হোম সম্পূর্ণ হইল। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞীয় দেবদানব ও রাক্ষসের তৃপ্তিসাধন পূর্বক অদৃশ্য রথে অরোহণ করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত ও উজ্জ্বল, উহার ধ্বজদণ্ড বৈদুর্য্যচিত্রিত দীপ্তপাবকতুল্য ও স্বর্ণবলয়ে বেষ্টিত, উহাতে মৃগচন্দ্র ও অর্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে এবং উহা অশ্বচতুষ্টয়ে যোজিত। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ঐ দিব্য রথে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রক্ষিত হইয়া যার পর নাই অধৃষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি নগরের বহির্গমন পূর্বক অন্তর্ধান হইয়া কহিলেন, আজ আমি সেই অকারণ প্রব্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া পিতার হস্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। আজ আমি এই পৃথিবীকে বানরশূন্য করিয়া পিতার যার পর নাই প্রীতি বর্দ্ধন করিব।

অনন্তর তীব্রস্বভাব ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণের মধ্যে ত্রিশিরস্ক উরগের ন্যায় ভীমমূর্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁদিগকে সুস্পষ্ট চিনিতে পারিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন, তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর ক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ বৃষ্টিপাতবৎ তাঁহার শরপাতে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণও দিগন্ত আবৃত করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহাঁদের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শও করিতে পারিল না। ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং নীহারে অলক্ষিত, তিনি মায়াবলে ধূমান্ধকার বিস্তার করিলেন, চতুর্দিক

দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্যাঘাতধ্বনি, রথের ঘর্ঘররব ও অশ্বের পদশব্দ আর শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ ঘনান্ধকারে সূর্য্য প্রখর বরলব্ধ শরে রামকে কি করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ পর্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় সর্বাঙ্গে শরপাত দেখিয়া শর ক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের সুতীক্ষ্ণ শর অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পড়িতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ যে দিক হইতে শরক্ষেপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে শর প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। উহাঁদের ক্ষিপ্রহস্ততা বিস্ময়কর। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষের চতুর্দিক পর্য্যটন করিতেছেন এবং শাণিত শরে উহাদিগকে প্রহার করিতেছেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইলেন। উহাঁরা শোণিত প্রভায় কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল জলদপটলে আবৃত হইলে সূর্য্যের যেমন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। সেইরূপ তৎকালে কেহই ইন্দ্রজিতের বেগগতি মূর্তি ধনু ও শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বহুসংখ্য বানর উহার সুতীক্ষ্ণশরে রণশায়ী হইতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! আজ আমি রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিব। রাম কহিলেন বৎস! দেখ একজনের নিমিত্ত রাক্ষস জাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার উচিত নহে। যাহারা সংগ্রামে বিমুখ, ভয়ে লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান এবং প্রমত্ত তাহাদিগকে বধ কর

তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আইস আমরা কেবল ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে যত্ন করি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র এবং মায়াবলে উহার রথ অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বধ আমাদের সাধ্য, কিন্তু সে দৃষ্ট হইলে বানরেরা অল্পায়াসেই তাহাকে সংহার করিতে পারিবে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা যদি ভূগর্ভে লুক্কায়িত হয়, যদি অন্তরীক্ষে বা রসাতলে প্রবেশ করে তথাপি আমার অস্ত্র নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া বানরগণের সহিত সেই ক্রূরকর্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

৮০তম সর্গ

ইন্দ্রজিতের মায়া সীতা বধ, হনুমানের ইন্দ্রজিতের প্রতি ভৎসনা

জ্ঞাতিবধ ক্রোধে ইন্দ্রজিতের নেত্রদ্বয় আরক্ত। তিনি রামের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে রণস্থল হইতে প্রতিগমন পূর্বক পশ্চিম দ্বার দিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। গতিপথে দেখিলেন রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধচেষ্টায় বিরত হন নাই। তদ্দৃষ্টে ঐ দেবকন্টক মহাবীর রথোপরি এক মায়াময়ী সীতা বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং রণস্থলে পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন বানরেরা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া শিলাহস্তে সক্রোধে আক্রমণ করিল। হনূমান এক গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক সর্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ইন্দ্রজিতের রথে একবেণীধরা দীনা জানকী। তাহার মুখ উপবাসে কৃশ, মনে কিছুমাত্র হর্ষ নাই, বস্ত্র একমাত্র ও মলিন এবং সর্বাঙ্গ

ধূলিধূসর। হনূমান মুহূর্তকাল উহাঁকে নিরীক্ষণ এবং জানকী বলিয়া অবধারণ পূর্বক অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন। ভাবিলেন ইন্দ্রজিতের অভিপ্রায় কি? পরে তিনি বানরগণের সহিত তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রজিতের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অসি নিষ্কোশিত করিয়া সীতার কেশকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বসমক্ষে উহাঁকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরী ময়াময়ী সীতা হা রাম! হা রাম! বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। হনূমান উহার তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া দীনমনে দুঃখা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, দুরাত্মন্! তুই যে জানকীর ঐ কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস্ ইহার ফল আত্মবিনাশ। বহ্মর্ষির কুলে তোর জন্ম, তথাচ তুই রাক্ষসী যোনি আশ্রয় করিয়াছিস্, তোর যখন এইরূপ দুর্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তোরে ধিক্। রে নৃশংস! দুর্বৃত্ত! তুই অতি পাপী ও দুরাচার, তুই কুট উপায়ে যুদ্ধ করিস্। রে নির্ঘৃণ! স্ত্রীবধে তোর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই, তোরে ধিক্! রে নির্দয়! এই জানকী গৃহচ্যুত রাজ্যচ্যুত এবং রামের হস্তচ্যুত হইয়াছেন, তুই কোন অপরাধে ইহাঁকে বধ করিস্? এখন ত তুই আমার হস্তগত হইয়াছিস্, সুতরাং এই কার্য্য করিলে আর অধিক ক্ষণ তোরে জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাত্মাদিগেরও যাহা পরিহার্য্য তুই দেহান্তে স্ত্রীঘাতকগণের সেই লোক অচিরাৎ লাভ করিবি।

এই বলিয়া মহাবীর হনূমান অস্ত্রধারী বানরগণের সহিত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন রে বানর! সুগ্রীব তুই ও রাম তোরা যার উদ্দেশে লঙ্কায় আসিয়াছিস আজ আমি তোর সমক্ষে সেই সীতাকে বধ করিব। পশ্চাৎ তোরে এবং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অনার্য্য বিভীষণকে মারিব। তুই এই মাত্র বলিলি যে স্ত্রীবধ করা নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে যাহা শক্রর কষ্টকর তাহাই কর্তব্য হইতেছে।

ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া স্বহস্তে রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতার দেহে খুরধার খড়্গ প্রহার করিল। খড়্গ প্রহার করিবামাত্র ঐ প্রিয়দর্শনা স্থূলজঘনা যজ্ঞোপবীতবৎ তির্য্যক ভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন ইন্দ্রজিৎ হনূমানকে কহিল, রে বানর! এই দেখ, আমি রামের প্রিয়মহিষী সীতাকে বধ করিলাম। এখন ত তোদের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড। এই বলিয়া ঐ মহাবীর ব্যোমচারী রথে মুখব্যাদান পূর্বক হৃষ্টমনে গর্জন করিতে লাগিল। বানরগণ অদূরে দণ্ডায়মান। উহাঁরা ঐ ভীষণ বজ্রকঠোর গর্জ্জনশব্দ শুনিতে লাগিল এবং উহাঁকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া বিষণ্ন মনে চকিত নেত্রে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে পলাইতে লাগিল।

৮১তম সর্গ

হনুমানের রাক্ষস সৈন্যের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন

অনন্তর হনূমান বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিষণ্ন মুখে কেন পলাইতেছ? তোমাদের বীরত্ব এখন কোথায় গেল? অতঃপর আমি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছি, তোমরা আমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

তখন বানরগণ শত্রুসংহারার্থ পুনর্বার ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং হৃষ্ট মনে বৃক্ষ শিলা গ্রহণ ও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক উহাঁকে বেষ্টন করিয়া চলিল। হনূমান সাক্ষাৎ কালান্তক যম! তিনি জ্বালাকরাল বহ্নির ন্যায় রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রজিতের রথে এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। সারথির ইঙ্গিত মাত্র বশীভূত অশ্ব সকল তৎক্ষণাৎ রথ সুদুরে লইয়া গেল। শিলাও ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য রাক্ষসকে চূর্ণ করত ভূতলে পড়িল। অনন্তর বানরগণ সিংহনাদ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে উহাঁদের গর্জ্জনশব্দ; ভীমরূপ রাক্ষসের বৃক্ষশিলা প্রহারে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণের প্রতি সশস্ত্র ধাবমান হইল এবং শূল বজ্র খড়্গ পট্টিশ ও মুদ্গর দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে

লাগিল। ইত্যবসরে হনূমান কথঞ্চিৎ রাক্ষসগণকে নিবারণ পূর্ব্বক বানরদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও, এই সমস্ত রাক্ষস সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের কার্য্য নহে। আমরা যাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামের প্রিয়কামনায় যুদ্ধ করিতেছি সেই দেবী জানকী বিনষ্ট হইয়াছেন। আইস, এক্ষণে আমরা রাম ও সুগ্রীবকে গিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি। শুনিয়া তাঁহারা আমাদিগকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন আমরা তাহাই করিব। এই বলিয়া তিনি সমস্ত বানরের সহিত নির্ভয়ে মৃদুপদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুষ্টাশয় ইন্দ্রজিৎ হনূমানকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হোমকামনায় নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করিল।

৮২তম সর্গ

হনুমানের রাম সমীপে সীতার বধসংবাদ প্রদান, রামের মূর্চ্ছা

এদিকে রাম যুদ্ধের তুমুল কলরব শুনিতে পাইয়া জাম্ববানকে কহিলেন, সৌম্য! ঐ দূরে ভীষণ অস্ত্রধ্বনি শ্রুত হইতেছে, বোধ হয় হনূমান যুদ্ধে কোন দুস্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সসৈন্যে গিয়া শীঘ্র তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হও।

তখন ঋক্ষরাজ যথায় মহাবীর হনূমান, সসৈন্যে সেই পশ্চিম দ্বারে চলিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং তাহার সমভিব্যাহারী বানরগণ যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ

করিতেছে। পথিমধ্যে হনুমানের সহিত ঐ নীলমেঘাকার ভল্লুকসৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তিনি উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সর্বসমেত শীঘ্র রামের নিকট গিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, রাম! আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম এই অবসরে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগের সমক্ষে রোরুদ্যমান সীতাকে বধ করিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা আপনার গোচর করিবার জন্য বিষণ্ন ও উদ্ভ্রান্ত চিত্তে উপস্থিত হইলাম।

রাম এই সংবাদ পাইবামাত্র শোকে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বানরগণ ত্বরিত পদে চতুর্দিক হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং সহ-প্রদীপ্ত দুর্নিবারবেগ দহনশীল অগ্নিবৎ উহাঁকে উৎপলগন্ধী জলে সিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ পূর্বক দুঃখিত মনে সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আপনি ধর্মশীল এবং জিতেন্দ্রিয় কিন্তু ধর্ম আপনাকে অনর্থ পরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে সুতরাং উহা নিরর্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের মুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম সেরূপ হয় না, সুতরাং ধর্মনামে মুখসাধন কোন একটি পদার্থ নাই। স্থাবর যেমন ধর্মপ্রসক্তিশূন্য হইয়াও সুখী, জঙ্গমও সেইরূপ; সুতরাং ধর্ম সুখসাধন নহে, ইহার সুখসাধনতা থাকিলে আপনি কখনই এইরূপ বিপদস্থ হইতেন না। আর যদি বলেন, অধর্ম দুঃখেরই কারণ তবে রাবণ নিরয়গামী হইত, আর আপনি ধর্মপরায়ণ, আপনাকে কখন এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। বলিতে কি, এক্ষণে

অধার্মিকের সুখ ও ধার্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্মের ফল সুখ এবং অধর্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে, প্রত্যুত ধর্মে দুঃখ ও অধর্মে সুখ দেখিয়া ধর্মাধর্মের ফলগত বিরোধও বুঝা যাইতেছে। অথবা ধর্ম দ্বারা যদি বাস্তবিক সুখই হয় এবং অধর্ম দ্বারা যদি দুঃখই বটে তবে যে সমস্ত ব্যক্তিতে অধর্ম প্রতিষ্ঠিত তাহারা দুঃখ ভোগ করুক এবং যাহাদের ধর্মে প্রবৃত্তি তাহারা সুখী হউক। কিন্তু যখন দেখিতেছি যারা অধর্মী তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্মিকদিগের ক্লেশ তখন ধর্ম ও অধর্ম নিরর্থক। বীর! যদি অধর্মকে একটি কার্য্যমাত্র স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পাপী অধর্ম দ্বারা নষ্ট হইলে কার্য্যনাশে অধর্মেরই নাশ হইতেছে, সুতরাং যে স্বয়ং নষ্ট হইল তাহার আর বিনাশসাধনতা কি রূপে থাকিতে পারে। অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয় কিংবা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে তাহা হইলে সেই অদৃষ্টই পাপকর্মে লিপ্ত হয় কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্বারা লিপ্ত হয় না কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। আর্য্য! ধর্ম একটি অচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত অসৎকল্প ও কর্তব্য জ্ঞানে অক্ষম; তাহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিলেও সে কিরূপে বধ্যকে প্রাপ্ত হইবে। ফলত যদি ধর্মই থাকে তাহা হইলে আপনার কিছুমাত্র দুঃখ ঘটিত না, কিন্তু আপনি যখন দুঃখ পাইতেছেন তখন ধর্ম নামে কোন একটি পদার্থ নাই। ধর্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর, ও কার্য্যসাধনে অসমর্থ, উহা দূর্বল, কার্য্যকালে কেবল

পৌরুষেরেই সহায়তা লয়, উহার কিছুমাত্র সুখসাধনতা নাই, আমার মতে সেই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকা কখনও উচিত হয় না। আর দেখুন, ধর্ম যদি পৌরুষেরই একটি গুণ হয় তবে সর্বপ্রযত্নে ধর্মের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া আপনি পৌরুষকে আশ্রয় করুন। বীর! আপনি যদি সত্যকেই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে মহারাজ দশরথ আপানার যৌবরাজ্যে অভিষেকের অঙ্গীকার প্রতি পালন না করাতে মিথ্যাদোষে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার মৃত্যুও হয়, এক্ষণে আপনি তাঁহার সত্য কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? আরও যদি একমাত্র ধর্মই কিংবা যদি একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় হয় তবে ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপের বধ সাধন করিয়া কখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না, কারণ যাহার প্রাধান্য তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। ফলত শত্রুবিনাশকল্পে পুরুষকারের সহিত ধর্মই সেব্য, মনুষ্য স্বকার্য্যসাধনের উদ্দেশে উভয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমার ত এই মত, ইহাই ধর্ম, কিন্তু আপনি সেই অমূলক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। যেমন পর্বত হইতে নদী নিঃসৃত হইয়া থাকে সেইরূপ দিকদিগন্ত হইতে আহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে সমস্ত ধর্মক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। অর্থহীন অল্পপ্রাণ পুরুষের সমস্ত কার্য্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সুখকামনা করে সে পাপ চরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলত অর্থই পুরুষার্থ, যার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ

তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীবলোকে সেই পুরুষ, যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান, যাহার অর্থ সেই বুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেই মহাবীর, যাহার অর্থ সেই সর্বাপেক্ষা গুণী। আমি অর্থনাশের নানা দোষ কীর্তন করিলাম, আপনি রাজ্য গ্রহণ না করিয়া কি কারণে যে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যাহার অর্থ তাহারই ধর্ম কামে প্রয়োজন, তাহার সমস্তই অনুকুল, অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না। হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। যে সমস্ত ধর্মচারী তাপসের অর্থাভাবে ঐহিক পুরুষার্থ নষ্ট হয় সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন দুর্দিনে গ্রহ যেমন দৃষ্ট হয় না সেইরূপ আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। বীর! আপনি পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হইলে আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে। অতএব আপনি উত্থান করুন, আজ আমি স্বীয় পৌরুষে ইন্দ্রজিৎকৃত সমস্ত কষ্ট অপনোদন করিব। এক্ষণে উত্থান করুন, আপনি স্বীয় মাহাত্ম্য কি জন্য বুঝিতেছেন না? আজ আমি দেবী জানকীর নিধনক্রোধে লঙ্কা নগরী হস্ত্যশ্ব রথ ও রাবণের সহিত এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

৮৩তম সর্গ

বিভীষণের রামকে প্রবোধ ও উৎসাহ প্রদান

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন ইত্যবসরে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্ম স্থাপন পূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ যূথপতি-হস্তি-সদৃশ চারি জন অমাত্য সশস্ত্রে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাম লজ্জিত শোকে মোহিত ও লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান, এবং বানরেরাও জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। তখন বিভীষণ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, এ কি? লক্ষ্মণ বিভীষণকে বিষণ্ন দেখিয়া সজল নয়নে কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করিয়াছে, আর্য্য রাম হনুমানের মুখে এই সংবাদ পাইয়া হতজ্ঞান হইয়া আছেন।

তখন বিভীষণ লক্ষ্মণের বাক্যশেষ না হইতেই তাঁহাকে নিবারণ পূর্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! হনূমান আসিয়া সকাতরে যাহা কহিয়াছেন আমি সমুদ্রশোষণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করি। সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের যেরূপ অভিপ্রায় আমি তাহা সম্পূর্ণই জানি। সেই কুঅভিপ্রায় সত্ত্বে সে কখন তাঁহাকে বধ করিবে না। আমি তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া জানকীপরিত্যাগে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তৎকালে সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। জানকীরে বধ করা দূরে থাক, সাম দান ভেদ ও যুদ্ধ ইহার অন্যতর কোনও উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে

পারে না। ইন্দ্রজিৎ যাহাকে বিনাশ করিয়া বানরগণকে বিমোহিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা। আজ ঐ দুষ্টস্বভাব রাক্ষস নিকুম্ভিলায় আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান করিবে, স্বয়ং অগ্নিদেব সুরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিলে যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। কার্য্যক্ষেত্রে বানরেরা কোনরূপ বিঘ্ন আচরণ করিতে না পারে এইটি তাহার অভিপ্রায়, এই জন্য সে এই মায়াপ্রয়োগ পূর্ব্বক সকলকে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে চল, আভিচারিক হোম সমাপন না হইতেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন করি। রাম! তুমি অকারণ সন্তপ্ত হইও না। তোমায় এইরূপ সন্তপ্ত দেখিয়া এই সমস্ত সৈন্য যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি উৎসাহিত হইয়া সুস্থমনে এই স্থানে থাক। আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইব, তুমি আমাদের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ কর। এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন করিতে পারিবেন। মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই সে আমাদের বধ্য হইবে। এক্ষণে লক্ষ্মণের সুশাণিত শর ক্রূরদর্শন পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই তাহার রক্তপান করবে। অতএব সুররাজ ইন্দ্র যেমন শত্রুবধে বজ্রকে নিয়োগ করেন তুমি তদ্রূপ সেই রাক্ষসের যথোদ্দেশে ইহাঁকে নিয়োগ কর। বীর! ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে আজ আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। ঐ দুরাত্মা আভিচারিক কার্য্য সমাপন করিতে পারিলে সকলেরই অদৃশ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন দেবগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

৮৪তম সর্গ

রাম বিভীষণ সংবাদ, লক্ষ্মণের প্রতি রামের ইন্দ্রজিত বধের আদেশ, বিভীষণ সমভিব্যবহারে লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা যাত্রা

রাম বিভীষণের এই সমস্ত বাক্য শোকাবেগে সুস্পষ্ট কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। পরে তিনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক উপবিষ্ট বিভীষণকে সর্বসমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি এইমাত্র যে সমস্ত কথা কহিলে আমি পুনর্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বল তোমার কি বক্তব্য আছে।

বিভীষণ কহিতে লাগিলেন, রাম। তুমি গুলুসন্নিবেশে যেরূপ আদেশ দিয়াছিলে আমি কালবিলম্ব না করিয়া সেইরূপই করিয়াছি। এক্ষণে বানরসৈন্য চতুর্দিকে বিভক্ত এবং যূথপতি সকল সুব্যবস্থাক্রমে স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন। তুমি অকারণ শোকাকুল হইয়াছ দেখিয়া, আমাদের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই বৃথা শোক পরিত্যাগ কর, শত্রুর হর্ষবর্দ্ধিনী চিন্তা দূর কর এবং উদ্যমশীল ও হৃষ্ট হও। যদি জানকীর উদ্ধার এবং রাক্ষসংহারে তোমার ইচ্ছা থাকে তবে আমার একটি হিতকর কথা শুন। এক্ষণে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তথায় তাহাকে বধ করিবার জন্য আমাদের সমভিব্যাহারে চলুন। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র এবং কামগামী অশ্ব ইন্দ্রজিতের আয়ত্ত। এক্ষণে সে সসৈন্যে নিকুম্ভিলায়

প্রবিষ্ট হইয়াছে। যদি তাহার আভিচারিক হোম নির্বিঘ্নে সমাপন হয় তবে জানিও আমরা আজ নিশ্চয়ই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইব। সর্বলোক প্রভু ব্রহ্মা বরপ্রদানকালে তাহাকে কহিয়াছিলেন তুমি যখন দেখিবে যে যাগভূমি নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পার নাই এই অবস্থায় যদি কেহ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করে তখনই তোমার মৃত্যু। রাম! ব্রহ্মা তাহার বধোপায় এই রূপই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি মহাবল লক্ষ্মণকে নিয়োগ কর। ইন্দ্রজিৎ ইহার শরে বিনষ্ট হইলে জানিও রাবণ সুহৃগণের সহিত বিনষ্ট হইল।

রাম কহিলেন, বিভীষণ! আমি সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের মায়াবল বিলক্ষণ জানি। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র যে তাহার আয়ত্ত আছে এবং সে যে তদ্বারা দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে আমি ইহাও জানি। আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর হইলে যেমন সূর্য্যের গতি দৃষ্ট হয় না সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ যখন রথারোহণ পূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে তখন তাহার গতি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না আমি ইহাও জানি।

রাম বিভীষণকে এই বলিয়া কীর্তিমান লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর হনূমান, ঋক্ষপতি জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি ও সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সেই মায়াবী দুরাত্মাকে বধ করিয়া আইস। বিভীষণ মায়াবোধে সমর্থ, এক্ষণে ইনিই সচিবগণের সহিত তোমার অনুগমন করিবেন।

তখন ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্বশরীরে বর্ম, বামহস্তে ধনু, তূণীরে শর ও পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি রামের পাদস্পর্শ করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আজ আমার শর শরাসনচ্যুত হইয়া হংসেরা যেমন পুষ্করিণীতে পড়ে সেইরূপ লঙ্কায় গিয়া পড়িবে। আজ আমার শর নিশ্চয়ই সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। রাম জয়লাভার্থ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চারিজন অমাত্যের সহিত এবং মহাবীর হনূমান সহস্র সহস্র বানরের সহিত উহাঁর সমভিব্যাহারী হইলেন। লক্ষ্মণ যাত্রাকালে পথিমধ্যে দেখিলেন এক স্থানে ভল্লুক সৈন্য সমবেত হইয়া আছে। পরে কিয়ৎদ্দূর গিয়া আর এক স্থলে দেখিলেন অদূরে রাক্ষসসৈন্য ব্যূহিত রহিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ তখনও নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করে নাই। লক্ষণ সেই মায়াময় বীরকে ব্রহ্মার নির্দেশ ক্রমে জয় করিবার জন্য বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত তথায় দাঁড়াইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্মল অস্ত্র শস্ত্রে দীপ্তিশীল, রথ ও ধ্বজদণ্ডে নিতান্ত গহন, ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লোকে যেমন গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে মহাবীর লক্ষ্মণ সেইরূপ ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৮৫তেম সর্গ

হনুমানের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ

এই অবসরে রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে শত্রুর অহিতকর কার্য্যসাধক বাক্যে কহিলেন, বীর! ঐ যে অদূরে মেঘ শ্যামল রাক্ষসসৈন্য দেখিতেছ তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত উহাঁদের যুদ্ধপ্রবর্তন করিয়া দেও। তুমি উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে যত্নবান হও। উহাঁরা ছিন্ন ভিন্ন হইলে ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে অভিচার হোম যাবৎ সম্পন্ন হইতেছে তাবৎ তুমি শরবৃষ্টি সহকারে শীঘ্র রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হও। দুরাত্মা সর্বলোকভয়াবহ ইন্দ্রজিৎ অধার্মিক মায়াবী ও ক্রূরকর্মা। বীর! তুমি তাহাকে বিনাশ কর। অনন্তর লক্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বানর ও ভল্লুকেরা বৃক্ষহস্তে রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও উহাদিগের বিনাশোদ্দেশে শাণিত শর, অসি, শক্তি ও তোমর লইয়া মহাবেগে চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। বীরনাদে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল বিবিধকার শস্ত্র শাণিত শর বৃক্ষ ও উদ্যত গিরিশৃঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বিকৃতমুখ বিকটবাহু রাক্ষসেরা বানরগণকে শরাঘাত পূর্বক উহাঁদের মনে ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বানরেরও ভয় প্রদর্শন পূর্বক বৃক্ষ শিলা দ্বারা উহাদিগকে সংহার আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ স্বসৈন্য পীড়িত ও বিষয় শুনিয়া আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান না হইলে ও গাত্রোত্থান করিল এবং নিকুম্ভিলা ক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষের অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে পূর্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। উহার দেহ কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণ নেত্রদ্বয় আরক্ত এবং হস্তে ভীষণ শর ও শরাসন। তৎকালে ঐ ভীমমূর্তি মহাবীর, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে রাক্ষসগণ ইন্দ্রজিৎকে রথারূঢ় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্বার উৎসাহিত হইল। উভয় পক্ষে ভুল সংগ্রাম উপস্থিত। হনূমান ইন্দ্রজিৎকে বৃক্ষ প্রহার করিলেন এবং প্রলয়াগ্নিবৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসগণকে দগ্ধ ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিল। শূলধারী শূল, অসিধারী অসি, শক্তি ধারী শক্তি ও পট্টিশধারী পট্টিশ দ্বারা উহাঁকে প্রহার করিতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে উহার মস্তকে গদা, পরিঘ, সুদর্শন, কুন্ত, শতঘ্নী, লৌহ মুদ্গর, ঘোর পরশু ও ভিন্দিপাল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া সারথিকে কহিল, সূত! যথায় হনূমান নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছে তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। ঐ বীর উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয় সমস্ত রাক্ষসকে ধ্বংস করিবে।

অনন্তর সারথি ইন্দ্রজিৎকে লইয়া হনুমানের নিকটস্থ হইল। ইন্দ্রজিৎ সন্নিহিত হইয়া উহাঁকে খড়্গ পট্টিশ ও পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। হনূমান

অকাতরে তৎকৃত প্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে নির্বোধ! যদি তুই প্রকৃত বীর হইস্ তবে যুদ্ধ কর। আজ তোরে প্রাণে প্রাণে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ট, আজ আমার বেগ একবার সহিয়া দেখ।

ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! যে, ইন্দ্রেরও জেতা ঐ সেই রাক্ষস রথোপরি অবস্থান পূর্বক হনূমানকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাণান্তকর ভীষণ শরে উহাঁকে বিনাশ কর।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া ঐ পর্বতাকার ভীমবল মহাবীরকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

৮৬তম সর্গ

লক্ষণ ও বিভীষণের নিকুম্ভিলা প্রবেশ, ইন্দ্রজিতের বিভীষণকে ভৎসনা, ইন্দ্রজিতের প্রতি বিভীষণের বাক্য

অনন্তর বিভীষণ ধনুর্ধর লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্ট মনে ত্বরিত পদে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ পূর্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং এই আভিচারিক কার্য্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায়

নাই। এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাঁকে বধ কর।

তখন লক্ষ্মণ শাসন বিস্ফারণ পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ ঐ দুর্জ্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস্। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্মদ্রোহি! সৌহার্দ, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম তোর কার্য্যাকার্য্যের নিষামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্ তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজনসংশ্রব আর কোথায়ই বা পরসংশ্রব; তুই নির্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস্ না। পর, যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পর পক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস!

তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বধ করিতে তোর যেরূপ নির্দয়তা, আর এই কার্য্যে তোর যেরূপ যত্ন ইহা ত্বদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না! বৃথা কেন এইরূপ গর্ব করিতেছ? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই রুক্ষ ভাব দূর করা তোমার কর্তব্য। আমি যদিও ক্রূররাক্ষস-কুলে জন্মিয়াছি কিন্তু যাহা মনুষ্যের প্রথম গুণ নেই রাক্ষসকুলদুর্লভ সত্ত্বই আমার স্বভাব। আমি কোন দারুণ কার্য্যে হৃষ্ট হই না এবং অধর্মেও আমার অভিরুচি নাই। বৎস! বল দেখি, ভ্রাতা বিষমশীল হইলেও কি ভ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও পাপমতি করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীদূষক ব্যক্তি জ্বলন্ত গৃহবৎ সর্বতোভাবেই ত্যাজ্য। যে দুরাত্মা-পর স্বাপহরণ ও পরস্ত্রীদূষণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদগণের সর্বদাই শঙ্কা হয় সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভীষণ ঋষিহত্যা, দেবগণের সহিত বৈরিতা, অভিমান, রোগ ও প্রতিকুলতা এই কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘ যেমন পর্বতকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ এই সমস্ত দোষ তাঁহার যাবদীয় গুণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৎস! রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলে অচিরাৎ ছারখার হইয়া যাইবে। তুমি অভিমানী দুর্বিনীত ও বালক,

তোমার মৃত্যু আসন্ন, এক্ষণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্বে যে আমার প্রতি কটুক্তি করিয়াছিলে সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে দুস্কর। আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর, ইহার হস্তে আজ আর তোমার নিস্তার নাই। তুমি দেহান্তে যমালয়ে গিয়া দৈব কার্য্য করিবে। তুমি স্ববিক্রম দেখাইয়া সঞ্চিত সমস্ত শরই ব্যয় কর কিন্তু আজ সসৈন্যে প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।

৮৭তম সর্গ

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্থিত হইল। উহার হস্তে খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ঐ কালকল্প মহাবীর কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুজ্জিত রথে আরোহণ করিল, এবং মহাপ্রমাণ সুদৃঢ় ধনু ও ভীষণ শর গ্রহণ পূর্বক দেখিল সম্মুখে লক্ষ্মণ মহাকায় হনুমানের পৃষ্ঠে উদয়গিরিশিখরস্থ সূর্য্যে ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেখিয়া ক্রোধভরে উহাদিগকে কহিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। আজ তোমরা মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় আমার শরাসনের শরধারা সহ্য কর। অগ্নি যেমন তুলরাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি আজ তোমাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিব। আজ আমি তোমাদের সকলকেই শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ শরে যমালয়ে পাঠাইব। আমি যখন ক্ষিপ্রহস্তে

শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব এবং মেঘবৎ গম্ভীর রবে পুনঃপুন গর্জ্জন করিতে থাকি তখন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। রে লক্ষ্মণ! পূর্বে সেই রাত্রি যুদ্ধে তোরা দুই জন আমার বজ্রকল্প শরে সমরসহায় বীরগণের সহিত বিচেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিলি এখন কি আর তোর সে কথা মনে নাই। আমি সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট, তুই যখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্ তখন নিশ্চয়ই আজ যমালয়ে যাইবি।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কথামাত্র যে, কার্য্য সহজ বলিয়া বুঝিতেছ তাহা বস্তুতই দুস্কর। যে ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষে কোন কার্য্যের পারগামী হন তিনিই বুদ্ধিমান। রে নির্বোধ! তুই অক্ষম, যে কার্য্য নিতান্ত দুঃসাধ্য তুই কেবল কথামাত্র তদ্বিষয়ে আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতেছিস্। তুই তখন রণস্থলে অন্তর্হিত হইয়া যে কাজ করিয়াছিলি সেইটি তস্করের পথ, বীরের নহে। রাক্ষস! এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তুই আজ আমায় স্বীয় বল বিক্রম প্রদর্শন কর। বৃথা গর্বে কি হইবে?

তখন মহাবল ইন্দ্রজিৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক লক্ষ্মণের প্রতি সুশাণিত শর পরিত্যাগ করিল। সর্পবিষবৎ দুঃসহ শর সকল পরিত্যক্ত হইবামাত্র সর্পেরা যেমন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইরূপ লক্ষ্মণের দেহে গিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ অতিমাত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া

বিদূম বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীর কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া সিংহনাদ পূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, রে লক্ষ্মণ! আজ এই প্রাণান্তকর খরধার শর সকল তোর প্রাণ হরণ করিবে। আজ শ্যেন গৃধ্র ও শৃগালেরা তোর মৃত দেহে গিয়া পড়িবে। তুই ক্ষত্রিয়াধম ও নীচ। তুই দুর্মতি রামের ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা। সে তোরে আজই আমার শরে বিনষ্ট দেখিবে। সে আজই তোর বর্ম স্খলিত, ধনু করভ্রষ্ট ও মস্তক দ্বিখণ্ড দেখিবে।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! তুই গর্ব করিস্ না, বৃথা কি কহিতেছি, কার্য্যে পৌরুষ প্রদর্শন কর। তুই কার্য্যে পৌরুষ না দেখাইয়া অকারণ কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছি। এখন তুই এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর যাহাতে আমি তোর ঐ মুখভারতীতে আস্থা করিতে পারি। রাক্ষস! দেখ, আমি কঠোর বাক্যে তোরে কিছুমাত্র তিরস্কার বা বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া এখনই তোকে বধ করিতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণ সন্ধান পূর্বক ইন্দ্রজিতের বক্ষে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া উহার বক্ষে সূর্য্যরশ্মিবৎ শোভা পাইতে লাগিল! তখন ইন্দ্রজিৎ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া সুশাণিত তিন শর প্রয়োগ করিল। উহাঁরা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্জ্জয়। উহাঁরা অন্তরীক্ষগত

দুইটি গ্রহের ন্যায়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং অরণ্যের দুইটি সিংহের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

৮৮তম সর্গ

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ

অনন্তর লক্ষ্মণ ভীষণ ভুজঙ্গবৎ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি শর পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁর শরাসনের টঙ্কারশব্দে অতিমাত্র ভীত হইয়া বিবর্ণ মুখে শুন্য দৃষ্টিতে উহার প্রতি চাহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ উহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যুদ্ধবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি ইন্দ্রজিতের মুখমালিন্য প্রভৃতি নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে উহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। তুমি উহাঁকে বধ করিবার জন্য একটু সত্বর হও। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ উহার প্রতি তীক্ষ্নবিষ সর্পের ন্যায় ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ঐ বজ্রস্পর্শ শরে আহত হইবামাত্র মুহূর্তকাল বিমোহিত হইয়া রহিল। উহার ইন্দ্রিয় সকল বিবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। পরে সে লক্ষ্মণের নিকটস্থ্ হইয়া রোষারুণ লোচনে কঠোর বাক্যে পুনর্বার কহিল, রে নির্বোধ! সেই প্রথম যুদ্ধে আমি যে বিক্রম দেখাইয়া ছিলাম তাহা কি তোর স্মরণ নাই? তৎকালে তুই ও রাম উভয়ে ঘোর নাগ পাশে বদ্ধ হইয়াছিলি। বল্ আজ আবার কোন সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্। আমার বজ্রস্পর্শ শর তোদিগকে যে অচেতন করিয়াছিল

বোধ হয় সে কথা আর তোর স্মরণ নাই। যাই হোক্, আজ নিশ্চয় তোর মরিবার সাধ হইয়াছে। যদি তুই সেই প্রথম যুদ্ধে আমার বিক্রম না দেখিয়া থাকিস্ তবে দাঁড়া, আমি তোরে এখনই তাহা দেখাইতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনূমানকে এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত বিভীষণকে বিদ্ধ করিল। লক্ষণ ইন্দ্রজিতের এই বিক্রম অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিলেন এবং নিতান্ত নির্ভয় হইয়া হাস্যমুখে উহার প্রতি শর নিক্ষেপ পূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তোমার শর যার পর নাই লঘু ও স্বল্পবল। উহা আমার শরীরে বিলক্ষণ সুখদ বোধ হইল। ফলত প্রকৃত বীরেরা রণস্থলে এইরূপ অপ্রখর শর কদাচ প্রয়োগ করেন না। আর তোমার ন্যায় বীরেরাও যুদ্ধার্থী হইয়া রণস্থলে কদাচই আইসেন না। এই বলিয়া মহাবল লক্ষ্মণ ক্রোধতরে উহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণকবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত তারকারাজির ন্যায় রথগর্ভে স্খলিত হইয়া পড়িল। উহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। সে রক্তাক্ত দেহে প্রাতঃসূর্য্যবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হয়। লক্ষ্মণের প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। তন্নিক্ষিপ্ত শরে লক্ষ্মণের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। এক জনের প্রহার ও অপরের প্রতিপ্রহার। শ্রান্তি নিবন্ধন উভয়ের ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দুই জনের সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং রক্তাক্ত। দুই জনই সমরবিশারদ। দুই জনই

সুশাণিত শরে দুই জনকে বিদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই ভীম বিক্রম বীর জয়লাভে যত্নপর, এবং পরস্পরের শরজালে আচ্ছন্ন। উভয়ের বর্ম ও ধ্বজদণ্ড খণ্ডিত। প্রস্রবণ হইতে জল যেমন নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাঁদের দেহ হইতে উষ্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। আকাশে যেমন নীল নিবিড় মেঘ ভীম রবে বারিধারা বর্ষণ করে সেইরূপ উহাঁরা সিংহনাদ পূর্ব্বক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উহাঁদের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই ঘোরতর যুদ্ধ বহুক্ষণ হইতে লাগিল কিন্তু ঐ দুই বীর কিছুতেই ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না। উহাঁদের অস্ত্র প্রয়োগনৈপুণ্য ব্যতিক্রমশূন্য ও অদ্ভুত; উহাতে ক্ষিপ্রতা বৈচিত্র ও সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতে লাগিল। উহাঁদের ভীষণ সিংহনাদ ঘন ঘন শ্রুত হইতেছে; উহা দারুণ বজ্রধ্বনির ন্যায় অন্যের হৃৎকম্প জন্মাইতে লাগিল। পরস্পরের শর পরস্পরের দেহভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। অনেক শর অন্তরীক্ষে শাণিত শস্ত্রে বিঘট্টিত, অনেক গুলি ভগ্ন ও অনেক গুলি খণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যজ্ঞে যেমন কুশস্তূপ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ রণক্ষেত্রে ঘোর শরস্তূপ দৃষ্ট হইল এবং ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের ক্ষতবিক্ষত দেহ অরণ্যে কুসুমিত নিষ্পত্র কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। উহাঁদের সর্বাঙ্গে শরসকল প্রবিষ্ট, তন্নিবন্ধন উহাঁরা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। উহাঁদের

দেহ শরে-শরে আচ্ছন্ন এবং রক্তাক্ত, সুতরাং তৎকালে উহা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

৮৯তম সর্গ

বানর সৈন্যের প্রতি বিভীষণের উৎসাহ বাক্য, ইন্দ্রজিতের রথের অশ্ব ও সাথী বিনাশ

মহাবীর লক্ষণ ও ইন্দ্রজিৎ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন ইত্যবসরে মহাল বিভীষণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক প্রতিপক্ষের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বজ্র যেমন পর্বত সকল বিদীর্ণ করে সেইরূপ উহাঁর ঐ সমস্ত অগ্নিস্পর্শ শর নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র রাক্ষসদেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং উহার চারি জন অনুচরের শূল অসি ও পট্টিশে রাক্ষসগণ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তৎকালে বিভীষণ ঐ কয়েকটি অনুচরে পরিবৃত হইয়া গর্বিত করিশাবকের মধ্যগত হস্তীর ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যুদ্ধপ্রবৃত্ত বানরগণকে উৎসাহ প্রদান পূর্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, বীরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজ রাবণের পরম আশ্রয়, আর তাঁহার সৈন্যও এতাবন্মাত্র অবশিষ্ট; এই সময় তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ। এই পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলে রাবণ ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসবীর নিঃশেষে নিহত হইল। দেখ, প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী,

মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, কম্পন, সত্ত্ববন্ত, এবং দেবান্তক ও নরান্তক তোমরা এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষকে বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বাহুদ্বয়ে মহা সাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। সম্মুখে যাহা দেখিতে অতঃপর কেবল এতাবন্মাত্র জয় করিতে অবশিষ্ট। ইন্দ্রজিৎ আমার ভ্রাতুষ্পত্র, ইহাকে বিনাশ করা আমার অনুচিত, তথাচ আমি রামের জন্য দয়া মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাকে বধ করিব। আমি ইহার বধার্থী, কিন্তু শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, সুতরাং এই লক্ষ্মণই ইহাকে বধ করিবেন। বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজিতের সন্নিহিত অনুচরগণকে অগ্রে বিনাশ কর।

বানরেরা যশস্বী বিভীষণের বাক্যে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন লাঙ্গূল কাঁপাইতে লাগিল এবং মেঘদর্শনে ময়ূর যেমন নানারূপ রব করে সেইরূপ রব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর জাম্ববান ভল্লুদৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্লুকের নখ দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরাও নির্ভয়ে জাম্ববানকে ভৎসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু, পাট্রিশ, যষ্টি ও তোমর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনূমান

লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠদেশ হইতে অবরোপণ এবং ক্রোধভরে এক শৈলশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎও পুনর্বার লক্ষ্মণের প্রতি ধাবামান হইল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁরা পরস্পরের শরে আচ্ছন্ন এবং বর্ষাকালে সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন জলদপটলে আবৃত ও অদৃশ্য হন সেইরূপ উহাঁরা শরজালে পুনঃপুনঃ আবৃত ও অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তৎকালে উহাঁদের শরগ্রহণ, শর সন্ধান, ধনুগ্রহণে হস্তপরিবর্তন, শরক্ষেপ, শর আকর্ষণ, শর বিভাগ, সুদৃঢ়মুষ্টিযোজনা ও লক্ষ্যভেদ এই সমস্ত কার্য্য ক্ষিপ্রহস্ততা নিবন্ধন কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। শরে-শরে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন; সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য। স্বপক্ষ ও পরপক্ষবোধে বিষম অব্যবস্থা ঘটিতে লাগিল। আকাশ নিবিড় শরান্ধকারে আবৃত ও নীরন্ধ্র। সমস্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এদিকে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন। চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত। অসংখ্য রক্তনদী বহিতে লাগিল। মাংসাশী দারুণ গৃধ্রাদি পক্ষী রুক্ষ স্বরে চিৎকার করিতেছে। বায়ু নিঃস্তব্ধ, অগ্নি নির্বাণপ্রায়। গন্ধর্ব ও চারণগণ যার পর নাই সন্তপ্ত। মহর্ষিগণ এই ঘোর উৎপাত দর্শনে স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া জীবজগতের শুভ কামনা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণকায় স্বর্ণালঙ্কৃত চারিটি অশ্ব চার শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে সারথিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণখচিত, সুশাণিত বজ্রকল্প ভল্লাস্ত্র আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। ভল্ল পরিত্যক্ত

হইবা মাত্র জ্যা আকর্ষণজ তলশব্দে নিনাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথির শিরছেদন করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বয়ংই সারথ্যে নিযুক্ত হইল। তৎকালে এই ব্যাপার সকলের চক্ষে অতি মাত্র কৌতুককর হইয়া উঠিল। যখন ইন্দ্রজিৎ সারথ্যে নিযুক্ত তখন উহার প্রতি শরবৃষ্টি হইতেছে, এবং যখন ধনুর্ধারণ পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তখন উহার অশ্বের উপর শরপাত হইতেছে। ঐ সময় লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে নিভীকবৎ বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অতিমাত্র শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের সমরোৎসাহ নির্বাণ প্রায়। সে ক্রমশঃ বিষণ্ন হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে যূথপতি বানরগণ হৃষ্ট মনে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চার জন বানর অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ভীম বিক্রমে মহাবেগে ইন্দ্রজিতের ঐ চারিটি অশ্বের উপর গিয়া পড়িল। অশ্ব সকল আক্রান্ত ও পীড়িত। উহাঁদের মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতে লাগিল। পরে ঐ সমস্ত বানর ঐ চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া পুনর্বার লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট। সে রথ হইতে অবতরণ এবং লক্ষ্মণের প্রতি শরবর্ষণ পূর্বক ধাবমান হইল। লক্ষ্মণও ঐ পদচারী বীরকে পুনঃপুনঃ শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৯০তম সর্গ

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত বধ

ইন্দ্রজিৎ ভূতলে দণ্ডায়মান। সে ক্রোধাবিষ্ট ও স্বতেজে প্রজ্বলিত। ঐ মহাবীর এবং লক্ষ্মণ উভয়ে বন্য হস্তীর ন্যায় জয় লাভের জন্য সম্মুখযুদ্ধ করিতেছেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহাঁরা স্ব স্ব অধিনায়ককে তিলার্দ্ধ পরিত্যাগ করিল না। প্রত্যুত তৎকালে সকলে ইতস্তত হইতে একত্র মিলিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে পুলকিত করিয়া হৃষ্ট মনে কহিল, রাক্ষসগণ! এখন চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আত্মপর কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। এই সময়ে তোমরা বানরগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমিও ইতি মধ্যে রথ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি। বানরেরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যাইতে আমার নগর প্রবেশে ব্যাঘাত না দেয়, তোমরা তাহাই করিও।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা পূর্বক লঙ্কা পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ প্রাস, অসি ও শরে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত এবং হিতোপদেষ্টা অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সারথি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসবীরে পরিবৃত ও মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল এবং বেগগামী অশ্বের সাহায্যে শীঘ্রই রণস্থলে

উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানরগণ ঐ ধীমানকে পুনর্বার রথস্থ দেখিয়া উহার ক্ষিপ্রকারিতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরবধে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা উহার ভীমবেগ নারাচ সহ্য করতে না পারিয়া প্রজারা যেমন প্রজাপতির শরণাপন্ন হয় সেইরূপ লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্বক ইন্দ্রজিতের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্বক উহাতে জ্যা যোজনা করিয়া লইল। লক্ষ্মণও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তীব্র সর্পবিষের ন্যায় দুর্বিসহ পাঁচ শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদ পূর্বক রক্তবর্ণ উরগের ন্যায় ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিৎ প্রহারবেগে রক্ত বমন করিতে লাগিল। পরে সে সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত সারবত্তর অপর এক ধনু গ্রহণ পূর্বক লক্ষ্মণের প্রতি বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্মণও তন্নিক্ষিপ্ত শর সকল অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। উহার এই কার্য্য অতি অদ্ভুত। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ পূর্বক ইন্দ্রজিৎকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত শর অর্ধপথে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সন্নতপর্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। উহার অশ্বনকল

সারথি শূন্য হইয়া স্থির ভাবে মণ্ডলপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে এই ব্যাপার অতি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। পরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার অশ্বগণকে শরবিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য্য সহ্য করতে না পারিয়া দশ শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। ঐ সমস্ত বিষবৎ উগ্র বজ্রসার শর লক্ষ্মণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বর্ম একান্ত দুর্ভেদ্য বোধ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তিন শর উহার ললাট বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ঐ ললাটস্থ তিন শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে তিনি প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া পাঁচ শরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখ বিদ্ধ করিলেন। ঐ দুই বীরের সর্বাঙ্গে শোণিত ধারা। উহাঁরা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণের আস্যদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিল এবং সমস্ত ধূথপতি বানরের প্রত্যেককে শর বিদ্ধ করিতে লাগিল। বিভীষণ উহার শরাঘাতে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাঘাতে উহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। উহার সারথিও বিনষ্ট হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্বক বিভীষণের প্রতি এক মহাশক্তি প্রয়োগ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের দিকে ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শাণিত শরে তাহা দশধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদ পূর্বক রক্তাক্ত হইয়া রক্তকায়

সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পিতৃব্যের উপর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত জাতক্রোধ। সে এক যমদত্ত ঘোর শর গ্রহণ করিল। ভীমবল লক্ষ্মণও একটি প্রতিশর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর অমিত প্রভাব কুবের স্বয়ং স্বপ্নযোগে উহাঁকে প্রদান করেন। উহা দুর্জ্জয় ও সুরাসুরের ও দুর্বিসহ। ঐ দুই মহাবীরের পরিঘাকার বাহু দ্বারা সুদৃঢ় ধনু মহাবেগে আকৃষ্ট হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবৎ কুজন করিয়া উঠিল এবং ঐ দুই শর ও শরাসনে যোজিত ও আকৃষ্ট হইবামাত্র শ্রীসৌন্দর্য্যে জ্বলিতে লাগিল। পরে শরদ্বয় শরাসনচ্যুত হইয়া অন্তরীক্ষ উদ্ভাসন পূর্বক মহাবেগে চলিল। পথিমধ্যে উভয়ের মুখে মুখে ঘোর ঘর্ষণ উপস্থিত। এই সঙ্ঘর্ষ প্রভাবে ধূমব্যাপ্ত বিস্ফুলিঙ্গমুক্ত দারুণ অগ্নি উত্থিত হইল। পরে ঐ দুই মহাগ্রহতুল্য শরদণ্ডও শতধা খণ্ডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎও যার পর নাই লজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা ঐ অদ্ভুত বারুণাস্ত্র নিবারণ করিয়া ক্রোধভরে ত্রিলোক সংহারাই যেন দীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ সৌর্য্যাস্ত্রে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সুশাণিত আসুর শর সন্ধান করিল। ঐ আসুর শর যোজিত হইবামাত্র শরাসন হইতে প্রদীপ্ত কুট মুদ্গর, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ ও পরশু অনবরত নির্গত হইতে লাগিল। ঐ আসুর শর অতি দারুণ ও

দুর্নিবার। উহা সকল অস্ত্রকেই পরাস্ত করিতে পারে। লক্ষ্মণ মহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন। ঐ দুই বীরের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও অদ্ভুত এবং উহা উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীম রবে অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। গগনচর জীবগণ লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া সবিস্ময়ে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। উহাঁদের অবস্থানে আকাশ শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভিত হইল। এবং তৎকালে দেবতা, গন্ধর্ব, গরুড়, উরগ, ঋষি ও পিতৃগণ ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য একটি অগ্নিস্পর্শ শর সন্ধান করিলেন। ঐ শরের পর্ব ও পত্র সুশোভন, উহা অনুক্রমে গোলাকার হইয়া গিয়াছে, উহা স্বর্ণখচিত ও সুসন্নিবেষ। উহা দেহবিদারণ, উরগবৎ ঘোর দর্শন, দুর্নিবার ও বিষম। পূর্বে সুরাসুরযুদ্ধে মহাবীর্য্য দেবরাজ ঐ শরে দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন এই জন্য সুরগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। রাক্ষসেরা উহা দেখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ অমোঘ ঐন্দ্রাস্ত্র সন্ধান পূর্বক কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে কহিলেন, অস্ত্রদেব! যদি রাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যপরায়ণ ও ধর্মশীল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর। এই বলিয়া তিনি ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। প্রকাণ্ড মস্তক স্কন্ধচ্যুত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিতের বর্মাবৃত দেহ

লুঠিতে লাগিল এবং শরাসন করভ্রষ্ট হইয়া গেল। তখন বৃত্রাসুরবধে দেবগণের যেমন হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল সেইরূপ বানরগণের আনন্দরব উত্থিত হইল। অন্তরীক্ষে ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলেরই মুখে জয় জয় রব। রাক্ষসী সেনা বানরগণের বৃক্ষশিলাঘাতে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। উহাঁরা ভীত ও বিমোহিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক ধাবমান হইল। অনেকে প্রহরব্যথায় পীড়িত হইয়া ভীতমনে লঙ্কায় প্রবেশ করিল, অনেকে মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িল এবং অনেকে পর্বতে লুকাইত হইল। তৎকালে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না। সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেমন রশ্মিজাল অদৃশ্য হয় সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ রণশায়ী হইলে রাক্ষসেরাও অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রভ সূর্য্য ও নির্বাণ অগ্নির ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত। ত্রিলোক নিঃশত্রু নিরাপদ ও উৎফুল্ল হইল। ঐ পাপাত্মার বিনাশে ইন্দ্রদেব মহর্ষিগণের সহিত যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল, গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল, চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ধূলিজাল অপসারিত, জল স্বচ্ছ, আকাশ নির্মল, দেব ও দানবের হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সর্বলোকভয়াবহ দুরাত্মার বিনাশে সকলে সমবেত ও পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর ব্রাহ্মণেরা গতজ্বর ও নিষ্কণ্টক হইয়া বিচরণ করুন।

অনন্তর বিভীষণ, হনূমান ও জাম্ববান ইন্দ্রজিতের বধে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে পুনঃপুনঃ অভিনন্দন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোর রবে গর্জ্জন ও লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ হর্ষ প্রকাশের অবসর পাইয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিল, কেহ কেহ লাঙ্গূল আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা লাঙ্গূল ঘনঘন কাঁপাইতে লাগিল। সকলেরই মুখে লক্ষ্মণের জয়জয় রব তৎকালে অনেকে পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে লক্ষ্মণসংক্রান্ত নানারূপ বীরত্বের কথা কহিতে লাগিল। দেবগণও প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণের এই দুস্কর কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

৯১তম সর্গ

ইন্দ্রজিত বধে রামের সন্তোষ, লক্ষ্মণের প্রতি সমাদর, সুষেণ কর্তৃক লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বীরগণকে সুস্থ করণ

লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ক্ষতজনিত ব্যথায় বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণকে সঙ্গে লইয়া যথায় রাম ও সুগ্রীব শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তিনি সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিভীষণের মুখপ্রসাদ অগ্রে ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ ব্যক্ত

করিল। পরে তিনি কহিলেন, রাজন্! আজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন।

তখন রাম এই সংবাদে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আজ, বড় পরিতুষ্ট হইলাম, তুমি অতি দুস্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইল তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম। এই বলিয়া রাম স্নেহভরে বল পূর্বক লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মস্তক আম্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই বীরকার্য্যের প্রসঙ্গে রামের নিকট লক্ষ্মণের অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। রাম উহাঁকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক সস্নেহ দৃষ্টিতে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও ব্যথিত, যুদ্ধশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। রাম ঐ স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মন্ডকাঘ্রাণ ও পুনঃপুনঃ সর্বাঙ্গে করপরামর্ষণ পূর্বক আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি আজ দুস্কর ও শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। আজ ইন্দ্রজিতের বিনাশে বুজিতেছি স্বয়ং রাবণই বিনষ্ট হইল। আজ আমি বিজয়ী। ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র আশ্রয় ছিল, তুমি ভাগ্যবলে ঐ নিষ্ঠুরের সেই দক্ষিণ হস্তই ছেদন করিয়াছ। হনূমান ও বিভীষণও অতি মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিন দিবসে আমার শত্রু নিপাত হইল। আজ আমি নিঃশত্রু। রাবণ পুত্রবিনাশে সন্তপ্ত হইয়া প্রবল রাক্ষসবলের সহিত নিশ্চয় নির্গত হইবে। ঐ দুর্জ্জয় বীর নির্গত হইলে আমি মহাবলে তাহাকে

আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করিব। লক্ষণ! তুমি আমার প্রভু, তোমার সাহায্যে অতঃপর সীতা ও পৃথিবী আমার অসুলভ থাকিবে না।

অনন্তর রাম হৃষ্ট মনে সুষেণকে সম্বোধন পুর্দ্দক কহিলেন, সুষেণ! এই মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ যাহাতে বিশল্য ও সুস্থ হন তুমি শীঘ্র তাহারই ব্যবস্থা কর। মহাবীর ঋক্ষ ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তুমি প্রযত্ন সহকারে সকলকেই সুস্থ ও সুখী কর।

তখন সুষেণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে ঔষধ আঘ্রাণ করাইল। লক্ষ্মণ ঐ দিব্য ঔষধির আঘ্রাণ পাইবামাত্র বিশল্য হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বেদনা দূর হইল এবং বহির্ম্মুখী প্রাণ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে সুষেণ বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদগণ ও অন্যান্য বানরবীরগণের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ ক্ষণমাত্রে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার শল্য অপনীত ও ক্লান্তি দূর হইল। তিনি বিতজ্বর ও আনন্দিত হইলেন। রাম সুগ্রীব বিভীষণ ও জাম্ববান ইহাঁরা তৎকালে তাহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

৯২তম সর্গ

ইন্দ্রজিত বধে রাবণের বিলাপ ও ক্রোধ, জানকী বধ সঙ্কল্প ও অশোকবনে গমন, রাবণের প্রতি সুপার্শ্বের উপদেশ ও রাবণের প্রতিগমন

এ দিকে রাবণের অমাত্যগণ ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ পাইয়া সত্বর রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! বিভীষণসহায় লক্ষ্মণ আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সর্বসমক্ষে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ উহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া দেহান্তে বীরলোক লাভ করিয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্রের এই দারুণ বধসংবাদে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং বহু কষ্টের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুত্রশোকে যার পর নাই কাতর হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে বৎস! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া আজ লক্ষ্মণের শরে বিনষ্ট হইলে? হা বীরপ্রধান লক্ষ্মণের কথা ত স্বতন্ত্র, তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমকেও শরবিদ্ধ করিতে পার এবং মন্দর পর্বতের শৃঙ্গ সকলও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার। হা মহাবীর! তোমায়ও যখন কালগ্রাসে পড়িতে হইল তখন আজ যমরাজ আমার নিকট শ্লাঘনীয় হইতেছেন। যিনি ভর্তৃকার্য্যে দেহপাত করেন তাঁহার স্বর্গলাভ হয়, দেহগণের মধ্যেও সুযোদ্ধাদিগের এই পথ। আজ তোমার নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়াছে।

আজ সুরাসুর মহর্ষি ও লোকপালগণ ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া সুখে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবেন। আজ একমাত্র ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত আমার চক্ষে ত্রিলোক শূন্য বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে যেমন করিণীগণের নিনাদ শুনা যায় সেইরূপ আজ আমায় অন্তঃপুরে রাক্ষসনারীগণের আর্তনাদ শুনিতে হইবে! হা বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য্য আমায় করিতে হইল? হা! রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই জীবিত আছে এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলে?

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার পুত্রবিনাশে ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। একে তিনি স্বভাবতই কোপনস্বভাব তাহাতে আবার এই মনঃপীড়া, রশ্মিজাল যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করে সেইরূপ উহা ঐ চণ্ডকোপ মহাবীরকে আরও জ্বলাইয়া তুলিল। ক্রোধভরে তাঁহার ঘন ঘন জৃম্ভা ছুটিতেছে এবং বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ তাঁহার মুখ হইতে যেন জ্বলন্ত সধূম অগ্নি উঠিতেছে। তিনি পুত্রবধে যার পর নাই সন্তপ্ত ও রোষাবিষ্ট। তিনি বুদ্ধি পূর্বক সমস্ত দেখিয়া জানকীরে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা রোষ প্রভাবে আরও

আরক্ত ঘোর ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্তি স্বভাবত ভীষণ, উহা কুপিত রুদ্রের মূর্তিবৎ ক্রোধবেগে আরও উগ্র হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দীপ হইতে যেমন জ্বালার সহিত তৈলবিন্দু পড়ে। সেইরূপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃপুনঃ দন্ত দংশন করিতেছেন; দানবগণ সমুদ্রমন্থন কালে মন্দরপর্বতকে সর্পরূপ রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিলে তাঁহার যেমন শব্দ হইয়াছিল উহার দন্তের সেইরূপ কটকটা শব্দ হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণ যেন চরাচর ভক্ষণে উদ্যত, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট। তিনি চতুর্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাক্ষসেরা ভয়ে কিছুতেই তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারিল না।

অনন্তর রাবণ রাক্ষসগণের যুদ্ধ প্রবৃত্তি উদ্দীপনার্থ কহিতে লাগিলেন, আমি সহস্র সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সময়ে সময়ে ভগবান স্বয়ম্ভুকে পরিতুষ্ট করিয়া ছিলাম; এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে এবং সেই সকল তপস্যার ফলে সুরাসুর সকলেরই অবধ্য হইয়াছি। স্বয়ম্ভূ, আমাকে এক সূর্য্যপ্রভ কবচ দান করিয়াছিলেন। সুরাসুরযুদ্ধে অসংখ্য বজ্রবৎ মুষ্টি দ্বারাও তাহা ছিন্নভিন্ন হয় নাই। আজ আমি যখন সেই কবচ ধারণ ও রথারোহণ পূর্বক যুদ্ধে যাইব তখন অন্যের কথা দূরে থাক্ সাক্ষাৎ ইন্দ্র আমার নিকটস্থ হইতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ! ঐ সুরাসুর যুদ্ধে স্বয়ম্ভূ, প্রসন্ন হইয়া আমায় যে ভীষণ শর ও শরাসন দিয়াছিলেন তোমরা এখনই

বাদ্যোদ্যমের সহিত তাহা উঠাইয়া আন; আজ আমি তদ্দারা রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিব।

পরে ঐ ঘোরদর্শন মহাবীর জানকীর বধসংকল্পে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াবলে একটা কিছু বধ করিয়া, সীতা বধ হইল ইহাই প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। সেই সময় যাহা মিথ্যা দেখান হইয়াছিল আমি সেই প্রিয়তর কার্য্য আজ সত্যসত্যই দেখাইব। জানকী অক্ষত্রিয় রামের একান্ত অনুরাগিণী, আমি তাহাকে এই দণ্ডেই বধ করিব। এই বলিয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ আকাশ শ্যামল খরধার খড়্গ উদ্যত করিয়া, অশোক বনে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা ও সচিবগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা সিংহনাদ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আজ রাম ও লক্ষ্মণ এই মহাবীরকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইবে। ইনি ক্রোধবেগে লোকপালগণকে পরাজয় এবং অন্যান্য বহুংখ্যক শত্রুকে বধ করিয়াছেন। বলবীর্য্যে ইহাঁর তুল্যকক্ষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। ইনি বাহুবলে ত্রিলোকের সমস্ত ধন রত্ন আহরণ ও উপভোগ করিয়া থাকেন।

রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া অশোক বনে চলিয়াছেন। সুবোধ সুহৃদগণ স্ত্রী হত্যা রূপ দুশ্চেষ্টা হইতে উহাঁকে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিতেছে কিন্তু অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীর প্রতি বেগে যায় তিনি সেইরূপ জানকীর

প্রতি বেগে যাইতে লাগিলেন। সীতা অশোক বনে রাক্ষসীগণে রক্ষিতা। তিনি দূর হইতে দেখিলেন, রাবণ খড়্গ গ্রহণ পূর্বক, কাহারই বারণ না মানিয়া ক্রোধভরে বেগে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি দুঃখিত হইয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন, হা! যখন এই দুর্মতি খড়্গ ধারণ পূর্বক মহাক্রোধে আমারই দিকে আসিতেছে তখন আজ আমাকে অনাথার ন্যায় নিশ্চয় বধ করিবে। আমি পতিব্রতা, ঐ দুরাত্মা "আমার ভার্য্যা হও' বলিয়া বারংবার আমায় প্রলোভন দেখাইয়াছিল কিন্তু আমি উহাঁকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এক্ষণে আমার সেই অস্বীকার বাক্যে সম্পূর্ণ নিরাশ এবং ক্রোধমোহে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় আমাকেই বধ করিতে আসিতেছে। অথবা বোধ হয় এই অনার্য্য আমায় পাইবার জন্য আজ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে। কারণ ইতিপূর্বেই রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া কোলাহল সহকারে জয়ঘোষণা কবিতেছিল; আমি এখান হইতে তাহাদের সেই ভীষণ নিনাদ শুনিতে পাইয়াছি। হা! আমারই জন্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ প্রাণ হারাইয়াছেন। কিংবা বোধ হয় এই পাপাত্মা পুত্রশোকে ঐ দুই বীরকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। হা! আমি দুর্বুদ্ধিক্রমে তখন হনুমানের কথা রাখি নাই। যদি তখন ভর্তৃবিজয়ের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক প্রস্থান করিতাম তাহা হইলে আজ এইরূপে আমায় শোক করিতে হইত না। আমি পতির ক্রোড়ে পরম সুখে থাকিতাম। হা! যখন সেই একপুত্রা আর্য্যা

কৌশল্যা পুত্রবধের কথা শুনিবেন বোধ হয় তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি পুত্রের জন্ম, বাল্য, যৌবন, রূপ ও ধর্ম এই সমস্তই সজল নয়নে স্মরণ করিবেন। তিনি নিরাশ মনে তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয় অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিবেন। সেই পাপীয়সী অসতী কুব্জা মন্থরাকে ধিক, আজ তাঁহারই জন্য আর্য্যা কৌশল্যা এই রূপ শোক পাইলেন।

অনন্তর বুদ্ধিমান সুশীল অমাত্য সুপার্শ্ব জানকীরে চন্দ্র বিরহিত কুগ্রহ হস্তগত রোহিণীর ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া স্বয়ং পুনঃপুনঃ নিবারিত হইয়াও রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এক্ষণে ধর্মে উপেক্ষা করিয়া, জানি না কিরূপে স্ত্রীবধে উদ্যত হইয়াছেন। বীর! আপনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; জানি না, স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে ইচ্ছা হইল? জানকী সর্বাঙ্গ সুন্দরী, রামের বধকাল পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার অপেক্ষা করুন এবং আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে সেই রামেরই প্রতি ক্রোধ উন্মুক্ত করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, আজই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন। আপনি বুদ্ধিমান ও মহাবীর। আপনি রথারোহণ ও অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক রামকে বধ করুন। পরে জানকী নিশ্চয় আপনার হস্তগত হইবে।

দুরাত্মা রাবণ সুপার্শ্বের এই ধর্মসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া পুনর্বার সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

৯৩তম সর্গ

রাম ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ, রাক্ষসগণের পলায়ন

অনন্তর রাবণ সভাপ্রবেশ করিয়া, কুপিত সিংহের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক দীন মনে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা সমস্ত হস্তশ্বরথ লইয়া এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং চতুর্দিকে সেই একমাত্র রামকে বেষ্টন পূর্বক বিনাশ কর। বর্ষাকালে জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে তোমরা সেইরূপ হৃষ্ট হইয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ কর। অথবা সে আজিকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকিবে, কল্য গিয়া আমি সর্বসমক্ষে তাহাকে বধ করিয়া আসিব।

তখন রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞাক্রমে দ্রুতগামী রথ লইয়া সসৈন্যে নির্গত হইল এবং শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণকে প্রাণান্তকর শর, পরিঘ, পাট্টিশ ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের প্রতি বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়কালে এই যুদ্ধ উপস্থিত। বানর ও রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। রক্তনদী সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিরাশি

নষ্ট করিয়া প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হস্তী ও রথ উহার কুল, শর ও মৎস্যধ্বজ তীরবৃক্ষ। ঐ নদী মৃতদেহরূপ কাষ্ঠভার সকল বেগে বহিতেছে। ঐ সময় রক্তাক্ত বানরগণ লম্ফ প্রদান পূর্বক রাক্ষসগণের ধ্বজ, বর্ম, রথ, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে লাগিল এবং উহাঁদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখ দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পক্ষীরা যেমন পতিত বৃক্ষে গিয়া পড়ে সেইরূপ বানরেরা এক এক রাক্ষসের উপর শত সংখ্যায় গিয়া পড়িতে লাগিল। রাক্ষসেরাও উহাদিগকে গুরুতর গদা, প্রাস, খড়্গ ও পরশু দ্বারা বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা রাক্ষসদিগের প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল। মহাবীর রাম ধনুগ্রহণ পূর্বক রাক্ষসসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানলে সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন তখন মেঘ যেমন সূর্য্যের নিকটস্থ হইতে পারে না সেইরূপ রাক্ষসেরা উহার নিকটস্থ হইতে পারিল না। তৎকালে উহাঁরা রামের হস্তে দুস্কর কার্য্য সকল কেবলই অনুষ্ঠিত দেখিতে লাগিল; তাঁহার উদ্যোগ আর কাহারই প্রত্যক্ষ হইল না। রাম কখন সৈন্যচালন কখন বা মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন কিন্তু অরণ্যগত বায়ুকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না সেইরূপ এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার শরে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন দগ্ধ ও পীড়িত

হইতেছে; তৎকালে ইহাই কেবল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল কিন্তু ঐ ক্ষিপ্রকারী মহাবীর যে কোথায় কেহই তাঁহার উদ্দেশ পাইল না। মনুষ্য যেমন শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্তৃরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না তেমনি রাক্ষসেরা ঐ প্রহার প্রবৃত্ত বীরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। এই রাম গজসৈন্য বিনাশ করিতেছে, ঐ রাম মহারথগণকে বধ করিতেছে এইরূপে রাক্ষসেরা কুপিত হইয়া রামসাদৃশ্যে রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল। সকলেই রামের গান্ধর্ব অস্ত্রে মোহিত। তৎকালে কেই কিছুতেই রামকে দেখিতে পাইল না। উহাঁরা এক একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে আবার একমাত্র রামকেই দেখিতেছে। এক একবার তাঁহার অতিমাত্র অস্থির-অঙ্গার চক্রাকার ধনুঃকোটি দেখিতেছে কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঐ সময় সকলে রাম চক্রকে কালচক্রের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তাঁহার মধ্য শরীর ঐ চক্রের নাভি; বলই জ্যোতি; শর সকল অরকাষ্ঠ; শরাসন নেমিপ্রদেশ ; জ্যা ও তল শব্দই ঘর্ঘর রব; প্রতাপ ও বুদ্ধিই প্রভা; এবং দিব্যাস্ত্র বৈভবই সীমা। এক মাত্র রাম দিবসের অষ্টম ভাগে বহ্নিজ্বালাসদৃশ শরনিকরে দশ সহস্র বেগগামী রথ, অষ্টাদশ সহস্র হস্তী, চতুর্দশ সহস্র আরোহির সহিত অশ্ব, এবং দুই লক্ষ পদাতি বিনাশ করিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা লঙ্কা পুরীতে পলায়ন করিল। রণস্থলে

কোথাও অশ্ব, কোথাও হস্তী ও কোথাও বা পদাতি পতিত। ঐ স্থান কুপিত রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব সিদ্ধ ঋষি ও দেবগণ রামকে বারংবার সাধু বাদ করিলেন। রাম সন্নিহিত সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, দেখ, আমার বা রুদ্রের এই পর্য্যন্তই অস্ত্রবল।

৯৪তম সর্গ

পতি পুত্রহীনা রাক্ষসীগণের বিলাপ ও আর্তনাদ

অনন্তর লঙ্কনিবাসী রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ হস্ত্যশ্ব রথের সহিত অসংখ্য সৈন্য রাম শরে বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া যার পর নাই তটস্থ হইল এবং সকলে সমবেত হইয়া দীনমনে উপস্থিত বিপদ চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীরা দুঃখাবেগে আর্তনাদ পূর্বক কহিতে লাগিল, হা! নিম্নোদরী বিকটা রাক্ষনী শূর্পনখা অরণ্যে সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ রামের নিকট কেন গিয়াছিল। সে সর্বাংশেই বধযোগ্য। ঐ বিরূপ রাক্ষসী সর্বভূতহিতৈষী সুকুমার রামকে দেখিয়া অনঙ্গের বশবর্তিনী হইয়াছিল। সে গুণহীন ও দুর্ম্মুখী; রাম গুণবান ও সুমুখ। সে রামকে দেখিয়া কেন কামার্তা হইয়াছিল? রাক্ষসেরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাদিগের এবং মহাবীর খর ও দূষণের বধের জন্যই ঐ পলিতকেশা লোলুদেহা বর্ষীয়সী ঘৃণিত হাস্যকর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাবণ কেবল তাঁহারই জন্য রামের সহিত এই শক্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীরে হরণ

করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানকীরে পাইলেন না; প্রত্যুত মহাবল রামের সহিত তাঁহার দুরপণেয় শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়াছে। যখন সেই মহাবীর রাম একাকী বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে সীতাপ্রার্থী রাবণের তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম জনস্থানে অগ্নিশিখাকার শরনিকরে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষন এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বল বীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম যোজনবাহু, ক্রোধনাদী কবন্ধ এবং মেঘবর্ণ বালীকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে ধর্মার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকর বাক্যে অনেক বুঝাইয়া ছিলেন কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা! যদি রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন তবে এই লঙ্কা আজ শ্মশান তুল্য হইত না। এক্ষণে কুম্ভকর্ণ, অতিকায় ও ইন্দ্রজিৎ শত্রু হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিল; এখন লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের কেবলই এই আর্তনাদ শুনা যায়। মহাবীর রাম অসংখ্য রথ অশ্ব হস্তী ও পদাতি নষ্ট করিয়াছেন। বোধ হয় সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অথবা যম রাম রূপে এই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। এখন এই পুরী বীরশূন্য; আমরাও প্রাণে হতাশ; আমাদের

বিপদের অন্ত নাই, আমরা অনাথা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুমোচন করিতেছি। বীর রাবণ বরগর্বিত; রাম হইতে এই, যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তিনি ইহা কিছুতেই বুঝতেছেন না। রাম তাঁহার বিনাশে উদ্যত; তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে, দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই। এখন প্রত্যেক যুদ্ধেই নানারূপ উৎপাত দৃষ্ট হয়। বিচক্ষণ বৃদ্ধের এই সমস্ত উৎপাত দৃষ্টে কহিয়া থাকেন যে রামের হস্তে রাবণবধই ইহার ফল। পূর্বে সর্ব লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরদান পূর্বক রাবণকে দেব দানবের অবধ্য করিয়াছেন কিন্তু ঐ বরগ্রহণকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয় এখম তাঁহার অদৃষ্টে সেই প্রাণান্তকর ঘোর মনুষ্যভয়ই উপস্থিত। একদা সুরগণ বরলাভমোহিত রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতোদ্দেশে এইরূপ কহেন যে, আজ অবধি সমস্ত রাক্ষল ও দানব দেবভয়ে ভীত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিবে। পরে দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, তোমাদের হিতোদ্দেশে রাক্ষসকুলক্ষয়করী এক নারী উৎপন্ন হইবে। হা! পূর্বে দেবনিয়োগে ক্ষুধা যেমন দানবগণকে নষ্ট করিয়াছিল এক্ষণে সেইরূপ এই রাক্ষসনাশিনী জানকীই আমাদিগকে নষ্ট করিল। দুর্বিনীত দুর্মতি একমাত্র রাবণেরই অত্যাচারে আমাদের এই শোক ও বিনাশ

উপস্থিত। রাম যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দেয় পৃথিবীতে এমন আর কাহাকেই দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করিণীর ন্যায় বিপন্ন; এক্ষণে আমাদিগের উদ্ধারের আর পথ নাই। মহাত্মা বিভীষণই কালোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হইতে এই বিপদ তিনি তাহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তৎকালে রাক্ষসীগণ পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং অতিমাত্র ভীত হইয়া আর্তস্বরে চিৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

৯৫তম সর্গ

রাবণের ক্রোধ ও যুদ্ধসজ্জা, রাবণের যুদ্ধ যাত্রা

রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্তি রোষবশে প্রলয় হুতাসনের ন্যায় ভীষণ হওয়াতে তিনি সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ঐ ভীমদর্শন বীর চক্ষুঃজ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধস্খলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্শ্ব

ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা শীঘ্র সৈন্যগণকে বল, তাহারা আমার অদেশে এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক।

অনন্তর মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাজাজ্ঞায় সৈন্যদিগকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিল। ভীমদর্শন সৈন্যেরা যুদ্ধসাজ্জা করিয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং রাবণকে যথারীতি পূজা করিয়া তাঁহারই জয়শ্রী কাম নায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাবণ ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব, ও বিরূপাক্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসগণকে কহিলেন, বীরগণ! আজ আমি যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। আজ আমি ঐ দুই জনকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্থ ও ইন্দ্রজিতের বৈরশুদ্ধি করিব। আজ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র আমার শররূপ জলদে আবৃত ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আমি বেগগামী রথে আরোহণ পূর্বক ধনুঃসাগর-সম্ভূত শরতরঙ্গে বানরগণকে মন্থন করিব। আজ আমি হস্তীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া মুখরূপ বিকসিত পদ্মযুক্ত কান্তিরূপ পদ্মকেশরশোভী বানরযূথরূপ তড়াগ সকল মন্থন করিব। আজ বানরেরা মৃণালদণ্ডসহিত পদ্মের ন্যায় সশর মস্তক দ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিবে। আজ আমি একমাত্র বাণে শত শত বৃক্ষযোধী বানরকে ভেদ করিব। যে সমস্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ও পুত্র নিহত হইয়াছে আজ আমি শত্রুবধ পূর্বক তাহাদের সকলেরই চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। আজ শরখণ্ডিত প্রসারিত

দেহে শয়ন হতচেতন বানরবীরে রণ-ভূমি অদৃশ্য করিয়া ফেলিব। আজ আমি শত্রুমাংস দ্বারা কাক, গৃধ্র ও মাংসাশী অন্যান্য পশু পক্ষীদিগকে পরিতৃপ্ত করিব। এক্ষণে শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর, শীঘ্র সরাসন আনয়ন কর, এবং এই লঙ্কায় যে সমস্ত রাক্ষস অবশিষ্ট আছে তাহারাও ও শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুক।

তখন মহাপার্শ্ব সন্নিহিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্র সৈন্যদিগকে সত্বর হইতে বল। সেনাপতিগণ দ্রুতপদে রাক্ষসগণকে ত্বরা প্রদান পূর্ব্বক লঙ্কার গৃহে গৃহে পর্য্যটন করিতে লাগিল। মুহুর্ত্তমধ্যে ভীমদর্শন ভীমবদন রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে নির্গত হইল। উহাঁদের মধ্যে কাহারও হস্তে অসি, কাহারও পট্টিশ, কাহারও গদা, কাহারও মুসল, কাহারও হল, কাহারও তীক্ষ্ণধারুশক্তি, কাহারও বা কুট মুদ্গর, কাহারও যষ্টি, কাহারও চক্র, কাহারও শাণিত পরশু, কাহারও ভিন্দিপাল, ও কাহারও বা শতঘ্নী। তৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট কোটি অশ্ব, ষাট কোটি ভর ও উষ্ট্র ও অসংখ্য পদাতি রাবণেব সম্মুখে আনয়ন করিল। ইত্যবসরে সারথি রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। উহা দিব্যাস্ত্রপূর্ণ কিঙ্কিনী জালমণ্ডিত নানারত্নে খচিত রত্নশোভিত সহস্র স্বর্ণকলসে বিরাজিত ও আটটি বেগবান অশ্বে বাহিত। রাক্ষসেরা এই রথ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ কোটি সূর্য্য সঙ্কাশ

প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিলেন এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া বীর্য্যাতিশয্যে পৃথিবীকে বিদারণ পূর্বকই যেন বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দিকে তুর্য্যরব উত্থিত হইল এবং মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ ও কলহ বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সীতাপহারী ব্রহ্মঘাতক দুর্বৃত্ত ও রাবণ ছত্রচামরে সুশোভিত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত; সর্বত্র কেবলই ইত্যাকার রব শ্রুত হইতে লাগিল। পৃথিবী ঐ শব্দে কম্পিত হইল। বানরেরা ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। উহাঁদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করালকৃতান্ততুল্য রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া যে দ্বারে রাম ও লক্ষ্মণ তদভিমুখে বেগগামী রথে চলিয়াছে। সূর্য্য নিষ্প্রভ, চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইতস্তত শকুনিগণ ঘোরতর চিৎকার করিতেছে, অশ্বের গতি স্খলিত ও রক্তবৃষ্টি হইতেছে। ইত্যবসরে একটা গৃধ্র আসিয়া সহসা রাবণের ধ্বজদণ্ডে পতিত হইল। চতুর্দিকে কাক গৃধ্র ও শৃগালগণের অশুভ রব। রাবণের বাম নেত্র ও বাম বাহু মুহুর্ম্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। উহার মুখ বিবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত। অন্তরীক্ষ হইতে বজ্ররবে উল্কাপাত হইতে লাগিল। রাবণ মৃত্যুমোহে মুগ্ধ। তৎকালে সে এই সমস্ত মৃত্যুসূচক দুর্লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া রণস্থলে চলিল।

এ দিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। রাবণ যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখচিত সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাঁদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, কেহ চক্ষুকর্ণহীন, কেহ রুদ্ধশ্বাসে পতিত, কাহারও বা পার্শ্ব দেশ বিদীর্ণ। রাবণ ক্রোধবিঘূর্ণিত নেত্রে যেখানে চলিল তথায় বানরেরা কিছুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

৯৬তম সর্গ

যুদ্ধ বর্ণন, বিরূপাক্ষ বধ

ক্রমশ রণভূমি শরচ্ছিন্ন বানরদেহে আচ্ছন্ন। প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন পতঙ্গগণের পক্ষে দুঃসহ হয় সেইরূপ শরীরের প্রত্যেক স্থানে রাবণের শরপাত বানরগণের দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। উহাঁরা অতিমাত্র কাতর হইয়া অগ্নিশিখা বেষ্টিত দহ্যমান হস্তীর ন্যায় আর্তস্বরে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। রাবণ মেঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়ুর ন্যায় শর বর্ষণ করিতে করিতে উহাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এবং উহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিল। তদৃষ্টে সুগ্রীব স্কন্ধাবারে আত্মসদৃশ বীর সুষেণকে রাখিয়া বৃক্ষহস্তে মহাবেগে চলিলেন। বহুসংখ্য বানর বৃক্ষশিলা লইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ও পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল। মহাবীর সুগ্রীব

রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুগান্তবায়ু যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে তিনি সেইরূপে রাক্ষসগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষিদিগের উপর শিলাবৃষ্টি করে তিনি সেই রূপ রাক্ষসদিগের উপর শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা ঐ সমস্ত শিলাঘাতে বিকর্ণ ও নির্মস্তক হইয়া পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল। অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া আর্তনাদ পূর্বক পলায়ন করিল। ইত্যবসরে মহাবীর বিরূপাক্ষ আমি অমুক, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপে স্বনাম শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিল এবং গজস্কন্ধে আরোহণ পূর্বক ভীমরবে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বিরূপাক্ষকে দেখিয়া হৃষ্ট মনে পুনর্বার স্থিরভাবে দাঁড়াইল। বিরূপাক্ষ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক সুগ্রীবের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুগ্রীব উহার বিনাশসঙ্কল্পে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষহস্তে লম্ফ প্রদান পূর্বক উহার হস্তীকে প্রহার করিলেন। হস্তী প্রহারবেগে আর্তরব করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে গিয়া পতিত এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বিরূপাক্ষ বাহনশূন্য। সে খড়্গ ও চর্ম গ্রহণ পূর্বক দ্রুত পদে সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া প্রহরের উপক্রম করিল। ইত্যবসরে সুগ্রীব উহার প্রতি সহসা মেঘাকার এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। বিরূপাক্ষ শিলাপাত পথ হইতে ঝটিতি কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল এবং

ভীমবিক্রমে উহাঁকে এক খড়্গাঘাত করিল। সুগ্রীব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্বক উহার বক্ষে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। বিরূপাক্ষ মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং খড়্গাঘাতে সুগ্রীবের বর্ম ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। সুগ্রীব মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন কিন্তু বিরূপাক্ষ স্বীয় নৈপুণ্যে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া প্রহারের উদ্যম সম্যক বিফল করিয়া দিল এবং সুগ্রীবের বক্ষে প্রবল বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল।

অনন্তর সুগ্রীব প্রহারের প্রকৃত অবসর পাইয়া উহার ললাটে বজ্রবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ মূচ্ছিত হইয়া পড়িল। উহার মুখ দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতে লাগিল, চক্ষু উদ্বৃত্ত ও বিকৃত, সফেন শোণিতে সর্বাঙ্গ লিপ্ত, কখন অঙ্গস্পন্দন হইতেছে, কখন সে পার্শ্ব পরিবর্তন এবং কখন বা আর্তনাদ করিতেছে। বিরূপাক্ষ দেহত্যাগ করিল। তখন দুইটি মহাসমুদ্র তীরভূমি ভগ্ন হইলে যেমন তুমুল শব্দে ডাকিতে থাকে সেইরূপ বানর ও রাক্ষসসৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীমরবে কোলাহল করিতে লাগিল এবং তৎকালে উদ্বেল গঙ্গার ন্যায় যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল।

৯৭তম সর্গ

সুগ্রীব ও মহোদরের যুদ্ধ, মহোদর বধ

উভয় পক্ষীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বিরূপাক্ষবধ ও এইরূপ সৈন্যক্ষয় দেখিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং স্বপক্ষে ঘোরতর দুর্দৈব উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইল। ঐ সময় মহাবীর মহোদর উহার নিকটস্থ ছিল। রাবণ তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, মহোদর! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপরেই আমার সম্পূর্ণ জয়াশা আছে, অতএব তুমি বিক্রম প্রদর্শন পূর্বক শত্রুবধে প্রবৃত্ত হও। আমি এতকাল তোমাকে অন্নপিণ্ড ও দিয়া পোষণ করিয়াছি, এখন তোমার প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন মহাবীর মহোদর ভর্তৃনিয়োগ শিরোধার্য্য করিয়া বহ্নিমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিল এবং ভর্তৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া বানরবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা লইয়া রক্ষসগণকে প্রহার করিতেছিল। মহোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণখচিত শরে উহাঁদের কাহার ও হস্ত কাহারও পদ ও কাহারও বা ঊরু ছেদন করিতে লাগিল। বানরেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল এবং অনেকে গিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় লইল। তখন সুগ্রীব স্বপক্ষ ছিন্নভিন্ন দেখিয়া পর্বতবৎ প্রকাণ্ড এক শিলা লইয়া মহোদরকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে

নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর শিলাখণ্ড বেগে আসিতে দেখিয়া শর প্রয়োগ পূর্বক নির্ভয়ে উহা খণ্ড খণ্ড করিল। শিলাও অন্তরীক্ষ হইতে দলবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকুল ভাবে ভূতলে পড়িল। অনন্তর সুগ্রীব ক্রোধে অধীর হইয়া এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শরসমূহে উহাঁকে ক্ষতবিক্ষত করিল। পরে সুগ্রীব রণভূমি হইতে এক প্রদীপ্ত পরিঘ লইয়া এবং তাহা মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া তদ্বারা মহোদরের অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। মহোদরও সহসা রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। তখন একের হস্তে প্রদীপ্ত পরিঘ এবং অন্যের হস্তে ভীষণ গদা। ঐ দুই গোবৃষাকার মহাবীর বিদ্যুৎশেভিত মেঘের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল, এবং উহাঁরা পরস্পর ভীমিরবে গর্জন করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত হইল। মহোদর ক্রোধভরে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি ঐ সুপ্রভ গদা নিক্ষেপ করিল। সুগ্রীব রোষারুণ লোচনে পরিঘ দ্বারা ঐ ভীষণ গদা নিবারণ করিলেন। গদার প্রতিঘাতে তাঁহার পরিঘও সহসা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি রণভূমি হইতে এক লৌহময় ভীষণ মুষল লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তাহা নিবারণ করিবার জন্য এক গদা নিক্ষেপ করিল। গদা ও মুষল পরস্পরের প্রতিঘাতে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন উভয়েই নিরস্ত্র। উভয়েই প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। উভয়েই পুনঃপুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে চপেটাঘাত বা মুষ্টি প্রহার আরম্ভ

করিলেন। তৎকালে ঐ দুই বীর ঘোরতর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহারা কখন ভূতলে পড়িতেছেন, আবার শীঘ্রই উঠিতেছেন। দুই জনই দুর্জ্জয়, দুই জনই বাহুবেগে পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। ক্রমশঃ দুই জনই যুদ্ধে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে উভয়ে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রহারের অবসর পাইবার জন্য পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুই জনই ক্রুদ্ধ এবং দুই জনই জয় লাভের জন্য ব্যগ্র। ইত্যবসরে দুর্মতি মহোদর ঝটিতি সুগ্রীবের বর্মে মহাবেগে এক খাড়্গাঘত করিল। খড়্গ প্রহৃত হইবামাত্র সুগ্রীবের বর্মে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন মহোদর বর্ম হইতে যেমন ঐ খড় আকর্ষণ করিয়া লইবে ঐ সময় সুগ্রীব উহার উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষসসৈন্য দীন মনে বিষণ্ন বদনে ভয়ে পলাইতে লাগিল। সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া বানরগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণের যার পর নাই ক্রোধ উপস্থিত হইল। রাম পুলকিত হইলেন। সুগ্রীব মহোদরকে বিদীর্ণ পর্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া স্বতেজে সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল বীরশ্রীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে সুর সিদ্ধ ও যক্ষ, ভূতলে অন্যান্য জীব, সকলেই হর্ষোৎফুল্ল লোচনে উহাঁকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৯৮তম সর্গ

অঙ্গদ ও মহাপার্শ্বের যুদ্ধ, মহাপার্শ্ব বধ

অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব মহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং অঙ্গদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা উহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বানরগণের মধ্যে কাহারও বাহু ছিন্ন, এবং কাহারও বা পার্শ্ব খণ্ডিত, অনেকের মস্তক বায়ুভরে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সকলে বিষণ্ন ও হতজ্ঞান। তখন মহাবীর অঙ্গদ পর্ব্বকালীন সমুদ্রবৎ বেগে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং মহাপার্শ্বকে এক লৌহময় উজ্জ্বল, পরিঘ প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্ব তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া রথ হইতে সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে অঞ্জনস্তূপকৃষ্ণ মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযূথ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রকাণ্ড শিলার আঘাতে উহার অশ্বকে বিনাশ এবং রথ চূর্ণ করিলেন।

পরে মহাবাহু মহাপার্শ্ব মুহূর্ত মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া শরনিকরে অঙ্গদকে পুনর্বার বিদ্ধ করিল এবং তিন শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া শরজালে গবাক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তখন অঙ্গদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূর্য্যরশ্মিবৎ প্রদীপ্ত এক লৌহ পরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং উহা দুই হস্তে মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া দূরবর্তী মহাপারে বিনাশোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তদ্বারা উহার হস্ত হইতে সশর

শরাসন এবং মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত হইয়া পড়িল। পরে অঙ্গদ সন্নিহিত হইয়া, ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণমূলে সবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাপার্শ্বও এক হস্তে লৌহময় তৈলচিক্কণ প্রকাণ্ড পরশু লইয়া ক্রোধভরে উহার বামস্কন্ধে প্রহার করিল। কিন্তু মহাবীর অঙ্গদ ঐ পরশু প্রহারে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া উহার বক্ষে সক্রোধে বজ্রসার এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্বের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন রাক্ষসেরা আকুল, রাবণও যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল। বানরেরা সন্তুষ্ট হইয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল। অট্টালিকা ও সুরদ্বারের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেবতারাও মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

৯৯তম সর্গ

রাম ও রাবণের যুদ্ধ বর্ণন

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সারথিকে ত্বরা প্রদর্শন পূর্বক কহিল, দেখ, আমার অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং নগরও বহুদিন যাবৎ রুদ্ধ হইয়া আছে। আজ আমি রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া এই দুর্বিসহ দুঃখ অপনীত করিব। সীতা যাহার পুষ্পফল, সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনূমান, সুষেণ ও অন্যান্য যূথপতি বানর যাহার শাখা প্রশাখা, আমি আজ সেই রাম রূপ মহাবৃক্ষকে ছেদন করিব।

এই বলিয়া রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া রামের অভিমুখে চলিল। উহার রথশব্দে বন পর্বত ও নদীর সহিত সমগ্র পৃথিবী বিচলিত এবং সিংহ ও মৃগপক্ষী ভীত হইয়া উঠিল। রণস্থল বানরসৈন্যে অতিমাত্র নিবিড়। রাক্ষসরাজ রাবণ উহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মনির্মিত মহাঘোর তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র প্রভাবে বানরেরা দগ্ধ ও রণ স্থলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। পলায়নকালে উহাঁদের পদোত্থিত ধূলি জালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলত তৎকালে ঐ দুর্নিবার অস্ত্র কাহারই সহ্য হইল না। এইরূপে বানর সৈন্য ক্রমশঃ অপসারিত হইলে রাবণ অদূরে দুর্জ্জয় রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। ঐ সময় পদ্মপলাশলোচন রাম গগনস্পর্শী শরাসন অবষ্টম্ভন পূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

অনন্তর মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে ধনুঃগ্রহণ পূর্বক মহাবেগে মহাশব্দে বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। উহার কোদণ্ডটঙ্কারে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখীন। সে চন্দ্রসূর্য্যের সন্নিহিত রাহুর ন্যায় শোভিত হইতেছে। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ উহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং উহার প্রতি অগ্নিশিখাকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন পূর্বক একটি শর এক শর দ্বারা

তিনটি শর তিন শর দ্বারা এবং দশটি শর দশ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। রাবণ এইরূপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া পর্বতবৎ অটল মহাবীর রামের সন্নিহিত হইল এবং রোষারুণ লোচনে উহার প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামও শীঘ্র ভল্লাস্ত্র গ্রহণ পূর্বক তন্নিক্ষিপ্ত উরগভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর ছেদন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়েই দুর্জ্জয়। কখন পরস্পর পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে বহুক্ষণ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন ঐ দুই কৃতান্ততুল্য মহাবীরকে দেখিয়া জীবগণ অত্যন্ত ভীত হইল। নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন বিদ্যুৎদামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় উহাঁদের শরজালে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া গেল এবং শরসমূহের পরস্পরসংশ্লেষে উহা যেন গবাক্ষপরম্পরায় শোভিত হইতে লাগিল। দিবসেও আকাশ অন্ধকারময়। উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের বধার্থী হইয়া, বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই জনই সমরবিশারদ এবং দুই জনই অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। উহার যে যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সেই সেই স্থানে বায়ুবেগান্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গবৎ শরতরঙ্গ বিস্তার হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ রামের ললাটে বহুসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ ভীমশরাসননির্ম্মুক্ত নীলোৎপল কান্তি নারাচ অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। পরে তিনি ক্রোধভরে শরাশন আকর্ষণ পূর্বক মন্ত্র জপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসরাজ রাবণের মেঘাকার দুর্ভেদ্য কবচে

নিপতিত হইয়া উহাঁকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। পরে সর্বাস্ত্রকুশলী রাম উহার ললাটে পুনর্বার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পাকার শর প্রতি অস্ত্রে প্রতিহত হইলেও উহার ললাট ভেদ করিয়া শন্‌শন্ শব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট। সে রামের প্রতি মহাঘোর আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখাকার, কতকগুলি কঙ্ক, কোক, গৃধ্র, শ্যেন ও শৃগালের মুখাকার, কতকগুলি বরাহ কুক্কুর ও কুক্কুটের মুখাকার, কতকগুলি মকর ও সর্পের মুখাকার। ঐ সকল অস্ত্র ব্যাদিতমুখে শন্ শন্ শব্দে পড়িতে লাগিল। রাবণ রুষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মায়াবলে রামের প্রতি এই সকল শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন রাম আর অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কোনটি অগ্নির ন্যায়, কোনটি সূর্য্যের ন্যায়, কোনটি উল্কার ন্যায়, কোনটি বিদ্যুৎ ও কোনটি গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। রামের অগ্ন্যস্ত্র ঐ সমস্ত আসুর অস্ত্র অবিলম্বেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব প্রভৃতি কামরূপী বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রামকে বেষ্টন পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

১০০তম সর্গ

রাবণের সহিত রাম, লক্ষণ ও বিভীষণের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিসেল

তখন রাবণ আমুর অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ময়বিহিত ভীষণ মায়াস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত বজ্রসার শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, কুটপাশ, প্রদীপ্ত অশনি, তীব্র প্রলয় বায়ুর ন্যায় নিঃসৃত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিৎ রাম গান্ধর্বাস্ত্রে ঐ সকল অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৌরাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিল এবং উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত চক্র সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহের ন্যায় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাম তৎসমুদায় সুতীক্ষ্ণ শর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে রাবণ দশ শরে রামের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎকালে রাম দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটি শরে রাবণের নৃমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং সারথির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করি শূণ্ডাকার ধনু ছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহার নীলমেঘাকার পর্ব্বতসদৃশ অশ্ব সকল পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহার প্রতি ক্রোধভরে দীপ্ত অশনির ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশক্তি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অর্ধ পথেই

খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শক্তিও ত্রিধা ছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ আর একটি শক্তি গ্রহণ করিল। উহা স্বতেজে উজ্জ্বল অমোঘ ও যমেরও দুঃসহ। ঐ শক্তি বেগে বিঘূর্ণিত হওয়াতে বজ্রবৎ তেজে জ্বলিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণসঙ্কট বুঝিয়া শীঘ্র তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ ভ্রাতৃবধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিল এবং লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিল, রে বলগর্বিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি তখন আমি উহাঁকে ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ করিব। এই শত্রুশোণিতলোলুপ শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ ঐ জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপ পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। শক্তি ময়দানবের মায়ানির্মিত অষ্টঘণ্টাযুক্ত ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের দিকে বজ্রবৎ ঘোর গভীর নাদে যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাম ভীত হইয়া কহিলেন, স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি! তোমার সমস্ত উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাক্, তুমি ব্যর্থ হও। অনন্তর ঐ

উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে গাঢ়তর নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমীপস্থ রাম উহাঁকে তদবস্থ দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে যার পর নাই বিষণ্ন হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে শোকাশ্রু বহিতে লাগিল। পরে তিনি মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎকালে বিষাদ একান্ত অনর্থকর ভাবিয়া রাবণবধে উৎসাহিত হইলেন। দেখিলেন, মহারীর লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সসর্প শৈলবৎ দৃষ্ট হইতেছেন।

অনন্তর বানরেরা উহার বক্ষ হইতে শক্তি উদ্ধার করি বার জন্য যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু উহার রাবণের শরে ব্যথিত হইয়া তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ঐ শত্রুঘাতিনী শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ পুর্বক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। তখন মহাবল রাম দুই হস্তে ঐ শক্তি ধারণ ও উৎপাটন করিয়া ক্রোধভরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎকালে রাবণ তাঁহার প্রতিও মর্মভেদী শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া লক্ষ্মণকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্বক সুগ্রীব ও হনূমানকে কহিলেন, দেখ, এখন তোমরা লক্ষ্মণকে এইরূপে বেষ্টন করিয়া থাক। যাহা আমার বহুদিনের প্রার্থিত এক্ষণে সেই বীরত্ব প্রদর্শনের কাল উপস্থিত। আজ আমি এই পাপিষ্ঠকে বধ করিব। বর্ষার অভ্যুদয়ে চাতকের যেমন মেঘদর্শন প্রার্থনীয় সেইরূপ এই দুরাত্মার দর্শন আমারও

প্রার্থনীয় হইয়াছে। এক্ষণে আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমরা শীঘ্রই এই পৃথিবীকে হয় রাবণশূন্য নয় রামশূন্য দেখিতে পাইবে। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্য্যটন, জানকী অপহরণ, রাক্ষস সমাগম সমস্তই ঘটিয়াছে। আমি এইরূপ ঘোর মানসিক দুঃখ এবং নরকযাতনাসদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু বলিতে কি, আজ এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়া এই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই বানর সৈন্য এখানে আনিয়াছি, বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছি এবং সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সাগর পার হইয়াছি আজ সেই পাপ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত। দৃষ্টিবিষ উরগের চক্ষে পড়িলে যেমন কেহই বাঁচিতে পারে না, বিহগরাজ গরুড়ের চক্ষে পড়িলে সর্পের যেমন আর নিস্তার নাই, সেইরূপ এই দুরাত্মা আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, আমি এখনই ইহাকে বিনাশ করিব। বানরগণ! তোমরা পর্বতশিখরে বসিয়া আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। আজ সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। আজ এমন অদ্ভুত কার্য্য করিব যে যাবৎ এই পৃথিবী তাবৎ সকলেই তাহা ঘোষণা করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম রাবণের প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ ও মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের শর পরস্পর আহত হওয়াতে রণস্থলে একটি

তুমুল শব্দ উত্থিত হইল এবং তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া দীপ্ত মুখে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উভয়ের জ্যানির্ঘোষে সমস্ত জীব যার পর নাই ভীত। ইত্যবসরে রাবণও রামের শরে নিপীড়িত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে শীঘ্র পলায়ন করিল।

১০১তম সর্গ

রামের বিলাপ, হনুমানের ঔষধি পর্বত আনয়ন, সুষেণের চিকিৎসা ও লক্ষ্মণের আরোগ্য লাভ

অনন্তর রাম সুষেণকে কহিলেন, সুষেণ! এই লক্ষ্মণ সর্পবৎ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ইহাঁকে এইরূপ রক্তাক্ত ও কাতর দেখিয়া আমার শোকতাপ বর্দ্ধিত ও অন্তরাত্মা আকুল হইতেছে। এক্ষণে আমি যে আর যুদ্ধ করি আমার এরূপ শক্তি নাই। হা! যদি লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন তবে আমার জীবন ও সুখেই বা কি প্রয়োজন। আমার বলবীর্য্য কুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধনু স্খলিত, শর সকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পকুল, স্বপ্নাবস্থাবৎ সর্বাঙ্গ শিথিল এবং চিন্তা অতিমাত্র বলবতী; প্রাণত্যাগেও আমার বারংবার ইচ্ছা হইতেছে।

ঐ সময় লক্ষ্মণ মর্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতে ছিলেন তদ্দৃষ্টে রাম আরও বিষণ্ন ও আকুল হইলেন এবং সুষেণকে পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, সুষেণ! ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধূলির উপর শয়ান দেখিয়া জয়শ্রী লাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র অদৃশ্য

থাকিয়া কি অন্যের প্রতি উৎপাদন করিতে পারেন? এখন আমার যুদ্ধে কাজ কি? এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই তখন এই মহাবীর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ছিলেন এক্ষণে আমিও যমলোকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। ইনি স্বজনবৎসল এবং আমার অত্যন্ত অনুগত; কূটযোধী রাক্ষসের হস্তে ইহারই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিল। হা! দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায় কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না যেখানে সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুষেণ! লক্ষ্মণ ব্যতীত এক্ষণে আর আমার রাজ্য লাভে ফল কি। হা! আমি অযোধ্যায় গিয়া পুত্র বৎসলা অন্ধ সুমিত্রাকে কি বলিব। তিনি যখন পুত্রশোকে আমায় লাঞ্ছনা করিবেন তাহা কিরূপে সহ্য করিব। আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব। এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া যখন আমায় এই কথা জিজ্ঞাসিবেন যে, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলে কিন্তু তদ্ব্যতীত কেন আইলে তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব। হা! এক্ষণে আত্মীয় স্বজন সকলের লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। না জানি আমি পূর্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্মিক লক্ষ্মণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন। হা ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও। আমি তোমার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তুমি কেন আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এক্ষণে উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ।

আমি পর্বত বা বনমধ্যে শোকার্ত, প্রমত্ত ও বিষণ্ণ হইলে তুমিই প্রবোধ বাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ।

অনন্তর সুষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিল, মহাবীর! তুমি এই নিরুৎসাহকর বুদ্ধি ও শোকজনক চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই বুদ্ধি ও চিন্তা শত্রুনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অত্যন্ত অনিষ্টকর। শ্রীমান লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। ঐ দেখ ইহার মুখশ্রী প্রভাযুক্ত ও সুপ্রসন্ন; উহা বিকৃত ও শ্যামবর্ণ হয় নাই। উহার করতল পদ্মপত্রের ন্যায় আরক্ত এবং নেত্র জ্যোতিষ্মান্। রাজন্! মৃত ব্যক্তির কদাচ এইরূপ রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এক্ষণে তুমি শোক তাপ দূর কর। লক্ষ্মণ প্রসারিতদেহে শয়ান, উহার হৃৎপিণ্ড মুহুর্ম্মুহু স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।

প্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই বলিয়া হনূমানকে কহিলেন, সৌম্য! জাম্ববান পূর্বে তোমায় যাহার কথা বলিয়াছিলেন তুমি সেই ঔষধি পর্বতে যাও এবং তাঁহার দক্ষিণ শিখরে যে সকল ঔষধি জন্মিয়াছে তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা আনয়ন কর। তুমি লক্ষ্মণের আরোগ্য বিধানার্থ বিশল্যকরণী, সাবর্ণকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি শীঘ্রই আন।

অনন্তর মহাবীর হনূমান ঔষধি পর্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন আমি এই গিরিশৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। সুষেণ কহিয়াছিলেন এবং আমিও

অনুমানে বুঝিতেছি এই শৃঙ্গেই ঔষধি আছে। এক্ষণে যদি বিশল্য করণী লইয়া না যাই তবে লোকে আমায় অজ্ঞ বলিবে। আর যদি বৃথা চিন্তায় কালাতিপাত হয় তাহাতেও লক্ষ্মণের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে।

এই চিন্তা কবিয়া হনূমান পুষ্পিতবৃক্ষশোভিত নীল মেঘাকার ঔষধিশৃঙ্গ বারত্রয় আলোড়ন ও উৎপাটন পূর্বক তাহা দুই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং মহা বেগে সুষেণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণ পূর্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, সুষেণ! আমি তোমার নির্দিষ্ট ঔষধি অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই এই জন্য সমগ্র শৃঙ্গই তোমার নিকট আনয়ন করিলাম।

অনন্তর সুষেণ হনুমানের যথোচিত প্রশংসা করিয়া ঔষধি সন্ধান করিয়া লইল। বানরেরা হনুমানের দেবদুস্কর মহৎ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পরে সুষেণ ঔষধি পেষণ পূর্বক লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও উহার গন্ধ আম্রাণ করিবামাত্র বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন। বানরেরা প্রীত মনে উহাঁকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাম আইস আইস বলিয়া বাষ্পকুললোচনে গড় আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি ভাগ্যবলেই তোমায় পুনর্জীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকী লাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্যে ও কার্য্য শৈথিল্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন আর্য্য! পূর্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি আপনার উচিত হয়? প্রতিজ্ঞা পালন মহত্বের লক্ষণ। নৃত্যশীল মহাত্মার কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। বীর! এক্ষণে আপনি কেন আমার জন্য এইরূপ নিরাশ হন। আজ দুর্বৃত্ত রাবণকে সসৈন্যে সংহার করুন। যে সিংহ দন্ত বিস্তার পূর্বক গর্জ্জন করিতেছে হস্তী কি তাঁহার নিকট নিস্তার পায়? সেই দুষ্ট আজ নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে। আমার ইচ্ছা যে সূর্য্য অস্ত না হইতেই আপনি তাহাকে বধ করুন। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা ধর্ম হয়, যদি জানকী উদ্ধারে আপনার যত্ন থাকে তবে শীঘ্রই আমার এই কথা রক্ষা করুন।

১০২তম সর্গ

ইন্দ্রের রামকে রথ ও অস্ত্র প্রেরণ, রাম ও রাবণের যুদ্ধ বর্ণন

এই অবসরে রাক্ষসরাজ রাবণ অল্প এক রথে আরোহণ পূর্বক সূর্য্যের প্রতি রাহুর ন্যায় রামের অভিমুখে উপস্থিত হইল এবং মেঘ যেমন পর্বতে বৃষ্টিপাত করে সেই রূপ উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রসার শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রামও শরাসন গ্রহণ পূর্বক উহার প্রতি দীপ্ত পাবকতুল্য স্বর্ণখচিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ রামকে ভূতলে দণ্ডায়মান এবং রাবণকে

রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক জন রথে আর এক জন ভূতলে; ঐরূপ অবস্থায় উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধসম্ভাবনা হইতে পারে না। তখন সুররাজ ইন্দ্র উহাঁদের এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া মাতলিকে কহিলেন, মাতলি! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং উহাঁকে গিয়া বল, দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। সারথি! তুমি পৃথিবীতে গিয়া এই সুমহৎ দেবকার্য্য সাধন করিয়া আইস।

তখন সুরসারথি মাতলি ইন্দ্রকে নতশিরে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন সুররাজ! আমি শীঘ্র গিয়া রামের সারথ্য করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রথে স্বর্ণাভরণ ও শ্বেতচামর সুশোভিত হরিৎবর্ণ অশ্বসকল যোজনা করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণ খচিত বৈদুর্য্যময়কুবরযুক্ত কিঙ্কিণীজড়িত ও প্রাতঃসূর্য্য প্রভ। উহার ধ্বজদণ্ড স্বর্ণময়। মাতলি ঐ রথে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কশাহস্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রথোপরি অবস্থান করিয়াই কৃতাঞ্জলি পুটে রামকে কহিলেন, বীর! সুররাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভার্থ এই রথ পাঠাইয়াছেন এবং এই প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু, এই উজ্জ্বল কবচ, এই সূর্য্যসঙ্কাশ শর, আর এই নির্ম্মল শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সারথ্যে নিযুক্ত হইতেছি। আপনি এই রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন সেইরূপ এই দুর্ব্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ করুন।

অনন্তর রাম দেবরকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম গান্ধর্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের গান্ধর্বাস্ত্র এবং দৈবাস্ত্র দ্বারা উহার দৈবাস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি রাক্ষস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র উরগাকার ধারণ পূর্বক ব্যাদিত মুখে জ্বলন্ত বিষাগ্নি উদার পূর্বক যাইতে লাগিল। উহা স্বতেজে জাজ্বল্যমান এবং উহার দেহস্পর্শ নাগরাজ বাসুকির দেহ স্পর্শের ন্যায় কর্কশ তৎকালে ঐ সকল রাক্ষসাস্ত্রে দিক বিদিক সমস্তই আবৃত হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর রাম সর্পশত্রু মহাঘোর গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র গরুড়াকার ধারণ পূর্বক চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে সর্পরূপী শর সকল বিনাশ করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে শরেশরে নিপীড়িত করিয়া মাতলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল এবং এক শরে রামের স্বর্ণ ধ্বজ ছেদন পূর্বক রথোপস্থে পাতিত ও ঐন্দ্রাশ্ব সকল বিনষ্ট করিল। তখন, দেব, দানব, গন্ধর্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যার পর নাই বিষণ্ন হইলেন। সিদ্ধ ঋষিগণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা রামকে কাতর দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। চরাচরের অহিতকর বুধ গ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাবণ রূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া, প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ

করিল। মহাসমুদ্র ধূমব্যাপ্ত ও উত্তাল তরঙ্গে আকুল হইয়া উঠিল এবং উচ্ছ্বলিত হইয়া মহাক্রোধে যেন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কঠোর সূর্য্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িল। উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। ভৌম গ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র ও বিশাখাকে আক্রমণ পূর্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিল এবং দশমুখ বিংশতিহস্ত মহাবীর রাবণ শরাসনহস্তে গিরিবর মৈনাকের ন্যায় দীর্ঘাকার দৃষ্ট হইল। তৎকালে রাম উহার শরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আর কিছুতেই শরসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত এবং মুখ ভ্রুকুটীযোগে কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি প্রদীপ্ত রোষানলে সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ রুদ্র মুখ নিরীক্ষণ পূর্বক সকলে ভীত হইয়া উঠিল, পর্বত সকল বিচলিত ও সমুদ্র ক্ষুভিত হইল, এবং অন্তরীক্ষে উৎপাতিক মেঘ ঘোর গর্জ্জনে বিচরণ করিতে লাগিল। ফলত রামের এইরূপ ভীষণ ক্রোধ ও দারুণ উৎপাত দর্শনে রাবণেরও মনে ভয় সঞ্চার হইল। ঐ সময় বিমানচারী দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, ঋষি ও খেচর পক্ষিগণ ঐ মহাপ্রলয়কার যুদ্ধ দেখিতে ছিলেন। উহাঁরা একতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পর বিরোধা চরণ পূর্বক ভক্তি ও হর্ষভরে স্ব স্ব পক্ষের জয়কামনা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ কহিল রাবণের জয় হউক, দেবতারা কহিলেন রামের জয় হউক।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ রামের বিনাশবাসনায় মহাক্রোধে এক শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল অতিভীষণ শত্রুনাশী বজ্রসার ও কৃতান্তেরও দুঃসহ। উহার অত্যুচ্চ তিনটি শিখর দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। উহা প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিতেছে এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া যেন সধূম লক্ষিত হইতেছে। রাবণ রোষে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ঐ শূল গ্রহণ ও রাক্ষসগণের মনে হর্ষোৎপাদন পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহারা দারুণ সিংহনাদে অন্তরীক্ষ দিকবিদিক সমস্ত কাঁপিয়া উঠিল, জীবগণ বিত্রস্ত ও মহাসমুদ্র বিচলিত হইতে লাগিল। দুরাত্মা রাবণ শূল উদ্যত করিয়া রোষারুণ নেত্রে রামকে কহিল, আমি এই বজ্রসার শূল মহাক্রোধে উদ্যত করিলাম আজ ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই তোরে বধ করিব। যে সকল রাক্ষস এই রণস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে আজ তোরে মারিয়া তাহাদেরই অনুরূপ করিয়া রাখিব। তুই থাক, এই শূলপ্রহারে এখনই মৃত্যু দর্শন করিবি। এই বলিয়া রাবণ রামের প্রতি ঐ ভীষণ শূল মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। অষ্টঘন্টাযুক্ত শূল আকাশে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহানাদে বিদ্যুতের ন্যায় স্বতেজে সকলের চক্ষু প্রতিহত করিয়া যাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র যেমন রাম প্রলয়বহ্নিকে জলধারায় নির্বাণ করেন সেইরূপ মহাবীর ঐ শূল বেগে আসিতে দেখিয়া শরধারায় নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহ্নি যেমন পতঙ্গগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে সেইরূপ ঐ মহাশূল রামের সমস্ত শর বিফল করিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম

অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রসারথি মাতলির আনীত ইন্দ্রের মনোমত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বল পূর্বক উত্তোলিত হইয়া যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিল এবং মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র গাত্রগ্রথিত ঘন্টারবে মুখরিত হইয়া শূলের উপর গিয়া পড়িল। শূল ও তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর রাম শরনিকরে রাক্ষসরাজ রাবণের বেগবান অশ্ব সকল ভেদ করিয়া উহার বক্ষ ও ললাট বিদ্ধ করিলেন। রাবণের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে অনর্গল রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং বহু হস্ত ও বহু মস্তক নিবন্ধন সে স্বয়ং যেন সমষ্টি বদ্ধ হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইল।

১০৩তম সর্গ

রাবণের প্রতি রামের ভৎসনা, যুদ্ধ বর্ণন, রাবণের সারথি কর্তৃক রণস্থল হইতে রাবণের রথ অপসারণ

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক মেঘ যেমন জলধারায় তড়াগ পূর্ণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম অটল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তন্নিক্ষিপ্ত শর সকল নিবারণ করিলেন। পরে রাবণ ক্ষিপ্রহস্তে সুর্য্যরশ্মিপ্রকাশ সহস্র সহস্র শর লইয়া রামের বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাম ঐ সমস্ত শরে ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া

অরণ্যে বিকশিত কিংশুক বৃক্ষ নিরীক্ষিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর সকল গ্রহণ করিলেন। রণস্থল ঐ দুই বীরের শরে শরে অন্ধকারময়, তন্নিবন্ধন উহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আর দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর রাম হাস্য করিয়া ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রে রাক্ষসাধম! তুই না বুঝিয়া জনস্থান হইতে আমার ভার্য্যা অসহায় জানকীরে অপহরণ করিয়াছিস, এই পাপে তোরে শীঘ্রই নষ্ট হইতে হইবে। জানকী সেই মহারণ্যে অসহায় অবস্থায় ছিলেন তুই তাঁহাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। যাহার স্বামী সম্মিহিত নাই তুই সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছি। রে নির্লজ্জ! তুই সৎপথভ্রষ্ট ও অতি দুশ্চরিত্র! তুই দম্ভভরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। তুই যক্ষেশ্বর কুবেরের সহোদর ও মহাবল; কিন্তু অন্যের অসহায় পত্নীকে অপহরণ করিয়া বড়ই শ্লাঘনীয় ও যশষ্কর কার্য্য করিয়াছিস্। এক্ষণে তোরে নিশ্চয়ই এই গর্ব্বকৃত গর্হিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। রে নির্বোধ! মনে মনে তোর বড় বীরগর্ব আছে, কিন্তু তুই চৌরবৎ পরস্ত্রী অপহরণ করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নহিস্। এক্ষণে দেখ, যদি এই ঘটনা আমার সমক্ষে ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোরে আমার শরে বিনষ্ট হইয়া ভ্রাতা খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। রে মূঢ়!

আজ ভাগ্যবলে তোর দেখা পাইলাম, আজ আমি সুতীক্ষ্ণ শরে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আজ মাংসাশী পশু পক্ষী তোর ধূলিলুণ্ঠিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মুণ্ড আকর্ষণ করিবে। তুই যখন রণস্থলে প্রসারিত দেহে শয়ন করিবি তখন গৃধ্রগণ তোর বক্ষে পড়িয়া পিপাসায় বাণের ব্রণমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইলে গরুড় যেমন মহোরগগণকে আকর্ষণ করে সেইরূপ পক্ষি সকল তোর অস্ত্র নাড়ী আকর্ষণ করুক।

মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভৎসনা করিয়া উহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বলবীর্য্য অস্ত্রবল ও উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্ত্ররহস্য সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল এবং হর্ষে ক্ষিপ্রকারিতা যার পর নাই বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্বগত এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া বলবিক্রমে রাবণকে অধিকতর পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাবণও বানরগণের শিলাঘাতে এবং রামের শরপাতে বিকল ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে শস্ত্র প্রয়োগ ও শরাসন আকর্ষণে অসমর্থ হইল। তখন রাম উহাঁকে অক্ষম দেখিয়া উহার বধসাধনে আর ইচ্ছা করিলেন না কিন্তু উহার এইরূপ মোহ ঘটিবার পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিয়াছেন তদ্বারা উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই বুঝিয়া উহার সারথি সভয়ে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রণস্থল হইতে রথ অপবাহিত করিল।

১০৪তম সর্গ

সারথির প্রতি রাবণের ভৎসনা, রাবণের প্রতি সারথি বাক্য, ও রথ লইয়া রামসমীপে গমন

ক্ষণকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ মোহযুক্ত হইল এবং মৃত্যুর প্রেরণায় নেযুগল রোষে আরক্ত করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! আমি কি হীনবল শক্ত? আমার কি পৌরুষ নাই? আমার কি তেজ নাই? আমি কি ক্ষুদ্র ভীরু ও অধীর? রাক্ষসী মায়া কি আমায় ত্যাগ করি আছেন? আমি কি অস্ত্রবিদ্যা জানি না, তাই তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিতেছিস? তুই কি জন্য আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া শত্রুর নিকট হইতে রথ অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নীচ! আজ তোর দোষেই আমার উপার্জিত যশ বীর্য্য ও তেজ নষ্ট হইল। আজ তুই আমার বীরত্বে লোকের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভঙ্গ করিয়া দিলি। আজ অপরাজিত বিক্রমে যাহার মনে বিস্ময় জন্মাইতে হইবে সেই খ্যাতবীর্য্য শত্রুর নিকট তুইই আমাকে কাপুরুষ করিয়া দিলি? রে মূঢ়! এক্ষণে তুই যখন ভুলিয়াও রণে রথ লইয়া যাইতেছিস না ইহা দ্বারাই শত্রু যে তোরে উৎকোচ দ্বারা। বশীভুত করিয়াছে আমার এই অনুমান সত্যই বোধ হয়। তুই যাহা করিয়াছিস্ ইহা হিতার্থী সুহৃদের কার্য্য নয় ইহা শরই উপযুক্ত। তুই চিরকাল আমার নিকট প্রতিপালিত হইতেছিস্। এক্ষণে যদি মৎকৃত

উপকার তোর স্মরণ থাকে তবে শীঘ্র শত্রু প্রস্থান না করিতেই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল্।

সুবোধ সারথি নির্বোধ রাবণের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া অনুনয় পূর্বক কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ভীত প্রমত্ত ও নিঃস্নেহ নহি। প্রতিপক্ষ উৎকোচ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে নাই এবং আপনার কত উপকারপরম্পরাও আমার স্মরণ আছে, কিন্তু বলিতে কি কেবল আপনার যশোরক্ষা ও হিতসাধনের উদ্দেশে স্নেহের প্রবর্তনায় শুভ বুদ্ধিতেই আমি এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। অতএব এই বিষয়ে আপনি আমাকে নীচাশয় ক্ষুদ্রের অনুরূপ দোষারোপ করিবেন না। এক্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছাস হইলে নদীস্রোত যেমন ফিরিয়া থাকে সেইরূপ কেন আমি রথ ফিরাইয়া আনিলাম তাহও শুনুন। আমি দেখিলাম আপনি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত এবং শত্রু অপেক্ষা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এই সমস্ত অশ্ব জলধারাসিক্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্মাক্ত নিরুদ্যম ও অসক্ত হইয়াছিল। আরও যুদ্ধকালে যে সকল দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল তাহাও আমাদের অনুকুল নহে। রাজন্ ! সারথির অনেক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশকাল, শুভাশুভ লক্ষণ, ইঙ্গিত, অনুৎসাহ, হর্ষ ও খেদ এই গুলির পরিচয় থাকা তাঁহার আবশ্যক। ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপসর্পণ ও স্থিতি, এই সমস্ত জানাও তাঁহার আবশ্যক। আমি আপনার এবং এই সমস্ত অশ্বের শ্রান্তিদূর করাইবার জন্য যাহা করিয়াছি

তাহা উচিতই হইয়াছে। আমি না বুঝিয়া স্বেচ্ছাক্রমে রণস্থল হইতে রথ লইয়া আসি নাই। রাজন্! এইটি আমার স্নেহের কার্য্য। এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন, আমি অনন্য মনে তাহাই করিব।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ সারথির, এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া যুদ্ধলোভে কহিল, সারথি! তুমি শীঘ্র রণস্থলে রথ লইয়া যাও, রাবণ শত্রুকে বধ না করিয়া কদাচই নিবৃত হইবে না। এই বলিয়া সে উহাঁকে হস্তাভরণ পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিল। সারথিও পুনর্বার দ্রুতবেগে রামের নিকট রথ লইয়া চলিল।

১০৫তম সর্গ

মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক রামকে আদিত্যহৃদয়নামক স্তোত্র শ্রবণ করণ

অরন্তর মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন এবং রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহার প্রভাবে শত্রুনাশ করিতে পারিবে আমি সেই আদিত্যহৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইতেছি। এই স্তোত্র পরম পবিত্র শত্রুনাশন ও গোপ্য। ইহা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং সমস্ত পাপের শান্তিকর। ইহা দ্বারা চিন্তা শোক বিদুরিত ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ইহারই দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বৎস! এই সূর্য্য রশ্মি মান উদয়শীল। ইনি দেবাসুরের পূজ্য এবং ভুবনেশ্বর, তুমি ইহাকে পূজা কর। ইনি সর্বদেবাত্মক ও তেজস্বী। ইনি রশ্মিদ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং রশ্মি দ্বারা দেবাসুরকে

পালন করিয়া থাকেন। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি। ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমুদ্র। ইনি পিতৃগণ, বসু ও সাধ্যগণ। ইনি অশ্বিনী কুমারদ্বয় মরুৎ ও মনু। ইনি বায়ু, বহ্নি, প্রজা, প্রাণ ও ঋতু কর্তা। ইনি আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পুষা ও গভস্তিমান। ইনি হিরণ্যরেতা ও দিবাকর। ইনি হরিদশ্ব, সপ্তাশ্ব সহস্র রশ্মি ও মরীচিমান। ইনি তিমিরধ্বংসী শম্ভু বিশ্বকর্মা মার্তণ্ড ও অংশুমান। ইনি অগ্নিগর্ভ অদিতিপুত্র শঙ্খ ও শিশিরনাশন। ইনি ব্যোমকর্তা তমোঘ্ন ও বেদত্রয়প্রতিপাদ্য। ইনি জলোৎপাদক ও স্বপথে শীঘ্রগামী। ইনি আতপ ও মৃত্যু। ইনি পিঙ্গল ও সর্বসংহারক। ইনি কবি বিশ্ব তেজঃস্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্য্যোৎপত্তির হেতু। ইনি নক্ষত্র গ্রহ তারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন। ইনি তেজস্বীরও তেজস্বী ও দ্বাদশাত্মা; ইহাকে নমস্কার। ইনি পূর্ব ও পশ্চিম পর্বত, ইনি জয় জয়ভদ্র উগ্র বীর ও ওঁঙ্কার প্রতিপদ্য। ইনি পদ্মোন্মেষকর ও প্রচণ্ড। ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবেরও ঈশ্বর এবং আদিত্যের অন্তর জ্ঞানস্বরূপ। ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক এবং সর্বভুক। ইনি রুদ্রমূর্তি শত্রুঘ্ন ও অপরিচ্ছিন্নস্বভাব। ইনি কৃতঘ্নহন্তা স্বর্ণপ্রভ হরি ও লোক সাক্ষী। ইনি ভূতগণকে বিনাশ ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে ইনি জাগরিত থাকেন এবং ইনিই লোকের অন্তর্যামী। ইনি অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রীর ফলপ্রদ। ইনি যজ্ঞদেব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। সমস্ত

জীবের মধ্যে যে সকল কার্য্য আছে ইনিই তাঁহার ঘটক। রাম! যে ব্যক্তি মৃত্যু জ্বরাদি দুঃখ, চৌরাদি জন্য ভয় ও কান্তারে এই সূর্য্যকে স্তব করেন তিনি কখন অবসন্ন হন না। এক্ষণে তুমি একাগ্রচিত্তে এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা কর। এই আদিত্য হৃদয় স্তোত্র বারত্রয় পাঠ করিলে নিশ্চয় জয়ী হইবে এবং এই দণ্ডেই রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে। এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য স্বস্থানে গমন করিলেন। রামও অগস্ত্যের বাক্যে রাবণবধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে মন্ত্র ধারণ করিলেন।

ঐ সময় সূর্য্যদেবও রাবণের বধকাল উপস্থিত বোধে হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামাক নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি রাবণবধে সত্বর হও।

১০৬তম সর্গ

রাবণের রথ বর্ণন, মাতলীর প্রতি রামের উপদেশ, রাবণের চতুর্দিকে উৎপাতের প্রাদুর্ভাব

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের সারথি হৃষ্টমনে রণস্থলে রথ লইয়া চলিল। ঐ রথ গন্ধর্বনগরবৎ আশ্চর্য্যদর্শন, নানা রূপ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ এবং ধ্বজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণ মালী কৃষ্ণবর্ণ বেগবান অশ্বসকল উহা বহন করিতেছে। উহা স্বপক্ষের হর্ষবর্ধন ও পরপক্ষের বিনাশন; উচ্চতা নিবন্ধন যেন আকাশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ রথ সূর্য্যের

ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বতেজে প্রদীপ্ত। উহা দেখিতে প্রকাণ্ড মেঘাকার; পতাকা সকল বিদ্যুৎবৎ এবং বিচিত্র বর্ণ ইন্দ্রায়ুধবৎ শোভিত হইতেছে; শরধারাই জলধারা। উহা বজ্রবিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর রবে রণস্থলে আসিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম দ্বিতীয় চন্দ্রবৎ বক্রাকার ধনু বিস্ফারণ পূর্বক মাতলিকে কহিলেন, নারথি! ঐ দেখ রাবণের রথ মহাবেগে আগমন করিতেছে। যখন ঐ দুষ্ট আমার দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় পূর্বক দ্রুতগতিতে আসিতেছে তখন বোধ হয় আমাকে বিনাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তুমি সাবধান হও। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘকে নষ্ট করে আমি আজ সেইরূপে উহাঁকে বিনাশ করিব। তুমি নির্ভয়ে উহার অভিমুখে রথ লইয়া চল, অশ্বের প্রতি মন ও চক্ষু স্থির রাখ এবং প্রগ্রহের সংযম ও মোচনে সতর্ক হও। তুমি সুররাজ ইন্দ্রের সারথি; আমি কার্য্যকৌশল তোমায় কিছুই শিখাইতেছি না, এক্ষণে কেবল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তখন মাতলি রামের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া রথ চালনা করিতে লাগিলেন এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাখিরা চক্রোস্থিত ধূলিজালে উহাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত নেত্রে সম্মুখীন রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রামও ক্রোধ ও ধৈর্য্য সহকারে প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু ও খরধার শরসকল গ্রহণ করিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরসংহারার্থী হইয়া গর্বিত সিংহবৎ সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ রাবণের বধকামনা করিয়া ঐ

অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাবণের ক্ষয় ও রামের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। সুরগণ! রাবণের রথে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্ত্তে মণ্ডলকারে বহিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে উড্ডীন গৃধ্রগণ রাবণের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইয়াছে। লঙ্কা জবা পুষ্পবৎ সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন ও দিবসেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বজ্র ও উল্কা ঘোররবে পড়িতেছে। যেখানে দুর্বৃত্ত রাবণ সেইখানেই ভূমিকম্প। নানাবর্ণের সূর্য্যরশ্মি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়া গৈরিক ধাতুর ন্যায় লক্ষিত হইল। গৃঘ্রগণে অনুগত শৃগালগণ ব্যাদিত মুখে অগ্নি উদ্‌গার পূর্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে অমঙ্গল রব করিতে লাগিল। বায়ু চতুর্দ্দিকে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া উহার দৃষ্টিলোপ পূর্বক প্রতিস্রোতে বহিতেছে। স্বাক্ষসগণের মস্তকে বিনামেঘে ও কঠোর রবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। দিক বিদিক সমস্ত অন্ধকারে আবৃত; মভোমণ্ডল ধূলিজালে দুর্নিরীক্ষ। শারিকা সকল রুক্ষস্বরে ঘোর কলহ পূর্বক রাবণের রথে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং অশ্বগণের জঘন হইতে অগ্নিকণা এবং নেত্র হইতে অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণের চতুর্দ্দিকেই এই সমস্ত ভয়াবহ দারুণ উৎপাত। যুদ্ধপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণ যার পর নাই বিষণ্ন হইল এবং উহাঁদের হস্ত ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন মাতলি মনে করিলেন

রাবণের বিনাশ কাল আসন্ন। রামও স্বপক্ষে জয়সূচক সৌম্য ও শুভ লক্ষণ সকল দেখিয়া হৃষ্ট মনে বলবিক্রমপ্রদর্শনে ব্যগ্র হইলেন।

১০৭তম সর্গ

রাম ও রাবণের যুদ্ধ বর্ণন

অনন্তর রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া সবিস্ময়ে আকুল হৃদয়ে উহাঁদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তৎকালে উহাঁরা পরস্পরের আক্রমণবিষয়ে উদ্যমশূন্য। রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিস্ময়বিস্ফার লোচনে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। রামের সমস্তই শুভ, রাবণের সমস্তই অশুভ। উভয়ে অটল ক্রোধে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম জয়লাভে রাবণ মৃত্যুলোভে স্ব স্ব বীর্য্য-সর্বস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শর রথের একদেশমাত্র স্পর্শ করিয়া ভূতলে পড়িল। তখন রামও রাবণের ধ্বজদণ্ডে শর ত্যাগ করিলেন। রথধ্বজ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। পরে মহাবীর রাবণ ক্রোধে সমস্ত দগ্ধ করিয়া শরজালে রামের অশ্ব সকল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তন্নিক্ষিপ্ত শরে ঐ সমস্ত দিব্য অশ্বের গতিস্খলন কি মোহ কিছুই হইল না; প্রত্যুত উহাঁরা যেন মৃণালদণ্ডে আহত হইয়া অপূর্ব সুখানুভব করিতে লাগি। অনন্তর রাবণ ঐ সমস্ত

অশ্বের এইরূপ অটল ভাব দেখিয়া অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ক্রোধবলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুশল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল, পরশু ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার উদ্যম ও চেষ্টা কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। ঐ সমস্ত শস্ত্রে রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর রাবণ মহাবেগে বানরগণের উপর গিয়া পড়িল এবং প্রাণপণে নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ পূর্বক অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রামও হাস্যমুখে উহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরজালে যেন স্বতন্ত্র একটি উজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। উভয়ের শরই অব্যর্থ এবং লক্ষ্যভেদ ও পরপ্রযুক্ত শর নিবারণে সমর্থ। পরে ঐ সমস্ত শর পরস্পরের প্রতিঘাতে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উহাঁরা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব আশ্রয় পূর্বক অনবরত শর নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ রামের অশ্বকে রাম রাবণের অশ্বকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একের ক্রিয়া অপরের প্রতিক্রিয়ায় রণস্থল অতিমাত্র তুমুল হইয়া উঠিল।

১০৮তম সর্গ

রাম ও রাবণের যুদ্ধ বর্ণন

অনন্তর মহাবীর রাম রাবণের ধ্বজদণ্ড খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণও ক্রোধভরে উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল।

সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতেছেন। ঐ দুই বীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। উহাঁরা পরস্পরের বধে উদ্যত। উহাঁদের সারথি মণ্ডল, বীথি, গতি, প্রত্যাগতি প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্বক রথ সঞ্চালন করিতেছে। উভয়ের রথ নিরন্তর নিঃসৃত শরনিকরে জলবর্ষী জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উহাঁরা কিয়ৎক্ষণ বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্বক পুনর্বার সম্মুখযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ ঐ দুই বীর পরস্পরের এত সন্নিকট হইলেন যে, এক জনের রথের ধুরকাষ্ঠের অপরের ধুর কাষ্ঠের সহিত, এক জনের অশ্বের মুখ অপরের অশ্বমুখের সহিত, এক জনের পতাকা অপরের পতাকার সহিত ঘন সংশ্লেষে সংশ্লিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাম এককালে সুশাণিত চার শর প্রয়োগ পূর্বক ঝটিতি রাবণের চার অশ্ব অপসারিত করিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং রামকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাম উহার শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত বা ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত রাবণের প্রতি বজ্রসার শর সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ মাতলির প্রতি মহাবেগে শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মাতলি উহার শরে ব্যথিত কি অল্পও মোহিত হইলেন না। তখন রাম নিজের অপেক্ষায় মাতলির এই রূপ পরাভবে অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট

হইলেন এবং শরজালে রাবণকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি উহার রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও ক্রোধভরে গদা ও মুষল বর্ষণ পূর্ব্বক রামকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। গদা, মুষল ও পরিঘের শব্দ এবং শরনিকরের পুঙ্খবায়ু দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ক্ষুভিত হইতে লাগিল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগ ব্যথিত, পৃথিবী শৈল কাননের সহিত বিচলিত, সূর্য্য নিষ্প্রভ, এবং বায়ু নিশ্চল হইল। ইত্যবসরে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি, কিন্নর ও উরগগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোক সকল নিত্য নির্ব্বিঘ্নে থাকুক, এবং রামের হস্তে রাবণ পরাজিত হউক; দেবতা ও ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিয়া ঐ তুমুল যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল উভয়ের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া কহিতে লাগিল, সমুদ্র আকাশের তুল্য এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য; রাম ও রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ।

অনন্তর মহাবীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাসনে উরগ ভীষণ শর সন্ধান পূর্ব্বক রাবণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন। ত্রিলোকের সমস্ত লোক দেখিল রাবণের মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহারই অনুরূপ রাবণের অন্য এক মস্তক উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম শীঘ্র তাহাও ছেদন করিলেন। উহা ছিন্ন হইবামাত্র রাবণের আর একটি

মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। পরে রাম বজ্রসার শরে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে তুল্যাকার শত মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন কিন্তু রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না।

তখন সর্বাস্ত্রবিৎ, রাম মনে করিলেন, যদ্বারা মারীচ খর ও দূষণ, ক্রৌঞ্চবনবর্তী গর্ভে বিরাধ এবং দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে, যদ্বারা সপ্ত শাল বিদীর্ণ এবং গিরি সকল চূর্ণ হইয়াছে, যদ্বারা বালী নিহত এবং মহাসমুদ্র আলোড়িত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সেই সমস্ত শর। কিন্তু এই সকল অমোঘ শর যে রাবণের প্রতি হীনতেজ হইল ইহার কারণ কি। তৎকালে রাম ইহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কিন্তু রাবণবধে তাঁহার কিছুমাত্র যত্নের শৈথিল্য হইল না। তিনি উহার বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি গদা ও মুষল বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগগণ অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গে অধিষ্ঠান পূর্বক দিবারাত্রি ধরিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা কি রাত্রি কি মুহূর্ত কি ক্ষণ কোন সময়ে এই যুদ্ধের আর বিরাম নাই।

১০৯তম সর্গ

ব্রহ্মাস্ত্র বর্ণন, রাম কর্তৃক রাবণ বধ

অনন্তর মুরসারথি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর! তুমি যেন কিছু না জানিয়াই রাবণবধে চিন্তিত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।

মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত্র রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্বে অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়ার্থী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত্র প্রদান করেন। পরে রাম মহর্ষি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। ঐ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলমুখে অগ্নি ও সূর্য্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় সুমেরু ও মন্দর পর্বত অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা মহাভূতসমষ্টির সারাংশে নির্মিত, স্বতেজদীপ্ত, রক্তমেদ লিপ্ত ও সধূম প্রলয়বহ্নির ন্যায় করালদর্শন, এবং বজ্রবৎ কঠোর ও ঘোরনাদী। উহার প্রভাবে নর নাগ অশ্ব দ্বার পরিঘ ও গিরি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হয় এবং কঙ্ক, গৃধ্রু, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণ ভক্ষ্যলাভে তৃপ্ত হইয়া থাকে। উহা রুষ্ট সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসের অবসন্ন হইয়া গেল। মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অস্ত্র যোজিত হইবামাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল।

রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্ধর্ষ কৃতান্তের ন্যায় দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝটিতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণ হরণ পূর্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। সে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। এ দিকে ব্রহ্মাস্ত্রও স্বকার্য্য সাধন পূর্বক বিনীতবৎ পুনর্বার তূণীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বানরেরা রামকে বিজয়ী দেখিয়া বৃক্ষহস্তে উহাঁদের উপর পড়িল। রাক্ষসগণ নিপীড়িত এবং ভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গলদলোচনে দীন মুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। গর্বিত বানরের হৃষ্ট মনে রামের জয়ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে সুর দুন্দুভি মধুর-গম্ভীর নাদে বাজিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ সুগন্ধী সমীরণ চতুর্দিকে বহমান; রামের রথোপরি দুর্লভ ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগনে দেবতার রামকে স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্বলোকভীষণ রাবণের বধে সকলের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত। মহাবীর রামের প্রভাবে সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সুরগণের মনে অপূর্ব শান্তি, দিক সকল সুপ্রসন্ন, আকাশ নির্মল, পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য্য পূর্ণপ্রভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে পূজ্য পরাক্রম রামকে জয়জয় রবে পূজা করিলেন। স্থির প্রতিজ্ঞ রাম ও স্বজন ও সৈন্য পরিবৃত হইয়া সুরগণবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

১১০তম সর্গ

বিভীষণের বিলাপ ও রামের সান্ত্বনা

অনন্তর বিভীষণ ভ্রাতা রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকাকুল মনে কহিতে লাগিলেন, বীর মহামূল্য শয্যাই তোমার উপযুক্ত, আজ কেন তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট বাহুযুগল প্রাসারণ পূর্বক ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমার উজ্জ্বল রত্ন কিরীট লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্বে তোমায় যে কথা কহিয়াছিলাম তুমি কাম ও মোহবলে তাহাতে কর্ণপাত কর নাই এখন তাহাই ঘটিল। প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক এবং তুমি তোমরা কেহই দম্ভভরে আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই এখন তাহাই ঘটিল। হা! ধার্মিকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্মের স্বরূপ নষ্ট এবং বলবীর্য্যের আশ্রয়স্থান বিলুপ্ত; তুমি বীর গতি লাভ করিয়া আমাদিগকে শোকাকুল করিলে। হা! সূর্য্য ভূতলে পতিত, চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন, অগ্নি নির্বাণ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম উচ্ছিন্ন হইল। বীর! তুমি যখন ধূলিতে নিদ্রিতবৎ শয়ান আছ তখন এই লঙ্কানিবাসী হতবীর্য্য লোকে আর কি আছে। হা! আজ রামরূপ প্রবল বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধৈর্য্য ইহার পত্র, বেগই

পুস্প, তপস্যা বল এবং শৌর্য্যই দৃঢ় মূল। হা! আজ রাবণরূপ মদস্রাবী হস্তী রামরূপ সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তেজ ইহার দশন, আভিজাত্যই মেরুদণ্ড, কোপ হস্তপদ এবং প্রসন্নতাই শুণ্ড। হা! রাবণরূপ অগ্নি রামরূপ মেঘে নির্বাণ হইয়া গেল। বিক্রম ও উৎসাহই ইহার জ্বলন্ত শিখা, ক্রোধনিশ্বাস ধূম এবং বলই দাহশক্তি। হা! রাবণরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইল। রাক্ষসগণই ইহার লাঙ্গূল ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু। এই বৃষ সর্বাপেক্ষা বিজয়ী এবং বেগে বায়ুতুল্য।

তখন রাম বিভীষণকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, বীর! এই রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই। ইনি মহাবলপরাক্রান্ত উৎসাহশীল ও মৃত্যুশঙ্কারহিত। এক্ষণে দৈবাৎ ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধিই যাঁহাদের কামনা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। যে ধীমান রণস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শঙ্কিত করিতেন তাঁহার মৃত্যুতে শোক করা কর্তব্য হইতেছে না। দেখ যুদ্ধে নিয়তই যে জয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই, লোকে হয় শত্রুকে বিনাশ করে, নয় স্বয়ংই তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষত্রিয় সম্মত গতি পূর্বাচার্য্যগণের নির্দিষ্ট। নিহত ক্ষত্রিয়ের জন্য শোক করা অনুচিত ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তুমি এই তত্ত্বে

স্থিরনিশ্চয় হইয়া বিশোক হও এবং এক্ষণে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও চিন্তা কর।

অনন্তর বিভীষণ শোকাকুল মনে কহিলেন, রাম! পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই আজ তুমি তাঁহাকে বিনাশ করিলে। এই মহাবীর যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়াছেন, নানারূপ ভোগ্য বস্তু উপভোগ, ভৃত্যগণকে পোষণ, মিত্রগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছেন। ইনি, বেদবেদান্তপারগ ও মহাতপা এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। এক্ষণে তোমার অনুমতি হইলে আমি ইহাঁর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য নির্বাহ করিতে পারি।

মহাত্মা রাম বিভীষণের এই করুণ বাক্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মৃত্যুপর্য্যন্তই শত্রুতার অন্ত, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠান কর। রাবণ যেমন তোমার স্নেহপাত্র সেইরূপ আমারও জানিবে।

১১১তম সর্গ

রাক্ষসগণের যুদ্ধস্থানে গমন ও বিলাপ

অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে, শোকাকুল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহাঁদের কেশপাশ আলুলিত, বারবার নিবারিত হইলেও উহার ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে; সকলে হতবৎস ধেনুর ন্যায় শোকাকুল। ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ভীষণ

যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ হা আর্য্যপুত্র! কেহ হা নাথ! এই বলিয়া সেই কবন্ধপূর্ণ রক্তকর্দমবহুল রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। উহাঁরা ভর্ত্তৃশোকে অধীর হইয়া যূথপতিহীন করিণীর ন্যায় বাষ্পকুললোচনে রণস্থলে ভর্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেখিল, মহাকায় মহাবীর্য্য মহাদ্যুতি কজ্জলস্তুপকৃষ্ণ রাবণ বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধূলিশয্যায় শয়ান। রাক্ষসীরা উহাঁকে তদবস্থ দেখিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় উহার দেহোপরি পতিত হইল। কেহ সবহুমানে উহাঁকে আলিঙ্গন এবং কেহ কেহ বা উহার কর চরণ ও কণ্ঠ গ্রহণ পূর্বক রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভুজদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত এবং কেহ বা উহাঁর মুখ নিরীক্ষণ পূর্বক বিমোহিত হইল। কেহ স্বীয় উৎসঙ্গে ভর্তার মস্তক লইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক রোদন করিতে লাগিল এবং তুষারজলে পদ্মের ন্যায় বাষ্পবারিতে উহার মুখ অভিসিক্ত করিয়া তুলিল। তৎকালে সকলেই রাবণের বিনাশশোকে হাহাকার করিয়া করুণ স্বরে কহিতে লাগিল, হা! যিনি ইন্দ্রকে এবং যিনি যমকেও শঙ্কিত করিয়াছিলেন, যিনি কুবেরের পুষ্পক রথ বল পূর্বক লইয়াছেন, এবং গন্ধর্ব ও ঋষিগণ যাঁহার ভয়ে সততই শশব্যস্ত ছিলেন আজ তিনিই বিনষ্ট ও ধূলিশয্যায় শয়ান। সুরাসুর ও পন্নগ হইতেও যাঁহার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। আজ মনুষ্যহস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল? যিনি দেব দানব ও রাক্ষসের অবধ্য তিনিই আজ একজন

পাদচারী মনুষ্যের হস্তে বিনষ্ট ও শয়ান? সুরাসুর যক্ষ যাঁহাকে বধ করিতে পারে না আজ তিনিই নিতান্ত নির্বীর্য্যের ন্যায় মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইলেন।

হা মহারাজ! তুমি সুহৃদগণের হিতবাক্যে অবহেলা করিয়া মৃত্যুর নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে, রাক্ষসগণকে মৃত্যুমুখে ফেললে এবং আমাদিগকেও এককালে বিনাশ করিলে। তোমার ভ্রাতা বিভীষণ তোমাকে কতই হিত উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তুমি মোহপ্রভাবে মৃত্যুর জন্য তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন কর। যদি তুমি রামকে জানকী সমর্পণ করিতে তাহা হইলে আমাদিগের এই মূলঘাতী ঘোর বিপদ ঘটিতে পারিত না; রামের মনোরথ পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিত্রপক্ষ কৃতকার্য্য হইতেন, আমরা সধবা থাকিতাম এবং শত্রুগণেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইত না। কিন্তু তুমি দুর্বুদ্ধিক্রমে বল পূর্বক সীতাকে রোধ করিয়াছিলে তজ্জন্য আপনাকে রাক্ষসগণকে ও আমাদিগকেও তুল্যরূপে নিপাত করিলে। রাজন! ইহাতে তোমারই বা দোষ কি? দৈবই সমস্ত ঘটাইয়া দেয়, দৈবে না মারিলে লোক মরে না। অসংখ্য রাক্ষস ও বানর এবং তোমার এই যে মৃত্যু ইহা দৈবযোগেই ঘটিয়াছে। লোকে ফলোন্মুখী দৈবগতিকে অর্থ, ইচ্ছা, বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না।

তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীগণ দীনমনে বাম্পাকুল লোচনে কুররীর ন্যায় এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

১১২তম সর্গ

মন্দোদরীর বিলাপ, রাম বিভীষণ সংবাদ, বিভীষণ কর্তৃক রাবণের অগ্নিসংস্কার

ইত্যবসরে সর্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী রাবণকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল, হা নাথ! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। মহর্ষি, যশস্বী গন্ধর্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিগদিগন্তে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি আজ কিনা এক জন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলে; অথচ ইহাতে লজ্জিত হইতেছ না? এ কি! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বল বিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ পূর্বক শ্রীলাভ করিয়াছিলে; আজ কিনা একজন বনচারী মনুষ্য তোমাকেই বিনাশ করিল? তুমি স্বয়ং কামরূপী, এই মনুষ্যের অগম্য লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভূমি, আজ কি না এক জন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয় স্বয়ং কৃতান্ত ছদ্মবেশে রামরূপে আসিয়া থাকিবেন, তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এইরূপ অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বোধ হয় ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিলেন; না, তাই বা কিরূপে সম্ভব, তিনি যে যুদ্ধে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাঁহার এমন কি সাধ্য। অথবা বোধ হয় যিনি সর্বান্তর্যামী নিত্য পুরুষ, যিনি জন্ম জরা ও বিনাশহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্তক, যিনি শঙ্খচক্র ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষে

শ্রীবৎসচিহ্ন, যিনি অজেয়, ও নিশ্চল, যাঁহার শ্রী অটল সেই মহাযোগী সত্যবিক্রম সর্বলোকেশ্বর বিষ্ণু মনুষ্যাকার ধারণ পূর্বক বানররূপী মুরগণে পরিবৃত হইয়া লোকের হিতকামনায় রাক্ষসগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্বে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা সেই বৈরস্মরণ পূর্বক তোমাকে জয় করিয়া থাকিবে। হা! যখন জনস্থানে মহাবীর খর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইল তখনই জানিয়াছি রাম মনুষ্য নহেন। যখন হনূমান সুরগণেরও অগম্য লঙ্কা দ্বীপে স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে প্রবেশ করিল তদবধিই আমরা নানা দুর্ভাবনায় ব্যপিত হইয়াছি। আমি পূর্বে তোমায় কহিয়াছিলাম, রাজন! রামের সহিত বিরোধ করিও না, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এক্ষণে তারই এই ফল হইল। হা! তুমি আত্মীয় স্বজনের সহিত ধনে প্রাণে নষ্ট হইবার জন্য অকস্মাৎ সীতার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই পূজনীয়াকে অপহরণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তিনি সর্বংসহা-সহিষ্ণুতা গুণের নিদর্শনভূতা পৃথিবীরও পৃথিবী এবং শ্রীরও স্ত্রী। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দরী ও পতিপ্রাণা। তুমি তাঁহাকে বিজন অরণ্য হইতে ছলে বলে আনয়ন পূর্বক সবংশে বিনষ্ট হইলে। তুমি সীতার সমাগম অভিলাষ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না; প্রত্যুত সেই পতিব্রতারই তপঃ প্রভাবে স্বয়ং দগ্ধ হইলে। তুমি যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া আন

তখন যে উহার ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া যাও নাই তাঁহার কারণ তোমার সেই মাহাত্ম, যাহার প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নিও ভীত হন। নাথ! প্রকৃত সময়ে পাপ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যে শুভকারী সে শুভ ফল ভোগ করে এবং যে পাপকারী সে পাপফল ভোগ করিয়া থাকে। তাঁহার সাক্ষী, বিভীষণের সুখ এবং তোমার এই নিদারুণ দুঃখ। নাথ! সীতা অপেক্ষাও তো তোমার বহুসংখ্য রূপবতী রমণী আছে কিন্তু তুমি কামবশে মোহাবেশে বুঝিতে পার নাই। সীতা কুল ও রূপগুণে কিছুতেই আমার অনুরূপ বা অধিক নহে কিন্তু তুমি মোহবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। বিনা কারণে কাহারই মৃত্যু হয় না, তোমার মৃত্যু কারণ সেই পতিদেবতা সীতা। তুমি দূর হইতে এই মৃত্যু স্বয়ংই আহরণ করিয়াছ। অতঃপর সীতা বিশোক হইয়া রামের সহিত সুখে কালহরণ করিবেন আর এই মন্দভাগিনী ঘোর শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। বীর! আমি কৈলাস সুমেরু ও মন্দর পর্বত, চৈত্ররথ কানন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে তোমার সহিত কতই বিহার করিয়াছি, বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট শ্রী সম্পন্ন হইয়া বিবিধ দেশ দেখিয়াছি, আজ সেই আমি এক তোমার মৃত্যুতে এই সমস্ত ভোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, আজ সেই আমি বিধবা হইলাম, এক্ষণে বুঝিলাম রাজশ্রী নিতান্ত চপলা, তাহাকে ধিক্।

নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতায় সূর্য্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় পদ্মের তুল্য, ইহার ভ্রুযুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক অতি সুন্দর,

ইহা রত্নকিরীট ও দীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল, পানগোষ্ঠীতে মদিরারসে নেত্রযুগল চঞ্চল হইলে ইহার যার পর নাই ঐ হইত, আলাপকালে সহাস্য মধুর বাক্য নিঃসৃত হইয়া ইহার অপূর্ব প্রভা বিস্তার করিত; হা! আজ তোমার সেই মুখ নিতান্ত শ্রীহীন ও মলিন। ইহা রামের শরে ছিন্ন, গলিত মেদ ও মজ্জায় ক্লিন্ন, রুধির ধারায় রক্তিম এবং রথোত্থিত ধূলিজালে রুক্ষ হইয়া আছে। হা! আমি অতি হতভাগিনী; আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই সেই বৈধব্যদশা আমার ঘটিল! আমার পিতা দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসেশ্বর, পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী এই জন্য আমার মনে মনে বড়ই গর্ব ছিল। আমার রক্ষকেরা অকুতোভয় খ্যাতবীর্য্য ও বিজয়ী ইহাও আমার মনে একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হা! এতাদৃশ প্রভাব তোমরা থাকিতে এই অতর্কিত মনুষ্যভয় কি রূপে উপস্থিত হইল। নাথ! তোমার এই দেহ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলবৎ শ্যামল, পর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং কেয়ূর অঙ্গদ মুক্তাহার ও পুষ্প মালে সুশোভিত। ইহা বিহারগৃহে রমণীয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য ছিল। ইহা নানারূপ আভরণ প্রভায় বিদ্যুৎ জলদের ন্যায় শোভা পাইত; হা! আজ ইহা কণ্টকাকীর্ণ শশবৎ বহুসংখ্য তীক্ষ্ণ শরে ব্যাপ্ত ও লিপ্ত। এই জন্য ইহার স্পর্শ আমার পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! মর্মপ্রসারিত শরে এই দেহের স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; ইহা শ্যামবর্ণ কিন্তু এক্ষণে রক্ত কান্তি। বজ্রবিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত আছে। হা নাথ! রামের হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে

ইহা স্বপ্নবৎ অলীক, তাহাই কি সত্য হইল! তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু কিন্তু স্বয়ং কিরূপে মৃত্যুর বশীভূত হইলে? তুমি ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; সমস্ত লোক তোমার জন্য সততই ভীত ছিল; তুমি লোকপালবিজয়ী; তুমি দেবদেব মহাদেবকেও টলাইয়া ছিলে। তুমি গর্বিতদিগের নিগ্রহ, এবং অনেক সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছ। তুমি শত্রুর নিকট স্বতেজে গর্বোক্তি করিয়া থাক। তুমি স্বজন ও ভৃত্যের রক্ষক এবং বীরগণের বিনাশক। তুমি বহুসংখ্য দানব ও যক্ষকে নিহত এবং নিবাতকবচগণকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি যজ্ঞনাশ, ধর্মের মর্য্যাদাভেদ এবং যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করিতে এবং সুরাসুর ও মনুষ্যের কন্যাকে নানাস্থান হইতে বল পূর্বক আনিতে। তুমি শত্রুস্ত্রীর শোকদ এবং স্বজনের নেতা। তুমি লঙ্কার রক্ষক ও ভীষণ কার্য্যের কর্তা। তুমি আমাদিগকে বিবিধ ভোগে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক। হা! এক্ষণে আমি তোমাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়াও যে দেহ ধারণ করিয়া আছি ইহাতেই বোধ হয় আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। নাথ! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে এখন কি জন্য ভূতলে ধূলিধূসর হইয়া শয়ান আছ? যে দিন বীর লক্ষ্মণ আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছেন সেই দিন আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলাম কিন্তু আজ এক কালে বিনষ্ট হইলাম। এখন বন্ধুহীন অনাথ ও ভোগবিহীন হইয়া চিরকাল শোকার্ণবে নিমগ্ন থাকিব! হা! তুমি দুর্গম সুদীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছ, আজ এই দুঃখিনীকেও সেই পথের সঙ্গিনী

করিয়া লও, আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই থাকিব না। তুমি এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী কেন যাও? এই মন্দভাগিনী তোমার জন্য শোকাকুল মনে বিলাপ করিতেছে তুমি কেন ইহাকে সান্ত্বনা করিতেছ না? আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি; ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই? এই দেখ, তোমার পত্নীগণের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্কৃান্ত হইয়াছে; ইহাদিগকে বহির্গত দেখিয়া তুমি কেন ক্রুদ্ধ হও নাই? আমি তোমার ক্রীড়াসহায়, এক্ষণে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, তুমি কি জন্য আমাকে সান্ত্বনা এবং কি জন্যই বা আমায় বহুমান করিতেছ না? তুমি যে সকল পতিব্রতা পতিসেবারতা ধর্মপরায়ণা কুলস্ত্রীকে বিধবা কর তাহারাই শোকাকুল মনে তোমায় অভিসম্পাত করিয়াছিল তজ্জন্যই আজ তুমি শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিলে। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমায় যে অভিশাপ দিয়াছিল, বলিতে কি, আজ তাঁহারই এই ফল উপস্থিত হইল। পতিব্রতাদিগের চক্ষের জল ভূতলে পড়িলে নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে এই যে প্রবাদ-বাক্য আছে ইহা কি সত্যসত্যই তোমাতে ফলিল! রাজন্! তুমি মহাবীর; তুমি স্ববিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ; জানি না, তোমার কিরুপে সামান্য স্ত্রীচৌর্য্যে প্রবৃত্তি হইল? তুমি স্বর্ণমৃগচ্ছলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারণ পূর্বক জানকীরে কেন আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছিলে? তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কালই দেখিয়া

থাক এবং তোমার যুদ্ধকাতরতাও কখন শুনি নাই, তবে যে তুমি এইরূপ করিলে ইহা কেবল ভাগ্যদোষে আসন্ন মৃত্যুরই লক্ষণ। আমার সেই সত্যবাদী দেবর জানকীরে লঙ্কায় আনীত দেখিয়া চিন্তায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই কি ঘটিল! রাজন্! তোমারই দুরপনেয় কামক্রোধজ ব্যসনে এই মূলঘাতী অনর্থ উপস্থিত হইল। তুমিই এই রাক্ষসকুলকে অনাথ করিলে। তুমি আপনার সদসৎ কর্ম লইয়া বীরগতি লাভ করিয়াছ; তুমি কোনও অংশে শোচনীয় নও, কেবল স্ত্রী স্বভাব হেতু আমার বুদ্ধি করুণায় কাতর হইতেছে। আমিই কেবল তোমার বিনাশ দুঃখে শোকাকুল হইতেছি। তুমি হিতার্থী সুহৃদ ও ভ্রাতৃগণের নিবারণ শুন নাই; বিভীষণ ভাবে তোমাকে অনেক শ্রেয়স্কর সঙ্গত কথা কহিয়া ছিলেন তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। তুমি বীর্য্যগর্বে মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার অনুরোধ রক্ষা কর নাই এখন তাঁহারই ফল এইরূপ হইল। হা নাথ! তোমার দেহ জলদাকার, পরিধান পীতাম্বর এবং হস্তে স্বর্গাঙ্গদ; তুমি রক্তে অবগুণ্ঠিত হইয়া দেহ প্রসারণ পূর্বক কেন শয়ান আছ! তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়া কেন সম্ভাষণ করিতেছ না! আমি মহাবীর্য্য রাক্ষস সুমালীর দৌহিত্রী; তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না! রাজন্! এই নূতন পরাভবকালে তুমি কি কারণে শয়ান আছ, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর। হা! আজ সূর্য্যরশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। তুমি এই দুর্নিরীক্ষ্য পরিঘ দ্বারা শত্রুসংহার করিতে।

ইহা বজ্রবৎ কঠোর স্বর্ণখচিত ও গন্ধমাল্যে অর্চিত; এখন ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। নাথ! তুমি রণভূমিকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্বক শয়ান আছ আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছ না! হা! এক্ষণে আমার এই হৃদয়কে ধিক্, ইহা তোমার বিনাশে শোকাকুল হইয়া এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না।

রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্নেহাবেগে রাবণের বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎকালে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘে উজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উহার সপত্নীগণ যার পর নাই কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে উহাঁকে ভর্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপন পূর্বক প্রবোধ বাক্যে কহিল, দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত ইহা কি তুমি জান না? এবং পুণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজ্যলক্ষ্মী যে থাকেন না ইহাও কি তুমি জান না? রাবণের পত্নীগণ রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন। করিতে লাগিল। চক্ষের জলে উহাঁদের স্তন ও সুনির্মল মুখ ধৌত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে রাম বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের অগ্নিসংস্কার এবং সমস্ত স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা কর। তখন ধীমান বিভীষণ বুদ্ধিবলে সম্যক্ বিচার করিয়া ধর্মসঙ্গত ও বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! যে ব্যক্তি পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী তাঁহার অগ্নিসংস্কার করা আমার উচিত হইতেছে না। এই রাক্ষসরাজ আমার অনিষ্টপর ভ্রাতৃরূপী

শত্রু। ইনি গুরুত্বগৌরবে যদিও আমার পুজ্য কিন্তু কিছুতেই পূজা পাবার যোগ্য নহেন। রাম! আমি ইহাঁর দেহদাহে অসম্মত পৃথিবীর তাবৎ লোক আমার এই কথা শুনিয়া হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারে কিন্তু ইহাঁর সমস্ত দোষের কথা শুনিলে তাহারা পুনর্বার বলিবে বিভীষণ যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে।

তখন ধর্মশীল রাম পরম প্রীত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি তোমার প্রভাবে জয় লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনরূপ প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমার যা কিছু বক্তব্য আমি অবশ্যই তোমায় বলিব। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যদিও অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহাঁকে জয় করিতে পারেন নাই। মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা, ইহাকে বধ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহার অগ্নিসংস্কার কর। ইনি যেমন তোমার তেমনি আমার। তুমি ধর্মানুসারে ইহাঁর শাস্ত্রসম্মত অগ্নিসংস্কার করিতে পার, ইহাতে নিশ্চয় যশস্বী হইবে।

তখন বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংস্কারে সত্বর হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্বক শ্মশানক্ষেত্রের জন্য তাঁহার অগ্নিহোত্র বাহির করিয়া দিলেন। পরে শকট, অগ্নি, যাজক, চন্দনকাষ্ঠ, অন্যান্য কাষ্ঠ, সুগন্ধী অগুরু, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য এবং মণিমুক্তা ও প্রবাল পাঠাইয়া দিলেন এবং

স্বয়ংও রাক্ষসগণের সহিত মুহূর্ত মধ্যে আগমন পূর্বক মাল্যবানকে লইয়া কার্য্যরম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া অপূর্ণলোচনে সুবর্ণ নির্মিত শিবিকায় আরোপণ করাইল। তূর্য্যরবের সহিত স্তুতিবাদকেরা উহার গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইল এবং সকলে ঐ মাল্যমজ্জিত পতাকাশোভিত শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে কিন্তু অনভ্যাসবশত যেন প্লুতগতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

পরে সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রাবণকে পবিত্র স্থানে অবতারণ করিল এবং বেদ বিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেত চন্দন, পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রাঙ্কব চর্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত পিতৃমেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল ব্রাহ্মণেরা চিতার দৃক্ষিণপূর্ব কোণে বেদি নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিল। পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপ পূর্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উলুখল রাখিয়া দিল এবং দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও মুসল যথাস্থানে দিয়া পিতৃমেধ সাধন করিতে লাগিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও মহর্ষিবিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া উহার

সঘৃত মেদে এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বশাইয়া দিল এবং গন্ধ মাল্যে তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া বাষ্পপূর্ণ মুখে দীনমনে উহাঁর দেহোপরি বস্ত্র ও লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণ উহাঁকে অগ্নি-প্রদান করিলেন। পরে দেহ ভস্মসাৎ হইলে তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে বিধি পূর্বক দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে উহাঁর তর্পণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে পুনঃপুনঃ সান্ত্বনা করিয়া অনুনয় পূর্বক প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উহাঁরা প্রস্থান করিলে তিনিও বিনীত ভাবে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন রাম সেইরূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বর্ম শর ও শরাসন পরিত্যাগ ও রোষ পরিহার পূর্বক পুনর্বার সৌম্যকার ধারণ করিলেন।

১১৩তম সর্গ

রাম কর্তৃক বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক করণ ও হনূমানকে জানকী সমীপে প্রেরণ

এদিকে দেবতা গন্ধর্ব ও দানবগণ রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া স্ব স্ব বিমানে আরোহণ পূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রতিগমনকালে ঘোর রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধনৈপুণ্য, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, হনূমান ও লক্ষ্মণের অনুরাগ ও বিক্রম এবং সীতার পাতিব্রত্য এই সমস্ত

বিষয় লইয়া হৃষ্টমনে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা রাম সুরসারথি মাতলিকে যথোচিত সমাদর পূর্বক অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া প্রতিগমনে অনুমতি করিলেন। মাতলি ও সেই দিব্য রথে আরোহণ পূর্বক দ্যুলোকে উত্থিত হইলেন।

পরে রাম পরম প্রীত হইয়া সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বানরগণ রামের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ উহাঁকে অভিবাদন করিলেন। তখন রাম সেনানিবেশে আসিয়া সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক কর। ইনি আমার পূর্বোপকারী এবং অনুরক্ত ও ভক্ত। ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিব ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

তখন লক্ষ্মণ রামের বাক্যে অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বানরগণের হস্তে স্বর্ণ কলস দিয়া সমুদ্রের জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র শীঘ্রগামী বানরেরা সপ্ত সমুদ্রের জল আহরণ করিল।

পরে লক্ষ্মণ রামের অনুমতিক্রম বিভীষণকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সুহৃদগণের সহিত বেদ বিহিত বিধি অনুসারে ঐ জলপূর্ণ কলসে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। তৎকালে রাক্ষস ও সমস্ত বানর উহাঁকে অভিষেক করিতে লাগিল। বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে রক্ষসগণের রাজা হইলেন। তাঁহার অনুরক্ত অমাত্যের পরম পুলকিত

হইল এবং রামকে স্তব করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ ও অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

অনন্তর বিভীষণ প্রকৃতিগণকে সান্ত্বনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। পৌরগণ সন্তুষ্ট হইয়া উহাঁকে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প উপহার দিতে লাগিল। তিনি ঐ সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা রাম উহাঁকে কৃতকার্য্য ও সুসমৃদ্ধ দেখিয়া উহাঁরই ইচ্ছাক্রমে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন।

পরে তিনি প্রণত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হনূমানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের আজ্ঞাক্রমে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক অগ্রে জানকীর কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে আমি, সুগ্রীব, ও লক্ষ্মণ আমাদের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কহিও মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। বীর! তুমি জানকীরে এই প্রিয় সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া শীঘ্র আইস।

১১৪তম সর্গ

হনূমান জানকী সংবাদ

অনন্তর হনূমান এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বিভীষণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ উহাঁকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। তিনি লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ মহাবীর জানকীর পূর্ব্বপরিচিত। তিনি ন্যায়ানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী অঙ্গসংস্কার অভাবে মলিন এবং গ্রহভয়ভীত

রোহিণীর ন্যায় দীন। তিনি রাক্ষসীগণে বেষ্টিত এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দ মনে উপবিষ্ট। তখন হনূমান নিকট বর্ত্তী হইয়া উহাঁকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত ও নিশ্চল ভাবে জঁড়াইয়া রহিলেন। জানকী উহাঁকে দেখিবামাত্র হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিলেন, পরে স্মরণ হইবামাত্র যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর হনূমান জানকীর মুখাকার পুর্বপরিচয় ও বিশ্বাসে সৌম্য দেখিয়া কহিলেন, দেবি! রাম তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তিনি, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীব সকলেই কুশলে আছেন। মহাত্মা রাম লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে বিভীষণের সাহায্যে মহাবীর রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশত্রু ও পূর্ণকাম। দেবি! আমি তোমাকে শুভ সংবাদ দিতেছি এবং তোমার প্রতিবন্ধনের জন্য পুনরায় কহিতেছি, রাম তোমারই প্রভাবে জয় লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বিতজ্বর ও সুস্থ হও। ঘোর শত্রু রাবণ বিনষ্ট ও লঙ্কাপুরী অধিকৃত হইয়াছে। মহাত্মা রাম কহিয়াছেন, আমি তোমার শত্রু জয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও বিনিদ্র হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে তুমি রাবণের গৃহে আছ বলিয়া কিছুমাত্র ভীত হইও না, আমি লঙ্কার সমস্ত আধিপত্য বিভীষণের হস্তে অর্পণ করিয়াছি; আশ্বস্ত হও, তুমি স্বগৃহেই অবস্থান করিতেছ। দেবি! বিভীষণও তোমার দর্শনে উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে শীঘ্রই যাইবেন।

চন্দ্রাননা জানকী হনুমানের মুখে এই প্রিয় সংবাদ পাইয়া হর্ষভরে বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তখন হনূমান উহাঁকে মৌনী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দেবি! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এবং কেনই বা আমার কথায় কোনরূপ উত্তর করিতেছ না?

তখন পতিব্রতা সীতা পরম প্রীত হইয়া বাষ্পগদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভর্তার বিজয়সংক্রান্ত এই প্রিয় সংবাদ শুনিয়া হর্ষে ক্ষণকাল আমার বাঙনিষ্পত্তি করিবার শক্তি ছিল না। বৎস! তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্য রাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।

হনূমান জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! তুমি ভর্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। এইরূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই বলিতে পার। আমি তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শুনিবার প্রার্থী; ইহা ধন রত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিক। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয়ী ও সুস্থির দেখিতেছ তখন তো বস্তুতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

জানকী কহিলেন, হনূমান! বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিমৎ বাক্য তুমিই বলিতে পার। তুমি বায়ুর প্রশংসনীয় পুত্র ও পরম ধার্মিক। বল,

বিক্রম, বীরত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, ঔদার্য্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও বিনয় প্রভৃতি অনেকানেক শোভন গুণ তোমাতেই আছে।

হনূমান সীতার এই কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং এইরূপ প্রশংসায় অতিমাত্র উল্লম্ফিত না হইয়া সবিনয়ে পুনরায় কহিলেন, দেবি! এই সমস্ত রাক্ষসী এতদিন তোমার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো বল আমি এখনই ইহাদিগকে বধ করি। ইহারা বিকৃতকার ও ঘোরাচার; ইহাদের কেশজাল রুক্ষ ও চক্ষু ক্রূরতর। শুনিয়াছি, ইহারা রাবণের আদেশে এই অশোক বনে তোমায় কঠোর কথায় পুনঃপুনঃ ক্লেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে আমি এখনই ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বধ করি। কাহাকে মুষ্টি ও পার্ষ্ণিপ্রহার, কাহাকে জঙ্ঘা ও জানুপ্রহার, কাহাকে দংশন, কাহারও নাসাকর্ণ ভক্ষণ এবং কাহারও বা কেশোৎপাটন পূর্বক এই সমস্ত অপ্রিয়কারিণীকে বধ করি। তুমি এই বিষয়ে আমায় সম্মতি দেও।

তখন দীনা দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া কহিলেন, বীর! যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য করে সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্তী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব দুষ্কৃতি নিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি, আমি স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এটি দৈবী গতি। আমি পূর্বেই

জানিতাম যে দশাবিপাকে আমায় এইরূপ সহিতে হইবে। এক্ষণে আমি নিতান্ত অক্ষম দুর্বলের ন্যায় ইহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। ইহার রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। বীর! একদা কোন ভল্লুক ব্যাঘ্রের নিকট যে ধর্মসঙ্গত কথা বলিয়াছিল তাহা শুন।*

*[*এস্থলে একটি পৌরাণিক গাথা আছে। কোন ব্যাধ ব্যাঘ্র কর্তৃক অনুসৃত হইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করে। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক বাস করিত। ব্যাঘ্র ভল্লককে কহিল দেখ, ব্যাধ আমাদিগের পরম শত্রু, তুমি উহাঁকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। ভল্লুক কহিল যে ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে আমি তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না। এই বলিয়া সে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে কহিল ব্যাধ, তুমি ঐ নিদ্রিত ভল্লককে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও ব্যাধ তাহাই করিল, কিন্তু ভল্লুক অভ্যাসবলে বৃক্ষের শাখার অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন ব্যাঘ্র কহিল ভল্লুক, এই ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছে, তুমি উহাঁকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। কিন্তু ভল্লুক কহিল, ব্যাধ কৃতাপরাধ হইলেও আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না।]*

যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রত্যুপকার করেন না; ফলত এইরূপ আচার রক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য; চরিত্রই সাধুগণের ভুষণ। আর্য্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও

শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। ধরিতে গেলে সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্বত্র ক্ষমা করা উচিত। পর হিংসাতে যাহাদের সুখ, যাহারা ক্রূর প্রকৃতি ও দুরাত্মা পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিবে না।

হনূমান কহিলেন, দেবি! বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্মপত্নী এবং সর্বাংশেই তাঁহার অনুরূপা, এখন আমায় অনুমতি কর আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।

তখন জানকী কহিলেন, সৌম্য! আমি ভক্তবৎসল ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। মহামতি হনূমান উহার মনে হর্ষোৎপাদন পূর্বক কহিলেন, দেবি! আজ তুমি সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশত্রু ও স্থিরমিত্র; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন তুমি আজ সেই রূপ তাহাকে দেখিতে পাইবে।

হনূমান সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা সীতাকে এইরূপ কহিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

১১৫তম সর্গ

জানকীর রাম সমীপে আগমন

অনন্তর ধীমান হনূমান পদ্মপলাশলোচন রামের নিকটস্থ হইয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, রাজন্! যে নিমিত্ত সমস্ত উদ্‌যোগ, যাহা সেতুবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্মের একমাত্র ফল এখন সেই

জানকীরে দেখা তোমার উচিত হইতেছে। সেই শোকনিমগ্না সজলনয়না দেবী আমার নিকট বিজয়সংবাদ শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব প্রত্যয়ে আমায় কহিলেন, আমি ভর্তাকে দেখি বার ইচ্ছা করি। এই বলিয়াই তিনি আকুল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

ধর্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষৎ জল আসিল। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দিক নিরীক্ষণ পূর্বক কৃষ্ণকায় বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকীরে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্রই আন।

অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

সীতা কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি স্নান না করিয়াই ভর্তাকে দেখিব। বিভীষণ কহিলেন, দেবি! রাম যেরূপ কহিয়াছেন তাহাই করা তোমার উচিত।

তখন পতিব্রতা সীতা পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া শিবিকায় উঠিলেন। বিভীষণ

স্ত্রীলোককে বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা উহাঁকে বহুসংখ্য রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। রাম সীতার আগমন জানিতে পারিয়াও ধ্যানে আছেন। ইত্যবসরে বিভীষণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, বীর! দেবী জানকী উপস্থিত। রাম ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আসিবার কথা শুনিয়া রোষ হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ অনুভব করিলেন এবং চিন্তা করিয়া অপ্রফুল্ল মনে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আসুন।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে তফাৎ করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। উহার আদেশমাত্র কঞ্চুক ও উষ্ণীষে শোভিত ঝর্ঝর শব্দবৎ বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষেরা যোদ্ধৃগণকে অপসারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উত্থিত হইয়া দূরে চলিল। ঐ সময় বায়ুবেগভিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটা মহা কলরব উঠিল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তন্নিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া স্বীয় কারুণ্যে নিবারণ করিলেন এবং অমর্ষভরে ও রোষজ্বলিত নেত্রে বিভীষণকে যেন দগ্ধ করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজ আড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আরও বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ,

স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ, ইনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন, এ সময়ে বিশেষত আমার নিকট ইহাকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক।

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীত ভাবে আনিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনূমানও রামের ঐ বাক্যে দুঃখিত হইলেন। জানকী লজ্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন; বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ; তিনি রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্তার প্রশান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহু দিনের অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্র সুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দূর হইল এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নির্মল চন্দ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

১১৬তম সর্গ

রামের জানকী প্রত্যাখ্যান

অনন্তর রাম বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয় আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল, এবং আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম।

আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বতেজে শত্রুকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষুদ্রমনা নীচের প্রবল পৌরুষে কি কাজ। আজ মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি সমস্ত গৌরবের কার্য্য সফল। আজ সুগ্রীবের বিক্রম প্রদর্শন এবং সৎপরামর্শ প্রদান ফলবৎ হইল। আর যিনি নির্গুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আমার আশ্রয় লইয়াছেন আজ তাঁহারও পরিশ্রম সফল হইল।

রামের এই কথা শুনিয়া মৃগীর ন্যায় জানকীর নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে ঐ নীলকুঞ্চিত কেশা কমলোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদভয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি সর্বসমক্ষে উহাঁকে কহিতে লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা কর্তব্য আমি রাবণের বধসাধন পূর্বক তাহা করিয়াছি। যেমন উগ্রতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য ইল্বল ও বাতাপির ভয় হইতে দক্ষিণ দিককে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উদ্ধার করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয়

চরিত্র রক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকুল সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকুল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কহিতেছি তুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী কোন্ সৎকুল জাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে। তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনগ্রহণ করিব। যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। ভদ্রে! আজ আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতে অনুরাগিনী হও, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণী দেখিয়া এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় অধিক ক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।

১১৭তম সর্গ

রামের প্রতি জানকীর বাক্য, লক্ষ্মণের চিতা প্রস্তুত করণ, জানকীর অগ্নি প্রবেশ

জানকী ক্রোধাবিষ্ট রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর কথা শুনিয়া করিশুণ্ডাহত লতার ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বহুসংখ্য লোকের নিকট এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন, এবং স্বদেহে যেন মিশাইয়া গেলেন। তৎকালে রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাষ্পকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিয়া মৃদু ও গদ্‌গদ্‌ বাক্যে রামকে কহিলেন, যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতি কটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচ প্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রী জাতিকে আশঙ্কা করিতেছ ইহা অনুচিত, যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গ স্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল তবিষয়ে আমি কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহসম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি

পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনূমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার সুহৃদগণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন! তুমি ক্রোধের বশীভুত হইয়া নিতান্ত নীচ লোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ, কিন্তু আমার জানকী নাম কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহি না। ভর্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নি প্রবেশ পূর্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদগণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তকযমতুল্য রামকে অনুনয় করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী হইল না। তিনি অবনত মুখে উপবিষ্টা সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অভিবাদন পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সীতাকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিল জানকী দীপ্ত চিতানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তপ্তকাঞ্চমবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে পতিত হইলেন। মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিলেন ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইতেছেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তাহাকে মন্ত্রপুত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। জানকী যেন

একটা শাপগ্রস্থ দেবতা স্বর্গ হইতে নরকে পড়িতেছেন। তৎকালে রাক্ষস ও বানরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া তুমুল রবে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

১১৮তম সর্গ

দেবগণের রাম সমীপে আগমন, রামের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য

অনন্তর ধর্মশীল রাম তৎকালে সকলের নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পকুল লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নীরাধিপতি বরুণ, ত্রিলোচন বৃষভবাহন মহাদেব, এবং সমস্ত পদার্থের স্রষ্টা বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম। উজ্জ্বল বিমানযোগে রামের নিকট আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে অঙ্গদ শোভিত হস্ত উত্তোলন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি সকলের কর্তা এবং জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে কেন জানকীর অগ্নি প্রবেশে উপেক্ষা কর? তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্বকল্পের ক্রতধামা নামে বসু। তুমি ত্রিলোকের আদিকর্তা; কেহ তোমার নিয়ন্তা নাই। তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব, এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্য্যবান। অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষু। তুমি আদ্যন্ত মধ্যে বর্তমান। এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় কেন সীতাকে অবিচারে উপেক্ষা করিতেছ?

লোকপ্রভু রাম লোকপালগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি রাজা দশরথের পুত্র, রাম; আমি আপনাকে মনুষ্য বোধ করিয়া

থাকি। এক্ষণে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, আপনারা তাহাই বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রাম! আমি এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব কহিতেছি শুন। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ও স্বপ্রকাশ, তুমি একশৃঙ্গ বরাহ, তুমি জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য, তুমি অক্ষয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি আদ্যন্ত মধ্যে বর্তমান, তুমি ধর্ম নিরত ব্যক্তির পরম ধর্ম, সর্বত্রই তোমার নিয়ম, তুমি চতুর্ভুজ, তোমার হস্তে কালরূপ শার্ঙ্গধনু, তুমি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, পুরুষ ও পুরুষোত্তম, তুমি পাপের অজেয়, খড়্গাধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ, তোমার শক্তির ইয়ত্তা নাই, তুমি সেনানী ও মন্ত্রী, তুমি বিশ্ব, নিশ্চয়াক বুদ্ধি, ক্ষমা ও দম, তুমি সৃষ্টি ও সংহার, তুমি উপেন্দ্র ও মধুসূদন, ইন্দ্র তোমারই সৃষ্টি, তুমি মহেন্দ্র পদ্মনাভ ও শত্রুনাশক, দিব্য মহর্ষিগণ তোমাকে আশ্রয় ও রক্ষক বলিয়া নির্দেশ করেন। তুমি সহস্রশৃঙ্গ বেদস্বরূপ এবং শতশীর্ষ শিশুমার। তুমি ত্রিলোকের আদিস্রষ্টা, তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই; তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ও সর্বাদি, তুমি যজ্ঞ বষটকার ঔঙ্কার ও পারাৎপর, তোমার উৎপত্তি ও নিধন কেহ জানে না, তুমি যে কে তাও কেহ জানে না, তুমি সমস্ত ইতর প্রাণী ও গো ব্রাহ্মণের অন্তর্যামী; তুমি দশদিক অন্তরীক্ষ পর্বত ও নদীতে বিদ্যমান, তোমার চরণ সহস্র, চক্ষু সহস্র এবং মস্তক শত। তুমি সমস্ত প্রাণী পৃথিবী ও পর্বত ধারণ করিয়া আছ। তুমি মহাপ্রলয়ের পর সলিলোপরি অনন্ত শয্যায় শায়ান থাক। তুমি

ত্রিলোকধারী বিরাট। রাম! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, মন্নির্ম্মিত দেবগণ গাত্রলোম, রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস উন্মেষ, বেদ সকল তোমার সংস্কার, তোমা ব্যতীত কোন পদার্থই নাই, সমস্ত জগৎ তোমার শরীর, পৃথিবী স্থৈর্য্য, অগ্নি ক্রোধ, চন্দ্র প্রসন্নতা। পূর্ব্বে তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে। জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণু। তুমি রাবণকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদের কার্য্য সাধন হইয়াছে, রাবণ বিনষ্ট হইল, অতঃপর তুমি হৃষ্টমনে দেবলোকে চল। দেব! তোমার বলবীর্য্য অমোঘ, তোমার পরাক্রম অমোঘ, তোমার দর্শন অমোঘ এবং তোমার স্তবও অমোঘ। এই পৃথিবীতে যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং যে সকল মনুষ্য এই আর্ষ স্তব কীর্ত্তন করিবে তাহারা কদাচ পরাভূত হইবে না।

১১৯তম সর্গ

জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা হইতে অগ্নিদেবের উত্থান, অগ্নি কর্তৃক জানকীর নিষ্পাপ ও সচ্চরিত্র কীর্তন, রামের জানকী গ্রহণ

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মূর্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগ পূর্বক উত্থিত হইলেন। জানকী তরুণসূর্য্যপ্রভ ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিত তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও

কুঞ্চিত, দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূর্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী; ইনি নিষ্পাপ! এই সচ্চরিত্রা, বাক্য মন বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত। ইনি এতদিন পরাধীন ছিলেন কিন্তু তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোর বুদ্ধি রাক্ষসীরা ইহাকে নানা রূপ প্রলোভন দেখাইত এবং ইহাঁর প্রতি সর্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপ। এক্ষণে তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্মশীল রাম ভগবান অগ্নির এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং হর্ষব্যাকুল লোচনে মুহূর্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেব! জানকীর শুদ্ধি আবশ্যক; ইনি বহুকাল রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইহাকে শুদ্ধ করিয়া না লই তবে লোকে আমায় বলিবে যে রাজা দশরথের পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ। যাই হউক, আমিও জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ; চরিত্রদোষ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্য তেজে রক্ষিত, সমুদ্রের পক্ষে যেমন তীরভূমি,

রাবণের পক্ষে ইনিও সেইরূপ অলঙ্ঘ্য। সেই দুরাত্মা মনেও ইহাঁর অবমাননা করিতে পারে না। ইনি প্রদীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় সর্বতোভাবে তাঁহার অস্পৃশ্য। প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে অবিচ্ছিন্ন সেইরূপ ইনিও আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এক্ষণে পরগৃহবাস নিবন্ধন আমি ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারি না। ত্রিলোকমধ্যে ইনি পবিত্র; কীর্তি যেমন মনস্বীর অত্যাজ্য সেইরূপ ইনিও আমার অপরিত্যাজ্য। সুরগণ! আপনারা জগৎপূজ্য এবং আমার প্রতি স্নেহবান, আপনারা আমাকে ভালই কহিতেছেন, এক্ষণে আমি অবশ্যই ইহা রক্ষা করিব। এই বলিয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকীরে গ্রহণ পূর্বক সুখী হইলেন। তৎকালে এই জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

১২০তম সর্গ

রামের প্রতি মহাদেবের বাক্য, জানকীসহ রাম ও লক্ষ্মণের পিতৃদর্শন

অনন্তর মহাদেব শ্রেয়স্কর বাক্যে রামকে কহিলেন, কমললোচন! ধর্মশীল! মহাবল! পরম সৌভাগ্য যে তুমি জানকীরে লইলে। পরম সৌভাগ্য যে তুমি সমস্ত লোকের রাবণজ বর্দ্ধিত দারুণ ভয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া দীন ভরতকে আশ্বাসিত ও যশস্বিনী কৌশল্যা, কেকেয়ী, ও সুমিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যগ্রহণ ও সুহৃদগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর। পরে পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণগণকে ধনদান পূর্বক স্বর্গারোহণ

করিও। রাম! ঐ দেখ তোমার পিতা দশরথ বিমানযোগে মর্ত্তে আসিয়াছেন। উনি তোমার যশস্বী গুরু। ঐ শ্রীমান ভবাদৃশ পুত্রের গুণে ঋণমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে উহাঁকে প্রণাম কর।

রাম ও লক্ষ্মণ মহাদেবের কথা শুনিয়া বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন তিনি বিমলাম্বরধারী এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান। রাজা দশরথও প্রাণাধিক পুত্র রামকে দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি সত্যই কহিতেছি তোমা ব্যতীত দেবগণের সহিত নির্বিশেষে স্বর্গলাভও আমার নিকট বহুমানের হয় নাই। কৈকেয়ী তোমার নির্বাসন প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা কহিয়া ছিলেন সেগুলি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু বলিতে কি, আজ লক্ষ্মণের সহিত তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নীহারনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আমি দুঃখমুক্ত হইলাম। বৎস! অষ্টাবক্র যেমন ধর্মশীল ব্রাহ্মণ কহোলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি তোমার ন্যায় সুপুত্রের গুণে উদ্ধার হইয়াছি। এক্ষণে এই দেবগণের বাক্যে জানিতে পারিলাম তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, বাবণের বধোদ্দেশে আমার পুত্র রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছ। কৌশল্যার মনস্কাম পূর্ণ হইল, তিনি মনে তোমায় অরণ্যবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিবেন। পুরবাসিগণের পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজ্যে

অভিষিক্ত ও রাজ্যেশ্বর দেখিতে পাইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্মচারী শুদ্ধস্বভাব অনুরক্ত ভারতের সহিত গিয়া মিলিত হও আমি এইটি দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতি কামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দ্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে এই দুস্কর কার্য্য সাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবি হও।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। “আমি তোমাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম” এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন।

রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, বৎস! রাম প্রসন্ন থাকিলে তোমার ধর্মলাভ হইবে, পার্থিব যশ ও স্বর্গলাভ হইবে এবং তুমি মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহার শুশ্রুষা কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাম লোকের হিতানুষ্ঠানে নিয়তই নিযুক্ত। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিগণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক এই পুরুষোত্তমকে প্রণাম ও অর্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণের হৃদয় এবং দেবগণেরও গোপ্য বস্তু, তুমি রামকে সেই নিত্য ব্রহ্ম বলিয়াই

জানিও। বৎস! জানকীর সহিত ইহার সেবা করিয়া তোমার ধর্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত পুত্রবধু জানকীকে মৃদুবাক্যে কহিলেন, পুত্রি! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তুমি রুষ্ট হইও না। ইনি তোমার হিতার্থী, এক্ষণে কেবল তোমার শুদ্ধিসম্পাদন উদ্দেশে এইরূপ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি চরিত্রের পবিত্রতা যেরূপে রক্ষা করিয়াছ ইহা নিতান্ত দুষ্কর; ইহা দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। আমি জানি পতিসেবায় তোমাকে নিয়োগ করিতে হয় না, তথাচ ইহা অবশ্য বলিব যে রাম তোমার পরম দেবতা।

দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহানুভব দশরথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইরূপ কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

১২১তম সর্গ

ইন্দ্র কর্তৃক রামের অভিলাষানুরূপ বর দান

দশরথ প্রস্থান করিলে সুররাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমাদের দর্শন লাভ তোমার পক্ষে নিস্ফল হইবে না। আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার কিছু অভিলাষ থাকে তবে বল।

তখন রাম প্রীত মনে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহা সফল করুন। যে সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বানর আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা বাঁচিয়া উঠুক। যাহারা আমার জন্য বিনষ্ট হইয়া স্ত্রীপুত্র হারাইয়াছে আমি তাহাদিগকে পুনর্বার প্রীত দেখিবার ইচ্ছা করি। যারা শূর ও বীর, যাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত ছিল, দেব! আপনি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। ভল্লুক ও গোলাঙ্গূলগণ নীরোগ নির্ব্রণ ও বীর্য্যসম্পন্ন হউক এবং আপনার অনুগ্রহে তাহারা পুনর্বার স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন করুক, এই আমার প্রার্থনা। আরও যে স্থানে ইহারা বসবাস করে সেই সব স্থানে অকালেও ফলমূলপুষ্প সুলভ থাকিবে এবং নদী সকল নির্মল হইবে, এই আমার প্রার্থনা।

তখন ইন্দ্র রামকে প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! তোমার এ বড় কঠিন প্রার্থনা, কিন্তু আমি কখন বাক্যের অন্যথাচরণ করি নাই, অতএব ইহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এই সমস্ত বানর ভল্লুক ও গোলাঙ্গূল রাক্ষসহস্তে নিহত ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া পতিত আছে, এক্ষণে ইহারা নিরোগ নির্ব্রণ ও বীর্য্য সম্পন্ন হইয়া নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া থাকে সেইরূপে গাত্রোত্থান করুক এবং আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হৃষ্টমনে পুনর্বার মিলিত হউক। আর যথায় ইহাদের বাস সেই স্থানে বৃক্ষ সকল অসময়ে ফলপুষ্প প্রদান করুক এবং নদী সততই জলপূর্ণ থাকুক।

ইন্দ্র এইরূপ বর প্রদান কবিবামাত্র বানরেরা অক্ষতদেহে যেন নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিল এবং অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ভরে সকলেই কহিল একি!

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ রামকে সিদ্ধকাম দেখিয়া প্রীত মনে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার স্তুতিবাদ পূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বানরকে বিদায় দিয়া রাজধানী অযোধ্যায় যাও, একান্ত অনুরাগিণী যশস্বিনী জানকীরে সান্ত্বনা কর, তোমার শোকে ব্রতচারী ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতৃগণ ও পৌরজনকে সন্তুষ্ট কর এবং স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও। এই বলিয়া ইন্দ্র সুরগণের সহিত উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত। রাম সকলকে বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ঐ রামলক্ষ্মণরক্ষিত প্রহৃষ্ট বানরসেনা শশাঙ্কোজ্জ্বল শর্বরীর ন্যায় চতুর্দিকে অপূর্ব সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতে লাগিল।

১২২তম সর্গ

রাম বিভীষণ সংবাদ, পুষ্পক রথ বর্ণন

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। রাম পরম সুখে গাত্রোত্থান করিলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বিজয় সম্ভাষণ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! এই সমস্ত বেশবিন্যানিপুণা পদ্মপলাশলোচনা নারী

সুগন্ধি তৈল অঙ্গরাগ বস্ত্র আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত। ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।

রাম কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি কেবল সুগ্রীবাদি বানরকে স্নানের নিমন্ত্রণ কর। সেই ধর্মশীল সুকুমার ও সুখে লালিত ভরত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। তদ্ব্যতীত মন ও বেশভুষা আমর ভাল লাগিবে না। এখন এইটি দেখ যাহাতে আমরা শীঘ্র যাইতে পারি, কারণ অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! আমি এক দিনেই তোমায় পৌঁছিয়া দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উজ্জ্বল রথ ছিল। বলবান রাবণ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই রথ অধিকার করেন। এক্ষণে তাহা ত তোমারই হইয়াছে। ঐ দেখ তুমি যদ্দারা নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইবে ঐ সেই মেঘাকার রথ। রাম! এক্ষণে যদি আমাকে অনুগ্রহ করা তোমার কর্তব্য হয়, যদি আমার গুণে তোমার প্রীতি জন্মিঢা থাকে এবং যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ ও সৌহার্দ থাকে তবে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত বিবিধ ভোগসুখে এক দিন মাত্র এই লঙ্কায় বাস কর, পশ্চাৎ অযোধ্যায় যাইও। আমি যথাবিধি প্রীতিপূজার আয়োজন করিয়াছি, তুমি সৈন্য ও সুহৃদগণের সহিত ইহা গ্রহণ কর। আমি তোমার ভৃত্য, প্রণয় বহুমান ও সৌহার্দ নিবন্ধন তোমায় এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি মাত্র, কিন্তু মনে করিও না যে তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি।

তখন রাম সর্বসমক্ষে বিভীষণকে কহিলেন, বীর! তুমি মন্ত্রিত্ব, বন্ধুত্ব ও সর্বাঙ্গীণ যুদ্ধচেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ঠ পূজা করিয়াছ। এক্ষণে যে আমি তোমার কথা না রক্ষা করিতে পারি এমনও নহে কিন্তু দেখ যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়া ছিলেন, যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি কোনও মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইতেছে এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী, মিত্রগণ ও পৌরজানপদদিগের জন্যও আমি ব্যস্ত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে যাইবার অনুজ্ঞা দেও। সখে! আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, আমার নিমিত্ত শীঘ্র রথ আনাইয়া দেও। আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুতরাং আর এস্থলে থাকা আমার উচিত হইতেছে না।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত এবং বৈদুর্য্যমণিবেদিযুক্ত, উহাতে বহুসংখ্য কূটাগার আছে, উহা পাণ্ডু-বর্ণ ধ্বজপতাকায় শোভিত, কিঙ্কিণীজাল মণ্ডিত এবং মণিমুক্তাময় গবাক্ষে রমণীয়। ঐ রথে স্বর্ণপদ্ম সজ্জিত স্বর্ণময় হর্ম আছে। উহার তলভূমি স্ফাটিকময় এবং আসন বৈদুর্য্যময়। উহাতে নানারূপ বহুমূল্য আস্তরণ আছে। উহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত মধুরনাদী মেরু শিখরাকার ও মনোবেগগামী। রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন,

রাজন্! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণ ও ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন।

১২৩তম সর্গ

বিভীষণের ধনরত্ব বিতরণ, সুগ্রীব বিভীষণ ও বানরগণের অযোধ্যা গমনে অভিলাষ, বিমনারোহণে রামের অযোধ্যা যাত্রা

পরে অদূরবর্তী বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে রামকে কহিলেন, রাজন্! বল এক্ষণে আর কি করিব।

রাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে বিভীষণকে সস্নেহে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বানরগণ অনেক যত্নসাধ্য কার্য্য করিয়াছে। তুমি ধনরত্ন ও অন্নপানাদি দ্বারা ইহাদিগকে যথোচিত পরিতুষ্ট কর। এই সমস্ত বীরের সহায়তায় তুমি লঙ্কারাজ্য জয় করিয়াছ। ইহারা যুদ্ধে অটল ও উৎসাহী, প্রাণের ভয় ইহাদের কিছুমাত্র ছিল না; এক্ষণে ইহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে। তুমি কৃতজ্ঞতার জন্য ধনরত্ন দ্বারা ইহাদিগের এই যুদ্ধশ্রম সফল কর। ইহারা এইরূপে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। দেখ, যদি তুমি সঞ্চয়ী দানশীল দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় হও তবেই সকলে তোমার অনুগত থাকিবে এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ অনুরোধ করিতেছি। যে রাজার লোকরঞ্জন গুণ নাই, যে যুদ্ধে নিরর্থক লোকক্ষয় করাইয়া থাকে সৈন্যগণ ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

তখন বিভীষণ বানরগণকে বহুসমাদরে ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। পরে সকলে সবিশেষ সৎকৃত হইলে রাম লজ্জানম্রমুখী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ধনুর্ধারী লক্ষ্মণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে উঠিলেন এবং সমস্ত বানর, মহাবীর্য্য সুগ্রীব ও বিভীষণকে সম্মান পূর্বক কহিলেন, বানরগণ! মিত্রের যাহা করা উচিত তোমরা তাহাই করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমাদিগের সকলকে অনুজ্ঞা দিতেছি তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! একজন স্নেহবান হিতার্থী মিত্রের যাহা কর্তব্য তুমি ধর্মভয়ে তাহাই করিয়াছ। এক্ষণে সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে কিষ্কিন্ধায় যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিলাম। তুমি সচ্ছন্দে বসবাস কর, অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও আর তোমার কোনরূপ পরাভবের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় চলিলাম তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইরূপ কহিলে সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া হৃষ্টচিত্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া দেবী কৌশল্যাকে অভিবাদন পূর্বক শীঘ্রই স্ব স্ব গৃহে ফিরিব।

ধর্মশীল রাম উহাঁদের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ন্যায় সুহৃদগণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। সুগ্রীব! তুমি শীঘ্র বানরদিগকে লইয়া রথে উঠ। বিভীষণ! তুমিও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুক্রমে আকাশপথে উত্থিত হইল। রাম ঐ হংসযুক্ত যানে হৃষ্ট মনে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর ভল্লুক ও মহাবল রাক্ষসের উহার মধ্যে বিরল ভাবে সুখে উপবেশন করিল।

১২৪তম সর্গ

গমন পথে রাম কর্তৃক জানকীকে চতুর্দিকস্থ স্থান প্রদর্শন, বানর স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইবার জন্য জানকীর অনুরোধ

পুষ্পক রথ মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন রাম চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ দেখ কৈলাসশিখরাকার ত্রিকূটশিখরে বিশ্বকর্মনির্মিত লঙ্কাপুরী। এই দেখ মাংসশোণিতকর্দমে দুর্গম যুদ্ধভূমি। এই স্থানে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ বরলাভগতি প্রমাথী শয়ান আছে। আমি এই স্থানে তোমারই জন্য রাবণকে বধ করিয়াছি। ঐ স্থানে কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে মহাবীর হনূমান ধূম্রাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন। ঐ

স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মলীকে বিনাশ করেন। এই স্থানে অঙ্গদ বিকটকে বধ করিয়াছেন। ঐ স্থানে দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীর বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ স্থানে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও দংষ্ট্র রণশায়ী হইয়াছে। ঐ স্থানে আমি দুর্ধর্ষ মকরাক্ষকে মারিয়াছি। এই স্থানে শোণিতাক্ষ, সুপাক্ষ, ও প্রজঙ্ঘ বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে ভীমদর্শন বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঐ স্থানে ব্রহ্মশত্রু যজ্ঞশত্রু, সূর্য্যশত্রু ও সুপ্তঘ্ন নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মন্দোদরী সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পতিবিয়োগশোকে বিলাপ করিয়াছিলেন। ঐ যে সমুদ্রে একটি অবতরণ-পথ দেখিতেছ আমরা সমুদ্র পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, তোমার জন্য লবণসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছি, ইহা নল নির্মিত ও অন্যের অসাধ্য। জানকি! এই দেখ, শঙ্খ শক্তিশঙ্কুল মহাসমুদ্র ঘোর রবে গর্জ্জন করিতেছে। ইহা অক্ষোভ্য ও অপার। ঐ স্বর্ণগর্ভ স্বর্ণবর্ণ গিরিবর মৈনাক। ঐ পর্বত মহাবীর হনুমানের বিশ্রামার্থ সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই দেখ সমুদ্রের উত্তর তীরবর্ত্তী সেনানিবেশ। ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্বে ভগবান মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ঐ অদূরে সমুদ্রের তীর্থস্থান। উহা মহাপাতকনাশন ও পবিত্র। এক্ষণে উহা ত্রিলোকপূজিত ও সেতুবন্ধতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। এই স্থানে এই রাক্ষস

রাজ বিভীষণ আসিয়াছিলেন। ঐ বিচিত্রকাননশোভিত সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধা দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে মহাবীর বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন জানকী কিষ্কিন্ধা পুরী দেখিয়া প্রণয় ও লজ্জা ভরে বিনীত বাক্যে কহিলেন, রাজন! আমার ইচ্ছা যে আমি তার প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়ভার্য্য এবং অন্যান্য বানরের স্ত্রীদিগকে লইয়া তোমার সহিত রাজধানী অযোধ্যায় যাই।

রাম জানকীর কথায় সম্মত হইলেন, এবং কিষ্কিন্ধায় বিমান রাখিয়া সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি বানরগণকে বল তাহারা স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া সীতার সহিত অযোধ্যায় চলুক। আর তুমিও ঐ সমস্ত স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য সত্বর হও। চল আমরা সকলেই যাই।

তখন সুগ্রীব বানরগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! রাম তোমাকে কহিতেছেন তুমি সমস্ত বানরস্ত্রীকে লইয়া জানকীর প্রিয় কামনায় অযোধ্যায় চল। আমরা সকলকে অযোধ্যা এবং রাজা দশরথের পত্নীগণকে দেখাইয়া আনিব।

অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরস্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, সুগ্রীবের অনুজ্ঞা তোমরা স্ব স্ব ভর্তৃগণের সহিত অযোধ্যায় চল। তোমরা অযোধ্যা দেখিলে আমিও সুখী হইব। আমরা সকলে গ্রাম ও নগরবাসীদিগের সহিত রামের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিব।

বানরস্ত্রীগণ তারার অনুজ্ঞায় বেশভূষা করিয়া লইল এবং বিমান প্রদক্ষিণ পূর্বক সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় তদুপরি আরোহণ করিল। সকলে উঠিলে বিমান পূর্ববৎ যাইতে লাগিল। তখন রাম অদুরে ঋষ্যমূক পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া জানকীরে কহিলেন, ঐ স্বর্ণ ধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে কপী সুগ্রীবের সহিত মিলিত হই এবং বালীবধে অঙ্গীকার করি। ঐ দেখ কাননপরিবৃত কমলদলশোভিত পম্পা সরোবর। আমি ঐ স্থানে তোমার বিরহে দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিলাম এবং উহারই তীরে ধর্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে যোজনবাহু ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছি। ঐ দেখ জনস্থানের রমণীয় বটবৃক্ষ। জানকি! ঐ স্থানে বিহগরাজ মহাবল জটায়ু তোমারই জন্য রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সেই আমাদের আশ্রমপদ এবং রমণীয় পর্নশালা দেখা যায়। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থান হইতেই তোমাকে বল পূর্বক হরণ করিয়াছিল। ঐ স্বচ্ছালিলা গোদাবরী। ঐ কদলীবৃক্ষ শোভিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ শরভঙ্গাশ্রম। ঐ দেখ সেই সমস্ত তাপস। সুর্য্যাগ্নিবৎ তেজস্বী অত্রি উহাঁদের কুল পতি। আমি এই স্থানে মহাকায় বিরাধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে তুমি ধর্মচারিণী অত্রিপত্নীকে দেখিয়াছিলে। ঐ চিত্রকূট পর্বত। ঐ স্থানে মহাত্মা ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করেন। এই সেই চিত্রকাননা যমুনা। ঐ সেই ভরদ্বাজাশ্রম। এই ত্রিপথ বাহিনী পুণ্যসলিল গঙ্গা। ঐ

শৃঙ্গবের পুর। ঐ স্থানে আমার প্রিয়সখা গুহ বাস করিয়া আছেন। ঐ দেখ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা। জানকি! তুমি পৌঁছিয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।

তখন বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টমনে অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। ঐ পুরী সৌধধবল হস্ত্যশ্বপূর্ণ এবং প্রশস্ত রাজপথশোভিত। বানর ও রাক্ষসগণ অমরাবতীর ন্যায় ঐ নগরী পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন।

১২৫তম সর্গ

রামের ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হওন, রাম ও ভরদ্বাজের কথোপকথন

অনন্তর রাম চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পঞ্চমী তিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যা নগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছেন? আমার মাতৃগণ ত জীবিত?

ভরদ্বাজ সহাস্য মুখে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানুবর্তী জটাধারী ভরত তোমার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া, স্বগৃহ ও পুরের কুশল সম্পাদন পূর্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্বভোগ ও

সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, স্বর্গভ্রষ্ট দৈবতার ন্যায় পিতৃনির্দ্দেশে ধর্মকামনায় পদব্রজে বনে যাও তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশত্রু সুসমৃদ্ধ ও সবান্ধব দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম। রাম! আমি তোমার সমস্ত সুখদুঃখই জানিতে পারিয়াছি। জনস্থানে বাস করিবার কালে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি যখন তপস্বীগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত হও সেই সময় রাবণ এই অনিন্দনীয়া জানকীকে অপহরণ করে আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি। তোমার মারীচ ও কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য, বালীবধ, জানকীর অন্বেষণ, হনুমানের বীর কার্য্য, নলের সেতুবন্ধন, লঙ্কাদাহ, এবং বলবাহনের সহিত বলগর্বিত রাবণের সবংশে নিপাত এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। দেবকণ্টক রাবণ বিনষ্ট হইলে দেবগণের সহিত তোমার মিলন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত বরলাভও জানিয়াছি। ধর্মবৎসল! আমি তপবলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এস্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি অর্ঘ্যগ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যায় যাইবার পথে যে সমস্ত বৃক্ষ আছে সে গুলি

অকালে ফল প্রদান ও মধু ক্ষরণ করুক, এবং অমৃতগন্ধী বিবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হউক।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই তিন যোজন পথের মধ্যে বৃক্ষ সকল কল্প বৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠিল। যে সমস্ত বৃক্ষ নিস্ফল তাহা ফলবৎ, যাহা অপুষ্প তাহা পুষ্পপূর্ণ এবং যাহা শুষ্ক তাহা পত্রাবৃত ও মধুস্রাবী হইল। বানরগণ স্বপুণ্যবলে স্বর্গগত লোকের ন্যায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, ঐ সমস্ত বৃক্ষের ফল-মূল ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে লাগিল।

১২৬তম সর্গ

রাম কর্তৃক হনূমানকে অযোধ্যায় প্রেরণ, ভারতের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ ও তাহাকে রামের আগমন সংবাদ প্রদান

অনন্তর রাম সুগ্রীবাদির তুষ্টিসাধনের জন্য কিরূপ অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ ধীমান সমস্ত কর্তব্য স্থির করিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক হনূমানকে কহিলেন, বীর! তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া জান রাজপুরীর সকলে কুশলে আছেন কি না? এবং শৃঙ্গবের পুরে গমন পূর্বক বনবাসী নিষাদপতি গুহকে আমার বাক্যকে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তিনি আমাকে বীতক্লেশ অরোগী ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন এবং তোমাকে ভরতের বার্তা জ্ঞাপন পূর্বক অযোধ্যায় পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি

অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী, লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। পরে রাবণের সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত পরিচয়, বালীবধ, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন, সীতার অন্বেষণ, সসৈন্যে সমুদ্রতীরে গমন, সমুদ্রদর্শন, সেতুনির্মাণ, রাবণবধ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বরপ্রদান, শঙ্করপ্রসাদে পিতৃসমাগম, এবং অযোধ্যার নিকট আগমন এই সমস্ত কথা ভরতকে আনুপূর্বিক কহিও। আরও বলিও রাম শত্রুগণকে পরাজয় ও উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়া, বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য মহাবল মিত্রের সহিত আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইলে ভরতের যেরূপ মুখাকার হয় তাহা এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ মনের ভাব তাহাও জানিও। তিনি কি করিতেছেন এবং তাঁহার আকার ইঙ্গিতই বা কিরূপ ইহা মুখবর্ণ দৃষ্টি ও বাক্যালাপে যথার্থত জানিয়া আইস। দেখ, হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মনের ভাব পরিবর্তন করিয়া দেয়। যদি শ্রীমান ভরত চিরসংশ্রব নিবন্ধন স্বয়ংই রাজ্যার্থী হইয়া থাকেন তবে না হয় তিনিই সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বীর! আমরা যাবৎ না অযোধ্যার নিকটস্থ হইতেছি এই অবসরেই তুমি ভরতের বুদ্ধি ও চেষ্টা সম্যক জ্ঞাত হইয়া শীঘ্র আইস।

হনূমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্যমূর্তি ধারণ পূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় সর্প ধরিবার জন্য বেগে গমন করেন তিনি সেইরূপ বেগে চলিলেন। ঐ মহাবীর পক্ষিগণের

সপ্তারক্ষেত্র অন্তরীক্ষ দিয়া গঙ্গা-যমুনার ভীম সমাগমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে নিষাদরাজ গুহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে হৃষ্টমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার সখা রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশল জানাইয়াছেন। তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্যে তাঁহার আশ্রমে আজ পঞ্চমীর রাত্রি যাপন করিয়া কল্য প্রাতে তাঁহারই আদেশে তোমায় এই স্থানেই দেখিতে আসিবেন। হনূমান নিষাদরাজ গুহকে এই বলিয়া পুলকিত দেহে মহাবেগে চলিলেন। গতিপথে পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, বরুথী ও গোমতী নদী, এবং ভীষণ শালবন, প্রশস্ত জনপদ ও বহুসংখ্য লোক তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ অতি দূরপথ অতিক্রম করিয়া নন্দিগ্রামের প্রান্তস্থ কুসুমিত বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ কুবেরোদ্যান চৈত্ররথের বক্ষবৎ সুদৃশ্য। অনেকানেক স্ত্রীলোক পুত্রপৌত্রের সহিত ঐ সকল বৃক্ষের পুষ্পচয়ন করিতেছে।

অনন্তর হনূমান অযোধ্যার ক্রোশমাত্র ব্যবধানে এক আশ্রমমধ্যে ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ভরত ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে কৃশ চীরচর্মধারী জটাযুটমণ্ডিত মললিপ্তদেহ ফলমূলাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্মাচরণ করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মর্ষিসমতেজস্বী রাজকুমার তপস্বী হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন এবং রামের পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবী শাসন ও বর্ণচতুষ্ঠয়কে নানারূপ ভয় বিপদে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট

অমাত্য ও শুদ্ধস্বভাব পুরোহিত এবং সেনাধ্যক্ষের কাষায় বস্ত্র ধারণ পূর্বক উপবিষ্ট। ফলত তৎকালে ঐ কৃষ্ণাজিনধারী রাজকুমারকে ছাড়িয়া ধর্মবৎসল পুরবাসিগণের সুখভোগে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। ধর্মশীল ভরত মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় আসীন। হনূমান উহার নিকট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসী জটাচীরধারী রামের জন্য এইরূপ শোক করিতেছ তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাকে কোন সুসংবাদ দিবার জন্য আইলাম, তুমি এই দারুণ শোক পরিত্যাগ কর। রামের সহিত অচিরাৎ তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণকে বধ ও জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ মনোরথে মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিতেছেন, এবং সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যেমন শচী আইসেন সেইরূপ যশস্বিনী জানকী তাঁহার সহিত আসিতেছেন।

ভরত এই কথা শুনিবামাত্র হর্ষে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে ক্ষণকাল মধ্যে গাত্রোত্থান পূর্বক আশ্বস্ত হইয়া, ঐ প্রিয়বাদী হনূমানকে গৌরবে আলিঙ্গন এবং প্রীতি ও হর্ষের স্থূল অশ্রুবিন্দু দ্বারা উহাঁকে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, সাধো! তুমি দেবতা বা মনুষ্যই হও আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ। তুমি আমায় যে সুসস্বাদ প্রদান করিলে ইহার অনুরূপ আমি তোমাকে কি দিব। তুমি লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং যোলটি কন্যা গ্রহণ কর। ঐ সমস্ত কন্যা কুণ্ডলালঙ্কৃত সুসজ্জিত

স্বর্ণবর্ণ ও শুভাচারী। উহাঁদের নাসিকা ও উরু সুদৃশ্য, মুখ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন এবং উহার উত্তম জাতি ও উত্তম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে ভরত হনুমানের মুখে রামের আগমনসংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন।

১২৭তম সর্গ

ভরত সমীপে হনূমান কর্তৃক রামের আরণ্য বৃত্তান্ত বর্ণন

ভরত কহিলেন, বহুকাল যিনি বনে গিয়াছেন, আমার সেই প্রভুর প্রীতিকর কথা আজ আমি শুনিতে পাইব। মনুষ্য প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দ লাভ করে এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে ইহা যথার্থ। এক্ষণে তুমি এই কুশাসনে উপবেশন কর এবং বল, কোথায় ও কোন সূত্রে বানরগণের সহিত রামের সমাগম হইয়াছিল।

তখন হনূমান উপবিষ্ট হইয়া রামের সমস্ত আরণ্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, দেব! তোমার জননীর দুইটি বরলাভের কথা তুমি অবশ্যই জান, সেই সূত্রে রাম নির্বাসিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিয়োশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে, দূত গিয়া রাজগৃহ হইতে শীঘ্র তোমায় আনায়ন করে। তুমি অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছু হও এবং সজ্জনাচরিত ধর্মের অনুবর্তী হইয়া রামকে আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাও। পরে রাম পিতৃ নির্দেশ রক্ষার্থ রাজ্য অস্বীকার করিলে তুমি তাঁহার পাদুকা যুগল লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। রাজকুমার! এই পর্য্যন্তই

তুমি জান; পরে কি হইয়াছিল শুন। তোমার গমনে চিত্রকূট পর্বতের সেই বন অত্যন্ত উপদ্রুত এবং তত্রত্য মৃগপক্ষিগণ যার পর নাই আকুল হইয়াছিল। পরে রাম তথা হইতে সিংহবাঘ্রসঙ্কুল করিদলিত ঘোর বিজন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে মহাবল বিরাধ ঘোর নিনাদে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে উর্দ্ধবাহু ও অধোমুখ হইয়া হস্তীর ন্যায় চিৎকার করিতেছিল, রাম তাহাকে তুলিয়া একটা গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দিন ঐ দুষ্কর কার্য্য সাধন করেন সেই দিনই সায়াহ্নে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হন। পরে শরভঙ্গ দেহত্যাগ করিলে রাম তত্রত্য সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন পূর্বক জনস্থানে যাত্রা করেন। তথায় বাস করিবার কালে জনস্থাননিবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি একাকী দিবসের চতুর্থ ভাগে ঐ সমস্ত তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষসের সহিত খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করেন। ঐ জনস্থানে রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামের নিকট আসিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশে উত্থিত হইয়া সহসা খড়্গ দ্বারা উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দেন। বালা সূর্পণখা এই নাসাকর্ণ ছেদনে অতিমাত্র কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হয়। পরে রাবণের অনুচর মারীচ মায়াবলে রত্নময় মৃগ হইয়া জানকীরে প্রলোভিত করিয়াছিল। জানকী ঐ মৃগটি দেখিয়া রামকে কহিলেন, ধর, উহাঁকে ধরিতে পারিলে আমাদের

আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি হইবে। তখন রাম শরাসন হস্তে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এক শরে উহাঁকে সংহার করিলেন। রাম যখন এইরূপ মৃগয়ায় নির্গত ও লক্ষ্মণও তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন। সেই সময়ে রাবণ উহাঁদের আশ্রমে আইসে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীকে সেইরূপ জানকীকে বল পূর্বক গ্রহণ করে। গৃধরাজ জটায়ু জানকীর রক্ষার্থী হইয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু রাবণ তাঁহার বধসাধন পূর্বক জানকীরে শীঘ্র লইয়া যায়। ঐ। সময় কতকগুলি পর্বতাকার বানর গিরিশিখরে বসিয়াছিল। তাহারা বিস্ময়বিস্ফার নেত্রে দেখিল রাবণ সীতাকে লইয়া যাইতেছে। পরে রাবণ মনোবৎবেগগামী বিমান দ্বারা শীঘ্র লঙ্কায় প্রবেশ করে এবং স্বর্ণ প্রাকারবেষ্টিত সুপ্রস্ত সুন্দর গৃহে শীতাকে রাখিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু অশোকবনবাসিনী জানকী উহার কথা ও উহাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

এদিকে রাম বনমধ্যে সেই স্বর্ণমৃগকে বধ করিয়া ফিরিলেন। তিনি আসিয়া পিতৃবন্ধু জটায়ুর বিনাশদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। পরে তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জানকীর অন্বেষণে নির্গত হইয়া গোদাবরীতট ও কুসুমিত বনবিভাগ পর্য্যটন পূর্বক কবন্ধকে দেখিতে পান এবং ঐ কবন্ধের বাক্যে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলাপ পরিচয়ের পূর্বেই দৃষ্টি মাত্র সুগ্রীব ও রামের একটা হৃদয়গত

প্রীতি জন্মিয়াছিল; পরে সাক্ষাতে তাহা আরও প্রগাঢ় হইল। সুগ্রীব ভ্রাতৃক্রোধে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, রাম বাহুবলে মহাকায় মহাবল বালীকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দেন; এবং সুগ্রীবও তাঁহার নিকট জানকীর অন্বেষণে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর দশকোটি বানর সুগ্রীবের আদেশে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইল। আমরা বিন্ধ পর্বতের এক গহ্বর হইতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হই এবং তন্নিবন্ধন তন্মধ্যে আমাদের অনেকটা বিলম্ব হয়। ঐ স্থানে জটায়ুর ভ্রাতা মহাবল সম্পাতি বাস করিতেন। রাবণের আলয়ে যে সীতা আছেন তৎকালে তিনিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। পরে আমি দুঃখার্ত বানরগণের দুঃখ দূর করিয়া স্ববীর্য্যে শতযোজন সমুদ্র পার হই এবং লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোক বনে কৌশেয়বসনা মলিনা জানকীকে দেখিতে পাই। তিনি পাতিব্রত্যে রক্ষিত হইয়া নিরানন্দে একাকী আছেন। পরে আমি তাঁহার নিকট হইয়া রাম নামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় তাঁহাকে অভিজ্ঞান দেই এবং আমি তাঁহার নিকট চূড়ামণি অভিজ্ঞান স্বরূপ গ্রহণ পূর্বক কৃতকার্য্য হইয়া আসি। রাম ঐ জ্যোতির্ম্মান মণি এবং জানকীর সংবাদ পাইয়া আতুর যেমন অমৃতপানে জীবিত হয় সেইরূপ জীবিত হইলেন; এবং প্রলয়কালে, বিশ্বদাহে প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় লঙ্কাপুরী ছারখার করিবার জন্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। পরে সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া নল তাঁহার আদেশে সেতু প্রস্তুত করেন।

বানরসৈন্য ঐ সেতু দিয়া সমুদ্র পার হয়। পরে ঘোরতর যুদ্ধ। নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব ও ব্রহ্মা এবং স্বয়ং রাজা দশরথের সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণ এবং ঋষি ও দেবর্ষিগণ প্রীতি ভরে উহাঁকে বরদান করেন। অনন্তর রাম বানরগণের সহিত পুষ্পক রথে উঠিয়া কিষ্কিন্ধায় আইসেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় জাহ্নবীতে আসিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে বাস করিতেছেন। কাল পুষ্যা-নক্ষত্রযোগ, কাল তুমি তাঁহাকে নিরাপদে দেখিতে পাইবে।

তখন ভরত হনুমানের এই মধুব বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হা! এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

১২৮তম সর্গ

রামকে অভিবাদন করিবার জন্য ভারতের সহিত রাজপত্নীগণ, মন্ত্রীগণ, সৈন্যগণ ও নন্দিগ্রামবাসীগণের যাত্রা

ভরত হনুমানের মুখে এই মুখের কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, এক্ষণে সকলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বাদ্যভাণ্ড বাদন পূর্বক গন্ধমাল্য দ্বারা কুলদেবতা ও নগরের চৈত্যস্থান সকল অর্চনা করুক। স্তুতিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বৈতালিক, বাদক ও গণিকারা রামকে দেখিবার জন্য নির্গত হউক। রাজ মাতৃগণ, অমাত্য, বেতনভুক সৈন্য, আটবিক সৈন্য, স্ত্রীলোক,

নানাজাতীয় গণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শ্রেণীপ্রধানেরা রামের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য নির্গত হউন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন বহুসংখ্য ভৃত্যকে বহু অংশে বিভাগ পূর্বক আদেশ করিলেন, তোমরা এই নন্দিগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত নিম্ন ও উচ্চস্থল সকল সমভূমি কয়িয়া দেও, রাজপথ হিমশীতল জলে সেক কর, সকল স্থানে পুষ্প ও লাজবৃষ্টি পূর্বক পতাকা তুলিয়া দেও, গৃহ সুসজ্জিত কর, মালা, শোভনবর্ণ পুষ্প ও পঞ্চ বর্ণের দ্রব্য বিরলভাবে রচনা করিয়া রাজপথ অলঙ্কৃত কর। দেখ কল্য সূর্য্যোদয়ের মধ্যে যেন এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে শত্রুঘ্নের আদেশে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য বীর ধ্বজদণ্ডশোভিত সুসজ্জিত মত্ত হস্তী, স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ করিণী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্বক যাত্রা করিল। অনেক অশ্বারোহী ও পদাতি শক্তি ঋষ্টি ও পাশ ধারণ পূর্বক নির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে লইয়া যানযোগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ধর্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, শ্রেণীপ্রধান, বণিক ও মাল্যমোদকধারী মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি রামের আগমনে যার পর নাই হৃষ্ট। বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল, শঙ্খভেরী বাদিত হইতে লাগিল। ভরত উপবাসে কৃশ তাঁহার পরিধান চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণাজীন, তিনি মস্তকে আর্য্য

রামের পাদুকযুগল গ্রহণ পূর্বক শুক্লমাল্যশোভিত শ্বেত ছত্র এবং রাজযোগ্য স্বর্ণ খচিত শ্বেত চামর লইয়া নির্গত হইলেন। অশ্বের খুরশব্দ, হস্তীর বৃংহিত, রথের ঘর্ষরধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় যে সমস্ত নন্দিগ্রামই রামের অনুগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ভরত হনুমানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক কহিলেন, তুমি তো বানরজাতি সুলভ চাপল্যে মিথ্যা কও নাই। কৈ আমি তত আর্য্য রামকে এবং কামরূপী বানরগণকে দেখিতেছি না?

হনূমান কহিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের বরে প্রভাববান। তিনি নানা উপচারে রাম ও তাঁহার আনুযাত্রিকগণের আতিথ্য করিয়াছেন। এক্ষণে তাহারই প্রসাদে অযোধ্যার গন্তব্য পথের বৃক্ষ সকল মধুশ্রাবী ফলপুষ্পপূর্ণ ও উন্মত্তভ্রমর ঝঙ্কারে নিনাদিত। ঐ শুন বানরগণের ভীষণ কোলাহল। বোধ হয়, তাহারা এক্ষণে গোমতী পার হইতেছে। ঐ শাল বনের নিকট ধুলিজাল-উড্ডীন দেখা যায়। বোধ হয় বানরগণ ঐ বনে প্রবেশ পূর্বক তাহা আলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ দূরে চন্দ্রাকার দিব্য বিমান। উহা বিশ্বকর্মার মানসী সৃষ্টি। মহাত্মা রাম রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছেন। কুবের ব্রহ্মার প্রসাদে ঐ বিমান লাভ করেন। উহা প্রাতঃসূর্য্যসদৃশ। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, সুগ্রীব ও বিভীষণ উহাতেই আগমন করিতেছেন।

ঐ সময় আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে কেবল ঐ রাম ঐ রাম এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহাদের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সকলে যানবাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। স্থূলায়তলোচন রাম বিমানোপরি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি সুমেরুশিখরস্থ প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ভরত তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হৃষ্ট হইয়া পুনর্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ, রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভরত প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধ মাদন, শরভ ও পনসকে আনুপূর্বিক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। মনুষ্যরূপী বানরেরাও পুলকিত মনে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর ধার্মিকবর রাজকুমার ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, বীর! আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম। সৌহার্দ্য বশত মিত্রত্ব জন্মে, আর অপকার শত্রুতার চিহ্ন। তুমি আমাদিগের পরম মিত্র। পরে তিনি বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আর্য্য রাম ভাগ্যক্রমেই তোমার সহায়তা পাইয়া অতিদুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

ঐ সময় শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্বক বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর রাম শোককৃশা বিবর্ণ জননী কৌশল্যার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন ও পাদবন্দন করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসিরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। তৎকালে তাদের ঐ সমস্ত অঞ্জলি বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্ম শীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়া ছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ, সৈন্য সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

ভ্রাতৃবৎসল ভরতের এই কথা শুনিয়া বানরগণ ও বিভীষণের অশ্রুপাত হইল। পরে রাম হর্ষভরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানযোগে সসৈন্যে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে সকলের সহিত অবতরণ পূর্বক কহিলেন, বিমান! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা দিতেছি তুমি প্রতিগমন করিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরকে পূর্ববৎ বহন কর।

বিমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র উত্তর দিকে অলকার অভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিল। পরে ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দন করেন সেইরূপ আত্মসম পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদবন্দন করিয়া পৃথক আসনে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

১২৯তম সর্গ

ভরত কর্তৃক রামকে রাজ্যার্পণ, স্বগণসহ রামের অযোধ্যা যাত্রা, রামের রাজ্যাতিষেক, রামের ধন রত্ন বিতরণ, রামের রাজত্ব বর্ণন, রামায়ণের ফল শ্রুতি কীর্তন

অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক জ্যেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বনবাস স্বীকার করিয়া আমার জননীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাকেও রাজ্য দিয়াছেন। আপনি যেমন আমাকে রাজ্য দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পুনর্বার তাহা আপনাকে দিতেছি। মহাবল সহায় নিরপেক্ষ বৃষ যে ভার বহন করিয়াছে আমি বলবৎস বড়বার ন্যায় দুর্বল হইয়া তাহা বহিতে উৎসাহী নহি। প্রবল স্রোতেবেগে সেতুকে বন্ধন

করা যেমন দুঃসাধ্য এই রাজ্যছিদ্র সংবৃত রাখা আমার পক্ষে সেইরূপই দুঃসাধ্য হইয়াছে। গর্দভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গতি লাভ করিতে পারে না সেইরূপ আমিও আপনার পন্থা অনুসরণ করিতে পারি না। গৃহের উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ফলবান না হইয়া যদি পুষ্পিতাবস্থায় বিশীর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফল লাভের উদ্দেশে তাহা রোপণ করিয়াছিল তাঁহার সমস্ত প্রায়ই ব্যর্থ হয়। আর্য্য! আপনি প্রভু, আমরা আপনার অনুরক্ত ভৃত্য, যদি আপনি আমাদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে এই উপমা আপনাতে সম্যক বর্তিতে পারে। আজ জগতের সমস্ত লোক আপনাকে অভিষিক্ত ও মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ততেজ ও প্রতাপশালী নিরীক্ষণ করুক। আপনি তুর্য্যনিনাদ কাঞ্চী ও নূপুরবে এবং মধুর গীতিশব্দে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য উদয় হইবে সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।

তখন রাম ভরতের এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শ্মশ্রুচ্ছেদক সুখদহস্ত নিপুণ নাপিতের শত্রুঘ্নের আদেশে রামকে বেষ্টন করিল। সর্বাগ্রে ভরত, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ স্নান করিলেন। পরে রাম জটাজুট মুণ্ডন ও স্নান করিয়া বিচিত্র মাল্য অনুলেপন ও মহামূল্য বসন ধারণ পূর্বক অপূর্ব

শ্রীসৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন স্বহস্তে রাম ও লক্ষ্মণের বেশ রচনা করিলেন। রাজা দশরথের পত্নীগণ জানকীরে অলঙ্কৃত করিলেন এবং পুত্রবৎসল দেবী কৌশল্যা সমস্ত বানরস্ত্রীকে প্রীত মনে অতি যত্নে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সারথি সুমন্ত্র শত্রুঘ্নের বাক্যে সর্বাঙ্গশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম ঐ সূর্য্যাগ্নিবৎ উজ্জ্বল দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় সুকান্তি সুগ্রীব ও হনূমান কৃতমান হইয়া রুচির বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ধারণ পূর্বক চলিলেন। সুগ্রীবের পত্নীগণ ও সীতা অযোধ্যা নগরী দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া সুবেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে মধ্যবর্তী করিয়া রামের অভ্যুদয় ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার ভৃত্যগণকে কহিলেন, তোমরা রামের অভিষেক সম্পাদনের জন্য মঙ্গলাচার পূর্বক সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উহাঁরা ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রামকে দেখিবার জন্য শীঘ্র নির্গত হইলেন।

এদিকে রাম রথারোহণ পূর্বক ইন্দ্রবৎ প্রভাবে নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ভরত অশ্বের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া

জ্যোৎস্নাধবল শ্বেতচামর গ্রহণ করিলেন এবং ঋষি ও দেবগণ মধুর কণ্ঠে স্তুতিগান করিতে লাগিলেন।

কপিরাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক এক পতাকার হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছেন। বানরগণ মনুষ্যমূর্তিতে নানা রূপ আভরণ ধারণ পূর্বক হস্তীপৃষ্ঠে উঠিয়াছে। রাম স্বজন ও বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া হর্মশ্রেণীশোভিত অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিরব হইতে লাগিল। পুরবাসীগণ দেখিল রাম দিব্য সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া আনুযাত্রিকগণের সহিত রথে আগমন করিতেছেন। উহাঁরা জয়াশীর্বাদ পূর্বক তাঁহার সম্বর্ধনা করিতে লাগিল। রামও মর্য্যাদানুসারে উহাদিগের সমাদর করিতে লাগিলেন। উহাঁরা ভ্রাতৃগণপরিবৃত রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষত্রসমূহে চন্দ্রের যেমন শোভা হয় সেইরূপ রাম অমাত্য ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতিগণে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। বাদকেরা তূরী তাল ও স্বস্তিক বাদন পূর্বক হৃষ্টমনে মঙ্গলধ্বনি করিয়া উহার অগ্রে অর্থে চলিল। অনেকে মঙ্গলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল, এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণও গমন করিতে লাগিল। প্রস্থানকালে রাম মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সখ্য হনুমানের প্রভাব ও অন্যান্য বানরের বীরকার্য্য উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসীরা বানরগণের বীরত্ব ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত পরাক্রমের কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল।

দিব্যশ্রী সম্পন্ন রাম এই সমস্ত বর্ণন করিতে করিতে বানরগণের সহিত হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্বপুরুষগণের অধ্যুষিত রমণীয় পিতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি ধর্মশীল ভরতকে মধুর বাক্যে কহিলেন, তুমি সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদগণকে পিতৃভবনে লইয়া গিয়া কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করাইয়া আন। আর আমার সেই অশোকবনশোভিত বৈদুর্য্যখচিত সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদে সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দাও।

ভরত রামের এই আদেশ পাইয়া সুগ্রীবের হস্তাবলম্বন পূর্বক নির্দিষ্ট আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে ভৃত্যেরা শত্রুঘ্নের নিয়োগক্রমে তৈল প্রদীপ পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ লইয়া শীঘ্র ঐ গৃহে গমন করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি আর্য্য রামের অভিষেকার্থ দূত নিয়োগ করুন। এক্ষণে চতুঃসাগরের জল আহরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তখন সুগ্রীব হনূমান জাম্ববান প্রভৃতি চারিজন বীরের হস্তে রত্নখচিত চারিটি কলশ দিয়া কহিলেন, তোমরা এই সমস্ত কলশে চতুঃসাগরের জল লইয়া যাহাতে প্রত্যুষে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার তাহাই কর।

কুঞ্জরাকার বানরগণ সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে যাত্রা করিল। জাম্ববান হনূমান বেগদর্শী ও ঋষভ

ইহারা কলশে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ শত নদীর জল আহৃত হইল। মহাবল সুষেণ পূর্বসাগর হইতে এবং ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। গবয় পশ্চিম সমুদ্র হইতে স্বর্ণ কলশে রক্তচন্দন ও কর্পূরসুবাসিত জল আনয়ন করিলেন। ধর্ম শীল গুণবান অনিল উত্তর সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। তখন শত্রুঘ্ন বানরগণের প্রযত্নে জল আহৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও সুহৃদগণকে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে আর্য্য রামের অভিষেক সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর বৃদ্ধ বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত যত্নবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে তিনি এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব ইহাঁরা বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ সুগন্ধি ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, ষোলটি কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। লোকপালগণ সমস্ত দেবতার সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্বক তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রত্ন মণ্ডিত সভা মধ্যে রত্নপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্বকালে মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই ব্রহ্মার

নির্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্বাঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাঙ্কধবল শ্বেত চামর ধারণ করিলেন। বায়ু ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রথিত অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণমাল্য এবং সর্বরত্নশোভিত মণিময় মুক্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্বেরা, সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রামের অভিষেককালে ভূমি শস্যবতী বৃক্ষ ফলবান ও পুষ্প সুগন্ধী হইল। রাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ বৃষ, অশ্ব ও গোদান করিয়া ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ মহামুল্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সুগ্রীবকে সূর্য্য রশ্মিবৎ উজ্জ্বল মণিময় স্বর্ণহার অঙ্গদকে বৈদুর্য্যখচিত জোৎস্না নির্মল দুই অঙ্গদ, জানকীকে মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাবল মুক্তাহার নির্মল বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান করিলেন। জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পুর্বোপকার স্মরণ পূর্বক হনূমানকে প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন এবং বানরগণও রামের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্ট আছ তাহাকেই এই হার প্রদান কর। তখন জানকী যাহাতে তেজ ধৈর্য্য যশ সরলতা সামর্থ্য বিনয় নীতি পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত বিদ্যমান সেই হনূমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্বত যেমন জ্যোৎস্নাবৎ শ্বেত মেঘে শোভিত হয় সেইরূপ হনূমান ঐ হারে

শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরবৃদ্ধ ও বানরগণ মর্য্যাদানুসারে বসনভূষণে সমাদৃত হইতে লাগিল। রাম বিভীষণ, সুগ্রীব, হনূমান, জাম্ববান প্রভৃতি সর্ব প্রধান বীরগণকে বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে তিনি মৈন্দ দ্বিবিদ ও নীলকে অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে দানমানে পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কপিরাজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। ধর্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর উদারস্বভাব নিঃশত্রু ধর্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মনু প্রভৃতি পুর্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তুমি আমার সহিত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও এবং পূর্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছেন তুমিও সেই ভার বহন কর।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয় ও নিয়োগ বাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। পরে তিনি পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি দশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্বক দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত ও বক্ষস্থল অতিবিশাল। তিনি

লক্ষ্মণকে লইয়া পরম সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত অনেকবার নানা বিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, হিংস্র জন্তুর কোনরূপ উপদ্রব ছিল না এবং ব্যাধিভয়ও নিবারিত ছিল। সমস্ত জনপদ দস্যুভয় শূন্য, কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না, এবং বৃদ্ধদিগকে বালকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হইত না। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিল। রামের প্রতি স্নেহ বশত কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোকসকল সহস্রবর্ষজীবি ও বহু পুত্রে পরিবৃত ছিল। সকলেই নীরোগ ও বিশোক, বৃক্ষে নিয়ত ফলমূল ও পুষ্প জন্মিত। পর্জন্যদেব প্রচুর জল বর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র সুখস্পর্শ ছিল। সকলে স্বকর্মে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকর্মেই প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধর্মপরায়ণ ছিল। কেহই মিথ্যা কহিত না এবং সকলেই সুলক্ষণাক্রান্ত ছিল।

এই প্রাচীন আদিকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা বেদমূলক ধর্মজনক বশর আয়ুস্কর ও রাজগণের বিজয়প্রদ। যে ব্যক্তি এই কাব্য সর্বদা শ্রবণ করেন তিনি বীতপাপ হইয়া থাকেন। এই রামাভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র এবং ধনার্থী ধন লাভ করে। রাজার পৃথ্বী জয় এবং শত্রুজয় হয়। কৌশল্যা যেমন রামের দ্বারা, সুমিত্রা যেমন লক্ষ্মণের দ্বারা জীবপুত্রা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে

স্ত্রীলোকেরা সেই রূপ খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি শ্রদ্ধাবান ও বীতক্রোধ হইয়া বাল্মীকির এই মহাকাব্য শ্রবণ করেন তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না। তিনি প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুখে কাল, হরণ করেন এবং রাম হইতে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ রামায়ণ শ্রবণ করিতেছে দেবতারা শুনিলেও প্রীত হন। যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে তাহারা বিঘ্নাচরণে বিরত হয়, প্রবাসী সুখশান্তি ভোগ করে এবং ঋতুমতী স্ত্রী অত্যুৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। এই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ বা ইহার পূজা করিলে লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ক্ষত্রিয়ের প্রণাম পূর্বক ব্রাহ্মণের মুখে নিয়ত ইহা শ্রবণ করিবেন। শ্রবণে ঐশ্বর্য্যলাভ ও পুত্রলাভ হয়। রাম সনাতন বিষ্ণু আদিদেব হরি ও নারায়ণ। এই সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন। এই পুরাবৃত্ত এই রূপ ফলপ্রদ, এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক; মুক্তকণ্ঠে বল বিষ্ণুর বল বর্দ্ধিত হউক। এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই ঋষিকৃত রামসংহিতা ভক্তি পূর্বক লিখিবেন তাহাদের ব্রহ্মলোকলাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি ও ধনধান্যবৃদ্ধি হয়, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ ও উৎকৃষ্ট মুখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই রামায়ণের প্রসাদে আয়ু

আরোগ্য যশ বুদ্ধি বল ও সৌভ্রাত্র লাভ হয়, অতএব যে সমস্ত সাধু সম্পদলাভার্থী তাঁহার নিয়ম পূর্বক ইহা শ্রবণ করিবেন।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।